পবিত্র ত্রিপিটক

(সপ্তদশ খণ্ড)

মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০

পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (সপ্তদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ**]

পবিত্র ত্রিপিটক

সপ্তদশ খণ্ড

[খুদ্দকনিকায়ে **মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ**]

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি মহাস্থবির,
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
ও শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (সপ্তদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ**]

অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি মহাস্থবির,
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকবৃন্দ
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : ভদন্ত সম্বোধি ভিক্ষু,
ভদন্ত বিপুলানন্দ ভিক্ষু ও মিস দীপ্তি চাকমা (কন্তি)
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-17
(Khuddaka Nikaye **Mahanrdesh & Chulanirdesh**)
Translated by Various Tranlators
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3079-3

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গাল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ ‘বনভন্তে প্রকাশনী’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে ‘উৎসর্গ ও সূত্র’ নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ ‘চূলবর্গ’ গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে ‘মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত অট্‌ঠকথা’ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্‌ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

খুদ্দকনিকায়ে

মহানির্দেশ

অনুবাদকমণ্ডলী

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু,
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকমণ্ডলী
প্রথম প্রকাশ : ২৫৫৭ বুদ্ধবর্ষ, জানুয়ারি ২০১৪
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ জ্ঞানলঙ্কার ভিক্ষু শ্রীমৎ রাহুলানন্দ ভিক্ষু

Khuddaka Nikaye MAHANIRDES
Translated by Ven. Indragupta Bhikkhu, Ven. Bangish Bhikkhu,
Ven. Ajit Bhikkhu & Ven. Sivak Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

উৎসর্গ

বাংলাদেশ তথা বিশ্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গৌরবরবি, মহান বুদ্ধপুত্র, শ্রাবকবুদ্ধ, আমাদের দুঃখমুক্তির পথপ্রদর্শক, পরম কল্যাণমিত্র; যাঁর ত্যাগদীপ্ত ও জ্ঞানমহিমা জীবনাচারে পার্বত্যাঞ্চলে বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়; যাঁর শাসন হিতৈষীতায় এতদঞ্চলে রচিত হয়েছে বুদ্ধধর্মের নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস, সেই জগৎদুর্লভ অর্হৎ ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)-এর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞ পূজাস্বরূপ এই *মহানির্দেশ* গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম।

প্রণত

অনুবাদকবৃন্দ

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ

প্রকাশকের নিবেদন

মাত্র মাস খানেকের ব্যবধানে *মহানির্দেশ* বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা যারপরনাই খুশি। এটি সূত্রপিটকে খুদ্দকনিকয়ের অন্তর্গত পঞ্চদশ গ্রন্থ। *মহানির্দেশ* বইটি এই প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আর বইটি প্রথমবারের মতো বাংলায় যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন *আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা (১-৯)* সিরিজের সংকলক ও অভিজ্ঞ অনুবাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির মহোদয় প্রমুখ শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু। আমি *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি*র পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় অনুবাদকগণকে অশেষ শ্রদ্ধা ও বন্দনা জানাই।

মহানির্দেশ গ্রন্থটি মূলত একটি ব্যাখ্যামূলক বই। এটির আলোচ্য বিষয়বস্তু মূখ্যত *সুত্তনিপাত* গ্রন্থের অষ্টক-বর্গের সূত্রগুলো। এ গ্রন্থে সেসব সূত্রের সবিস্তার আলোচনা করেছেন স্বয়ং ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবির মহোদয়। সূত্রগুলোর বিষয়বস্তু অত্যন্ত গভীর। এ গ্রন্থে যেহেতু সূত্রগুলোর সবিস্তার ব্যাখ্যা আছে তাই পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হবে বলেই আশা করি।

পরিশেষে, আমি যারা মাসিক কিস্তিতে শ্রদ্ধাদান দিয়ে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির প্রকাশনা কাজকে চলমান ও আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে অব্যাহতভাবে আন্তরিক সহায়তা করে যাচ্ছেন তাদের সকলকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সামনের দিনগুলোতে আরও আপনাদের এমন আন্তরিকতাপূর্ণ সহায়তা পাবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বিনীত
মধু মঙ্গল চাকমা
সভাপতি
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি,
বাংলাদেশ

নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। 'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো তিনটি পিটক বা ঝুড়ি অথবা আধার। মোট কথা সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম এই তিনটি পিটকের সমবায়ের নাম ত্রিপিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনা আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। অভিধর্ম বা পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের প্রত্যেকটিতে রয়েছে স্বতন্ত্র অনেক গ্রন্থ। কাজেই ত্রিপিটক বহু গ্রন্থের সমন্বিত নাম। ভাষ্যগ্রন্থ ও অর্থকথা ব্যতীত মূল পালি ত্রিপিটক চুয়াল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত। যার দরুন ত্রিপিটকের অনুবাদ, প্রকাশের কাজটি অত্যন্ত কঠিন, সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাপেক্ষও।

ত্রিপিটকের উদ্ভব ও উৎসভূমি এই উপমহাদেশ হলেও বর্তমানে এতদঞ্চলে ত্রিপিটক দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ। বিশেষ করে বাংলাভাষীদের জন্য। কারণ, পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক আজও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি। বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক অনুবাদ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা চালিয়ে গেলেও প্রয়োজনীয় সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করা বা তজ্জন্য শক্তিশালী ও কার্যকরী সংস্থা গঠন করা সম্ভব হয়নি। তার পরও সুখের বিষয়, ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়নি। পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও এই বঙ্গানুবাদ করার প্রচেষ্টা চলতেছে, হোক না সেটা বিচ্ছিন্নভাবে বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। প্রচেষ্টা যে একেবারেই থেমে যায়নি এটাও কম কীসের!

বুদ্ধজ্ঞানে পরিস্নাত, সদ্ধর্মহিতৈষী, মহান আর্যপুরুষ, শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ হোক। তাই জীবদ্দশায় তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, বহুগ্রন্থ প্রণেতা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে নিজ হাতে পালি ত্রিপিটকের কপি প্রদান করে সেগুলো বঙ্গানুবাদ করার প্রেরণা দান ও দায়িত্ব অর্পণ করতেন। দেবমানবের পূজ্য বনভন্তের কাছ থেকে আশীর্বাদস্বরূপ এই প্রেরণা পেয়ে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশও বেশ কয়েকটা

পিটকীয় গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ করেন। এতে তিনি বাংলাভাষী পাঠকসমাজের নিকট বেশ সমাদৃত, শ্রদ্ধার পাত্র এবং ভালোবাসায় সিক্ত হন। আর বুদ্ধের শাসন রক্ষা, স্থিতিকল্পে অমূল্য অবদান রাখার কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পান। একসময় পরমপূজ্য বনভন্তে স্বীয় শিষ্যদেরও পালিভাষা শিক্ষা করতে উৎসাহিত করেন, অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। যাতে করে ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদ করার জন্য আপন শিষ্যদের মধ্যে একটি অনুবাদকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। পূজ্য ভন্তের সেই উৎসাহ, অনুপ্রেরণা পেয়ে আমরাও ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবিরের কাছ থেকে পালিভাষা শিক্ষা গ্রহণ করি বিগত কয়েক বছর আগে। শিক্ষা গ্রহণ করার পর পূজ্য বনভন্তের আশীর্বাদ নিয়ে পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদের কাজেও হাত দিই কচি হাতে। এবারের এই *মহানির্দেশ* গ্রন্থের অনুবাদ কাজে ব্রতী হবার পেছনেও পূজ্য ভন্তের সেই আশীর্বাদ এবং তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা পূরণ করে দেওয়ার প্রেরণাই কাজ করেছে।

পূজ্য বনভন্তে পরিনির্বাণ লাভ করার বছর দুয়েক আগে এ *মহানির্দেশ* গ্রন্থটি অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তার কথা খুব করে বলেছিলেন। কিন্তু ভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যারা অনুবাদের কাজ করেন, তারা সে-সময় প্রত্যেকে ব্যস্ত ছিলেন অন্য একটি অনুবাদের কাজে। ফলে *মহানির্দেশ* গ্রন্থের অনুবাদের কাজে হাত দেওয়ার সুযোগই পাননি। পূজ্য বনভন্তের পরিনির্বাণ লাভের পরে, তবেই গ্রন্থটি অনুবাদ করা সম্ভব হলো। তাই সঙ্গত কারণে গ্রন্থটি অনুবাদ কাজ শেষ করার পরও আমাদের মনে কিছুটা আপসোস থেকে গেল। যদি পূজ্য ভন্তের পরিনির্বাণের আগে অনুবাদ করতে পারতাম! তবে ভন্তের খুব প্রয়োজন অনুভব করা গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত অনূদিত হলো এই ভেবে কিছুটা মনে আনন্দ অনুভব করছি।

মহানির্দেশ হলো সূত্রপিটকের খুদ্দকনিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু খুদ্দকনিকায়ের পঞ্চম গ্রন্থ সুত্তনিপাতের অষ্টক-বর্গ। বলে রাখা উচিত, *মহানির্দেশ* গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্যান্য মূল গ্রন্থ হতে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। কারণ, গ্রন্থটি সরাসরি ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত উপদেশবাণী নয়। ভগবান বুদ্ধকর্তৃক ভাষিত সুত্তনিপাতের অষ্টক-বর্গের সূত্রগুলো ধর্মসেনাপতি অগ্রশাবক আয়ুষ্মান সারিপুত্র থের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন এখানে। তাঁর সেসব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের কথা এ গ্রন্থে গ্রন্থিত হয়েছে। 'নির্দেশ' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বর্ণনা, পার্থক্য নির্ণয়, বৈশ্লেষণিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি। সুতরাং মহানির্দেশ একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের নামবিশেষ।

ইতিপূর্বে এই গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়নি। এবারই প্রথম বাংলায়

অনূদিত হলো। অনুবাদকাজে আমরা মূলত ষষ্ঠ সঙ্গায়নে বিশোধিত সমগ্র ত্রিপিটকের সফ্‌টওয়ার-এর সিডি রোমে রূপান্তরিত খুদ্দকনিকায়ে *মহানির্দেশ* নামক পালি গ্রন্থটি অনুসরণ করেছি। এ কাজ সমাধা করতে গিয়ে আমরা প্রয়োজনীয় স্থানে মহান আর্যপুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) কর্তৃক অনূদিত সুত্তনিপাত, ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত দীর্ঘনিকায় (অখণ্ড) হতে সাহায্য নিয়েছি। আর পালি শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধানটি সব সময় হাতের কাছেই রেখেছি। উপরোক্ত লেখকগণের নিকট আমরা অনেকাংশে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সর্বান্তকরণে। পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদকাজ মোটেই সহজ নয়। এখানে অনুবাদকের উপর অনেক দায়িত্ব থাকে। প্রথমত, বুদ্ধবচন যাতে কোনো অংশে বিকৃত না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। দ্বিতীয়ত, বেশ পুরনো তথা বর্তমানে অপ্রচলিত ভাষা হতে প্রচলিত ভাষায় সহজ, সরলভাবে ফুটিয়ে তোলার দিকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। বলতে দ্বিধা নেই, উপরোক্ত বিষয় দুটির কারণে সর্বক্ষেত্রে সহজ, সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় করে অনুবাদকাজ সমাধা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। আমরা এই কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছি অনেক স্থানে। এসব স্থানে আমরা পালির মূল অর্থ ও শব্দ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদের দিকে মনোনিবেশ করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি, তা বিজ্ঞজন বিবেচনা করবেন। তবে আমরা যে পুরোপুরি সফল হয়েছি এমন দাবি করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। আমরা ভালোভাবেই জানি, আমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এখনো নগণ্য। ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, একটা মোটামুটি পর্যায়ের মান বজায় রেখে অনুবাদকাজ সমাধা করতে। আমাদের দুর্বলতার দিকগুলো বিজ্ঞজন উদার্যচিত্তে গ্রহণ করবেন—এই প্রত্যাশা রাখছি।

গ্রন্থটি প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে *'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ'*। বৌদ্ধ ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থের আধার ত্রিপিটক বা পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশনা ও প্রচার করাই এ সংস্থার প্রধানতম কাজ। সংস্থাটির এই উদ্যোগ ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা সত্যিই প্রশংসনীয়। সদ্ধর্মের প্রচার, প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি অদূর ভবিষ্যতেও এরূপ মহৎ কাজ চালিয়ে যাবে আশা রাখি। এ সংস্থাটিতে যারা যারা সম্পৃক্ত রয়েছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, আশীর্বাদ প্রদান করছি।

কম্পিউটার কম্পোজের মতন শ্রম ও কষ্টসাধ্য কাজ করে দেওয়ার জন্য

আমরা কৃতজ্ঞ শ্রীমৎ রাহুলানন্দ ভিক্ষু ও শ্রীমৎ জ্ঞানলংকার ভিক্ষু মহোদয়দ্বয়ের কাছে। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু প্রয়োজনীয় কাজসহ বইয়ের সেটিং-এর ন্যায় আয়াসসাধ্য কাজটিতে শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু সহযোগিতা করে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাদের নিকট হতে এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ সহযোগিতা না পেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারতাম না। এ ছাড়াও গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা আমাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নিবেদক

অনুবাদকবৃন্দ

ভূমিকা

আমরা জানি, ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী বা উপদেশসমূহ সংগৃহীত হয়নি। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ থেরোর নেতৃত্বে বুদ্ধের ৪৫ বছরব্যাপী বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও বিভিন্ন জনকে উপলক্ষ করে ভাষিত উপদেশসমূহ সংগৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে যে কথাটি না বললেই নয়, ভগবানের মহাপরিনির্বাণের সময় মহাকাশ্যপ স্থবির কুশীনারায় ছিলেন না। তিনি পাঁচশত ভিক্ষুসহ পাবাতে ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধের শেষ দর্শনের উদ্দেশ্যে সেই ভিক্ষুসংঘসহ কুশীনারার দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে শুনতে পান, বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছেন। এই সংবাদে তিনি নিজেসহ অন্যান্য ভিক্ষুগণ অত্যন্ত মর্মাহত, শোকাহত হলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা অর্হৎ নন, তাঁরা কান্না সংবরণ করতে পারলেন না। তবে অর্হৎগণ বুদ্ধের নির্দেশিত শিক্ষা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মতত্ত্বের জ্ঞান উদয় করে অন্তরের আবেগকে সামলিয়ে নিলেন। এ সময় সুভদ্র নামে একজন (বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত) ভিক্ষু উষ্মা প্রকাশ করে বলে উঠল : বন্ধুগণ, শোক করবেন না, বিলাপ করবেন না। এখানে শোকের কী আছে! আগে আমরা মহাশ্রমণ গৌতমের নীতিমালার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলাম। 'এটা তোমাদের উপযুক্ত, এটা অনুপযুক্ত' এরূপ বলে আমাদের সর্বদা নিপীড়ন করতেন। এখন আমরা মুক্ত হলাম। যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারব। সুভদ্রের এ বাক্যগুলো আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবিরের হৃদয়ে তীরের মতো আঘাত করল। তিনি চিন্তা করলেন, বুদ্ধের উপদেশ-আদর্শের চলমান প্রবাহের স্থিতি সুনিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে সুভদ্রের মতন ভিক্ষুরা বুদ্ধের শাসনে মহা উৎপাত শুরু করে দেবে। বুদ্ধের মরদেহ বর্তমান থাকতেই যদি এই দুর্বিনীত ভিক্ষু এরূপ জঘন্য উক্তি করতে সাহস করে, পরবর্তীকালে না-জানি আরও কী বলবে! কীরূপ দুর্বিনীত আচার-আচরণই না করতে শুরু করবে!

ভগবান বুদ্ধের দেহ দাহ এবং পূতাস্থিসমূহ সংরক্ষণ করে স্তূপ নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলো। এবার আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির অন্যান্য অভিজ্ঞ ভিক্ষুগণকে সুভদ্রের কথা অবহিত করলেন আর বললেন, বন্ধুগণ, চলুন আমরা ধর্ম ও বিনয় সঙ্গায়ন করি। যাতে করে ভবিষ্যতে অধর্ম প্রকট হতে না পারে। অধর্মবাদীরা প্রবল হতে না পারে। উপরন্তু ভগবানও বলেছিলেন, "আমি যে

ধর্ম-বিনয় দেশনা করেছি, প্রজ্ঞাপন করেছি, সেই ধর্ম-বিনয়ই আমার পরিনির্বাণের পর তোমাদের শাস্তা হবে"। অর্থাৎ বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁর নির্দেশিত নীতিমালা অনুসারে ভিক্ষুসংঘ পরিচালিত হবে। কাজেই আমাদের সঙ্গায়নের মাধ্যমে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত উপদেশসমূহ সংগৃহীত করতে হবে। উপস্থিত ভিক্ষু সবাই একমত প্রকাশ করলেন। আর বললেন, ভন্তে, তাহলে আপনি সঙ্গায়নের জন্য অভিজ্ঞ ভিক্ষু মনোনীত করুন। অতঃপর মহাকাশ্যপ স্থবির পাঁচশত অভিজ্ঞ, দক্ষ ভিক্ষু মনোনীত করলেন। মগধরাজ অজাতশত্রু এই সঙ্গায়ন বা সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতার ভার গ্রহণ করলেন। নিজ দায়িত্বে সঙ্গীতির সব ব্যবস্থাপনার কাজ নির্বাহ করলেন। ভিক্ষুসংঘ বসবাসের জন্য ভবন, চঙ্ক্রমণের জন্য উদ্যান, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রণাকক্ষ, মিলনায়তন, চিকিৎসা, যোগাযোগসহ সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিলেন।

যথাসময়ে সঙ্গীতি শুরু হয়। স্থান : রাজগৃহের বেভার পর্বতপার্শ্বস্থ সপ্তপর্ণী গুহা ও এর সংলগ্ন সুবিস্তৃত এলাকা। সময় : বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর। আষাঢ়ী পূর্ণিমার (সে বছর অধিবর্ষ ছিল) পরবর্তী তৃতীয় তিথি। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দ। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে সঙ্গীতির সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়। তিনি বুদ্ধের জীবিত শিষ্যদের মধ্যে অগ্রজ ও সুপণ্ডিত এবং অন্যান্য ভিক্ষুর কাছে গুরুস্থানীয়। প্রথমে বিনয় সংগ্রহ করা হয়। 'বিনয়ধর' নামে খ্যাত আয়ুষ্মান উপালি স্থবির ভিক্ষুসংঘের সর্বসম্মতিক্রমে বিনয় সম্বন্ধে ভাষণ করার নির্বাচিত হন। সভাপতি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায়, কখন, কেন বুদ্ধ বিনয়ের বিষয়গুলো দেশনা করেন? আয়ুষ্মান উপালি উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে ধর্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। সমস্ত বিনয় আবৃত্তি করে শুনান। অতঃপর প্রশ্নকারী, বিশ্লেষণকারী, মূল্যায়নকারী ভিক্ষুগণ তা অনুমোদন করেন। বিনয় সঙ্গায়ন শেষ হলে সূত্র-সংগ্রহ শুরু হয়। ধর্মাসনে উপবিষ্ট হন 'বহুশ্রুত' নামে খ্যাত ও বুদ্ধের সেবক আনন্দ স্থবির। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির তাঁকেও প্রশ্ন করেন, কোথায়, কখন এবং কাকে উপলক্ষ করে ভগবান কোন সূত্র দেশনা করেন? আনন্দ স্থবির প্রশ্নানুসারে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞায় উত্তর প্রদান করেন। এ উপায়ে একে একে সূত্রসমুদয়ের সুন্দর বর্ণনা দেন। স্থবির আনন্দের আবৃত্তি করা সূত্রসমুদয়ও পূর্বের নিয়মে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ অনুমোদন করেন সানন্দে। বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন অঞ্‌ঞকোণ্ডাণ্য, পূরণ, ধার্মিক দসবল,

কুমারকাশ্যপ, ভদ্রকাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, মহিসাসক, ধর্মগুপ্তিয় প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ। এভাবে পাঁচশত প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত অর্হৎ ভিক্ষুর অক্লান্ত পরিশ্রমে সঙ্গায়ন সুসম্পন্ন হয় সুদীর্ঘ সাত মাসে। সংগৃহীত হয়, ভগবান বুদ্ধের সমস্ত বচন। সংগৃহীত বুদ্ধের বচনকে তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়। এই সঙ্গীতি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধের সমস্ত বচন সংগৃহীত হয়, তেমনি বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে।

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিনয়ের কিছু নিয়ম নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। বৈশালীর বজ্জীপুত্র ভিক্ষুগণ টাকা-পয়সা গ্রহণাদি 'দসবত্থুনী' বা দশটি অধর্মবাদ প্রচলন করে। অর্হৎ যশ স্থবির বৈশালীতে পরিভ্রমণে আসলে এ বিষয় অবগত হন। এই অধর্ম আচরণ দেখে প্রতিবাদ করেন তিনি। এতে বজ্জীপুত্র ভিক্ষুগণ তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়। উল্টো তাঁকেই পটিসরণীয় দণ্ডকর্ম প্রদান করে। অর্হৎ যশ স্থবির তাদের কথায় কর্ণপাত না করে অধর্মের হাত থেকে ধর্মকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হন। বজ্জীপুত্র ভিক্ষুগণ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে "উক্খেপনীয়" দণ্ডকর্ম প্রদান করে। এবার যশ স্থবির চতুর্দিকে বিনয়ী, পণ্ডিত ও অর্হৎ ভিক্ষুদের এবিষয় অবগত করান। বিশেষত অহোগঙ্গ পর্বতের সম্ভূত স্থবির, ধর্ম-বিনয়ে সুপণ্ডিত অর্হৎ স্থবির, আনন্দ স্থবিরের শিষ্য ১২০ বছর বয়স্ক অর্হৎ সব্বকামী স্থবিরগণকে। তাঁরা প্রত্যেকে এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হন। সিদ্ধান্ত নেন এ অধর্মবাদ দমন করতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে বুদ্ধের শাসন প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এভাবে বুদ্ধ পরিনির্বাণের একশত বছর পরে মগধের রাজা কালাশোকের সময় যশ স্থবিরের অনুপ্রেরণায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। রাজা কালাশোক সঙ্গীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সঙ্গীতিকে কেন্দ্র করে বৈশালীর বালকারাম বিহারে যাবতীয় ব্যবস্থাদি করে দেন। কথিত আছে, এই সঙ্গীতিতে যোগদানের জন্য বৈশালীতে ১২ লক্ষ ভিক্ষু সমাগত হয়। সেখান হতে যোগ্যতার ভিত্তিতে সাতশত প্রতিসম্ভিদালাভী অর্হৎ নির্বাচন করা হয়। তাঁরা প্রত্যেকে বুদ্ধের ধর্ম-বিনয়ে দক্ষ, পারঙ্গম। সর্বসম্মতিক্রমে অর্হৎ রেবত স্থবিরকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। আটজন ভিক্ষু নিয়ে গঠিত হয় একটি কার্যকারক সভা। সেই আটজন হলেন : সব্বকামী, সাল্থ, খুজ্জসোভিত, বসভ, রেবত, সম্ভত সানবাসী, যশ কাকন্দকপুত্ত এবং সুমন। এই সঙ্গীতি

মূলত মহাকাশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতির আদলেই সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে 'দসবত্থুনী' অধর্ম বা বিনয়সম্মত নয় বলে ঘোষণা করা হয়। আট মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয় এই দ্বিতীয় সঙ্গীতি।

তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৩৬ বছর পর, খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে। কথিত আছে, ভারতের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট (?) অশোক বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুদের হিতসাধনে উৎসর্গিতপ্রাণ হয়ে উঠেন। প্রতিদিন ষাট হাজার ভিক্ষুকে ভোজন দান দিতেন। বহু সংঘারাম নির্মাণ করে দেন। ভিক্ষুসংঘের এই গৌরব বৃদ্ধি ও পূজা-সৎকার লাভ দেখে অনেকে নিজে নিজে পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষুর পরিচয় দিতে লাগল। তারা সম্রাট অশোকের দানাদি গ্রহণ করে ক্রমে বিত্তশালী হয়ে উঠল। ধর্ম-বিনয়ে তোয়াক্কা করত না তারা। অধর্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম বলে প্রচার করত অসদুপায় অবলম্বন করে বিহার, সংঘারাম দখল করে নিতে থাকল। দেখতে দেখতে এই দুর্নীতিপরায়ণ, বিধর্মী ভিক্ষুদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেল যে, তাদের উৎপাতে বিনয়ী, ধর্মবাদী ভিক্ষুরা অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এতে বুদ্ধশাসনের পরিহানী অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ধার্মিক, বিনয়ী ভিক্ষুরা শঙ্কিত হয়ে উঠেন। এই অনাচার দমনের জন্য মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির এগিয়ে আসেন। তাঁর পরামর্শে সম্রাট অশোক সেই অভিক্ষুদের শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়ে সংঘ হতে বের করে দেন। সংঘের মধ্যে বিশুদ্ধিতা লাভ হয়। প্রয়োজন হয়ে পড়ে সঙ্গায়নের। সম্রাট অশোক এই তৃতীয় সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সঙ্গীতি উপলক্ষে ৬০ লক্ষ ভিক্ষুর উপস্থিতি ঘটে। সেখান হতে যোগ্যতার ভিত্তিতে এক হাজার প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত অর্হৎ ভিক্ষুকে নির্বাচন করা হয়। স্থান নির্ধারিত হয় অশোকারাম বিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকা। সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির। নয় মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয় এ সঙ্গীতি। প্রথম, দ্বিতীয় সঙ্গীতির ন্যায় এ সঙ্গীতিতেও বুদ্ধের উপদেশসমূহ আলোচিত ও গৃহীত হয়। তবে এই সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম পৃথকভাবে অভিধর্মপিটক গৃহীত হয়। আর প্রথম, দ্বিতীয় সঙ্গীতির ধর্ম-বিনয়কে ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়। সেই হতেই বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে 'ত্রিপিটকের' নামটি বহুলভাবে প্রসার লাভ করে। তৃতীয় সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের শাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করেন। তিস্‌স স্থবিরের অনুরোধে সম্রাট অশোক

বিভিন্নস্থানে বুদ্ধবাণী প্রচারের জন্য ভিক্ষুসংঘ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন সুচারুভাবে। যেসব দেশে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, বার্মা (মায়ানমার), শ্রীলঙ্কা এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে চতুর্থ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় শ্রীলঙ্কার ধর্মপ্রাণ নরপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। অর্হৎ মহাধর্মরক্ষিত স্থবির সভাপতিত্ব করেন এ সঙ্গীতিতে। প্রথম সঙ্গীতির ন্যায় এই সঙ্গীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ও পণ্ডিত ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় ৪৫০ বছর পরে মাতালে জনপদের আলোক বিহারে সঙ্গীতির আয়োজন হয়। এই সঙ্গীতিতে আগের সঙ্গীতিগুলোর সংগৃহীত বুদ্ধবাণী পুনঃ পঠন ও অনুমোদন হবার সাথে সাথে অর্থকথাও সংকলিত হয়। এই সঙ্গীতি আহ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মানুষের বস্তুবাদী প্রবণতা আর সংসারমুখিতা নিরুদ্ধ করা। সঙ্গীতি শেষে সর্বপ্রথম বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। এভাবে ত্রিপিটক একটি সংহতরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তজ্জন্য এই চতুর্থ সঙ্গীতিকে "পোত্থকারোপণ-সঙ্গীতি" বলা হয়।

পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় ২৪১৫ বুদ্ধবর্ষে ও ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে রাজা মিন্‌ডনমিনের রাজত্বকালে বার্মার মান্দালয়ে। মান্দালয়ের রতনপুঞ্জ নগরে ধর্মপ্রাণ রাজা মিন্‌ডনমিন এ সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অর্হৎ উ জাগরাভিবংস মহাথেরোর সভাপতিত্বে ২৪০০ জন সুদক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষু এ সঙ্গীতিতে যোগদান করেন। পূর্বের সঙ্গীতিগুলোর মতন এই সঙ্গীতিতেও ত্রিপিটক আবৃত্তি ও গৃহীত হয়। এই সঙ্গীতির বৈশিষ্ট্য হলো, সমস্ত ত্রিপিটকের মূল পালি ৭২৯ খানা মনোরম মার্বেল-প্রস্তরের ফলকে খোদিত করা হয়।

২৪৯৮ বুদ্ধাব্দে, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বার্মার প্রধানমন্ত্রী উ-নূ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী রেঙ্গুনের শ্রীমঙ্গলে পাষাণগুহায় ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। দু-বছর পর্যন্ত স্থায়ী এ সঙ্গীতি ২৪৯৮ বুদ্ধাব্দে শুরু হয়ে ২৫০০ বুদ্ধাব্দের শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সমাপ্ত হয়। থেরবাদী রাষ্ট্র থেকে বিশেষত শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, বার্মা, ভারত, পূর্বপাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ), কম্বোডিয়া থেকে পণ্ডিত ভিক্ষুগণ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে এ সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণ করেন। মূলত দুটি কারণে পঞ্চম সঙ্গীতি শেষ হবার অল্প সময়ের (৮৪ বছর) মধ্যে ষষ্ঠ সঙ্গীতি আয়োজন করা হয়। প্রথমত,

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন লোকের দ্বারা ত্রিপিটক গ্রন্থ লিখিত ও খোদিত হয়। এতে ত্রিপিটকের বহু স্থানে প্রমাদবশত বহু ভুল দৃষ্ট হয়। কাজেই ত্রিপিটকের অন্তর্গত বুদ্ধবাণীর যথাযথভাবে লিপিবদ্ধকরণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, থেরবাদী বৌদ্ধদেশের সহায়তায় দেশ-বিদেশে থেরবাদ বুদ্ধধর্ম প্রচার করার উদ্যোগ আয়োজন করা। বুদ্ধশাসনের উন্নতি এবং থেরবাদ বুদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য ষষ্ঠ সঙ্গীতি উদ্‌যাপনের উপযোগিতা অত্যধিক।

রাষ্টগুরু ভদন্ত রেবত এবং মহাসি সেয়াদ প্রমুখ বৌদ্ধজগতের ২৫০০ জন বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ মহাস্থবিরগণের উপস্থিতিতে সঙ্গীতির কার্য পরিচালিত হয়। সঙ্গীতি চলাকালীন সমগ্র ত্রিপিটক, অর্থকথা, টিকা, অনুটিকা ইত্যাদি যা আলোচনা করা হয়, সেগুলো পালিভাষায় এবং ব্রহ্মাক্ষরে মুদ্রণ করা হয়। পরবর্তীকালে সেই বিশুদ্ধ ত্রিপিটক দেশ-বিদেশের প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারে দান করা হয়। ষষ্ঠ সঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার থেরবাদী বৌদ্ধগণ অনুপ্রাণিত হয়। তারা নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতি চর্চায় অধিকতরভাবে মনোনিবেশ করেন।

মহানির্দেশ (মহানিদ্দেস) গ্রন্থটি সূত্রপিটকস্থ খুদ্দকনিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থ (ষষ্ঠ সঙ্গীতি বা সঙ্গায়ন সিডি-এর মতে)। 'নির্দেশ' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বর্ণনা, পার্থক্য নিরূপণ, বৈশ্লেষণিক ব্যাখ্যা, ব্যক্তি বা বস্তু অথবা কোনো বিষয়ের গুণ বা ধর্ম অঙ্কন। কাজেই *মহানির্দেশ* গ্রন্থটি যে একটি বিশ্লেষণ-সম্বন্ধীয় পুস্তক এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সহজ কথায় *মহানির্দেশ* একটি ব্যাখ্যামূলক পুস্তকের নামবিশেষ। এখানে ধর্মসেনাপতি, অনুবুদ্ধ সারিপুত্র স্থবির কর্তৃক ভগবান বুদ্ধভাষিত সুত্তনিপাতের অষ্টক-বর্গ সূত্রের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণই গ্রন্থিত হয়েছে। অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত, বিশ্লেষকগণের মতে *মহানির্দেশ* মূলত সুত্তনিপাতের অষ্টক-বর্গের টীকাগ্রন্থ সদৃশ। এই *মহানির্দেশ* তথা *নির্দেশ* গ্রন্থ হতেই মূল ত্রিপিকের অর্থকথা বা ভাষ্য রচনার সূচনা হয়। বিষয়বস্তু ও রচনারীতিতে *মহানির্দেশ* গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্যান্য মূল গ্রন্থ হতে ভিন্ন প্রকৃতির। *মহানির্দেশে* আলোচিত অট্‌ঠক বা অষ্টক-বর্গে ষোলটি সূত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সূত্রগুলো হলো : ১) কামসূত্র, ২) গুহা-অষ্টক সূত্র, ৩) দুষ্ট-অষ্টক সূত্র, ৪) শুদ্ধ-অষ্টক সূত্র, ৫) পরম-অষ্টক সূত্র, ৬) জরা সূত্র, ৭) তিষ্য মৈত্রেয় সূত্র, ৮) প্রসূর সূত্র, ৯) মাগণ্ডিয় সূত্র, ১০) পুরাভেদ সূত্র, ১১) কলঙ্গ-বিবাদ সূত্র, ১২) চূল-বিযূহ সূত্র, ১৩) মহা-বিযূহ সূত্র, ১৪) তুবট্টক সূত্র, ১৫) আত্মদণ্ড সূত্র, ১৬) সারিপুত্র সূত্র। প্রথমে

সূত্রের গাথাগুলো উদ্ধৃতি দিয়ে পরে প্রতিটি গাথার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আভিধানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ বোধগম্য করে তুলতে ত্রিপিটকের অন্য গ্রন্থ হতেও উদ্ধৃতি টানা হয়েছে ক্ষেত্রবিশেষে। একটি শব্দের বহু প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ দেওয়া হয়েছে নিখুঁতভাবে। বুদ্ধের জীবিতাবস্থায়ও তাঁর উপদিষ্ট সূত্রগুলো পাঠ করার সময় কীভাবে ব্যাখ্যা করা হতো, তা আলোচ্য *মহানির্দেশ* গ্রন্থ হতে অনুমান করা যায়।

কামসূত্র : এই সূত্রে সর্বমোট ৬টি গাথা রয়েছে। এসব গাথার মাধ্যমে কামসুখের আদীনব বা উপদ্রবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে কামভোগ প্রার্থনাকারীর কামনা পূর্ণ হলে ঈপ্সিত বিষয় (পঞ্চকামগুণ) লাভ করলে তার মন প্রীত হয়। তবে সেই কামভোগ প্রার্থনাকারীর কামবস্তু ক্ষয় হলে শল্যবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় সে ব্যথিত হয়। এভাবে কামে প্রলুব্ধ ব্যক্তি দুঃখশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে ব্যথিত হয়, কুপিত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয়, পীড়িত হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও দুর্মনা হয়। শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়, কুপিত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয়, পীড়িত হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও দুর্মনা হয়। আরও বলা হয়েছে, কামসুখ অল্পস্বাদযুক্ত, কিন্তু পরিণামে বহু দুঃখ প্রদান করে, বিভিন্ন প্রকারে অশান্তি, নিরাশার জন্ম দেয়। কাম অস্থিকঙ্কাল সদৃশ স্বাদহীন, বহু সাধারণের পরিভোগ্য বলে মাংসপেশী তুল্য, অনুদহনে বা তেজে দগ্ধ করে বলে তৃণমশাল সদৃশ, মহাপরিদাহ বা মহাতাপ প্রদান করে বলে অঙ্গারগর্ত সদৃশ, ক্ষণস্থায়ী বলে স্বপ্নতুল্য, যখন-তখন ব্যবহার করতে হয় বলে যাচকতুল্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল করণার্থে বৃক্ষফলতুল্য, কূটনার্থে বধ্যভূমির যূপকাষ্ঠ বা মাংস কুটবার কাষ্ঠখণ্ডবৎ, কামবানে বিদ্ধ করে বলে শক্তিশেল সদৃশ, বিপজ্জনক সর্পশির সদৃশ, অত্যন্ত উত্তপ্ত করে বলে অগ্নিস্কন্ধ সদৃশ।

কামকে বিভাগ করতে গিয়ে প্রথমত দু-প্রকার বলা হয়েছে; যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকাম। মনোজ্ঞ রূপ, মনোজ্ঞ শব্দ, মনোজ্ঞ গন্ধ, মনোজ্ঞ রস, মনোজ্ঞ স্পর্শ এবং যেসব মনোরম বা কামোদ্দীপক বস্তু—এসবই বস্তুকাম। কাম, আসক্তি, ছন্দরাগ কাম, সংকল্পকাম, সংকল্পরাগ এবং যা কামসমূহে কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপরিলাহ, কামবিহ্বলতা, কামাসক্তি, কামোঘ, কামযোগ, কামোপাদান, কামনীবরণ—এসবই ক্লেশকাম। এভাবে কামকে বিভাগ করতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে কাম সম্বন্ধে।

সূত্রে আরও বলা হয়েছে, কামভোগের বিষম ও মহাদুঃখপূর্ণ পরিণাম দেখে জ্ঞানী ব্যক্তিরা কাম পরিত্যাগ করেন। বিন্দুমাত্র কামভোগে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন না। সর্পশির হতে স্বীয় পা দূরে সরায়ে রাখার ন্যায় কাম ত্যাগ করেন। তারা কায়গতানুস্মৃতি ভাবনাদির দ্বারা কাম সমুচ্ছেদরূপে পরিত্যাগ, পরিবর্জন, দমন, জয় করে পরম সুখে অবস্থান করেন। অবিলম্বে পরপারে গমন করতে তথা নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

গুহা-অষ্টক সূত্রে রয়েছে ৮টি গাথা। এখানে (মূলত) কায়কে গুহা বলা হয়েছে। প্রথম গাথার বর্ণনামতে সত্ত্বগণ গুহা তথা কায়ে নানা বিষয়ে আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে মোহে স্থিত থাকে। তারা বিবেক হতে বহু দূরে। তাদের পক্ষে জগতের কামভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করা সহজসাধ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আরও ব্যাখ্যাত হয়েছে, রাগাসক্ত ব্যক্তি আসক্তিবশে, প্রদুষ্ট ব্যক্তি দ্বেষবশে, মোহিত ব্যক্তি মোহবশে, মদোন্মত্ত ব্যক্তি মানবশে, স্বীয় ধারণায় বশীভূত ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টিবশে, বিক্ষেপগত বা অস্থির ব্যক্তি চঞ্চলতাবশে, অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (মার্গফল লাভ করেনি এমন) ব্যক্তি বিচিকিৎসাবশে স্থিত থাকে। এই সূত্রের অন্য একটি গাথায় বলা হয়েছে, ইচ্ছার কারণে সত্ত্বগণ ভবসুখে আবদ্ধ, সেই সুখ ত্যাগ করা কঠিন। ভোগাকাঙ্ক্ষীরা কী অতীতে, কী বর্তমানে, কী ভবিষ্যতে সর্বদা এই ইচ্ছা পোষণ করে থাকে। এভাবে তারা পঞ্চকামগুণ ইচ্ছা করে, উপভোগ করে, প্রার্থনা করে, আশা করে, আকাঙ্ক্ষা করে। আর বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণে অমনযোগী হয়, এমনকি অবিশ্বাসীও হয়। তাই তারা অধর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইচ্ছাকে অপনোদন করেন। মুনি পরিগ্রহসমূহে লিপ্ত হন না। পরিগ্রহ দু-প্রকার; যথা : ১) তৃষ্ণা পরিগ্রহ, ২) মিথ্যাদৃষ্টি পরিগ্রহ। মূর্খ, অজ্ঞানী লোক কেবল মৌনাবলম্বন দ্বারা মুনি হয় না। যে ব্যক্তি ভালো-মন্দ বিচারপূর্বক উত্তম বিষয় গ্রহণ করে পাপসমূহ পরিবর্জন করেন, তদ্দ্বারা তিনি মুনি হন। মুনি দাঁড়নে, গমনে, শয়নে, উপবেশনে সর্ব অবস্থাতে অপ্রমাদে রত থাকেন। আগার মুনি, অনাগার মুনি, শৈক্ষ্য মুনি, অশৈক্ষ্য মুনি, প্রত্যেক মুনি, মুনি মুনি ভেদে সাত প্রকার মুনি। উপরোক্ত বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য ৮টি গাথা বর্ণনায়।

দুষ্ট-অষ্টক সূত্র : ৮টি গাথা রয়েছে এ সূত্রটিতে। এখানে উক্ত হয়েছে : ইচ্ছা, অভিরুচিতে নিবিষ্ট ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রম করবে কি? মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তিরা আত্মপ্রশংসায় সময় ক্ষেপণ করে। তারা নিজকে প্রব্রজিতদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ, যশস্বী, ধর্মকথিক, চারি প্রত্যয়লাভী,

ধুতাঙ্গধারী, সমাধিলাভী হিসেবে জাহির করতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু পণ্ডিতগণ কখনো আত্ম-প্রশংসাপরায়ণ হন না। তারা অহমিকা ত্যাগ করে স্বীয় কর্তব্য-কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বদা শান্ত থাকেন, রূঢ়ভাব প্রদর্শন করেন না।

রাগ উপশম হয়েছে বলে শান্ত; দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, শত্রুতা, শঠতা, প্রতারণা, অহংকার, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রমাদ, সর্ব দুশ্চরিত ও সর্ব অকুশলাভিসংস্কার উপশম হয়েছে বলে শান্ত।

সূত্রের ৮নং গাথায় বর্ণিত হয়েছে, বিষয়ে আসক্তিহেতু বাদানুবাদ উৎপন্ন হয়। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত; তার কীভাবে, কেন বাদানুবাদ হবে? যাঁর আত্মা-নিরাত্মা কোনোটাই নেই, তিনি এ জগতে সকল প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করেন। আসক্তি দুই প্রকার; যথা : তৃষ্ণা আসক্তি ও মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি। এই উভয় আসক্তিহীন ব্যক্তি কোনো রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, চঞ্চলতা ও বিচিকিৎসায় কথা বলবেন? সেরূপ কোনো কারণ, হেতু, প্রত্যয় বিদ্যমান নেই।

শুদ্ধ-অষ্টক সূত্রে সর্বমোট ৮টি গাথা রয়েছে। এখানে মূলত পরিশুদ্ধিতা লাভ করার বিষয় আলোচিত হয়েছে। কেউ একটির পর একটি দৃষ্টি বা মতবাদ পরিবর্তন ও একটি গুরু পরিত্যাগ করে অন্য গুরুর আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু তার তৃষ্ণানুশয় ও কামনা-বাসনা উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞানার্জন সুদূর পরাহত। এ প্রসঙ্গে সূত্রের ৪ ও ৫ নং গাথা উল্লেখ করার মতো। এখানে বলা হয়েছে, পূর্ব মত পরিহার করে পরের মতান্তরে লগ্ন হয়ে যারা তৃষ্ণার অনুগামী, তারা কখনো বন্ধনমুক্ত হয় না। বানর যেমন এক শাখা ত্যাগ করে অন্য শাখা গ্রহণ করে, সেরূপে তারাও মতবিশেষ গ্রহণ করে পুনঃ তা পরিত্যাগ করে মাত্র। মানুষ (একেক সময় একেক) ব্রতাদি গ্রহণ করে নানা মতের অনুসারী হয়। কিন্তু বিদ্বান, প্রাজ্ঞগণ জ্ঞানদ্বারা ধর্ম অবগত হয়ে নানা মতের অনুসারী হন না।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে সকল প্রকার বেদনায় অনাসক্ত থাকেন। তারা অভিজ্ঞেয় ধর্ম, পরিজ্ঞেয় ধর্ম, প্রহাতব্য ধর্ম, সাক্ষাৎ-করণীয় ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত এবং পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ও চারি মহাভূতের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হয়ে জগতের কোনো কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করেন না। ইহাই নির্বাণ লাভের পক্ষে যথেষ্ট। এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ চমৎকারভাবে আলোচনা করা হয়েছে এ সূত্রে।

পরম-অষ্টক সূত্র : এ সূত্রে ৮টি গাথা আছে। সূত্রের শুরুতে বলা হয়েছে : 'ইহাই শ্রেষ্ঠ' এরূপ দৃষ্টিপোষণকারী নিজের দৃষ্টি বা ধারণাকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে। অন্যদিকে অপরের ধারণাকে 'হীন' বলে প্রকাশ করে। এ কারণে তার বাদানুবাদ উপশম হয় না। জগতে এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রয়েছে, যারা দৃষ্টিগতিক। তারা বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়ের যেকোনো একটিতে দৃষ্টিগত হয়ে 'ইহা শ্রেষ্ঠ, পরম অগ্র, অত্যুত্তম' বলে ধারণা করে। এই দৃষ্টি বা মতবাদ দ্বারা 'আমি শুদ্ধ হবো, বিশুদ্ধ হবো, মুক্ত হবো, বিমুক্ত হবো' বলে আনিশংস প্রত্যাশা করে। সেসব আশা, প্রত্যাশা করে তারা সময় ক্ষেপণ করে মাত্র। শুদ্ধ, মুক্ত, কিছুই লাভ করতে পারে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান বা শীলব্রত দ্বারা কোনো মতবাদ সৃষ্টি করেন না। নিজকে অন্যজনের সমান, হীন কিংবা শ্রেষ্ঠ মনে করেন না কখনো। স্বীয় জাতি, গোত্র, বর্ণ, ধন, অধ্যয়ন, পদমর্যাদা, শিল্পবিদ্যা, গবেষণার বিষয়, বহুশ্রুত, প্রতিভাণ ও অন্যান্য বিষয় দ্বারা অহংকার করেন না। এ জগতে যাঁর কোনো তৃষ্ণা নেই, ইহলোক ও পরলোকের প্রতিও কোনো বাসনা নেই, তিনি পারগত। পুনরায় সংসারে ফিরে আসেন না। অমৃতময় নির্বাণকে ওপার বলা হয়। অর্হতের জন্ম-মৃত্যুর সংসারে পুনঃ আগমন নেই বিধায় তাঁরা পারগত, পারোত্তীর্ণ, লক্ষ্যস্থানে গত, লক্ষ্যস্থানপ্রাপ্ত। অর্হৎগণ পাঁচ প্রকারে গুণবান; যথা : ইষ্টানিষ্ট গুণবান, ত্যাগে গুণবান, উত্তীর্ণে গুণবান, মুক্তিতে গুণবান, কারণে গুণবান। এসব বিষয় ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে।

জরা সূত্রে রয়েছে ১০টি গাথা। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। দুটি কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। পক্ক ফলের যেমন পতনভয় থাকে, তেমনি জন্মপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মৃত্যুর ভয় থাকে সব সময়। মৃত্যুর হাত থেকে পিতা পুত্রকে কিংবা পুত্র পিতাকে এবং জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে না। এভাবে সূত্রের অবতারণা।

আরও ব্যক্ত হয়েছে, স্বপ্নে যা দেখা যায়, জাগ্রত হলে তা আর দেখা যায় না; ঠিক তেমনি মৃত্যু হলে প্রিয়জনকেও আর দেখা যায় না। ইহলোকে অবস্থানকারী সত্ত্বগণকে দেখা যায়, তাদের কথাবার্তা শুনা যায়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কেবল নামই অবশিষ্ট থাকে; তাকে আর দেখা যায় না, তার কথাবার্তা শুনা যায় না। তবে অজ্ঞানীরা এসব বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়। তাই তারা মিথ্যা অহংকারে মত্ত থাকে, অবিনীত ও অসমাহিত হয়ে অবস্থান করে। যার দরুন এ সংসারে অনুরক্ত হয়; তাদের লোভ, স্বার্থপরতা

দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

সূত্রের শেষদিকে বর্ণিত হয়েছে, অনাসক্তভাবে বিচরণকারী ও নির্জনস্থানে সাধনাকারী ভিক্ষু জগতে পুনর্জন্ম প্রত্যাশা করেন না। বরং নির্বাণদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। এমন মুনি সর্বত্র অনাশ্রিত; তিনি কোনো বিষয়ে প্রিয়ভাবও উৎপন্ন করেন না, অপ্রিয়ভাবও উৎপন্ন করেন না। পদ্মপত্রে যেমন জল প্রলিপ্ত হয় না, তেমনি মুনির কাছেও মাৎসর্য, লোভ, অহংকার স্পর্শ বা লিপ্ত হতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তি দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমানে গুরুত্বারোপ করেন না। অপরের দ্বারা (নিজের) বিশুদ্ধি লাভের ইচ্ছা বা প্রত্যাশাও করেন না। নিজে সাধনার বলে রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন, তৃষ্ণাহীন, সর্ব আসক্তিহীন হয়ে অবস্থান করেন।

তিষ্য মৈত্রেয় সূত্র : এ সূত্রে রয়েছে ১০টি গাথা। ভগবান বুদ্ধ তিষ্য মৈত্রেয়কে উপলক্ষ করে উপদেশ প্রদান করেছেন সূত্রটিতে। এখানে বলা হয়েছে, মৈথুনে অনুরক্তদের নিকট বুদ্ধের উপদেশ বিস্মৃত হয় এবং তারা মিথ্যায় প্রতিপন্ন হয়। যেই ব্যক্তি (পূর্বে) একাকী বিচরণ করে পরে মৈথুনধর্মে নিযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে জগতে ভ্রান্ত বা পথহারা রথের ন্যায়। জ্ঞানী ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে একচর্য পালন করেন। মৈথুনধর্মের আদীনব জেনে তারা মৈথুন সেবনে নিযুক্ত হন না। ইহা দেখে মৈথুনধর্ম পরিত্যাগ করতে শিক্ষা করবে।

বিবেক অনুশীলন কর, ইহা আর্যগণের কাছে উত্তম (পথ); নিজকে শ্রেষ্ঠ, সমান, হীন মনে করো না। যেজন এরূপ আচরণ করবে, সেজন নির্বাণের নিকটে বলে জানবে। বিবেক তিন প্রকার; যথা : কায়বিবেক, চিত্তবিবেক, উপধিবিবেক। বিবেকে স্থিতজনের নৈষ্ক্রম্যাভিরতই কায়বিবেক, পরিশুদ্ধ চিত্তসম্পন্নের পরম বিশুদ্ধপ্রাপ্ততাই চিত্তবিবেক, অনাসক্ত পুদ্গালের সংস্কার বর্জনই উপধিবিবেক। আর্যগণ বলতে বুদ্ধগণ (সম্যকসম্বুদ্ধগণ), পচ্চেকবুদ্ধ ও বুদ্ধের শ্রাবকগণকে বুঝানো হয়েছে। বিবেক চর্চার মাধ্যমে অনাসক্ত চিত্ত বর্ধিত, বহুলীকৃত হয়। এতে চার প্রকার ওঘ উত্তীর্ণ হওয়া, অতিক্রম করা সম্ভব। এসব বিষয় ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য বিষয়বস্তুতে।

১১টি গাথায় সন্নিবিষ্ট প্রসূর সূত্রটি। এখানে প্রসূর পরিব্রাজককে উপদেশ প্রদান করছেন ভগবান বুদ্ধ। বুদ্ধ বলেছেন, পরস্পরের মধ্যে বিবাদকামী, বিবাদ-অভিপ্রায়ী হলে কোনো বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব। বিবাদকামীগণ পরিষদে প্রবেশ করে একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। আর প্রশংসাকামী হয়ে নিজকে দক্ষ বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়।

এতে তারা মূলত নিজের মিথ্যা মতবাদকে আঁকড়ে ধরে বিবাদে প্রবৃত্ত হয় মাত্র। সত্য, সার কিছুই লাভ করতে পারে না। জ্ঞানীগণ এটাকে বিশুদ্ধি লাভের পথ বলেন না। ইহা জেনে বাক্‌বিতর্ক হতে বিরত হবে। মনে রাখবে, প্রশংসা লাভে কোনো উপকার নেই।

যারা শত্রুমুক্ত, তারা মিথ্যাদৃষ্টিতে অপ্রতিরুদ্ধ হয়ে অবস্থান করেন। এমন পুদ্গালের সাথে মিথ্যাদৃষ্টিকের যুগধারণ হতে পারে না। শত্রুমুক্ত বলতে এখানে মারসেনামুক্তকে বুঝানো হয়েছে। সূত্রের শেষের দিকে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান-এর বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে। যথারীতি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহ।

মাগণ্ডিয়া সূত্র : ১৩টি গাথা রয়েছে এ সূত্রে। ভগবান বুদ্ধ ও মাগণ্ডিয়া পরিব্রাজকের দার্শনিক আলোচনার মধ্য দিয়েই সূত্রের সূচনা। মাগণ্ডিয়া বুদ্ধকে তার কন্যা সম্প্রদান করতে চান। কিন্তু বুদ্ধ তাকে গ্রহণ করতে রাজি নন কিছুতেই। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বললেন, তৃষ্ণা, অরতি এবং রাগকে দেখেও আমার মৈথুনধর্মে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়নি। আর এই মল-মূত্রপূর্ণ শরীরের কথাই বা কী? আমি পা দিয়েও তা স্পর্শ করতে ইচ্ছা করি না। উত্তরে মাগণ্ডিয়া বললেন, বহু নরপতির আকাঙ্ক্ষিত ঈদৃশ নারীরত্ন যদি আপনি ইচ্ছা না করেন, তাহলে আপনি কোন দৃষ্টি পোষণকারী? কোন শীলব্রতানুসারে জীবিত, আপনার ভবোৎপত্তিই বা কী রকম? তা বর্ণনা করুন। এবার বুদ্ধ বললেন, হে মাগণ্ডিয়া, আমার মিথ্যাধর্ম বিবেচনা করে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। দৃষ্টি গ্রহণ না করে আধ্যাত্মিক শান্তিকে উদ্ঘাটন করেই দর্শন করছি।

বুদ্ধ আরও বললেন, দৃষ্টি, শ্রুতি ও শীলব্রতদ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় না, এমনকি অদৃষ্টি, অশ্রুতি ও অশীলব্রতাদির দ্বারাও শুদ্ধি লাভ হয় না। মুনি গৃহ পরিত্যাগ করে গৃহহীনভাবে বিচরণকারী ও গ্রাম্যসম্পর্ক স্থাপনে বিরত। জলম্বুজ পদ্ম যেমন জল ও পঙ্কদ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি শান্তিবাদী অলোভী মুনি কাম ও জগতে সংশ্লিষ্ট হন না। যিনি পূর্ণতা লাভ করেছেন, দৃষ্টি বা চিন্তাবিশেষ তাঁকে গর্বিত করে না। তাতে তিনি আচ্ছন্ন নন। শ্রুতির সাহায্যে তিনি চালিত হন না। কারণ তিনি আসক্তিশূন্য। এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি সর্ববিধ জ্ঞান অর্জন সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী, তাকে বলা হয় বেদগূ। বেদগূগণ অনুমান অপরের ঘোষণা, জনসাধারণের সম্মতির দ্বারা মানে নীত হন না। কামসংজ্ঞাদি বিমুক্তের কোনো গ্রন্থি থাকে না, প্রজ্ঞাবিমুক্তের কোনো মোহ থাকে না। যারা সংজ্ঞা ও দৃষ্টি গ্রহণ করে তারা দুঃখ-অশান্তিতে বিচরণ করে।

পুরাভেদ সূত্রে রয়েছে ১৪টি গাথা। এখানে বলা হয়েছে, দেহত্যাগের পূর্বে যিনি বীততৃষ্ণ হয়েছেন; যাঁর নিকট অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বিষয় অনিশ্রিত এবং তৃষ্ণা ও অনুরাগ বিন্দুমাত্র নেই, তিনি প্রশান্তচিত্ত মুনি। এমন ভিক্ষুর কৃত ও অকৃতের কারণে চিত্তে অনুতাপ, মনস্তাপ উৎপন্ন হয় না।

যিনি ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনাসক্ত, অতীতকে নিয়ে অনুশোচনা করেন না। তিনি মিথ্যাদৃষ্টিতে চালিত হন না। কুহক, লোভী প্রগল্‌ভ এবং পৈশুন্যমুক্ত হন। ৬ নং গাথায় ব্যক্ত হয়েছে, যিনি লাভের ইচ্ছায় শিক্ষা করেন না এবং অলাভে কুপিত হন না, তিনি তৃষ্ণার দ্বারা অনুরক্ত এবং লোভপরায়ণ হন না। লাভের ইচ্ছায় শিক্ষা করেন না বলতে ভিক্ষু লাভের হেতুতে, লাভের প্রত্যয়ে, লাভের কারণে, পুনঃ লাভ উদ্ধারের, লাভের আশায় সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম শিক্ষা না করা। তারা আত্মদমন, আত্মোপশম ও আত্মনিবৃত্তির জন্য সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম শিক্ষা করেন। যতটুকু সম্ভব অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি, জ্ঞানোন্নত জীবন এবং প্রবিবেকে নিশ্রয় করে পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক, ত্রিচীবরিক, সাপদানচারিক, খলুপশ্চাৎভত্তিক, নৈসজ্জিক এবং যথাসন্তুষ্টিক (ধুতাঙ্গধারী) হন। এভাবে লাভেচ্ছু, লাভ উদ্ধারী না হয়ে শিক্ষা করেন।

যিনি কামে নিরপেক্ষ, তাঁকে আমি উপশান্ত বলি। যাঁর কোনো গ্রন্থি নেই, তিনি তৃষ্ণা অতিক্রমকারী। তাঁর পুত্র, ক্ষেত্র ও বস্তু কিছুই নেই; আত্মা-নিরাত্মা কিছুই উপলব্ধ হয় না। বীতলোভ, মাৎসর্যহীন মুনি নিজকে শ্রেষ্ঠ, সদৃশ, হীন মনে করেন না।

কলহ-বিবাদ সূত্র : ১৪টি গাথা রয়েছে এখানে। কলহ-বিবাদের কারণ এই সূত্রের আলোচ্য বিষয়। প্রিয়বস্তু হতে কলহ-বিবাদ, পরিদেবন, শোক সৃষ্টি হয়। কোথা হতে প্রিয়বস্তুর উৎপত্তি হয়? আশা ও অভিপ্রায় হতে প্রিয়বস্তুর উৎপত্তি। জগতে ছন্দ কোথা হতে উৎপন্ন হয়? কোথা হতে বিবেচনার উৎপত্তি? মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ উপনিশ্রয়েই ছন্দের উৎপত্তি। রূপসমূহে ক্ষয় এবং সৃষ্টি দর্শন করে মানুষ বিবেচনা করে। মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ কোথা হতে উৎপন্ন হয়?

নামরূপের কারণে স্পর্শের উৎপত্তি। ইচ্ছা হতে পরিগ্রহের সৃষ্টি হয়। ইচ্ছার অবিদ্যমানে মমত্ব থাকে না, রূপ ধ্বংস হলে স্পর্শও স্পষ্ট হয় না। জ্ঞাত, তীরণ, প্রহাণ ও সমতিক্রম ধ্বংসের দ্বারা রূপ ধ্বংস হয়। মুনি এই উপনিশ্রয় বিষয়সমূহ জ্ঞাত হয়ে বিবাদে যুক্ত হন না। ভব হতে ভবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। এসবের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ রয়েছে আলোচ্য বিষয়ে।

চূলবিয়ূহ সূত্র : ১৭টি গাথা রয়েছে এ সূত্রে। নিজ নিজ দৃষ্টিতে অবস্থান

করে মানুষ বিতর্ক করে বিবাদে লিপ্ত হয়। একে অপরকে মূর্খ, অনভিজ্ঞ বলে থাকে। অপরকে পরাস্ত করতে বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করে। একজনে যা 'প্রকৃত, সত্য' বলে, অন্যজনে এটা 'অপ্রকৃত, মিথ্যা' বলে আখ্যা দেয়। সত্য এক, দ্বিতীয় আর নেই—এটা জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হন না।

যারা এক ধর্ম হতে অন্য ধর্মকে অভিবাদন করে এবং এই ধর্মে শুদ্ধি আছে, অন্য ধর্মে শুদ্ধি নেই বলে মিথ্যাদৃষ্টিতে নিবিষ্ট হয়, তারা ভ্রম হতে মুক্তি লাভ করতে পারে না। তাদের কাছে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। তারা কিছুতেই দুঃখের অবসান ঘটিয়ে মুক্তি লাভে সক্ষম হয় না। আলোচ্য সূত্রে এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মহাবিযূহ সূত্রে ২০টি গাথা রয়েছে। তার্কিকের যুক্তিতর্কের কোনো সীমা নেই। কিন্তু এসব তর্কের দ্বারা পরিশুদ্ধি লাভ অসম্ভব। বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞজনেরা এই অযৌক্তিক তর্ক, বাদানুবাদ পরিহার করেন। বিবাদের দুটি ফল দেখে বিবাদ করো না। পৃথগ্‌জনেরা যেসব সিদ্ধান্তে (বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিতে) সম্মত, জ্ঞানীরা তা গ্রহণ করেন না। যিনি উপাদানহীন, তিনি উপাদানে গমন করবেন কি? তিনি দৃষ্ট, শ্রুত ও ইচ্ছায় চালিত হন না।

যাঁর পরনির্ভরশীলতা নেই, তাঁর ধর্মসমূহ বিবেচনা করে গ্রহণ করার মতো কিছুই নেই। তাই তিনি বিবাদের অতীত। ভ্রান্ত মতবাদীরা কোনো বিষয় সহজে বুঝে না। ফলে স্বীয় মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মুনি ইহলোকেই গ্রন্থিসমূহ পরিত্যাগ করে উৎপন্ন বিবাদে লিপ্ত হন না। তিনি অশান্তদের মধ্যে শান্ত, সর্ববিষয়ে উপেক্ষক। অন্যদিকে যিনি পূর্বের আসবসমূহ পরিত্যাগ করে নূতন আসব উৎপত্তি করেন না, তিনি জগতে লিপ্ত হন না। এমন মুনিই দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত সর্ব বিষয়ে শত্রুবিজয়ী; ভারমুক্ত ও ইচ্ছা, প্রার্থনার অতীত।

তবট্টক সূত্র : এ সূত্রে ২০টি গাথা সন্নিবেশিত। এখানে বলা হয়েছে, প্রপঞ্চসংজ্ঞার মূল আমিকে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে। যা কিছু তৃষ্ণা বিদ্যমান রয়েছে, স্মৃতিমান হয়ে সেসব ধ্বংস ধ্বংস করতে শিক্ষা করবে। ভিক্ষু অধ্যাত্ম বিষয় উপশম করে অন্য কোথাও বা কোনোটি দ্বারা শান্তি অন্বেষণ করেন না। অধ্যাত্ম বিষয় উপশমকারী ভিক্ষুর আত্মা নেই, নিরাত্মাও কোথায়। কুশল অকুশল, অব্যাকৃত সকল ধর্ম জ্ঞাত হবে। তবে তদ্‌দ্বারা গর্বিত হবে না। কারণ, পণ্ডিতগণ তাকে শান্ত বলেন না।

সমুদ্রের মধ্যস্থলে যেমন ঢেউ উৎপন্ন হয় না, শান্ত বা স্থির থাকে; ঠিক এরূপেই তৃষ্ণাবিমুক্ত ভিক্ষু কোথাও কোনো কিছু উদ্ঘাত করেন না। উদ্ঘাত

করেন না বলতে এখানে রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, ক্লেশ, কর্ম উদ্গত না করাকে বুঝানো হয়েছে। সূত্রে আরও বলা হয়েছে, চক্ষুদ্বারা লোভ করবে না, হীনালাপ নিবারণ করবে। রসের প্রতি আসক্ত হয়ো না এবং সংসারের কোনো বিষয়ের প্রতি মমত্ববোধ উদয় করবে না। ধ্যানী অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণপরায়ণ হবে না, কুকর্ম হতে বিরত হয়ে প্রমাদহীন হবে। অধিকন্তু অল্প শব্দযুক্ত বা নির্জনস্থানে অবস্থান করবে। এভাবে নির্বাণ লাভের জন্য কী কী পরিহার করতে হবে, সেসব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে আলোচ্য সূত্রে।

আত্মদণ্ড সূত্র : ২০টি গাথা সন্নিবেশিত রয়েছে এ সূত্রে। শুদ্ধচিত্ত, সাধনায় নিরত ভিক্ষুর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে এখানে। অল্পজলে পতিত মাছের ন্যায় দুঃখে কম্পমান সত্ত্বকে দেখে ভয়াবিষ্ট হবে। সমস্ত জগৎ অসার, সকল দিক কল্পিত ইহা দেখে সংসারে নিরানন্দভাব উৎপন্ন করবে। পঞ্চকামগুণে আসক্ত হও না। ভোগ-বাসনা সম্পূর্ণরূপে ভেদ করে নিজে নিজেই নির্বাণশিক্ষা করবে। নির্বাণকামী ভিক্ষু নিদ্রা, অবসাদ ও নতুনকে ইচ্ছা করবে না। মোদ্দা কথা তৃষ্ণাকে আশ্রয় করবে না।

তিনিই বিদ্বান, বেদজ্ঞ যিনি ধর্ম জ্ঞাত হয়ে অনিশ্রিত হন। তিনিই জগতে সম্যকরূপে বিচরণ করেন, যিনি কোনো কিছুতে আসক্ত হন না। এই জগতে যিনি দুরতিক্রম্য কাম ও সঙ্গ (রাগ, দ্বেষাদি সাত প্রকার সঙ্গ) অতিক্রম করেছেন, তিনি শোক উৎপন্ন করেন না, উৎকণ্ঠিত হন না। তিনি ছিন্নস্রোত ও বাধাহীন। সূত্রে আরও বলা হয়েছে, নামরূপে যাঁর মমত্ব নেই, যিনি বিপরিণত বিষয়ে অনুশোচনা করেন না, জগতে তিনিই জীর্ণ হন না। 'ইহা আমার' কিংবা 'পরের' এই দাবি যাঁর কিঞ্চিৎমাত্র নেই, তিনি মমত্ব অনুভব করেন না। বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে তৃষ্ণাহীন ভিক্ষুর কোনো অভিসংস্কার থাকে না। তিনি অভিসংস্কারবিহীন হয়ে মুক্তি লাভ করেন।

সারিপুত্র সূত্রে মোট ২০টি গাথা রয়েছে। এই সূত্রে বুদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণদের জীবনযাত্রার প্রণালি বর্ণনা করেছেন। যে লজ্জাশীল ভিক্ষু সর্বপ্রকার পাপকর্ম ত্যাগ করে সেই ভিক্ষু পবিত্র জীবন-যাপন করেন। ধীর, স্মৃতিমান ভিক্ষু ডংশ, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, মানবস্পর্শ ও চতুষ্পদ এই পাঁচ প্রকার ভয়ে ভীত হবেন না। অসুস্থতা বা রোগ, ক্ষুধা, শীত-উষ্ণ ইত্যাদি অনেক প্রকারে দুঃখাক্রান্ত হলেও ভিক্ষু দৃঢ়পরাক্রমশালী হবেন। যিনি ক্রোধ ও অতিমানের অধীন হন না এবং সেসবের মূল উৎপাটন করেন, তিনি অবশ্যই প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়কে অতিক্রম করেন।

নির্জনস্থানে অবস্থান করার অনিচ্ছাকে সহ্য করবে, চার প্রকার দৌর্মনস্য ধর্মেও সহনশীল হবে। কী খাব? কোথায় খাব? আজ কষ্টে কোথায় শয়ন করব? এসব হীনবিতর্ক দমন করবে। চক্ষুসংযত, ধ্যানানুযুক্ত ও বিনিদ্র ভিক্ষু আলস্যপরায়ণ হন না। তিনি উপেক্ষা ও সমাহিত চিত্তে বিতর্ক এবং পাপকর্ম পরিত্যাগ করেন। স্মৃতিমান ও সুবিমুক্ত ভিক্ষু কামচ্ছন্দে ইচ্ছা ধ্বংস করেন। তিনি ধর্মকে সম্যকরূপে বিচার করেন এবং একাগ্রচিত্ত হয়ে বিদূরিত করেন রাগান্ধকার, দ্বেষান্ধকার, মোহান্ধকার, দৃষ্টান্ধকার এবং ক্লেশান্ধকার।

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু পাঠ করলে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন যে *মহানির্দেশ* গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। গ্রন্থের বিশেষত্ব সুত্তনিপাতের (অষ্টক-বর্গের) ক্ষুদ্র আলোচনার পরিবর্তে এখানে অধিকতর বিশদ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিস্ফূট হয়েছে।

চিরং তিট্ঠতু সদ্ধম্মসাসনম্!

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
রাজবন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙামাটি

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

খুদ্দকনিকায়ে

মহানির্দেশ

১. অষ্টক-বর্গ

১. কাম সূত্র বর্ণনা

১. কামংকামযমানস্স, তস্স চে তং সমিজ্ঝতি।
অদ্ধা পীতিমনো হোতি, লদ্ধা মচ্চো যদিচ্ছতি॥

অনুবাদ : কামভোগ প্রার্থনাকারীর কামনা (বস্তুকাম) পূর্ণ হলে, মানুষ ঈপ্সিত বিষয় (পঞ্চকামগুণ) লাভ করলে অবশ্যই তার মন প্রীত হয়।

কামং কামযমানস্সাতি। "কাম" (কামা) বলতে বিভাগ অনুযায়ী (উদ্দানতো) কাম দুই প্রকার; যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকাম। বস্তুকাম কিরূপ? মনোজ্ঞ রূপ, মনোজ্ঞ শব্দ, মনোজ্ঞ গন্ধ, মনোজ্ঞ রস, মনোজ্ঞ স্পর্শ; আস্তরণ (কার্পেটাদি), আবরণ (পরিচ্ছদ), দাসদাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, ষাঁড়, অশ্ব, ঘোটকী, ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম, রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার, ভাণ্ডারাগার এবং যেসব মনোরম বা কামোদ্দীপক বস্তু, এসবই বস্তুকাম (বৈষয়িক ইচ্ছা)।

অধিকন্তু, অতীত কাম, অনাগত কাম, বর্তমান কাম, অধ্যাত্ম কাম, বাহ্যিক কাম, অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কাম; হীন (স্বল্প) কাম, মাঝারি কাম, প্রণীত (উত্তম) কাম; নারকীয় কাম, মানবীয় কাম, দিব্য কাম, প্রত্যুৎপন্ন কাম; নির্মিত কাম, অনির্মিত কাম, পরনির্মিত কাম, পরিগৃহীত কাম, অপরিগৃহীত কাম, মমায়িত কাম, অমমায়িত কাম; সকল কামাবচর ধর্ম, সকল রূপাবচর ধর্ম, সকল অরূপাবচর ধর্ম, কামনীয়, রজনীয় (আনন্দ বর্ধনকারী), মত্ততাজনক, তৃষ্ণাবস্তুক (তৃষ্ণামূলক) ও তৃষ্ণালম্বন কাম, এগুলোকে বস্তুকাম বলা হয়।

ক্লেশকাম কিরূপ? ছন্দ (ইচ্ছা) কাম, রাগ (আসক্তি) কাম, ছন্দরাগ কাম; সংকল্প কাম (কামেচ্ছা), রাগ কাম, সংকল্পরাগ কাম (রাগেচ্ছা কাম); যা কামসমূহে কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কাম-পরিলাহ, কাম-বিহ্বলতা, কামাসক্তি, কামোঘো, কামযোগ, কামোপাদান এবং কামচ্ছন্দ-নীবরণ।

''অদ্দসং কাম তে মূলং, সঙ্কপ্পা কাম জাযসি।
ন তং সঙ্কপ্পযিস্সামি, এৰং কাম ন হোহিসী''তি॥

অনুবাদ : (আমি) কামের মূল দেখেছি। সংকল্প হতেই কাম উৎপন্ন হয়। আমি তা সংকল্প বা ইচ্ছা করব না, এরূপে কাম উৎপন্ন হবে না।

এগুলোকে ক্লেশকাম বলা হয়। "প্রার্থনাকারীর" (কামযমানস্স) বলতে কামনাকারীর, ইচ্ছাকারীর, অভিলাষকারীর, প্রার্থনাকারীর, আকাঙ্ক্ষাকারীর, আরাধনাকারীর, কামভোগ প্রার্থনাকারীর (কামং কামযমানস্স)।

তস্স চে তং সমিজ্ঝতীতি। "তার" (তস্স চে) অর্থে সেই ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের, বৈশ্যের, শূদ্রের, গৃহস্থের, প্রব্রজিতের, দেবের বা মনুষ্যের। "তা" (তং) বলতে বস্তুকামকে বুঝানো হচ্ছে : মনোজ্ঞ রূপ, মনোজ্ঞ শব্দ, মনোজ্ঞ গন্ধ, মনোজ্ঞ রস, মনোজ্ঞ স্পর্শ। "পূর্ণ হয়" (সমিজ্ঝতি) অর্থে ফলবতী হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, লাভ করা, প্রতিলাভ করা, অর্জন করা এবং অনুভব (বা উপার্জন) করা। এ অর্থে তার বস্তুকাম লাভ হয় (তস্স চে তং সমিজ্ঝতি)।

অদ্ধাপীতিমনো হোতীতি। "অবশ্যই" (অদ্ধা) বলতে নির্দিষ্ট বচন, সংশয়শূন্য বচন, নিঃশঙ্ক বচন, সন্দেহহীন বচন, বিশ্বস্ত বচন, সুনিশ্চিত বচন, সত্যবচন, ব্যর্থহীন বচন (অৰত্থাপনৰচনমেতং)—অবশ্যই (অদ্ধা)। "প্রীতি" (পীতি) অর্থে যা পঞ্চকামগুণ প্রতিসংযুক্ত আনন্দ, আমোদনা, প্রমোদনা, হাস্য, প্রহাস্য, বিত্তি (উল্লাস), তুষ্টি, পরমাহ্লাদ, আনন্দপূর্ণ মনোবৃত্তি ও চিত্তের অভিস্ফুরণ প্রীতি। "মন" (মনো) বলতে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পাণ্ডুর, মনায়তন, মনেন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, তদুদ্ভূত মনোবিজ্ঞানধাতু—একে মন বলা হয়। এ মন এ প্রীতির সাথে সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত, একোৎপাদ, একনিরোধ, একবস্তুক ও একালম্বন হয়। "প্রীতিমনা হয়" (পীতিমনো হোতি) অর্থে প্রীতিমনা, তুষ্টমনা, হৃষ্টমনা, প্রহৃষ্টমনা, আনন্দমনা, উৎফুল্লমনা, মুদিতমনা (প্রফুল্লমনা) ও প্রসন্নমনা হওয়া। এ অর্থে অবশ্যই প্রীতিমনা হয় (অদ্ধা পীতিমনো হোতি)।

লদ্ধা মচ্চো যদিচ্ছতীতি। "লাভ করে" (লদ্ধা) বলতে লাভ করে, প্রতিলাভ করে, অর্জন করে, উপার্জন করে। "মানুষ" (মচ্চো) অর্থে সত্ত্ব,

নর, মানব, পুরুষ, পুদ্গল, জীব, ব্যক্তি, প্রাণী, লোক, মনুষ্য। "যা ইচ্ছা করে" (যদিচ্ছতি) বলতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস বা স্পর্শ যা কামনা করে, যা অভিলাষ করে, যা প্রার্থনা করে, যা আকাঙ্ক্ষা করে, যা অভিপ্রায় করে বুঝায়। এ অর্থে মানুষ ঈপ্সিত বিষয় লাভ করে (লদ্ধা মচ্চো যদিচ্ছতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"কামং কামযমানস্স, তস্স চে তং সমিজ্ঝতি।
অদ্ধা পীতিমনো হোতি, লদ্ধা মচ্চো যদিচ্ছতী"তি॥

**২. তস্স চে কামযানস্স, ছন্দজাতস্স জন্তুনো।
তে কামা পরিহাযন্তি, সল্লবিদ্ধোব রুপ্পতি॥**

অনুবাদ : সেই কামভোগ প্রার্থনাকারীর, কামচ্ছন্দ উৎপন্নকারী ব্যক্তির সেই কামবস্তু বা বিষয় পরিহীন (ক্ষয়) হলে শল্যবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় ব্যথিত হয়।

তস্স চে কামযানস্সাতি। "তার" (তস্স চে) বলতে সেই ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের, বৈশ্যের, শূদ্রের, গৃহস্থের, প্রব্রজিতের, দেবের বা মনুষ্যের। "প্রার্থনাকারীর" (কামযমানস্স) অর্থে কাম ইচ্ছাকারীর, অভিলাষকারীর, প্রার্থনাকারীর, আকাঙ্ক্ষাকারীর, অভিপ্রায়কারীর। অথবা কামতৃষ্ণা দ্বারা চালিত হওয়া, নীত হওয়া, পরিচালিত হওয়া, বাহিত (বা গৃহীত) হওয়া। যেমন : হস্তিযান, অশ্বযান, গোযান, অজযান, ভেড়াযান, উটযান বা গর্দভ (গাধা) যান দ্বারা চালিত, নীত, পরিচালিত ও বাহিত হয়; ঠিক এভাবেই কামতৃষ্ণা দ্বারা চালিত হওয়া, নীত হওয়া, পরিচালিত হওয়া, বাহিত হওয়া। এ অর্থে সেই কামভোগ প্রার্থনাকারীর (তস্স চে কামযমানস্স)।

ছন্দজাতস্স জন্তুনোতি। যা কামসমূহে কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপরিলাহ, কামবিহ্বলতা, কামাসক্তি, কামোঘো, কামযোগ, কামোপাদান ও কামছন্দ-নীবরণ; সেই কামছন্দ তার জাত, সঞ্জাত, উৎপত্তি, পুনরুৎপত্তি ও প্রাদুর্ভূত হয়। "মানুষের" (জন্তুনো) বলতে সত্ত্বের, নরের, মানবের, পুরুষের, পুদ্গালের, জীবের, ব্যক্তির, প্রাণীর, লোকের ও মনুষ্যের। এই অর্থে কামচ্ছন্দজাত ব্যক্তির (ছন্দজাতস্স জন্তুনো)।

"সেই কামবস্তু বা বিষয় পরিহীন হয়" (তে কামা পরিহাযন্তি) সেই কামসমূহ পরিহীন হয় বা কামসমূহ দ্বারা সে পরিক্ষীণ হয়। কিরূপে সেই কামসমূহ পরিহীন হয়? তার স্থিত ভোগসমূহ রাজাগণ হরণ করেন, চোরগণ

হরণ করে, অগ্নিদগ্ধ হয়, জলে ভেসে যায়, অপ্রিয় পুত্রগণ (দাযাদা) হরণ করে, নিহিত (ভোগ্যবস্তু বা ধন) খুঁজে পায় না। দুষ্প্রযুক্ত (অসৎ) কর্মে বিনষ্ট হয় অথবা কুলাঙ্গারকুলে চলে যায়; সেই ভোগসমূহ তার এই আট প্রকার অনিশ্চয়তায় (যত্রতত্র) বিকীর্ণ (বা পরিবেশিত) হয়, নষ্ট হয় ও বিধ্বংস হয়। এভাবে সেই কামসমূহ ক্ষয় হয়, পরিক্ষয় হয়, ধ্বংস হয়, নষ্ট হয়, অন্তর্ধান হয়, বিলুপ্ত (বা বিনষ্ট) হয়। কিরূপে কামসমূহ দ্বারা সে পরিক্ষীণ হয়? সে স্থিত ভোগসমূহে চ্যুত হয়, মৃত্যু হয়, বিধ্বংস হয়। এভাবেই কামসমূহ দ্বারা ক্ষয় হয়, পরিক্ষয় হয়, ধ্বংস হয়, নষ্ট হয়, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়।

চোরা হরন্তি রাজানো, অগ্গি দহতি নস্সতি।
অথ অন্তেন জহতি, সরীরং সপরিগ্গহং।
এতদঞ্ঞায মেধাৰী, ভুঞ্জেথ চ দদেথ চ॥

অনুবাদ : (ভোগসমূহ) চোর ও রাজাগণ হরণ করেন, অগ্নি দগ্ধ করে, নষ্ট করে। অনন্তর বিষয়াসক্ত দেহও শেষে (মৃত্যু হলে) তা পরিত্যাগ করে। এসব জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি ভোগসমূহ নিজেও ভোগ করেন এবং দানও করে থাকেন।

সামর্থ্য অনুযায়ী দান দিয়ে এবং পরিভোগ করে অনিন্দিত বা দোষমুক্ত স্থান স্বর্গে গমন করেন। এভাবে সেই কামসমূহ পরিক্ষীণ হয় (তে কামা পরিহাযন্তি)।

সল্লৰিদ্ধোৰ রুপ্পতীতি। যেমন : লৌহময়, অস্থিময়, দন্তময়, বিষাণময় (শিঙের দ্বারা প্রস্তুত) বা কাষ্ঠময় শল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে ব্যথিত হয়, কুপিত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয়, পীড়িত হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও দুর্মনা হয়; ঠিক এভাবেই বস্তুকামসমূহের জন্য বিপরিণাম, অন্যথাভাব (অস্থিরতা), শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়। সেই কামশল্য, শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে ব্যথিত হয়, কুপিত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয়, পীড়িত হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং দুর্মনা হয়। এ অর্থে শল্যবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় ব্যথিত হয় (সল্লৰিদ্ধোৰ রুপ্পতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"তস্স চে কামযানস্স, ছন্দজাতস্স জন্তুনো।
তে কামা পরিহাযন্তি, সল্লৰিদ্ধোৰ রুপ্পতী"তি॥

৩. যো কামে পরিৰজ্জেতি, সপ্পস্সেৰ পদা সিরো।
সোমং ৰিসত্তিকং লোকে, সতো সমতিৰত্ততি॥

অনুবাদ : যিনি সর্পশির হতে পা রক্ষার ন্যায় কামভোগ পরিত্যাগ করেন, তিনি এই তৃষ্ণাবহুল জগতে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা বা আসক্তিকে সমতিক্রম করেন।

যো কামে পরিৰজ্জেতীতি। "যিনি" (যো) বলতে যে, যাদৃশ, যথাযুক্ত, যথাবিহিত, যথা-প্রকার, যে-স্থানপ্রাপ্ত ও যেই ধর্মসমান্নগত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেব বা মনুষ্য। **কামে পরিৰজ্জেতী**তি। "কাম" (কামা) বলতে প্রধানত (উদ্দানতো) দুই প্রকার কাম; যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকাম... এগুলোকে বস্তুকাম বলা হয়... এগুলোকে ক্লেশকাম বলা হয়। "কামসমূহ পরিবর্জন করেন" (কামে পরিবজ্জেতি) অর্থে দুটি ধারায় কামসমূহ পরিত্যাগ করেন বিষ্কম্ভনরূপে (দমনরূপে) বা সমুচ্ছেদরূপে। কিরূপে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন? "কাম অস্থিকঙ্কাল সদৃশ স্বাদহীন" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম বহু সাধারণের (পরিভোগ্য বলে) মাংসপেশীতুল্য" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম অনুদহনে (বা তেজে দগ্ধ করে বলে) তৃণমশাল সদৃশ" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম মহাপরিদাহের (বা মহাতাপ প্রদান হেতুতে) অঙ্গারগর্ত সদৃশ" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নতুল্য" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম তাবৎকালিক বা যখন-তখন সেবন করতে হয় বলে যাচক সদৃশ" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল করে বলে বৃক্ষফল তুল্য" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম কুটনার্থে বধ্যভূমির কাষ্ঠখণ্ড সদৃশ" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম বিদ্ধকরণের শক্তিশেল সদৃশ" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম বিপজ্জনক সর্পশির সদৃশ" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম নরকোত্তাপ (অত্যন্ত উত্তপ্ত) অগ্নিস্কন্ধ সদৃশ" দর্শন করে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন।

বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকালে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিত্যাগ করেন, ধর্মানুস্মৃতি ভাবনাকালে... সংঘানুস্মৃতি ভাবনাকালে... শীলানুস্মৃতি ভাবনাকালে... ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনাকালে... দেবতানুস্মৃতি ভাবনাকালে... আনাপানস্মৃতি ভাবনাকালে... মরণানুস্মৃতি ভাবনাকালে... কায়গতানুস্মৃতি ভাবনাকালে... এবং উপশমানুস্মৃতি ভাবনাকালে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিত্যাগ করেন।

প্রথম ধ্যান ভাবনাকালে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিত্যাগ করেন, দ্বিতীয় ধ্যান ভাবনাকালে... তৃতীয় ধ্যান ভাবনাকালে... চতুর্থ ধ্যান ভাবনাকালে... আকাশায়তন-সমাপত্তি ভাবনাকালে... বিজ্ঞানায়তন-সমাপত্তি ভাবনাকালে... আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তি ভাবনাকালে... এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি ভাবনাকালে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিত্যাগ করেন। এভাবেই বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন।

কিরূপে সমুচ্ছেদরূপে কামসমূহ পরিত্যাগ করেন? স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবনাকালে অপায়গমনীয় (বা অপায়ে নীতকারী) কামসমূহ সমুচ্ছেদরূপে পরিত্যাগ করেন, সকৃদাগামীমার্গ ভাবনাকালে স্থূল কামসমূহ সমুচ্ছেদরূপে পরিত্যাগ করেন, অনাগামীমার্গ ভাবনাকালে অনুসহগত কামসমূহ সমুচ্ছেদরূপে পরিত্যাগ করেন, অর্হত্ত্বমার্গ ভাবনাকালে পরিপূর্ণভাবে, সম্পূর্ণরূপে, অশেষরূপে এবং নিঃশেষরূপে কামসমূহ সমুচ্ছেদরূপে পরিত্যাগ করেন। এভাবেই সমুচ্ছেরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন। এ অর্থে বলা হয়েছে, যিনি কামসমূহ পরিত্যাগ করেন (যো কামে পরিৰজ্জেতি)।

সপ্পস্সেৰ পদা সিরোতি। সর্প বলতে সাপকে বুঝায়। কোন অর্থে সর্প? বুকে হেঁটে গমন করে বলে সর্প; আঁকাবাঁকা করে গমন করে বলে ভুজঙ্গ; উর দিয়ে চলে বলে উরগ; শির অবনমিত করে চলে বলে পন্নগ; শির দ্বারা নিদ্রা যায় বলে সরীসৃপ; বিল বা গর্তে শয়ন করে বলে বিলাশ্রয়ী; গুহায় শয়ন করে বলে গুহাশ্রয়ী; দাঁতগুলো তার অস্ত্রশস্ত্র বলে দন্তাস্ত্রধারী (দাঠাৰুধো); তার বিষ বিষম বলে ঘোরবিষ; জিহ্বা দ্বিধাবিভক্ত (দুটি) বলে দ্বিজিহ্ব এবং দুই জিহ্বা দিয়ে রসের (খাদ্যের) স্বাদ বা গন্ধ নেয় বলে রসজ্ঞ। যেমন : প্রাণাকাঙ্ক্ষী, অমরণাকাঙ্ক্ষী, সুখকামী ও দুঃখবিরোধী পুরুষ স্বীয় পাদ সর্পশির হতে দূরে রাখে, বিরত রাখে এবং পরিত্যাগ করে (বা এড়িয়ে চলে); ঠিক এভাবেই সুখকামী, দুঃখবিরোধী (ব্যক্তি) কামসমূহ বর্জন করেন, বিবর্জন করেন, পরিত্যাগ করেন। এই অর্থে সর্পশির হতে পা রক্ষার ন্যায় (সপ্পস্সেৰ পদা সিরো)।

সোমং ৰিসত্তিকং লোকে, সতো সমতিৰত্ততীতি। "তিনি" (সো) বলতে যিনি কামসমূহ পরিবর্জন করেন। 'আসক্তি' তৃষ্ণাকে বুঝায়। যা রাগ, সরাগ, অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী, নন্দিরাগ; চিত্তের সরাগ, ইচ্ছা, মূর্ছা, আসক্তি, অনুরাগ, লোভ (পলিগেধো), বিষয়ানুরাগ (সঙ্গো), মালিন্য (পঙ্কো); তীব্র আকাঙ্ক্ষা (এজা), মায়া, জননী, সঞ্জননী, লিপ্সা (সিব্বিনী), বাসনা, তৃষ্ণা (সরিতা), স্পৃহা; যোগ, যোগসূত্র, প্রবৃত্তি (আয়ূহিনী), সহচর (দুতিযা),

প্রণিধি, ভবনেত্রী (পুনর্জন্ম প্রদানকারী নেতা); ইচ্ছা, বলবতী ইচ্ছা, সম্বন্ধ (সন্ধৰো), স্নেহ, অভিলাষ (অপেকখা), প্রতিবন্ধু; আশা, প্রত্যাশা, প্রবলতৃষ্ণা; রূপ-আশা, শব্দ-আশা, গন্ধ-আশা, রস-আশা, স্পর্শ-আশা; লাভ-বাসনা, ধন-বাসনা, পুত্র-বাসনা, জীবন-বাসনা; কামনা, বলবতী স্পৃহা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, লোলুপ, লোলুপতা, প্রলুব্ধতা, প্রলোভনতা, আকুলতা; পাপধর্মরাগ, বিষমলোভ, তীব্র আসক্তি, প্রবলেচ্ছা, প্রার্থনা, অনুনয়, সানুনয়; কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা; রূপতৃষ্ণা (রূপব্রহ্মালোকের প্রতি আসক্তি), অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা; রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা; ওঘ, যোগ, গন্থি, উপাদান, আবরণ, নীবরণ, আচ্ছাদন, বন্ধন, উপক্লেশ, অনুশয়, পর্যুত্থান (বা প্রবণতা), লতা, প্রবল বাসনা; দুঃখমূল, দুঃখনিদান, দুঃখপ্রভব (দুঃখোৎপত্তি); মার-ফাঁদ, মার-বড়শি, মার-জগৎ; এবং তৃষ্ণা-নদী, তৃষ্ণা-জাল, তৃষ্ণা-রজ্জু, তৃষ্ণা-সমুদ্র, অভিধ্যা, লোভ ও অকুশলমূল।

ৰিসত্তিকাতি। কোন অর্থে তৃষ্ণা? (অতৃপ্ত) বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিশাল বা বহুল বলে তৃষ্ণা, আসক্তি বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত হয় বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা করে বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষ-পরিভোগ বলে তৃষ্ণা। অথবা সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে; কুলে, গণে, আবাসে, লাভে, যশে; প্রশংসায়, সুখে, চীবরে, পিণ্ডপাতে, শয্যাসনে, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারে; কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে; কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে; সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চারিবোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে এবং দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মসমূহে তৃষ্ণা বিস্তৃত বলেই তৃষ্ণা।

"লোকে" (লোকে) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। "স্মৃতিমান" (সতো) বলতে চারটি কারণে (বা বিষয়ে) স্মৃতিমান—কায়ে কায়ানুদর্শী স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায়... চিত্তে... এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান।

অপর চারটি কারণে স্মৃতিমান; যথা : ১) অস্মৃতি পরিবর্জিত হওয়ায় স্মৃতিমান, ২) স্মৃতিকরণীয় ধর্মসমূহ কৃত হওয়ায় স্মৃতিমান, ৩) স্মৃতিপ্রতিপক্ষ ধর্মসমূহ বশীভূত বা হত হওয়ায় স্মৃতিমান, এবং ৪)

স্মৃতিনিমিত্ত ধর্মসমূহের ভুল না হওয়ায় স্মৃতিমান।

অন্য চারটি কারণে স্মৃতিমান; যথা : ১) স্মৃতিতে সমন্বিত হওয়ায় স্মৃতিমান, ২) স্মৃতিতে বশীভূত হওয়ায় স্মৃতিমান, ৩) স্মৃতিতে প্রাগুণ্য বা নিপুণ হওয়ায় স্মৃতিমান, এবং ৪) স্মৃতিতে অপ্রত্যারোহণ হওয়ায় স্মৃতিমান।

অপর চারটি কারণে স্মৃতিমান; যথা : ১) সত্ত্বত্ব (অস্তিত্বপ্রাপ্ত) বলে স্মৃতিমান, ২) শান্ততাপ্রাপ্ত বলে স্মৃতিমান, ৩) স্থিরতাপ্রাপ্ত বলে স্মৃতিমান এবং ৪) শান্তধর্মে সমন্বিত বলে স্মৃতিমান। বুদ্ধানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, ধর্মানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, সংঘানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, শীলানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, ত্যাগানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, দেবতানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, আনাপানস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, মরণানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, কায়গতস্মৃতির দ্বারা উপশমানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান। যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, স্মরণ (মনযোগিতা), স্মৃতি স্মরণতা, ধারণতা, নির্ণয়করণতা (অপিলাপনতা), স্মৃতিশীলতা, স্মৃতি, স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, একায়ন মার্গ—ইহাকে স্মৃতি বলা হয়। এই স্মৃতিতে উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন (প্রতিপন্ন), সমুপপন্ন ও সমান্নগত হন; তাই স্মৃতিমান বলা হয়।

সোমং ৰিসত্তিকং লোকে, সতো সমতিৰত্তীতি। জগতে স্মৃতিমান হয়ে যিনি সেই তৃষ্ণা (ৰিসত্তিকা) বা আসক্তিকে (ৰিসত্তিকং) অতিক্রম করেন, জয় করেন, দমন করেন, সমতিক্রম করেন, পরাজিত করেন, তিনি এই তৃষ্ণাবহুল জগতে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা বা আসক্তিকে সমতিক্রম করেন (সোমং ৰিসত্তিকং লোকে, সতো সমতিৰত্তি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ‘‘যো কামে পরিৰজ্জেতি, সপ্পস্সেৰ পদা সিরো।
> সোমং ৰিসত্তিকং লোকে, সতো সমতিৰত্তী’’তি॥

৪. খেত্তং ৰত্থুং হিরঞ্ঞং ৰা, গৰাস্সং দাসপোরিসং।
থিযো বন্ধূ পুথু কামে, যো নরো অনুগিজ্ঝতি॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, গরু, অশ্ব, দাস, পুরুষ, বন্ধু ইত্যাদি বহুবিধ কামবস্তু বা বিষয় (কামনা করে) অত্যন্ত লোভ করে।

খেত্তং ৰত্থুং হিরঞ্ঞং ৰাতি। “ক্ষেত্র” (খেত্তং) বলতে শালিক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্র, মুগ (ডাল) ক্ষেত্র, মাষ (এক প্রকার শিমজাতীয় ফসল) ক্ষেত্র, যবক্ষেত্র, গোধূম (গম) ক্ষেত্র, তিলক্ষেত্র। “বস্তু” (ৰত্থুং) অর্থে ঘর-বস্তু

(বাস্তুভিটা), প্রকোষ্ঠ-বস্তু, পূর্বদিকস্থ-বস্তু, পশ্চাদ্দিক-বস্তু, আরাম বা বাগান-বস্তু, বিহার-বস্তু। "হিরণ্য" (হিরঞ্ঞং) বলতে কার্ষাপণ বা মুদ্রাকে হিরণ্য বুঝানো হয়। এ অর্থে ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য (খেত্তং ৰত্থুং হিরঞ্ঞং ৰা)।

গৰাস্সং দাসপোরিসন্তি। "গো" (গৰং) বলতে গরু; "অশ্ব" (অস্সা) বলতে দুটি পশুকে বোঝায়। "দাস" (দাসা) বলতে চার প্রকার দাস; যথা : ১) আজন্ম বা জন্মহেতু দাস, ২) ধনক্রীত দাস, ৩) দাস্যবৃত্তিতে বা স্বীয় ইচ্ছায় দাস, ৪) ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা হতভাগ্যে দাস।

"আমায দাসাপি ভৰন্তি হেকে, ধনেন কীতাপি ভৰন্তি দাসা।
সামঞ্চ একে উপযন্তি দাস্যং, ভযাপনুণ্ণাপি ভৰন্তি দাসা"তি॥

অনুবাদ : ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাস, ধনক্রীত দাস, দাস্যবৃত্তিতে দাস, জন্ম হতে নিঃস্ব বা অভাব-হেতুতে দাস—এভাবে দাস হয়ে থাকে।

"পুরুষ" (পুরিসা) বলতে তিন প্রকার পুরুষ; যথা : ১) ভৃত্য, ২) কর্মচারী বা কর্মী, ৩) উপজীবী বা কারোর উপর জীবিকা নির্বাহকারী। উপরোক্ত অর্থে গরু, অশ্ব, দাস, পুরুষ (গৰাস্সং দাসপোরিসং)।

থিযো বন্ধূ পুথু কামেতি। "স্ত্রীলোক" (থিযো) বলতে দারপরিগ্রহ বুঝায়। "বন্ধু" (বন্ধূ) বলতে চার প্রকার বন্ধু; যথা : ১) জ্ঞাতি বন্ধু, ২) গোত্র বন্ধু, ৩) পরামর্শদাতা বন্ধু, ৪) সহকর্মী বন্ধু। "বহুবিধ কামনায়" (পুথু কামে) বলতে নানা কাম্যবিষয়ে। এসব স্থূলকামসমূহ মনোজ্ঞ রূপ... মনোজ্ঞ স্পৃষ্টব্য বিষয়। এসব অর্থে স্ত্রীলোক, বন্ধু, বহুবিধ কামনায় বলা হয়েছে। (থিযো বন্ধূ পুথু কামে)।

যো নরো অনুগিজ্ঝতীতি। "যেই" (যো) বলতে যে, যেরূপ, যথোপযুক্ত, যথাবিহিত, যথাপ্রকার, যেই স্থানপ্রাপ্ত এবং যে ধর্মসমন্বিত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা ও মানুষ। "মানুষ" (নরো) বলতে সত্ত্ব, নর, মানব, পুরুষ, পুদ্গল, জীব, ব্যক্তি, প্রাণী, লোক, মনুষ্য। "লোভ করা" (অনুগিজ্ঝতি) বলতে ক্লেশকাম দ্বারা বস্তুকামসমূহে লোভাতুর হওয়া, লোভ করা, আকাঙ্ক্ষা করা ও দৃঢ়াবদ্ধ হওয়া। এ অর্থে বলা হয়েছে, যে নর লোভ করে (যো নরো অনুগিজ্ঝতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"খেত্তং ৰত্থুং হিরঞ্ঞং ৰা, গৰাস্সং দাসপোরিসং।
থিযো বন্ধূ পুথু কামে, যো নরো অনুগিজ্ঝতী"তি॥

৫. অবলা নং বলীযন্তি, মদ্দন্তে নং পরিস্সযা।

ততো নং দুক্খমন্বেতি, নাৰং ভিন্নমিৰোদকং॥

অনুবাদ : দুর্বল ব্যক্তি যেভাবে বলবানের দ্বারা মর্দিত, নিপীড়িত হয়, সেভাবে ভাঙা নৌকার মধ্যে জল প্রবেশের ন্যায় দুঃখ তার অনুসরণ করে।

অবলা নং বলীযন্তীতি। "দুর্বল" (অবলা) দুর্বল, শারীরিক ক্লেশতা, দুর্বলতা, অল্পবলতা, অপ্রবলতা, নির্বলতা, ভগ্নোদ্যমতা, অতি দুর্বলতা, বলহীনতা ও অপ্রসন্নতা বুঝানো হয়েছে। সেসব ক্লেশ সেই পুরুষকে পরাভূত করে, বশীভূত করে, পরাজিত করে, আবৃত করে, অভিভূত করে, মর্দন করে। এরূপেই বলহীনতারূপ ক্লেশসমূহ তাকে পরাভূত করে। অপিচ, বলহীন, দুর্বল, হীনবল, অল্পশক্তিবান, নির্বল, অপ্রবল, সামান্য শক্তিসম্পন্ন, ভগ্নোদ্যম, অতি দুর্বল, বলহীন পুরুষকে—যার শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, লজ্জাবল, ভয়বল নেই; এই ক্লেশসমূহ সেই পুদ্গলকে পরাভূত করে, বশীভূত করে, পরাজিত করে, আবৃত করে, অভিভূত করে, মর্দন করে; এরূপেই বলহীনতারূপ দুর্বল বলবানের দ্বারা মর্দিত হয়।

মদ্দন্তে নং পরিস্সযাতি। দুঃখ বা অনিষ্টকর বিষয় দুই প্রকার—১) জ্ঞাত বা প্রকাশিত দুঃখ, ২) প্রতিচ্ছন্ন বা গুপ্ত দুঃখ। প্রকাশিত দুঃখ কিরূপ? সিংহ, ব্যঘ্র, সীতাবাঘ, ভালুক, হায়েনা, নেক্রেবাঘ, মহিষ, হস্তি, সর্প, বৃশ্চিক, শতপদী, চোর, ক্রন্দনরত মানুষ, কৃতকর্মা, অকৃতকর্মা এবং চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, কাশিরোগ, শ্বাসরোগ, দাহরোগ, জ্বর, কুক্ষিরোগ, মূর্ছা, রক্তামাশয়, শূলরোগ, কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গণ্ড (ফোড়া), খোঁচপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ (অপমারো), দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, রখস (নখের একপ্রকার রোগ), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ), অর্শ্বরোগ, গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্তসমুত্থানজনিতরোগ, শ্লেষ্মা-সমুত্থানজনিত রোগ, বায়ুসমুত্থানজনিত রোগ, সান্নিপাতিক রোগ, ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ, বিষম পরিহারজ (বিপরীত ব্যবহারজনিত) রোগ, খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন), কর্মবিপাকজনিত রোগ এবং শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মুত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির সংস্পর্শ—এগুলোকে বলা হয় প্রকাশিত দুঃখ।

প্রতিচ্ছন্ন বা গুপ্ত দুঃখ কিরূপ? কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, তদ্রালস্য নীবরণ, চঞ্চলতা-অনুশোচনা নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ভণ্ডামি, আক্রোশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, একগুঁয়েমি, কলহ, মান, অতিমান, গর্ব,

প্রমাদ এবং সকল ক্লেশ, সকল দুশ্চরিত, সকল দুশ্চিন্তা, সকল উত্তেজনা, সকল অন্তর্দাহ ও সকল অকুশল অভিসংস্কার; এগুলোকে বলা হয় অপ্রকাশিত বা গুপ্ত দুঃখ।

দুঃখ বলা হয়, কোন অর্থে দুঃখ? বশীভূত করে বলে দুঃখ, পরিহানীতে চালিত করে বলে দুঃখ, সেই শরীরে আশ্রয় করে বলে দুঃখ। কিরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়? সেই পুরুষকে সেই দুঃখসমূহে পরাভূত করে, বশীভূত করে, পরাজিত করে, আবৃত করে, অভিভূত করে, মর্দন করে—এরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়। কিরূপে পরিহানীতে চালিত করে দুঃখ দেয়? কুশলধর্মসমূহে অন্তরায় করে পরিহানীতে চালিত করে দুঃখ দেয়। কুশলধর্মসমূহ কিরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ প্রতিপদা, ধারণ অনুরূপ প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা এবং শীলসমূহে পরিপূর্ণতায়, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমতায়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতায় ও জাগ্রত অবস্থায়, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অবস্থায়, চারি স্মৃতি প্রস্থানে জাগ্রত অবস্থায়, চারি সম্যক প্রধানে জাগ্রত অবস্থায়, সপ্ত বোধ্যাঙ্গে জাগ্রত অবস্থায়, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে জাগ্রত অবস্থায়—এই কুশলধর্মসমূহে অন্তরায় করে পরিহানীতে চালিত হয়। এভাবে পরিহানিতে চালিত করে। এ অর্থে দুঃখ (পরিস্সযা)।

আশ্রয় করা দুঃখসমূহ কিরূপ? তথায় যে অকুশল-পাপধর্মসমূহ নিজে সন্নিশ্রিত হয়ে উৎপন্ন হয়। যেমন : বিলে আশ্রয় অবস্থানকারী প্রাণীসমূহ বিলে বাস করে, জলজ প্রাণীসমূহ জলে বাস করে, বন্যপ্রাণীসমূহ বনে বাস করে, গাছে অবস্থানকারী প্রাণীসমূহ গাছে অবস্থান করে। ঠিক এরূপেই তথায় এই অকুশল ধর্ম সমূহ নিজের সন্নিশ্রিত হয়েই উৎপন্ন হয়। তথায় এরূপে আশ্রয় করে। এ অর্থে দুঃখ (পরিস্সযা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"হে ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ (সাচরিযকো) অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে স্বচ্ছন্দে নয়। ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু কীভাবে দুঃখে অবস্থান করে স্বচ্ছন্দে নয়? এখানে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেগুলো তাকে বেষ্টন করে। পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ (সাচরিযকো) বলা হয়।"

"পুনঃ, ভিক্ষুগণ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা

দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেগুলো তাকে বেষ্টন করে। পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে, সেহেতু আচার্যসহ বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে স্বচ্ছন্দে নয়।" তথায় এরূপে আশ্রয় করে—'পরিস্সযা'।

ভগবান বলেছেন :

"ভিক্ষুগণ, অন্তর (মন)-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল আছে। তিন প্রকার কী কী? অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী লোভ অন্তর্মল। দ্বেষ অন্তর্মল.... এবং অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী মোহ অন্তর্মল। ভিক্ষুগণ, এগুলোই অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল।"

''অনত্থজননো লোভো, লোভো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
''লুদ্ধো অত্থং ন জানাতি, লুদ্ধো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধন্তমং তদা হোতি, যং লোভো সহতে নরং॥
''অনত্থজননো দোসো, দোসো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
''কুদ্ধো অত্থং ন জানাতি, কুদ্ধো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধন্তমং তদা হোতি, যং দোসো সহতে নরং॥
''অনত্থজননো মোহো, মোহো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
''মূল়্হো অত্থং ন জানাতি, মূল়্হো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধন্তমং তদা হোতি, যং মোহো সহতে নর''ন্তি॥

অনুবাদ : "লোভে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। লোভী ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে লোভ মানুষকে পরাজিত করে। দ্বেষে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে দ্বেষ মানুষকে পরাজিত করে। মোহে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত

হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। মূর্খ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে মোহ মানুষকে পরাজিত করে।"

এরূপে আশ্রয় করে—'পরিস্সযা'।

ভগবান বলেছেন, "মহারাজ, ত্রিবিধ ধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। ত্রিবিধ কী কী? মহারাজ, লোভধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। দ্বেষধর্ম... এবং মোহধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। মহারাজ, এই ত্রিবিধ ধর্মই আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ এবং নিরানন্দের জন্য উৎপন্ন হয়।

''লোভো দোসো চ মোহো চ, পুরিসং পাপচেতসং।
হিংসন্তি অত্তসম্ভূতা, তচসারংৰ সম্ফল''ন্তি॥

অনুবাদ : "সারবান, ফলবান বৃক্ষসদৃশ লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং আত্মসম্ভূত বিষয়সমূহ পুরুষকে পীড়া দিয়ে থাকে।"

এরূপে আশ্রয় করে—'পরিস্সযা'।

ভগবান বলেছেন :

''রাগো চ দোসো চ ইতোনিদানা,
অরতি রতি লোমহংসো ইতোজা।
ইতো সমুট্ঠায মনোৰিতক্কা,
কুমারকা ধঙ্কমিৰোস্সজন্তী''তি॥

অনুবাদ : "এই (মন) হতেই রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হয়, অরতি-রতি, রোমাঞ্চকরও এই (মন) হতে উৎপন্ন হয়; এই (মন) হতেই মনোবিতর্ক উৎপন্ন হয়, বালকের দ্বারা যেমন কাক উত্তেজিত হয়।"

এরূপে আশ্রয় করে—'পরিস্সযা'।

মদ্দন্তে নং পরিস্সযাতি। সেই অনিষ্টকর বিষয়সমূহ পুদ্গলকে পরাজিত করে, জয় করে, পরাস্ত করে, পরাভূত করে, বশীভূত করে, মর্দিত করে—এ অর্থে অনিষ্টকর বিষয়সমূহ তাকে মর্দন করে বলা হয়। (মদ্দন্তে নং পরিস্সযা)।

ততো নং দুক্খমন্বেতীতি। "তখন হতে" (ততো) বলতে সেই সেই হতে বিপদরূপে সেই পুদ্গলকে দুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে, সহযাত্রী হয়;

জন্মদুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে, সহযাত্রী হয়; জরাদুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে, সহযাত্রী হয়; ব্যাধিদুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে, সহযাত্রী হয়; শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌমনস্য-উপায়াস দুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে, সহযাত্রী হয়; নৈরয়িক দুঃখ, তির্যগ্‌কুল দুঃখ, প্রেতকুল দুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে, সহযাত্রী হয়; মানসিক দুঃখ... গর্ভে প্রবেশমূলক দুঃখ... গর্ভে স্থিতি বা অবস্থানমূলক দুঃখ... গর্ভ হতে নির্গমনমূলক দুঃখ... জন্মের সম্বন্ধমূলক (জাতস্সূপনিবন্ধকং) দুঃখ... জন্মের পরাধীনতামূলক দুঃখ... আত্মপীড়নমূলক দুঃখ... পরপীড়নমূলক দুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে, সহযাত্রী হয়; দুঃখ দুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে, সহযাত্রী হয়; সংস্কারদুঃখ... বিপরিণাম দুঃখ...। চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, কাশিরোগ, শ্বাসরোগ, দাহরোগ, জ্বর, কুক্ষিরোগ, মূর্ছা, রক্তামাশয়, শূলরোগ, কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গণ্ড (ফোড়া), খোঁচপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ (অপমারো), দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, রখস (নখের একপ্রকার রোগ), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ), অর্শ্বরোগ, গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্ত-সমুত্থানজনিতরোগ, শ্লেষ্মা-সমুত্থানজনিত রোগ, বায়ুসমুত্থানজনিত রোগ, সন্নিপাতিকরোগ, ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ, বিষম পরিহারজ (বা বিপরীত ব্যবহারজনিত) রোগ, খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকা), কর্মবিপাকজনিত রোগ এবং শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মুত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির সংস্পর্শ দুঃখ... মাতামৃত্যু দুঃখ... পিতামৃত্যু দুঃখ... ভ্রাতামৃত্যু দুঃখ... ভগ্নিমৃত্যু দুঃখ... পুত্রমৃত্যু দুঃখ... কন্যামৃত্যু দুঃখ... জ্ঞাতিমৃত্যু দুঃখ... ভোগ্যবস্তু ক্ষয়জনিত দুঃখ... রোগব্যসন দুঃখ... শীল লঙ্ঘনজনিত দুঃখ... এবং দৃষ্টিব্যসন দুঃখ (ভ্রান্তধারণাজনিত দুঃখ) অনুসরণ করে, অনুগমন করে ও সহযাত্রী হয় বা তখন হতে তাকে দুঃখ অনুসরণ করে (ততো নং দুকখমন্বেতি)।

নাৰং ভিন্নমিৰোদকন্তি। যেমন : ভগ্ন নৌকায় জল প্রবেশ করে সেই হতে জল অনুসরণ করে, অনুগমন করে, অনুগামী হয়; অগ্রে অগ্রে জল অনুসরণ করে, অনুগমন করে, অনুগামী হয়; পশ্চাৎ পশ্চাৎ... নিচে নিচে... এবং পার্শ্বে পার্শ্বে জল অনুসরণ করে, অনুগমন করে, অনুগামী হয়; ঠিক সেভাবেই সেই সেই হতে বিপদরূপে সেই পুদ্গলকে দুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে এবং অনুগামী হয়; জন্মদুঃখ অনুসরণ করে, অনুগমন করে, সহযাত্রী হয়... এবং দৃষ্টিব্যসন দুঃখ (ভ্রান্ত ধারণাজনিত দুঃখ) অনুসরণ করে, অনুগমন করে

ও সহযাত্রী হয়—ভগ্ন নৌকায় জল প্রবেশের ন্যায় (নাৰং ভিন্নমিৰোদকং)।

তদ্ধেতু ভগবান বলেছেন :

"অবলা নং বলীযন্তি, মদ্দন্তে নং পরিস্সযা।
ততো নং দুক্খমন্বেতি, নাৰং ভিন্নমিৰোদক"ন্তি॥

**৬. তস্মাজন্তু সদা সতো, কামানি পরিৰজ্জযে।
তে পহায তরে ওঘং, নাৰং সিত্বাৰ পারগূ॥**

অনুবাদ : তদ্ধেতু মানুষ সদা স্মৃতিমান হয়ে কামসমূহ পরিবর্জন করেন। (ভারী) নৌকা জল ছাড়িয়ে গমন করার ন্যায় পরপারে গমনেচ্ছু ব্যক্তি (পারগূ) সেই সব (বস্তুকাম, ক্লেশকাম, পঞ্চনীবরণ) পরিত্যাগ করে স্রোত উত্তীর্ণ হন।

তস্মা জন্তু সদা সতোতি। "তদ্ধেতু" (তস্মা) বলতে সেজন্য, সেই কারণ, সেই হেতু, সেই প্রত্যয়, সেই নিদান এবং কর্মসমূহে এই আদীনব দর্শন করতে—তদ্ধেতু (তস্মা)। "জন্তু বা মানুষ" (জন্তু) বলতে সত্ত্ব, নর, মানব, পুরুষ, পুদ্গল, জীব, প্রাণী, ব্যক্তি, মানুষ, মনুষ্য। "সর্বদা" (সদা) অর্থে সদা, সর্বদা, সর্বকাল, অবিরত, ধ্রুবকাল, সতত, অনুক্ষণ, নিরবিচ্ছিন্নভাবে, অনুক্রমে, জল তরঙ্গের সদৃশ, নিরন্তর, স্থিতিকাল, ঘটিত, বায়ুতে স্পর্শিত, সকাল, বিকাল, প্রথম যাম, মধ্যম যাম, অন্তিম যাম, কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ, বর্ষা, হেমন্ত, প্রথম বয়ঃস্কন্ধ, মধ্যম বয়ঃস্কন্ধ, অন্তিম বয়ঃস্কন্ধ। "স্মৃতিমান" (সতো) বলতে চারটি কারণে (বা বিষয়ে) স্মৃতিমান—কায়ে কায়ানুদর্শী স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায়... চিত্তে... এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। তাই স্মৃতিমান বলা হয়। এ অর্থে স্মৃতিমান।

অপর চারটি কারণে স্মৃতিমান... তাই স্মৃতিমান বলা হয়—তদ্ধেতু মানব সদা স্মৃতিমান (তস্মা জন্তু সদা সতো)।

কামানি পরিৰজ্জযেতি। "কাম" (কামা) বলতে বিভাগ অনুযায়ী (উদ্দানতো) কাম দুই প্রকার—বস্তুকাম ও ক্লেশকাম... এগুলোকে বস্তুকাম বলা হয়;... এগুলোকে ক্লেশকাম বলা হয়। "কামসমূহ পরিবর্জন করেন" (কামানি পরিৰজ্জযে) বলতে দুটি ধারায় কামসমূহ পরিত্যাগ করেন—বিষ্কম্ভনরূপে (দমনরূপে) বা সমুচ্ছেদরূপে। কিরূপে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন? "কাম অস্থিকঙ্কাল সদৃশ স্বাদহীন" দর্শনকালে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম বহু সাধারণের মাংসপেশীতুল্য"

দর্শনকালে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন; "কাম অনুদহনের তৃণমশাল সদৃশ" দর্শনকালে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন;... এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তি ভাবনাকালে বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিত্যাগ করেন। এভাবেই বিষ্কম্ভনরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন... এভাবেই সমুচ্ছেদরূপে কামসমূহ পরিবর্জন করেন। এ অর্থে কামসমূহ পরিবর্জন করেন (কামানি পরিৰজ্জযে)।

তে পহায তরে ওঘন্তি। "সেসব" (তে) বলতে (সেই) বস্তুকামসমূহ জ্ঞাত হয়ে, ক্লেশকামসমূহ ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, ধ্বংস করে ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে; কামচ্ছন্দ-নীবরণ ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, ধ্বংস করে ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে; ব্যাপাদ-নীবরণ... স্ত্যানমিদ্ধ-নীবরণ... ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-নীবরণ... এবং বিচিকিৎসা-নীবরণ ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, ধ্বংস করে ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টি-ওঘ এবং অবিদ্যা-ওঘ অতিক্রম করেন, উত্তীর্ণ হন, পার হন, সমতিক্রম করেন এবং সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন—(তে পহায তরে ওঘং)।

নাৰং সিত্বাৰ পারগূতি। যেমন : মাল বোঝাইকারী ভারী নৌকা জল সরিয়ে, ছাড়িয়ে এবং ছিটিয়ে হালকা নৌকার চেয়ে বেগবান গতিতে ও অপ্রতিরুদ্ধভাবে অপর পারে গমন করতে পারে, ঠিক এভাবেই বস্তুকামসমূহ জ্ঞাত হয়ে, ক্লেশকামসমূহ ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, ধ্বংস করে ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে; কামচ্ছন্দ-নীবরণ... ব্যাপাদ-নীবরণ... স্ত্যানমিদ্ধ-নীবরণ... ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য-নীবরণ... এবং বিচিকিৎসা-নীবরণ ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, ধ্বংস করে ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দ্রুত, অবিলম্বে এবং সহজে পরপারে গমন করতে সক্ষম হন। অমৃত নির্বাণকে 'পরপার' বলা হয়, যা সেই সর্বসংস্কার উপশম, সমস্ত উপধির পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণ। "পরপারে গমন করেন" (পারং গচ্ছেয্য) অর্থে পরপারে গমন করেন, পারস্পর্শ করেন এবং পার সাক্ষাৎ করেন। "পারগূ" (পারগূ) বলতে যে ব্যক্তি পরপারে গমনেচ্ছু তিনিই পারগূ; যিনি পরপারে গমন করছেন তিনিই পারগূ; এবং যিনি পারগত হয়েছেন তিনিই পারগূ।

তাই ভগবান বলেছেন :

ব্রাহ্মণ পরপারে তীর্ণ ও উত্তীর্ণ হয়ে স্থলে স্থিত হন। হে ভিক্ষুগণ, 'ব্রাহ্মণ' অর্হতের অধিবচন। তিনি অভিজ্ঞানপারগূ, পরিজ্ঞানপারগূ,

প্রহানপারগূ, ভাবনাপারগূ, সাক্ষাৎকরণ-পারগূ এবং সমাপত্তিপারগূ। সর্বধর্মের অভিজ্ঞাপারগূ, সর্বদুঃখের পরিজ্ঞাপারগূ, সর্বক্লেশের প্রহানপারগূ, চারি আর্যমার্গের ভাবনাপারগূ, নিরোধের সাক্ষাৎকরণপারগূ এবং সর্বসমাপত্তির সমাপত্তিপারগূ। তিনি আর্যশীলে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত; আর্য-সমাধিতে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত; আর্যপ্রজ্ঞায় বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত; আর্যবিমুক্তিতে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত। তিনি পারগত, পারপ্রাপ্ত, অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত, সীমাগত (কোটিগতো), সীমাপ্রাপ্ত, প্রান্তগত, প্রান্তপ্রাপ্ত, অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত, ত্রাণগত, ত্রাণপ্রাপ্ত, শরণগত, শরণপ্রাপ্ত, অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত, অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত, নির্বাণগত, নির্বাণপ্রাপ্ত। তার আবাস উষিত বা ঊর্ধ্বগত, আচরণ পূর্ণ, ভ্রমণ সীমাপ্রাপ্ত, দিকসমাপ্ত, অভিপ্রায় সমাপ্ত, ব্রহ্মচর্য পালিত, উত্তম দৃষ্টিপ্রাপ্ত, ভাবিত মার্গ, ক্লেশ প্রহীন, কোপ প্রতিবিদ্ধ, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত, দুঃখ পরিজ্ঞাত, সমুদয় প্রহীন, মার্গভাবিত, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত, অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত, পরিজ্ঞেয় পরিজ্ঞাত, প্রহাতব্য প্রহীন, ভাবিতব্য ভাবিত, সাক্ষাতব্য সাক্ষাৎকৃত।

তিনি বাধা-উৎক্ষিপ্ত, পরিখাসংকীর্ণ, তৃষ্ণাবিমুক্ত, বাধামুক্ত, আর্য, মানধ্বজ অবনত, ভারমুক্ত, বিসংযুক্ত, পঞ্চাঙ্গ বিপ্রহীন, ষড়ঙ্গ সমন্বিত, একারক্ষী, চার অবলম্বনপ্রাপ্ত, চার প্রকার মিথ্যা ধারণা বিদূরণকারী, অন্বেষণ ত্যাগকারী, অনাবিল সংকল্পী, প্রশান্ত কায়সম্পন্ন, সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন, সুবিমুক্ত প্রাজ্ঞ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত, উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম লাভী। তিনি সঞ্চয়ও করেন না, অ-সঞ্চয়ও করেন না; সঞ্চয় না করেই স্থিত থাকেন। তিনি ত্যাগও করেন না, গ্রহণও করেন না; ত্যাগ করেই স্থিত থাকেন। তিনি আসক্তও হন না, অনাসক্তও হন না; অনাসক্ত হয়েই স্থিত হন। তিনি নিজেকেও শোধিত করেন না, অপরকেও শোধিত করান না; শোধিত হয়েই স্থিত হন। অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন। অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধে... অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধে... অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধে... অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন। তিনি সত্যকে সত্যরূপে জ্ঞাত হয়ে স্থিত হন। আসক্তিকে অতিক্রম করে স্থিত হন। ক্লেশাগ্নি ধ্বংস করে স্থিত হন, অপরিগমনে স্থিত হন, করণীয় সম্পন্ন করে স্থিত হন, মুক্তি প্রতিসেবন করে স্থিত হন, মৈত্রী পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, করুণা... মুদিতা... উপেক্ষা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন। অনন্ত পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, অনড় পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, বিমুক্ত হয়ে স্থিত হন, সন্তুষ্টিতে স্থিত হন, স্কন্ধসীমায় স্থিত হন, ধাতুসীমায় স্থিত হন, আয়তনসীমায় স্থিত হন,

গতিসীমায় স্থিত হন, উৎপত্তিসীমায় স্থিত হন, প্রতিসন্ধিসীমায় স্থিত হন, অন্তিম আশ্রয়ে স্থিত হন, অন্তিম দেহধারী অর্হৎ।

"তস্সাযং পচ্ছিমকো ভৰো, চরিমোযং সমুস্সযো।
জাতিমরণসংসারো, নত্থি তস্স পুনব্ভৰো"তি॥

অনুবাদ : এটিই তার শেষ জন্ম, এটিই অন্তিম দেহ; তার জন্ম, মরণ, সংসার পুনর্জন্ম এসবের কিছুই নেই।

তাই ভগবান বলেছেন :

"তস্মা জন্তু সদা সতো, কামানি পরিৰজ্জযে।
তে পহায তরে ওঘং, নাৰং সিত্বাৰ পারগূ"তি॥

[কামসুত্র বর্ণনা প্রথম]

২. গুহা-অষ্টক সূত্র বর্ণনা

অতঃপর গুহা-অষ্টক সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

**৭. সত্তো গুহাযং বহুনাভিছন্নো, তিট্ঠং নরো মোহনস্মিং পগাল্হো।
দূরে ৰিৰেকা হি তথাৰিধো সো, কামা হি লোকে ন হি সুপ্পহাযা॥**

অনুবাদ : সত্ত্ব গুহায় নানাবিষয়ে আচ্ছন্ন হয়, (নানা বিষয়ে) অভিভূত ব্যক্তি মোহে স্থিত হয়। তাই সে বিবেক হতে দূরে। জগতে কামভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করা সহজসাধ্য নয়।

সত্তো গুহাযং বহুনাভিছন্নোতি। 'সত্ত্ব' বলা হয়েছে, অধিকন্তু তাকে গুহা বলা উচিত। 'গুহা' কায়কে বলা হয়। কায়, গুহা, দেহ, মনুষ্যদেহ (সন্দেহো), নৌকা, রথ, ধ্বজ, বল্মীক, নগর, নীড়, কুঠির, গণ্ড (ব্রণ), কুম্ভ অথবা নাগ; এগুলো কায়েরই অধিবচন। "সত্তো গুহাযং" অর্থে গুহায় সংলগ্ন, অনুরক্ত, আসক্ত, যুক্ত, সংযুক্ত, আবদ্ধ। যেমন, ভিত্তিখীল বা নাগদন্তে গণ্ড সংলগ্ন, অনুরক্ত, আসক্ত, যুক্ত, সংযুক্ত ও আবদ্ধ থাকে; ঠিক তেমনিভাবে গুহায় সংলগ্ন, অনুরক্ত, আসক্ত, যুক্ত, সংযুক্ত, আবদ্ধ। তাই ভগবান বলেছেন :

"হে রাধ, রূপের প্রতি যে ছন্দ, যে রাগ, যে নন্দী (আমোদ), যে তৃষ্ণা এবং যেসব চিত্তের আসক্তি, উপাদান, অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ ও অনুশয়, তথায় আসক্ত হয়, অনুরক্ত হয়; তাই 'আসক্ত' (সত্তো) বলা হয়। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে... যে ছন্দ, যে রাগ, যে নন্দী (আমোদ), যে তৃষ্ণা এবং যেসব চিত্তের আসক্তি, উপাদান, অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ ও

অনুশয়, তথায় আসক্ত হয়, অনুরক্ত হয়; তাই 'আসক্ত' বলা হয়। 'আসক্ত' সংলগ্নতার অধিবচন"—গুহায় আসক্ত (সত্তো গুহাযং)। "বহুনাভিছিন্নো" অর্থে বহু ক্লেশে আচ্ছন্ন, রাগে আচ্ছন্ন, দ্বেষে আচ্ছন্ন, মোহে আচ্ছন্ন, ক্রোধে আচ্ছন্ন, উপনাহে (বিদ্বেষে) আচ্ছন্ন, ম্রক্ষে (কপটতায়) আচ্ছন্ন, পলাসে (নির্দয়তায়) আচ্ছন্ন, ঈর্ষায় আচ্ছন্ন, মাৎসর্যে আচ্ছন্ন, মায়ায় আচ্ছন্ন, শঠতায় আচ্ছন্ন, স্বার্থপরতায় আচ্ছন্ন, প্রচণ্ডতায় আচ্ছন্ন, মানে আচ্ছন্ন, অতিমানে আচ্ছন্ন, মত্ততায় আচ্ছন্ন, প্রমাদে আচ্ছন্ন। সর্বক্লেশ, সর্ব দুশ্চরিত, সর্ব দুশ্চিন্তা, সর্ব পরিদাহ, সর্ব সন্তাপ এবং সর্ব অকুশলাভিসংস্কারে আচ্ছন্ন, আবরিত, লুক্কায়িত, আবৃত, আচ্ছাদিত, রুদ্ধ, পিহিত, প্রতিচ্ছন্ন, আবদ্ধ—অনেক বিষয় দ্বারা গুহায় আচ্ছন্ন (সত্তো গুহাযং বহুনাভিছিন্নো)।

"অভিভূত ব্যক্তি মোহে স্থিত হয়" (তিট্ঠং নরো মোহনস্মিং পগাল্‌হা) বলতে স্থিতকালে রাগাসক্ত ব্যক্তি আসক্তিবশে স্থিত হয়, প্রদুষ্ট ব্যক্তি দ্বেষবশে স্থিত হয়, মোহিত ব্যক্তি মোহবশে স্থিত হয়, মদোন্মত্ত (বিনিবদ্ধ) ব্যক্তি মানবশে স্থিত হয়, পরামৃষ্ট বা স্বীয় ধারণায় বশীভূত ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টিবশে স্থিত হয়, বিক্ষেপগত ব্যক্তি ঔদ্ধত্যবশে স্থিত হয়, অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (মার্গফল লাভ করেনি এমন) ব্যক্তি বিচিকিৎসাবশে স্থিত হয়, থামগত ব্যক্তি অনুশয়বশে স্থিত হয়। নর এরূপে স্থিত হয়।

ভগবান এরূপ বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয় চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আছে। ভিক্ষু সেই রূপকে অভিনন্দন করে, অভিবাদন করে এবং তাতে আসক্ত হয়ে অবস্থান করে, স্থিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস... কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ... এবং ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয় মনোবিজ্ঞেয় ধর্ম আছে। ভিক্ষু সেই ধর্মকে অভিনন্দন করে, অভিবাদন করে এবং তাতে আসক্ত হয়ে অবস্থান করে, স্থিত হয়।" নর এরূপে স্থিত হয়।

ভগবান এরূপ বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, রূপাসক্তি বিজ্ঞানে স্থিত হয়ে অবস্থান করে, রূপালম্বন রূপের আশ্রয়ে তৃপ্তিজনক বস্তুতে উপসিক্ত হয়ে বৃদ্ধি, উন্নতি ও বৈপুল্যপ্রাপ্ত হয়। বেদনাসক্তি... সংজ্ঞাসক্তি... এবং সংস্কারাসক্তি বিজ্ঞানে স্থিত হয়ে অবস্থান করে, সংস্কারালম্বন সংস্কারের আশ্রয়ে তৃপ্তিজনক বস্তুতে উপসিক্ত হয়ে বৃদ্ধি, উন্নতি ও বৈপুল্যপ্রাপ্ত হয়।" নর এরূপে স্থিত হয়।

ভগবান এরূপ বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, কবলীকৃত আহারে রাগ

(আসক্তি), নন্দি (স্পৃহা) ও তৃষ্ণা আছে, তথায় প্রতিস্থিত বিজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যেখানে স্থিত বিজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, সেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয়, সেখানে সংস্কারসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যেখানে সংস্কারসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেখানে পুনর্জন্ম ঘটে। যেখানে পুনর্জন্ম ঘটে, তথায় জন্ম-জরা-মরণ বিদ্যমান। হে ভিক্ষুগণ, জন্ম-জরা-মরণকে আমি শোকময়, মালিন্য (সরজ) এবং উপায়াস বলি।" নর এরূপে স্থিত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহারে... মনোসঞ্চেতনা (চেতনা) আহারে... বিজ্ঞান আহারে রাগ (আসক্তি), নন্দি (স্পৃহা) ও তৃষ্ণা আছে, তথায় প্রতিস্থিত বিজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যেখানে স্থিত বিজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, সেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয়, সেখানে সংস্কারসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যেখানে সংস্কারসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেখানে পুনর্জন্ম ঘটে। যেখানে পুনর্জন্ম ঘটে, তথায় জন্ম-জরা-মরণ বিদ্যমান। হে ভিক্ষুগণ, জন্ম-জরা-মরণকে আমি শোকময়, মালিন্য (সরজ) এবং উপায়াস বলি।" নর এরূপে স্থিত হয়।

মোহনস্মিং পগাল্হোতি। মোহ বলতে পঞ্চকামগুণ। ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয় চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস... এবং ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয় কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ। কী কারণে মোহকে পঞ্চকামগুণ বলা হয়? সাধারণত দেবমনুষ্যগণ পঞ্চকামগুণে মোহিত, সম্মোহিত, বিহ্বল হয়, অবিদ্যা দ্বারা মোহিত, সম্মোহিত, বিহ্বল হয়ে অন্ধ, আচ্ছন্ন, আবদ্ধ, আবৃত, রুদ্ধ (পিহিত), প্রতিচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত হয়, সেই কারণে মোহকে পঞ্চকামগুণ বলা হয়। "মোহনস্মিং পগাল্হো" অর্থে মোহে নিমজ্জিত, অভিভূত, প্রবিষ্ট, নিমগ্ন হয়। তাই তো বলা হয়েছে, অভিভূত ব্যক্তি মোহে স্থিত হয় (তিট্ঠং নরো মোহনস্মিং পগাল্হো)।

দূরে ৱিৱেকা হি তথাৱিধো সোতি। "বিবেক" বলতে তিন প্রকার বিবেক—কায়বিবেক, চিত্তবিবেক, উপধিবিবেক। কায়বিবেক কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু একাকী অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, গভীর অরণ্যে, খোলা আকাশে, তৃণস্তূপে শয্যাসন রচনা করে; কায় দ্বারা (জনসাধারণ হতে) পৃথক হয়, সে একাকী গমন করে, একাকী দাঁড়ায়, একাকী উপবেশন করে, একাকী শয্যা রচনা করে, একাকী গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করে, একাকী গ্রাম হতে বের হয়, একাকী নির্জনে উপবেশন করে, একাকী চঙ্ক্রমণেরত থাকে, একাকী বিচরণ করে, অবস্থান করে, ঘুরে বেড়ায়, কার্য সম্পাদন করে, ব্রহ্মচর্য পালন করে, গমন করে, জীবনযাপন করে।

ইহাই কায়বিবেক।

চিত্তবিবেক কিরূপ? প্রথম ধ্যান সমাপন্নের পঞ্চনীবরণ হতে চিত্ত পৃথক হয়। দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার হতে চিত্ত পৃথক হয়। তৃতীয় ধ্যান সম্পন্নের প্রীতি হতে চিত্ত পৃথক হয়। চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের সুখ-দুঃখ হতে চিত্ত পৃথক হয়। আকাশানন্তায়তন সমাপন্নের রূপসংজ্ঞা-প্রতিঘসংজ্ঞা হতে চিত্ত পৃথক হয়। বিজ্ঞাননন্তায়তন সমাপন্নের চিত্ত আকাশনন্তায়তন সংজ্ঞা হতে পৃথক হয়। আকিঞ্চায়তন সমাপন্নের চিত্ত বিজ্ঞানন্তায়তন সংজ্ঞা হতে পৃথক হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপন্নের চিত্ত আকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞা হতে পৃথক হয়। স্রোতাপন্নের চিত্ত সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, দৃষ্টি অনুশয়, বিচিকিৎসা অনুশয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্লেশ হতে পৃথক হয়। সকৃদাগামীর চিত্ত স্থূল কামরাগসংযোজন, প্রতিঘসংযোজন, স্থূল কামরাগ-অনুশয়, প্রতিঘ-অনুশয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্লেশ হতে পৃথক হয়। অনাগামীর চিত্ত অনুসহগত কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘসংযোজন অনুসহগত কামরাগ-অনুশয়, প্রতিঘ-অনুশয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্লেশ হতে পৃথক হয়। অরহতের চিত্ত রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মান-অনুশয়, ভবরাগ-অনুশয়, অভিদ্যা-অনুশয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্লেশ ও বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে পৃথক হয়। ইহাই চিত্তবিবেক।

উপধিবিবেক কিরূপ? উপধি বলা হয় ক্লেশ, স্কন্ধ এবং অভিসংস্কারকে। অমৃত নির্বাণকে উপধিবিবেক বলা হয়। যে সর্বসংস্কারের উপশম, সর্ব-উপধি ত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ—এটাই উপধিবিবেক। বিবেকবাসীর এবং নৈষ্ক্রম্যে অভিরত জনের কায়বিবেক; পরিশুদ্ধ চিত্তসম্পন্নের এবং পরম শুদ্ধতাপ্রাপ্ত জনের চিত্তবিবেক; উপধিহীন এবং সংস্কারগত পুদ্গালের উপধিবিবেক।

দূরেৰিৰেকা হীতি। যে এভাবে গুহায় শায়িত, এভাবে বহু ক্লেশ দ্বারা আচ্ছন্ন, এভাবে মোহে নিমজ্জিত, সে কায় বিবেক হতে দূরে, চিত্তবিবেক হতে দূরে, উপধি বিবেক হতে দূরে, অতিদূরে, বহুদূরে; বিবেকের নিকটে নয়, সমীপে নয়, সন্নিকটে নয়। “তথাবিধো” বলতে তাদৃশ, সেই অনুযায়ী, তৎপ্রকারে, তৎসদৃশ, যে সেই মোহে অভিভূত—সে তাদৃশ বিবেক হতে দূরে (দূরে ৰিৰেকা হি তথাৰিধো সো)।

কামা হি লোকে ন হি সুপ্পহায়াতি। “কাম” (কামা) বলতে বিভাগ অনুযায়ী (উদ্দানতো) কাম দুই প্রকার—বস্তুকাম ও ক্লেশকাম। বস্তুকাম কিরূপ? মনোজ্ঞ রূপ, মনোজ্ঞ শব্দ, মনোজ্ঞ গন্ধ, মনোজ্ঞ রস, মনোজ্ঞ স্পর্শ; আস্তরণ

(কার্পেটাদি), আবরণ (পরিচ্ছদ), দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, ষাঁড়, অশ্ব, ঘোটকী, ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম, রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার, ভাণ্ডারাগার এবং যেসব মনোরম বা কামোদ্দীপক বস্তু—এটাই বস্তুকাম (বৈষয়িক ইচ্ছা)।

অধিকন্তু, অতীত কাম, অনাগত কাম, বর্তমান কাম, অধ্যাত্ম কাম, বাহ্যিক কাম, অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কাম; হীন (স্বল্প) কাম, মাঝারি কাম, প্রণীত (উত্তম) কাম; নারকীয় কাম, মানবীয় কাম, দিব্য কাম, প্রত্যুৎপন্ন কাম; নির্মিত কাম, অনির্মিত কাম, পরনির্মিত কাম, পরিগৃহীত কাম, অপরিগৃহীত কাম, মমায়িত কাম, অমমায়িত কাম; সকল কামাবচর ধর্ম, সকল রূপাবচর ধর্ম, সকল অরূপাবচর ধর্ম, কামনীয়, রজনীয় (আনন্দ বর্ধনকারী), মত্ততাজনক, তৃষ্ণাবস্তুক (তৃষ্ণামূলক) ও তৃষ্ণালম্বন কাম—এগুলোকে বস্তুকাম বলা হয়।

ক্লেশকাম কিরূপ? ছন্দ (ইচ্ছা) কাম, রাগ (আসক্তি) কাম, ছন্দরাগ কাম; সংকল্প কাম (কামেচ্ছা), রাগ কাম, সংকল্পরাগ কাম (রাগেচ্ছা কাম); যা কামসমূহে কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কাম-পরিলাহ, কাম-বিহ্বলতা, কামাসক্তি, কামোঘো, কামযোগ, কামোপাদান এবং কামচ্ছন্দ-নীবরণ।

"অদ্দসং কাম তে মূলং, সঙ্কপ্পা কাম জাযসি।
ন তং সঙ্কপ্পযিস্সামি, এৰং কাম ন হোহিসী"তি॥

অনুবাদ : (আমি) কামের মূল দেখেছি। সংকল্প হতেই কাম উৎপন্ন হয়। আমি তা সংকল্প বা ইচ্ছা করব না, এরূপে কাম উৎপন্ন হবে না।

এগুলোকে ক্লেশকাম বলা হয়। "লোকে" বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। **কামা হি লোকে নহি সুপ্পহাযা**তি। এ জগতে কাম পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য, দুর্ত্যাজ্য, দুর্পরিবর্জ্য, দুর্নিবারণীয়, দুর্সংযমীয়, দুর্জেয়, দুরতিক্রম্য, দুর্লঙ্ঘনীয়, দুর্সমতিক্রম্য, দুর্দমনীয়। এ অর্থে জগতে কামসমূহ পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য (কামা হি লোকে ন হি সুপ্পহাযা)।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

"সত্তো গুহাযং বহুনাভিছন্নো, তিট্ঠং নরো মোহনস্মিং পগাল্হো।
দূরে ৰিৰেকা হি তথাৰিধো সো, কামা হি লোকে ন হি সুপ্পহাযা"তি॥

৮. ইচ্ছানিদানা ভৰসাতবদ্ধা, তে দুপ্পমুঞ্চা ন হি অঞ্ঞমোক্খা।
পচ্ছা পুরে ৰাপি অপেক্খমানা, ইমে ৰ কামে পুরিমে ৰ জপ্পং॥

অনুবাদ : ইচ্ছার কারণে সত্ত্বগণ ভবসুখে আবদ্ধ, সেই ভবসুখ ত্যাগ করা কঠিন এবং অন্যদেরও মুক্তির বিধান করা অসম্ভব। ভোগাকাঙ্ক্ষীরা কি অতীতে, কি বর্তমানে, কি ভবিষ্যতে সর্বদা এই কামে ইচ্ছা পোষণ করে।

ইচ্ছানিদানা ভৰসাতবদ্ধাতি। "ইচ্ছা" বলতে তৃষ্ণা—যা রাগ, সরাগ, অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী, নন্দিরাগ; চিত্তের সরাগ, ইচ্ছা, মূর্ছা, আসক্তি, অনুরাগ, লোভ (পলিগেধো), বিষয়ানুরাগ (সঙ্গো), মালিন্য (পঙ্কো); তীব্র আকাঙ্ক্ষা (এজা), মায়া, জননী, সঞ্জননী, লিপ্সা (সিব্বিনী), বাসনা, তৃষ্ণা (সরিতা), স্পৃহা; যোগ, যোগসূত্র, প্রবৃত্তি (আযূহিনী), সহচর (দুতিযা), প্রণিধি, ভবনেত্রী (পুনর্জন্ম প্রদানকারী নেতা); ইচ্ছা, বলবতী ইচ্ছা, সম্বন্ধ (সন্ধৰো), স্নেহ, অভিলাষ (অপেকখা), প্রতিবন্ধু; আশা, প্রত্যাশা, প্রবলতৃষ্ণা; রূপ-আশা, শব্দ-আশা, গন্ধ-আশা, রস-আশা, স্পর্শ-আশা; লাভ-বাসনা, ধন-বাসনা, পুত্র-বাসনা, জীবন-বাসনা; কামনা, বলবতী স্পৃহা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, লোলুপ, লোলুপতা, প্রলুব্ধতা, প্রলোভনতা, আকুলতা; পাপধর্মরাগ, বিষমলোভ, তীব্র আসক্তি, প্রবলেচ্ছা, প্রার্থনা, অনুনয়, সানুনয়; কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা; রূপতৃষ্ণা (রূপব্রহ্মলোকের প্রতি আসক্তি), অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা; রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা; ওঘ, যোগ, গন্থি, উপাদান, আবরণ, নীবরণ, আচ্ছাদন, বন্ধন, উপক্লেশ, অনুশয়, পর্যুত্থান (বা প্রবণতা), লতা, প্রবলবাসনা; দুঃখমূল, দুঃখনিদান, দুঃখপ্রভব (দুঃখোৎপত্তি); মার-ফাঁদ, মার-বড়শি, মার-জগৎ; এবং তৃষ্ণা-নদী, তৃষ্ণা-জাল, তৃষ্ণা-রজ্জু, তৃষ্ণা-সমুদ্র, অভিধ্যা, লোভ ও অকুশলমূল। "ইচ্ছানিদান" (ইচ্ছানিদানা) বলতে ইচ্ছানিদানক (ইচ্ছা উৎপাদনের কারণ), ইচ্ছার হেতুক (কারণ), ইচ্ছার প্রত্যয়, ইচ্ছার কারণ, ইচ্ছার প্রভব (উৎপত্তি)। এ অর্থে ইচ্ছার নিদান (ইচ্ছানিদানা)।

ভৰসাতবদ্ধাতি। ভবসুখ এক প্রকার সুখ বেদনা। আবার, ভবসুখ দুই প্রকার—সুখ ও ইষ্ট বিষয়ে বেদনা। পুনঃ, ভবসুখ তিন প্রকার—যৌবন, আরোগ্য ও জীবন। ভবসুখ চার প্রকার—লাভ, যশ, প্রশংসা, সুখ। ভবসুখ পাঁচ প্রকার—মনোজ্ঞ রূপ, মনোজ্ঞ শব্দ, মনোজ্ঞ গন্ধ, মনোজ্ঞ রস, মনোজ্ঞ স্পর্শ। ভবসুখ ছয় প্রকার—চক্ষুসম্পদ, শ্রোত্রসম্পদ, ঘ্রাণসম্পদ, জিহ্বাসম্পদ, কায়সম্পদ, মনোসম্পদ। ভবসুখে আবদ্ধ, সুখ বেদনায় সুখে আবদ্ধ, ইষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ, যৌবনে আবদ্ধ, আরোগ্যে আবদ্ধ, জীবনে আবদ্ধ, লাভে আবদ্ধ, যশে আবদ্ধ, প্রশংসায় আবদ্ধ, সুখে আবদ্ধ; মনোজ্ঞরূপে

আবদ্ধ, শব্দে... গন্ধে... রসে... মনোজ্ঞ স্পর্শে আবদ্ধ, চক্ষুসম্পদে আবদ্ধ, শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়-মনসম্পদে আবদ্ধ, অবরুদ্ধ, বদ্ধ, সংলগ্ন, সংলগ্ন, সংযুক্ত—ইচ্ছার বা অনুরাগের কারণে ভবসুখে আবদ্ধ (ইচ্ছানিদানা ভৰসাতবদ্ধা)।

"তে দুপ্পমুঞ্চা ন হি অঞ্ঞমোকখা" বলতে সেই ভবসুখ বিষয় ত্যাগ করা সুকঠিন হয়, অথবা সত্ত্বগণের এই সংসার ত্যাগ করার সুকঠিন। ভবসুখ ত্যাগ করা সুকঠিন কিরূপ? সুখ বেদনা ত্যাগ করা সুকঠিন, ইষ্ট বিষয় ত্যাগ করা সুকঠিন, যৌবন ত্যাগ করা সুকঠিন, আরোগ্য ত্যাগ করা সুকঠিন, জীবন ত্যাগ করা সুকঠিন, লাভ-সৎকার ত্যাগ করা সুকঠিন, যশ ত্যাগ করা সুকঠিন, প্রশংসা ত্যাগ করা সুকঠিন, সুখ ত্যাগ করা সুকঠিন, মনোজ্ঞ রূপ ত্যাগ করা সুকঠিন, মনোজ্ঞ শব্দ... গন্ধ... রস... মনোজ্ঞ স্পর্শ ত্যাগ করা সুকঠিন; চক্ষুসম্পদ ত্যাগ করা সুকঠিন, শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়-মনসম্পদ ত্যাগ করা সুকঠিন, দুরূহ, দুঃসাধ্য, দুর্সংযমীত, দুর্জয়, দুরতিক্রম্য, দুর্লঙ্ঘনীয়, দুর্সমতিক্রম্য, দুর্দমনীয়। এরূপেই ভবসুখ বিষয় ত্যাগ করা সুকঠিন হয়।

সত্ত্বগণের এ সংসার ত্যাগ করা সুকঠিন কিরূপ? সত্ত্বগণের সুখবেদনা ত্যাগ করা সুকঠিন, ইষ্ট বিষয় ত্যাগ করা সুকঠিন, যৌবন ত্যাগ করা সুকঠিন, আরোগ্য ত্যাগ করা সুকঠিন, জীবন ত্যাগ করা সুকঠিন, লাভ-সৎকার ত্যাগ করা সুকঠিন, যশ ত্যাগ করা সুকঠিন, প্রশংসা ত্যাগ করা সুকঠিন, সুখ ত্যাগ করা সুকঠিন, মনোজ্ঞ রূপ ত্যাগ করা সুকঠিন, মনোজ্ঞ শব্দ... গন্ধ... রস... মনোজ্ঞ স্পর্শ ত্যাগ করা সুকঠিন, চক্ষুসম্পদ ত্যাগ করা সুকঠিন, শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায়-মনসম্পদ ত্যাগ করা সুকঠিন, দুরূহ, দুঃসাধ্য, দুর্সংযমিত, দুর্জয়, দুরতিক্রম্য, দুর্লঙ্ঘনীয়, দুর্সমতিক্রম্য, দুর্দমনীয়। এরূপেই সত্ত্বগণের এ সংসার ত্যাগ করা সুকঠিন হয়। এ অর্থে সেই ভবসুখ ত্যাগ করা কঠিন (তে দুপ্পমুঞ্চা)।

"অপরের মুক্তির বিধান করতে পারে না" (ন হি অঞ্ঞমোকখা) বলতে তারা নিজেরাই পাপপঙ্কে নিমজ্জিত বিধায় পাপপঙ্কে নিমজ্জিত অপর ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় না। তাই ভগবান বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে হে চুন্দ, সে নিজে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত অপর ব্যক্তিকে উদ্ধার করবে, তা অসম্ভব। চুন্দ, সে নিজে অশান্ত (অসংযত), অবিনীত ও নির্বাণ সাক্ষাৎ না করে (অপরিনিব্বুতো) অপরকে দমন করবে, বিনীত করবে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করাবে, তা অসম্ভব।" এরূপেই অপরের

মুক্তির বিধান করতে পারে না।

অথবা অন্য কোনোজন মুক্ত হতে পারে না। যদি তারা মুক্ত হতেও চায়, তাহলে নিজের সামর্থ্যে, নিজের বলে, নিজের বীর্যে, নিজের পরাক্রমে, নিজের পুরুষ-সামর্থ্যে, নিজের পুরুষবলে, নিজের পুরুষবীর্যে, নিজের পুরুষপরাক্রমে এবং নিজের দ্বারা সম্যক প্রতিপদ, অনুলোম প্রতিপদ, অনুকূল প্রতিপদ, জ্ঞাত প্রতিপদ ও ধর্মানুধর্ম প্রতিপদ অনুসরণ বা আচরণ করে মুক্ত হতে পারে। এরূপেই অপরের মুক্তির বিধান করতে পারে না।

তাই ভগবান বলেছেন :

''নাহং সহিস্সামি পমোচনায, কথংকথিং ধোতক কিঞ্চি লোকে।
ধম্মঞ্চ সেট্ঠং অভিজানমানো, এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসী''তি॥

অনুবাদ : 'আমি মুক্ত হতে সক্ষম নই' জগতে এমন কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহমূলক আলাপও আছে। তুমি শ্রেষ্ঠধর্ম অবগত হয়ে এরূপে ওঘ পার হতে পারবে।

এরূপে অপরের মুক্তির বিধান করতে পারে না।

ভগবান আরও বলেছেন :

''অত্তনাৰ কতং পাপং, অত্তনা সংকিলিস্সতি।
অত্তনা অকতং পাপং, অত্তনাৰ ৰিসুজ্ঝতি।

অনুবাদ : "আত্মকৃত পাপ নিজেকেই অপবিত্র বা দূষিত করে, নিজের দ্বারা অকৃত পাপ নিজেকেই বিশুদ্ধ করে, ব্যক্তিগত শুদ্ধি একে-অন্যকে বিশোধন করতে পারে না।"

এরূপে অপরের মুক্তির বিধান করতে পারে না।

ভগবান বলেছেন, "হে ব্রাহ্মণ, এরূপেই নির্বাণ ও নির্বাণগামীমার্গ স্থিত হয় এবং আমি নিজেই প্রণোদিত হয়ে স্থিত হই। আমার শ্রাবকগণ আমা কর্তৃক এভাবে উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হলে অল্প সংখ্যকই সম্পূর্ণরূপে চিত্তের একাগ্রতা রক্ষা করে নির্বাণকে আকর্ষণ বা লাভ করতে পারে, কোনো কোনো শ্রাবক লাভ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ, এখানে আমি কী করছি? তথাগত প্রকৃত বা সঠিক পথের প্রদর্শনকারী। বুদ্ধ মার্গকে দেখিয়ে দেন। নিজে নিজেই (সেই মার্গ) অনুশীলন বা অনুসরণ করে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়।" এরূপেই অপরের মুক্তির বিধান করতে পারে না। এ অর্থে বলা হয়, সেই ভবসুখ ত্যাগ করা কঠিন এবং অন্যদের মুক্তির বিধান করা অসম্ভব (তে দুপ্পমুঞ্চা ন হি অঞ্ঞমোকখা)।

পচ্ছা পুরে ৰাপি অপেকখমানাতি। "পরে" (পচ্ছা) বলতে অনাগত এবং

"পূর্বে" (পুরে) বলতে অতীতকে বুঝায়। অতীত প্রত্যয়ে বা অতীতকে নিয়ে (উপাদায) অনাগত, বর্তমান ও অতীত (পচ্ছা); অনাগত প্রত্যয়ে (উপাদায) অতীত, বর্তমান ও পূর্বে। কিরূপে পূর্বে (পূর্ব বিষয়ে) অপেক্ষা করে? "আমার রূপ সুদূর অতীতে এরূপ ছিল" বলে তথায় আনন্দে (বা তীব্র আকাঙ্ক্ষায়) প্রলোভিত হয়। "বেদনা এরূপ ছিল... সংজ্ঞা এরূপ ছিল... সংস্কার এরূপ ছিল... এবং "সুদূর অতীতে আমার বিজ্ঞান এরূপ ছিল" বলে তথায় আনন্দে প্রলোভিত হয়। এরূপে পূর্বে (পূর্ব বিষয়ে) অপেক্ষা করে।

অথবা "সূদূর অতীতে আমার চক্ষু এরূপ ছিল, রূপ এরূপ ছিল"—তথায় বিজ্ঞান ছন্দরাগে (ইচ্ছা আসক্তিতে) প্রতিবদ্ধ বা আসক্ত হয়। ছন্দরাগে প্রতিবদ্ধ হয়ে বিজ্ঞান তদভিনন্দিত হয়। এরূপে অভিনন্দিত হয়ে পূর্বে (পূর্ব বিষয়ে) অপেক্ষা করে থাকে। "সুদূর অতীতে আমার শ্রোত্র এরূপ ছিল, শব্দ এরূপ ছিল"... "সুদূর অতীতে আমার ঘ্রাণ এরূপ ছিল, গন্ধ এরূপ ছিল"... "সুদূর অতীতে আমার জিহ্বা এরূপ ছিল, রস এরূপ ছিল"... "সুদূর অতীতে আমার কায় এরূপ ছিল, স্পর্শ এরূপ ছিল"... "সুদূর অতীতে আমার মন এরূপ ছিল, ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) এরূপ ছিল"—তথায় বিজ্ঞান ছন্দরাগে (ইচ্ছা আসক্তিতে) প্রতিবদ্ধ বা আসক্ত হয়। ছন্দরাগে প্রতিবদ্ধ হয়ে বিজ্ঞান তদভিনন্দিত হয়। এরূপে অভিনন্দিত হয়ে পূর্বে (পূর্ব বিষয়ে) অপেক্ষা করে থাকে।

অথবা পূর্বে মেয়েদের সাথে সে যেসব হাস্যালাপ-ক্রীড়াদি আস্বাদন বা পরিভোগ করে, ইচ্ছা করে; তার দ্বারা সে আনন্দ (ৰিত্তিং) লাভ করে। এরূপে পূর্বে (পূর্ব বিষয়ে) অপেক্ষা করে থাকে।

কিরূপে পরে (ভবিষ্যৎ বিষয়ে) অপেক্ষা করে? "সুদূর ভবিষ্যতে আমার রূপ এরূপ হবে" বলে আনন্দে (বা তীব্র আকাঙ্ক্ষায়) প্রলোভিত হয়। "বেদনা এরূপ হবে... সংজ্ঞা এরূপ হবে... সংস্কার এরূপ হবে... এবং সুদূর ভবিষ্যতে আমার বিজ্ঞান এরূপ হবে" বলে আনন্দে প্রলোভিত হয়। এরূপেই পরে অপেক্ষা করে।

অথবা "সুদূর ভবিষ্যতে আমার চক্ষু এরূপ হবে, রূপ এরূপ হবে" এরূপে অপ্রতিলব্ধ বিষয় প্রতিলাভের জন্য চিত্ত তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। চিত্তপ্রণিধান (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) প্রত্যয়ে অভিনন্দিত হয়। এরূপে অভিনন্দিত হয়ে পরে (অনাগত বিষয়ে) অপেক্ষা করে থাকে। "সুদূর ভবিষ্যতে আমার শ্রোত্র এরূপ হবে, শব্দ এরূপ হবে"... "সুদূর ভবিষ্যতে আমার ঘ্রাণ এরূপ হবে, গন্ধ এরূপ হবে"... "সুদূর ভবিষ্যতে আমার জিহ্বা এরূপ হবে, রস এরূপ

হবে”... “সুদূর ভবিষ্যতে আমার কায় এরূপ হবে, স্পর্শ এরূপ হবে”... এবং “সুদূর ভবিষ্যতে আমার মন এরূপ হবে, ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) এরূপ হবে” এরূপে অপ্রতিলব্ধ বিষয় প্রতিলাভের জন্য চিত্ত তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। চিত্তপ্রণিধান (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) প্রত্যয়ে অভিনন্দিত হয়। এরূপে অভিনন্দিত হয়ে পরে (অনাগত বিষয়ে) অপেক্ষা করে থাকে।

অথবা “আমি এই শীল, ব্রত, তপস্যা বা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবতা বা অন্যতর দেবতা হবো” এরূপে অপ্রতিলব্ধ বিষয় প্রতিলাভের জন্য চিত্ত তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। চিত্তপ্রণিধান (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) প্রত্যয়ে অভিনন্দিত হয়। এরূপে অভিনন্দিত হয়ে পরে (অনাগত বিষয়ে) অপেক্ষা করে থাকে। এ অর্থে পূর্বে (অতীত বিষয়ে) বা পরে (ভবিষ্যৎ বিষয়ে) অপেক্ষমান হয় (পচ্ছা পুরে ৰাপি অপেকখমানা)।

ইমে ৰ কামে পুরিমে ৰ জপ্পন্তি। “এই কামে” (ইমে ৰ কামে) বলতে বর্তমান পঞ্চকামগুণ ইচ্ছা করা, উপভোগ করা, প্রার্থনা করা, আশা করা এবং আকাঙ্ক্ষা করা। “পূর্বে ইচ্ছা করা” (পুরিমে ৰ জপ্পং) বলতে অতীতের পঞ্চকামগুণ আশা করা, প্রার্থনা করা ও স্পৃহা করা—(ইমে ৰ কামে পুরিমে ৰ জপ্পং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

“ইচ্ছানিদানা ভৰসাতবদ্ধা, তে দুপ্পমুঞ্চা ন হি অঞঞমোকখা।
পচ্ছা পুরে ৰাপি অপেকখমানা, ইমে ৰ কামে পুরিমে ৰ জপ্প”ন্তি।

৯. কামেসুগিদ্ধা পসুতা পমূল্হা, অৰদানিযা তে ৰিসমে নিৰিট্ঠা।
দুকখূপনীতা পরিদেৰযন্তি, কিংসূ ভৰিস্সাম ইতো চুতাসে॥

অনুবাদ : যারা কামসমূহে গৃদ্ধ (আসক্ত), কামান্বেষী, (কামে) বিহ্বল; তারা কৃপণতারূপ অধর্মে (বিষমে) রত হয়। দুঃখপ্রাপ্ত হলে তারা এরূপে বিলাপ করে যে, “এখান হতে চ্যুত হলে আমরা কোথায় জন্ম নেব?”

কামেসু গিদ্ধা পসুতা পমূল্হাতি। “কাম” (কামা) বলতে বিভাগ অনুযায়ী দুই প্রকার কাম—বস্তুকাম ও ক্লেশকাম... ইহাকে বস্তুকাম বলা হয়;...ইহাকে ক্লেশকাম বলা হয়। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। ক্লেশকাম দ্বারা বস্তুকামসমূহে অনুরক্ত, আসক্ত, গ্রথিত, বিমোহিত, লালায়িত, সংযুক্ত, সংলগ্ন এবং আবদ্ধ হয়। এ অর্থে কামসমূহে গৃদ্ধ বা আসক্ত (কামেসু গিদ্ধা)।

“পসুতা” বলতে যারা তৎস্বভাব, তৎবহুল, তৎপ্রবণ, তন্নিম্ন, ক্রমনিম্ন,

তৎপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় কামসমূহ অন্বেষণ করে, খোঁজ করে এবং অনুসন্ধান করে, তারাই কামান্বেষী। যারা তৃষ্ণাবশে রূপসমূহ অন্বেষণ করে, খোঁজ করে, অনুসন্ধান করে... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... তৎস্বভাব, তৎবহুল, তৎপ্রবণ, তন্নিম্ন, ক্রমনিম্ন, তৎপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় কামসমূহ অনুসন্ধান করে, তারাই কামান্বেষী। যারা তৃষ্ণাবশে রূপসমূহ প্রতিলাভ করে... শব্দ... গন্ধ... রস... তৎস্বভাব, তৎবহুল, তৎপ্রবণ, তন্নিম্ন, ক্রমনিম্ন, তৎপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় স্পর্শ প্রতিলাভ করে, তারাই কামান্বেষী। যারা তৃষ্ণাবশে রূপসমূহ অনুভব করে... শব্দ... গন্ধ... রস... তৎস্বভাব, তৎবহুল, তৎপ্রবণ, তন্নিম্ন, ক্রমনিম্ন, তৎপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় স্পর্শ অনুভব করে, তারাই কামান্বেষী। যেমন : কলহকারী কলহ অন্বেষী হয়, কর্মকারী কার্যান্বেষী হয়, গোচরে বিচরণকারী গোচর অন্বেষী হয় এবং ধানী ধ্যানান্বেষী হয়; ঠিক এভাবেই যারা তৎস্বভাব, তৎবহুল, তৎপ্রবণ, তন্নিম্ন, ক্রমনিম্ন, তৎপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় কামসমূহ অন্বেষণ করে, খোঁজ করে এবং অনুসন্ধান করে, তারাই কামান্বেষী। যারা তৃষ্ণাবশে রূপসমূহ অন্বেষণ করে, খোঁজ করে, অনুসন্ধান করে... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... তৎস্বভাব, তৎবহুল, তৎপ্রবণ, তন্নিম্ন, ক্রমনিম্ন, তৎপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় কামসমূহ অনুসন্ধান করে, তারাই কামান্বেষী। যারা তৃষ্ণাবশে রূপসমূহ প্রতিলাভ করে... শব্দ... গন্ধ... রস... তৎস্বভাব, তৎবহুল, তৎপ্রবণ, তন্নিম্ন, ক্রমনিম্ন, তৎপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় স্পর্শ প্রতিলাভ করে, তারাই কামান্বেষী। যারা তৃষ্ণাবশে রূপসমূহ অনুভব করে... শব্দ... গন্ধ... রস... তৎস্বভাব, তৎবহুল, তৎপ্রবণ, তন্নিম্ন, ক্রমনিম্ন, তৎপ্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় স্পর্শ অনুভব করে, তারাই কামান্বেষী।

"পমূল্হা" বলতে সাধারণত দেবমনুষ্যগণ পঞ্চকামগুণে মোহিত হয়, সম্মোহিত হয়, বিহ্বল হয়; অবিদ্যার দ্বারা মোহিত, সম্মোহিত ও বিহ্বল হয়ে অন্ধ, আচ্ছন্ন, আবদ্ধ, আবৃত, পিহিত (রুদ্ধ), প্রতিচ্ছন্ন এবং আচ্ছাদিত হয়। এ অর্থে কামসমূহে আসক্ত, কামান্বেষী, বিহ্বল (কামেসু গিদ্ধা পসুতা পমূল্হা)।

অৰদানিযা তে ৰিসমে নিৰিট্ঠাতি। নিম্ন দিকে গমন করে এই অর্থে কৃপণ; মাৎসর্য অনুশীলনকারীদের কৃপণ বলা হয়; কৃপণ ব্যক্তিরা বুদ্ধগণের, শ্রাবকগণের আদেশ, নির্দেশ, দেশনা ও উপদেশ গ্রহণ করে না। কৃপণ ব্যক্তিরা কোথায় গমন করে? নিরয়ে গমন করে, তির্যগ্‌কুলে গমন করে এবং

প্রেতলোকে গমন করে; এভাবে গমন করে—কৃপণ ব্যক্তিরা। কীরূপ মাৎসর্য অনুশীলনকারীদের কৃপণ বলা হয়? পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—১) আবাস-মাৎসর্য, ২) কুল-মাৎসর্য, ৩) লাভ-মাৎসর্য, ৪) বর্ণ-মাৎসর্য ও ৫) ধর্ম-মাৎসর্য। যা এরূপ মাৎসর্য, মাৎসর্যতা, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, কদর্যতা (কৃপণতা), কৃপণস্বভাব (কটুকঞ্চুকতা) ও মনের সংকীর্ণতাভাব—একে মাৎসর্য বলা হয়। অধিকন্তু, স্কন্ধ-মাৎসর্যই মাৎসর্য, ধাতু-মাৎসর্যই মাৎসর্য এবং আয়তন-মাৎসর্যই মাৎসর্য বলে বিবেচিত, ইহাকে মাৎসর্য বলা হয়। এই মাৎসর্যে এবং কৃপণতায় সমন্নাগত ব্যক্তিরা প্রমত্ত হয়। এরূপ মাৎসর্য অনুশীলনকারীদের কৃপণ বলা হয়। কিরূপে কৃপণ ব্যক্তিরা বুদ্ধগণের, শ্রাবকগণের আদেশ, নির্দেশ, দেশনা ও উপদেশ গ্রহণ করে না? তারা বুদ্ধগণের, শ্রাবকগণের আদেশ, নির্দেশ, দেশনা ও উপদেশ গ্রহণ করে না, শ্রবণ করে না, শ্রবণে অমনোযোগী হয়, অন্য চিত্ত উৎপন্ন করে, অবিশ্বাসী হয়, অকার্যকারী হয়, অন্যমনস্ক হয় এবং অন্যমুখী হয়। এরূপেই কৃপণ ব্যক্তিরা বুদ্ধগণের, শ্রাবকগণের আদেশ, নির্দেশ, দেশনা ও উপদেশ গ্রহণ করে না।

"তে ৰিসমে নিৰিট্ঠা" বলতে বিষম কায়কর্মে নিবিষ্ট, বিষম বাক্‌কর্মে নিবিষ্ট, বিষম মনোকর্মে নিবিষ্ট, বিষম প্রাণিহত্যায়, বিষম চুরিকর্মে নিবিষ্ট, বিষম মিথ্যা কামাচারে নিবিষ্ট, বিষম মিথ্যাবাক্যে নিবিষ্ট, বিষম পিশুনবাক্যে নিবিষ্ট, বিষম কর্কশবাক্যে... বিষম সম্প্রলাপবাক্যে... বিষম অভিধ্যায় নিবিষ্ট; বিষম ব্যাপাদে... বিষম মিথ্যাদৃষ্টিতে নিবিষ্ট, বিষম সংস্কারে নিবিষ্ট, বিষম পঞ্চকামগুণে নিবিষ্ট, বিষম পঞ্চনীবরণে নিবিষ্ট, বিশেষভাবে নিবিষ্ট, প্রতিস্থিত, জড়িত, উপগত, অভিনিবিষ্ট, অধিমুক্ত, সংযুক্ত, আসক্ত এবং আবদ্ধ হয়—হীন ব্যক্তি সেই বিষমে নিবিষ্ট (অৰদানিযা তে ৰিসমে নিৰিট্ঠা)।

দুক্খূপনীতা পরিদেৰযন্তীতি। "দুঃখে উপনীত" (দুক্খূপনীতা) বলতে দুঃখপ্রাপ্ত হওয়া, দুঃখসম্প্রাপ্ত হওয়া, দুঃখে উপগত হওয়া, মারপ্রাপ্ত (মার দ্বারা বশীভূত) হওয়া, মারসম্প্রাপ্ত হওয়া, মারে উপগত হওয়া, মরণপ্রাপ্ত হওয়া, মরণসম্প্রাপ্ত হওয়া এবং মরণে উপগত হওয়া। "পরিদেবন করে" (পরিদেৰযন্তি) বলতে শোক করা, বিলাপ করা, অনুশোচনা করা, দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া, পরিদেবন করা, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করা এবং সমম্মোহিত হওয়া। এ অর্থে দুঃখে উপগত হয়ে পরিদেবন করে (বলা হয়) (দুক্খূপনীতা পরিদেৰযন্তি)।

"এখান হতে চ্যুত হলে আমরা কী হবো?" (কিংসূ ভৰিস্সাম ইতো

চুতাসে) বলতে এখান হতে চ্যুত হলে আমরা কী হবো? নৈরয়িক হবো, তির্যক হবো, প্রেত হবো, মনুষ্য হবো, দেবতা হবো, রূপী হবো, অরূপী হবো, সংজ্ঞী হবো, অসংজ্ঞী হবো, নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হবো; "সুদূর ভবিষ্যতে আমরা কী হবো, নাকি হবো না? সুদূর ভবিষ্যতে আমরা কী হবো, কিরূপে হবো? এবং সুদূর ভবিষ্যতে আমরা কী হয়ে কী হবো?" এভাবে সংশয়াপন্ন, সন্দেহযুক্ত, সন্দেহজাত এবং দ্বিধান্বিত হয়ে শোক করে, বিলাপ করে, অনুশোচনা করে, শ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে এবং সম্মোহিত হয়। এ অর্থে এখান হতে চ্যুত হলে আমরা কী হবো? (কিংসূ ভৰিস্সাম ইতো চুতাসে)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''কামেসু গিদ্ধা পসুতা পমূল্হা, অৰদানিযা তে ৰিসমে নিৰিট্ঠা।
দুকখূপনীতা পরিদেৰযন্তি, কিংসূ ভৰিস্সাম ইতো চুতাসে''তি॥

১০. তস্মাহি সিকেখথ ইধেৰ জন্তু, যং কিঞ্চি জঞ্ঞা ৰিসমন্তি লোকে।
ন তস্স হেতূ ৰিসমং চরেয্য, অপ্পঞ্হিদং জীৰিতমাহু ধীরা॥

অনুবাদ : তাই সত্ত্বগণ জগতে যেসব অকুশলধর্ম আছে, সেসব (অকুশলধর্ম) জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা কর। তার জন্য বিষম আচরণ করবে না হেতুতে অকুশল ধর্মে বিচরণ হবে না। কারণ জ্ঞানীরা বলে থাকেন 'জীবন ক্ষণস্থায়ী"।

তস্মা হি সিকেখথ ইধেৰ জন্তূতি। "তদ্ধেতু" (তস্মা) বলতে সেজন্য, সেই কারণ, সেই হেতু, সেই প্রত্যয়, সেই নিদান; কামসমূহে এরূপে আদীনব দর্শন করে—তস্মা। "শিক্ষা কর" (সিকেখথ) বলতে ত্রিবিধ শিক্ষা—১) অধিশীল শিক্ষা, ২) অধিচিত্ত শিক্ষা এবং ৩) অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা।

অধিশীল শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সংবৃত বা অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করেন, আচার-গোচর বা সচ্চরিত্রসম্পন্ন হন, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়সমূহে (পাপে) ভয়দর্শী হন এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন। ক্ষুদ্রশীলস্কন্ধ, মহাশীলস্কন্ধ। শীল প্রতিষ্ঠা (রক্ষণ), আদিচরণ, সংযম, সংবর, মুখ্য, প্রমুখ্য ও কুশলধর্মসমূহের অর্জন করা—ইহা অধিশীল শিক্ষা।

অধিচিত্ত শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (পৃথক) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখবিমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে

আধ্যাত্মিক-সম্প্রসাদী বা প্রশান্তকরণ, চিত্তের একাগ্রতাভাব, বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজনিত প্রীতি-সুখবিমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে দৈহিক-সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যাকে "উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী" বলেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য এবং দৌর্মনস্য অস্তমিত করে "নাদুঃখ-নাসুখ" উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন—ইহাই অধিচিত্ত শিক্ষা।

অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, উদয়-অস্তগামী (জন্ম-মৃত্যুগামী)-প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হন, আর্য-নির্বেধিক (মর্মভেদী) সম্যক দুঃখক্ষয়গামী (প্রতিপদায়) বিমণ্ডিত হন। তিনি (দুঃখকে) "ইহা দুঃখ" বলে যথাভূতভাবে জানেন, (দুঃখসমুদয়কে) "ইহা দুঃখসমুদয়" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (দুঃখনিরোধকে) "ইহা দুঃখনিরোধ" বলে যথাভূতভাবে জানেন, (দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদাকে) "ইহা দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা" বলে যথার্থরূপে জানেন। (আসবকে) "ইহা আসব" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (আসব সমুদয়কে) "ইহা আসব সমুদয়" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আসব নিরোধকে) "ইহা আসব নিরোধ" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আসব নিরোধগামী প্রতিপদাকে) "ইহা আসব নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন; জ্ঞাত হয়ে, দেখে, প্রত্যবেক্ষণ করে ও চিত্তকে অধিষ্ঠান (বা অভিনিবেশ) করে শিক্ষা করেন। শ্রদ্ধায় আনত হয়ে শিক্ষা করেন; বীর্য প্রগ্রহ (বা ধারণ) করে, স্মৃতি উপস্থাপন করে, চিত্তকে সমাধিস্থ বা কেন্দ্রীভূত করে, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রজানন বা জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন। অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অভিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন; পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে, প্রহাতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবিত করে এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচরণ করেন ও গ্রহণ করে পালন বা শিক্ষা করেন। সেই কারণে 'শৈক্ষ্য' বলা হয়। (সেই ভোজন-শয্যাসন হীনবিতর্ক) ধ্বংস (বিনয়); বিনাশ (প্রতিবিনয়), প্রহান, উপশম, পরিত্যাগ ও প্রতিপ্রশ্রব্ধি বা প্রশান্ত করে অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন; জ্ঞাত হয়ে, দেখে, প্রত্যবেক্ষণ করে ও চিত্তকে অধিষ্ঠান (বা অভিনিবেশ) করে শিক্ষা করেন। শ্রদ্ধায় আনত হয়ে শিক্ষা করেন; বীর্য প্রগ্রহ (বা ধারণ) করে, স্মৃতি

উপস্থাপন করে, চিত্তকে সমাধিস্থ বা কেন্দ্রীভূত করে, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রজানন বা জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন। অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অভিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন; পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে, প্রহাতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবিত করে এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচারণ করেন ও গ্রহণ করে পালন করেন (ৰত্তেয্য)।

"এখানে" (ইধ) বলতে এই দৃষ্টিতে, এই ইচ্ছায়, এই রুচিতে, এই গ্রহণে, এই ধর্মে, এই বিনয়ে, এই ধর্ম-বিনয়ে, এই প্রবচনে, এই ব্রহ্মচর্যে, এই শাস্তাশাসনে, এই আত্মভাবে, এই মনুষ্যলোকে—তদ্ধেতু এখানে বলা হয়। "জন্তু বা মানুষ" (জন্তু) বলতে সত্ত্ব, নর... মনুষ্য—তস্মা হি সিক্খেথ ইধেৰ জন্তু।

যং কিঞ্চি জঞ্ঞা ৰিসমন্তি লোকেতি। "যা কিছু" (যং কিঞ্চি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—যং কিঞ্চি। "ৰিসমন্তি জঞ্ঞা" বলতে বিষম কায়কর্মকে বিষমরূপে জানেন, বিষম বাক্‌কর্মকে বিষমরূপে জানেন, বিষম মনোকর্মকে বিষমরূপে জানেন, বিষম প্রাণিহত্যাকে বিষমরূপে জানেন, বিষম চুরিকে বিষমরূপে জানেন, বিষম মিথ্যাকামাচারকে বিষমরূপে জানেন, বিষম মিথ্যাবাক্যকে বিষমরূপে জানেন, বিষম পিশুনবাক্যকে বিষমরূপে জানেন, বিষম পরুষবাক্যকে বিষমরূপে জানেন, বিষম সম্প্রলাপবাক্যকে বিষমরূপে জানেন, বিষম অভিধ্যাকে বিষমরূপে জানেন, বিষম ব্যাপাদকে বিষমরূপে জানেন, বিষম মিথ্যাদৃষ্টিকে বিষমরূপে জানেন, বিষম সংস্কারকে বিষমরূপে জানেন, বিষম পঞ্চকামগুণকে বিষমরূপে জানেন, বিষম পঞ্চনীবরণকে বিষমরূপে জানেন, বুঝেন, জ্ঞাত হন, উপলব্ধি করেন, প্রতিবিদ্ধ করেন। "লোকে" বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে—যং কিঞ্চি জঞ্ঞা ৰিসমন্তি লোকে।

ন তস্স হেতূ ৰিসমং চরেয্যাতি। বিষম কায়কর্মের কারণে বিষম আচরণ করেন না, বিষম বাক্‌কর্মহেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম মনোকর্মহেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম প্রাণিহত্যাহেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম চুরির কারণে বিষম আচরণ করেন না, বিষম মিথ্যাকামাচার-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম মিথ্যাবাক্য-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম পিশুনবাক্য-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম পরুষবাক্য-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম সম্প্রলাপবাক্য-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম অভিধ্যা-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম ব্যাপাদ-হেতু বিষম

আচরণ করেন না, বিষম মিথ্যাদৃষ্টি-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম সংস্কার-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম পঞ্চকামগুণ-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম পঞ্চনীবরণ-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম চেতনা-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম প্রার্থনা-হেতু বিষম আচরণ করেন না, বিষম প্রণিধি-হেতু বিষম আচরণ করেন না, অনুশীলন করেন না, প্রতিপালন করেন না, সম্পাদন করেন না—ন তস্স হেতূ ৰিসমং চরেয্য।

অপ্পঞ্হিদং জীৰিতমাহু ধীরাতি। "জীবন" (জীৰিতং) বলতে আয়ু, স্থিতি, অবস্থান, যাপন, চলন (পরিভ্রমণ), বর্তন (গতিশীলতা), পালন, জীবনীশক্তি, জীবিতেন্দ্রিয়। অধিকন্তু, দুটি কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী ও কম হয়—১) স্থিতি সামান্য বা সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়, এবং ২) সরস (রসপূর্ণ) সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়। কিরূপে স্থিতি সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়? অতীত চিত্তক্ষণে জীবিত ছিল, বর্তমানে জীবিত নেই, ভবিষ্যতেও জীবিত থাকবে না; অনাগত চিত্তক্ষণে জীবিত থাকবে, বর্তমানে জীবিত নেই, অতীতেও জীবিত ছিল না; বর্তমান চিত্তক্ষণে জীবিত আছে, অতীতে জীবিত ছিল না, ভবিষ্যতেও জীবিত থাকবে না।

''জীৰিতং অত্তভাৰো চ, সুখদুকখা চ কেৰলা।
একচিত্তসমাযুত্তা, লহুসো ৰত্ততে খণো॥
''চুল্লাসীতিসহস্সানি, কপ্পা তিট্ঠন্তি যে মরূ।
নত্বেৰ তেপি জীৰন্তি, দ্বীহি চিত্তেহি সংযুতা॥
''যে নিরুদ্ধা মরন্তস্স, তিট্ঠমানস্স ৰা ইধ।
সব্বেপি সদিসা খন্ধা, গতা অপ্পটিসন্ধিকা॥
''অনন্তরা চ যে ভগ্গা, যে চ ভগ্গা অনাগতা।
তদন্তরে নিরুদ্ধানং, ৰেসমং নত্থি লকখণে॥
''অনিব্বত্তেন ন জাতো, পচ্চুপ্পন্নেন জীৰতি।
চিত্তভগ্গা মতো লোকো, পঞ্ঞত্তি পরমত্থিযা॥
''যথা নিন্না পৰত্তন্তি, ছন্দেন পরিণামিতা।
অচ্ছিন্নধারা ৰত্তন্তি, সল়াযতনপচ্চযা॥
''অনিধানগতা ভগ্গা, পুঞ্জো নত্থি অনাগতে।
নিব্বত্তা যে চ তিট্ঠন্তি, আরগ্গে সাসপূপমা॥
''নিব্বত্তানঞ্চ ধম্মানং, ভঙ্গো নেসং পুরকখতো।
পলোকধম্মা তিট্ঠন্তি, পুরাণেহি অমিস্সিতা॥

"অদস্সনতো আযন্তি, ভঙ্গা গচ্ছন্তি দস্সনং।
ৰিজ্জুপ্পাদোৰ আকাসে, উপ্পজ্জন্তি ৰযন্তি চা"তি॥

অনুবাদ : আত্মভাব জীবন কেবল সুখ-দুঃখে ভরা, একচিত্ত-সংযুক্ত এবং খুব শীঘ্রই ক্ষণ অতিবাহিত হয়। যে দেবগণ চুরাশি হাজার কল্প পর্যন্ত স্থিত থাকে, তারাও দুই চিত্ত মিলিত হয়ে বাঁচে না। যাঁরা এ জগতে মৃত্যু নিরোধ এবং প্রতিরোধ করেছেন, তাঁরা সকলেই প্রতিসন্ধিহীন স্কন্ধসদৃশ। যারা অবিরাম ভগ্ন হচ্ছে, ভবিষ্যতেও যারা ভগ্ন হবে, এর মধ্যে (তাদের) নিরুদ্ধ হওয়ার জন্য কোনো বিষম লক্ষণ নেই। পুনর্জন্মহীনতায় জন্ম হয় না, বর্তমান জন্মের দ্বারা জীবিত থাকে, চিত্তভগ্ন মৃত লোক পরমার্থের প্রজ্ঞপ্তি। ছন্দে পতিত সত্ত্বগণ যেমন নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে অচ্ছিন্ন ধারায় স্থানান্তরিত হয়। সূচ্যাগ্রে স্থিত সরিষাসদৃশ যারা জন্ম হয়ে বেঁচে থাকে, তারা অনিধানগত ও ভগ্ন, (তাদের) ভবিষ্যতে (দেহ) পুঞ্জ থাকে না। উৎপন্নশীল ধর্মসমূহ বিনষ্ট হয়, সেসব সম্মুখে রক্ষিত থাকে না; অতীত হতে পৃথক হয়ে ভগ্নশীল ধর্মসমূহ স্থিত থাকে। অদর্শন বৃদ্ধি হয়, দর্শন বিনষ্ট হয়; আকাশে (তড়িদ্‌বেগে) বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার ন্যায় (সত্ত্বগণ) উৎপন্ন হয়, ব্যয় হয়।

এরূপে স্থিতি সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়।

কিরূপে সরস সীমাবদ্ধতার জন্য অল্প পরিমাণে বেঁচে থাকে? নিঃশ্বাস নির্ভর করে বাঁচে, প্রশ্বাসকে নির্ভর করে বাঁচে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে নির্ভর করে বাঁচে, (চারি) মহাভূতকে নির্ভর করে বাঁচে, কবলীকৃত আহারকে নির্ভর করে বাঁচে, উষ্মাকে নির্ভর করে বাঁচে, বিজ্ঞানকে নির্ভর করে বাঁচে। এদের মূলও দুর্বল, পূর্বহেতুও দুর্বল। যেসব প্রত্যয় সেসবও দুর্বল, যারা প্রভাবিতকারী (শক্তির উৎস) তারাও দুর্বল। এদের সহভূমি দুর্বল, সম্প্রযোগও দুর্বল; এদের সহজাত (বিষয়) দুর্বল, সম্বন্ধকারী বিষয় (পযোজিকা) দুর্বল; এসব পরস্পরে নিত্য দুর্বল, পরস্পরে আশ্রয়দাতা নয়, পরস্পরকে রক্ষা বা প্রতিষ্ঠা করে না। জন্মগ্রহণকারী বর্তমান থাকে না।

"ন চ কেনচি কোচি হাযতি, গন্ধব্বা চ ইমে হি সব্বসো।
পুরিমেহি পভাৰিকা ইমে, যেপি পভাৰিকা তে পুরে মতা।
পুরিমাপি চ পচ্ছিমাপি চ, অঞ্ঞমঞ্ঞং ন কদাচি মদ্দসংসূ"তি॥

অনুবাদ : "কেন কেউ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এরা সবাই গন্ধর্ব। অতীতের দ্বারা এরা প্রভাবিতকারী, যারা প্রভাবিতকারী তারা পূর্বে মৃত। পূর্ব এবং পরবর্তী পরস্পরকে কখনো মর্দন করে না।"

এভাবে সরস সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়।

অপিচ, চতুর্মহারাজিক দেবগণের জীবন বা আয়ুর চেয়ে মনুষ্যগণের আয়ু অল্প, ক্ষুদ্র, সামান্য, ক্ষণিক, কম, ক্ষণস্থায়ী, অনধিক এবং অনতিদীর্ঘ। তাবতিংস দেবগণের... যামবাসী দেবগণের... তুষিত দেবগণের... নির্মাণরতি দেবগণের... পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণের... ব্রহ্মকায়িক দেবগণের আয়ুর চেয়ে মনুষ্যগণের আয়ু অল্প, ক্ষুদ্র, সামান্য, ক্ষণিক, কম, ক্ষণস্থায়ী, অনধিক এবং অনতিদীর্ঘ।

তাই ভগবান বলেছেন, পরলোক জ্ঞান দ্বারা বোঝা উচিত, কুশলকর্ম করা উচিত, ব্রহ্মচর্য আচরণ করা উচিত, জন্মের অমরণ নেই। যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাঁচে সে শতবর্ষের কম কিংবা কিছু বেশি বেঁচে থাকে।

> ''অপ্পমাযু মনুস্সানং, হীলেয্য নং সুপোরিসো।
> চরেয্যাদিত্তসীসোৰ নত্থি মচ্চুস্সনাগমো॥
> ''অচ্চযন্তি অহোরত্তা, জীৰিতং উপরুজ্ঝতি।
> আযু খিয্যতি মচ্চানং, কুন্নদীনংৰ ওদক''ন্তি॥

অনুবাদ : মনুষ্যগণের আয়ু অল্প বলে সুপুরুষ অবহেলা করতে পারে। প্রজ্বলিত মস্তকে বিচরণের ন্যায় মৃত্যুর আগমন ঘটে না। (সত্ত্বগণ) অহোরাত্রি মৃত্যুবরণ করছে এবং জীবন থেমে যাচ্ছে; ছোট নদীর (বা ছড়ার) জলের ন্যায় মরণশীল সত্ত্বগণের আয়ু ক্ষয় হয়।"

অপ্পঞ্হিদং জীৰিতমাহু ধীরাতি। ধীর বলে ধীর, ধৃতিমান বলে ধীর, ধৃতিসম্পন্ন (ধৈর্যশীল) বলে ধীর, পাপসমূহ ধিক্কার করেছেন বলে ধীর। 'ধী' প্রজ্ঞাকে বলে। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন, বিচয়, প্রবিচয়, ধর্মবিচয়, বিচক্ষণতা (সল্লকখণা), উপলক্ষণ (বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি), প্রত্যুপলক্ষণ (পচ্চুপলকখণা), পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, নৈপুণ্য, জ্ঞানযুক্ত বিচার (ৰেভব্যা), (জ্ঞানময়) চিন্তা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষণ (উপপরিকখা), প্রাজ্ঞতা (ভূরি), মেধা, নিপুণতা (পরিনাযিকা), পরিজ্ঞান (ৰিপস্সনা), সম্প্রজ্ঞান, সম্প্রাজ্ঞতা (পতোদো), প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাশস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রসাদ, প্রজ্ঞা-আলোক, প্রজ্ঞারশ্মি, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি; ধীর ব্যক্তি সেই প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হন। অপিচ, স্কন্ধধীর, ধাতুধীর, আয়তনধীর, প্রতীত্যসমুৎপাদধীর, স্মৃতিপ্রস্থানধীর, সম্যক-প্রধানধীর, ঋদ্ধিপাদধীর, ইন্দ্রিয়ধীর, বলধীর, বোধ্যঙ্গধীর, মার্গধীর, ফলধীর এবং নির্বাণধীর। সেই ধীরগণ এরূপ বলেছেন, "মনুষ্যগণের আয়ু অল্প, ক্ষুদ্র, সামান্য, ক্ষণিক, কম, ক্ষণস্থায়ী, অনধিক এবং অনতিদীর্ঘ।" এরূপ বলেছিলেন, বলছেন, ভাষণ

করছেন, বর্ণনা করছেন, ব্যাখ্যা করছেন—(অপ্পঞ্হিদং জীৰিতমাহু ধীরা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"তস্মা হি সিক্খেথ ইধেৰ জন্তু, যং কিঞ্চি জঞ্ঞা ৰিসমন্তি লোকে।
ন তস্স হেতূ ৰিসমং চরেয্য, অপ্পঞ্হিদং জীৰিতমাহু ধীরা"তি॥

**১১. পস্সামি লোকে পরিফন্দমানং, পজং ইমং তণ্হগতং ভৰেসু।
হীনা নরা মচ্চুমুখে লপন্তি, অৰীততণ্হাসে ভৰাভৰেসু॥**

অনুবাদ : আমি জগতে ভবসমূহের প্রতি তৃষ্ণাযুক্ত স্পন্দমান এ সত্ত্বদের অবলোকন করছি। হীন মনুষ্যগণ তৃষ্ণামুক্ত না হয়ে ভবভবান্তরে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুকালে বিলাপ করে থাকে।

পস্সামিলোকে পরিফন্দমানন্তি। "দর্শন করছি" (পস্সামি) বলতে চর্মচক্ষু দ্বারা দর্শন করছি, দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করছি, প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা দর্শন করছি, বুদ্ধচক্ষু দ্বারা দর্শন করছি, সমন্তচক্ষু দ্বারা দর্শন করছি, দৃষ্টিপাত করছি, অবলোকন করছি, দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি, নিরীক্ষণ করছি। "লোকে" বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে।

"স্পন্দমান" (পরিফন্দমানং) বলতে তৃষ্ণাস্পন্দে কম্পমান, দৃষ্টিস্পন্দে কম্পমান, ক্লেশস্পন্দে কম্পমান, ভোগস্পন্দে (পযোগফন্দনায) কম্পমান, বিপাকস্পন্দে কম্পমান, দুশ্চরিতস্পন্দে কম্পমান, অনুরক্ত রাগে কম্পমান, দুরাচারী দ্বেষে কম্পমান, নির্বোধ মোহে কম্পমান, মদোন্মত্ত (ৰিনিবদ্ধং) মানে কম্পমান, স্বীয় ধারণায় বশীভূত (পরামট্ঠং) মিথ্যাদৃষ্টিতে কম্পমান, বিক্ষেপগত (চাঞ্চল্য) চাঞ্চল্যে কম্পমান, অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (মার্গফল লাভ করেনি এমন) বিচিকিৎসায় কম্পমান, থামগত (বা দুর্ভেদ্য) অনুশয়সমূহ দ্বারা কম্পমান, লাভে কম্পমান, অলাভে কম্পমান, যশে কম্পমান, অযশে কম্পমান, প্রশংসায় কম্পমান, নিন্দায় কম্পমান, সুখে কম্পমান, দুঃখে কম্পমান, জন্মের দ্বারা কম্পমান, জরায় কম্পমান, ব্যাধি দ্বারা কম্পমান, মরণে কম্পমান, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসে কম্পমান, নৈরয়িক দুঃখে কম্পমান, তির্যগ্‌যোনীদুঃখে কম্পমান, প্রেতযোনীদুঃখে কম্পমান, মানবীয় দুঃখে কম্পমান, প্রতিসন্ধিমূলক দুঃখে কম্পমান, গর্ভে স্থিতিমূলক দুঃখে কম্পমান, গর্ভপ্রসবমূলক দুঃখে কম্পমান, জন্মবন্ধন (জাতস্সূপনিবন্ধকেন) দুঃখে কম্পমান, জন্মাধীন দুঃখে কম্পমান, আত্মপীড়ন দুঃখে কম্পমান, পরপীড়ন দুঃখে কম্পমান, দুঃখ দুঃখে কম্পমান,

সংস্কার দুঃখে কম্পমান, বিপরিণাম দুঃখে কম্পমান, চক্ষুরোগ দুঃখে কম্পমান, শ্রোত্ররোগ দুঃখে কম্পমান, ঘ্রাণরোগ দুঃখে... জিহ্বারোগ... কায়রোগ... শিররোগ... কর্ণরোগ... মুখরোগ... দন্তরোগ... কাশি... সর্দি... দাহ... জ্বর... কুক্ষিরোগ... মূর্ছা... রক্তামাশয়... শূল... কলেরা... কুষ্ঠ... গণ্ড (পোড়া)... খোঁচপাচড়া... ক্ষয়রোগ... মৃগীরোগ (অপমারেন)... দাউদ... চুলকানি... চর্মরোগ... রখস (নখের একপ্রকার রোগ)... সুড়সুড়ানি... লোহিত... পিত্ত... মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ)... অর্শ্ব... গুটিবসন্ত... ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ)... পিত্তসমুত্থানজনিতরোগ... শ্লেষ্মাসমুত্থানজনিতরোগ... বায়ুসমুত্থানজনিত রোগ... সন্নিপাতিক রোগ... ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ... বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত)... খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন)... কর্মবিপাকজনিত রোগ... শীত... উষ্ণ... ক্ষুধা... পিপাসা... মল... মুত্র... ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির স্পর্শজনিত দুঃখে... মাতামৃত্যু দুঃখে... পিতামৃত্যু দুঃখে... ভ্রাতামৃত্যু দুঃখে... ভগ্নিমৃত্যু দুঃখে... পুত্রমৃত্যু দুঃখে... কন্যামৃত্যু দুঃখে... জ্ঞাতিমৃত্যু দুঃখে... ভোগব্যসন... রোগব্যসন... শীলব্যসন... এবং দৃষ্টিব্যসন দুঃখে কম্পমান, প্রকম্পমান, বিকম্পমান, স্পন্দমান, বিস্ফন্দমান এবং প্রচণ্ডরূপে স্পন্দনমান সত্ত্বকে দেখছি, দর্শন করছি, অবলোকন করছি, প্রতিফলন করে দেখছি (নিজ্ঝাযামি), পরখ করে দেখছি। এ অর্থে জগতে স্পন্দমান (সত্ত্ব) দেখছি (পস্সামি লোকে পরিফন্দমানং)।

পজং ইমং তণ্হগতং ভৰেসূতি। "প্রজা" (পজা) বলতে সত্ত্বাধিবচন। "তৃষ্ণা" বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণাগত" অর্থে তৃষ্ণাগত, তৃষ্ণানুগত, তৃষ্ণাবিতাড়িত, তৃষ্ণাসন্ন এবং তৃষ্ণা দ্বারা পতিত, অভিভূত ও লোভচিত্ত। "ভবসমূহে" (ভৰেসু) বলতে কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে—ভবসমূহে এই তৃষ্ণাগত লোক। (পজং ইমং তণ্হগতং ভৰেসু)।

হীনা নরা মচ্চুমুখে লপন্তীতি। "হীন নর" (হীনা নরা) বলতে হীন মানুষেরা হীন কায়কর্মে সমন্নাগত বলে হীন নর, হীন বাক্‌কর্মে সমন্নাগত বলে হীন নর, হীন মনোকর্মে সমন্নাগত বলে হীন নর, হীন প্রাণিহত্যায় সমন্নাগত বলে হীন নর, হীন চুরিকর্মে... হীন ব্যভিচারে... হীন মিথ্যাবাক্যে... হীন পিশুনবাক্যে... হীন পরুষবাক্যে... হীন সম্প্রলাপবাক্যে... হীন অভিধ্যায়... হীন ব্যাপাদে... হীন মিথ্যাদৃষ্টিতে...হীন সংস্কারে... হীন পঞ্চকামগুণে... হীন পঞ্চনীবরণে... হীনচেতনায়... হীন প্রার্থনায়... এবং

হীন প্রণিধিতে সমন্নাগত বলে হীন নর, হীন, নিহীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম, ক্ষুদ্র। এ অর্থে হীন নর (হীনা নরা)। **মচ্চুমুখে লপন্তী**তি। "মৃত্যুমুখে" (মচ্চুমুখে) অর্থে মারমুখে, মরণমুখে; মৃত্যুপ্রাপ্ত, মৃত্যুসম্প্রাপ্ত, মৃত্যুতে উপগত; মারপ্রাপ্ত, মারসম্প্রাপ্ত, মারুপগত; মরণপ্রাপ্ত, মরণসম্প্রাপ্ত, মরণে উপগত হয়ে শোক করা, বিলাপ করা, অনুশোচনা করা, দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া, পরিদেবন করা, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করা এবং সসম্মোহিত হওয়া বুঝায়। এ অর্থে হীন মানুষেরা মৃত্যুমুখে বিলাপ করে (হীনা নরা মচ্চুমুখে লপন্তি)।

অৰীততণ্হাসে ভৰাভৰেসূতি। "তৃষ্ণা" বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। "ভবাভবে" (ভৰাভৰেসু) বলতে ভবাভবে, কর্মভবে, পুনর্ভবে; কর্মভবে, কামভবে, পুনর্ভবে, রূপভবে; কর্মভবে, রূপভবে, পুনর্ভবে, অরূপভবে; কর্মভবে, অরূপভবে, পুনর্ভবে পুনঃপুন ভবে; পুনঃপুন গতিতে, পুনঃপুন উৎপত্তিতে, পুনঃপুন প্রতিসন্ধিতে, পুনঃপুন জন্মগ্রহণে অবীততৃষ্ণা, অবিগততৃষ্ণা, অবর্জিততৃষ্ণা, অত্যক্ততৃষ্ণা। অমুক্ততৃষ্ণা অপ্রহীনতৃষ্ণা, অপ্রতিনিশ্রিত-তৃষ্ণা—ভবাভবে অবীততৃষ্ণা (অৰীততণ্হাসে ভৰাভৰেসু)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''পস্সামি লোকে পরিফন্দমানং, পজং ইমং তণ্হগতং ভৰেসু।
হীনা নরা মচ্চুমুখে লপন্তি, অৰীততণ্হাসে ভৰাভৰেসূ''তি॥

১২. মমাযিতে পস্সথ ফন্দমানে, মচ্ছেৰ অপ্পোদকে খীণসোতে।
এতম্পি দিস্বা অমমো চরেয্য, ভৰেসু আসত্তিমকুব্বমানো॥

অনুবাদ : অল্প জলে ও ক্ষীণস্রোতে পতিত মাছের ন্যায় মমত্বে (বা আসক্তিতে) কম্পমান সত্ত্বদের দর্শন কর। ইহা দেখে ভবসমূহে আসক্তিতে কম্পমান বা কম্পিত না হয়ে মমত্বহীন হয়ে বিচরণ করতে পারবে।

মমাযিতে পস্সথ ফন্দমানেতি। "মমত্ব" (মমত্তা) বলতে দ্বিবিধ মমত্ব—তৃষ্ণামমত্ব ও দৃষ্টিমমত্ব। তৃষ্ণামমত্ব কিরূপ? যতদূর পর্যন্ত তৃষ্ণা দ্বারা সীমাকৃত, সীমাবদ্ধ, নির্ধারিত, সীমায়িত, পরিগৃহীত ও মমায়িত। ইহা আমার, এটি আমার, এই পরিমাণ আমার, এসব আমার, রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ আমার। আস্তরণ (বিছানার চাদর), আবরণ (বস্ত্র), দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, গরু, অশ্ব, ঘোটকী, ক্ষেত্র, বস্তু বা জায়গা, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম (ছোট শহর), রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার (ধনাগার), ভাণ্ডাগার (শস্যাগার), এবং কি সমগ্র মহাপৃথিবীকেও তৃষ্ণাবশে

মমায়িত করে; এবং ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা-বিচরিত বিষয়—ইহা তৃষ্ণামমত্ব (ইদং তন্‌হামমত্তং)।

দৃষ্টিমমত্ব কিরূপ? সংকায়দৃষ্টি বিশ প্রকার বিষয়, মিথ্যাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়, অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়—যা এইরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিসূক (মিথ্যাদৃষ্টির পক্ষ গ্রহণ), দৃষ্টিবিস্ফন্দন, দৃষ্টি-সংযোজন, দৃষ্টি-প্রতিগ্রহণ, অভিনিবেশ, সংস্পর্শ, কুমার্গ (ভ্রান্তপথ), মিথ্যাপথ, মিথ্যা বিষয়, তীর্থিয়ায়তন, ভুল ধারণা (ৰিপরিযেসগ্গাহো), বিপরীত ধারণা, দৃষ্টি-বৈপরীত্য, মিথ্যা ধারণা এবং অযথার্থ বিষয়কে "যথাযথ" বলে গ্রহণ করা-সহ বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়—এটাই দৃষ্টিমমত্ব। "মমত্বে কম্পমান সত্ত্বদের দর্শন কর" (মমাযিতে পস্সথ ফন্দমানে) বলতে মমত্ববস্তু বা অহংকারের বিষয় অভেদন-হেতু কম্পিত হয়, নীত হওয়ার দারুন কম্পিত হয়, অপহৃত হয় বলে কম্পিতও হয়, মমত্ববস্তু বিপরিণাম-হেতু কম্পিত হয়, বিপরিণামান্তে কম্পিত হয় এবং বিপরিণতিতে কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, কাতরায়, ছটফট করে, বিচলিত হয়, অস্থির হয় ও প্রচণ্ডরূপে কম্পিত হয়। এভাবে কম্পনরত, প্রকম্পমান, কাতর, উদ্বিগ্ন, বিচলিত, অস্থির এবং প্রচণ্ডরূপে কম্পনরত সত্ত্বদের দর্শন কর, দেখ, অবলোকন কর, চিন্তা কর, নিরূপণ কর—মমত্বে কম্পমান সত্ত্বদের দর্শন কর (মমাযিতে পস্সথ ফন্দমানে)।

মচ্ছেৰ অপ্পোদকে খীণসোতেতি। যেমন : অল্প জলে, সামান্য জলে ও জলের প্রান্তভাগে অবস্থিত বা বিচরণরত মাছেরা কাক বা শ্যেনপক্ষী অথবা বকপক্ষীর দ্বারা আক্রান্তকালে, উত্তোলনকালে ও খাওয়ার সময় (ভয়ে) কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, কাতরায়, ছটফট করে, বিচলিত হয়, অস্থির হয় এবং প্রচণ্ডরূপে কম্পিত হয়; ঠিক সেভাবেই মানুষেরা মমত্ববস্তু বা অহংকারের বিষয় অভেদন-হেতু কম্পিত হয়, নীত হওয়ার দরুন কম্পিত হয়, অপহৃত হয় বলে কম্পিতও হয়, মমত্ববস্তু বিপরিণাম-হেতু কম্পিত হয়, বিপরিণামান্তে কম্পিত হয় এবং বিপরিণতিতে কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, কাতরায়, ছটফট করে, বিচলিত হয়, অস্থির হয় ও প্রচণ্ডরূপে কম্পিত হয়। এ অর্থে অল্পজলে ও ক্ষীণস্রোতে বিচরণরত মাছের ন্যায় (মচ্ছেৰ অপ্পোদকে খীণসোতে)।

এতম্পি দিস্বা অমমো চরেয্যাতি। এই মমত্বসমূহে আদীনব দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে ও উন্মুক্ত বা সহজবোধ্য করে—ইহা দেখে (এতম্পি দিস্বা)। **অমমো চরেয্যা**তি। "মমত্ব" (মমত্তা)

বলতে দ্বিবিধ মমত্ব—তৃষ্ণামমত্ব ও দৃষ্টিমমত্ব... ইহা তৃষ্ণামমত্ব... ইহা দৃষ্টিমমত্ব। তৃষ্ণামমত্বকে ত্যাগ করে এবং দৃষ্টিমমত্বকে বর্জন করে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনকে মমত্ববোধ না করে; রূপ... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... ধর্ম... কুল... গণ... আবাস... লাভ... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয্যাসন... ওষুধপ্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিস্কার (ব্যবহার্য-সামগ্রী)... কামধাতু... রূপধাতু... অরূপধাতু... কামভব... রূপভব... অরূপভব... সংজ্ঞাভব... অসংজ্ঞাভব... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব... একবোকার (প্রকার) ভব... চারি বোকার ভব... পঞ্চ বোকার ভব... অতীত... অনাগত... বর্তমান... এবং দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য (মন দ্বারা অনুভূত বা জ্ঞাতব্য) ধর্মসমূহ মমত্ব না করে, গ্রহণ না করে, স্পর্শ না করে ও অভিনিবেশ না করে বিচরণ করতে পারবে, অবস্থান করতে, অগ্রসর হতে পারবে, ধারণ করতে পারবে, পালন করতে পারবে, চলতে পারবে এবং যাপন করতে পারবে—মমত্বহীন হয়ে বিচরণ করতে পারবে (এতম্পি দিস্বা অমমো চরেয্য)।

ভৰেসু আসত্তিমকুব্বমানোতি। "ভবসমূহে" (ভৰেসু) বলতে কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে। "আসক্তি" তৃষ্ণাকে বুঝায়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা (অতিলোভ), লোভ ও অকুশলমূল। **ভৰেসু আসত্তিমকুব্বমানো**তি। ভবসমূহে আসক্তিতে অকম্পমান; ছন্দে, প্রেমে, রাগে, ইচ্ছায় অকম্পমান, অজননমান, অসঞ্জননমান, অনুৎপত্তিমান, অপুনরুৎপত্তিমান—ভবসমূহে আসক্তিতে অকম্পমান (ভৰেসু আসত্তিমকুব্বমানো)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> "মমাযিতে পস্সথ ফন্দমানে, মচ্ছেৰ অপ্পোদকে খীণসোতে।
> এতম্পি দিস্বা অমমো চরেয্য, ভৰেসু আসত্তিমকুব্বমানো"তি॥

১৩. উভোসু অন্তেসু ৰিনেয্য ছন্দং, ফস্সং পরিঞ্ঞায অনানুগিদ্ধো।
যদত্তগরহী তদকুব্বমানো, ন লিম্পতী দিট্ঠসুতেসু ধীরো॥

অনুবাদ : উভয় অন্তে ছন্দ বা ইচ্ছাকে অপনোদন করে স্পর্শকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসক্ত হও। আত্ম-নিন্দাকারী তা সম্পাদন করেন না, ধীর ব্যক্তি দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহে লিপ্ত হন না।

উভোসুঅন্তেসু ৰিনেয্য ছন্দন্তি। "অন্ত" (অন্তা) বলতে স্পর্শ প্রথম অন্ত, স্পর্শসমুদয় দ্বিতীয় অন্ত; অতীত প্রথম অন্ত, অনাগত দ্বিতীয় অন্ত; সুখবেদনা প্রথম অন্ত, দুঃখ বেদনা দ্বিতীয় অন্ত; নাম প্রথম অন্ত, রূপ দ্বিতীয় অন্ত; ছয়

প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন প্রথম অন্ত, ছয় প্রকার বাহ্যিক আয়তন দ্বিতীয় অন্ত; এবং সৎকায় প্রথম অন্ত, সৎকায়-সমুদয় দ্বিতীয় অন্ত। "ছন্দ" (ছন্দো) বলতে কামসমূহে যা কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী (কামের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা), কামতৃষ্ণা, কামানুরাগ (বা কামস্নেহ), কামোত্তেজনা (বা কামপরিলাহ), কামে বিহ্বলতা, কামপ্রবৃত্তি, কামোঘো, কামযোগ, কামোপাদান এবং কামচ্ছন্দ-নীবরণ। "উভয় অন্তে ছন্দকে অপনোদন করে" (উভোসু অন্তেসু ৰিনেয্য ছন্দং) বলতে উভয় অন্তে ছন্দকে অপনোদন করে, দমন করে, পরিত্যাগ করে, দূরীভূত করে, বিদূরীত করে ও সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে—উভয় অন্তে ছন্দকে অপনোদন করে (উভোসু অন্তেসু ৰিনেয্য ছন্দং)।

ফস্সং পরিঞ্ঞায অনানুগিদ্ধোতি। "স্পর্শ" (ফস্সো) বলতে চক্ষুসংস্পর্শ, শ্রোত্রসংস্পর্শ, ঘ্রাণসংস্পর্শ, জিহ্বাসংস্পর্শ, কায়সংস্পর্শ, মনসংস্পর্শ, প্রত্যভিজ্ঞার ভাব (অধিবচন)-সংস্পর্শ, প্রতিঘসংস্পর্শ; সুখবেদনীয়-সংস্পর্শ, দুঃখবেদনীয়-সংস্পর্শ, অদুঃখ-অসুখবেদনীয়-সংস্পর্শ। কুশলস্পর্শ, অকুশলস্পর্শ, অব্যাকৃতস্পর্শ; কামাবচর স্পর্শ, রূপাবচর স্পর্শ, অরূপাবচর স্পর্শ; শূন্যতাস্পর্শ, অনিমিত্তস্পর্শ, অপ্রনিহিতস্পর্শ; লোকিয়স্পর্শ, লোকোত্তরস্পর্শ; অতীতস্পর্শ, অনাগতস্পর্শ, বর্তমানস্পর্শ; যা এরূপ স্পর্শ, স্পর্শকরণ, সংস্পর্শ এবং সংস্পর্শকরণ—ইহাকে বলা হয় স্পর্শ।

"স্পর্শকে জ্ঞাত হয়ে" (ফস্সং পরিঞ্ঞায) বলতে তিন প্রকার পরিজ্ঞা (পরিজ্ঞান) দ্বারা স্পর্শকে জ্ঞাত হয়। যথা : ১) জ্ঞাত-পরিজ্ঞা দ্বারা, ২) তীরণ-পরিজ্ঞা দ্বারা এবং ৩) প্রহান-পরিজ্ঞা দ্বারা। জ্ঞাত-পরিজ্ঞান কিরূপ? এরূপে স্পর্শকে জানেন : ইহা চক্ষুসংস্পর্শ, ইহা শ্রোত্রসংস্পর্শ, ইহা ঘ্রাণসংস্পর্শ, ইহা জিহ্বাসংস্পর্শ, ইহা কায়সংস্পর্শ, ইহা মনসংস্পর্শ, ইহা অধিবচন সংস্পর্শ, ইহা প্রতিঘ সংস্পর্শ; ইহা সুখবেদনীয় সংস্পর্শ, ইহা দুঃখবেদনীয় সংস্পর্শ, ইহা অদুঃখ-অসুখবেদনীয় সংস্পর্শ। ইহা কুশলস্পর্শ, ইহা অকুশলস্পর্শ, ইহা অব্যাকৃতস্পর্শ; ইহা কামাবচরস্পর্শ, ইহা রূপাবচরস্পর্শ, ইহা অরূপাবচরস্পর্শ; ইহা শূন্যতাস্পর্শ, ইহা অনিমিত্তস্পর্শ, ইহা অপ্রনিহিতস্পর্শ; ইহা লোকিয়স্পর্শ, ইহা লোকোত্তরস্পর্শ; ইহা অতীতস্পর্শ, ইহা অনাগতস্পর্শ এবং ইহা বর্তমানস্পর্শ বলে জানেন, দেখেন—ইহাই জ্ঞাত-পরিজ্ঞান।

তীরণ-পরিজ্ঞান কিরূপ? এভাবে জ্ঞাত হয়ে স্পর্শকে অতিক্রম করেন। অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে, রোগরূপে, গণ্ডরূপে, শল্যরূপে, অনিষ্টরূপে,

পীড়ারূপে, পররূপে, ভগ্নরূপে, অশুভরূপে, উপদ্রবরূপে, ভয়রূপে, উপসর্গরূপে, ক্ষণিকরূপে, ভঙ্গুররূপে, অধ্রুবরূপে, অত্রাণরূপে, নিরাশ্রয়রূপে, অশরণরূপে, রিক্তরূপে, তুচ্ছরূপে, শূন্যরূপে, অনাত্মরূপে, আদীনবরূপে, বিপরিণামধর্মরূপে, অসাররূপে, অনিষ্টমূলরূপে, হত্যাকারীরূপে, বিভবরূপে, আসবসংযুক্তরূপে, সঙ্খতরূপে, মারামিষরূপে, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণধর্মরূপে, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মরূপে, সংক্লেশধর্মরূপে, সমুদয়রূপে, ধ্বংসরূপে, অস্বাদরূপে, আদীনবরূপে এবং নিঃসরণরূপে অতিক্রম করেন—ইহাই তীরণ-পরিজ্ঞান।

প্রহান-পরিজ্ঞান কিরূপ? এরূপে অতিক্রম করে স্পর্শে ছন্দরাগ পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, অপসারণ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। তাই ভগবান বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, স্পর্শসমূহে যে ছন্দরাগ তোমরা তা পরিত্যাগ কর। এরূপে সেই স্পর্শ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী হয়"—ইহাই প্রহান-পরিজ্ঞান। "ফস্সং পরিঞ্ঞায" (স্পর্শকে জ্ঞাত হয়ে) বলতে স্পর্শকে এই তিন প্রকার পরিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়ে জ্ঞাত হয়। **অনানুগিদ্ধো**তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলে। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর সেই আসক্তি প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রব্ধ, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে বলা হয় অগৃদ্ধ (অনাসক্ত)। তিনি রূপের প্রতি অনাসক্ত, শব্দের প্রতি অনাসক্ত, গন্ধের প্রতি অনাসক্ত, রসের প্রতি অনাসক্ত, স্পর্শের প্রতি অনাসক্ত; কুলের প্রতি... গণের প্রতি... আবাসের প্রতি... যশে... প্রশংসায়... সুখে... চীবরে... পিণ্ডপাতে... শয়নাসনে... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারে... কামধাতুতে... রূপধাতু... অরূপধাতু... কামভব... রূপভব... অরূপভব... সংজ্ঞাভব... অসংজ্ঞাভব... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব... একবোকার-ভব... চারি বোকার-ভব... পঞ্চবোকার-ভব... অতীত... অনাগত... বর্তমান... দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মসমূহের প্রতি অনাসক্ত, অনাবদ্ধ, অমূর্ছিত, নিষ্কলঙ্ক, আসক্তিহীন, আসক্তিবিগত, আসক্তিবর্জিত, আসক্তিপরিত্যক্ত, আসক্তিমুক্ত, আসক্তিপ্রহীন, আসক্তি অপসারিত, বীতরাগী, বিগতরাগী, রাগ বর্জনকারী, রাগ পরিত্যাক্তকারী, মুক্তরাগী, রাগ অপসারণকারী, রাগ পরিত্যাগকারী হয়ে মুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত (শান্তভাবপ্রাপ্ত) এবং সুখ অনুভবকারী হয়ে নিজেই ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন। এ অর্থে অনাসক্ত ব্যক্তি স্পর্শকে জ্ঞাত হয়ে—(ফস্সং পরিঞ্ঞায অনানুগিদ্ধো)।

যদত্তগরহী তদকুব্বমানোতি। "যদং" অর্থে যেই। "আত্ম-নিন্দাকারী" (অত্তগরহী) বলতে দুটি কারণে নিজেকে নিন্দা বা দোষারোপ করে—আত্মকৃত কর্ম দ্বারা এবং আত্ম-অকৃত কর্ম দ্বারা। কিরূপে আত্মকৃত কর্ম দ্বারা এবং আত্ম-অকৃত কর্ম দ্বারা নিজেকে দোষারোপ করে? আমার দ্বারা কায়দুশ্চরিত কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, কায়সুচরিত কর্ম সম্পাদিত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা বাক্‌দুশ্চরিত কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, বাকসুচরিত কর্ম সম্পাদিত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা মনোদুশ্চরিত কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, মনোসুচরিত কর্ম সম্পাদিত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা প্রাণিহত্যা করা হয়েছে, প্রাণিহত্যা হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা চুরি করা হয়েছে, চুরি হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা মিথ্যাকামাচার করা হয়েছে, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা মিথ্যাবাক্য বলা হয়েছে, মিথ্যাবাক্য হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা পিশুনবাক্য বলা হয়েছে, পিশুনবাক্য হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা কর্কশবাক্য ভাষিত হয়েছে, কর্কশবাক্য হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা সম্প্রলাপবাক্য ভাষিত হয়েছে, সম্প্রলাপবাক্য হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা অভিধ্যা (অতিলোভ) কৃত হয়েছে, অভিধ্যা হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা ব্যাপাদ কৃত হয়েছে, ব্যাপাদ হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পাদিত হয়েছে, মিথ্যাদৃষ্টি হতে বিরতি গৃহীত হয়নি—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। এভাবেই আত্মকৃত কর্ম দ্বারা এবং আত্ম-অকৃত কর্ম দ্বারা নিজেকে দোষারোপ করে। অথবা আমি শীলসমূহে অপরিপূর্ণকারী—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমি ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার (অরক্ষাকারী)—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমি ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমি জাগরণে অননুযুক্ত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমি স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে অসমন্নাগত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার চারি স্মৃতিপ্রস্থান অভাবিত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার চারি সম্যক প্রধান অভাবিত—

এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার চারি ঋদ্ধিপাদ অভাবিত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অভাবিত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার পঞ্চবল অভাবিত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভাবিত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভাবিত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার দুঃখ অপরিজ্ঞাত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার (দুঃখ) সমুদয় অপ্রহীন—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার মার্গ অভাবিত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। আমার নিরোধ অসাক্ষাৎকৃত—এভাবে নিজেকে দোষারোপ করে। এরূপেই আত্মকৃত কর্ম দ্বারা এবং আত্ম-অকৃত কর্ম দ্বারা নিজেকে দোষারোপ করে।

এরূপ আত্মনিন্দিত কর্ম করেন না, সম্পাদন করেন না, উৎপাদন করেন না, উৎপন্ন করেন না এবং পুনঃপুন সম্পাদন করেন না, আত্মনিন্দাকারী তা করেন না (যদত্তগরহী তদকুব্বমানো)। **ন লিম্পতী দিট্ঠসুতেসু ধীরো**তি। "প্রলেপ" (লেপো) বলতে দুই প্রকার প্রলেপ—তৃষ্ণা-প্রলেপ, দৃষ্টি-প্রলেপ... এটাই তৃষ্ণা-প্রলেপ... এটাই দৃষ্টি-প্রলেপ। "ধীর" (ধীরো) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিভাবী, মেধাবী। ধীর ব্যক্তি তৃষ্ণা-প্রলেপকে ত্যাগ করে দৃষ্টিপ্রলেপকে পরিহার করে দৃষ্ট বিষয়ে লিপ্ত হন না, শ্রুত বিষয়ে লিপ্ত হন না, অনুমিত বিষয়ে লিপ্ত হন না, বিজ্ঞাত বিষয়ে লিপ্ত হন না, প্রলিপ্ত হয় না, উপলিপ্ত হয় না। অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত, অনুপলিপ্ত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—ধীর ব্যক্তি দৃষ্ট-শ্রুত বিষয়সমূহে লিপ্ত হন না (ন লিম্পতী দিট্ঠসুতেসু ধীরোতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''উভোসু অন্তেসু ৰিনেয্য ছন্দং, ফস্সং পরিঞ্ঞায অনানুগিদ্ধো।
> যদত্তগরহী তদকুব্বমানো, ন লিম্পতী দিট্ঠসুতেসু ধীরো''তি॥

১৪. সঞ্ঞং পরিঞ্ঞা ৰিতরেয্য ওঘং, পরিগ্গহেসু মুনি নোপলিত্তো।
অব্বূল্হসল্লো চরমপ্পমত্তো, নাসীসতী লোকমিমং পরঞ্চ॥

অনুবাদ : সংজ্ঞাকে পরিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে ওঘ অতিক্রম করেন, মুনি পরিগ্রহসমূহে উপলিপ্ত হন না। শল্যমুক্ত অপ্রমত্ত (ভিক্ষু) অবস্থানকালে ইহলোক ও পরলোক বাসনা করেন না।

সঞ্ঞং পরিঞ্ঞা ৰিতরেয্য ওঘন্তি। "সংজ্ঞা" (সঞ্ঞা) বলতে কামসংজ্ঞা, ব্যাপাদসংজ্ঞা, বিহিংসাসংজ্ঞা, নৈষ্ক্রম্যসংজ্ঞা, অব্যাপাদসংজ্ঞা,

অবিহিংসাসংজ্ঞা, রূপসংজ্ঞা, শব্দসংজ্ঞা, গন্ধসংজ্ঞা, রসসংজ্ঞা, স্পর্শসংজ্ঞা, ধর্মসংজ্ঞা—যা এরূপ সংজ্ঞা সঞ্জানন, সঞ্জাননতা, ইহাকে সংজ্ঞা বলা হয়। "সংজ্ঞাকে পরিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে" (সঞ্ঞং পরিঞ্ঞা) বলতে সংজ্ঞাকে তিন প্রকার পরিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়—জ্ঞাত-পরিজ্ঞা দ্বারা, তীরণ-পরিজ্ঞা দ্বারা, প্রহান-পরিজ্ঞা দ্বারা। জ্ঞাত-পরিজ্ঞা কিরূপ? সংজ্ঞাকে জানেন—ইহা কামসংজ্ঞা, ইহা ব্যাপাদসংজ্ঞা, ইহা বিহিংসাসংজ্ঞা, ইহা নৈষ্ক্রম্যসংজ্ঞা, ইহা অব্যাপাদসংজ্ঞা, ইহা অবিহিংসাসংজ্ঞা, ইহা রূপসংজ্ঞা, ইহা শব্দসংজ্ঞা, ইহা গন্ধসংজ্ঞা, ইহা রসসংজ্ঞা, ইহা স্পর্শসংজ্ঞা এবং ইহা ধর্মসংজ্ঞা বলে জানেন, দেখেন—ইহাই জ্ঞাত-পরিজ্ঞা।

তীরণ-পরিজ্ঞা কিরূপ? এভাবে জ্ঞাত হয়ে সংজ্ঞাকে অতিক্রম করেন। অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে, রোগরূপে, গণ্ডরূপে, শৈল্যরূপে, অনিষ্টরূপে, পীড়ারূপে, পররূপে, ভগ্নরূপে, অশুভরূপে, উপদ্রবরূপে, ভয়রূপে, উপসর্গরূপে, ক্ষণিকরূপে, ভঙ্গুররূপে... সমুদয়রূপে, ধ্বংসরূপে, আস্বাদরূপে, আদীনবরূপে এবং নিঃসরণরূপে অতিক্রম করেন—ইহাই তীরণ-পরিজ্ঞা।

প্রহান-পরিজ্ঞা কিরূপ? এভাবে অতিক্রম করে সংজ্ঞায় ছন্দরাগকে ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন। তাই ভগবান বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞায় যে ছন্দরাগ তা ত্যাগ কর। এভাবেই সেই সংজ্ঞা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয় এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী হয়"—ইহাই প্রহান-পরিজ্ঞা। "সংজ্ঞাকে পরিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে" (সঞ্ঞং পরিঞ্ঞা) বলতে সংজ্ঞাকে এই তিন প্রকার পরিজ্ঞা দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়ে। "ওঘ অতিক্রম করেন" (ৰিতরেয্য ওঘং) বলতে কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টি-ওঘ এবং অবিদ্যা-ওঘ পার হন, উত্তীর্ণ হন, অতিক্রম করেন, সমতিক্রম করেন, জয় করেন। এ অর্থে সংজ্ঞাকে পরিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে (সঞ্ঞং পরিঞ্ঞা ৰিতরেয্য ওঘং)।

পরিগ্গহেসুমুনি নোপলিত্তোতি। "পরিগ্রহ" (পরিগ্গহা) বলতে দুই প্রকার পরিগ্রহ—তৃষ্ণাপরিগ্রহ, দৃষ্টিপরিগ্রহ... এটাই তৃষ্ণাপরিগ্রহ... এটাই দৃষ্টিপরিগ্রহ। **মুনী**তি। প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি; সেই জ্ঞানে সমন্নাগত মুনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। মুনিত্ব (জ্ঞানের পূর্ণতা) তিন প্রকার—১) কায়-মুনিত্ব (কায়সংযমে মুনিত্ব), ২) বাক-মুনিত্ব (বাক্যসংযমে মুনিত্ব) এবং ৩) মনো-মুনিত্ব (মনোসংযমে মুনিত্ব)।

কায়-মুনিত্ব কিরূপ? ত্রিবিধ কায়-দুশ্চরিতের প্রহান বা পরিত্যাগই কায়-মুনিত্ব, ত্রিবিধ কায়-সুচরিতই কায়-মুনিত্ব, কায়ালম্বনে জ্ঞানই কায়-মুনিত্ব, কায়-পরিজ্ঞানই কায়-মুনিত্ব, পরিজ্ঞানসহগত মার্গই কায়-মুনিত্ব, কায়ে ছন্দরাগ প্রহানই কায়-মুনিত্ব, কায়সংস্কার নিরোধ ও চতুর্থ ধ্যান-সমাপত্তিই কায়-মুনিত্ব—এটাই কায়-মুনিত্ব।

বাক-মুনিত্ব কিরূপ? চতুর্বিধ বাক্য-দুশ্চরিতের প্রহান বা পরিত্যাগই বাক-মুনিত্ব, চতুর্বিধ বাক্য-সুচরিতই বাক-মুনিত্ব, বাক্যালম্বনে জ্ঞানই বাক-মুনিত্ব, বাক্য-পরিজ্ঞানই বাক-মুনিত্ব, পরিজ্ঞানসহগত মার্গই বাক-মুনিত্ব, বাক্যে ছন্দরাগ প্রহানই বাক-মুনিত্ব, বাক্যসংস্কার নিরোধ ও দ্বিতীয় ধ্যান-সমাপত্তিই বাক-মুনিত্ব—এটাই বাক-মুনিত্ব।

মনো-মুনিত্ব কিরূপ? ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিতের প্রহান বা পরিত্যাগই মনো-মুনিত্ব, ত্রিবিধ মনোসুচরিতই মনো-মুনিত্ব, চিত্তালম্বনে জ্ঞানই মনো-মুনিত্ব, চিত্তপরিজ্ঞানই মনো-মুনিত্ব, পরিজ্ঞানসহগত মার্গই মনো-মুনিত্ব, চিত্তে ছন্দরাগ প্রহানই মনো-মুনিত্ব, চিত্তসংস্কার নিরোধ ও সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধই মনো-মুনিত্ব—এটাই মনো-মুনিত্ব।

‘‘কাযমুনিং ৰাচামুনিং, মনোমুনিমনাসৰং।
মুনিং মোনেয্যসম্পন্নং, আহু সব্বপ্পহাযিনং॥
‘‘কাযমুনিং ৰাচামুনিং, মনোমুনিমনাসৰং।
মুনিং মোনেয্যসম্পন্নং, আহু নিন্হাতপাপক’’ন্তি॥

অনুবাদ : “কায়মুনি, বাকমুনি ও মনোমুনিকে আসবহীন বলা হয়, মুনিত্বসম্পন্ন মুনিকে সর্ব পরিত্যাগকারী বলা হয়। কায়মুনি, বাকমুনি ও মনোমুনিকে আসবহীন বলা হয়, মুনিত্বসম্পন্ন মুনিকে পাপবিধৌতক বলা হয়।”

এই তিন প্রকার মুনিত্বধর্মে সমন্বিত ছয়জন মুনি (বিদ্যমান); যথা : আগারমুনি, অনাগারমুনি, শৈক্ষ্যমুনি, অশৈক্ষ্যমুনি, প্রত্যেকমুনি (বা স্বতন্ত্রমুনি) ও মুনিমুনি। আগারমুনি কারা? যেই আগারিকগণ দৃষ্টপদ (মুক্তির পথ দর্শন করেছেন এমন), বিজ্ঞাতশাসন—এরা আগারমুনি। অনাগারমুনি কারা? যেই প্রব্রজিতগণ দৃষ্টপদ, বিজ্ঞাতশাসন—এরা অনাগারমুনি। সাতজন শৈক্ষ্য শৈক্ষ্যমুনি। অর্হৎগণ অশৈক্ষ্যমুনি। প্রত্যেকবুদ্ধগণ প্রত্যেকমুনি। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণকে মুনিমুনি বলা হয়।

‘‘ন মোনেন মুনি হোতি, মূল্হরূপো অৰিদ্দসু।
যো চ তুলংৰ পগ্গযহ, ৰরমাদায পণ্ডিতো॥

‘‘পাপানি পরিৰজ্জেতি, স মুনি তেন সো মুনি।
যো মুনাতি উভো লোকে, মুনি তেন পৰুচ্চতি॥
‘‘অসতঞ্চ সতঞ্চ ঞত্বা ধম্মং, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সব্বলোকে।
দেৰমনুস্সেহি পূজিতো যো, সঙ্গজালমতিচ্চ সো মুনী’’তি॥

অনুবাদ : “মূর্খ, অজ্ঞানী লোক কেবল মৌনাবলম্বন দ্বারা মুনি হয় না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি মানদণ্ড নিয়ে (ভালো-মন্দ বিচারপূর্বক) উত্তম বিষয় গ্রহণ করে পাপসমূহ পরিবর্জন করেন, তদ্দ্বারা তিনিই মুনি হন এবং এই কারণে তাঁকে মুনি বলা হয়। যিনি (অধ্যাত্ম-বাহ্যিক) উভয় লোকে মনন করেন, তার দ্বারা তিনি মুনি বলে অভিহিত হন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক সর্বলোকে অসাত (অপ্রিয়) ও সাত বা প্রিয়ধর্ম জ্ঞাত হয়ে যিনি দেব-মনুষ্য দ্বারা পূজিত হন, সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন।”

“প্রলেপ” (লেপা) বলতে দুই প্রকার প্রলেপ—তৃষ্ণাপ্রলেপ এবং দৃষ্টিপ্রলেপ... ইহা তৃষ্ণাপ্রলেপ... ইহা দৃষ্টিপ্রলেপ। মুনি তৃষ্ণাপ্রলেপকে পরিত্যাগ করে দৃষ্টিপ্রলেকে বিসর্জন করে পরিগ্রহসমূহে লিপ্ত হন না, প্রলিপ্ত হন না, উপলিপ্ত হন না। অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত, অনুপলিপ্ত, নিক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে মুনি পরিগ্রহসমূহে উপলিপ্ত হন না (পরিগ্গহেসু মুনি নোপলিত্তো)।

অব্বূল্হসল্লো চরমপ্পমত্তোতি। “শল্য” (সল্লং) বলতে সাত প্রকার শৈল্য—রাগশল্য, দ্বেষশল্য, মোহশল্য, মানশল্য, দৃষ্টিশল্য, শোকশল্য, বিচিকিৎসাশল্য। যাঁর এই শল্যসমূহ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে; তাঁকে শল্য অপসারিত, শল্যনির্গত, শল্যউদ্ধৃত, শল্যসমুদ্ধৃত, শল্য উৎপাটিত, শল্য সমুৎপাটিত, শল্য পরিত্যক্ত, শল্যনিক্ষিপ্ত, শল্যমুক্ত, শল্যপ্রহীন, শল্যপ্রশমিত বলা হয়; এবং তিনি মুক্ত, নিবৃত, শীতিভূত (শান্ত), সুখানুভবকারী হয়ে নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থান করেন। এ অর্থে শল্যমুক্ত (অব্বূল্হসল্লো)।

“বিচরণকালে” (চরং) বলতে চলাকালে, অবস্থানকালে, অভ্যাসকালে, অবস্থিতিকালে, পালনকালে, যাপনকালে, জীবন-যাপনকালে। “অপ্রমত্ত” (অপ্পমত্তো) বলতে কুশলধর্মসমূহে উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রচেষ্টাকারী, অনলস, অদম্যছন্দানুসারী (অনিকিখত্তচ্ছন্দো), অনিক্ষিপ্তধুর (কার্যভার অপরিত্যাগী)। “আমি কিরূপে অপরিপূর্ণ শীলস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করতে পারি, পরিপূর্ণ শীলস্কন্ধকে সেই সেই স্থানে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগ্রহ করতে পারি?” তথায় কুললধর্মসমূহে যা ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা

(অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায় ও অপ্রমাদ। "আমি কিরূপে অপরিপূর্ণ সমাধিস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করতে পারি, পরিপূর্ণ সমাধিস্কন্ধকে সেই সেই স্থানে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগ্রহ করতে পারি?" তথায় কুশলধর্মসমূহে...। "আমি কিরূপে অপরিপূর্ণ প্রজ্ঞাস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করতে পারি... বিমুক্তিস্কন্ধকে... বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন-স্কন্ধকে পরিপূর্ণ করতে পারি, পরিপূর্ণ বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন-স্কন্ধকে সেই সেই স্থানে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগ্রহ করতে পারি?" তথায় কুললধর্মসমূহে যা ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা (অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায় ও অপ্রমাদ। "আমি কিরূপে অপরিজ্ঞাত দুঃখকে পরিজ্ঞাত হতে পারি, অপ্রহীন ক্লেশসমূহকে পরিত্যাগ করতে পারি, অভাবিত মার্গকে ভাবিত করতে পারি এবং অসাক্ষাৎকৃত নিরোধকে সাক্ষাৎ করতে পারি?" তথায় কুললধর্মসমূহে যা ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা (অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায় ও অপ্রমাদ। এ অর্থে শল্যমুক্ত অপ্রমত্ত (ভিক্ষু) অবস্থানকালে (অব্বূল্‌হসল্লো চরমপ্পমত্তো)।

"ইহলোক ও পরলোক আশা করেন না" (নাসীসতী লোকমিমং পরঞ্চ) বলতে ইহলোককে নিজস্বরূপে আশা করেন না, পরলোককে পররূপে আশা করেন না; ইহলোক এবং নিজের রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানকে আশা করেন না, পরলোক এবং অপরের রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানকে আশা করেন না; ইহলোক এবং ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন আশা করেন না, পরলোক এবং ছয় বাহ্যিক আয়তন আশা করেন না; ইহলোক এবং মনুষ্যলোককে আশা করেন না, পরলোক এবং দেবলোককে আশা করেন না। ইহলোক এবং কামধাতু আশা করেন না, পরলোক, রূপধাতু এবং অরূপধাতু আশা করেন না। ইহলোক, কামধাতু এবং রূপধাতু আশা করেন না, পরলোক এবং অরূপধাতু আশা করেন না। পুনর্বার গতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসার অথবা আবর্তন আশা করেন না, ইচ্ছা করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, প্রার্থনা করেন না, স্পৃহা করেন না, অভিলাষ করেন না—নাসীসতী লোকমিমং পরঞ্চাতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

''সঞঞং পরিঞঞা ৰিতরেয্য ওঘং, পরিগ্গহেসু মুনি নোপলিত্তো।
অব্বূল্‌হসল্লো চরমপ্পমত্তো, নাসীসতী লোকমিমং পরঞ্চা''তি॥

[গুহা-অষ্টক সূত্র বর্ণনা দ্বিতীয়]

৩. দুষ্ট–অষ্টক সূত্র বর্ণনা

অতঃপর দুষ্ট-অষ্টক সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

১৫. ৰদন্তিৰে দুট্ঠমনাপি একে, অথোপি ৰে সচ্চমনা ৰদন্তি।
ৰাদঞ্চ জাতং মুনি নো উপেতি, তস্মা মুনী নত্থি খিলো কুহিঞ্চি॥

অনুবাদ : কেউ কেউ প্রদুষ্টমনে অপবাদ করে, কেউ কেউ সত্যমনা হয়ে অপবাদ করে। মুনি উৎপন্ন অপবাদে উপনীত হন না, তাই মুনির কোথাও খিল থাকে না।

"কোনো কোনো জন প্রদুষ্টমনে অপবাদ করে" (ৰদন্তি ৰে দুট্ঠমনাপি একে) বলতে সেই তৈর্থিকেরা ভগবান এবং ভগবানের ভিক্ষুসংঘকে প্রদুষ্টমনে, বিরুদ্ধমনে, প্রতিবিরুদ্ধ মনে, আহত মনে, প্রত্যাহত মনে, আঘাতপ্রাপ্ত মনে এবং প্রত্যাঘাতপ্রাপ্ত মনে অভূতভাবে অপবাদ করে, নিন্দা করে—ৰদন্তি ৰে দুট্ঠমনাপি একে।

"অন্যেরা সত্যমনা হয়ে অপবাদ করে" (অথোপি ৰে সচ্চমনা ৰদন্তি) বলতে সেই তির্থিয়দের মধ্যে যারা শ্রদ্ধান্বিত, বিশ্বস্ত, সম্মানিত, সত্যমনা, সত্যসংজ্ঞী, ভূতমনা, ভূতসংজ্ঞী, তথমনা (সত্যমনা), তথসংজ্ঞী, যথার্থমনা, যথার্থসংজ্ঞী, অবিপরীতমনা, অবিপরীতসংজ্ঞী তারা ভগবান এবং ভগবানের ভিক্ষুসংঘকে অভূতভাবে অপবাদ করে, নিন্দা করে—অথোপি বে সচ্চমনা বদন্তি।

ৰাদঞ্চ জাতং মুনি নো উপেতীতি। সেই অপবাদ, অপরের ক্রোধ, আক্রোশ ও উপবাদ ভগবান এবং ভিক্ষুসংঘের জন্য অভূতভাবে জাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, পুনরুৎপন্ন, প্রাদুর্ভূত, আবির্ভাব হয়—অপবাদ উৎপন্ন হয় (ৰাদঞ্চ জাতং)। **মুনি নো উপেতী**তি। **মুনী**তি। প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি। সেই জ্ঞানে সমন্নাগত মুনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন।" যে অপবাদে লিপ্ত হয় সে দুটি কারণে অপবাদে লিপ্ত হয়—১) কারক বা কার্য সম্পাদনে অপবাদে লিপ্ত হয় অথবা বলার সময়, অপবাদ করার সময় কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, একগুঁয়ে হয়, ক্রোধ-দ্বেষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে ২) আমি অকারক বলে যে অপবাদে লিপ্ত হয়, সে দুটি কারণে অপবাদে লিপ্ত হয়। মুনি দুটি কারণে অপবাদে লিপ্ত হয় না। অকারক মুনি অকারকের-হেতুতে অপবাদে লিপ্ত হয় না। পুনঃ বলার সময়, দোষারোপ করার সময় কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, একগুঁয়ে হয় না, ক্রোধ-দ্বেষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে

না। আমি অকারক বলে মুনি এই কারণে অপবাদে লিপ্ত হয় না, পতিত হয় না, সংস্পৃষ্ট হয় না, নিবিষ্ট হয় না—ৰাদঞ্চ জাতং মুনি নো উপেতি। অর্থাৎ মণি অপবাদে লিপ্ত হয় না।

তস্মা মুনী নত্থি খিলো কুহিঞ্চীতি। "তদ্ধেতু" (তস্মা) বলতে তদ্ধেতু, সেই কারণে, সেই হেতুতে, সেই প্রত্যয়ে এবং সেই প্রসঙ্গে মুনির আহতচিত্তভাব ও রূঢ়তা উৎপন্ন হয় না। পাঁচ প্রকার চিত্তের খিল (মানসিক পাপ) নেই, ত্রিবিধ খিল নেই। রাগখিল, দ্বেষখিল, মোহখিল নেই, থাকে না, বিদ্যমান থাকে না, অনুভব হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, অনুৎপন্নশীল ও জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। "কোথাও" (কুহিঞ্চি) বলতে আধ্যাত্মে না বাহ্যিকে, নাকি আধ্যাত্ম-বাহ্যিকে কোন স্থানে, কোন বিষয়ে, কোথায়? এ অর্থে মুনির কোথাও খিল থাকে না (তস্মা মুনী নত্থি খিলো কুহিঞ্চীতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''ৰদন্তি ৰে দুট্‌ঠমনাপি একে, অথোপি ৰে সচ্চমনা ৰদন্তি।
ৰাদঞ্চ জাতং মুনি নো উপেতি, তস্মা মুনী নত্থি খিলো কুহিঞ্চী''তি॥

১৬. সকঞ্হি দিট্‌ঠিং কথমচ্চযেয্য, ছন্দানুনীতো রুচিযা নিৰিট্‌ঠো।
সযং সমত্তানি পকুব্বমানো, যথা হি জানেয্য তথা ৰদেয্য॥

অনুবাদ : ইচ্ছায় পরিচালিত, অভিরুচিতে নিবিষ্ট ব্যক্তি নিজের মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রম করবে কি? নিজে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেভাবে জানবে, সেভাবেই বলবে।

সকঞ্হি দিট্‌ঠিং কথমচ্চযেয্যাতি। সেই তীর্থিয়গণ সুন্দরী পরিব্রাজিকাকে হত্যা করে (সে হত্যাজনিত অপবাদ) শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণের অগুণ প্রকাশ করে "এরূপে আমরা এই লাভ, যশ, সৎকার, সম্মান, ফিরিয়ে আনব" বলে (তারা) এরূপ দৃষ্টিক, এরূপ ইচ্ছাকারী, এরূপ রুচিশীল, এরূপ ধারণাকারী, এরূপ সংকল্পী এবং এরূপ অভিপ্রায়ী হয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেদের সেই দৃষ্টি, ইচ্ছা, রুচি, ধারণা, সংকল্প, অভিপ্রায় পূর্ণ করতে সক্ষম হয়নি। অতঃপর সেই অপবাদ তাদের উপরই চেপেছিল। এ অর্থে নিজের মিথ্যাদৃষ্টি কিরূপে অতিক্রম করবে? (সকঞ্হি দিট্‌ঠিং কথমচ্চযেয্য)। অথবা যে এরূপ মতবাদী—"লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" যে এরূপ মতবাদী, সে নিজের দৃষ্টি, ইচ্ছা, রুচি, ধারণা, সংকল্প ও অভিপ্রায় কিরূপে অতিক্রম, অতিক্রমণ, সমতিক্রম এবং জয় করবে? তার কারণ কী? তার

সেই দৃষ্টি সেরূপে পূর্ণ, অধিকৃত, গৃহীত, সংস্পৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত ও অধিমুক্ত হয়ে থাকে। এ অর্থে নিজের মিথ্যাদৃষ্টি কিরূপে অতিক্রম করবে? (সকঞ্চিহ দিট্ঠিং কথমচ্চযেয্য)। "লোক অশাশ্বত... লোক অন্তবান... লোক অনন্তবান... যেই জীব সেই শরীর... অন্য জীব অন্য শরীর... মরণের পর তথাগত থাকেন... মরণের পর তথাগত থাকেন না... মরণের পর তথাগত থাকেন, থাকেন না... মরণের পর তথাগত থাকেন না, না থাকেন তাও নহে, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" যে এরূপ মতবাদী, সে নিজের দৃষ্টি, ইচ্ছা, রুচি, ধারণা, সংকল্প ও অভিপ্রায় কিরূপে অতিক্রম, অতিক্রমণ, সমতিক্রম এবং জয় করবে? তার কারণ কী? তার সেই দৃষ্টি সেরূপে পূর্ণ, অধিকৃত, গৃহীত, সংস্পৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত ও অধিমুক্ত হয়ে থাকে। এ অর্থে নিজের মিথ্যাদৃষ্টি কিরূপে অতিক্রম করবে? (সকঞ্চিহ দিট্ঠিং কথমচ্চযেয্য)।

ছন্দানুনীতো রুচিযা নিৰিট্ঠোতি। "ছন্দে পরিচালিত হয়" (ছন্দানুনীতো) বলতে নিজের দৃষ্টিতে, নিজের ইচ্ছাতে, নিজের রুচিতে, নিজের ধারণায় চালিত হয়, অনুগামী হয়, নীত হয়, পরিচালিত হয়, আহরিত হয়। যেমন : মানুষ হস্তিযানে, অশ্বযানে, রথযানে, গোযানে, ভেড়াযানে, মেষযানে, উটযানে, গাধাযানে করে চালিত হয়, অনুগামী হয়, নীত হয় এবং আহরিত হয়; ঠিক এরূপে আত্মদৃষ্টি দ্বারা, নিজের ইচ্ছা দ্বারা, নিজের রুচি দ্বারা এবং নিজের ধারণায় চালিত হয়, অনুগামী হয়, নীত হয়, পরিচালিত হয়, আহরিত হয়। এ অর্থে ছন্দে পরিচালিত হয় (ছন্দানুনীতো)। "রুচিতে নিবিষ্ট হয়" (রুচিযা নিৰিট্ঠো) বলতে নিজের দৃষ্টিতে, নিজের রুচিতে, নিজের ধারণায় নিবিষ্ট, প্রতিষ্ঠিত, আবদ্ধ, উপগত, আকাঙ্ক্ষিত এবং অধিমুক্ত বা অভিনিবিষ্ট হয়। এ অর্থে ছন্দে পরিচালিত, রুচিতে নিবিষ্ট হয় (ছন্দানুনীতো রুচিযা নিৰিট্ঠো)।

সযং সমত্তানি পকুব্বমানোতি। নিজে পূর্ণ করেন, পরিপূর্ণ করেন, সম্পূর্ণ করেন এবং অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রমুখ্য, উত্তম ও প্রবর করেন। "এই শাস্তা সর্বজ্ঞ" বলে নিজে পূর্ণ করেন, পরিপূর্ণ করেন, সম্পূর্ণ করেন এবং অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রমুখ্য, উত্তম ও প্রবর করেন। "এই ধর্ম সুব্যাখ্যাত... এই গণ সুপ্রতিপন্ন... এই দৃষ্টি সম্যক... এই প্রতিপদা সুপ্রজ্ঞাপ্ত... এবং এই মার্গ মুক্তিদায়ক" বলে নিজে পূর্ণ করেন, পরিপূর্ণ করেন, সম্পূর্ণ করেন এবং অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রমুখ্য, উত্তম ও প্রবর করেন; এবং জন্ম দেন, সঞ্জানন করেন, উৎপন্ন করেন, উৎপাদন করেন—সযং সমত্তানি পকুব্বমানো।

“যেভাবে জানবেন সেভাবে বলবেন” (যথা হি জানেয্য তথা ৰদেয্য) বলতে যেরূপে জানবেন সেরূপে বলবেন, কথায় প্রকাশ করবেন, ভাষণ করবেন, বর্ণনা করবেন, ব্যাখ্যা করবেন। “লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে” এভাবে যেরূপে জানবেন সেরূপে বলবেন, কথায় প্রকাশ করবেন, ভাষণ করবেন, বর্ণনা করবেন, ব্যাখ্যা করবেন। “লোক অশাশ্বত... মরণের পর তথাগত থাকেন না, না থাকেন তাও নহে, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে” এভাবে যেরূপে জানবেন সেরূপে বলবেন, কথায় প্রকাশ করবেন, ভাষণ করবেন, বর্ণনা করবেন, ব্যাখ্যা করবেন। এ অর্থে যেভাবে জানবে, সেভাবে বলবে। (যথা হি জানেয্য তথা ৰদেয্য)।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘সকঞ্হি দিট্ঠিং কথমচ্চযেয্য, ছন্দানুনীতো রুচিযা নিৰিট্ঠো।
সযং সমত্তানি পকুব্বমানো, যথা হি জানেয্য তথা ৰদেয্যা’’তি॥

১৭. যো অত্তনো সীলৰতানি জন্তু, অনানুপুট্ঠোৰ পরেস পাৰ।
অনরিযধম্মং কুসলা তমাহু, যো আতুমানং সযমেৰ পাৰ॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি নিজের শীল-ব্রতাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত না হয়েও অন্যজনের কাছে বলে; সেই আত্মপ্রসংসাকারী ব্যক্তিকে পণ্ডিতগণ অনার্য (অসাধু) বলে থাকেন।

যো অত্তনো সীলৰতানি জন্তূতি। “যে” (যো) বলতে যে, যাদৃশ, যথাযুক্ত, যথাবিহিত, যথাপ্রকার, যেই স্থান (বা বিষয়)-প্রাপ্ত এবং যেই ধর্মে সমন্নাগত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, প্রব্রজিত, দেবতা বা মানুষ। “শীল-ব্রতাদি” (সীলৰতানি) অর্থে শীল আছে, ব্রত আছে; ব্রত আছে, শীল নেই। শীল-ব্রত কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ-সংবরশীলে সংযত (অধিষ্ঠিত) হয়ে অবস্থান করেন, আচার-গোচর বা সচ্চরিত্রসম্পন্ন হন, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়সমূহে (পাপে) ভয়দর্শী হন এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন। তথায় যা সংযম, সংবর ও নিরপরাধ, তা-ই শীল। যা সংকল্প (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা), তা-ই ব্রত। সংবরার্থে শীল, সংকল্পার্থে ব্রত, একেই শীল-ব্রত বলা হয়। ব্রত কীরূপ, যা শীল নয়? আট প্রকার ধুতাঙ্গ; যথা : ১) আরণ্যিক ধুতাঙ্গ, ২) পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ, ৩) পাংশুকূলিক ধুতাঙ্গ, ৪) ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গ, ৫) সপদানচারিক (ক্রমান্বয়ে পিণ্ডাচরণ) ধুতাঙ্গ, ৬) খলুপশ্চাৎভক্তিক ধুতাঙ্গ, ৭) নৈসজ্জিক (নেসজ্জিক) ধুতাঙ্গ, এবং ৮) যথাসন্তুষ্টিক (যথাসন্থতিক) ধুতাঙ্গ—এগুলোকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়।

দৃঢ়বীর্যসহকারে সংকল্প করাকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়। যেমন "দেহের রক্ত-মাংস ক্ষীণ হয়ে ইচ্ছানুরূপ চর্ম-স্নায়ু-অস্থিসমূহ অবশিষ্ট থাকুক। সেই পুরুষশক্তিতে, পুরুষবলে, পুরুষবীর্যে ও পুরুষপরাক্রমে প্রাপ্তব্য-বিষয় লাভ না করা পর্যন্ত বীর্যের (বা দৃঢ় সংকল্পের) অবস্থান হবে" এরূপে চিত্তকে দমন করা, প্রতিরোধ করা। এরূপ বীর্যসংকল্পকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়।

''নাসিস্সং ন পিৰিস্সামি, ৰিহারতো ন নিকখমে।
নপি পস্সং নিপাতেস্সং, তন্হাসল্লে অনূহতে''তি॥

অনুবাদ : তৃষ্ণাশল্যকে সমূলে উৎপাটিত না করা পর্যন্ত আমি এই (অবস্থান) ছেড়ে যাব না, (পানীয়-জলাদি) পান করব না, বিহার হতে বের হবো না; কোনো কিছু দেখব না এবং এখান থেকে প্রত্যাগমন করব না।

(এরূপে) চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ করা হয়। এরূপ দৃঢ়বীর্যে সংকল্প করাকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়। "আমি তাবৎ এই পদ্মাসন ত্যাগ করব না, যাবৎ আমার চিত্ত অনাসক্ত হয়ে আসবসমূহ হতে বিমুক্ত না হয়"—এরূপে চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ করা হয়। এরূপ বীর্য-সংকল্পকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়। "আমি তাবৎ এই আসন হতে উঠব না, চঙ্ক্রমণ করব না, বিহার হতে বের হবো না, অড্‌ঢযোগ (অর্ধছাদযুক্ত বিহার বা আবাস) হতে নিষ্ক্রমণ করব না, প্রাসাদ হতে বের হবো না, হর্ম্য প্রাসাদ (ইষ্টকাদি দিয়ে নির্মিত ভবন) হতে নামব না, গুহা হতে বের হবো না, লেণ বা পর্বতগুহা হতে নিষ্ক্রমণ করব না, কুঠির হতে বের হবো না, কূটাগার হতে নিষ্ক্রমণ করব না, অট্টালিকা হতে নামব না, শ্রেণী (সারি) হতে বের হবো না, পর্ণকুঠির (উদ্দণ্ড) হতে নিষ্ক্রমণ করব না, উপস্থানশালা হতে বের হবো না, মণ্ডপ হতে সরে যাব না এবং বৃক্ষমূল ত্যাগ করব না; যাবৎ আমার চিত্ত অনাসক্ত হয়ে আসবসমূহ হতে বিমুক্ত না হয়" এভাবে চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ করা হয়। এরূপ বীর্যসংকল্পকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়। "এই পূর্বাহ্ণ সময়ে আমি আর্যধর্ম আহরণ করব, আনয়ন করব, অর্জন করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব"—এরূপে চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ করা হয়। এরূপ বীর্যসংকল্পকে ব্রত বলা হয, শীল নয়।

"এই মধ্যাহ্ন সময়ে, সায়াহ্ন সময়ে, সকালে" (মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে), বিকালে (অপরাহ্ণ সময়ে), প্রথম যামে, মধ্যম যামে, শেষ যামে, ঠিক সময়ে, জ্যোৎস্না রাতে (শুক্লপক্ষে), বর্ষাকালে, হেমন্তকালে, গ্রীষ্মকালে, প্রথম বয়সে, মধ্যম বয়সে, শেষ বয়সে আর্যধর্ম আহরণ করব, আনয়ন করব, অর্জন করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব"—এরূপে চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ

করা হয়। এরূপ বীযসংকল্পকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়। "জন্তু বা জীব" (জন্তু) বলতে সত্ত্ব, নর, মানব পুরুষ, পুদ্গাল, জীব, প্রাণী (জাগু), ব্যক্তি, মানুষ, মনুষ্য (মনুজ)—যে ব্যক্তি নিজের শীল-ব্রতাদি (যো অত্তনো সীলৰতানি জন্তু)।

অনানুপুট্ঠোৰ পরেস পাৰাতি। "অপরের" (পরেসং) বলতে পরের, ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের, বৈশ্যের, শূদ্রের, গৃহস্থের, প্রব্রজিতের, দেবগণের, মানুষের। "জিজ্ঞাসিত না হয়ে" (অনানুপুট্ঠো) অর্থে প্রশ্ন না করে, জিজ্ঞাসা না করে, যাচঞা বা প্রার্থনা না করে, আকাঙ্ক্ষা না করে (অনজ্ঝেসিতো) ও প্রসাদিত (প্রসন্ন) না হয়ে। "বলে" (পাৰ) বলতে নিজের শীল বা ব্রত অথবা শীলব্রত সম্বন্ধে বলা। আমি শীলবান, আমি ব্রতসম্পন্ন, আমি শীলব্রতসম্পন্ন; আমি এই জাতি, এই গোত্র, এই কুলপুত্র; আমার এরূপ বর্ণসৌন্দর্য (সুদর্শন), এরূপ ধন, এরূপ অধ্যয়ন (শিক্ষা), এরূপ কর্মায়তন, এরূপ শিল্পায়তন (শিল্পবিদ্যা), এরূপ বিদ্যাস্থান (অনুধ্যানের বিষয়), এরূপ শ্রুত, এরূপ প্রতিভাণ ও অন্যতর অন্যতর বিষয়ে বলা। আমি উচ্চকুল হতে প্রব্রজিত, আমি মহাকুল হতে প্রব্রজিত, আমি মহাভোগকুল হতে প্রব্রজিত, আমি বিপুল ভোগৈশ্বর্যসম্পন্ন কুল হতে প্রব্রজিত। আমি সগৃহস্থ প্রব্রজিতদের মধ্যে (সবচেয়ে) অভিজ্ঞ, যশস্বী; আমি চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-রুগ্নপ্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার (ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী)-লাভী।" "আমি সূত্রান্তিক" (সূত্রধর), আমি বিনয়ধর, আমি ধর্মকথিক। আমি আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক, ত্রিচীবরিক, সপদানচারিক, খলুপশ্চাৎভত্তিক, নৈসজ্জিক ও যথাসংস্তৃতিক (যথাসন্থতিক) ধুতাঙ্গধারী। আমি প্রথম ধ্যানলাভী, আমি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী, আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী, আমি আকাশ-অনন্তায়তন-সমাপত্তিলাভী, আমি বিজ্ঞান-অনন্তায়তন-সমাপত্তিলাভী, আমি আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তিলাভী এবং আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিলাভী" বলে প্রকাশ করে, বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে ও ব্যাখ্যা করে—এভাবে জিজ্ঞাসিত না হয়েও অপরকে বলে (অনানুপুট্ঠোৰ পরেসং পাৰ)।

অনরিযধম্মং কুসলা তমাহূতি। "কুশল বা পণ্ডিতগণ" (কুসলা) বলতে যারা সেই পঞ্চস্কন্ধে কুশল বা দক্ষ, চারি ধাতু সম্বন্ধে দক্ষ, ষড়ায়তনে দক্ষ, প্রতীত্য-সমুৎপাদে দক্ষ, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে দক্ষ, চারি সম্যক প্রধানে দক্ষ, চারি ঋদ্ধিপাদে অভিজ্ঞ, পঞ্চেন্দ্রিয়ে অভিজ্ঞ, পঞ্চবলে অভিজ্ঞ, সপ্ত বোধ্যঙ্গে অভিজ্ঞ, চারি মার্গে অভিজ্ঞ, চারি ফলে দক্ষ ও নির্বাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ; তারা

এরূপ বলেছিলেন, "ইহা অনার্যের ধর্ম, আর্যদের ধর্ম নয়; ইহা মূর্খদের ধর্ম, পণ্ডিতদের ধর্ম নয়; ইহা অসৎপুরুষের ধর্ম; ইহা সৎপুরুষের ধর্ম নয়।" তারা এরূপ বলেছিলেন, এভাবে বলেন, এভাবে ভাষণ করেন, এভাবে বর্ণনা করেন, এভাবে ব্যাখ্যা করেন, সাধু ব্যক্তিরা (পণ্ডিতেরা) এটাকে অনার্যধর্ম বলেন (অনরিযধম্মং কুসলা তমাহু)।

যো আতুমানং সযমেৰ পাৰাতি। "আত্মা" (আতুমা) বলতে আত্ম বা নিজ। "নিজে নিজেই বলে" (সযমেৰ পাৰ) অর্থে নিজের সম্বন্ধে নিজেই এভাবে ভাষণ করে : "আমি শীলবান, আমি ব্রতসম্পন্ন, আমি শীলব্রতসম্পন্ন, আমি এই জাতি, এই গোত্র, এই কুলপুত্র, আমার এরূপ বর্ণসৌন্দর্য, এরূপ ধন, এরূপ কর্মায়তন, এরূপ শিল্পায়তন (শিল্পবিদ্যা), এরূপ বিদ্যাস্থান (অনুধ্যানের বিষয়), এরূপ শ্রুত, এরূপ প্রতিভাণ বা অন্যতর অন্যতর বিষয়ে নিজের সম্বন্ধে নিজেই ভাষণ করে। আমি উচ্চকুল হতে প্রব্রজিত, আমি মহাকুল হতে প্রব্রজিত, আমি মহাভোগকুল হতে প্রব্রজিত, আমি বিপুল ভোগ-ঐশ্বর্যকুল হতে প্রব্রজিত; আমি সগৃহস্থ প্রব্রজিতদের মধ্যে (সবচেয়ে) অভিজ্ঞ, যশস্বী; আমি চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-রুগ্নপ্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী; আমি সূত্রান্তিক (সূত্রধর), আমি বিনয়ধর, আমি ধর্মকথিক; আমি আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক, ত্রিচীবরিক, সপদানচারিক, খলুপশ্চাৎভত্তিক, নৈসজ্জিক ও যথাসংস্তৃতিক (যথাসন্থতিক) ধুতাঙ্গধারী; আমি প্রথম ধ্যানলাভী, আমি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী, আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী, আমি আকাশ-অনন্তায়তন-সমাপত্তিলাভী, আমি বিজ্ঞান-অনন্তায়তন-সমাপত্তিলাভী, আমি আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তিলাভী অথবা আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিলাভী" এরূপ ভাষণ করে, বলে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে এবং প্রকাশ করে—যো আতুমানং সযমেৰ পাৰাতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

''যো অত্তনো সীলৰতানি জন্তু, অনানুপুট্ঠোৰ পরেস পাৰ।
অনরিযধম্মং কুসলা তমাহু, যো আতুমানং সযমেৰ পাৰা''তি॥

১৮. সন্তো চ ভিকখু অভিনিব্বুতত্তো, ইতিহন্তি সীলেসু অকত্থমানো।
তমরিযধম্মং কুসলা ৰদন্তি, যস্সুস্সদা নত্থি কুহিঞ্চি লোকে॥

অনুবাদ : ভিক্ষু শীলসমূহে নিরহংকারী হয়ে শান্ত ও অভিনিবৃত হন। যাঁর কোনো লোকে উদ্ঘাত নেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাকে আযধর্ম বলেন।

সন্তোচ ভিকখু অভিনিব্বুতত্তোতি। "শান্ত" (সন্তো) বলতে রাগ বা

আসক্তির উপশম হয়েছে বলে শান্ত, দ্বেষের উপশম হয়েছে বলে শান্ত, মোহের উপশম হয়েছে বলে শান্ত, ক্রোধের... উপনাহের... ম্রক্ষের... বিদ্বেষের... ঈর্ষার... মাৎসর্যের... মায়ার... শঠের... কপটতার... প্রতারণার... মানের... অতিমানের... উন্মাদের... প্রমাদের... সর্বক্লেশের... সর্বদুশ্চরিত বিষয়ের... সর্বদুচিন্তার... সর্বপরিদাহের... সর্বসন্তাপের... এবং সর্ব অকুশলাভিসংস্কারের উপশম, শান্ত, উপশান্ত, ধ্বংস, নিবৃত্ত, বিগত ও প্রতিপ্রশ্রব্ধ হয়েছে বলে শান্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, নিবৃত্ত, প্রতিপ্রশ্রব্ধ (বলা হয়)—শান্ত (সন্তো)। "ভিক্ষু" বলতে সাতটি ধর্মের বিনাশ হয় বলে ভিক্ষু—সৎকায়দৃষ্টি ধ্বংস হয়, বিচিকিৎসা ধ্বংস হয়, শীলব্রত-পরামর্শ ধ্বংস হয়, রাগ ধ্বংস হয়, দ্বেষ ধ্বংস হয়, মোহ ধ্বংস হয় এবং মান ধ্বংস হয়। এভাবে পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ, সংক্লেশসমূহ, পুনর্জন্মদায়ক (হেতু), ভয়ানক দুঃখবিপাক প্রদায়ী (কর্ম), ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণ ধ্বংস হয়।

কৃত মার্গ দ্বারা নিজেই সন্দেহমুক্ত, পরিনির্বাণগত ভব এবং বিভব (তৃষ্ণা) পরিত্যাগে পারমীপ্রাপ্ত পুনর্জন্মক্ষীণ সেই ভিক্ষু।

"সন্তো চ ভিকখু অভিনিব্বুতত্তো" বলতে রাগের নির্বাপিত বা উপশম হয় বলে অভিনিবৃত, দ্বেষের উপশম হয় বলে অভিনিবৃত, মোহের উপশম হয় বলে অভিনিবৃত, ক্রোধের... উপনাহের... ম্রক্ষের... বিদ্বেষের... ঈর্ষার... মাৎসর্যের... মায়ার... শঠের... কপটতার... প্রতারণার... মানের... অতিমানের... উন্মাদের... প্রমাদের... সর্বক্লেশের... সর্বদুশ্চরিত বিষয়ের... সর্বদুচিন্তার... সর্বপরিদাহের... সর্বসন্তাপের... এবং সর্ব অকুশলাভিসংস্কারের উপশম হয় বলে অভিনিবৃত। এভাবে ভিক্ষু শান্ত ও অভিনিবৃত হন (সন্তো চ ভিকখু অভিনিব্বুতত্তো)।

ইতিহন্তি সীলেসু অকত্থমানোতি। "ইতিহং" বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদপূরক, অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্টতা এবং পদানুক্রমতা—ইতিহন্তি। **সীলেসু অকত্থমানো**তি। এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) অহংকারী ও গর্বকারী হয়। সে অহংকার করে এবং গর্ব করে। আমি শীলসম্পন্ন, ব্রতসম্পন্ন, শীল-ব্রতসম্পন্ন; জাতি, গোত্র, কুলপুত্র; বর্ণসৌন্দর্য... এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তিলাভী বলে অহংকার করে, গর্ব করে। তিনি এভাবে অহংকার করেন না, গর্ব করেন না। তিনি অহংকার হতে বিরহিত (আরত), বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে শীলসমূহে নিরহংকারী হন (ইতিহন্তি সীলেসু অকত্থমানো)।

তমরিযধম্মং কুসলা ৰদন্তীতি। “কুশল বা দক্ষ” (কুসলা) বলতে যারা স্কন্ধকুশল (স্কন্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ) ধাতুকুশল, আয়তনকুশল, প্রতীত্যসমুৎপাদকুশল, স্মৃতিপ্রস্থানকুশল, সম্যক প্রধানকুশল, ঋদ্ধিপাদকুশল, উন্দ্রিয়কুশল, বলকুশল, বোধ্যঙ্গকুশল, মার্গকুশল, ফলকুশল, নির্বাণকুশল; সেই কুশল (ভিক্ষুগণ) এরূপ বলেন, “এটা আর্যগণের ধর্ম, অনার্যগণের ধর্ম নয়; এটা পণ্ডিতগণের ধর্ম, মূর্খদের ধর্ম নয়; এটা সৎপুরুষের ধর্ম, অসৎপুরুষের ধর্ম নয়।” আর্যগণের বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, প্রকাশ করেন—অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তা আর্যগণের ধর্ম বলেন (তমরিযধম্মং কুসলা ৰদন্তি)।

যস্সুস্সদা নত্থি কুহিঞ্চি লোকেতি। “যাঁর” (যস্স) বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। “উদ্গাত” (উস্সদা) বলতে সাত প্রকার উদ্গাত—রাগ-উদ্গাত, দ্বেষ-উদ্গাত, মোহ-উদ্গাত, মান-উদ্গাত, দৃষ্টি-উদ্গাত, ক্লেশ-উদ্গাত ও কর্ম-উদ্গাত। যাঁর এই উদ্গাত নেই, অবিদ্যমান, বিদ্যমান নেই ও উপলব্ধ হয় না; (পক্ষান্তরে) প্রহীন, সমুৎচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধ, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে।

“কোথাও” (কুহিঞ্চি) অর্থে অধ্যাত্ম বা বাহ্যিক অথবা অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কোথাও, কোনো খানে, কোনো স্থানে। “লোকে” বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে—যাঁর কোনো লোকে উদ্গাত নেই (যস্সুস্সদা নত্থি কুহিঞ্চি লোকে)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ‘‘সন্তো চ ভিকখু অভিনিব্বুতত্তো, ইতিহন্তি সীলেসু অকত্থমানো।
> তমরিযধম্মং কুসলা ৰদন্তি, যস্সুস্সদা নত্থি কুহিঞ্চি লোকে’’তি॥

১৯. পকপ্পিতা সঙ্খতা যস্স ধম্মা, পুরকখতা সন্তি অৰীৰদাতা।
যদত্তনি পস্সতি আনিসংসং, তং নিস্সিতো কুপ্পপটিচ্চসন্তিং॥

অনুবাদ : যার (দৃষ্টিগত) ধর্মসমূহ প্রকম্পিত ও কার্য-কারণসম্ভূত; তার পুরক্খার বা পূর্বকৃত, অপরিশুদ্ধতা আছে। সেই আনিশংস আত্মাতে (দৃষ্টিগত বিষয়ে) দর্শন করে, সেই শান্তি নিশ্রিত, কম্পিত ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন।

পকপ্পিতা সঙ্খতা যস্স ধম্মাতি। “প্রকম্পন” (পকপ্পনা) বলতে দুই প্রকার প্রকম্পন—তৃষ্ণা প্রকম্পন, দৃস্টিপ্রকম্পন... ইহা তৃষ্ণাপ্রকম্পন... ইহা দৃষ্টিপ্রকম্পন। “কার্য-কারণসম্ভূত” (সঙ্খতা) অর্থে কার্য-কারণসম্ভূত, কার্য-

কারণ অভিসম্ভূত, সংস্থাপিত—সঙ্খতা। অথবা অনিত্য, কার্য-কারণসম্ভূত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী—সঙ্খতা। "যার" (যস্স) অর্থে দৃষ্টিগতিকের। "ধর্মসমূহ" (ধম্মা) বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়, প্রকম্পিত বিষয়সমূহ, কার্য-কারণসম্ভূত বিষয়সমূহ, দৃষ্টিগত ধর্মসমূহ যার (পকপ্পিতা সঙ্খতা যস্স ধম্মা)।

পুরক্খতা সন্তি অৰীৰদাতাতি। "পুরকখর" (রাখা বা রক্ষণ) বলতে দুই প্রকার পুরকখর—তৃষ্ণা-পুরকখর (তৃষ্ণা রক্ষণ) ও দৃষ্টি-পুরকখর (দৃষ্টি রক্ষণ)... ইহা তৃষ্ণা-পুরকখর... ইহা দৃষ্টি-পুরকখর। তার তৃষ্ণা-পুরেক্খার অপ্রহীন, দৃষ্টি-পুরেক্খার অপরিত্যক্ত। তৃষ্ণা-পুরেক্খার অপ্রহীন ও দৃষ্টি-পুরেক্খার অপরিত্যক্ত হওয়ায় সে তৃষ্ণাদৃষ্টিকে সম্মুকে রেখে বিচরণ করে; তৃষ্ণাধ্বজ, তৃষ্ণাকেতু, তৃষ্ণাধিপ্রত্যয় এবং দৃষ্টিধ্বজ, দৃষ্টিকেতু, দৃষ্টি অপ্রিত্যয় হয়ে তৃষ্ণা ও দৃষ্টিতে পরিবেষ্টিত হয়ে বিচরণ করে—পুরক্খতা। "সন্তি" বলতে আছে বর্তমান থাকা, বিদ্যমান থাকা, থাকা বুঝায়। "অবীবদাতা" বলতে অপবিত্র, অপরিষ্কার, অপরিশুদ্ধ, সংক্লিষ্ট, ক্লেশযুক্ত। এ অর্থে 'পুরক্থা সন্তি অবীবদাতা।'

যদত্তনি পস্সতি আনিসংসন্তি। "যদত্তনি" বলতে যেই আত্মাতে। "আত্মা" (অত্তা) দৃষ্টিগত বিষয়কে বলা হয়। আত্মদৃষ্টিতে দুই প্রকার আনিশংস দর্শন করে; যথা : দৃষ্টধর্মী আনিশংস, পারলৌকিক আনিশংস। দৃষ্টিতে দৃষ্টধর্মী আনিশংস কিরূপ? শাস্তা যেই দৃষ্টিসম্পন্ন হন, শ্রাবকগণও সেই দৃষ্টিসম্পন্ন হন। সেই দৃষ্টিসম্পন্ন শাস্তাকে শ্রাবকগণ সৎকার করেন, গৌরব করেন, মান্য করেন, পূজা করেন, সম্মান করেন। সেই নিদানে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-উপকরণ লাভ করেন, ইহাই দৃষ্টধর্মী আনিশংস। দৃষ্টিতে পারলৌকিক আনিশংস কিরূপ? এই দৃষ্টি অবশ্যই নাগত্ব, সুপর্ণত্ব, যক্ষত্ব, অসুরত্ব, গন্ধর্বত্ব, মহারাজত্ব, ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব বা দেবত্ব দান করবে। এই দৃষ্টি শুদ্ধির জন্য, বিশুদ্ধির জন্য, পরিশুদ্ধির জন্য; মুক্তির জন্য, বিমুক্তির জন্য, পরিমুক্তির জন্য। এই দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধ হন, বিশুদ্ধ হন, পরিশুদ্ধ হন; মুক্ত হন, বিমুক্ত হন, পরিমুক্ত হন। এই দৃষ্টি দ্বারা আমি শুদ্ধ হবো, বিশুদ্ধ হবো, পরিশুদ্ধ হবো; মুক্ত হবো, বিমুক্ত হবো, পরিমুক্ত হবো বলে ভবিষ্যৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হন—ইহাই দৃষ্টিতে পারলৌকিক আনিশংস। আত্মদৃষ্টিতে এই দুই প্রকার আনিশংস দর্শন করেন, দেখেন, অবলোকন করেন, নির্ধারণ করেন, পরীক্ষা করেন—যেই আত্মাতে আনিশংস দর্শন করেন (যদত্তনি পস্সতি আনিসংসং)।

তং নিস্সিতো কুপ্পপটিচ্চসন্তিন্তি। তিন প্রকার শান্তি—চিরস্থায়ী শান্তি, তদঙ্গ শান্তি, সম্মতি শান্তি। চিরস্থায়ী শান্তি কী? অমৃত নির্বাণকে চিরস্থায়ী শান্তি বলা হয়। যা সেই সর্বসংস্কার শান্ত, সর্ব-উপধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। এটাই চিরস্থায়ী শান্তি। তদঙ্গ শান্তি কিরূপ? প্রথম ধ্যান সমাপন্ন ভিক্ষুর নীবরণসমূহ শান্ত হয়; দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার শান্ত হয়; তৃতীয় ধ্যান সমাপন্নের প্রীতি শান্ত হয়; চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের সুখ-দুঃখ শান্ত হয়; আকাশায়তন সমাপন্নের রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা ও নানত্বসংজ্ঞা শান্ত হয়; বিজ্ঞানায়তন সমাপন্নের আকাশায়তনসংজ্ঞা শান্ত হয়। আকিঞ্চনায়তন সমাপন্নের বিজ্ঞানায়তনসংজ্ঞা শান্ত হয়; এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপন্নের আকিঞ্চনায়তনসংজ্ঞা শান্ত হয়। এটাই তদঙ্গ শান্তি। সম্মতি শান্তি কিরূপ? "সম্মতি শান্তি" বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়সমূহকে দৃষ্টিশান্তি বলা হয়। অপিচ, 'সম্মতি শান্তি" এই অর্থে শান্তিই অভিপ্রেত। **তংনিস্সিতো কুপ্পপটিচ্চসন্তি**ন্তি। কম্পশান্তি, প্রকম্পশান্তি, অস্থিরশান্তি, বিচলিতশান্তি, চলিতশান্তি, ঘট্টিতশান্তি, কম্পিতশান্তি, প্রকম্পিতশান্তি অনিত্য, কার্য-কারণসম্ভূত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী হয়। শান্তি নিশ্রিত, আশ্রিত, আবদ্ধ, উপগত, জড়িত, অধিমুক্ত বা অভিনিবিষ্ট হয়। এ অর্থে সেই শান্তি নিশ্রিত, কম্পিত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন (তং নিস্সিতো কুপ্পপটিচ্চসন্তিং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''পকপ্পিতা সঙ্খতা যস্স ধম্মা, পুরক্খতা সন্তি অৰীৰদাতা।
> যদত্তনি পস্সতি আনিসংসং, তং নিস্সিতো কুপ্পপটিচ্চসন্তি''ন্তি॥

২০. দিট্ঠীনিৰেসা ন হি স্বাতিৰত্তা, ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং।
তস্মা নরো তেসু নিৰেসনেসু, নিরস্সতী আদিযতী চ ধম্মং॥

অনুবাদ : দৃষ্টিনিবেশ অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। কারণ ধর্মসমূহের মধ্য হতে তা সুগৃহীত হয়। তদ্ধেতু নর সেই নিবেশনসমূহে ধর্মকে ত্যাগ করে, গ্রহণ করে।

দিট্ঠীনিৰেসা ন হি স্বাতিৰত্তাতি। "দৃষ্টিনিবেশ" (দিট্ঠীনিৰেসা) অর্থে 'লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য মনে করে' এরূপ অভিনিবেশ পরামর্শই দৃষ্টিনিবেশন।

"লোক অশাশ্বত... লোক সসীম... লোক অসীম... সেই জীব সেই

শরীর... অন্য জীব অন্য শরীর...তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন... তথাগত মৃত্যুর পরে থাকেন না... তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন এবং থাকেন না... তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না এবং না থাকেন তাও নয়, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য মনে করে” এরূপ অভিনিবেশ পরামর্শই দৃষ্টিনিবেশন। “দৃষ্টিনিবেশ সহজে পরিত্যাগ করা যায় না” (দিট্‌ঠীনিৰেসা ন হি স্বাতিৰত্তা) অর্থে দৃষ্টিনিবেশ সহজে ত্যাগ করা যায় না, দুরতিক্রম্য, ত্যাগ করা দুষ্কর, ত্যাগ করা দুঃসাধ্য, অতিক্রম করা দুরূহ এবং দুর্বোধ্য—দিট্‌ঠীনিৰেসা ন হি স্বাতিৰত্তা।

ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতন্তি। “ধর্মসমূহে” (ধম্মেসু) বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়সমূহে। “নিশ্রয় করে” (নিচ্ছেয্য) অর্থে নিরূপণ করে, অনুসন্ধান করে, নিধারণ করে, বিবেচনা করে, তুলনা করে, বিপত্তি করে, স্থির করে, ব্যাখ্যা করে। “গৃহীত” (সমুগ্গহীতং) বলতে স্থিরীকরণে সীমাগ্রহণ, পক্ষগ্রহণ, শ্রেষ্ঠগ্রহণ, বিভাগগ্রহণ, উচ্চয়গ্রহণ, সমুচ্চয় গ্রহণ (করা বুঝায়)। “ইহা সত্য, যথার্থ, প্রকৃত, বিশুদ্ধ, অবিপরীত” এরূপে গৃহিত, পরামৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত, অধিমুক্ত হয়—ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং।

তস্মা নরো তেসু নিৰেসনেসূতি। “তদ্ধেতু” (তস্মা) বলতে সেজন্য, সেই কারণ, সেই হেতু, সেই প্রত্যয়, সেই নিদান। “নর” (নরো) বলতে সত্ত্ব, নর, মানব, পুরুষ, পুদ্গল, জীব, প্রাণী, ব্যক্তি, মানুষ, মনুষ্য। তেসু নিবেসনেস—সেসব দৃষ্টিনিবেশে। তাই বলা হয়েছে, তদ্ধেতু নর সেই নিবেশনসমূহে (তস্মা নরো তেসু নিৰেসনেসু)।

নিরস্সতী আদিযতী চ ধম্মন্তি। “ নিরস্সতী” অর্থে দুটি কারণে অবজ্ঞা করে—অপরের ভেদ সৃষ্টির জন্যে অবজ্ঞা করে, অসমর্থ বলে নিন্দা করে। কীভাবে অপরের ভেদ সৃষ্টির জন্যে অবজ্ঞা করে? অপরের ভেদ সৃষ্টি করে—সেই শাস্তা সর্বজ্ঞ নন, ধর্ম সুব্যাখ্যাত নয়, সংঘ সুপ্রতিপন্ন নয়, দৃষ্টি সুন্দর নয়, প্রতিপদা সুপ্রজ্ঞাপ্ত নয়, মার্গ মুক্তিদায়ক নয়, এতে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি নেই, এতে শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, মুক্ত, বিমুক্ত, পরিমুক্ত হওয়া যায় না; তা হীন, নিকৃষ্ট, তুষ্ট, অনর্থক, অল্প, সামান্য—এভাবে অপরের ভেদ সৃষ্টি করে। এরূপে ভেদ সৃষ্টিকারী হয়ে শাস্তাকে অবজ্ঞা করে, তার ধর্মোপদেশকে অবজ্ঞা করে, সংঘকে অবজ্ঞা করে, দৃষ্টিকে অবজ্ঞা করে প্রতিপদাকে অবজ্ঞা করে, মার্গকে অবজ্ঞা করে। এভাবে অপরের ভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবজ্ঞা করে। কীভাবে অসমর্থ বলে নিন্দা

করে? শীল পালনে অসমর্থ বলে শীলকে নিন্দা করে, ব্রত পালনে অসমর্থ বলে ব্রতকে নিন্দা করে, শীলব্রত পালনে অসমর্থ বলে শীলব্রতকে নিন্দা করে। এভাবে অসমর্থ বলে নিন্দা করে। "ধর্মকে গ্রহণ করেন" (আদিযতী চ ধম্মং) বলতে শাস্তাকে গ্রহণ করেন, (তাঁর) ধর্মোপদেশকে গ্রহণ করেন, সংঘকে গ্রহণ করেন, দৃষ্টিকে গ্রহণ করেন, প্রতিপদাকে গ্রহণ করেন, মার্গকে গ্রহণ করেন, স্পর্শ করেন, অভিনিবেশ করেন—নিরস্সতী আদিযতী চ ধম্মং।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘দিট্ঠীনিৰেসা ন হি স্বাতিৰত্তা, ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং।
তস্মা নরো তেসু নিৰেসনেসু, নিরস্সতী আদিযতী চ ধম্ম’’ন্তি॥

২১. ধোনস্স হি নত্থি কুহিঞ্চি লোকে, পকপ্পিতা দিট্ঠি ভৰাভৰেসু।
মাযঞ্চমানঞ্চ পহায ধোনো, স কেন গচ্ছেয্য অনূপযো সো॥

অনুবাদ : জগতে শোধিতের ভবাভবের প্রতি কোনো কিছু দৃষ্টি কল্পিত হয় না। মায়া, মান ত্যাগ করে আসক্তিহীন শোধিত কোন পথে গমন করবে?

ধোনস্স হি নত্থি কুহিঞ্চি লোকে পকপ্পিতা দিট্ঠি ভৰাভৰেসূতি। **ধোনো**তি। জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হয়—যা প্রজ্ঞা, প্রজানন, বিচয়, প্রবিচয়, ধর্মবিচয়, বিচক্ষণতা (সল্লকখণা), উপলক্ষণ (বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি), প্রত্যুপলক্ষণ (পচ্চুপলকখণা), পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, নৈপুণ্য, জ্ঞানযুক্ত বিচার (ৰেভব্যা), (জ্ঞানময়) চিন্তা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষণ (উপপরিকখা), প্রাজ্ঞতা (ভূরি), মেধা, নিপুণতা (পরিনাযিকা), পরিজ্ঞান (ৰিপস্সনা), সম্প্রজ্ঞান, সম্প্রাজ্ঞতা (পতোদো), প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাশস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রসাদ, প্রজ্ঞা-আলোক, প্রজ্ঞারশ্মি, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি। কী কারণে জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হয়? সেই প্রজ্ঞা দ্বারা কায়দুশ্চরিত ধুত (পরিত্যক্ত), ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; বাক্‌দুশ্চরিত... মনোদুশ্চরিত ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; রাগ ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; দ্বেষ... মোহ... ক্রোধ... বিদ্বেষ... নিষ্টুরতা... আক্রোশ ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; ঈর্ষা ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; মাৎসর্য ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; মায়া ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; শঠতা ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; প্রবঞ্চনা (থম্ভ) ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; গর্ব... মান... অতিমান... মত্ততা... প্রমাদ ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়;

সর্বক্লেশ, সর্ব দুশ্চরিত, সর্ব উদ্বেগ, সর্ব পরিলাহ, সর্বসন্তাপ এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়। সেই কারণে জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হয়।

অথবা সম্যক দৃষ্টি দ্বারা মিথ্যদৃষ্টি ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; সম্যক সংকল্প দ্বারা মিথ্যাসংকল্প ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; সম্যক বাক্য দ্বারা মিথ্যাবাক্য ধুত... সম্যক কর্ম দ্বারা মিথ্যাকর্ম ধুত... সম্যক জীবিকা দ্বারা মিথ্যাজীবিকা ধুত... সম্যক প্রচেষ্টা দ্বারা মিথ্যা প্রচেষ্টা ধুত... সম্যক স্মৃতি দ্বারা মিথ্যাস্মৃতি ধুত... সম্যক সমাধি দ্বারা মিথ্যাসমাধি ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; সম্যক জ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান ধুত... এবং সম্যক বিমুক্তি দ্বারা মিথ্যাবিমুক্তি ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়।

অথবা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা সর্বক্লেশ, সর্ব দুশ্চরিত, সর্ব দুশ্চিন্তা, সর্ব পরিদাহ, সর্ব সন্তাপ, সর্ব অকুশলাভিসংস্কার ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়। অর্হতেরা এই জ্ঞানযুক্ত ধর্মসমূহ দ্বারা উপনীত, সমুপনীত, উপগত সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন ও সমন্নাগত হন; তাই অর্হৎগণ জ্ঞানী হন। তিনি রাগবর্জনকারী, পাপবর্জনকারী, ক্লেশবর্জনকারী, পরিদাহবর্জনকারী—জ্ঞানী (ধোনো)। "কোথাও" (কুহিঞ্চি) অর্থে অধ্যাত্ম বা বাহ্যিক অথবা অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কোথাও, কোনোখানে, কোনো স্থানে। "লোকে" বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে।

"প্রকম্পিত" (পকপ্পিতা) অর্থে দুই প্রকার প্রকম্পন—তৃষ্ণাপ্রকম্পন, দৃষ্টিপ্রকম্পন... ইহা তৃষ্ণাপ্রকম্পন... ইহা দৃষ্টিপ্রকম্পন।

"ভবাভবসমূহে" (ভৰাভৰেসু) বলতে ভবাভবে, কর্মভবে, পুনর্ভবে, কামভবে; কর্মভবে, কামভবে, পুনর্ভবে, রূপভবে; কর্মভবে, রূপভবে, পুনর্ভবে, অরূপভবে; কর্মভবে, অরূপভবে, পুনর্ভবে, পুনরুৎপন্নভবে, পুনর্গতির, পুনরুৎপত্তির, পুনঃ প্রতিসন্ধির, পুনঃ আত্মভাব বা দেহধারণের। "ধোনস্স হি নত্থি কুহিঞ্চি লোকে পকপ্পিতা দিট্ঠি ভৰাভৰেসু" বলতে জ্ঞানীর ব্যক্তির লোকে, ভবাভবে কোথাও কম্পিত, প্রকম্পিত, অভিসঙ্খত বা কার্য-কারণসম্ভূত বিষয় ও বিধিবদ্ধ দৃষ্টি নেই, থাকে না, বিদ্যমান থাকে না, অনুভব হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, পুনরুৎপন্নহীন ও জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—ধোনস্স হি নত্থি কুহিঞ্চি লোকে পকপ্পিতা দিট্ঠি ভৰাভৰেসু।

মাযঞ্চ মানঞ্চ পহায ধোনোতি। প্রতারণাচর্যাকে মায়া বলা হয়। এখানে কেউ কেউ কায় দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্য দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ

করে, মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে, সেই পাপ-আবরণ-হেতু পাপেচ্ছা উৎপন্ন হয়—"আমাকে কেউ না জানুক" এমন ইচ্ছা পোষণ করে, "আমাকে কেউ না জানুক" এমন সংকল্প করে, "আমাকে কেউ না জানুক" এমন ভাষণ করে, "আমাকে কেউ না জানুক" বলে কায় দ্বারা চেষ্টা করে। এরূপে যেই মায়া, মায়াবী, ছল, বঞ্চনা, চাতুরী, ছলনা, প্রতারণা, কপটতা, শঠতা, ধূর্ততা, ভান, ভণ্ডামি, প্রবঞ্চনাকর্ম, ঐন্দ্রজালিক কর্ম, ভোঁজবাজী পাপকর্ম—একে বলা হয় মায়া।

"মান" বলতে এক প্রকার মান—যা চিত্তের দাম্ভিক অবস্থা। মান দুই প্রকার—আত্মপ্রশংসা প্রবণতা ও পরনিন্দা প্রবণতা। আবার, মান তিন প্রকার—"আমি শ্রেয়" মান, "আমি সদৃশ" মান, "আমি হীন" মান। মান চার প্রকার—(১) লাভের কারণে মান উৎপন্ন করা, (২) যশের কারণে মান উৎপন্ন করা, (৩) প্রশংসার কারণে মান উৎপন্ন করা, (৪) সুখের কারণে মান উৎপন্ন করা। পাঁচ প্রকার মান—"আমি মনোজ্ঞ রূপলাভী" বলে মান উৎপন্ন করা, "আমি মনোজ্ঞ শব্দলাভী... আমি মনোজ্ঞ গন্ধলাভী... আমি মনোজ্ঞ রসলাভী... আমি মনোজ্ঞ স্পর্শলাভী" বলে মান উৎপন্ন করা। মান ছয় প্রকার—(১) চক্ষুসম্পদের কারণে মান উৎপন্ন করা, (২) শ্রোত্রসম্পদের কারণে... ঘ্রাণসম্পদের কারণে... (৪) জিহ্বাসম্পদের কারণে... (৫) কায়সম্পদের কারণে... (৬) মনসম্পদের কারণে মান উৎপন্ন করা। মান সাত প্রকার—(১) মান, (২) অতিমান, (৩) মানাতিমান, (৪) অবজ্ঞামূলক মান, (৫) অধিমান, (৬) আত্মশ্লাঘা, (৭) মিথ্যামান। আবার মান আট প্রকার—(১) লাভের কারণে মান উৎপন্ন করা, (২) অলাভের কারণে দেমাগ উৎপন্ন করা, (৩) যশের কারণে মান উৎপন্ন করা, (৪) অযশের কারণে দেমাগ উৎপন্ন করা, (৫) প্রশংসার কারণে মান উৎপন্ন করা, (৬) অপ্রশংসার কারণে দেমাগ উৎপন্ন করা, (৭) সুখের কারণে মান উৎপন্ন করা, (৮) দুঃখের কারণে দেমাগ উৎপন্ন করা। মান নয় প্রকার—(১) "আমি শ্রেয়ের শ্রেয়" মান, (২) "আমি শ্রেয় সদৃশ" মান, (৩) "আমি শ্রেয়ের চেয়ে হীন" মান, (৪) "আমি সদৃশের চেয়ে শ্রেয়" মান, (৫) "আমি সদৃশের সদৃশ" মান, (৬) "আমি সদৃশের চেয়ে হীন" মান, (৭) "আমি হীনের চেয়ে শ্রেয়" মান, (৮) "আমি হীনের সদৃশ" মান, (৯) "আমি হীনের অপেক্ষা হীন" মান। মান দশ প্রকার—এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি জাতি, গোত্র, কুলপুত্র, সৌন্দর্য, ধন, শিক্ষা, কর্মায়তন (উন্নত পেশা), শিল্পায়তন (শিল্পবিদ্যা), বিদ্যাস্থান (গবেষণা বা উন্নত বিদ্যা), শ্রুত বিষয়, প্রতিভাণ

(প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব) অথবা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা মান উৎপন্ন করে। যা এরূপ মান, অহংকার ও আত্মশ্লাঘা (অহমিকা) বৃদ্ধি, আধিক্যতা, ধ্বজা (ধজো), অবলম্বন এবং চিত্তের আত্মবিজ্ঞপ্তি (বা গর্ব)—ইহাকে মান বলা হয়। "জ্ঞানী ব্যক্তি মায়া, মান ত্যাগ করে" (মাযঞ্চ মানঞ্চ পহায ধোনো) বলতে জ্ঞানী ব্যক্তি মায়া, মান, ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, বর্জন করে, ধ্বংস করে—মাযঞ্চ মানঞ্চ পহায ধোনো।

স কেন গচ্ছেয্য অনূপযো সোতি। "আসক্তি" (উপযা) বলতে দুই প্রকার আসক্তি—তৃষ্ণা আসক্তি ও মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি... ইহা তৃষ্ণা আসক্তি... ইহা দৃষ্টি আসক্তি। তাঁর সেই তৃষ্ণা আসক্তি প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃষ্ণা আসক্তি প্রহীন হলে ও দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত হলে আসক্তিহীন পুদ্গল কোন রাগের দ্বারা গমন করবেন? কোন দ্বেষের দ্বারা গমন করবেন? কোন মোহের দ্বারা গমন করবেন? কোন মানের দ্বারা গমন করবেন? কোন কায়দৃষ্টির দ্বারা গমন করবেন? কোন চঞ্চলতার দ্বারা গমন করবেন? কোন বিচিকিৎসা দ্বারা গমন করবেন? কোন অনুশয়ের দ্বারা গমন করবেন? অনুরক্ত, দুষ্ট, মোহাবিষ্ট, বিনিবদ্ধ (আসক্ত), পরামৃষ্ট, বিক্ষেপগত (চঞ্চল), অনিষ্টগত (বা অপূর্ণতাপ্রাপ্ত) অথবা থামগত? সেই অভিসংস্কারসমূহ প্রহীন হয়েছে। অভিসংস্কারসমূহ প্রহীন হলে কোন গতিতে গমন করবে? নিরয় গতিতে, তির্যগ্‌যোনিতে, প্রেতকুলে, মনুষ্যকুলে, দেবতাকুলে, রূপলোকে, অরূপলোকে, সংজ্ঞীতে, অসংজ্ঞীতে অথবা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞীতে? সেই হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই; যার দ্বারা তিনি গমন করবেন—তিনি অনাসক্ত কেন গমন করবেন? (স কেন গচ্ছেয্য অনূপযো সো)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''ধোনস্স হি নত্থি কুহিঞ্চি লোকে, পকপ্পিতা দিট্ঠি ভৰাভৰেসু।
> মাযঞ্চ মানঞ্চ পহায ধোনো, স কেন গচ্ছেয্য অনূপযো সো''তি॥

২২. উপযো হি ধম্মেসু উপেতি ৰাদং, অনূপযং কেন কথং ৰদেয্য।
অত্তা নিরত্তা ন হি তস্স অত্থি, অধোসি সো দিট্ঠিমিধেৰ সব্বং॥

অনুবাদ : বিষয়ে আসক্তি-হেতু বাদানুবাদ উৎপন্ন হয়। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত, তাঁর কিভাবে, কেন বাদানুবাদ হবে? আত্ম-নিরাত্ম কোনোটাই তার নেই। তিনি এ জগতে সকল প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করেন।

উপযোহি ধম্মেসু উপেতি ৰাদন্তি। "আসক্তি" (উপযা) বলতে দুই প্রকার আসক্তি—তৃষ্ণা আসক্তি ও মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি... ইহা তৃষ্ণা আসক্তি... ইহা

দৃষ্টি আসক্তি। তার সেই তৃষ্ণা আসক্তি প্রহীন হয়নি, দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত হয়নি। তৃষ্ণা আসক্তি অপ্রহীন ও দৃষ্টি আসক্তি অপরিত্যক্ত থাকায় অনুরক্ত, দুষ্ট, মোহাবিষ্ট, বিনিবদ্ধ (আসক্ত), পরামৃষ্ট, বিক্ষেপগত (চঞ্চল), অনিষ্টগত (বা অপূর্ণতাপ্রাপ্ত) অথবা থামগত ধর্মসম্বন্ধীয় কথায় উপনীত হয়। সেই অভিসংস্কারসমূহ প্রহীন হয়নি। অভিসংস্কারসমূহ অপ্রহীন থাকায় গতির কথা বলে থাকে। নৈরয়িক গতি, তির্যগ্‌গতি, প্রেতকুল গতি, মনুষ্যগতি, দেবগতি, রূপলোক গতি, অরূপলোক গতি, সংজ্ঞী গতি, অসংজ্ঞী গতি অথবা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী গতিমূলক কথায় উপনীত হয়, অগ্রসর হয়, গ্রহণ করে, ধারণ করে, অভিনিবেশ করে—উপযো হি ধম্মেসু উপেতি ৰাদং।

অনূপযংকেন কথং ৰদেয্যাতি। "আসক্তি" (উপযা) বলতে দুই প্রকার আসক্তি—তৃষ্ণা আসক্তি ও মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি... ইহা তৃষ্ণা আসক্তি... ইহা দৃষ্টি আসক্তি। তাঁর সেই তৃষ্ণা আসক্তি প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃষ্ণা আসক্তি প্রহীন হলে ও দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত হলে আসক্তিহীন পুদ্গল কোন রাগে বলবেন? কোন দ্বেষে বলবেন? কোন মোহে বলবেন? কোন মানে বলবেন? কোন কায়দৃষ্টিতে বলবেন? কোন চঞ্চলতায় বলবেন? কোন বিচিকিৎসায় বলবেন? কোন অনুশয়ে বলবেন? অনুরক্ত, দুষ্ট, মোহাবিষ্ট, বিনিবদ্ধ (আসক্ত), পরামৃষ্ট, বিক্ষেপগত (চঞ্চল), অনিষ্টগত (বা অপূর্ণতাপ্রাপ্ত) অথবা থামগত? সেই অভিসংস্কারসমূহ প্রহীন হয়েছে। অভিসংস্কারসমূহ প্রহীন হলে কোন গতির কথা বলবে—নৈরয়িক গতি... অথবা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী গতি? সেই হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই; যার দ্বারা বলবে, ভাষণ করবে, বর্ণনা করবে, ব্যাখ্যা করবে ও প্রকাশ করবে—অনাসক্ত ব্যক্তি কোন কথা বলবে? (অনূপযং কেন কথং ৰদেয্য)।

অত্তা নিরত্তা ন হি তস্স অত্থীতি। "আত্মা" (অত্তা) বলতে আত্মানুদৃষ্টি না থাকা। "নিরাত্মা" (নিরত্তা) অর্থে উচ্ছেদদৃষ্টি না থাকা। "আত্মা" বলে গৃহীত না হওয়া, "নিরাত্মা" বলে মুক্তি বা ত্যাগযোগ্য না হওয়া। যার (দৃষ্টি) গৃহীত হয়, তার (দৃষ্টি) ত্যাগ করা কর্তব্য; যার (দৃষ্টি) ত্যাগ করা কর্তব্য, তার (দৃষ্টি) গৃহীত হয়। অর্হতেরা গ্রহণ ও ত্যাগকে অতিক্রম করে বৃদ্ধি এবং পরিহানি বিজয়ী হন। তিনি উত্থিত আবাস, মার্জিত-স্বভাবী (চিন্নচরণো) গতদ্ধ (বা তার সংসার ভ্রমণ সমাপ্ত), নির্বাণগত, জন্ম-মৃত্যু-সংসারের অতীত এবং তাঁর আর পুনর্জন্ম নেই—(অত্তা নিরত্তা ন হি তস্স অত্থি)।

"তিনি এই দৃষ্টিগত সব বিষয় অপনোদন করেছেন" (অধোসি সো দিট্ঠিমিধেৰ সব্বং) বলতে তাঁর বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়াদি প্রহীন,

সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন হয়েছে এবং জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। ইহজীবনে তিনি এই দৃষ্টিগত সব বিষয়াদি অধীন, বা ক্ষীণ, ধ্বংস, কম্পিত, বিচলিত, ত্যাগ, অপনোদন, বিনাশ এবং নিবৃত্ত করেছেন—অধোসি সো দিট্ঠিমিধেৰ সব্বং।

তাই ভগবান বলেছেন :

''উপযো হি ধম্মেসু উপেতি ৰাদং, অনূপযং কেন কথং ৰদেয্য।
অত্তা নিরত্তা ন হি তস্স অত্থি, অধোসি সো দিট্ঠিমিধেৰ সব্ব''ন্তি॥

[দুষ্ট-অষ্টক সূত্র বর্ণনা তৃতীয়]

৪. শুদ্ধ-অষ্টক সূত্র বর্ণনা

অতঃপর শুদ্ধ-অষ্টক (সুদ্ধট্ঠক) সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

২৩. পস্সামিসুদ্ধং পরমং অরোগং, দিট্ঠেন সংসুদ্ধি নরস্স হোতি।
এৰাভিজানং পরমন্তি ঞত্বা, সুদ্ধানুপস্সীতি পচ্চেতি ঞাণং॥

অনুবাদ : এ জগতে আমি শুদ্ধ, পরম রোগহীন দেখছি; দৃষ্টিতে মানুষের বিশুদ্ধি হয়। এরূপে অভিজ্ঞাত ও পরম বা শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞাত হয়ে "শুদ্ধানুদর্শী" এরূপে জ্ঞানত বিশ্বাস করে।

পস্সামি সুদ্ধং পরমং অরোগন্তি। "শুদ্ধ দেখছি" (পস্সামি সুদ্ধং) বলতে শুদ্ধ (লোক) দেখছি, দর্শন করছি, অবলোকন করছি, প্রতিফলিত করছি এবং নিরূপণ করছি। "পরম রোগহীন" (পরমং অরোগং) অর্থে পরম আরোগ্যপ্রাপ্ত, মুক্তিপ্রাপ্ত, আশ্রয়প্রাপ্ত, শরণপ্রাপ্ত, অভয়প্রাপ্ত, অচ্যুত বা অমরত্বপ্রাপ্ত, অমৃতপ্রাপ্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত। এ অর্থে আমি শুদ্ধ ও পরম রোগহীন দেখছি (পস্সামি সুদ্ধং পরমং অরোগং)।

দিট্ঠেন সংসুদ্ধি নরস্স হোতীতি। চক্ষুবিজ্ঞান রূপ দর্শনে মানুষের শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ) হয়; মানুষ শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, মুক্ত, বিমুক্ত এবং পরিমুক্ত হয়। এ অর্থে দৃষ্টিতে মানুষের বিশুদ্ধি হয় (দিট্ঠেন সংসুদ্ধি নরস্স হোতি)।

এৰাভিজানং পরমন্তি ঞত্বাতি। এভাবে অভিজ্ঞাত হয়ে, জ্ঞাত হয়ে, বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়ে, পরিজ্ঞাত হয়ে, প্রতিবিদ্ধ করে (জেনে)। "ইহা পরম, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রসিদ্ধ (উচ্চতর), মুখ্য, উত্তম, প্রবর" (অত্যুত্তম) বলে

জ্ঞাত হয়ে জেনে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে ও উন্মুক্ত (বা স্পষ্ট) করে। এ অর্থে এভাবে অভিজ্ঞাত ও পরম বা শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞাত হয়ে (এৰাভিজানং পরমন্তি ঞত্বা)।

সুদ্ধানুপস্সীতি পচ্চেতি ঞাণন্তি। যিনি শুদ্ধকে দর্শন করেন তিনি শুদ্ধানুদর্শী।"জ্ঞানত বিশ্বাস করে" (পচ্চেতি ঞাণং) বলতে চক্ষুবিজ্ঞান রূপ দর্শনে জ্ঞানত বিশ্বাস করে, মার্গ বলে বিশ্বাস করে, পথ বলে বিশ্বাস করে এবং মুক্তি (নিয্যানং) বলে বিশ্বাস করে—"শুদ্ধানুদর্শী" এরূপে জ্ঞানত বিশ্বাস করে (সুদ্ধানুপস্সী পচ্চেতি ঞাণং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''পস্সামি সুদ্ধং পরমং অরোগং, দিট্ঠেন সংসুদ্ধি নরস্স হোতি।
এৰাভিজানং পরমন্তি ঞত্বা, সুদ্ধানুপস্সীতি পচ্চেতি ঞাণ''ন্তি॥

২৪. দিট্ঠেন চে সুদ্ধি নরস্স হোতি, ঞাণেন ৰা সো পজহাতি দুকখং।
অঞ্ঞেন সো সুজ্ঝতি সোপধীকো, দিট্ঠী হি নং পাৰ তথা ৰদানং॥

অনুবাদ : দৃষ্টের দ্বারা মানুষের শুদ্ধি হয়, কিংবা সে জ্ঞান দ্বারা দুঃখ বিদূরিত করে। সোপধীক বা পুনর্জন্মে অনুরক্ত অন্য বিষয় দ্বারা সে শুদ্ধ হয়, এরূপে বলার জন্য তাকে দৃষ্টি বা দৃষ্টিক বলে থাকে।

দিট্ঠেন চে সুদ্ধি নরস্স হোতীতি। চক্ষুবিজ্ঞান রূপ দর্শনে মানুষের শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি হয়; মানুষ শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, মুক্ত, বিমুক্ত এবং পরিমুক্ত হয়। এ অর্থে দৃষ্টের দ্বারা মানুষের শুদ্ধি হয় (দিট্ঠেন চে সুদ্ধি নরস্স হোতি)।

"কিংবা সে জ্ঞান দ্বারা দুঃখ বিদূরিত করে" (ঞাণেন ৰা সো পজহাতি দুকখং) বলতে চক্ষুবিজ্ঞান রূপ দর্শনে মানুষ জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ, মরণদুঃখ এবং শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌমনস্য-উপায়দুঃখ পরিত্যাগ করে কিংবা জ্ঞান দ্বারা দুঃখ বিদূরিত করে (ঞাণেন ৰা সো পজহাতি দুকখং)।

অঞ্ঞেন সো সুজ্ঝতি সোপধীকোতি। অন্য অশুদ্ধিমার্গ দ্বারা, মিথ্যাপ্রতিপদা দ্বারা, পাপজনক পথের দ্বারা (অনিয্যানিক পথেন) এবং (চারি) স্মৃতিপ্রস্থানের বাইরে অন্যত্র, (চারি) সম্যক প্রধানের বাইরে অন্যত্র, (চারি) ঋদ্ধিপাদের বাইরে অন্যত্র, (পঞ্চ) ইন্দ্রিয়ের বাইরে অন্যত্র, (পঞ্চ) বলের বাইরে অন্যত্র, (সপ্ত) বোধ্যঙ্গের বাইরে অন্যত্র এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের বাইরে অন্যত্র মানুষ শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, মুক্ত, বিমুক্ত ও পরিমুক্ত হয়। "সোপধীক" (সোপধীকো) বলতে সরাগ, সদ্বোষ, সমোহ, সমান

(মানযুক্ত), সতৃষ্ণা, সদৃষ্টি, সক্লেশ ও স-উপাদান—সোপধীক বা পুনর্জন্মে অনুরক্ত অন্য বিষয় দ্বারা সে শুদ্ধ হয় (অঞ্ঞেঞন সো সুজ্ঝতি সোপধীকো)।

দিট্ঠী হি নং পাৰ তথা ৰদানন্তি। সেই দৃষ্টি সে পুদ্গলকে এভাবে বলে থাকে—এরূপে এই পুদ্গল মিথ্যাদৃষ্টিক, বিপরীতদর্শী।

"সেরূপ বলা হয়" (তথা ৰদানং) বলতে সেরূপ কথিত হয়, বলা হয়, ভাষিত হয়, বর্ণিত হয়, প্রকাশ করা হয়। "লোক শাশ্বত, মূর্খরা ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপ কথিত হয়, বলা হয়, ভাষিত হয়, বর্ণিত হয়, প্রকাশ করা হয়। "লোক অশাশ্বত... লোক সসীম... লোক অসীম... সেই জীব সেই শরীর... অন্য জীব অন্য শরীর... তথাগত মরণের পর থাকেন... তথাগত মরণের পর থাকেন না... তথাগত মরণের পর থাকেন এবং থাকেন না... তথাগত মরণের পর থাকেন না, আবার না থাকেন তাও নয়, মূর্খরা ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপ কথিত হয়, বলা হয়, ভাষিত হয়, বর্ণিত হয়, প্রকাশ করা হয়—দিট্ঠী হি নং পাৰ তথা ৰদানং।

তাই ভগবান বলেছেন :

''দিট্ঠেন চে সুদ্ধি নরস্স হোতি, ঞাণেন ৰা সো পজহাতি দুকখং।
অঞ্ঞেঞন সো সুজ্ঝতি সোপধীকো, দিট্ঠী হি নং পাৰ তথা ৰদান''ন্তি॥

২৫. ন ব্রাহ্মণো অঞ্ঞতো সুদ্ধিমাহ,দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা।
পুঞ্ঞে চ পাপে চ অনূপলিত্তো, অত্তঞ্জহো নযিধ পকুব্বমানো॥

অনুবাদ : দৃষ্ট, শ্রুত, শীলব্রত এবং অনুমান ব্যতীত অন্যরূপে অন্য কোনোরূপে ব্রাহ্মণ শুদ্ধি হয় না বলা হয়েছে। নিজের মিথ্যা বিষয় ত্যাগ করে ইহ জগতে আগমন না করে, পাপ-পুণ্যে নির্লিপ্ত হন।

ন ব্রাহ্মণো অঞ্ঞতো সুদ্ধিমাহ দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰাতি। "না" অর্থে প্রতিক্ষেপ। "ব্রাহ্মণ" (ব্রাহ্মণো) বলতে সাতটি ধর্ম অপসারিত হয় বলে ব্রাহ্মণ—১) সৎকাদৃষ্টি অপসারিত হয়, ২) বিচিকিৎসা অপসারিত হয়, ৩) শীলব্রত-পরামর্শ অপসারিত হয়, ৪) রাগ অপসারিত হয়, ৫) দোষ (দ্বেষ) অপসারিত হয়, ৬) মোহ অপসারিত হয় এবং ৭) মান অপসারিত হয়। তাঁর পাপজনক অকুশলধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্মপ্রদায়ী (কর্ম), বেদনাদায়ক (কর্ম), দুঃখবিপাক (কর্ম) এবং ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মৃত্যু অপসারিত হয়।

বাহিত্বা সব্বপাপকানি, [সভিযাতি ভগৰা]
ৰিমলো সাধুসমাহিতো ঠিতত্তো।

সংসারমতিচ্চ কেৰলী সো, অসিতো তাদি পৰুচ্চতে স ব্রহ্মা॥

অনুবাদ : সকল প্রকার পাপ পরিত্যাগ করে বিমল (ব্যক্তি) উত্তমরূপে সমাহিত হয়ে স্থিত হন। তিনি সম্পূর্ণরূপে সংসার অতিক্রম করেছেন; তিনি এরূপ অনাসক্ত বিধায় তাঁকে ব্রহ্মা বলা হয়।

ন ব্রাহ্মণো অঞ্ঞতো সুদ্ধিমাহাতি। অন্য অশুদ্ধিমার্গ, মিথ্যা প্রতিপদা, পাপজনক পথ, অন্যত্র স্মৃতিপ্রস্থান, অন্যত্র সম্যক প্রধান, অন্যত্র ঋদ্ধিপাদ, অন্যত্র ইন্দ্রিয়, অন্যত্র বল, অন্যত্র বোধ্যঙ্গ এবং অন্যত্র আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি এবং পরিমুক্তি হয়, (ব্রাহ্মণ) এরূপ বলেন না, ভাষণ করেন না, প্রকাশ করেন না এবং বর্ণনা করেন না। এ অর্থে ব্রাহ্মণ অন্যরূপে শুদ্ধি হয় না বলা হয়েছে (ন ব্রাহ্মণো অঞ্ঞতো সুদ্ধিমাহ)।

দিটেঠ সুতে সীলৰতে মুতে ৰাতি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টিশুদ্ধিক আছে। তারা কতকগুলো রূপ দর্শনে মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে; কতকগুলো রূপ দর্শনে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে। কোন রূপসমূহের দর্শনে মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে? তারা সকালে উঠে মঙ্গলজনক রূপসমূহ দর্শন করে—চাতকপক্ষী দর্শন করে, সুন্দর বা চমৎকার বেল গাছের ছোট চারা দর্শন করে, গর্ভিনী স্ত্রী দর্শন করে, কুমারকে কাঁধে নিয়ে গমনরত (দৃশ্য) দর্শন করে, পূর্ণঘট দর্শন করে, লোহিত বর্ণের মৎস্য দর্শন করে, সদ্বংশজাত ব্যক্তি (কুলীন) দর্শন করে, কুলীনের রথ দর্শন করে, বৃষভ দর্শন করে, কপিলবর্ণ (বাদামি রঙের) গরুকে দর্শন করে। এসব রূপসমূহের দর্শনে মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে। কোন রূপসমূহের দর্শনে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে? তৃণরাশি দর্শন করে, তক্রঘট (ঘোলঘট) দর্শন করে, শূন্যঘট দর্শন করে, নর্তক দর্শন করে, উলঙ্গ সন্ন্যাসী দর্শন করে, গর্দভ দর্শন করে, গদর্ভযান দর্শন করে, একচক্রযুক্ত যান দর্শন করে, অন্ধ লোক দর্শন করে, কুৎসিত লোক দর্শন করে, খঞ্জ লোক দর্শন করে, পক্ষাঘাতপ্রাপ্ত লোক দর্শন করে, বৃদ্ধ লোক দর্শন করে এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দর্শন করে। এসব রূপসমূহের দর্শনে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে। এসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টিশুদ্ধিক। তারা দৃষ্টের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি এবং পরিমুক্তি হয় বলে বিশ্বাস করে।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রুতশুদ্ধিক আছে। তারা কতকগুলো শব্দ শ্রবণে মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে; কতকগুলো শব্দ শ্রবণে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে। কোন কোন শব্দ শ্রবণে মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে? তারা

সকালে উঠে মঙ্গলজনক শব্দ শ্রবণ করে—বৃহৎ শব্দ, বর্ধমান শব্দ, পরিপূর্ণ শব্দ, স্পর্শিত শব্দ, শোকহীন শব্দ, আনন্দপূর্ণ (সুমনা) শব্দ, সুমঙ্গল শব্দ, গৌরবময় শব্দ অথবা গৌরববর্ধন শব্দ। এসব শব্দ শ্রবণে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে। কোন কোন শব্দ শ্রবণে মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে?

অন্ধের শব্দ, কুৎসিত লোকের শব্দ, খঞ্জের শব্দ, পক্ষাঘাতপ্রাপ্ত লোকের শব্দ, বৃদ্ধের শব্দ, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শব্দ, মৃত শব্দ, ছেদন শব্দ, ভেদন শব্দ, দগ্ধ শব্দ, নষ্ট শব্দ অথবা নেই মূলক শব্দ। এসব শব্দ শ্রবণে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে। এসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণই শ্রুতিশুদ্ধিক। তারা শ্রবণের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি এবং পরিমুক্তি হয় বলে বিশ্বাস করে।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শীলশুদ্ধিক আছে। তারা শীলের মাধ্যমে, সংযমের মাধ্যমে, সংবরের মাধ্যমে এবং দোষহীনের মাধ্যমে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি এবং পরিমুক্তি হয় বলে বিশ্বাস করে। মুণ্ডিকাপুত্র শ্রমণ এরূপ বলেছেন : “হে গৃহপতি, আমি চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পুরুষ-পুদ্গলকে প্রজ্ঞাপন করছি—যেই অভিজ্ঞসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ এবং উত্তম মার্গলাভী বা অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত শ্রমণকে জানা সুকঠিন। সেই চার প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে গৃহপতি, কায় দ্বারা পাপমূলক কর্ম করেন না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করেন না, পাপমূলক সংকল্প করেন না এবং পাপমূলক জীবিকায় জীবন ধারণ করেন না। গৃহপতি, আমি এই চারি ধর্মে সমন্বিত পুরুষ-পুদ্গলকে প্রজ্ঞাপন করছি—যেই অভিজ্ঞসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ এবং উত্তম মার্গলাভী শ্রমণকে জানা সুকঠিন।” এরূপেই কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শীলশুদ্ধিক আছে; তারা শীলের মাধ্যমে, সংযমের মাধ্যমে, সংবরের মাধ্যমে এবং দোষহীনের মাধ্যমে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি এবং পরিমুক্তি হয় বলে বিশ্বাস করে।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ব্রতশুদ্ধিক আছে। তারা হস্তীব্রত আচরণকারী, অশ্বব্রত পালনকারী, কুকুরব্রত আচরণকারী, কাকব্রত পালনকারী, বাসুদেবব্রত আচরণকারী, বলদেবব্রত পালনকারী, পূর্ণভদ্রব্রত আচরণকারী, মণিভদ্রব্রত পালনকারী, অগ্নিব্রত আচরণকারী, নাগব্রত পালনকারী, সুপর্ণব্রত আচরণকারী, যক্ষব্রত পালনকারী, অসুরব্রত আচরণকারী, গন্ধর্বব্রত পালনকারী, মহারাজব্রত আচরণকারী, চন্দ্রব্রত পালনকারী, সূর্যব্রত আচরণকারী, ইন্দ্রব্রত পালনকারী, ব্রহ্মব্রত আচরণকারী, দেবব্রত পালনকারী এবং দিকনির্ণয়ব্রত আচরণকারী। এসব শ্রমণ-ব্রহ্মণ ব্রতশুদ্ধিক। তারা ব্রত দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি এবং

পরিমুক্তি হয় বলে বিশ্বাস করে।

কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অনুমিতশুদ্ধিক। তারা সকালে ঘুম থেকে উঠে মাটি স্পর্শ করে, হরিত স্পর্শ করে, গোময় স্পর্শ করে, কচ্ছপ স্পর্শ করে, ফাল আক্রমণ করে, তিলবাহ স্পর্শ করে, স্পর্শ তিল খায়, স্পর্শ তেল মাখে, স্পর্শ দন্তকাষ্ঠ খায়, স্পর্শ মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করে, স্পর্শ কাপড় পরিধান করে, স্পর্শ পাগড়ি পড়ে। সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ মুতশুদ্ধিক। সেই মুত দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি বিশ্বাস করে। ব্রাহ্মণ অন্যভাবে শুদ্ধি বলেন না।

দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰাতি। ব্রাহ্মণ দৃষ্টিশুদ্ধিতে শুদ্ধি, শ্রুতশুদ্ধিতে শুদ্ধি, শীলশুদ্ধিতে শুদ্ধি, ব্রতশুদ্ধিতে শুদ্ধি, অনুমিতশুদ্ধিতে শুদ্ধি বলেন না, প্রচার করেন না, ভাষণ করেন না, প্রকাশ করেন না, ব্যাখ্যা করেন না—ন ব্রাহ্মণো অঞ্ঞতো সুদ্ধিমাহ দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা।

পুঞ্ঞে চ পাপে চ অনূপলিত্তোতি। সমস্ত ত্রিধাতুক কুশলাভিসংস্কারকে পুণ্য বলা হয়; অপুণ্য বলা হয় সব অকুশলকে। যেহেতু পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্তার, আনেঞ্জাতিসংস্কার প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষের ন্যায় পুনরুৎপত্তি হয় না, ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না। এভাবে পুণ্য এবং পাপে লিপ্ত, প্রলিপ্ত, উপলিপ্ত হয় না; অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত অনুপলিপ্ত, নিক্রান্ত, নিঃসৃত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করে—পুঞ্ঞে চ পাপে চ অনূপলিত্তো।

অত্তঞ্জহো নযিধ পকুব্বমানোতি। “অত্তঞ্জহো” বলতে আত্মদৃষ্টি বর্জন। “অত্তঞ্জহো” অর্থে মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ। “অত্তঞ্জহো” বলতে তৃষ্ণাবশে, দৃষ্টিবশে গৃহীত, পরামৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত, অধিমুক্ত; সেসবই ত্যক্ত, নির্গত, মুক্ত, প্রহীন, পরিত্যক্ত হয়। “নযিধ পকুব্বমানো” বলতে পুণ্যাভিসংস্কার, অপূণ্যাভিসংস্কার। আনেঞ্জাভিসংস্কার করে না, সম্পাদন করে না, উৎপাদন করে না, উৎপন্ন করে না, পুনঃপুন সম্পাদন করে না—অত্তঞ্জহো নযিধ পকুব্বমানো।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ‘‘ন ব্রাহ্মণো অঞ্ঞতো সুদ্ধিমাহ, দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা।
> পুঞ্ঞে চ পাপে চ অনূপলিত্তো, অত্তঞ্জহো নযিধ পকুব্বমানো’’তি॥

২৬. পুরিমং পহায অপরং সিতাসে, এজানুগা তে ন তরন্তি সঙ্গং।
তেউগ্গহাযন্তি নিরস্সজন্তি, কপীৰ সাখং পমুঞ্চং গহায॥

অনুবাদ : পূর্বমত পরিহার করে, মতান্তরে লগ্ন হয়ে যারা তৃষ্ণার অনুগামী তারা কখনো বন্ধনমুক্ত হয় না। বানর যেমন এক শাখা ত্যাগ করে অন্য শাখা গ্রহণ করে; সেরূপে তারাও মতবিশেষ গ্রহণ করে পুনরায় তা পরিত্যাগ করে।

পুরিমং পহায অপরং সিতাসেতি। পূর্ব শাস্তাকে ত্যাগ করে অপর শাস্তাতে, পূর্বধর্ম ত্যাগ করে অপর ধর্মে, পূর্বগণ বা সংঘ ত্যাগ করে অপরগণে, পূর্বদৃষ্টি ত্যাগ করে অপরদৃষ্টিতে, পূর্ব প্রতিপদ ত্যাগ করে অপর প্রতিপদে; পূর্ব মার্গ ত্যাগ করে অপর মার্গে, নিশ্রিত, সন্নিশ্রিত, সংযুক্ত, উপগত, অধ্যসিত, অধিমুক্ত হয়—পুরিমং পহায অপরং সিতাসে।

এজানুগা তে ন তরন্তি সঙ্গন্তি। "আসক্তি" (এজা) তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "তৃষ্ণানুগ" (এজানুগা) অর্থে তৃষ্ণানুগামী, তৃষ্ণানুগত, তৃষ্ণানুসৃত, তৃষ্ণায় আসক্ত, পতিত, অভিভূত, লোভচিত্ত। তে ন তরন্তি সঙ্গন্তি বলতে রাগবন্ধন, দ্বেষবন্ধন, মোহবন্ধন, মানবন্ধন, দৃষ্টিবন্ধন, ক্লেশবন্ধন, দুশ্চরিতবন্ধন ত্যাগ, উত্তরণ, পার করে, অতিক্রম করে, লঙ্ঘন করে—এজানুগা তে ন তরন্তি সঙ্গং।

"তে উগ্গহাযন্তি নিরস্সজন্তি" বলতে শাস্তাকে গ্রহণ করে, তাকে ত্যাগ করে অন্য শাস্তকে গ্রহণ করে; ধর্ম গ্রহণ করে, তা ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে; গণ বা সংঘ গ্রহণ করে, তা ত্যাগ করে অন্য গণ গ্রহণ করে; দৃষ্টি গ্রহণ করে, তা ত্যাগ করে অন্য দৃষ্টি গ্রহণ করে; প্রতিপদ গ্রহণ করে, তা ত্যাগ করে অন্য প্রতিপদ গ্রহণ করে; মার্গ গ্রহণ করে, তা ত্যাগ করে অন্য মার্গ গ্রহণ করে; এভাবে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে, প্রশংসা করে, অবজ্ঞা করে—তে উগ্গহাযন্তি নিরস্সজন্তি।

কপীৰ সাখং পমুঞ্চং গহাযাতি। যেমন বানর অরণ্যে, বনে বিচরণকালে (প্রথমে এক) শাখা গ্রহণ করে, (পরে) তা ছেড়ে অন্য শাখা গ্রহণ করে। এভাবে কিছু কিছু শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন মিথ্যাদৃষ্টি (অর্থাৎ একক সময় এক এক মিথ্যাদৃষ্টি) গ্রহণ করে, ত্যাগ করে, প্রশংসা করে, অবজ্ঞা করে—কপীৰ সাখং পমুঞ্চং গহায।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ‘‘পুরিমং পহায অপরং সিতাসে, এজানুগা তে ন তরন্তি সঙ্গং।
> তে উগ্গহাযন্তি নিরস্সজন্তি, কপীৰ সাখং পমুঞ্চং গহাযা’’তি॥

২৭. সযংসমাদায ৰতানি জন্তু, উচ্চাৰচং গচ্ছতি সঞ্ঞসত্তো।

ৰিদ্বা চ ৰেদেহি সমেচ্চ ধম্মং, ন উচ্চাৰচং গচ্ছতি ভূরিপঞ্ঞো॥

অনুবাদ : মানুষ নিজেই ব্রতাদি গ্রহণ করে নানা মতের অনুসারী হয়। কিন্তু বিদ্বান, ভূরিপ্রাজ্ঞগণ জ্ঞান দ্বারা ধর্ম অবগত হয়ে নানা মতের অনুসারী হন না।

সযং সমাদায ৰতানি জন্তূতি। "সযং সমাদাযা" অর্থে নিজেই গ্রহণ করে। "ব্রতসমূহ" (ৰতানি) হস্তিব্রত, অশ্বব্রত, গোব্রত, কুকুরব্রত, কাকব্রত, বাসুদেবব্রত, বলদেবব্রত, পূর্ণভদ্রব্রত, মনিব্রত, অগ্নিব্রত, নাগব্রত, সুপর্ণব্রত, যক্ষব্রত, অসুরব্রত... অথবা দিকব্রতকে গ্রহণ করে, ধারণ করে, মান্য করে, সম্পাদন করে, স্পর্শ করে, অভিনিবেশ করে। "মানুষ" (জন্তু) বলতে সত্ত্ব, নর... মনুষ্য—সযং সমাদায ৰতানি জন্তু।

"উচ্চাৰচং গচ্ছতি সঞ্ঞসত্তো" বলতে এক শাস্তার নিকট গমন করে, এক ধর্ম হতে আরেক ধর্মের নিকট গমন করে, এক পরিষদ বা সংঘ হতে আরেক পরিষদের নিকট গমন করে, এ দৃষ্টি হতে আরেক দৃষ্টিতে গমন করে, এক প্রতিপদা হতে আরেক প্রতিপদায় গমন করে, এক মার্গ হতে আরেক মার্গে গমন করে। "সঞ্ঞসত্তো" বলতে কামসংজ্ঞা, ব্যাপাদসংজ্ঞা, বিহিংসাসংজ্ঞা, দৃষ্টিসংজ্ঞায় সংলগ্ন, অনুরক্ত, আসক্ত, লগ্ন, সংযক্ত, আবদ্ধ। যেমন ভিত্তিখিলে (দেয়ালের খিল) বা নাগদন্তে ভাণ্ড সংলগ্ন, ঝুলানো, আটকানো, লগ্ন, সংযুক্ত আবদ্ধ হয়, এভাবে কামসংজ্ঞা, ব্যাপাদসংজ্ঞা, বিহিংসাসংজ্ঞা, দৃষ্টিসংজ্ঞায় সংলগ্ন, অনুরক্ত, আসক্ত, লগ্ন, সংযক্ত, আবদ্ধ হয়—উচ্চাৰচং গচ্ছতি সঞ্ঞসত্তো।

ৰিদ্বা চ ৰেদেহি সমেচ্চ ধম্মন্তি। "বিদ্বা" অর্থে বিদ্বান, বিদ্যাগত, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, মেধাবী। **ৰেদেহী**তি। বেদ বা পরিজ্ঞান বলতে চারি মার্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, মীমাংসা, বিদর্শন, সম্যক দৃষ্টি। সেই বেদসমূহ দ্বারা (তাঁরা) জন্ম-জরা-মরণের অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত; প্রান্তগত, প্রান্তপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রানগত, ত্রানপ্রাপ্ত; লীনগত, লীনপ্রাপ্ত; শরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভায়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত; নির্বাণগত, নির্বাণপ্রাপ্ত; অথবা বেদসমূহের অন্তগত হন বলে বেদজ্ঞ, বেদসমূহ দ্বারা অন্তগত বলে বেদজ্ঞ, সপ্ত ধর্ম বিদিত বলে বেদজ্ঞ। (সেই বেদজ্ঞের) সৎকায়দৃষ্টি বিদিত হয়, বিচিকিৎসা বিদিত হয়, শীলব্রত-পরামর্শ বিদিত হয়, রাগ বিদিত হয়, দ্বেষ বিদিত হয় এবং পাপজনক অকুশল ধর্ম, পুনর্জন্ম প্রদানকারী সংক্লেশ, ভয়ানক দুঃখবিপাক, ভবিষ্যতের জন্ম-জরা-মরণ বিদিত হয়।

ৰেদানি ৰিচেয্য কেৰলানি, [সভিযাতি ভগৰা]
সমণানং যানীধত্থি ব্রাহ্মণানং।
সব্বৰেদনাসু ৰীতরাগো, সব্বং ৰেদমতিচ্চ ৰেদগূ সোতি॥

অনুবাদ : (ভগবান সভিয়কে বললেন, হে সভিয়) এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি সর্ববিধ জ্ঞান অর্জন করে সকল প্রকার বেদনায় বীতরাগ (অনাসক্ত) সেই সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে বেদগূ (বেদজ্ঞ) বলা হয়ে থাকে।

ৰিদ্বাচ ৰেদেহি সমেচ্চ ধম্মন্তি। ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন, "সর্ব সংস্কার অনিত্য" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন; "সর্ব সংস্কার দুঃখ" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন; "সর্ব ধর্ম অনাত্ম" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অধিগত হয়; "অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন; "সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন; "বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ"... "নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন"... "ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ"... "স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা"... "বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা"... "তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান"... "উপাদানের প্রত্যয়ে ভব"... "ভবের প্রত্যয়ে জাতি"... "জাতির প্রত্যয়ে জরা-মরণ" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন। "অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন; "সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন; "বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরোধ"... "নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ"... "ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শনিরোধ"... "স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ"... "বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ"... "তৃষ্ণার নিরোধে উপাদন নিরোধ"... "উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ"... "ভবের নিরোধে জাতি নিরোধ"... "জাতির নিরোধে জরা-মরণ নিরোধ" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন। "ইহা দুঃখ" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন; "ইহা দুঃখ সমুদয়"... "ইহা দুঃখ নিরোধ"... "ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন। "ইহা আসব" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন; "ইহা আসব সমুদয়"... "ইহা আসব নিরোধ" "ইহা আসব নিরোধগামিনী প্রতিপদা" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন। "এসব ধর্ম অভিজ্ঞেয়" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন; "এসব ধর্ম পরিজ্ঞেয়"... "এসব ধর্ম প্রহাতব্য"... "এসব ধর্ম ভাবিতব্য"... "এসব ধর্ম সাক্ষাৎকরণীয়" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন। ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অস্তগমন (বা অন্তর্ধান), আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত

হন। পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন। চারি মহাভূতের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব নিঃসরণ ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন। "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, সেসবই নিরোধধর্মী" এরূপে ধর্ম জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত হন—ৰিদ্বা চ ৰেদেহি সমেচ্চ ধম্মং।

"ন উচ্চাৰচং গচ্ছতি ভূরিপঞ্ঞো" বলতে এক শাস্তা হতে আরেক শাস্তার নিকট গমন করে না, এক পরিষদ হতে আরেক পরিষদে গমন করে না, এক দৃষ্টি হতে আরেক দৃষ্টিতে গমন করে না, এক প্রতিপদা হতে আরেক প্রতিপদা গমন করে না, এক মার্গ হতে আরেক মার্গে গমন করে না। "ভূরিপ্রাজ্ঞ" (ভূরিপঞ্ঞো) অর্থে ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ, পুথুপ্রাজ্ঞ, হাসপ্রাজ্ঞ, জবনপ্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, নির্বেধিকপ্রাজ্ঞ। "ভূরি" পৃথিবীকে বলা হয়। সেই বিপুল, বিস্তৃত পৃথিবী সমান প্রজ্ঞায় সমন্নাগত। এ অর্থে ন উচ্চাৰচং গচ্ছতি ভূরিপঞ্ঞো।

তাই ভগবান বলেছেন :

''সযং সমাদায ৰতানি জন্তু, উচ্চাৰচং গচ্ছতি সঞ্ঞসত্তো।
ৰিদ্বা চ ৰেদেহি সমেচ্চ ধম্মং, ন উচ্চাৰচং গচ্ছতি ভূরিপঞ্ঞো''তি॥

২৮. স সব্বধম্মেসু ৰিসেনিভূতো, যং কিঞ্চি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা।
তমেৰদস্সিং ৰিৰটং চরন্তং, কেনীধ লোকস্মি ৰিকপ্পযেয্য॥

অনুবাদ : যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, সেসব ধর্মে যে শত্রুমুক্ত; যার দর্শন শুদ্ধ ও উন্মুক্ত, কেনই-বা সে লোকে কম্পিত হবে।

স সব্বধম্মেসু ৰিসেনিভূতো যং কিঞ্চি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰাতি। "সেনা" বলতে মারসেনা। কায়দুশ্চরিত মারসেনা, বাক-দুশ্চরিত মারসেনা, মনোদুশ্চরিত মারসেনা, রাগ মারসেনা, দ্বেষ মারসেনা, মোহ মারসেনা, ক্রোধ মারসেনা, বিদ্বেষ মারসেনা... সর্ব অকুশলাভিসংস্কার মারসেনা।

ভগবান বলেছেন :

''কামা তে পঠমা সেনা, দুতিযা অরতি ৰুচ্চতি।
ততিযা খুপ্পিপাসা তে, চতুত্থী তণ্হা ৰুচ্চতি॥
''পঞ্চমী থিনমিদ্ধং তে, ছট্ঠা ভীরূ পৰুচ্চতি।
সত্তমী ৰিচিকিচ্ছা তে, মক্খো থম্ভো তে অট্ঠমো॥
''লাভো সিলোকো সক্কারো, মিচ্ছালদ্ধো চ যো যসো।
যো চত্তানং সমুক্কংসে, পরে চ অৰজানতি॥

"এসা নমুচি তে সেনা, কন্হস্সাভিপ্পহারিনী।
ন নং অসুরো জিনাতি, জেত্বাৰ লভতে সুখ"ন্তি॥

অনুবাদ : "মারের প্রধান সেনা হলো কাম, দ্বিতীয় সেনা আরতি" (কুশলকর্মে অনুৎসাহ), ক্ষুধা-পিপাসা তৃতীয় সেনা, চতুর্থ সেনা তৃষ্ণা, পঞ্চম সেনা তন্দ্রালস্য, ভীরুতা ষষ্ঠ, সপ্তম সেনা বিচিকিৎসা, ভণ্ডামি (প্রবঞ্চনা) ও কপটতা (ম্রক্ষ) হচ্ছে অষ্টম সেনা। লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি, মিথ্যালব্ধ যশ, যে দানে প্রশংসা করার পর অবজ্ঞা করে; হে মার, এগুলো তোমার যুদ্ধরত সৈন্য। অসুর (মারপক্ষপাতী) এগুলো জয় করতে পারে না। এসব মারসেনা জয় করতে পারলে সুখ লাভ হয়।"

যেহেতু চারি আর্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা সকল মারসেনা, অনিষ্টকারী ক্লেশসমূহ জয়, পরাজয়, ভঙ্গ, ধ্বংস, বিনষ্ট করা যায়, সে কারণে বলা হয় ক্লেশমুক্ত। সেই দৃষ্টতে ক্লেশমুক্ত, শ্রুতিতে ক্লেশমুক্ত, অনুমানে ক্লেশমুক্ত, বিজ্ঞাতে ক্লেশমুক্ত—যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, সেসব ধর্মে ক্লেশমুক্ত।

তমেৰদস্সিং ৰিৰটং চরন্তন্তি। তা এরূপে শুদ্ধদর্শী, বিশুদ্ধদর্শী, পরিশুদ্ধদর্শী, পবিত্রদর্শী, নির্মলদর্শী হয়। অথবা শুদ্ধদর্শন, বিশুদ্ধদর্শন, পরিশুদ্ধদর্শন, পবিত্রদর্শন, নির্মলদর্শন হয়ে থাকে। "ৰিৰটং" বলতে তৃষ্ণাচ্ছাদন, দৃষ্টিচ্ছাদন, ক্লেশচ্ছাদন, দুশ্চরিতচ্ছাদন, অবিদ্যচ্ছাদন। সেই আচ্ছাদনসমূহ উন্মুক্ত, উদ্ঘাটিত, উন্মোষিত, সম্পূর্ণরূপে অপসারিত, প্রহীন, সমুৎচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, অনুৎপন্নশীল এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। "চরন্তন্তি" বলতে গমন করে, বিচরণ করে, অবস্থান করে, পদচারণ করে, পদব্রজে চলে, অগ্রসর হয়, যাপন করে, যাপন করতে বাধ্য করতে বুঝায়। তাই বলা হয়—তমেৰ দস্সিং ৰিৰটং চরন্তং।

কেনীধ লোকস্মি ৰিকপ্পযেয্যাতি। "কম্পন" (কপ্পা) বলতে দুই প্রকার কম্পন—তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন... ইহা তৃষ্ণাকম্পন... ইহা দৃষ্টিকম্পন। তাঁর তৃষ্ণাকম্পন প্রহীন হয়, দৃষ্টিকম্পন পরিত্যক্ত হয়। তৃষ্ণাকম্পন প্রহীন ও দৃষ্টিকম্পন পরিত্যক্ত হলে অনুরক্ত, দুষ্ট, মোহাবিষ্ট, বিনিবদ্ধ (আসক্ত), পরামৃষ্ট, বিক্ষেপগত (চঞ্চল), অনিষ্টগত (বা অপূর্ণতাপ্রাপ্ত) অথবা থামগত কোন রাগের দ্বারা কম্পিত হবে ? কোন দ্বেষের দ্বারা কম্পিত হবে? কোন মোহ দ্বারা কম্পিত হবে? কোন অহংকার দ্বারা কম্পিত হবে? কোন মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা কম্পিত হবে? কোন চঞ্চলতার দ্বারা কম্পিত হবে? কোন সন্দেহে কম্পিত হবে? কোন অনুশয়ে কম্পিত হবে? (তাঁর) সেই অভিসংস্কারসমূহ

প্রহীন হয়েছে। অভিসংস্কারসমূহের প্রহীন হলে কোন গতিতে কম্পিত হবে? নিরয়, তির্যক, প্রেত, মনুষ্য, দেবতা, রূপলোক, অরূপলোক, সংজ্ঞাসত্ত্বাবাস, অসংজ্ঞাসত্ত্বাবাস, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ব্রহ্মভূমিতে? সেরূপ কোনো হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই, তার দরুন কম্পিত হয়ে, বিকম্পিত হয়ে কম্পনে প্রবর্তিত হবে। "লোকে" বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। এ অর্থে কেনীধ লোকস্মিং ৰিকপ্পযেয্য।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

"স সব্বধম্মেসু ৰিসেনিভূতো, যং কিঞ্চি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা।
তমেৰ দস্সিং ৰিৰটং চরন্তং, কেনীধ লোকস্মি ৰিকপ্পযেয্যা"তি॥

২৯. ন কপ্পযন্তি ন পুরেক্খরোন্তি, অচ্চন্তসুদ্ধীতি ন তে ৰদন্তি।
আদানগন্থং গথিতং ৰিসজ্জ, আসং ন কুব্বন্তি কুহিঞ্চি লোকে॥

অনুবাদ : তারা কম্পিত হয় না, পূর্বকৃত বিষয় উৎপন্ন করে না, ইহা সম্পূর্ণ শুদ্ধ বলে না, আসক্তিবদ্ধ গ্রন্থি বিসর্জন দিয়ে জগতে কোনো কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করে না।

ন কপ্পযন্তি ন পুরেক্খরোন্তীতি। "কপ্পন" বলতে দুই প্রকার কম্পন— তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন... ইহা তৃষ্ণাকম্পন... ইহা দৃষ্টিকম্পন। তাঁদের তৃষ্ণাকম্পন প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টিকম্পন পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃষ্ণাকম্পনের প্রহীন হওয়ায় ও দৃষ্টিকম্পনের পরিত্যাগ হওয়ায় তৃষ্ণাকম্পন বা দৃষ্টিকম্পন কল্পনা করেন না, জন্ম দেন না, সঞ্জানন করেন না, উৎপন্ন করেন না, উৎপাদন করেন না—ন কপ্পযন্তি। **ন পুরেক্খরোন্তীতি**। "পুরেকখার" (রক্ষণ) বলতে দুই প্রকার পুরেকখার—তৃষ্ণা পুরেকখার (তৃষ্ণা রক্ষণ), দৃষ্টি পুরেকখার (দৃষ্টি রক্ষণ)... ইহা তৃষ্ণা পুরেকখার... ইহা দৃষ্টি পুরেকখার। তাঁদের তৃষ্ণা পুরেকখার প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টি পুরেকখার পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃষ্ণা পুরেকখার প্রহীন হওয়ায় ও দৃষ্টি পুরেকখার পরিত্যাগ হওয়ায় তৃষ্ণা বা দৃষ্টিকে সম্মুখে রেখে বিচরণ করেন না; তৃষ্ণাধ্বজ, তৃষ্ণাকেতু, তৃষ্ণাধিপ্রত্যয় করেন না; দৃষ্টিধ্বজ, দৃষ্টিকেতু, দৃষ্টাধিপ্রত্যয় করেন না; এবং তৃষ্ণা বা দৃষ্টি দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিচরণ করেন না—ন কপ্পযন্তি ন পুরেক্খরোন্তি।

"তাঁরা চরম শুদ্ধি হয় বলেন না" (অচ্চন্তসুদ্ধীতি ন তে ৰদন্তি) বলতে চূড়ান্ত শুদ্ধি, সংসার শুদ্ধি, অক্রিয়া শুদ্ধি এবং শাশ্বতবাদ বলেন না, ভাষণ করেন না, বর্ণনা করেন না, ব্যাখ্যা করেন না, প্রকাশ করেন না—

অচ্চন্তসুদ্ধীতি ন তে ৰদন্তি।

আদানগন্থং গথিতং ৰিসজ্জাতি। "গ্রন্থি" (গন্থা) চার প্রকার গ্রন্থি—অভিধ্যা কায়গ্রন্থি, ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি, শীলব্রতপরামর্শ কায়গ্রন্থি, এই সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি। আত্মদৃষ্টির আসক্তিই অভিধ্যা কায়গ্রন্থি; পরবাদসমূহে আঘাত ও অপ্রত্যয়ই ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি; নিজের শীল বা ব্রত অথবা শীলব্রত স্পর্শ করাই শীলব্রত কায়গ্রন্থি; এবং আত্মদৃষ্টিই এই সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি। কী কারণে অনুরাগগ্রন্থি বলা হয়? সেই গ্রন্থিসমূহের দ্বারা রূপকে গ্রহণ করে, ধারণ করে, নেয়, স্পর্শ করে, অভিনিবেশ করে; বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... গতিকে... উৎপত্তিকে... প্রতিসন্ধিকে... ভবকে... এবং সংসারাবর্তকে গ্রহণ করে, ধারণ করে, নেয়, স্পর্শ করে, অভিনিবেশ করে। সেই কারণে অনুরাগগ্রন্থি বলা হয়। "বিসর্জন করে" (ৰিসজ্জ) বলতে গ্রন্থিসমূহ বিসর্জন করে—ৰিসজ্জ।

অথবা সংযোগ, গাঁথা, গ্রন্থি, শৃঙ্খল, বিবন্ধন, আবদ্ধ, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, রুদ্ধ ও বন্ধন আন্দোলিত করে—বিসর্জন করে। যেমন : যান (ৰযহং), রথ, শকট বা যুদ্ধরথ সজ্জিত করা হয়, বিসজ্জিত করা হয়, নাড়া দেয়া হয়; ঠিক এভাবেই গ্রন্থি ত্যাগ করে—বিসর্জন করে। অথবা সংযোগ, গাঁথা, গ্রন্থি, শৃঙ্খল, বিবন্ধন, আবদ্ধ, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, রুদ্ধ ও বন্ধন আন্দোলিত করে, বিসর্জন করে—গ্রথিত অনুরাগগ্রন্থিকে বিসর্জন করে (আদানগন্থং গথিতং ৰিসজ্জ)।

আসং ন কুব্বন্তি কুহিঞ্চি লোকেতি। "আশা বা অতিতৃষ্ণা" (আসা) বলতে তৃষ্ণা; যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ ও অকুশলমূল। "আশা করেন না" (আসং ন কুব্বং) বলতে আশা না করা, উৎপন্ন না করা, উৎপাদন না করা, জন্ম না দেয়া, পুনরায় উৎপন্ন না করা। "কোথায়" (কুহিং চ) অর্থে কোন স্থানে, কোথায়, অধ্যাত্ম, বাহ্যিক বা অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কোথায়? "লোকে" (লোকে) বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে—কোনো লোকে আশা করেন না (আসং ন কুব্বন্তি কুহিঞ্চ লোকে)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> "ন কপ্পযন্তি ন পুরেকখরোন্তি, অচ্চন্তসুদ্ধীতি ন তে ৰদন্তি।
> আদানগন্থং গথিতং ৰিসজ্জ, আসং ন কুব্বন্তি কুহিঞ্চি লোকে"তি॥

৩০. সীমাতিগো ব্রাহ্মণো তস্স নত্থি, ঞত্বা চ দিস্বা চ সমুগ্গহীতং।
ন রাগরাগী ন ৰিরাগরত্তো, তস্সীধ নত্থি পরমুগ্গহীতং॥

অনুবাদ : সীমা অতিক্রমকারী ব্রাহ্মণের জেনে ও দেখে কিছুই গৃহীত হয় না। তিনি রাগাসক্তও হন না বিরাগাসক্তও হন না; এই জগতে তার পরম বা শ্রেষ্ঠ বলে কিছুই গৃহীত হয় না।

সীমাতিগো ব্রাহ্মণো তস্স নত্থি, ঞত্বা চ দিস্বা চ সমুগ্গহীতন্তি। "সীমা" (সীমা) বলতে চতুর্বিধ সীমা—সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, দৃষ্টানুশয়, বিচিকিৎসানুশয় ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট ক্লেশ—ইহা প্রথম সীমা। স্থূল কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন; স্থূল কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট ক্লেশ—ইহা দ্বিতীয় সীমা। অনুসহগত কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন; অনুসহগত কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট ক্লেশ—ইহা তৃতীয় সীমা। রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা; মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট ক্লেশ—ইহা চতুর্থ সীমা। যখন হতে চারি আর্যমার্গ দ্বারা এই চতুর্বিধ সীমা অতিক্রম, সমতিক্রম ও অতিক্রান্ত হন, তখন হতে তাঁকে সীমা অতিক্রমকারী বলা হয়। "ব্রাহ্মণ" (ব্রাহ্মণো) বলতে সাতটি ধর্ম অপসারিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ—সৎকায়দৃষ্টি অপসারিত হয়, বিচিকিৎসা অপসারিত হয়, শীলব্রত-পরামর্শ অপসারিত হয়... তিনি এরূপ অনাসক্ত বিধায় তাঁকে ব্রহ্মাও বলা হয়। "তার" (তস্স) বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের।

"জেনে" (ঞত্বা) অর্থে পরচিত্ত-জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়ে বা পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়ে। "দেখে" (দিস্বা) বলতে মাংসচক্ষু দ্বারা দর্শন করে বা দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করে। **সীমাতিগো ব্রাহ্মণো তস্স নত্থি, ঞত্বা চ দিস্বা চ সমুগ্গহীত**ন্তি। তাঁর ইহা পরম, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট (বা উচ্চতর), মুখ্য, উত্তম ও প্রবর বলে গৃহীত, পরামৃষ্ট (সংস্পৃষ্ট), অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত এবং অধিমুক্ত হয় না, থাকে না, বিদ্যমান নেই, জ্ঞাত বা উপলব্ধ হয় না; (তবে) তা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—সীমা অতিক্রমকারী ব্রাহ্মণের জেনে ও দেখে কিছুই গৃহীত হয় না (সীমাতিগো ব্রাহ্মণো তস্স নত্থি ঞত্বা চ দিস্বা চ সমুগ্গহীতং)।

ন রাগরাগী ন ৰিরাগরত্তোতি। "রাগাসক্ত" (রাগরত্তা) বলতে যারা পঞ্চকামগুণে অভিভূত, গৃদ্ধ (বা লালায়িত), আসক্ত, মূর্ছিত, অনুরক্ত, আবদ্ধ, রূদ্ধ ও সংযুক্ত তাদেরকে বুঝায়। "বিরাগাসক্ত" (ৰিরাগরত্তা) অর্থে যারা রূপাবচর-অরূপাবচর-সমাপত্তিসমূহে অভিভূত, গৃদ্ধ, আসক্ত, মূর্ছিত,

অনুরক্ত, আবদ্ধ, রুদ্ধ ও সংযুক্ত তাদেরকে বুঝায়। "রাগাসক্তও হন না বিরাগাসক্তও হন না" (ন রাগরাগী ন ৰিরাগরত্তো) বলতে সেজন্য কামরাগ, রূপরাগ ও অরূপরাগ প্রহীন, নির্মূলিত-উৎপাটিত পুনঃ পল্লবিত হবার শক্তিরহিত তালবৃক্ষসদৃশ ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী। এরূপে রাগাসক্তও হন না, বিরাগাসক্তও হন না।

তস্সীধ নত্থি পরমুগ্গহীতন্তি। "তার" (তস্স) বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। তাঁর ইহা পরম, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, মুখ্য, উত্তম ও প্রবর বলে গৃহীত, পরামৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত এবং অধিমুক্ত হয় না, থাকে না, বিদ্যমান নেই, উপলব্ধ হয়না; (তবে) তা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—এ জগতে তাঁর শ্রেষ্ঠ বলে কিছুই গৃহীত হয় না (তস্সীধ নত্থি পরমুগ্গহীতং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''সীমাতিগো ব্রাহ্মণো তস্স নত্থি, ঞত্বা চ দিস্বা চ সমুগ্গহীতং।
ন রাগরাগী ন ৰিরাগরত্তো, তস্সীধ নত্থি পরমুগ্গহীত''ন্তি॥

[সুদ্ধট্ঠক সূত্র বর্ণনা চতুর্থ]

৫. পরমাষ্টক সূত্র বর্ণনা

অতঃপর পরমাষ্টক সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

৩১. পরমন্তি দিট্ঠীসু পরিব্বসানো, যদুত্তরিং কুরুতে জন্তু লোকে।
হীনাতি অঞ্ঞে ততো সব্বমাহ, তস্মা ৰিৰাদানি অৰীতিৰত্তো॥

অনুবাদ : "ইহাই শ্রেষ্ঠ" এরূপ দৃষ্টিপোষণকারী লোকেরা জগতে নিজের দৃষ্টি বা ধারণাকে বিশেষভাবে মূল্যায়ণ করে, অন্য সব বিষয় সে "হীন" বলে প্রকাশ করে থাকে, সে কারণে তার বাদানুবাদসমূহ উপশম হয় না।

পরমন্তি দিট্ঠীসু পরিব্বসানোতি। এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে যারা দৃষ্টিগতিক। তারা বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়ের কোনো একটিতে দৃষ্টিগত হয়ে "ইহা পরম, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট (বা উচ্চতর), মুখ্য, উত্তম ও প্রবর (অত্যুত্তম) বলে গ্রহণ, পরিগ্রহ, ধারণ, অবলম্বন ও অবধারণ (বা আশ্রয়) করে স্ব স্ব দৃষ্টি দ্বারা বাস করে, প্রবাস করে, অবস্থান করে এবং বসবাস করে। যেমন : আগারিকেরা ঘরে বাস করে, আপত্তিগ্রস্ত ব্যক্তিরা আপত্তিসমূহের মধ্যে বাস করে, ক্লেশযুক্ত ব্যক্তিরা ক্লেশসমূহে বাস করে;

ঠিক এরূপে এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে যারা দৃষ্টিগতিক। তারা বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়ের কোন একটিতে দৃষ্টিগত হয়ে "ইহা পরম, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, মুখ্য, উত্তম ও প্রবর" বলে গ্রহণ, পরিগ্রহ, ধারণ, অবলম্বন ও অবধারণ করে স্ব স্ব দৃষ্টি দ্বারা বাস করে, প্রবাস করে, অবস্থান করে এবং বসবাস করে—পরম বলে দৃষ্টিসমূহে অবস্থান করে (পরমন্তি দিট্‌ঠীসু পরিব্বসানো)।

যদুত্তরিং কুরুতে জন্তু লোকেতি। "যদং" অর্থে যে। "উত্তরিং কুরুতে" বলতে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা; অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রধান, উত্তম ও প্রবর মনে করা। "এই শাস্তা সর্বজ্ঞ" এরূপে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা; অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রধান, উত্তম ও প্রবর মনে করা। "এই ধর্ম সুব্যাখ্যাত... এই গণ (সংঘ) সুপ্রতিপন্ন... এই দৃষ্টি সম্যক... এই প্রতিপদা সুপ্রজ্ঞাপ্ত... এই মার্গ মুক্তিদায়ক" এরূপে বিশেষভাবে মূল্যায়ণ করা; অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রধান, উত্তম ও প্রবর মনে করা, প্রকাশ করা, প্রদর্শন করা। "মানুষ" (জন্তু) বলতে সত্ত্ব, নর... মনুষ্য। "লোকে" বলতে অপায়লোকে... আয়ত লোক—লোকেরা জগতে নিজের দৃষ্টি বা ধারণাকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে (যদুত্তরিং কুরুতে জন্তু লোকে)।

"অন্য সব বিষয় সে 'হীন' বলে প্রকাশ করে থাকে" (হীনাতি অঞ্ঞে ততো সব্বমাহ) বলতে নিজের শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, দৃষ্টি, প্রতিপদ মার্গ স্থাপন করে সমস্ত বাদানুবাদ ক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ ও পরিক্ষেপণ করে। "সেই শাস্তা সর্বজ্ঞ নন, তাঁর ধর্ম সুব্যাখ্যাত নয়, গণ (সংঘ) সুপ্রতিপন্ন নয়, দৃষ্টি সম্যক নয়, প্রতিপদা সুপ্রজ্ঞাপ্ত নয় এবং মার্গ মুক্তিদায়ক নয়; এখানে কোনো শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি বা পরিমুক্তি নেই; এখানে কোনো শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, মুক্ত, বিমুক্ত বা পরিমুক্ত হওয়া যায় না; বরং এগুলো হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র ও নগণ্য" এরূপ বলে থাকে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে—হীনাতি অঞ্ঞে ততো সব্বমাহ।

তস্মা ৰিৰাদানি অৰীতিৰত্তোতি। "তদ্ধেতু" (তস্মা) বলতে সেজন্য, সেই কারণ, সেই হেতু, সেই প্রত্যয়, সেই নিদান। "ৰিৰাদানি" বলতে দৃষ্টিকলহ, দৃষ্টিদ্বন্দ্ব, দৃষ্টিবিগ্রহ, বিরেধে দৃষ্টিবিবাদ ও দৃষ্টিবিরোধ। "অৰীতিৰত্তো" বলতে অনতিক্রম, অসমতিক্রম ও অনতিক্রান্ত—তস্মা ৰিৰাদানি অৰীতিৰত্তো।

তাই ভগবান বলেছেন :

''পরমন্তি দিট্‌ঠীসু পরিব্বসানো, যদুত্তরিং কুরুতে জন্তু লোকে।
হীনাতি অঞ্ঞে ততো সব্বমাহ, তস্মা ৰিৰাদানি অৰীতিৰত্তো''তি॥

৩২. যদত্তনী পস্সতি আনিসংসং, দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা।
তদেৰ সো তত্থ সমুগ্গহায, নিহীনতো পস্সতি সব্বমঞ্ঞং॥

অনুবাদ : দৃষ্ট, শ্রুত, শীলব্রত এবং অনুমানে যা নিজের মধ্যে আনিশংস দর্শন করে; তখন সে ব্যক্তি তা ধারণ করে, অন্যসব হীনরূপে দর্শন করে।

যদত্তনীপস্সতি আনিসংসং, দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰাতি। "যদত্তনি" বলতে যেই আত্মাতে। "আত্মা" (অত্তা) দৃষ্টিগত বিষয়কে বলা হয়। আত্মদৃষ্টিতে দুই প্রকার আনিশংস দর্শন করে—দৃষ্টধর্মী আনিশংস, পারলৌকিক আনিশংস। দৃষ্টিতে দৃষ্টধর্মী আনিশংস কিরূপ? শাস্তা যেই দৃষ্টিসম্পন্ন হন, শ্রাবকগণও সেই দৃষ্টিসম্পন্ন হন। সেই দৃষ্টিসম্পন্ন শাস্তাকে শ্রাবকগণ সৎকার করেন, গৌরব করেন, মান্য করেন, পূজা করেন, সম্মান করেন। সেই নিদানে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-উপকরণ লাভ করেন। ইহাই দৃষ্টধর্মী আনিশংস। দৃষ্টিতে পারলৌকিক আনিশংস কিরূপ? এই দৃষ্টি অবশ্যই নাগত্ব, সুপর্ণত্ব, যক্ষত্ব, অসুরত্ব, গন্ধর্বত্ব, মহারাজত্ব, ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব বা দেবত্ব দান করবে। এই দৃষ্টি শুদ্ধির জন্য, বিশুদ্ধির জন্য, পরিশুদ্ধির জন্য; মুক্তির জন্য, বিমুক্তির জন্য, পরিমুক্তির জন্য। এই দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধ হন, বিশুদ্ধ হন, পরিশুদ্ধ হন; মুক্ত হন, বিমুক্ত হন, পরিমুক্ত হন। এই দৃষ্টি দ্বারা আমি শুদ্ধ হবো, বিশুদ্ধ হবো, পরিশুদ্ধ হবো; মুক্ত হবো, বিমুক্ত হবো, পরিমুক্ত হবো বলে ভবিষ্যৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হন। ইহাই দৃষ্টিতে পারলৌকিক আনিশংস। আত্মদৃষ্টির দ্বারা এই দুই প্রকার আনিশংস দর্শন করেন, দৃষ্টশুদ্ধির দ্বারা দুই প্রকার আনিশংস দর্শন করেন, শ্রুতশুদ্ধির দ্বারা দুই প্রকার আনিশংস দর্শন করেন, শীলশুদ্ধির দ্বারা দুই প্রকার আনিশংস দর্শন করেন, ব্রতশুদ্ধির দ্বারা দুই প্রকার আনিশংস দর্শন করেন, অনুমানশুদ্ধির দ্বারা দুই প্রকার আনিশংস দর্শন করেন। এ অর্থে দৃষ্টধর্মী আনিশংস, পারলৌকিক আনিশংস। অনুমানশুদ্ধির দ্বারা দৃষ্টধর্মী আনিশংস কিরূপ? শাস্তা যেই দৃষ্টিসম্পন্ন হন শ্রাবকগণও সেই দৃষ্টিসম্পন্ন হন... ইহাই অনুমানশুদ্ধির দ্বারা দৃষ্টধর্মী আনিশংস। অনুমানশুদ্ধির দ্বারা পারলৌকিক আনিশংস কিরূপ? এই দৃষ্টি অবশ্যই নাগত্ব... ইহাই অনুমানশুদ্ধির দ্বারা পারলৌকিক আনিশংস। অনুমানশুদ্ধিতে এই দুই প্রকার আনিশংস দেখেন, দর্শন করেন, অবলোকন করেন, নির্ধারণ করেন, পরীক্ষা করেন—এভাবে দৃষ্ট, শ্রুত, শীলব্রত বা অনুমানে যেই আত্মাতে আনিশংস দর্শন করেন (যদত্তনি পস্সতি আনিসংসং দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা)।

তদেৰ সো তত্থ সমুগ্গহাযাতি। "তদেৰ" অর্থে সেই দৃষ্টিগত বিষয়কে

বুঝায়। "তথা" বলতে নিজের দৃষ্টিতে, নিজের ইচ্ছায়, নিজের রুচিতে, নিজের অভিপ্রায়ে। "সমুগ্গহায" বলতে ইহা পরম, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রধান, উত্তম ও প্রবর বলে গ্রহণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে, স্পর্শ করে, অভিনিবেশ করে—তদেৰ সো তত্থ সমুগ্গহায।

নিহীনতো পস্সতি সব্বমঞ্ঞন্তি। অন্য শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, দৃষ্টি, প্রতিপদ ও মার্গকে হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র ও নগণ্যরূপে দর্শন করে, দেখে, অবলোকন করে, নির্ধারণ করেন, পরীক্ষা করেন। এ অর্থে অন্যসব হীনরূপ দর্শন করে (নিহীনতো পস্সতি সব্বমঞ্ঞং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''যদত্তনী পস্সতি আনিসংসং, দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা।
তদেৰ সো তত্থ সমুগ্গহায, নিহীনতো পস্সতি সব্বমঞ্ঞ''ন্তি॥

৩৩. তং ৰাপি গন্থং কুসলা ৰদন্তি, যং নিস্সিতো পস্সতি হীনমঞ্ঞং।
তস্মা হি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ভিক্খু ন নিস্সযেয্য॥

অনুবাদ : যেই বিষয়ে নিশ্রয় করে অন্যদের হীনরূপে দর্শন করে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাকে গ্রন্থি বলেন। তদ্ধেতু সেই ভিক্ষু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমান এবং শীলব্রত গ্রহণ করবে না।

তং ৰাপি গন্থং কুসলা ৰদন্তীতি। "কুসলা" বলতে যারা স্কন্ধকুশল (স্কন্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ), ধাতুকুশল, আয়তনকুশল, প্রতীত্যসমুৎপাদকুশল, স্মৃতিপ্রস্থানকুশল, সম্যক প্রধানকুশল, ঋদ্ধিপাদ কুশল, ইন্দ্রিয়কুশল, বলকুশল, বোধ্যঙ্গকুশল, মার্গকুশল, ফলকুশল, নির্বাণকুশল; সেই কুশলগণ এরূপ বলেন—"এটা গ্রন্থি, এটা আসক্তি, এটা বন্ধন, এটা প্রতিবন্ধক।" এভাবে বলেন, প্রচার করেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করেন। এ অর্থে তং ৰাপি গন্থং কুসলা ৰদন্তি।

যং নিস্সিতো পস্সতি হীনমঞ্ঞন্তি। "যং নিস্সিতো" বলতে যে শাস্তা, ধর্ম, গণ, দৃষ্টি, প্রতিপদ, মার্গে নিশ্রিত, সন্নিশ্রিত, সংযুক্ত, উপগত, অধ্যসিত, অধিমুক্ত হয়। "পস্সতি হীনমঞ্ঞন্তি" বলতে অন্য শাস্তা, ধর্ম, গণ, দৃষ্টি, প্রতিপ্রদ, মার্গকে হীন, নিহীন, তুচ্ছ, অনর্থক, সামান্য, নিকৃষ্টরূপে দর্শন করে, পর্যবেক্ষণ করে, অবলোকন করে, বিবেচনা করে, চিন্তা করে, নিরূপণ করে। এ অর্থে যং নিস্সিতো পস্সতি হীনমঞ্ঞং।

তস্মা হি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ভিক্খু ন নিস্সযেয্যাতি। "তস্মা" বলতে তদ্ধেতু, সে কারণে, সেহেতু, সে প্রত্যয়ে, সে নিদানে দৃষ্টি

বা দৃষ্টিশুদ্ধি, শ্রুত বা শ্রুতশুদ্ধি, মুত বা মুত শুদ্ধি, শীল বা শীলশুদ্ধি ব্রত বা ব্রতশুদ্ধি বিশ্বাস করে না, গ্রহণ করে না, বিবেচনা করে না, নিষ্পত্তি বা সমর্থন করে না। এ অর্থে তস্মা হি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা সীলব্বতং ভিক্খু ন নিস্সযেয্য।

তাই ভগবান বলেছেন :

''তং ৰাপি গন্থং কুসলা ৰদন্তি, যং নিস্সিতো পস্সতি হীনমঞ্ঞং।
তস্মা হি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ভিক্খু ন নিস্সযেয্যা''তি॥

৩৪. দিট্ঠিম্পিলোকস্মিং ন কপ্পযেয্য, ঞাণেন ৰা সীলৰতেন ৰাপি।
সমোতি অত্তানমনূপনেয্য, হীনো ন মঞ্ঞেথ ৰিসেসি ৰাপি॥

অনুবাদ : তিনি জ্ঞান বা শীলব্রত দ্বারা কোনো মতবাদের সৃষ্টি করেন না। নিজেকে তিনি অন্যজনের সমান, হীন কিংবা শ্রেষ্ঠ মনে করেন না।

দিট্ঠিম্পি লোকস্মিং ন কপ্পযেয্য, ঞাণেন ৰা সীলৰতেন ৰাপীতি। অষ্ট সমাপত্তি-জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা-জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান, শীল, ব্রত অথবা শীলব্রত দ্বারা কোনো দৃষ্টি সৃষ্টি করেন না, উৎপন্ন করেন না, সঞ্জানন করেন না, নিবর্তন, অভিনিবর্তন করেন না।

"লোকে" (লোকস্মিং) বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে—দিট্ঠিম্পি লোকস্মিং ন কপ্পযেয্য ঞাণেন ৰা সীলৰতেন ৰাপি।

সমোতি অত্তানমনূপনেয্যাতি। নিজেকে জাতি, গোত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তি, বর্ণসৌন্দর্য, ধন, অধ্যয়ন, কর্মায়তন (উন্নত পেশা), শিল্পায়তন (শিল্পবিদ্যা), বিদ্যাস্থান (গবেষণা বা উন্নত বিদ্যা), শ্রুত, প্রতিভাণ, অন্যান্য বিষয় দ্বারা 'আমি সদৃশ' মনে করেন না—সমোতি অত্তানমনূপনেয্য।

হীনো ন মঞ্ঞেথ ৰিসেসি ৰাপীতি। "আমি হীন" বলে নিজেকে উপনীত করেন না জাতি, গোত্র... বা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা। "আমি শ্রেয়" বলে নিজেকে উপনীত করেন না জাতি, গোত্র ... বা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা—হীনো ন মঞ্ঞেথ ৰিসেসি ৰাপি।

তাই ভগবান বলেছেন :

''দিট্ঠিম্পি লোকস্মিং ন কপ্পযেয্য, ঞাণেন ৰা সীলৰতেন ৰাপি।
সমোতি অত্তানমনূপনেয্য, হীনো ন মঞ্ঞেথ ৰিসেসি ৰাপী''তি॥

৩৫. অত্তং পহায অনুপাদিযানো,
ঞাণেনপি সো নিস্সযং নো করোতি।
স ৰে ৰিযত্তেসু ন ৰগ্গসারী, দিট্ঠিম্পি সো ন পচ্চেতি কিঞ্চি॥

অনুবাদ : আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগপূর্বক উপাদানশূন্য হয়ে নানা জ্ঞানে তিনি নিশ্রয় করেন না। তিনি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দলের অনুসরণ করেন না, এমনকি কোনো রকম মতও তিনি গ্রহণ করেন না।

অত্তং পহায অনুপাদিযানোতি। "অত্তং পহায" বলতে আত্মদৃষ্টি ত্যাগ করে। "অত্তং পহায" অর্থে মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করে। "অত্তং পহায" বলতে তৃষ্ণাবশে, দৃষ্টিবশে যা গৃহীত, পরামৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, নিয়োজিত ও অধিমুক্ত বিষয়কে ত্যাগ করেন, পরিহার করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন, বিনষ্ট করেন—অত্তং পহায। "অনুপাদিযানো" অর্থে চারি উপাদানে আসক্ত, গৃহীত, পরামৃষ্ট ও অভিনিবিষ্ট না হওয়া—অত্তং পহায অনুপাদিযানো।

"ঞাণেনপি সো নিস্সযং নো করোতি" বলতে অষ্ট সমাপত্তি-জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা-জ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা তৃষ্ণানিশ্রয় অথবা দৃষ্টিনিশ্রয় না করা, জন্ম না দেয়া, সঞ্জানন না করা, উৎপাদন না করা, উৎপন্ন না করা—ঞাণেনপি সো নিস্সযং নো করোতি।

"স ৰে ৰিযত্তেসু ন ৰগ্গসারী" বলতে ভিন্ন মতভেদে, দ্বিধাবিভক্তিতে, সন্দেহজাত বিষয়ে, নানাদৃষ্টিক, নানা বিশ্বাসী, নানাভিলাষী, নানা মতান্তরগ্রাহী, নানাদৃষ্টির নিশ্রয়ে আশ্রিত, ছন্দগতিপ্রাপ্ত, দ্বেষগতিপ্রাপ্ত, মোহগতিপ্রাপ্ত এবং ভয়গতিপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনি ছন্দগতিতে গমন করেন না, দ্বেষগতিতে গমন করেন না, মোহগতিতে গমন করেন না, ভয়গতিতে গমন করেন না, রাগবশে গমন করেন না, দ্বেষবশে গমন করেন না, মোহবশে গমন করেন না, মানবশে গমন করেন না, দৃষ্টিবশে গমন করেন না, ঔদ্ধত্যবশে গমন করেন না, বিচিকিৎসাবশে গমন করেন না, অনুশয়বশে গমন করেন না এবং বর্গধর্ম দ্বারা চালিত হন না, নীত হন না, বাহিত হন না, আকর্ষিত বা গৃহীত হন না—তিনি মতভেদে পক্ষভূক্ত হন না (স ৰে ৰিযত্তেসু ন ৰগ্গসারী)।

দিট্ঠিম্পিসো ন পচ্চেতি কিঞ্চীতি। তার বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। তিনি কোনো দৃষ্টিগত বিষয়ের সমীপবর্তী হন না, পশ্চাদ্গমন করেন না—তিনি কোনো দৃষ্টির সমীপবর্তী হন না (দিট্ঠিম্পি সো ন পচ্চেতি কিঞ্চি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"অত্তং পহায অনুপাদিযানো, ঞাণেনপি সো নিস্সযং নো করোতি।
স ৰে ৰিযত্তেসু ন ৰগ্গসারী, দিট্‌ঠিম্পি সো ন পচ্চেতি কিঞ্চী"তি॥

**৩৬. যস্সূভযন্তে পণিধীধ নত্থি, ভৰাভৰায ইধ ৰা হুরং ৰা।
নিৰেসনাতস্স ন সন্তি কেচি, ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং॥**

অনুবাদ : এ জগতে যাঁর উভয় অন্তে প্রণিধি (তৃষ্ণা) নেই, ভবাভবে ইহলোক বা পরলোকের প্রতিও যার বাসনা থাকে না। তাঁর কোনো নিবেশন (আসক্তি) থাকে না, এবং তিনি ধর্মসমূহ (মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ) নিরূপণ করে তা ত্যাগ করতে সক্ষম হন।

যস্সূভযন্তে পণিধীধ নত্থি, ভৰাভৰায ইধ ৰা হুরং ৰাতি। "যাঁর" (যস্‌স) অর্থে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। "অন্তো" বলতে স্পর্শ এক বা প্রথম অন্ত, স্পর্শসমুদয় দ্বিতীয় অন্ত; অতীত প্রথম অন্ত, অনাগত দ্বিতীয় অন্ত; সুখবেদনা প্রথম অন্ত, দুঃখবেদনা দ্বিতীয় অন্ত; নাম প্রথম অন্ত, রূপ দ্বিতীয় অন্ত; ছয় অধ্যাত্ম-আয়তন প্রথম অন্ত, ছয় বাহ্যিক-আয়তন দ্বিতীয় অন্ত; সৎকায় প্রথম অন্ত, সৎকায় সমুদয় দ্বিতীয় অন্ত। তৃষ্ণাকে পণিধি বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল।

"ভবাভবে" (ভৰাভৰায) অর্থে ভবাভবে, কর্মভবে, পুনর্ভবে, কামভবে; কর্মভবে, কামভবে পুনর্ভবে, রূপভবে; কর্মভবে, রূপভবে, পুনর্ভবে, অরূপভবে; কর্মভবে, অরূপভবে, পুনর্ভবে, পুনঃ পুনর্ভবে, পুনঃপুন গতিতে, পুনঃপুন উৎপত্তিতে, পুনঃপুন প্রতিসন্ধিতে, পুনঃপুন আত্মভাব (দেহধারণ) উৎপত্তিতে। "ইধ" অর্থে স্বীয় আত্মভাব। "হুরা" অর্থে অপর আত্মভাব। "ইধ" বলতে স্বীয় রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান; "হুরা" বলতে অপর রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। "ইধ" অর্থে ছয় অধ্যাত্ম আয়তন; "হুরা" বলতে ছয় বাহ্যিক আয়তন। "ইধ" অর্থে মনুষ্যলোক; "হুরা" অর্থে দেবলোক। "ইধ" বলতে কামধাতু; "হুরা" বলতে রূপধাতু, অরূপধাতু। "ইধ" অর্থে কামধাতু, রূপধাতু; "হুরা" অরূপধাতু। যস্সূভযন্তে পণিধীধ নত্থি ভৰাভৰায ইধ ৰা হুরং ৰা। যাঁর উভয় অন্তে, ভবাভবে, মনুষ্যলোকে ও দেবলোকে প্রণিধি এবং তৃষ্ণা নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—যস্সূভযন্তে পণিধীধ নত্থি ভৰাভৰায ইধ ৰা হুরং ৰা।

নিৰেসনা তস্স ন সন্তি কেচীতি। “নিবেসনা” বলতে দুই প্রকার নিবেশন—তৃষ্ণানিবেশন, দৃষ্টিনিবেশন... ইহাই তৃষ্ণানিবেশন... ইহাই দৃষ্টিনিবেশন। “তাঁর” (তস্স) অর্হতের, ক্ষীণাসবের। “নিৰেসনা তস্স ন সন্তি কেচি” বলতে তাঁর কোনো নিবেশন নেই, থাকে না, বিদ্যমান নেই, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—নিৰেসনা তস্স ন সন্তি কেচি।

ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতন্তি। “ধর্মসমূহে” (ধম্মেসু) বলতে বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিতে। “নিশ্চয় করে” (নিচ্ছেয্য) অর্থে নিরূপণ করে, অনুসন্ধান করে, নির্ধারণ করে, বিবেচনা করে, তুলনা করে, নিপত্তি করে, স্থির করে, ব্যাখ্যা করে। “গৃহীত” (সমুগ্গহীতং) বলতে স্থিরীকরণে সীমাগ্রহণ, পক্ষগ্রহণ, শ্রেষ্ঠগ্রহণ, বিভাগগ্রহণ, উচ্চয়গ্রহণ, সমুচ্চয় গ্রহণ। “ইহা সত্য, যথার্থ, প্রকৃত, বিশুদ্ধ, অবিপরীত” এরূপে গৃহিত, পরামৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত, অধিমুক্ত নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘যস্সূভযন্তে পণিধীধ নত্থি, ভৰাভৰায ইধ ৰা হুরং ৰা।
নিৰেসনা তস্স ন সন্তি কেচি, ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীত’’ন্তি॥

৩৭. তস্সীধ দিট্ঠে ৰ সুতে মুতে ৰা, পকপ্পিতা নত্থি অণূপি সঞ্ঞা।
তং ব্রাহ্মণং দিট্ঠিমনাদিযানং, কেনীধ লোকস্মিং ৰিকপ্পযেয্য॥

অনুবাদ : যাঁর দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত বিষয়ে প্রকম্পিত অনুমাত্র সংজ্ঞা সেই, সেই ব্রাহ্মণ দৃষ্টি গ্রহণ করে না। কেন সে লোকে কম্পিত হবে!

তস্সীধদিট্ঠে ৰ সুতে মুতে ৰা, পকপ্পিতা নত্থি অণূপি সঞ্ঞাতি। “তস্স” বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। তাঁর দৃষ্ট বিষয়ে বা দৃষ্টশুদ্ধিতে, শ্রুতিতে বা শ্রুতশুদ্ধিতে, অনুমিত বিষয়ে বা অনুমিতশুদ্ধিতে সংজ্ঞা পূর্বগামীতা, সংজ্ঞাবিকপ্পনতা; সংজ্ঞাবিগ্রহ দ্বারা সংজ্ঞায় উত্থিত, সমুত্থিত, কম্পিত, প্রকম্পিত; সংস্কৃত, অভিসংস্কৃত, সমন্বিত—এরূপ দৃষ্টি নেই, থাকে না, অবিদ্যামান, উপলব্ধ হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, পুনরুৎপত্তি রহিত, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—তস্সীধ দিট্ঠে ৰ সুতে মুতে ৰা পকপ্পিতা নত্থি অণূপি সঞ্ঞা।

তং ব্রাহ্মণং দিট্ঠিমনাদিযানন্তি। “ব্রাহ্মণ” (ব্রাহ্মণো) বলতে সাতটি ধর্ম

অপসারিত হয় বলে ব্রাহ্মণ—সৎকাদৃষ্টি অপসারিত হয়... তিনি এরূপ অনাসক্ত বিধায় তাঁকে ব্রহ্মা বলা হয়। "তং ব্রাহ্মণং দিট্ঠিমনাদিযানং" বলতে সেই ব্রাহ্মণ দৃষ্টিকে গ্রহণ করেন না, ধারণ করেন না, বিবেচনা করেন না, অভিনিবেশ করেন না—তং ব্রাহ্মণং দিট্ঠিমনাদিযানং।

কেনীধ লোকস্মিং ৰিকপ্পযেয্যাতি। "কম্পন" (কপ্পা) বলতে দুই প্রকার কম্পন—তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন... ইহা তৃষ্ণাকম্পন... ইহা দৃষ্টিকম্পন। তাঁর তৃষ্ণাকম্পন প্রহীন হয়, দৃষ্টিকম্পন পরিত্যক্ত হয়। তৃষ্ণাকম্পন প্রহীন ও দৃষ্টিকম্পন পরিত্যক্ত হলে অনুরক্ত, দুষ্ট, মোহাবিষ্ট, বিনিবদ্ধ (আসক্ত), পরামৃষ্ট, বিক্ষেপগত (চঞ্চল), অনিষ্টগত (বা অপূর্ণতাপ্রাপ্ত) অথবা থামগত কোন রাগের দ্বারা কম্পিত হবে? কোন দ্বেষের দ্বারা কম্পিত হবে? কোন মোহ দ্বারা কম্পিত হবে? কোন অহংকার দ্বারা কম্পিত হবে? কোন মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা কম্পিত হবে? কোন চঞ্চলতার দ্বারা কম্পিত হবে? কোন সন্দেহে কম্পিত হবে? কোন অনুশয়ে কম্পিত হবে? (তাঁর) সেই অভিসংস্কারসমূহ প্রহীন হয়েছে। অভিসংস্কারসমূহের প্রহীন হলে কোন গতিতে কম্পিত হবে? নিরয়, তির্যক, প্রেত, মনুষ্য, দেবতা, রূপলোক, অরূপলোক, সংজ্ঞাসত্ত্বাবাস, অসংজ্ঞাসত্ত্বাবাস, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ব্রহ্মভূমিতে? সেরূপ কোনো হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই, যার দরুন কম্পিত হয়ে প্রকম্পিত হয়ে কম্পনে প্রবর্তিত হবে। "লোকে" বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে—কেনীধ লোকস্মিং ৰিকপ্পযেয্য।

তাই ভগবান বুদ্ধ বলেছেন :

> "তস্সীধ দিট্ঠে ৰ সুতে মুতে ৰা, পকপ্পিতা নত্থি অণূপি সঞ্ঞা।
> তং ব্রাহ্মণং দিট্ঠিমনাদিযানং, কেনীধ লোকস্মিং ৰিকপ্পযেয্যা"তি॥

৩৮. নকপ্পযন্তি ন পুরেক্খরোন্তি, ধম্মাপি তেসং ন পটিচ্ছিতাসে।
ন ব্রাহ্মণো সীলৰতেন নেয্যো, পারঙ্গতো ন পচ্চেতি তাদী॥

অনুবাদ : যারা কম্পিত হয় না, পূর্বকৃত বিষয় উৎপন্ন করে না, তাদের নিকট ধর্মসমূহ গৃহীত হয় না। ব্রাহ্মণ শীলব্রতের দ্বারা চালিত হয় না। তেমন পারগত ব্যক্তি পুনরায় (এ সংসারে) ফিরে আসেন না।

ন কপ্পযন্তি ন পুরেক্খরোন্তীতি। "কপ্পা" বলতে দুই প্রকার কম্পন—তৃষ্ণা কম্পন ও দৃষ্টি কম্পন। তৃষ্ণা কম্পন কী রকম? তৃষ্ণা সঙ্খাতের দ্বারা যেরূপ সীমাকৃত, প্রান্তকৃত, নির্দিষ্টকৃত, নির্ধারণকৃত, অধিকৃত, সংলগ্নকৃত—"ইহা আমার, এই আমার, এতটুকু আমার, এ সমস্ত আমার"; রূপ, শব্দ, গন্ধ,

রস, স্পর্শ আমার; আবরণ, আচ্ছাদন, দাস-দাসী, ছাগল, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, গরু, অশ্ব, ঘোটকী, ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নগর, রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, রাজকোষ, কোষাগার এমনকি সমস্ত পৃথিবীকে তৃষ্ণাবশে আমার বলে; এবং যেই পর্যন্ত একশত আট প্রকার তৃষ্ণার অধিকৃত, ইহাই তৃষ্ণা কম্পন। মিথ্যাদৃষ্টি কম্পন কী রকম? বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টি, দশ প্রকার অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টি, যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিকৃতি, দৃষ্টিবিস্ফন্দিত, দৃষ্টিসংযোগ, গৃহীত, পরিগৃহীত, অভিনিবিষ্ট, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, মিথ্যাবিষয়, তীর্থিয়াতন, ভুল ধারণা (বিপরিযাসগ্গাহো), বিপরীতধারণা, দৃষ্টি বৈপরীত্য, মিথ্যাধারণা এবং অযথার্থ বিষয়কে "যথার্থ" বলে গ্রহণ করাসহ বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়, ইহা দৃষ্টিকম্পন। তাদের সেই তৃষ্ণা কম্পন প্রহীন ও দৃষ্টি কম্পন পরিত্যক্ত। তৃষ্ণা কম্পন প্রহীনকালে ও দৃষ্টি কম্পন পরিত্যক্তকালে তৃষ্ণা ও দৃষ্টি কম্পনে কম্পিত হন না, কম্পন উৎপন্ন করেন না, উৎপাদন করেন না, জন্ম দেন না, পুনরুৎপাদন করেন না—ন কপ্পযন্তি।

ন পুরেকখরোন্তীতি। "পুরেকখার" (সম্মুখে রক্ষণ) বলতে দুই প্রকার পুরেকখার—তৃষ্ণা পুরেকখার (তৃষ্ণা সম্মুখে রক্ষণ), দৃষ্টি পুরেকখার (দৃষ্টি সম্মুখে রক্ষণ)... ইহা তৃষ্ণা পুরেকখার... ইহা দৃষ্টি পুরেকখার। তাঁদের তৃষ্ণা পুরেকখার প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টি পুরেকখার পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃষ্ণা পুরেকখার প্রহীন হওয়ায় ও দৃষ্টি পুরেকখার পরিত্যাগ হওয়ায় তৃষ্ণা বা দৃষ্টিকে সম্মুখে রেখে বিচরণ করেন না; তৃষ্ণাধ্বজা, তৃষ্ণাকেতু, তৃষ্ণাধিপ্রত্যয় করেন না; দৃষ্টিধ্বজ, দৃষ্টিকেতু, দৃষ্টাধিপ্রত্যয় করেন না; এবং তৃষ্ণা বা দৃষ্টি দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিচরণ করেন না—ন কপ্পযন্তি ন পুরেকখরোন্তি।

ধম্মাপিতেসং ন পটিচ্ছিতাসেতি। "ধর্মসমূহ" বলতে বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে বুঝায়। "তেসং" (তাঁদের) বলতে সেই ক্ষীণাসবগণের, অর্হৎগণের। "ন পটিচ্ছিতাসে" বলতে 'লোক (জগৎ) শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে' এরূপে গৃহীত না হওয়া। 'লোক অশাশ্বত... লোক সসীম... লোক অসীম... সেই জীব সেই শরীর... অন্য জীব অন্য শরীর... মরণের পর তথাগত থাকেন... মরণের পর তথাগত থাকেন না... মরণের পর তথাগত থাকেন, আবার থাকেন না... মরণের পর তথাগত থাকেন না, আবার থাকেন না তাও নয়, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপে গৃহীত না হওয়া—তাঁদের ধর্মসমূহ গৃহীত হয় না (ধম্মাপি তেসং ন পটিচ্ছিতাসে)।

ন ব্রাহ্মণো সীলৰতেন নেয্যোতি। "না" বলতে প্রতিক্ষেপ। "ব্রাহ্মণ" বলতে সাতটি ধর্ম বর্জিত হয় বলে ব্রাহ্মণ—সৎকায়দৃষ্টি বর্জিত হয়... তিনি এরূপ অনাসক্ত বিধায় তাঁকে ব্রহ্মা বলা হয়। **ন ব্রাহ্মণো সীলৰতেন নেয্যোতি**। ব্রাহ্মণ শীলের দ্বারা, ব্রতের দ্বারা বা শীলব্রতের দ্বারা, চালিত হয় না, নীত হয় না, বাহিত হয় না, অধিকৃত হয় না—ব্রাহ্মণ শীলব্রতের নীত হন না (ন ব্রাহ্মণো সীলৰতেন নেয্যো)।

পারঙ্গতো ন পচ্চেতি তাদীতি। অমৃতময় নির্বাণকে ওপার বলা হয়। যা সর্ব সংস্কার উপশম, সর্ব আসক্তি পরিত্যাগ, তৃষ্ণা ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ তা-ই নির্বাণ। তিনি পারগত, পারোত্তীর্ণ, লক্ষ্যস্থানে গত, লক্ষ্যস্থানে প্রাপ্ত, শেষপ্রান্ত (চরম সীমা) গত, শেষপ্রান্ত প্রাপ্ত, তাঁর জন্ম-মৃত্যুর সংসারে পুনঃ আগমন নেই, অর্থাৎ পুনর্জন্ম নেই—তাই পারগত। ন পচ্চেতী বলতে বুঝায় স্রোতাপত্তিমার্গ লাভের দ্বারা যে ক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, সে ক্লেশসমূহ পুনর্বার আগমন করে না, সমীপবর্তী হয় না, ফিরে আসে না। সকৃদাগামীমার্গ লাভের দ্বারা যে ক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, সে ক্লেশসমূহ পুনর্বার আগমন করে না, সমীপবর্তী হয় না, ফিরে আসে না। অনাগামীমার্গ লাভের দ্বারা যে ক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, সে ক্লেশসমূহ পুনর্বার আগমন করে না, সমীপবর্তী হয় না, ফিরে আসে না। অর্হত্ত্বমার্গ লাভের দ্বারা যে ক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, সে ক্লেশসমূহ পুনর্বার আগমন করে না, সমীপবর্তী হয় না, ফিরে আসে না। তাই বলা হয়েছে—পুনরায় ফিরে আসে না। "তাদী" অর্হৎগণ পাঁচ প্রকারে গুণবান—ইষ্টানিষ্টে গুণবান, ত্যাগে গুণবান, উত্তীর্ণে গুণবান, মুক্তিতে গুণবান, সেই কারণে গুণবান।

কিরূপে অর্হৎগণ ইষ্টানিষ্টে গুণবান (হন)? অর্হৎগণ লাভে যেমন অলাভেও তেমন গুণবান, যশে যেমন অযশেও তেমন গুণবান, প্রশংসায় যেমন নিন্দায়ও তেমন গুণবান, সুখে যেমন দুঃখেও তেমন গুণবান। (প্রয়োজনে) স্বীয় অঙ্গে কোথাও গন্ধ লেপন করতে, (চিকিৎসার জন্য) ক্ষুর দ্বারা অঙ্গে কোথাও কাটাতে (বলেন)—আমার মধ্যে রাগ নেই, আমার মধ্যে প্রতিঘ নেই; অনুশয়-প্রতিঘবিহীন, উৎসাহ-নিরুৎসাহ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন বা বিনষ্ট, অনুরোধ-বিরোধ অতিক্রান্তি। এভাবে অর্হৎগণ ইষ্টানিষ্টে গুণবান হন।

কিরূপে অর্হৎগণ ত্যাগে গুণবান হন? অর্হতের রাগ পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, মুক্ত, অপসারিত ও বর্জিত হয়। দ্বেষ... মোহ... ক্রোধ... বিদ্বেষ... ভণ্ডামি... আক্রোশ... ঈর্ষা... মাৎসর্য... মায়া... শঠতা... একগুঁয়েমি... দেমাক... মান... অতিমান... গর্ব... প্রমাদ... সকল প্রকার ক্লেশ... সকল প্রকার

দুশ্চরিত... সকল প্রকার উদ্বেগ... সকল প্রকার পরিদাহ... সকল প্রকার মনস্তাপ... এবং সকল প্রকার অকুশলাভিসংস্কার পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, মুক্ত, অপসারিত ও বর্জিত হয়। এভাবে অর্হৎগণ ত্যাগে গুণবান।

কিরূপে অর্হৎগণ পারোত্তীর্ণে গুণবান? অর্হৎগণ তিন প্রকার কামোঘ, তিন প্রকার ভব ওঘ, তিন প্রকার অবিদ্যা ওঘ, সকল সংসার পথ তীর্ণ, পারোত্তীর্ণ, উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, অতিবাহিত। তিনি জন্ম-মৃত্যু ও ভবসংসার উত্থানগামী, পরিভ্রমণ ছিন্নকারী, তাঁর পুনর্ভব নেই। এরূপে অর্হৎগণ পারোত্তীর্ণে গুণবান।

কিরূপে অর্হৎগণ মুক্তিতে গুণবান (তাদী)? অর্হতের রাগ হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত ও সবিমুক্ত; দ্বেষ (দোষ) হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত ও সবিমুক্ত; মোহ হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত ও সবিমুক্ত; ক্রোধ হতে... উপনাহ (বিদ্বেষ) হতে... কপটতা হতে... আক্রোশ হতে... ঈর্ষা হতে... মাৎসর্য হতে... মায়া হতে... শঠ হতে... স্বার্থপরতা হতে... প্রচণ্ডতা (উগ্র অবস্থা) হতে... মান হতে... অতিমান হতে... মত্ততা (মাতলামি) হতে... প্রমাদ হতে... সকল ক্লেশ হতে... সর্ব দুশ্চরিত বিষয় হতে... সর্ব দুশ্চিন্তা হতে... সর্ব পরিলাহ (দহন বা প্রদাহ) হতে... সর্ব সন্তাপ হতে... এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত ও সবিমুক্ত। এরূপেই অর্হৎগণ মুক্তিতে গুণবান হন।

কিরূপে অর্হৎগণ বর্ণনায় গুণবান (তাদী)? অর্হৎগণ শীলে স্মৃতিমান ও শীলবান বলে বর্ণনায় গুণবান; শ্রদ্ধায় স্মৃতিমান ও শ্রদ্ধাবান বলে বর্ণনায় গুণবান; বীর্যে স্মৃতিমান ও বীর্যবান বলে বর্ণনায় গুণবান; স্মৃতিতে স্মৃতিসম্প্রযুক্ত ও স্মৃতিমান বলে বর্ণনায় গুণবান; সমাধিতে স্মৃতিমান ও সমাহিত বলে বর্ণনায় গুণবান; প্রজ্ঞায় স্মৃতিমান ও প্রজ্ঞাবান বলে বর্ণনায় গুণবান; বিদ্যায় স্মৃতিমান ও বিদ্যাধারী বলে বর্ণনায় গুণবান এবং অভিজ্ঞায় স্মৃতিমান ও ষড়ভিজ্ঞ বলে বর্ণনায় গুণবান। অর্হৎগণ এভাবেই বর্ণনায় গুণবান হন—(পারঙ্গতো ন পচ্চেতি তাদী)।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘ন কপ্পযন্তি ন পুরেকখরোন্তি, ধম্মাপি তেসং ন পটিচ্ছিতাসে।
ন ব্রাহ্মণো সীলৰতেন নেয্যো, পারঙ্গতো ন পচ্চেতি তাদী’’তি॥

[পরমাষ্টক সূত্র বর্ণনা পঞ্চম]

৬. জরা সূত্র বর্ণনা

অতঃপর জরা সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

৩৯. অপ্পং ৰত জীৰিতং ইদং, ওরং ৰস্সসতাপি মিয্যতি।
যো চেপি অতিচ্চ জীৰতি, অথ খো সো জরসাপি মিয্যতি॥

অনুবাদ : এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, একশত বছরের নিচেও মৃত্যু হয়; তার অপেক্ষা দীর্ঘকাল যে বাঁচে সেও বৃদ্ধকালে মরে থাকে।

অপ্পং ৰত জীৰিতং ইদন্তি। "জীবন" (জীৰিতং) বলতে আয়ু, স্থিতি, অবস্থান, যাপন, চলন (পরিভ্রমণ), বর্তন (গতিশীলতা), পালন, জীবনীশক্তি, জীবিতেন্দ্রিয়। অধিকন্তু, দুটি কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী ও কম হয়—১) স্থিতি সামান্য বা সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয় এবং ২) সরস (রসপূর্ণ) সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়। কিরূপে স্থিতি সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়? অতীত চিত্তক্ষণে জীবিত ছিল, বর্তমানে জীবিত নেই, ভবিষ্যতেও জীবিত থাকবে না; অনাগত চিত্তক্ষণে জীবিত থাকবে, বর্তমানে জীবিত নেই, অতীতেও জীবিত ছিল না; বর্তমান চিত্তক্ষণে জীবিত আছে, অতীতে জীবিত ছিল না, ভবিষ্যতেও জীবিত থাকবে না।

''জীৰিতং অত্তভাৰো চ, সুখদুকখা চ কেৰলা।
একচিত্তসমাযুত্তা, লহুসো ৰত্ততে খণো॥
''চুল্লাসীতিসহস্সানি, কপ্পা তিট্ঠন্তি যে মরূ।
নত্বেৰ তেপি জীৰন্তি, দ্বীহি চিত্তেহি সংযুতা॥
''যে নিরুদ্ধা মরন্তস্স, তিট্ঠমানস্স ৰা ইধ।
সব্বেপি সদিসা খন্ধা, গতা অপ্পটিসন্ধিকা॥
''অনন্তরা চ যে ভগ্গা, যে চ ভগ্গা অনাগতা।
তদন্তরে নিরুদ্ধানং, ৰেসমং নত্থি লকখণে॥
''অনিব্বত্তেন ন জাতো, পচ্চুপ্পন্নেন জীৰতি।
চিত্তভগ্গা মতো লোকো, পঞ্ঞত্তি পরমত্থিযা॥
''যথা নিন্না পৰত্তন্তি, ছন্দেন পরিণামিতা।
অচ্ছিন্নধারা ৰত্তন্তি, সল়াযতনপচ্চযা॥
''অনিধানগতা ভগ্গা, পুঞ্জো নত্থি অনাগতে।
নিব্বত্তা যে চ তিট্ঠন্তি, আরগ্গে সাসপূপমা॥
''নিব্বত্তানঞ্চ ধম্মানং, ভঙ্গো নেসং পুরকখতো।
পলোকধম্মা তিট্ঠন্তি, পুরাণেহি অমিস্সিতা॥
''অদস্সনতো আযন্তি, ভঙ্গা গচ্ছন্তি দস্সনং।

ৰিজ্জুপ্পাদোৰ আকাসে, উপ্পজ্জন্তি ৰযন্তি চা''তি॥

অনুবাদ : আত্মভাব জীবন কেবল সুখ-দুঃখে ভরা, একচিত্ত সংযুক্ত এবং খুব শীঘ্রই ক্ষণ অতিবাহিত হয়। যে দেবগণ চুরাশি হাজার কল্প পর্যন্ত স্থিত থাকে, তারাও দুই চিত্ত মিলিত হয়ে বাঁচে না। যাঁরা এ জগতে মৃত্যু নিরোধ এবং প্রতিরোধ করেছেন, তাঁরা সকলেই প্রতিসন্ধিহীন স্কন্ধসদৃশ। যারা অবিরাম ভগ্ন হচ্ছে, ভবিষ্যতেও যারা ভগ্ন হবে, এর মধ্যে (তাদের) নিরুদ্ধ হওয়ার জন্য কোনো বিষম লক্ষণ নেই। পুনর্জন্মহীনতায় জন্ম হয় না, বর্তমান জন্মের দ্বারা জীবিত থাকে, চিত্তভগ্ন মৃত লোক পরমার্থের প্রজ্ঞপ্তি। ছন্দে পতিত সত্ত্বগণ যেমন নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে অচ্ছিন্ন ধারায় স্থানান্তরিত হয়। সূচ্যাগ্রে স্থিত সরিষা সদৃশ যারা জন্ম হয়ে বেঁচে থাকে, তারা অনিধানগত ও ভগ্ন, (তাদের) ভবিষ্যতে (দেহ) পুঞ্জ থাকে না। উৎপন্নশীল ধর্মসমূহ বিনষ্ট হয়, সেসব সম্মুখে রক্ষিত থাকে না; অতীত হতে পৃথক হয়ে ভগ্নশীল ধর্মসমূহ স্থিত থাকে। অদর্শন বৃদ্ধি হয়, দর্শন বিনষ্ট হয়; আকাশে (তড়িদ্বেগে) বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার ন্যায় (সত্ত্বগণ) উৎপন্ন হয়, ব্যয় হয়।

এরূপে স্থিতি সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়।

কিরূপে সরস সীমাবদ্ধতার জন্য অল্প পরিমাণে বেঁচে থাকে? নিঃশ্বাস নির্ভর করে বাঁচে, প্রশ্বাসকে নির্ভর করে বাঁচে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে নির্ভর করে বাঁচে, (চারি) মহাভূতকে নির্ভর করে বাঁচে, কবলীকৃত আহারকে নির্ভর করে বাঁচে, উষ্মাকে নির্ভর করে বাঁচে, বিজ্ঞানকে নির্ভর করে বাঁচে। এদের মূলও দুর্বল, পূর্বহেতুও দুর্বল। যেসব প্রত্যয় সেসবও দুর্বল, যারা প্রভাবিতকারী (শক্তির উৎস) তারাও দুর্বল। এদের সহভূমি দুর্বল, সম্প্রযোগও দুর্বল; এদের সহজাত (বিষয়) দুর্বল, সম্বন্ধকারী বিষয় (পযোজিকা) দুর্বল; এসব পরস্পরে নিত্য দুর্বল, পরস্পরে আশ্রয়দাতা নয়, পরস্পরকে রক্ষা বা প্রতিষ্ঠা করে না। জন্মগ্রহণকারী বর্তমান থাকে না।

''ন চ কেনচি কোচি হাযতি, গন্ধব্বা চ ইমে হি সব্বসো।
পুরিমেহি পভাৰিকা ইমে, যেপি পভাৰিকা তে পুরে মতা।
পুরিমাপি চ পচ্ছিমাপি চ, অঞ্ঞমঞ্ঞং ন কদাচি মদ্দসংসূ''তি॥

অনুবাদ : "কেন কেউ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এরা সবাই গন্ধর্ব। অতীতের দ্বারা এরা প্রভাবিতকারী, যারা প্রভাবিতকারী তারা পূর্বে মৃত। পূর্ব এবং পরবর্তী পরস্পরকে কখনো মর্দন করে না।"

এভাবে সরস সীমাবদ্ধতার কারণে জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়।

অপিচ, চতুর্মহারাজিক দেবগণের জীবন বা আয়ুর চেয়ে মনুষ্যগণের আয়ু অল্প, ক্ষুদ্র, সামান্য, ক্ষণিক, কম, ক্ষণস্থায়ী, অনধিক এবং অনতিদীর্ঘ। তাবতিংস দেবগণের... যামবাসী দেবগণের... তুষিত দেবগণের... নির্মাণরতি দেবগণের... পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণের... ব্রহ্মকায়িক দেবগণের আয়ুর চেয়ে মনুষ্যগণের আয়ু অল্প, ক্ষুদ্র, সামান্য, ক্ষণিক, কম, ক্ষণস্থায়ী, অনধিক এবং অনতিদীর্ঘ।

তাই ভগবান বলেছেন, পরলোক জ্ঞান দ্বারা বোঝা উচিত, কুশলকর্ম করা উচিত, ব্রহ্মচর্য আচরণ করা উচিত, জন্মের অমরণ নেই। যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাঁচে সে শতবর্ষের কম কিংবা কিছু বেশি বেঁচে থাকে।

"অপ্পমায়ু মনুস্সানং, হীলেয্য নং সুপোরিসো।
চরেয্যাদিত্তসীসোৰ নত্থি মচ্চুস্সনাগমো॥
"অচ্চযন্তি অহোরত্তা, জীৰিতং উপরুজ্ঝতি।
আয়ু খিয্যতি মচ্চানং, কুন্নদীনংৰ ওদক"ন্তি॥

অনুবাদ : মনুষ্যগণের আয়ু অল্প বলে সুপুরুষ অবহেলা করতে পারে। প্রজ্বলিত মস্তকে বিচরণের ন্যায় মৃত্যুর আগমন ঘটে না। (সত্ত্বগণ) অহোরাত্র মৃত্যুবরণ করছে এবং জীবন থেমে যাচ্ছে; ছোট নদীর (বা ছড়ার) জলের ন্যায় মরণশীল সত্ত্বগণের আয়ু ক্ষয় হয়। এরূপে জীবন ক্ষণস্থায়ী।

ওরং ৰস্সসতাপি মিয্যতীতি। কললকালে (মাতৃগর্ভে জীবন গঠনের প্রথম অবস্থা) চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। অবুর্দকালে (গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় মাসের অবস্থা) চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। পেশি অবস্থায় (গর্ভভ্রূণের তৃতীয় অবস্থা) চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। ঘন অবস্থায় (ভ্রূণের সর্বশেষ অবস্থা) চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। প্রসবকালে চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। জন্ম হওয়া মাত্র চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। প্রসুতিঘরে চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। অর্ধমাসে চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। এক মাসে চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। দুই মাসে... তিন মাসে... চার মাসে... পাঁচ মাসে... ছয় মাসে... সাত মাসে... আট মাসে... নয় মাসে... দশ মাসে... এক বছরে... দুই বছরে... তিন বছরে... চার বছরে... পাঁচ বছরে... ছয় বছরে... সাত বছরে.. আট বছরে... নয় বছরে.. দশ বছরে... বিশ বছরে... ত্রিশ বছরে... চল্লিশ বছরে... পঞ্চাশ বছরে... ষাট বছরে... সত্তর বছরে...

আশি বছরে... ও নব্বই বছর বয়সে চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়। এ অর্থে একশত বছরের নিচেও মৃত্যু হয় (ওরং ৰস্সসতাপি মিয্যতি)।

যো চেপি অতিচ্চ জীৰতীতি। যে ব্যক্তি শত বছর অতিক্রম করে জীবিত থাকে, সে এক বছর জীবিত থাকে, দুই বছর জীবিত থাকে, তিন বছর জীবিত থাকে, চার বছর জীবিত থাকে, পাঁচ বছর জীবিত থাকে, দশ বছর জীবিত থাকে, বিশ বছর জীবিত থাকে, ত্রিশ বছর জীবিত থাকে অথবা চল্লিশ বছর জীবিত থাকে—যে শত বছরেরও অধিক জীবিত থাকে (যো চেপি অতিচ্চ জীৰতি)। **অথ খো সো জরসাপি মিয্যতী**তি। যখন জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, (বয়স) অর্ধগত, বয়ঃপ্রাপ্ত, দন্তহীন, পক্বচুল, মণ্ডিতমস্তক, কুঞ্চিত, গাত্রতিলকাহত, কুঁজো, বক্র এবং দণ্ডপরায়ণ (লাঠির উপর ভার দিয়ে চলা) হয়; তখন সে জরার দরুন চ্যুত হয়, মৃত্যুবরণ করে, অন্তর্ধান হয় এবং বিলুপ্ত হয়; মৃত্যু হতে রক্ষা পায় না।

> ‘‘ফলানমিৰ পক্কানং, পাতো পতনতো ভযং।
> এৰং জাতান মচ্চানং, নিচ্চং মরণতো ভযং॥
> ‘‘যথাপি কুম্ভকারস্স, কতা মত্তিকভাজনা।
> সব্বে ভেদনপরিযন্তা, এৰং মচ্চান জীৰিতং॥
> ‘‘দহরা চ মহন্তা চ, যে বালা যে চ পণ্ডিতা।
> সব্বে মচ্চুৰসং যন্তি, সব্বে মচ্চুপরাযনা॥
> ‘‘তেসং মচ্চুপরেতানং, গচ্ছতং পরলোকতো।
> ন পিতা তাযতে পুত্তং, ঞাতী ৰা পন ঞাতকে॥
> ‘‘পেকখতঞ্ঞেঞ্ঞৰ ঞাতীনং, পস্স লালপ্পতং পুথু।
> একমেকোৰ মচ্চানং, গোৰজ্ঝো ৰিয নিয্যতি।
> এৰমব্ভাহতো লোকো, মচ্চুনা চ জরায চা’’তি॥

অনুবাদ : “পক্ব ফলসমূহের যেমন পতন-পাতনের ভয় থাকে, তেমনিভাবে জন্মপ্রাপ্ত মরণশীল সত্ত্বগণেরও সব সময় মৃত্যুর ভয় হয়। কুম্ভকার তৈরিকৃত মৃত্তিকা ভাজনের ন্যায় মৃত্যুধীন জীবিত সত্ত্বগণ সকলেই বিচ্ছেদসীমায় আবদ্ধ। বালক, বয়োবৃদ্ধ, মূর্খ, পণ্ডিত সকলেই মৃত্যুবশে বশীভূত, সকলেই মৃত্যুপরায়ণ। সেই মরণশীল সত্ত্বগণের পরলোক গমন হতে (মৃত্যু হতে) পিতা, পুত্র, জ্ঞাতি বা আত্মীয় কেউ রক্ষা করতে পারে না। জ্ঞাতিগণের অনুসন্ধিৎসু বিবিধভাবে বিলাপকারীদের দেখ, বধযোগ্য গরুর ন্যায় মৃত্যু তাদের (মরণশীল সত্ত্বদের) এক এক করে নিয়ে যাচ্ছে।

এরূপে মৃত্যু এবং জরায় জগৎ সর্বদা আক্রান্ত।”

অতঃপর সেই জরায় মৃত্যুবরণ করায়।

তাই ভগবান বলেছেন :

“অপ্পং ৰত জীৰিতং ইদং, ওরং ৰস্সসতাপি মিয্যতি।
যো চেপি অতিচ্চ জীৰতি, অথ খো সো জরসাপি মিয্যতী”তি॥

৪০. সোচন্তি জনা মমাযিতে, ন হি সন্তি নিচ্চা পরিগ্গহা।
ৰিনাভাৰং সন্তমেৰিদং, ইতি দিস্বা নাগারমাৰসে॥

অনুবাদ : জনসাধারণ প্রিয়বস্তুর জন্য শোকগ্রস্ত হয়, পরিগ্রহ নিত্য নয়, সবকিছুই বিরূপভাব প্রাপ্ত হয়, এরূপে দর্শন করে গৃহে বাস করো না।

সোচন্তি জনা মমাযিতেতি। “জনা” বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেব, মনুষ্য। “মমত্ব” (মমত্তা) বলতে দুই প্রকার মমত্ব—তৃষ্ণামমত্ব ও দৃষ্টিমমত্ব... ইহা তৃষ্ণামমত্ব... ইহা দৃষ্টিমমত্ব। মমত্ব (বা প্রিয়) বিষয়ে বিচ্ছেদ উৎকণ্ঠায় শোক করে, বিচ্ছেদের সময় শোক করে, বিচ্ছেদে শোক করে। পরিবর্তন বা বিপরিণত উৎকণ্ঠায় শোক করে, বিপরিণত সময়ে শোক করে, বিপরিণতিতে শোক করে, অনুশোচনা করে, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে এবং সম্মোহিত হয়—সোচন্তি জনা মমাযিতে।

নহি সন্তি নিচ্চা পরিগ্গহাতি। “পরিগ্রহ” (পরিগ্গহা) বলতে দুই প্রকার পরিগ্রহ—তৃষ্ণাপরিগ্রহ ও দৃষ্টিপরিগ্রহ... ইহা তৃষ্ণা পরিগ্রহ... ইহা দৃষ্টি পরিগ্রহ। তৃষ্ণাপরিগ্রহ অনিত্যরূপে কার্য-কারণসম্ভূত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী। দৃষ্টিপরিগ্রহও অনিত্যরূপে কার্য-কারণসম্ভূত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী। ভগবান কর্তৃক এরূপ বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী সেই পরিগ্রহকে দেখতে পাও; যেই পরিগ্রহ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী, শাশ্বতসম এবং ঠিকভাবে স্থাপিত হয়?” “না, ভন্তে।” “তা উত্তম, ভিক্ষুগণ; আমিও এরূপ পরিগ্রহকে দেখতে পাচ্ছি না, যেই পরিগ্রহ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী, শাশ্বতসম এবং ঠিকভাবে স্থাপিত হয়।” পরিগ্রহ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অবিপরিণামধর্মী নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না—ন হি সন্তি নিচ্চা পরিগ্গহা।

ৰিনাভাৰং সন্তমেৰিদন্তি। নানাভাব, বিরূপভাব, অন্যথাভাব আছে, সংবিদ্যমান, উপলব্ধমান। ভগবান এরূপ বলেছেন, “হে আনন্দ, শোক করো

না, পরিদেবন করো না। আমার দ্বারা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, ‘সব প্রিয়, মনোজ্ঞ বিষয় নানাভাব, বিরূপভাব, অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়। আনন্দ, তাতে কী লাভ, যা জাত, ভূত, সঙ্খত (কার্য-কারণসম্ভূত) ও ক্ষয়ধর্মী, তা কখনো ধ্বংস হয় না;” তার কারণ বিদ্যমান নেই। পূর্ব পূর্ব স্কন্ধ, ধাতু এবং আয়তনসমূহের বিপরিণাম ও অন্যথাভাব হতে পরের পরের স্কন্ধ, ধাতু এবং আয়তনসমূহকে প্রবর্তিত করে”—ৰিনাভাৰং সন্তমেৰিদং।

ইতি দিস্বা নাগারমাৰসেতি। “ইতি” বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদপূরক, অক্ষর সমবায় ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, পদানুক্রমণতা। “ইতি” বলতে এরূপে মমত্বসমূহে দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বিনষ্ট করে, ধ্বংস করে—ইতি দিস্বা। “নাগারমাৰসে” বলতে সব ঘরাবাস বন্ধন, স্ত্রী-পুত্রবন্ধন, জ্ঞাতিবন্ধন, মিত্র-অমাত্যবন্ধন এবং সন্নিধিবন্ধন ছিন্ন করে কেশ-শ্মশ্রু মোচনপূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্তভাবে গমন করে একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, ভ্রমণ করেন, অগ্রসর হন, পালন করেন, যাপন করেন, জীবন যাপন করেন—ইতি দিস্বা নাগারমাৰসে।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘সোচন্তি জনা মমাযিতে, ন হি সন্তি নিচ্চা পরিগ্গহা।
ৰিনাভাৰং সন্তমেৰিদং, ইতি দিস্বা নাগারমাৰসে’’তি॥

৪১. মরণেনপি তং পহীযতি যং পুরিসো মমিদন্তি মঞ্ঞতি।
এতম্পি ৰিদিত্বান পণ্ডিতো, ন মমত্তায নমেথ মামকো॥

অনুবাদ : লোকে যা ‘এটা আমার” এরূপ চিন্তা করে, মৃত্যুর সময় তাও ত্যাগ করে যেতে হয়। আমার শাসনানুগামী পণ্ডিত ব্যক্তি এটা জেনে মমত্বে নমিত হয় না।

মরণেনপি তং পহীযতীতি। “মৃত্যু” (মরণং) বলতে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বাবস্থা হতে সত্ত্বগণের যা চ্যুতি, পতন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালপ্রাপ্ত, স্কন্ধসমূহের বিয়োগ, দেহত্যাগ ও জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ। “তং” অর্থে রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত এবং বিজ্ঞানগত বিষয়। “পহীযতি” বলতে বিনষ্ট, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, অন্তর্হিত, বিলুপ্ত হওয়া। তাই ভাষিত হয়েছে :

‘‘পুব্বেৰ মচ্চং ৰিজহন্তি ভোগা, মচ্চোৰ নে পুব্বতরং জহাতি।
অসস্সতা ভোগিনো কামকামী, তস্মা ন সোচামহং সোককালে॥

"উদেতি আপূরতি ৰেতি চন্দো, অত্তং গমেত্বান পলেতি সূরিযো।
ৰিদিতা মযা সত্তুক লোকধম্মা, তস্মা ন সোচামহং সোককালে"তি॥

অনুবাদ : "অশাশ্বত কামকামী ভোগীর মৃত্যুর পূর্বে ভোগসমূহ পরিত্যক্ত হয়, মৃত্যুর পূর্বতর সময়ে হয় না, তদ্ধেতু আমি শোককর মুহূর্তেও শোক করি না। চন্দ্র যেমন উদিত হয়, পরিপূর্ণ হয়, হ্রাস পায়; সূর্য যেমন অস্তগমনপূর্বক পলায়ন করে; ঠিক তেমনিভাবে আমার বিপক্ষ (অষ্ট) লোকধর্ম বিদিত হয়েছে, তাই আমি শোককর মুহূর্তেও শোক করি না।"

মৃত্যুতে তা বিনষ্ট হয়। **যং পুরিসো মমিদন্তি মঞ্ঞতী**তি। "যা" (যং) বলতে রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত বিষয়। "পুরুষ" (পুরিসো) অর্থে সংখ্যা, সমজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহার, নাম, নামকর্ম, নামধেয়্য, নিরুক্তি, ব্যঞ্জন, অভিলাপ। "মমিদন্তি মঞ্ঞতি" বলতে তৃষ্ণা-অহংকারে মনে করা, দৃষ্টি-অহংকারে মনে করা, মান-অহংকারে মনে করা, ক্লেশ-অহংকারে মনে করা, দুশ্চরিত-অহংকারে মনে করা, প্রয়োগ-অহংকারে মনে করা, বিপাক-অহংকারে মনে করা—যং পুরিসো মমিদন্তি মঞ্ঞতি।

এতম্পি ৰিদিত্বান পণ্ডিতোতি। মমত্বসমূহে এই আদীনব জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, চিন্তা করে, বিচার করে; পণ্ডিত, ধীর, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিভাবী ও মেধাবী ইহা জ্ঞাত হয়ে—এতম্পি ৰিদিত্বান পণ্ডিতো।

ন মমত্তায নমেথ মামকোতি। "মমত্ব" (মমত্তা) বলতে দুই প্রকার মমত্ব—তৃষ্ণামমত্ব ও দৃষ্টিমমত্ব... ইহা তৃষ্ণামমত্ব... ইহা দৃষ্টিমমত্ব।

"মামকো" বলতে বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত, ধর্মের প্রতি অনরক্ত, সংঘের প্রতি অনুরক্ত। সে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত, তাই ভগবান তাকে প্রতিগ্রহণ করেন। ভগবান বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, যেসব ভিক্ষু কুহক, অবিনীত, সম্প্রলাপী, মিথ্যাবাদী, অহংকারী, অসমাহিত; হে ভিক্ষুগণ, তারা আমার প্রতি অনুরক্ত নয়, এই ধর্মবিনয় হতে তারা অপগত এবং ধর্ম বিনয়ে তারা বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা প্রাপ্ত হয় না। আর যেসব ভিক্ষু কুহক, অবিনীত, সম্প্রলাপী, মিথ্যাবাদী-অহংকারী, অসমাহিত নয়; হে ভিক্ষুগণ, তারাই আমার প্রতি অনুরক্ত, এ ধর্মবিনয় হতে তারা অপগত নয় এবং এ ধর্মবিনয়ে তারা বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়।"

"কুহা থদ্ধা লপা সিঙ্গী, উন্নলা অসমাহিতা।
ন তে ধম্মে ৰিরূহন্তি, সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতে॥
"নিক্কুহা নিল্লপা ধীরা, অত্থদ্ধা সুসমাহিতা।

তে ৰে ধম্মে ৰিরূহন্তি, সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতে”॥

অনুবাদ : “যারা কুহক, অবিনীত, সম্প্রলাপী, মিথ্যাবাদী, অহংকারী, অসমাহিত; তারা সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত ধর্মে সম্বৃদ্ধ হয় না। আর যাঁরা অকুহক, অচাতুরী, ধীর, বিনীত ও সমাহিত; তাঁরাই সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত ধর্মে সম্বৃদ্ধ হন।”

ন মমত্তায নমেথ মামকোতি। অনুরক্তজন তৃষ্ণামমত্বকে পরিত্যাগপূর্বক দৃষ্টিমমত্বকে বিসর্জন দিয়ে মমত্বে নমিত হন না, নত হন না, অবনত হন না, তৎপ্রবণ হন না, আনত হন না, তদধিমুক্ত হন না—ন মমত্তায নমেথ মামকো।

তাই ভগবান বলেছেন :

“মরণেনপি তং পহীযতি, যং পুরিসো মমিদন্তি মঞ্ঞতি।
এতম্পি ৰিদিত্বান পণ্ডিতো, ন মমত্তায নমেথ মামকো”তি॥

৪২. সুপিনেনযথাপি সঙ্গতং, পটিবুদ্ধো পুরিসো ন পস্সতি।
এৰম্পি পিযাযিতং জনং, পেতং কালঙ্কতং ন পস্সতি॥

অনুবাদ : স্বপ্নে যা দেখা যায় জাগ্রত হলে তা আর দেখা যায় না; এভাবে প্রিয়জনের মৃত্যু হলে তাকে আর দেখা যায় না।

সুপিনেন যথাপি সঙ্গতন্তি। সঙ্গত, সমাগত, সমাহিত, সমন্নাগত—সুপিনেন যথাপি সঙ্গতং। “পটিবুদ্ধো পুরিসো ন পস্সতি” বলতে যেমন : পুরুষ স্বপ্নেগত হয়ে চন্দ্র, সূর্য, মহাসমুদ্র, পর্বতরাজ সুমেরু, হাতি, ঘোড়া, রথ, সেনাবাহিনী, সেনাব্যূহ, রমনীয় আরাম, রমনীয় বন, রমনীয় ভূমি, রমনীয় পুষ্করিণী দর্শন করে; কিন্তু জাগ্রত হলে এসব কিছুই দেখতে পায় না—পটিবুদ্ধো পুরিসো ন পস্সতি।

এৰম্পি পিযাযিতং জনন্তি। “এৰং” অর্থে উপমা প্রদর্শনার্থে। “পিযাযিতং জনং” বলতে মমায়িত জন, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র, কন্য, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি অথবা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়—এৰম্পি পিযাযিতং জনং।

পেতং কালঙ্কতং ন পস্সতীতি। “পেতো” বলতে মৃতকে বুঝায়। কালপ্রাপ্ত জনকে না দেখা, দর্শন না করা, প্রাপ্ত না হওয়া, লাভ না করা, প্রতিলাভ না করা—পেতং কালঙ্কতং ন পস্সতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

“সুপিনেন যথাপি সঙ্গতং, পটিবুদ্ধো পুরিসো ন পস্সতি।
এৰম্পি পিযাযিতং জনং, পেতং কালঙ্কতং ন পস্সতী”তি॥

৪৩. দিট্ঠাপিসুতাপি তে জনা, যেসং নামমিদং পৰুচ্চতি।
নামং যেৰাৰসিস্সতি, অক্খেয্যং পেতস্স জন্তুনো॥

অনুবাদ : যাদের নাম এ জগতে প্রকাশিত হয়; সেই সত্ত্বদের দেখাও যায়, শুনাও যায়। ইহলোকে অবস্থানকারী যেই সত্ত্বগণের নাম বলা হয়, তাদের দেখাও যায়, শুনাও যায়, কিন্তু মৃত ব্যক্তির প্রকাশিত নামমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, তাকে দেখাও যায় না, শুনাও যায় না।

দিট্ঠাপি সুতাপি তে জনাতি। "দিট্ঠ" বলতে যা চক্ষুবিজ্ঞান-অভিসম্ভূত বিষয়। "সুত" অর্থে যা শ্রোত্রবিজ্ঞান-অভিসম্ভূত বিষয়। "তে জনা" অর্থে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা এবং মনুষ্য—দিট্ঠাপি সুতাপি তে জনা।

যেসং নামমিদং পৰুচ্চতীতি। "যেসং" বলতে যেসব ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের, বৈশ্যের, শূদ্রের, গৃহস্থের, প্রব্রজিতের, দেবের, মনুষ্যের। "নামং" অর্থে নাম, সমজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, ডাকা নাম, নামকর্ম, নামবাচক শব্দ, নিরুক্তি, ব্যঞ্জন, অভিলাপ। "পৰুচ্চতি" বলতে বলা হয়, ব্যক্ত হওয়া, কথিত হওয়া, ভাষিত হওয়া, ব্যাখ্যাত হওয়া, ব্যবহৃত হওয়া—যেসং নামমিদং পৰুচ্চতি।

নামং যেৰাৰসিস্সতি অক্খেয্যন্তি। রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত (বিষয়) তিরোহিত করা, পরিত্যক্ত করা, বর্জন করা, অন্তর্ধান করা, বিলুপ্ত করা, নামমাত্র অবশিষ্ট রাখা। "অক্খেয্যং" বলতে ব্যক্ত করতে, প্রকাশ করতে, ভাষণ করতে, উল্লেখ করতে, ব্যবহার করতে—নামং এৰাৰসিস্সতি অক্খেয্যং। **পেতস্স জন্তুনো**তি। "পেতস্স" অর্থে মৃতের, কালগতের। "মানুষের" (জন্তুনো) বলতে সত্ত্বের, নরের, মানবের, পুরুষের, পুদ্গালের, জীবের, প্রাণীর, ব্যক্তির, মানুষের, মনুষ্যের—পেতস্স জন্তুনো।

তাই ভগবান বলেছেন :

"দিট্ঠাপি সুতাপি তে জনা, যেসং নামমিদং পৰুচ্চতি।
নামংযেৰাৰসিস্সতি, অক্খেয্যং পেতস্স জন্তুনো"তি॥

৪৪. সোকপ্পরিদেৰমচ্ছরং, ন পজহন্তি গিদ্ধা মমাযিতে।
তস্মা মুনযো পরিগ্গহং, হিত্বা অচরিংসু খেমদস্সিনো॥

অনুবাদ : লোভী, স্বার্থবাদীরা শোক, বিলাপ, মাৎসর্য পরিহার করতে পারে না। সেই কারণে মুনিগণ (তৃষ্ণা, দৃষ্টি) পরিগ্রহ বা ত্যাগ করে নির্বাণদর্শী হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

সোকপ্পরিদেৰমচ্ছরং ন পজহন্তি গিদ্ধা মমাযিতেতি। "শোক" (সোকো) বলতে জ্ঞাতিব্যসনে (জ্ঞাতি-বিয়োগে) স্পৃষ্ট, ভোগব্যসনে স্পৃষ্ট, রোগব্যসনে স্পৃষ্ট, শীলব্যসনে (শীল লঙ্ঘনে) স্পৃষ্ট, দৃষ্টিব্যসনে স্পৃষ্ট, অন্যতর অন্যতরব্যসনে সমন্নাগত এবং অন্যতর অন্যতর দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির শোক, পরিদেবন, অনুশোচনা, অন্তঃশোক, অন্তঃপরিশোক, অন্তঃদাহ, অন্তঃপরিদাহ, চিত্তের পরিদাহ (চেতসো পরিজ্ঝাযনা) ও দৌর্মনস্য ও শোকশল্য। "পরিদেবন" (পরিদেৰো) অর্থে জ্ঞাতিব্যসনে (জ্ঞাতি-বিয়োগে) স্পৃষ্ট, ভোগব্যসনে স্পৃষ্ট, রোগব্যসনে স্পৃষ্ট, শীলব্যসনে (শীল লঙ্ঘনে) স্পৃষ্ট, দৃষ্টিব্যসনে স্পৃষ্ট, অন্যতর অন্যতরব্যসনে সমন্নাগত এবং অন্যতর অন্যতর দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির শোক (আদেৰো), পরিদেবন, অনুশোচনা, বিলাপ (পরিদেৰনা), খেদ, অনুতাপযুক্ত বাক্য, প্রলাপ, বিপ্রলাপ, ক্রন্দন, খেদোক্তি (লালপ্পাযনা) ও বিলাপকরণ (লালপ্পাযিতত্তং)। "মাৎসর্য" (মচ্ছরিযং) বলতে পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—১) আবাস-মাৎসর্য, ২) কুল-মাৎসর্য, ৩) লাভ-মাৎসর্য, ৪) বর্ণ-মাৎসর্য ও ৫) ধর্ম-মাৎসর্য। যা এরূপ মাৎসর্য, মাৎসর্যতা, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, কদর্যতা (কৃপণতা), কৃপণস্বভাব (কটুকঞ্চুকতা) ও মনের গৃহীতভাব—একে মাৎসর্য বলা হয়। অধিকন্তু, স্কন্ধ-মাৎসর্যই মাৎসর্য, ধাতু-মাৎসর্যই মাৎসর্য এবং আয়তন-মাৎসর্যই মাৎসর্য বলে বিবেচিত, ইহাকে মাৎসর্য বলা হয়। গেধো বা আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "মমত্ব" (মমত্তা) বলতে দুই প্রকার মমত্ব—তৃষ্ণামমত্ব ও দৃষ্টিমমত্ব... ইহা তৃষ্ণামমত্ব... ইহা দৃষ্টিমমত্ব। মমত্ব (বা প্রিয়) বিষয়ে বিচ্ছেদ উৎকণ্ঠায় শোক করে, বিচ্ছেদের সময় শোক করে, বিচ্ছেদে শোক করে। পরিবর্তন বা ভঙ্গ উৎকণ্ঠায় শোক করে, পরিবর্তনের সময় শোক করে, পরিবর্তনে শোক করে। প্রিয় বিষয়ে বিচ্ছেদ উৎকণ্ঠায় পরিদেবন (বা বিলাপ) করে, বিচ্ছেদের সময় বিলাপ করে, বিচ্ছেদে বিলাপ করে। প্রিয় বিষয়ে ভঙ্গ উৎকণ্ঠায় বিলাপ করে, ভঙ্গের সময় বিলাপ করে, ভঙ্গে বিলাপ করে। প্রিয় বিষয়কে রক্ষা করে, সংরক্ষণ করে, পরিগ্রহণ করে, আমার আমার বলে, আকাঙ্ক্ষা করে। প্রিয় বিষয়ে শোক ত্যাগ করে না, পরিদেবন পরিত্যাগ করে না, মাৎসর্য পরিত্যাগ করে না, লোভ পরিত্যাগ করে না এবং পরিবর্জন করে না, বিদূরীত করে না, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে না, পুনরুৎপত্তি বন্ধ করে না—সোকপ্পরিদেৰমচ্ছরং নপ্পজহন্তি গিদ্ধা মমাযিতে।

তস্মা মুনযো পরিগ্গহং, হিত্বা অচরিংসু খেমদস্সিনোতি। "তদ্ধেতু" (তস্মা) বলতে সেজন্য, সেই কারণ, সেই হেতু, সেই প্রত্যয়, সেই নিদান এবং

মমত্বসমূহে এই আদীনব দর্শন করতে (বলা হয়েছে)—তস্মা। **মুনযো**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজাননা... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। সেই জ্ঞানে সমন্নাগত মুনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। মুনিত্ব (জ্ঞানের পূর্ণতা) তিন প্রকার—১) কায়-মুনিত্ব (কায়সংযমে মুনিত্ব), ২) বাক-মুনিত্ব (বাক্যসংযমে মুনিত্ব) এবং ৩) মন-মুনিত্ব (মনসংযমে মুনিত্ব)... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। "পরিগ্গহো" বলতে দুই প্রকার পরিগ্রহ—তৃষ্ণাপরিগ্রহ ও দৃষ্টিপরিগ্রহ... ইহা তৃষ্ণাপরিগ্রহ... দৃষ্টিপরিগ্রহ। মুনিগণ তৃষ্ণাপরিগ্রহকে পরিত্যাগ করে দৃষ্টিপরিগ্রহকে বিসর্জন, ত্যাগ, পরিত্যাগ, অপনোদন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে বিচরণ করেছিলেন, অবস্থান করেছিলেন, বাস করেছিলেন, অভ্যাস করেছিলেন, পালন করেছিলেন, যাপন করেছিলেন এবং জীবন-যাপন করেছিলেন। **খেমদস্সিনো**তি। "ক্ষেম" (খেমং) বলা হয় অমৃতময় নির্বাণকে। যা সেই সকল সংস্কার উপশম, সকল আসক্তি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। "খেমদস্সিনো" বলতে ক্ষেমদর্শী, ত্রাণদর্শী, পরিত্রাণদর্শী, শরণদর্শী, অভয়দর্শী, অচ্যুতদর্শী, অমৃতদর্শী ও নির্বাণদর্শী—তদ্ধেতু মুনিগণ পরিগ্রহকে বর্জন করে ক্ষেমদর্শী হয়ে বিচরণ করেছিলেন (তস্মা মুনযো পরিগ্গহং হিত্বা অচরিংসু খেমদস্সিনো)।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

''সোকপ্পরিদেৰমচ্ছরং, ন জহন্তি গিদ্ধা মমাযিতে।
তস্মা মুনযো পরিগ্গহং, হিত্বা অচরিংসু খেমদস্সিনো''তি॥

৪৫. পতিলীনচরস্স ভিকখুনো, ভজমানস্স ৰিৰিত্তমাসনং।
সামগ্গিযমাহুতস্স তং, যো অত্তানং ভৰনে ন দস্সযে॥

অনুবাদ : অনাসক্তভাবে বিচরণকারী ও নির্জনস্থানে সাধনাকারী ভিক্ষু জগতে নিজের পুনর্জন্ম দর্শন করেন না। তাঁকে সম্পূর্ণতা অবস্থা বলা হয়।

পতিলীনচরস্স ভিকখুনোতি। "পতিলীনচর" বলতে সপ্ত শৈক্ষ্যকে বুঝানো হয়েছে। অর্হৎগণ পরিত্যাগে দক্ষ বা আসক্তিহীন। কী কারণে পাপবর্জনকারীকে সপ্ত শৈক্ষ্য বলা হয়। তাঁরা সেই সেই (পাপ) বিষয় হতে চিত্তকে অনাসক্ত রেখে, পরিবর্তন করে করে, সংযত করে করে, দমন করে করে, রক্ষা করে করে, সংরক্ষণ করে করে, প্রতিরক্ষা করে করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে করে অবস্থান করেন, বিচরণ করেন, বিহার করেন, পরিভ্রমণ করেন, অভ্যাস করেন, জীবন-যাপন করেন ও জীবন-ধারণ করেন;

চক্ষুদ্বারে চিত্তকে অনাসক্ত রেখে, পরিবর্তন করে করে, সংযত করে করে, দমন করে করে, রক্ষা করে করে, সংরক্ষণ করে করে, প্রতিরক্ষা করে করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে করে অবস্থান করেন, বিচরণ করেন, বিহার করেন, পরিভ্রমণ করেন, অভ্যাস করেন, জীবন-যাপন করেন ও জীবন-ধারণ করেন; শ্রোত্রদ্বারে চিত্তকে... ঘ্রাণদ্বারে চিত্তকে... জিহ্বাদ্বারে চিত্তকে... কায়দ্বারে চিত্তকে... এবং মনোদ্বারে চিত্তকে অনাসক্ত রেখে, পরিবর্তন করে করে, সংযত করে করে, দমন করে করে, রক্ষা করে করে, সংরক্ষণ করে করে, প্রতিরক্ষা করে করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে করে অবস্থান করেন, বিচরণ করেন, বিহার করেন, পরিভ্রমণ করেন, অভ্যাস করেন, জীবন-যাপন করেন ও জীবন-ধারণ করেন। যেমন : মোরকের পালক বা স্নায়ু-মাংসপেশী অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হলে দৃঢ়বদ্ধ হয়, বক্র হয়, কুণ্ডলিত হয়, সম্প্রসারিত হয়; ঠিক তেমনিভাবে চিত্তকে অনাসক্ত রেখে, পরিবর্তন করে করে, সংযত করে করে, দমন করে করে, রক্ষা করে করে, সংরক্ষণ করে করে, প্রতিরক্ষা করে করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে করে অবস্থান করেন, বিচরণ করেন, বিহার করেন, পরিভ্রমণ করেন, অভ্যাস করেন, জীবন-যাপন করেন ও জীবন-ধারণ করেন। চক্ষুদ্বারে চিত্তকে... শ্রোত্রদ্বারে চিত্তকে... ঘ্রাণদ্বারে চিত্তকে... জিহ্বাদ্বারে চিত্তকে... কায়দ্বারে চিত্তকে... মনোদ্বারে চিত্তকে অনাসক্ত রেখে, পরিবর্তন করে করে, সংযত করে করে, দমন করে করে, রক্ষা করে করে, সংরক্ষণ করে করে, প্রতিরক্ষা করে করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে করে অবস্থান করেন, বিচরণ করেন, বিহার করেন, পরিভ্রমণ করেন, অভ্যাস করেন, জীবন-যাপন করেন ও জীবন-ধারণ করেন। এই কারণে পাপবর্জনকারীদের সপ্ত শৈক্ষ্য বলা হয়। "ভিক্ষুর" (ভিকখুনো) বলতে কল্যাণপৃথগ্‌জন ভিক্ষুর বা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর—পাপবর্জনকারী ভিক্ষুর (পতিলীনচরস্স ভিকখুনো)।

ভজমানস্স ৰিৰিত্তমাসনন্তি। "আসন" বলতে যেখানে উপবেশন করা হয়, তা-ই আসন। যেমন : মঞ্চ, পিঁড়ি, মাদুর, ছোটমাদুর, চর্মখণ্ড, ঘাসদ্বারা প্রস্তুত করা মাদুর, ছড়ানো ঘাস, পাতা বিছানো আসন, তুষ বা ভূসির আসন। সেই আসন অপ্রিয় রূপ দর্শনে শূন্য বা জনশূন্য, নিভৃত, নির্জন; অপ্রিয় শব্দ শ্রবণে জনশূন্য, নিভৃত, নির্জন; অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণে... অপ্রিয় রসাস্বাদনে... অপ্রিয় স্পর্শ স্পর্শনে... এবং অপ্রিয় পঞ্চকামগুণ হতে জনশূন্য, নিভৃত, নির্জন। সেই নির্জন আসন ভজনা করা, ভালোবাসা, সেবা করা, শুশ্রূষা করা, সংসেবন করা, প্রতিসেবন করা—নির্জনাসন ভজনাকারীর

(ভজমানস্স ৰিৰিত্তমাসনং)।

সামগ্গিযমাহুতস্স তং, যো অত্তানং ভৰনে ন দস্সযেতি। "সমগ্র" (সামগ্গিযো) বলতে তিন প্রকার ঐক্য বা মিলন—গণ-মিলন, ধর্ম-মিলন, পুনর্জন্মহীন-মিলন।

গণমিলন বা গণ-ঐক্য কিরূপ? অনেক ভিক্ষু ঐক্যবদ্ধ, একতাবদ্ধ, মিত্রভাবাপন্ন ও দুধ আর জল মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় পরস্পরকে প্রিয়চক্ষু দিয়ে দর্শন করে অবস্থান করেন, ইহাই গণমিলন বা গণ-ঐক্য। ধর্ম-মিলন বা ধর্ম-ঐক্য কিরূপ? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তারা একসঙ্গে উত্থিত (বাহির) হন, আনন্দিত হন, দাঁড়ান, বিমুক্ত হন; তাদের ধর্মসমূহের জন্য বিবাদ ও কলহ হয় না, ইহাই ধর্ম-ঐক্য। পুনর্জন্মহীন-মিলন বা পুনর্জন্মহীন ঐক্য কিরূপ? বহু ভিক্ষু অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাণ লাভ করেন; তাদের নির্বাণধাতু ঊনত্ব (ক্ষয়) বা পূর্ণত্ব (পরিপূর্ণতা) বা প্রকাশিত (সুষ্পষ্ট) হয় না—ইহাই পুনর্জন্মহীন ঐক্য। "ভবনে" (ভবনে) বলতে নৈরয়িক সত্ত্বদের নিরয় ভবন, তির্যগ্‌প্রাণীদের তির্যগ্‌কুল ভবন, প্রেতদের প্রেতলোক ভবন, মনুষ্যদের মনুষ্যলোক ভবন, দেবতাদের দেবলোক ভবন। **সামগ্গিযমাহু তস্স তং, যো অত্তানং ভৰনে ন দস্সযে**তি। তার এই ঐক্য, এই আচ্ছন্ন, এই প্রতিরূপ, এই অনুরূপ (অবয়ব), এই অনুলোম; যিনি এরূপ প্রতিচ্ছন্ন নিরয়ে, তির্যগ্‌যোনিতে, প্রেতলোকে, মনুষ্যলোকে ও দেবলোকে নিজেকে দেখতে পান না বলে এরূপ বলেছেন, বলছেন, ভাষণ করছেন, বর্ণনা করেছেন এবং প্রকাশ করছেন—সামগ্গিযমাহু তস্স তং, যো অত্তানং ভৰনে ন দস্সযে।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পতিলীনচরস্স ভিকখুনো, ভজমানস্স ৰিৰিত্তমাসনং।
সামগ্গিযমাহু তস্স তং, যো অত্তানং ভৰনে ন দস্সযে"তি॥

**৪৬. সব্বত্থমুনী অনিস্সিতো, ন পিযং কুব্বতি নোপি অপ্পিযং।
তস্মিং পরিদেৰমচ্ছরং, পণ্ণে ৰারি যথা ন লিম্পতি॥**

অনুবাদ : মুনি সর্বত্র অনাশ্রিত, তিনি কোনো বিষয়ে প্রিয়ভাবও উৎপন্ন করেন না, অপ্রিয়ভাবও উৎপন্ন করেন না। পদ্মপত্রে যেমন জল প্রলিপ্ত হয় না (বা লেগে থাকে না), তেমনি মুনির কাছেও পরিদেবন (বিলাপ), মাৎসর্য (কৃপণতা) লিপ্ত হয় না।

সব্বত্থ মুনী অনিস্সিতোতি। "সর্ব" (সব্বং) বলতে দ্বাদশ আয়তনকে বুঝায়; যথা : চক্ষু এবং রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম (মনোগোচর বিষয়)। **মুনী**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। **অনিস্সিতো**তি। নিশ্রয় দুই প্রকার—১) তৃষ্ণানিশ্রয় ও ২) দৃষ্টিনিশ্রয়... ইহাই তৃষ্ণানিশ্রয়... ইহাই দৃষ্টিনিশ্রয়। মুনি তৃষ্ণানিশ্রয়কে ত্যাগ ও দৃষ্টিনিশ্রয়কে বর্জন করে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনকে নিশ্রয় করেন না... রূপ... শব্দ... গন্ধ... রসে... স্পর্শ... ধর্ম... কুল... গণ... আবাস... লাভ... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয্যাসন... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার (ব্যবহার্যসামগ্রী)... কামধাতু... রূপধাতু... অরূপধাতু... কামভব... রূপভব... অরূপভব... সংজ্ঞাভব... অসংজ্ঞাভব... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব... এক বোকার (প্রকার) ভব... চারি বোকার ভব... পঞ্চ বোকার ভব... অতীত... অনাগত... বর্তমান... দৃষ্ট বিষয়... শ্রুত বিষয়... অনুমিত বিষয়... বিজ্ঞাত বিষয়... এবং সর্বধর্মসমূহের উপর নিশ্রয় না করে অসংলগ্ন, অনুপগত, অজড়িত, অনধিমুক্ত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রযুক্ত, বিসংযুক্ত (বা বিমুক্ত) ও অনাবদ্ধ (মুক্ত) চিত্তে অবস্থান করেন—মুনি সর্বত্র অনাশ্রিত (সব্বত্থ মুনি অনিস্সিতো)।

ন পিযং কুব্বতি নোপি অপ্পিযন্তি। "প্রিয়" (পিযা) বলতে দ্বিবিধ প্রিয়—সত্ত্ব-প্রিয় ও সংস্কার-প্রিয়। সত্ত্ব-প্রিয় কিরূপ? ইহজগতে যার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি অথবা রক্তসম্বন্ধীয় আত্মীয়গণ অর্থকামী, হিতকামী, মঙ্গলকামী ও মুক্তিকামী হয়, এরাই সত্ত্ব-প্রিয়। সংস্কার-প্রিয় কিরূপ? মনোজ্ঞ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পশ, এগুলো সংস্কার-প্রিয়। "অপ্রিয়" (অপ্পিয) বলতে দ্বিবিধ অপ্রিয়—সত্ত্ব-অপ্রিয় এবং সংস্কার-অপ্রিয়। সত্ত্ব-অপ্রিয় কিরূপ? ইহজগতে যারা (মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি অথবা রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়গণ) অনর্থকামী, অহিতকামী, অমঙ্গলকামী, অমুক্তিকামী ও প্রাণনাশকামী হয়, এটাই সত্ত্ব-অপ্রিয়। সংস্কার-অপ্রিয় কিরূপ? অমনোজ্ঞ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, ইহাই সংস্কার-অপ্রিয়। **ন পিযং কুব্বতি নোপি অপ্পিয**ন্তি। "এই সত্ত্ব আমার প্রিয়, এই সংস্কারসমূহ আমার মনোজ্ঞ" এরূপ রাগ বা আসক্তিবশে প্রিয় করেন না; "এই সত্ত্ব আমার অপ্রিয়, এই সংস্কারসমূহ আমার অমোনজ্ঞ" এরূপ প্রতিঘ বা বিদ্বেষবশে অপ্রিয় করেন না, বৃদ্ধি করেন না, উৎপন্ন করেন না, উৎপাদন করেন না এবং পুনরুৎপন্ন করেন না—প্রিয়ও করেন না

অপ্রিয়ও করেন না (ন পিযং কুব্বতি নোপি অপ্পিযং)।

তস্মিং পরিদেৰমচ্ছরং পণ্ণে ৰারি যথা ন লিম্পতীতি। "তার কাছে" (তস্মিং) বলতে সেই পুদ্গালের মধ্যে, অরহতের মধ্যে, ক্ষীণাসবের মধ্যে। "পরিদেবন" (পরিদেৰো) অর্থে জ্ঞাতিব্যসনে (জ্ঞাতি-বিয়োগে) স্পৃষ্ট, ভোগব্যসনে স্পৃষ্ট, রোগব্যসনে স্পৃষ্ট, শীলব্যসনে (শীল লঙ্ঘনে) স্পৃষ্ট, দৃষ্টিব্যসনে স্পৃষ্ট, অন্যতর অন্যতরব্যসনে সমন্নাগত এবং অন্যতর অন্যতর দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির শোক (আদেৰো), পরিদেবন, অনুশোচনা, বিলাপ (পরিদেৰনা), খেদ, অনুতাপযুক্ত বাক্য, প্রলাপ, বিপ্রলাপ, ক্রন্দন, খেদোক্তি (লালপ্পাযনা) ও বিলাপকরণ (লালপ্পাযিতত্তং)। "মাৎসর্য" (মচ্ছরিযং) বলতে পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—১) আবাস-মাৎসর্য, ২) কুল-মাৎসর্য, ৩) লাভ-মাৎসর্য, ৪) বর্ণ-মাৎসর্য ও ৫) ধর্ম-মাৎসর্য। যা এরূপ মাৎসর্য, মাৎসর্যতা, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, কদর্যতা (কৃপণতা), কৃপণস্বভাব (কটুকঞ্চুকতা) ও মনের গৃহীতভাব—একে মাৎসর্য বলা হয়। অধিকন্তু, স্কন্ধ-মাৎসর্যই মাৎসর্য, ধাতু-মাৎসর্যই মাৎসর্য এবং আয়তন-মাৎসর্যই মাৎসর্য বলে বিবেচিত—ইহাকে মাৎসর্য বলা হয়।

পণ্ণে ৰারি যথা ন লিম্পতীতি। "পত্র" (পণ্ণং) বলতে পদ্মপত্রকে বুঝায়। "জল" (ৰারি) বলতে উদক (জল)। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত, প্রলিপ্ত এবং উপলিপ্ত না হয়ে অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত ও অনুপ্রলিপ্ত হয়; ঠিক এভাবেই সেই পুদ্গাল, অর্হৎ ও ক্ষীণাসবের মধ্যে মাৎসর্য লিপ্ত, প্রলিপ্ত এবং উপলিপ্ত না হয়ে অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত ও অনুপলিপ্ত হয়। সেই পুদ্গাল, অর্হৎ সেই ক্লেশসমূহ দ্বারা লিপ্ত, প্রলিপ্ত, উপলিপ্ত না হয়ে অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত ও অনুপলিপ্ত হয়ে নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত (বা বিমুক্ত) এবং অনাবদ্ধ (মুক্ত) চিত্তে অবস্থান করেন—পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, তেমনি তাঁর মধ্যে (অর্হতের নিকট) পরিদেবন-মাৎসর্য লিপ্ত হয় না (তস্মিং পরিদেৰমচ্ছরং পণ্ণে ৰারি যথা ন লিম্পতি।)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''সব্বত্থ মুনী অনিস্সিতো, ন পিযং কুব্বতি নোপি অপ্পিযং।
তস্মিং পরিদেৰমচ্ছরং, পণ্ণে ৰারি যথা ন লিম্পতী''তি॥

৪৭. উদবিন্দু যথাপি পোকখরে, পদুমে ৰারি যথা ন লিম্পতি।
এৰং মুনি নোপলিম্পতি, যদিদং দিট্ঠসুতমুতেসু ৰা॥

অনুবাদ : পদ্মে যেমন জল লিপ্ত হয় না, পদ্মপত্রেও জলবিন্দু লিপ্ত হয়

না। এভাবে দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানে মুনি সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট হয় না।

উদবিন্দু যথাপি পোকখরেতি। জলের ফোঁটাকে জলবিন্দু বলা হয়। পদ্মের পাপড়িকে বলা হয় পদ্মপাতা। জলবিন্দু যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, প্রলিপ্ত হয় না, উপলিপ্ত হয় না, অলিপ্ত, নির্লিপ্ত ও অনুপলিপ্ত হয়। এ অর্থে পদ্ম পত্রে যেমন জলবিন্দু (উদবিন্দু যথাপি পোকখরে)। **পদুমেৰারি যথা ন লিম্পতী**তি। পদ্মপুষ্পকে বলা হয় পদ্ম। জলকে উদক বলা হয়। পদ্মপুষ্পে যেমন জল লিপ্ত হয় না, প্রলিপ্ত হয় না, উপলিপ্ত হয় না, অলিপ্ত, নির্লিপ্ত ও অনুপলিপ্ত হয়। এ অর্থে জল যেমন পদ্মে লিপ্ত না হয় (পদুমে ৰারি যথা ন লিম্পতি)।

এৰং মুনি নোপলিম্পতি, যদিদং দিট্ঠসুতমুতেসু ৰাতি। "এৰং" অর্থে উপমা উপস্থাপন। **মুনী**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। "প্রলেপ" (লেপা) বলতে দুই প্রকার প্রলেপ—তৃষ্ণাপ্রলেপ ও দৃষ্টিপ্রলেপ... ইহা তৃষ্ণাপ্রলেপ... ইহা দৃষ্টিপ্রলেপ। মুনি তৃষ্ণাপ্রলেপকে পরিত্যাগ করে ও দৃষ্টিপ্রলেপকে বিসর্জন দিয়ে দৃষ্ট বিষয়ে লিপ্ত হন না, শ্রুত বিষয়ে লিপ্ত হন না, অনুমিত বিষয়ে লিপ্ত হন না, বিজ্ঞাত বিষয়ে লিপ্ত হন না, প্রলিপ্ত হন না ও উপলিপ্ত হন না; বরং অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত ও অনুপলিপ্ত হয়ে নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—এভাবে দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত বিষয়ে মুনি উপলিপ্ত হন না (এৰং মুনি নোপলিম্পতি, যদিদং দিট্ঠসুতমুতেসু ৰা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ‘‘উদবিন্দু যথাপি পোকখরে, পদুমে ৰারি যথা ন লিম্পতি।
> এৰং মুনি নোপলিম্পতি, যদিদং দিট্ঠসুতমুতেসু ৰা’’তি॥

৪৮. ধোনো ন হি তেন মঞ্ঞতি, যদিদং দিট্ঠসুতমুতেসু ৰা।
নাঞ্ঞেনৰিসুদ্ধিমিচ্ছতি, ন হি সো রজ্জতি নো ৰিরজ্জতি॥

অনুবাদ : এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমানে জ্ঞানী (শোধিত) ব্যক্তি তাতে কিছু গুরুত্বারোপ করেন না। অপরের দ্বারা বিশুদ্ধি ইচ্ছা না করে সেই ব্যক্তি রাগহীন এবং বিরাগহীন হন।

ধোনো ন হি তেন মঞ্ঞতি, যদিদং দিট্ঠসুতমুতেসু ৰাতি। **ধোনো**তি। জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি। কী কারণে জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হয়? সেই প্রজ্ঞা দ্বারা কায়দুশ্চরিত ধুত (পরিত্যক্ত), ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; বাক্‌দুশ্চরিত... মনোদুশ্চরিত ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; রাগ ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং

শোধিত হয়; দ্বেষ... মোহ... ক্রোধ... বিদ্বেষ... নিষ্ঠুরতা... আক্রোশ... ঈর্ষা... মাৎসর্য... মায়া... শঠতা... প্রবঞ্চনা (থম্ভ)... মান... অতিমান... মত্ততা... প্রমাদ... সর্বক্লেশ... সর্ব দুশ্চরিত... সর্ব উদ্বেগ... সর্ব পরিলাহ... সর্বসন্তাপ... এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়। সেই কারণে জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হয়।

অথবা সম্যক দৃষ্টি দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; সম্যক সংকল্প দ্বারা মিথ্যাসংকল্প ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; সম্যক বাক্য দ্বারা মিথ্যাবাক্য ধুত... সম্যক কর্ম দ্বারা মিথ্যাকর্ম ধুত... সম্যক জীবিকা দ্বারা মিথ্যাজীবিকা ধুত... সম্যক প্রচেষ্টা দ্বারা মিথ্যাপ্রচেষ্টা ধুত... সম্যক স্মৃতি দ্বারা মিথ্যাস্মৃতি ধুত... সম্যক সমাধি দ্বারা মিথ্যাসমাধি ধুত... সম্যক জ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান ধুত... এবং সম্যক বিমুক্তি দ্বারা মিথ্যাবিমুক্তি ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়।

অথবা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা সর্বক্লেশ... সর্ব দুশ্চরিত... সর্ব দুশ্চিন্তা... সর্ব পরিদাহ... সর্ব সন্তাপ... সর্ব অকুশলাভিসংস্কার ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়। অর্হতেরা এই জ্ঞানযুক্ত ধর্মসমূহ দ্বারা উপনীত, সমুপনীত, উপগত সমুপগত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন ও সমন্নাগত হন; তাই অর্হৎগণ জ্ঞানী হন। তিনি রাগবর্জনকারী, পাপবর্জনকারী, ক্লেশবর্জনকারী, পরিদাহবর্জনকারী—জ্ঞানী (ধোনো)।

ধোনো ন হি তেন মঞ্ঞতি, যদিদং দিট্ঠসুতমুতেসু ৰাতি। জ্ঞানী ব্যক্তি দৃষ্টকে মনে করেন না (বা মনে রাখেন না), দৃষ্টতে মনে করেন না, দৃষ্টরূপে মনে করেন না, আমার দৃষ্ট হয়েছে বলে মনে করেন না; শ্রুতকে মনে করেন না, শ্রুতিতে মনে করেন না, শ্রুতিরূপে মনে করেন না এবং আমার দ্বারা শ্রুত হয়েছে বলে ধারণা করেন না; অনুমানকে মনে করেন না, অনুমানে মনে করেন না, অনুমানরূপে মনে করেন না এবং আমার দ্বারা অনুমান করা হয়েছে বলে ধারণা করেন না; বিজ্ঞাতকে মনে করেন না, বিজ্ঞাততে মনে করেন না, বিজ্ঞাতরূপে মনে করেন না এবং আমার দ্বারা বিজ্ঞাত হয়েছে বলে ধারণা করেন না। ভগবান বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, 'আমি' ইহা কল্পিত, 'ইহা আমি' ইহা কল্পিত, '(জন্ম) হবে' ইহা কল্পিত, '(জন্ম) হবে না' ইহা কল্পিত, 'রূপী হবে' ইহা কল্পিত, 'অরূপী হবে' ইহা কল্পিত, 'সংজ্ঞী হবে' ইহা কল্পিত, 'অসংজ্ঞী হবে' ইহা কল্পিত, 'নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হবে' ইহাও কল্পিত। হে ভিক্ষুগণ, কল্পিত বিষয় রোগ, কল্পিত বিষয় গণ্ড, কল্পিত বিষয় শল্য, কল্পিত বিষয় উপদ্রব। ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু আমরা কল্পনা বা ধারণাহীন

চিত্তে অবস্থান করব, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত"। এ অর্থে জ্ঞানী ব্যক্তি তদ্বারা দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত বিষয়সমূহে কিছুই মনে করেন না (ধোনো ন হি তেন মঞ্ঞতি যদিদং দিট্ঠসুতমুতেসু ৰা)।

নাঞ্ঞেঞ্ঞন ৰিসুদ্ধিমিচ্ছতীতি। জ্ঞানী ব্যক্তি অন্য অশুদ্ধিমার্গ দ্বারা, মিথ্যাপ্রতিপদা, অমুক্তিদায়ক পথের দ্বারা, স্মৃতিপ্রস্থান হতে অন্যত্র, সম্যক প্রধান হতে অন্যত্র, ঋদ্ধিপাদ হতে অন্যত্র, ইন্দ্রিয় হতে অন্যত্র, বল হতে অন্যত্র, বোধ্যঙ্গ হতে অন্যত্র এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হতে অন্যত্র শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি ইচ্ছা করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, প্রার্থনা করেন না, অভিলাষ করেন না, আশা করেন না। এ অর্থে অন্য কিছুর দ্বারা বিশুদ্ধি ইচ্ছা করেন না (নাঞ্ঞেঞ্ঞন ৰিসুদ্ধিমিচ্ছতি)।

ন হি সো রজ্জতি নো ৰিরজ্জতীতি। সব মূর্খপৃথগ্‌জন আসক্ত হয়, কল্যাণপৃথগ্‌জন হতে শুরু করে সাত শৈক্ষ্য অনাসক্ত হয়; অর্হৎগণ আসক্তও হন না, অনাসক্তও হন না। অনাসক্ত হয়ে তিনি রাগের ক্ষয়ে বীতরাগ, দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ, মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ হন। তিনি উত্থিত-আবাস, মার্জিত-স্বভাবী (চিণ্ণচরণো)... জন্ম-জরা-মৃত্যু-সংসার (বিজিত) এবং তাঁর আর পুনর্জন্ম নেই—ন হি সো রজ্জতি নো ৰিরজ্জতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ধোনো ন হি তেন মঞ্ঞতি, যদিদং দিট্ঠসুতমুতেসু ৰা।
নাঞ্ঞেঞ্ঞন ৰিসুদ্ধিমিচ্ছতি, ন হি সো রজ্জতি নো ৰিরজ্জতী"তি॥

[জরা সূত্র বর্ণনা ষষ্ঠ]

৭. তিষ্য মৈত্রেয় সূত্র বর্ণনা

অতঃপর তিষ্য মৈত্রেয় সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

৪৯. মেথুনমনুযুত্তস্স, [ইচ্চাযস্মা তিস্সো মেত্তেয্যো]
ৰিঘাতং ব্রূহি মারিস।
সুত্বান তৰ সাসনং, ৰিৰেকে সিকিখস্সামসে॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তিষ্য মৈত্রেয় বললেন, হে মারিস, মৈথুন সেবনকারীর কী ব্যাঘাত হয় তা বর্ণনা করুন? আপনার উপদেশ শুনে আমরা বিবেকবানে থাকতে শিক্ষা করব।

মেথুনমনুযুত্তস্সাতি। "মৈথুনধর্ম" বলতে যা সেই অসদ্ধর্ম, গ্রাম্যধর্ম,

বসলধর্ম (হীন আচরণ), দুষ্টতা (পাপাচার), রহস্যময় গভীর গর্ততুল্য (ওদকন্তিকে রহস্সো) এবং একে অপরে সংসর্গপ্রাপ্ত হওয়া (দ্বযংদ্বযসমাপত্তি)। কী কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়? উভয়ে আসক্ত, অনুরক্ত, তৃষ্ণার্ত, পর্যুত্থিত, লোভচিত্তসম্পন্ন এবং উভয়েই সদৃশধর্মী, সে কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়। যেমন : উভয় কলহকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় দ্বন্দ্বকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় বিরোধকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় বিবাদকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় বাদানুবাদকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় বিবাদীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, এবং উভয় আলাপকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়; ঠিক এভাবেই উভয়ে আসক্ত, অনুরক্ত, তৃষ্ণার্ত, পর্যুত্থিত, লোভচিত্তসম্পন্ন এবং উভয়েই সদৃশধর্মী, সে কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়।

মেথুনমনুযুত্তস্সাতি। মৈথুনধর্মে নিযুক্ত, প্রযুক্ত, নিয়োজিত, অনুযুক্ত, তৎস্বভাবযুক্ত, তৎবহুল, তৎগুরুর, তন্নিম্ন, তৎপ্রবণ, তৎস্বভাবগত, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় ব্যক্তির। এ অর্থে মৈথুনধর্মে অনুযুক্ত ব্যক্তির (মেথুনমনুযুত্তস্স)।

ইচ্চাযস্মা তিস্সো মেত্তেয্যোতি। "ইচ্চং" বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদপূরক, অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, পদানুক্রমতা—ইচ্চাতি। "আযস্মা" অর্থে প্রিয়বচন, গৌরববচন, আদরণীয় বচন, সম্মানসূচক বচন—আযস্মাতি। "তিষ্য" (তিস্সো) বলতে সেই স্থবিরে নাম, সংখ্যা, সমতা প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহার, নাম, নামকর্ম, নামধেয়, নিরুক্তি, ব্যঞ্জন, অভিলাপ। "মৈত্রেয়" (মেত্তেয্যো) অর্থে সেই স্থবিরের গোত্র, সংখ্যা, মমজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহার—ইচ্চাযস্মা তিস্সো মেত্তেয্যো।

ৰিঘাতং ব্রূহি মারিসাতি। "ৰিঘাতং" বলতে (এখানে) ব্যাঘাত, উপঘাত, উৎপীড়ন, সংঘটন, উপদ্রব, উপসর্গকে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, বিবৃত করুন, বিবরণ দেন, বিভাজন করুন, প্রচার করুন, প্রকাশ করুন (অর্থে বুঝানো হয়েছে)। "মারিসা" অর্থে প্রিয়বচন, গৌরববচন, আদরণীয় বচন, সম্মানসূচক বচন। তাই বলা হয়েছে : মারিস, ব্যাঘাত বলুন (ৰিঘাতং ব্রূহি মারিস)।

সুত্বান তৰ সাসনন্তি। আপনার বচন, কথা, দেশনা, অনুশাসন ও উপদেশ শুনে শ্রবণ করে, গ্রহণ করে, ধারণ করে, হৃদয়ঙ্গম করে—সুত্বান তৰ সাসনং।

ৰিৰেকে সিক্খিস্সামসেতি। “বিবেক” বলতে তিন প্রকার বিবেক—কায়বিবেক, চিত্তবিবেক, উপধিবিবেক। কায়বিবেক কিরূপ? এ জগতে ভিক্ষু একাকী অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, গভীর অরণ্যে, খোলা আকাশে, তৃণস্তূপে শয্যাসন রচনা করেন; কায় দ্বারা (জনসাধারণ হতে) পৃথক হন, সে একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয্যা রচনা করেন, একাকী গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করেন, একাকী গ্রাম হতে প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণে রত থাকেন। তথায় একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, ঘুরে বেড়ান, কার্যসম্পাদন করেন, ব্রহ্মচর্য পালন করেন, গমন করেন, জীবন-যাপন করেন—ইহাই কায়বিবেক।

চিত্তবিবেক কিরূপ? প্রথম ধ্যান সমাপন্নের পঞ্চনীবরণ হতে চিত্ত পৃথক হয়। দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার হতে চিত্ত পৃথক হয়। তৃতীয় ধ্যান সম্পন্নের প্রীতি হতে চিত্ত পৃথক হয়। চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের সুখ-দুঃখ হতে চিত্ত পৃথক হয়। আকাশানন্তায়তন সমাপন্নের রূপসংজ্ঞা-প্রতিঘসংজ্ঞা হতে চিত্ত পৃথক হয়। বিজ্ঞাননন্তায়তন সমাপন্নের চিত্ত আকাশনন্তায়তন সংজ্ঞা হতে পৃথক হয়। আকিঞ্চায়তন সমাপন্নের চিত্ত বিজ্ঞানন্তায়তন সংজ্ঞা হতে পৃথক হয়। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপন্নের চিত্ত আকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞা হতে পৃথক হয়। স্রোতাপন্নের চিত্ত সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, দৃষ্টি অনুশয়, বিচিকিৎসা অনুশয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্লেশ হতে পৃথক হয়। সকৃদাগামীর চিত্ত স্থূল কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, স্থূল কামরাগ অনুশয়, প্রতিঘ অনুশয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্লেশ হতে পৃথক হয়। অনাগামীর চিত্ত অনুসহগত কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘসংযোজন অনুসহগত কামরাগ অনুশয়, প্রতিঘ অনুশয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্লেশ হতে পৃথক হয়। অর্হতের চিত্ত রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মান অনুশয়, ভবরাগ অনুশয়, অভিধ্যা অনুশয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্লেশ ও বাহ্যিক সব নিমিত্ত হতে পৃথক হয়—ইহাই চিত্তবিবেক।

উপধিবিবেক কিরূপ? উপধি বলা হয় ক্লেশ, স্কন্ধ এবং অভিসংস্কারকে। অমৃত-নির্বাণকে উপধিবিবেক বলা হয়। যে সর্বসংস্কারের উপশম, সর্ব উপধি ত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ—এটাই উপধিবিবেক। বিবেকবাসীর এবং নৈষ্ক্রম্যে অভিরত জনের কায়বিবেক, পরিশুদ্ধচিত্ত সম্পন্নের এবং পরম শুদ্ধতাপ্রাপ্ত জনের চিত্তবিবেক, উপধিহীন এবং সংস্কারগত পুদ্গালের উপধিবিবেক।

ৰিৰেকে সিকিখস্সামসেতি। সেই স্থবির স্বাবাবিকভাবেই শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষিত। অপিচ, ধর্মোপদেশ গ্রহণ করে ধর্মদেশনা শুনানোর সময় এরূপ বললেন—ৰিৰেকে সিকিখস্সামসেতি।

তাই তিষ্য মৈত্রেয় স্থবির বললেন :

"মেথুনমনুযুত্তস্স, [ইচ্চাযস্মা তিস্সো মেত্তেয্যো]
ৰিঘাতং ব্রূহি মারিস।
সুত্বান তৰ সাসনং, ৰিৰেকে সিকিখস্সামসে"তি॥

৫০. মেথুনমনুযুত্তস্স, [মেত্তেয্যাতি ভগৰা] মুস্সতে ৰাপি সাসনং।
মিচ্ছা চ পটিপজ্জতি, এতং তস্মিং অনারিযং॥

অনুবাদ : ভগবান মৈত্রেয়কে বললেন, হে মৈত্রেয়, মৈথুনে অনুরক্তজনের নিকট শাসন (বুদ্ধের উপদেশ) বিস্মৃত হয় এবং সে মিথ্যায় প্রতিপন্ন হয়। তাতে ইহাই অনার্য।

মেথুনমনুযুত্তস্সাতি। "মৈথুনধর্ম" বলতে যা সেই অসদ্ধর্ম, গ্রাম্যধর্ম, বসলধর্ম (হীন আচরণ), দুষ্টতা (পাপাচার), রহস্যময় গভীরগর্ততুল্য (ওদকন্তিকে রহস্সো) এবং একে-অপরে সংসর্গপ্রাপ্ত হওয়া (দ্বযংদ্বযসমাপত্তি)। কী কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়? উভয়ে আসক্ত, অনুরক্ত, তৃষ্ণার্ত, পর্যুত্থিত, লোভচিত্তসম্পন্ন এবং উভয়েই সদৃশধর্মী, সে কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়। যেমন : উভয় কলহকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় দ্বন্দ্বকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় বিরোধকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় বিবাদকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় বাদানুবাদকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় বিবাদীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, এবং উভয় আলাপকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়; ঠিক এভাবেই উভয়ে আসক্ত, অনুরক্ত, তৃষ্ণার্ত, পর্যুত্থিত, লোভচিত্তসম্পন্ন এবং উভয়েই সদৃশধর্মী, সে কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়।

মেথুনমনুযুত্তস্সাতি। মৈথুনধর্মে নিযুক্ত, প্রযুক্ত, নিয়োজিত, অনুযুক্ত, তৎস্বভাবযুক্ত, তৎবহুল, তৎগুরুর, তন্নিম্ন, তৎপ্রবণ, তৎস্বভাবগত, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয় ব্যক্তির। এ অর্থে মৈথুনধর্মে অনুযুক্ত ব্যক্তির (মেথুনমনুযুত্তস্স)।

"মৈত্রেয়" (মেত্তেয্য) বলতে ভগবান সেই স্থবিরকে গোত্রের মাধ্যমে সম্বোধন করছেন। "ভগবান" (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন। অধিকন্তু, রাগ

(আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দোষ (দ্বেষ) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; কণ্টক বা শত্রু (কণ্ডকো) জয় করেছেন বলে ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ, শ্রেণিবিন্যাস করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রজ্ঞা বলে ভগবান; অরণ্য-বনজঙ্গল, নির্জন শয়নাসন, শব্দহীন স্থান, নিস্তব্ধ জায়গা, নির্জনতাপূর্ণ স্থান, মনুষ্য হতে নির্জন শয়নের উপযুক্ত স্থান ও নির্জনতানুরূপ স্থান ভজনা বা উপভোগ করেছেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার (ব্যবহার্যসামগ্রী) ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপসমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহার-সমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধসমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি-সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক-প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য (অর্হত্ত্ব জ্ঞান, ক্ষীণাসব অবস্থা, বিঘ্নসমূহের প্রত্যাভিজ্ঞা অর্থাৎ বাধাবিঘ্নসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে জানা এবং নির্বাণ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে স্বীকার করণ, দেশনাকরণ বা ধর্মপ্রচারকরণ), চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়ভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার বুদ্ধধর্ম বা বুদ্ধত্বের অধিকারী বলে ভগবান। এই 'ভগবান' নাম মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সালোহিত (সগোত্র), শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। এই 'ভগবান' নাম বুদ্ধ ভগবানগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃতের মাধ্যমে প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে—(মেত্তেয্যাতি ভগৰা)।

মুস্সতে ৰাপি সাসনন্তি। দুটি কারণে শাসন বিস্মৃত হয়—পরিয়ত্তি শাসন বিস্মৃত হয় ও প্রতিপত্তি শাসন বিস্মৃত হয়। পরিয়ত্তি শাসন কী? তাঁর যা সুলভ্য জ্ঞাত বা মুখস্থ হয়—সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল—ইহা পরিয়ত্তি শাসন। তা ভুলে যায়, বিস্মৃত হয়, স্মৃতিতে থাকে না, মনে থাকে না এবং তা হতে বহির্ভূত হয়—এভাবেই

শাসন বিস্মৃত হয়।

প্রতিপত্তি শাসন কী? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অনুকূল প্রতিপদা, অন্বর্থ প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা, শীলসমূহে পরিপূর্ণতা, ইন্দ্রিয়সমূহে রক্ষণশীলতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, জাগরণশীলতা, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান, চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—এসবই প্রতিপত্তি শাসন। তা ভুলে যায়, বিস্মৃত হয়, স্মৃতিতে থাকে না, মনে থাকে না এবং তা হতে বহির্ভূত হয়। এভাবেই শাসন বিস্মৃত হয়।

মিচ্ছাচ পটিপজ্জতীতি। প্রাণিহত্যা করা, অদত্তবস্তু গ্রহণ করা, বিবাহ বিচ্ছেদ করা, গ্রাম লুণ্ঠন করা, এক এক গৃহ ঘেরাও করা, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, পরদারে গমন করা, মিথ্যা ভাষণ করা—মিচ্ছা চ পটিপজ্জতি।

এতং তস্মিং অনারিযন্তি। এই মিথ্যাপ্রতিপদা সেই পুদ্গলের কাছে অনার্যধর্ম, মূর্খধর্ম, মূঢ়ধর্ম, অজ্ঞানধর্ম, অমরাবিক্ষেপধর্ম—এতং তস্মিং অনরিযং।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ‘‘মেথুনমনুযুত্তস্স, [মেত্তেয্যাতি ভগৰা] মুস্সতে ৰাপি সাসনং।
> মিচ্ছা চ পটিপজ্জতি, এতং তস্মিং অনারিয’’ন্তি॥

৫১. একো পুব্বে চরিত্বান, মেথুনং যো নিসেৰতি।
যানং ভন্তংৰ তং লোকে, হীনমাহু পুথুজ্জনং॥

অনুবাদ : যেই ব্যক্তি পূর্বে একাকী বিচরণ করে পরে মৈথুনধর্মে নিযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে জগতে ভ্রান্ত (বা পথহারা) রথের ন্যায় হীন, পৃথগ্‌জন বলা হয়।

একো পুব্বে চরিত্বানাতি। দুটি কারণে পূর্বে একাকী বিচরণ করেন—প্রব্রজ্যা গ্রহণের কারণে ও সংঘ পরিত্যাগের কারণে। কিরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণের কারণে পূর্বে একাকী বিচরণ করেন? সর্বতোভাবে গৃহবাস প্রতিবন্ধক, স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা প্রতিবন্ধক, জ্ঞাতি প্রতিবন্ধক, মিত্র এবং অমাত্য প্রতিবন্ধক, ধন প্রতিবন্ধক ছিন্ন করে চুল এবং গোঁফ-দাড়ি ছেদন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে সংসারের প্রতি অনাসক্তভাব অবলম্বন করে একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, ঈর্যাপথে নিয়োজিত থাকেন এবং (একাকী জীবনাচর) অভ্যাস করেন, পালন করেন,

ধারণ করেন, যাপন করেন। এভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের কারণে পূর্বে একাকী বিচরণ করেন।

কিভাবে সংঘ পরিত্যাগের কারণে পূর্বে একাকী বিচরণ করেন? সেই প্রব্রজিত এরূপ নিয়মিত একাকী গভীর অরণ্যে নির্জন শয়নাসন প্রতিসেবন করেন। নিস্তব্ধ, শান্ত, নির্জনতায় পরিব্যাপ্ত, মানুষ হতে নির্বিঘ্নে বসবাসকারী, নির্জনবাসী হন। তিনি একাই গমন করেন, একাই স্থিত থাকেন, একাই উপবেশন করেন, একাই শয্যা গ্রহণ করেন, একাই গ্রামে পিণ্ডচারণে প্রবিষ্ট হন, একাই প্রত্যাগমন করেন, একাই নির্জন স্থানে উপবেশন করেন, একাই চঙ্ক্রমণে মনোযোগ স্থাপন করেন। তথায় একাই বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, ইর্যাপথে নিয়োজিত থাকেন, একাকী জীবনাচার অভ্যাস করেন, পালন করেন, ধারণ করেন, যাপন করেন। এভাবে সংঘ পরিত্যাগের কারণে পূর্বে একাকী করেন।

মেথুনং যো নিসেৰতীতি। "মৈথুনধর্ম" (মেথুনোধম্মো) বলতে যা সেই অসদ্ধর্ম... সেই কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়। **মেথুনং যো নিসেৰতী**তি। যেই ব্যক্তি অপর সময়ে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ও শিক্ষাপদ প্রত্যাখ্যান করে হীন গৃহীজীবনে পুনরাগমন করে মৈথুনধর্ম সেবন করে, অনুশীলন করে, প্রতিসেবন করে, সংসর্গ করে—যে পরে মৈথুনধর্ম অনুশীলন করে (মেথুনং যো নিসেৰতি)।

যানং ভন্তংৰ তং লোকেতি। "যান" (যানং) বলতে হস্তিযান, অশ্বযান, গোযান, ভেড়াযান, মেষযান, উটযান, গাধাযান বলা হয়েছে। এসব যান দিয়ে ভাঙাচুড়া, অবিন্যস্ত, অসমাপ্ত, এবড়ো-খেবড়ো, খারাপ রাস্তা ধরে ক্লেশকর কাটাগাছের গোড়া অতিক্রম করে, পর্বত আহরণ করে। আহরণকালে সেসব যান ভেঙে যায়, প্রপাতে পতিত হয়। যেভাবে সেই ভ্রান্তযান অবিন্যস্ত, অসমাপ্ত, এবড়ো-খেবড়ো, খারাপ রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়; ঠিক তেমনিভাবে ভিক্ষুধর্ম হতে চ্যুত সেই ব্যক্তিও ভ্রান্তযান সদৃশ মন্দপথ গ্রহণ করে, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করে... মিথ্যাসমাধি গ্রহণ করে। যেরূপে সে ভ্রান্ত যান অবিন্যস্ত, অসমাপ্ত, এবড়ো-খেবড়ো, খারাপ রাস্তা পাড়ি দিয়ে ক্লেশকর কাটাগাছের গোড়া অতিক্রম করে, পর্বত আহরণ করে; ঠিক তেমনিভাবে ভিক্ষুধর্ম হতে চ্যুত সে ব্যক্তিও ভ্রান্তযান সদৃশ, নিকৃষ্ট (পাপময়) কায়কর্ম সম্পাদন করে, বাক্যকর্ম সম্পাদন করে, মনোকর্ম সম্পাদন করে, পাপজনক প্রাণিহত্যা করে, পাপজনক চুরিকর্ম সম্পাদন করে, পাপজনক ব্যভিচার করে, পাপজনক মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, পাপজনক কর্কশবাক্য

ভাষণ করে, পাপজনক ভেদবাক্য ভাষণ করে, পাপজনক বৃথাবাক্য ভাষণ করে, পাপজনক অভিধ্যা উৎপন্ন করে, পাপজনক বিদ্বেষ উৎপন্ন করে, পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন করে, পাপজনক সংস্কারে আবদ্ধ হয়, পাপজনক পঞ্চকামগুণে আবদ্ধ হয়, পাপজনক নিবরণে আবদ্ধ হয়। যেভাবে সেই ভ্রান্তযান অবিন্যস্ত, অসমাপ্ত, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে পর্বত আহরণকালে ভেঙে যায়; ঠিক তেমনিভাবে ভিক্ষুধর্ম হতে চ্যুত সেই ব্যক্তিও ভ্রান্তযান সদৃশ নিজকে নিরয়ে সমর্পিত করে, তির্যগকুলে সমর্পিত করে, প্রেতকুলে সমর্পিত করে, মনুষ্যকুলে সমর্পিত করে, দেবকুলে সমর্পিত করে। যেভাবে সেই ভ্রান্তযান অবিন্যস্ত, অসমাপ্ত, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে প্রপাতে পতিত হয়; ঠিক তেমনিভাবে ভিক্ষুধর্ম হতে চ্যুত সেই ব্যক্তিও ভ্রান্তযান সদৃশ জাতি প্রপাতে পতিত হয়, জরা প্রপাতে পতিত হয়, ব্যাধি প্রপাতে পতিত হয়, মরণ প্রপাতে পতিত হয়, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস প্রপাতে পতিত হয়। "লোকে" বলতে অপায়লোকে ও মনুষ্যলোকে—লোকে সেই ভ্রান্তযান (যানং ভন্তংৰ তং লোকে)।

হীনমাহু পুথুজ্জনন্তি। "পৃথগ্‌জন" বলা হয়, কোন অর্থে পৃথগ্‌জন? বহুলভাবে ক্লেশসমূহ উৎপন্ন করে বলে পৃথগ্‌জন, বৃহত্তর অবিহত সৎকায়দৃষ্টিক বলে পৃথগ্‌জন, বিবিধভাবে গুরুর মুখ অবলোকন করে বলে পৃথগ্‌জন, নানাভাবে সর্বগতিতে পুনরাগমন করে বলে পৃথগ্‌জন, বহুলভাবে নানাভিসংস্কারে শৃঙ্খলিত হয় বলে পৃথগ্‌জন, বিবিধভাবে নানা ওঘে প্রবাহিত হয় বলে পৃথগ্‌জন, বহুলভাবে নানা সন্তাপে সন্তপ্ত হয় বলে পৃথগ্‌জন, বিবিধভাবে নানা জ্বালায় দগ্ধ হয় বলে পৃথগ্‌জন এবং বহুলভাবে পঞ্চকামগুণে অনুরক্ত, আবদ্ধ, আসক্ত, মূর্ছিত, সংযুক্ত, লগ্ন, সংলগ্ন, রুদ্ধ হয় বলে পৃথগ্‌জন। বহুলভাবে পঞ্চনীবরণে আবৃত, বেষ্টিত, আবদ্ধ, আচ্ছাদিত, প্রতিচ্ছন্ন, অবারিত বিধায় পৃথগ্‌জন। **হীনমাহু পুথুজ্জন**ন্তি। পৃথগ্‌জনকে হীন, নীচ, ছোট, সামান্য, তুচ্ছ, নগণ্য—এরূপ বলা হয়, কথিত হয়, উক্ত হয়, বর্ণনা করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়—পৃথগ্‌জনকে হীন বলা হয় (হীনমাহু পুথুজ্জনং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> "একো পুব্বে চরিত্বান, মেথুনং যো নিসেৰতি।
> যানং ভন্তংৰ তং লোকে, হীনমাহু পুথুজ্জন"ন্তি॥

৫২. যসো কিত্তি চ যা পুব্বে, হাযতে ৰাপি তস্স সা।
এতম্পি দিস্বা সিক্খেথ, মেথুনং ৰিপ্পহাতৰে॥

অনুবাদ : পূর্বে যা কিছু যশ-কীর্তি থাকে, তার সেসবই নষ্ট হয়ে যায়। ইহা দেখে মৈথুনধর্ম পরিত্যাগ করতে শিক্ষা করবে।

যসো কিত্তি চ যা পুব্বে, হাযতে ৰাপি তস্স সাতি। যশ কিরূপ? এখানে পূর্বে শ্রমণ অবস্থায় সৎকারলাভী, গৌরবান্বিত, সম্মানিত, পূজিত, শ্রদ্ধান্বিত এবং চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-গিলান প্রত্যয়াদি লাভী হয়—ইহাই যশ। কীর্তি কিরূপ? এখানে কোনো কোনো পুদ্গল পূর্বে, শ্রমণ অবস্থায় প্রশংসিত, পণ্ডিত, বিদ্বান, মেধাবী, বহুশ্রুত, বিচিত্র ধর্মদেশক (চিত্তকথী) ও কল্যাণ-প্রতিভাণ (তড়িৎ সদুত্তর দাতা) হন—সূত্রান্তিক, বিনয়ধর, ধর্মকথিক, আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক, ত্রিচীবরিক, সপদানচারিক, খুলপশ্চাৎভক্তিক, নৈসজ্জিক বা যথাসংস্তৃতিক (যথাসস্থাতিক) ধুতাঙ্গধারী হন। অথবা প্রথম ধ্যানলাভী, দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, তৃতীয় ধ্যানলাভী, চতুর্থ ধ্যানলাভী, আকাশায়তন-সমাপত্তিলাভী, বিজ্ঞানায়তন-সমাপত্তিলাভী, আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তিলাভী বা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিলাভী হন; ইহাই কীর্তি—পূর্বে যা যশ, কীর্তি (যসো কিত্তি চ যা পুব্বে)।

হাযতে ৰাপি তস্স সাতি। অন্য সময়ে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ এবং শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে হীন গৃহীজীবনে ফিরে যাওয়া ব্যক্তির (হীনাযাৰত্তস্স) সেই যশ-কীর্তি ক্ষীণ, ক্ষয়, ধ্বংস, বিনাশ, অন্তর্ধান ও বিনষ্ট হয়—তার সেই যশ-কীর্তি পূর্বে ক্ষীণ হয় (যসো কিত্তি চ যা পুব্বে হাযতে ৰাপি তস্স সা)।

এতম্পি দিস্বা সিক্খেথ মেথুনং ৰিপ্পহাতৰেতি। "ইহা" (এতং) বলতে পূর্বে, শ্রমণাবস্থায় যশ-কীর্তি; অপরভাগে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ও শিক্ষাকে প্রত্যাখান করায় হীন গৃহী জীবনে ফিরে যাওয়া ব্যক্তির অযশ-অকীর্তি; ইহা সম্পত্তি বিপত্তি (নাশ)। "দেখে" (দিস্বা) অর্থে দর্শন করে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে ও ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট করে, ইহা দেখে (এতম্পি দিস্বা)। "শিক্ষা কর" (সিক্খেথ) বলতে ত্রিবিধ শিক্ষা—১) অধিশীল শিক্ষা, ২) অধিচিত্ত শিক্ষা এবং ৩) অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা।

অধিশীল শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সংবৃত বা অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করেন, আচার-গোচর বা সচ্চরিত্র সম্পন্ন হন, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়সমূহে (পাপে) ভয়দর্শী হন এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন। ক্ষুদ্রশীলস্কন্ধ, মহাশীলস্কন্ধ। শীল প্রতিষ্ঠা (রক্ষণ), আদিচরণ, সংযম, সংবর, মুখ্য, প্রমুখ্য ও কুশলধর্মসমূহের

অর্জন করা—ইহা অধিশীল শিক্ষা।

অধিচিত্ত শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (পৃথক) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখ বিমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন—ইহাই অধিচিত্ত শিক্ষা।

অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, উদয়-অস্তগামী (জন্ম-মৃত্যুগামী)-প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হন, আর্য-নির্বেধিক (মর্মভেদী) সম্যক দুঃখক্ষয়গামী (প্রতিপদায়) বিমণ্ডিত হন। তিনি (দুঃখকে) "ইহা দুঃখ" বলে যথাভূতভাবে জানেন, (দুঃখ সমুদয়কে) "ইহা দুঃখ সমুদয়" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (দুঃখনিরোধকে) "ইহা দুঃখ নিরোধ" বলে যথাভূতভাবে জানেন, (দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদাকে) "ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে যথার্থরূপে জানেন। (আসবকে) "ইহা আসব" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (আসব সমুদয়কে) "ইহা আসব সমুদয়" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আসব নিরোধকে) "ইহা আসব নিরোধ" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আসব নিরোধগামী প্রতিপদাকে) "ইহা আসব নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। "মৈথুনধর্ম" বলতে যা সেই অসদ্ধর্ম... সেই কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়।

এতম্পি দিস্বা সিক্খেথ, মেথুনং ৰিপ্পহাতৰেতি। মৈথুনধর্মের প্রহান, উপশম, পরিত্যাগ ও প্রশান্ত করে অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন, জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, দর্শন করে শিক্ষা করেন, প্রত্যবেক্ষণ করে শিক্ষা করেন, চিত্তকে অধিষ্ঠান বা সংকল্প করে শিক্ষা করেন, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে শিক্ষা করেন, বীর্যকে প্রগ্রহ বা অনুগ্রহ করে শিক্ষা করেন, স্মৃতি উপস্থাপন করে শিক্ষা করেন, চিত্তকে সমাহিত বা কেন্দ্রীভূত করে শিক্ষা করেন, প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অবগত হয়ে শিক্ষা করেন, পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, প্রহাতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে শিক্ষা করেন, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবিত করে শিক্ষা করেন, সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচরণ করেন, গ্রহণ করেন, পালন বা শিক্ষা করেন—ইহা দেখে শিক্ষা কর, মৈথুনধর্মকে পরিত্যাগ কর (এতম্পি দিস্বা সিক্খেথ, মেথুনং ৰিপ্পহাতৰে)।

তাই ভগবান বলেছেন :

“যসো কিত্তি চ যা পুব্বে, হাযতে ৰাপি তস্স সা।
এতম্পি দিস্বা সিকেখথ, মেথুনং ৰিপ্পহাতৰে”তি॥

৫৩. সঙ্কপ্পেহি পরেতো সো, কপণো ৰিয ঝাযতি।
সুত্বা পরেসং নিগ্ঘোসং, মঙ্কু হোতি তথাৰিধো॥

অনুবাদ : সে সংকল্পে বশীভূত হয়ে কৃপণের ন্যায় চিন্তা করে। পরের নিন্দাবাদ শুনে সে সেরূপে দ্বিধাগ্রস্ত (উদ্বিগ্ন বা অসন্তুষ্ট) হয়।

সঙ্কপ্পেহি পরেতো সো, কপণো ৰিয ঝাযতীতি। কামসংকল্প, ব্যাপাদ-সংকল্প, বিহিংসা-সংকল্প ও দৃষ্টিসংকল্প দ্বারা স্পৃষ্ট, বশীভূত, আচ্ছাদিত, সমন্নাগত এবং আবৃত (পিহিত) হয়ে কৃপণ, মন্দ (মূর্খ) ও মুমূর্ষ (নির্বোধ) ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা করে, বিবেচনা করে, কল্পনা করে, বিচার করে। পেচাঁ যেমন বৃক্ষের শাখায় মূষিক (ইঁদুর) খোঁজার সময় চিন্তা করে, বিবেচনা করে, কল্পনা করে, বিচার করে; শৃগাল (কোত্থু) যেমন নদীর তীরে মৎস্য খোঁজার সময় চিন্তা করে, বিবেচনা করে, কল্পনা করে, বিচার করে; বিড়াল যেমন গৃহসংলগ্ন আবর্জনা-স্তূপে ইঁদুর খোঁজার সময় চিন্তা করে, বিবেচনা করে, কল্পনা করে, বিচার করে; পৃষ্ঠ-গ্রীবা-মাংসছিন্ন (ৰহচ্ছিন্নো) গর্দভ (গাধা) যেমন গৃহসংলগ্ন আবর্জনা-স্তূপে চিন্তা করে, বিবেচনা করে, কল্পনা করে ও বিচার করে; ঠিক এভাবে সেই বিভ্রান্ত ব্যক্তি কামসংকল্প, ব্যাপাদ-সংকল্প, বিহিংসা-সংকল্প ও দৃষ্টিসংকল্প দ্বারা স্পৃষ্ট, বশীভূত, আচ্ছাদিত, সমন্নাগত এবং আবৃত হয়ে কৃপণ, মন্দ (মূর্খ) ও মুমূর্ষু (নির্বোধ) ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা করে, বিবেচনা করে, কল্পনা করে, বিচার করে—সে সংকল্পে বশীভূত হয়ে কৃপণের ন্যায় চিন্তা করে (সঙ্কপ্পেহি পরেতো সো কপণো ৰিয ঝাযতি)।

সুত্বা পরেসং নিগ্ঘোসং, মঙ্কু হোতি তথাৰিধোতি। “পরের” (পরেসং) বলতে উপাধ্যায়, আচার্য, সম-উপাধ্যায়, সম-আচার্য, মিত্র, বন্ধু (সন্দিট্‌ঠা), সঙ্গী বা সহচরেরা (এরূপে) নিন্দা করে—“আবুসো, সেগুলো তোমার অলাভ ও দুর্লব্ধ যে, যা তুমি এরূপ শ্রেষ্ঠ শাস্তাকে লাভ করে, এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে এবং এরূপ আর্যগণকে লাভ করেও হীন মৈথুনধর্মের কারণে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ এবং শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে হীন গৃহীজীবনে ফিরে এসেছ। কুশলধর্মসমূহের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা, পাপে লজ্জা, পাপে ভয়, বীর্য, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা বলে কিছুই ছিল না।” তাঁদের (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের) প্রযুক্ত (ব্যপ্পথং) বচন, দেশনা, অনুশাসন ও উপদেশ শুনে, শ্রবণ করে, গ্রহণ করে, ধারণ করে এবং উপলক্ষ বা চিহ্নিত করে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া;

পীড়িত, অপমানিত (ঘট্টিতো), ব্যাধিগ্রস্ত ও দুর্মনা হওয়া। "তাদৃশ" (তথাৰিধো) বলতে তথাবিধ, সেইরূপ, তৎস্থাপিত, সেই প্রকার, সেই প্রতিভাগ। যে বিপথে গমনকারী—সুত্বা পরেসং নিগ্ঘোসং মঙ্কু হোতি তথাৰিধো।

তাই ভগবান বলেছেন :

"সঙ্কপ্পেহি পরেতো সো, কপণো ৰিয ঝাযতি।
সুত্বা পরেসং নিগ্ঘোসং, মঙ্কু হোতি তথাৰিধো"তি॥

৫৪. অথ সত্থানি কুরুতে, পরৰাদেহি চোদিতো।
এস খ্বস্স মহাগেধো, মোসৰজ্জং পগাহতি॥

অনুবাদ : অতঃপর অপরের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে অস্ত্রসমূহ তৈরি করে। সে মিথ্যা ভাষণে নিমজ্জিত হয় এবং এটাই তার মহালোভ।

অথ সত্থানি কুরুতে, পরৰাদেহি চোদিতোতি। "অতঃপর" (অথ) বলতে পদসন্ধি, পদসংযোগ, পদপূরক, অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্টতা, পদানুক্রমতা—অথাতি। "সত্থানি" বলতে তিন প্রকার অস্ত্র—কায়রূপ অস্ত্র, বাক্যরূপ অস্ত্র ও মনরূপ অস্ত্র। ত্রিবিধ কায়দুশ্চরিতই কায়-অস্ত্র, চতুর্বিধ বাক্য দুশ্চরিতই হচ্ছে বাক্য-অস্ত্র এবং ত্রিবিধ মনদুশ্চরিতই হচ্ছে মন-অস্ত্র। "পরৰাদেহি চোদিতো" বলতে উপাধ্যায় দ্বারা, আচার্য দ্বারা, সমুপাধ্যায় দ্বারা, সমাচার্য দ্বারা, মিত্র দ্বারা, সহবিহারী দ্বারা, সহচর দ্বারা ও সঙ্গী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করা। "ভন্তে, আমি প্রব্রজ্যায় অভিরমিত ছিলাম; কিন্তু আমার মাকে রক্ষা করতে হবে, তদ্ধেতু আমি বিভ্রান্ত হয়েছি" বলে প্রকাশ করা। "আমার বাবাকে রক্ষা করতে হবে, তদ্ধেতু আমি বিভ্রান্ত হয়েছি" বলে প্রকাশ করা। "আমার ভাইকে রক্ষা করতে হবে... আমার ভগিনীকে রক্ষা করতে হবে... আমার পুত্রকে রক্ষা করতে হবে... আমার কন্যাকে রক্ষা করতে হবে... আমার বন্ধুকে রক্ষা করতে হবে... আমার অমাত্যকে রক্ষা করতে হবে... আমার জ্ঞাতিকে রক্ষা করতে হবে... এবং সগোত্রকে রক্ষা করতে হবে, তদ্ধেতু আমি বিভ্রান্ত হয়েছি" বলে প্রকাশ করা। (এরূপে) বাক্যরূপ অস্ত্র ব্যবহার করে, সংগ্রহ করে, উৎপন্ন করে, জন্ম দেয়, উৎপাদন করে এবং পুনরুৎপাদন করে—অতঃপর অপরের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে অস্ত্রসমূহ তৈরি করে (অথ সত্থানি কুরুতে, পরৰাদেহি চোদিতো)।

এস খ্বস্স মহাগেধোতি। সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ হচ্ছে তার মহালোভ, মহাবন, মহাগহীন, মহাকান্তার, মহাবিষম, মহাকুটিল, মহাপঙ্ক, মহাকর্দম,

মহাবাধা এবং মহাবন্ধন—ইহা তার মহালোভ (এস খ্বস্স মহাগেধো)।

মোসৰজ্জং পগাহতীতি। “মিথ্যাকথা” বলতে অসত্য কথা। এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) সভায় গিয়ে, পরিষদে গিয়ে, জ্ঞাতির কাছে গিয়ে, দলে (বা সমাজে) গিয়ে, রাজকুলে গিয়ে কিংবা অবিনীত সাক্ষীস্বরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে বলে—“হে পুরুষ, এসো, যা জান তা বল”; সে অজানা বিষয়কে বলে “আমি জানি”, জানা বিষয়কে বলে “আমি জানি না”, অদেখা বিষয়কে বলে “আমি দেখি”, দেখা বিষয়কে বলে “আমি দেখি না।” এরূপে আত্মহেতু, পরহেতু অথবা যৎকিঞ্চিৎ লাভের আশায় সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করে, ইহাকে মিথ্যাকথা বলা হয়।

অধিকন্তু, তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, (ভাষণের) পূর্বে “মিথ্যা ভাষণ করব” বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণকালে “মিথ্যা ভাষণ করছি” বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণের পর “মিথ্যা ভাষণ করেছি” বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়। এই তিন প্রকারে মিথ্যাভাষণ করা হয়। অপিচ, চার প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, (ভাষণের) পূর্বে “মিথ্যা ভাষণ করব” বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণকালে “মিথ্যা ভাষণ করছি” বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণের পর “মিথ্যা ভাষণ করেছি” বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয় এবং মিথ্যাদৃষ্টির দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়। অপিচ, পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে... আট প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করা হয়—(ভাষণের) পূর্বে “মিথ্যা ভাষণ করব” বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণকালে “মিথ্যা ভাষণ করছি” বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণের পর “মিথ্যা ভাষণ করেছি” বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, মিথ্যাদৃষ্টির দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়, মিথ্যা ইচ্ছায় মিথ্যা ভাষণ করা হয়, মিথ্যা অভিরুচির দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়, মিথ্যা সংজ্ঞায় মিথ্যা ভাষণ করা হয় এবং মিথ্যাভাব বা মিথ্যা অভিপ্রায়ে মিথ্যা ভাষণ করা হয়। “মোসৰজ্জং পগাহতি” বলতে মিথ্যাকথায় নিমজ্জিত হওয়া, পতিত হওয়া, নিমগ্ন হওয়া ও প্রবিষ্ট হওয়া—মিথ্যাকথায় নিমজ্জিত হয় (মোসৰজ্জং পগাহতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘অথ সত্থানি কুরুতে, পরৰাদেহি চোদিতো।
এস খ্বস্স মহাগেধো, মোসৰজ্জং পগাহতী’’তি॥

**৫৫. পণ্ডিতোতি সমঞ্ঞাতো, একচ্চরিযং অধিট্ঠিতো।
স চাপি মেথুনে যুত্তো, মন্দোৰ পরিকিস্সতি॥**

অনুবাদ : একাচার্যে বা নির্জন স্থানে অধিষ্ঠিত হয় পণ্ডিত ব্যক্তিরূপে বিদিত বা পরিচিত হয়। পরে মন্দলোকের ন্যায় দুঃখপতিত বা উত্যক্ত হয়ে মৈথুনধর্মে লিপ্ত হয়।

পণ্ডিতোতি সমঞ্ঞাতোতি। এক্ষেত্রে কোনো কোনো পুদ্গল পূর্বে শ্রমণ অবস্থায় প্রশংসিত হন—পণ্ডিত, বিদ্বান, মেধাবী, বহুশ্রুত, বিচিত্র ধর্মদেশক (চিত্তকথী) ও কল্যাণ-প্রতিভাণ (তড়িৎ সদুত্তর দাতা), সূত্রান্তিক, বিনয়ধর, ধর্মকথিক... বা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিলাভী।" এরূপে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাত ও বিদিত হন—পণ্ডিতরূপে পরিচিত হন (পণ্ডিতোতি সমঞ্ঞাতো)।

একচ্চরিযং অধিট্ঠিতোতি। দুটি কারণে একাচারে অধিষ্ঠিত হন—প্রব্রজ্যাসঙ্খাত দ্বারা ও গণসংযোগ (সংঘ) পরিত্যাগ দ্বারা। কিরূপে প্রব্রজ্যাসঙ্খাত দ্বারা একাচারে অধিষ্ঠিত হন? সমস্ত ঘর-আবাস প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে... এরূপেই প্রব্রজ্যাসঙ্খাত দ্বারা একাচারে অধিষ্ঠিত হন। কিরূপে গণসংযোগ (সংঘ) পরিত্যাগ দ্বারা একাচারে অধিষ্ঠিত হন? তিনি এরূপে প্রব্রজিত হয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে একাকী অরণ্য-বনপ্রস্ত, নিভৃতস্থান... এরূপেই গণসংযোগ পরিত্যাগ দ্বারা একাচারে অধিষ্ঠিত হন—একাচারে অধিষ্ঠিত হন (একচ্চরিযং অধিট্ঠিতো)।

স চাপি মেথুনে যুত্তোতি। "মৈথুনধর্ম" বলতে যা সেই অসদ্ধর্ম, গ্রাম্যধর্ম... সে কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়। **স চাপি মেথুনে যুত্তো**তি। সে অন্য সময়ে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ও শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে হীন গৃহীজীবনে ফিরে গিয়ে মৈথুনধর্মে যুক্ত, প্রযুক্ত, নিযুক্ত এবং সংযুক্ত হয়—সে মৈথুনধর্মে যুক্ত হয় (স চাপি মেথুনে যুত্তো)।

মন্দোৰ পরিকিস্সতীতি। সে কৃপণ, মন্দ ও মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় ক্লান্ত হয়, ক্লিষ্ট হয়, পরিক্লিষ্ট হয়। প্রাণী হত্যা করে, চুরি করে, বিবাহ বিচ্ছেদ করে, গ্রাম লুণ্ঠন করে, এক এক গৃহ ঘেরাও করে, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পরদারে গমন করে, মিথ্যা ভাষণ করে।

এরূপেই ক্লান্ত হয়, ক্লিষ্ট হয়, পরিক্লিষ্ট হয়। রাজাগণ তাকে গ্রহণ করে বিবিধ দৈহিক দণ্ড প্রদান করেন; যেমন : কশাঘাত করেন, বেত্রাঘাত করেন, অর্ধদণ্ড বা দণ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে আঘাত করেন, হস্ত ছেদন করেন, পাদ ছেদন করেন, হস্ত-পাদ ছেদন করেন, কর্ণ ছেদন করেন, নাসিকা ছেদন করেন, কর্ণ-নাসিকা ছেদন করেন, বিলঙ্গথালিক করেন, শঙ্খমুণ্ডক[১] করেন,

[১] মাথায় শঙ্খের চূড়ার ন্যায় চুলের চূড়াকরণ।

রাহুমূখ করেন, জোতিমালিক[১] করেন, হস্ত দগ্ধ করেন, এরবত্তিক করেন, চিরবাসিক করেন, এণেয়্যক করেন, বড়শি দ্বারা মাংস বিদ্ধ করেন, কহাপনিক[২] করেন, খারাতপচ্ছিক (শরীরের চামড়া কেটে লবণ লাগানো?) করেন, পলিঘপরিবত্তিক[৩] করেন, পলালপীঠক করেন, উত্তপ্ত তৈল ঢেলে দেন, কুকুর দিয়ে খাওয়ান, জীবিত অবস্থায় শূলে বধ করেন এবং তলোয়ার দিয়ে মস্তক ছেদন করেন। এরূপেই উৎপীড়িত হয়, ক্লিষ্ট হয়, পরিক্লিষ্ট হয়।

অথবা কামতৃষ্ণায় অভিভূত হয়ে ক্লান্ত মনে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করতে করতে নৌকা নিয়ে মহাসমুদ্রে বের হয়, শীতোষ্ণ উপেক্ষা করে ডাঁশ, মশা, বাতাস, তাপ, সরীসৃপের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে পীড়িত ও ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মান হয়ে তৃণগুল্মে (তিগুম্বং) গমন করে, তক্কোলে (জামের ন্যায় একজাতীয় ফলের গাছ) গমন করে, তক্ষশীলায় গমন করে, কালমুখে গমন করে, পুরপুরে গমন করে, বেসুঙ্গে গমন করে, বেরাপতে গমন করে, জবে গমন করে, তামলিতে গমন করে, বঙ্কে গমন করে, এলবন্ধনে গমন করে, সুবর্ণকূটে গমন করে, সুবর্ণভূমিতে গমন করে, তম্বপাণিতে গমন করে, সুপ্পাদকে গমন করে, ভারুকচ্ছ রাজ্যে গমন করে, সুরটেঠ (সুরাষ্ট্রে) গমন করে, ভঙ্গলোকে গমন করে, ভঙ্গনে গমন করে, সরমত গণের কাছে[৪] গমন করে, যোনিতে গমন করে, পরম যোনিতে গমন করে, বিনকে গমন করে, মূলপদে গমন করে, মরুকান্তারে গমন করে, জানুপথে গমন করে, অজপথে গমন করে, ভেরাপথে গমন করে, সঙ্কুপথে (খোঁটা-খুঁটিতে পূর্ণ পথ) গমন করে, ছত্রপথে গমন করে, বংশপথে (বাঁশবনের পথে) গমন করে, পক্ষীপথে গমন করে, মূসিকপথে গমন করে, দরিপথে গমন করে এবং বেতসাড়ে গমন করে। এভাবে উৎপীড়িত হয়, ক্লিষ্ট হয়, পরিক্লিষ্ট হয়।

অনুসন্ধানকালে খুঁজে পায় না, ফলে অলাভমূলক দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে থাকে। এভাবে উৎপীড়িত হয়, ক্লিষ্ট হয়, পরিক্লিষ্ট হয়।

অনুসন্ধান করার সময় খুঁজে পায়, সেসব ভোগসম্পদ লাভ করলেও রক্ষণমূলক দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে—"তবে কেন আমার ভোগসম্পদ

---

[১] জ্বলন্ত আগুনে কিংবা জ্বলন্ত লৌহমালা গলায় পরিয়ে দেয়ার দরুন যে যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

[২] স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বা শাস্তিরূপে কহাপণরূপ মুদ্রার সমান ক্ষুদ্র মাংসের টুকরা কাটা।

[৩] তেলের ঘানি প্রভৃতিতে আবদ্ধ করে ঘানির চারিদিকে অবিরত ঘুরানো।

[৪] ১৭৪ নং গাথার ব্যাখ্যায় পরম ভঙ্গনে।

রাজাগণ হরণ করেন নাই, চোরগণ হরণ করে নাই, অগ্নি দগ্ধ করেনি, জল ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, অপ্রিয় জ্ঞাতিগণ হরণ করেনি?" তার এরূপে রক্ষিত, গোপনকৃত সেসব ভোগসম্পদ বিনষ্ট হয়। সে বিপ্রযোগ বা বিচ্ছেদমূলক দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। এরূপেই উৎপীড়িত হয়, ক্লিষ্ট হয় এবং পরিক্লিষ্ট হয়—স চাপি মেথুনে যুত্তো, মন্দোৰ পরিকিস্সতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পণ্ডিতোতি সমঞ্ঞাতো, একচ্চরিযং অধিট্ঠিতো।
স চাপি মেথুনে যুত্তো, মন্দোৰ পরিকিস্সতী"তি॥

**৫৬. এতমাদীনৰং ঞত্বা, মুনিং পুব্বাপরে ইধ।
একচ্চরিযং দল্হং কযিরা, ন নিসেৰেথ মেথুনং॥**

অনুবাদ : এই আদীনব জেনে মুনি একালে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একচর্য পালল করে, মৈথুন সেবনে নিযুক্ত হন না।

এতমাদীনৰং ঞত্বা, মুনি পুব্বাপরে ইধাতি। "এতং" বলতে পূর্বে শ্রমণভাবে (শ্রমণ থাকাকালীন) যশ, কীর্তি; অপরভাগে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ও শিক্ষা প্রত্যাখ্যানে হীন গৃহীজীবনের অযশ, অকীর্তি। ইহা সম্পত্তি বিপত্তি। "জ্ঞাত হয়ে" (ঞত্বা) বলতে জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, চিন্তা করে, বিচার করে। **মুনী**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। "এখানে" (ইধা) অর্থে এই দৃষ্টিতে, এই ইচ্ছায়, এই রুচিতে, এই গ্রহণে, এই ধর্মে, এই বিনয়ে, এই ধর্ম-বিনয়ে, এই প্রবচনে, এই ব্রহ্মচর্যে, এই শাস্তাশাসনে, এই আত্মভাবে, এই মনুষ্যলোকে—এখানে মুনি পূর্বাপর আদীনব জ্ঞাত হয়ে (এতমাদীনৰং ঞত্বা মুনি পুব্বাপরে ইধ)।

একচ্চরিযং দল্হং কযিরাতি। দুটি ধারায় (বা কারণে) একাচার দৃঢ় করেন—প্রব্রজ্যাসঙ্খাত দ্বারা ও গণসংযোগ (সংঘ) পরিত্যাগ দ্বারা। কিরূপে প্রব্রজ্যাসঙ্খাত দ্বারা একাচার দৃঢ় করেন? সব ঘর-আবাসের বাঁধা, পুত্রদার বাঁধা, জ্ঞাতি বাঁধা, মিত্র-অমাত্য বাঁধা ও সন্নিধি বা সঞ্চিতধন বাঁধা ছেদন করে কেশ-শ্মশ্রু কেটে কাসায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্ত হয়ে এককভাবে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, চলেন, অগ্রসর হন, পালন করেন, যাপন করেন, থাকেন। এরূপেই প্রব্রজ্যাসঙ্খাত দ্বারা একাচার দৃঢ় করেন।

কিরূপে গণসংযোগ (সংঘ) পরিত্যাগ দ্বারা একাচার দৃঢ় করেন? তিনি

এভাবে প্রব্রজিত হয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে (সমানো) একাকী অরণ্য, বানপ্রস্থ (বনাশ্রম), নির্জন শয়নাসন; নীরবে, নিঃশব্দে, নির্জনতায়, মনুষ্য হতে নির্জনবাসী হয়ে ও নির্জনতানুরূপ স্থান প্রতিসেবন করেন। তিনি একাকী বিচরণ করেন, একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়ন করেন, একাকী পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন, একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, চলেন, অগ্রসর হন, পালন করেন, যাপন করেন, থাকেন। এভাবে গণসংযোগ ত্যাগ দ্বারা একাচার দৃঢ় করেন। এরূপে কুশলধর্মসমূহে একাচার দৃঢ় করেন, স্থির করেন, দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেন, স্থিতি করেন—একাচার দৃঢ় করেন (একচ্চরিযং দল্‌হং কযিরা)।

ন নিসেৰেথ মেথুনন্তি। "মৈথুনধর্ম" (মেথুনধম্মো) বলতে যা সেই অসদ্ধর্ম, গ্রাম্যধর্ম... সেই কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়। মৈথুনধর্ম সেবন করেন না, পরিচর্যা করেন না, সংসেবন করেন না, প্রতিসেবন করেন না, আচরণ করেন না, সমাচরণ করেন না, সম্পাদন করেন না—মৈথুন সেবন করেন না (ন নিসেৰেথ মেথুনং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''এতমাদীনৰং ঞত্বা, মুনি পুব্বাপরে ইধ।
> একচ্চরিযং দল্‌হং কযিরা, ন নিসেৰেথ মেথুন''ন্তি॥

৫৭. ৰিৰেকঞ্ঞেৰ সিক্খেথ, এতং অরিযানমুত্তমং।
ন তেন সেট্‌ঠো মঞ্ঞেথ, স ৰে নিব্বানসন্তিকে॥

অনুবাদ : বিবেক অনুশীলন কর, ইহাই আর্যগণের নিকট উত্তম। তদ্দ্বারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করো না, (যে এরূপ করে) সে অবশ্যই নির্বাণের নিকটে।

ৰিৰেকঞ্ঞেৰ সিক্খথাতি। "বিবেক" (ৰিৰেকো) বলতে তিন প্রকার বিবেক—কায়বিবেক, চিত্তবিবেক, উপধিবিবেক। কায়বিবেক কিরূপ?... ইহা উপধিবিবেক। বিবেকস্থিত জনের নৈষ্ক্রম্যাভিরতই কায়বিবেক। পরিশুদ্ধ চিত্তসম্পন্নের পরম বিশুদ্ধপ্রাপ্ততাই চিত্তবিবেক। অনাসক্ত পুদ্গলের সংস্কার বর্জনই উপধিবিবেক। "শিক্ষা" বলতে তিন প্রকার শিক্ষা—অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা... ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। "এভাবে বিবেক শিক্ষা করেন" (ৰিৰেকঞ্ঞেৰ সিক্খেথ) অর্থে বিবেক শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, প্রতিপালন করেন, গ্রহণপূর্বক সম্পাদন করেন—ৰিৰেকঞ্ঞেৰ

সিকেখথ।

এতং অরিযানমুত্তমন্তি। "আর্যগণ" (অরিযা) বলা হয় বুদ্ধগণ, বুদ্ধের শ্রাবকগণ এবং পচ্চেকবুদ্ধদেরকে। এই বিবেকচর্যা আর্যগণের নিকট অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রমুখ্য, উত্তম এবং প্রবর—এতং অরিযানমুত্তমং।

ন তেন সেট্ঠো মঞ্ঞেথাতি। কায়বিবেক চর্যার মাধ্যমে (নিজকে) গৌরবান্বিত মনে গৌরব করেন না, গর্বিত হন না, অহংকার করেন না, শক্তি প্রদর্শন করেন না, ভণ্ডামি করেন না, মান উৎপাদন করেন না, এবং তদ্বারা একগুঁয়েমি, অবিনীত ও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না—তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠ মনে করেন না (তেন সেট্ঠো ন মঞ্ঞেথ)।

সৰে নিব্বানসন্তিকেতি। তিনি নির্বাণের নিকটে, সমীপে, কাছাকাছি, অবিদূরে, সন্নিকটে—স ৰে নিব্বানসন্তিকে।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ৰিৰেকঞ্ঞেৰ সিকেখথ, এতং অরিযানমুত্তমং।
ন তেন সেট্ঠো মঞ্ঞেথ, স ৰে নিব্বানসন্তিকে"তি॥

৫৮. রিত্তস্স মুনিনো চরতো, কামেসু অনপেক্খিনো।
ওঘতিণ্ণস্স পিহযন্তি, কামেসু গধিতা পজা॥

অনুবাদ : অনাসক্ত মুনি বিচরণকালে কামসমূহে অনপেক্ষাকারী হন। কামে আসক্ত মানুষেরা ওঘ উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে।

রিত্তস্স মুনিনো চরতোতি। রিক্ত ব্যক্তির, বিবিক্ত ব্যক্তির, প্রবিবিক্ত ব্যক্তির; কায়দুশ্চরিত দ্বারা রিক্ত ব্যক্তির, বিবিক্ত ব্যক্তির, প্রবিবিক্ত ব্যক্তির। বাক্‌দুশ্চরিত দ্বারা... মনোদুশ্চরিত দ্বারা... রাগের দ্বারা... দ্বেষের দ্বারা... মোহের দ্বারা... ক্রোধের দ্বারা... উপনাহের (বিদ্বেষ) দ্বারা... কপটতার দ্বারা... আক্রোশের দ্বারা... ঈর্ষার দ্বারা... মাৎসর্যের দ্বারা... মায়ার দ্বারা... শঠের দ্বারা... স্বার্থপরতার দ্বারা... প্রচণ্ডতার দ্বারা... (উগ্র অবস্থা), মান দ্বারা... অতিমান দ্বারা... মত্ততার দ্বারা... প্রমাদের দ্বারা... সকল ক্লেশের দ্বারা... সর্ব দুশ্চরিতের দ্বারা... সব দুশ্চিন্তার দ্বারা... সব পরিলাহের (দহন বা প্রদাহ) দ্বারা... সর্ব সন্তাপের দ্বারা... এবং সকল অকুসলাভিসংস্কার দ্বারা রিক্ত ব্যক্তির, বিবিক্ত ব্যক্তির, প্রবিবিক্ত ব্যক্তির। **মুনিনো**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। "চরতো" অর্থে বিচরণকালে, বিহারকালে, অবস্থানকালে, সম্পাদনকালে, পালনকালে, যাপনকালে, জীবনযাপনকালে—রিত্তস্স মুনিনো

চরতো।

কামেসু অনপেক্খিনোতি। "কামা" বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার— বস্তুকাম, ক্লেশকাম... এগুলোকে বলা হয় ক্লেশকাম... এগুলোকে বলা হয় ক্লেশকাম। বস্তুকামসমূহ বিশেষভাবে জেনে ক্লেশকামসমূহ ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, ধ্বংস করে এবং ক্ষয় করে কামসমূহে অনপেক্ষাকারী, ত্যাগকামী, বর্জনকামী, বিমুক্তকামী, প্রহীনকামী, পরিত্যাগকামী, বীতরাগী, রাগত্যাগী, রাগ বর্জনকারী, রাগ বিমুক্তকারী, রাগ প্রহীনকারী ও রাগ পরিত্যাগী হয়ে মুক্ত, নিবৃত্ত, শান্ত এবং সুখ অনুভবকারী হয়ে নিজে ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন—কামেসু অনপেক্খিনো।

ওঘতিণ্নস্স পিহযন্তি, কামেসু গধিতা পজাতি। "প্রজা" (পজা) বলতে সত্ত্বাধিবচন; সত্ত্বগণ কামসমূহে অনুরক্ত, আসক্ত, আচ্ছন্ন, মূর্ছিত, আবৃত, সংলগ্ন, সংযুক্ত ও আবদ্ধ হয়। তারা কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ, সর্বসস্কারপথ পার হওয়ার, উত্তীর্ণ হওয়ার, মুক্ত হওয়ার, অতিক্রম করার, সমতিক্রান্ত হওয়ার, পরিত্রাণ পাওয়ার; পারগত, পারপ্রাপ্ত; অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত; সীমানাগত, সীমানাপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত; এবং নির্বাণগত ও নির্বাণপ্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, প্রার্থনা করে, চেষ্টা করে, আরাধনা করে। যেমন : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণমুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা করে, চেষ্টা করে; রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগমুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা করে, চেষ্টা করে; বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা করে, চেষ্টা করে; দাসেরা দাসত্বমুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা করে, চেষ্টা করে; ভয়াবহ পথে গমনরত ব্যক্তি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছার জন্য প্রার্থনা করে, চেষ্টা করে; ঠিক এভাবেই সত্ত্বগণ কামে অনুরক্ত, আসক্ত, আচ্ছন্ন, মূর্ছিত, আবৃত, সংলগ্ন, সংযুক্ত ও আবদ্ধ হয়। তারা কামোঘ, ভবোঘ... এবং নির্বাণগত ও নির্বাণপ্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, প্রার্থনা করে, চেষ্টা করে, আরাধনা করে—ওঘতিণ্নস্স পিহযন্তি, কামেসু গধিতা পজা।

তাই ভগবান বলেছেন :

"রিত্তস্স মুনিনো চরতো, কামেসু অনপেক্খিনো।
ওঘতিণ্নস্স পিহযন্তি, কামেসু গধিতা পজা"তি॥

[তিষ্য মৈত্রেয় সুত্র বর্ণনা সপ্তম]

৮. পসূর সূত্র বর্ণনা

অতঃপর পসূর সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

৫৯. ইধেৰ সুদ্ধিং ইতি ৰাদযন্তি, নাঞ্ঞেঞ্ঞসু ধম্মেসু ৰিসুদ্ধিমাহু।
যং নিস্সিতা তত্থ সুভং ৰদানা, পচ্চেকসচ্চেসু পুথূ নিৰিট্ঠা॥

অনুবাদ : তারা এরূপ বলে থাকে যে, "ইহাতেই শুদ্ধি"; অন্যধর্মে বিশুদ্ধি নেই। যা আশ্রয় করে অবস্থান করে, সেটাকে তারা শুভ বলে আখ্যা দেয়। তারা বহুল পরিমাণে পৃথক পৃথক সত্যে নিবিষ্ট হয়।

ইধেৰ সুদ্ধিং ইতি ৰাদযন্তীতি। এখানে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি বলে, প্রকাশ করে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে। "লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপে শুদ্ধি, বিশুদ্ধিদ্ধ, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি বলে, অভিহিত করে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে। "লোক অশাশ্বত... লোক সসীম... লোক অসীম... সেই জীব সেই শরীর... অন্য জীব অন্য শরীর... মরণের পর তথাগত থাকেন... মরণের পর তথাগত থাকেন না... মরণের পর তথাগত থাকেন, আবার থাকেন না... মরণের পর তথাগত থাকেন না, আবার থাকেন না তাও নহে, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি বলে, প্রকাশ করে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে– এখানে শুদ্ধি আছে বলে থাকে (ইধেৰ সুদ্ধিং ইতি ৰাদযন্তি)।

নাঞ্ঞেঞ্ঞসু ধম্মেসু ৰিসুদ্ধিমাহূতি। নিজের শাস্তা, ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদ এবং মার্গকে বাদ দিয়ে অন্য সকল পরবাদে ক্ষেপণ করে, উৎক্ষেপণ করে, পরিক্ষেপণ করে। তারা এরূপ বলে থাকে : "সেই শাস্তা সর্বজ্ঞ নন, ধর্ম সুব্যাখ্যাত নয়, সংঘ সুপ্রতিপন্ন নয়, দৃষ্টি সম্যক নয়, প্রতিপদ সুপ্রজ্ঞাপ্ত নয়, মার্গ মুক্তিদায়ক নয়; এখানে কোনো শুদ্ধি নেই, বিশুদ্ধি নেই, মুক্তি নেই, বিমুক্তি নেই, পরিমুক্তি নেই। তথায় শুদ্ধ হওয়া যায় না, বিশুদ্ধ হওয়া যায় না, মুক্ত হওয়া যায় না, বিমুক্ত হওয়া যায় না, পরিমুক্ত হওয়া যায় না। সেসব হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, নগণ্য– এরূপ বলা হয়, ভাষণ করা হয়, বর্ণনা করা হয়, অভিহিত করা হয়, প্রকাশ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়। এ অর্থে অন্য ধর্মসমূহে বিশুদ্ধি নেই বলে (নাঞ্ঞেঞ্ঞসু ধম্মেসু ৰিসুদ্ধিমাহু)।

যং নিস্সিতা তত্থ সুভং ৰদানাতি। "যং নিস্সিতা" বলতে সেই শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, দৃষ্টি, প্রতিপদ, মার্গকে আশ্রয় করে, নির্ভর করে, প্রতিষ্ঠিত হয়, অনুরাগাবদ্ধ হয়, উপগত হয়, সংযুক্ত হয়, অধিমুক্ত হয়। "তত্থা" বলতে

স্বীয় দৃষ্টি, স্বীয় ইচ্ছা, স্বীয় রুচি, স্বীয় সাধনা। "সুভং ৰদানা" বলতে শুভবাক্য, শোভনবাক্য, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য, গম্ভীরবাক্য, ন্যায়বাক্য, হেতুবাক্য, লক্ষণবাক্য, কারণবাক্য, যুক্তিযুক্ত বাক্য ও স্বীয় ধারণা—যং নিস্সিতা তত্থ সুভং ৰদানা।

পচ্চেকসচ্চেসু পুথূ নিৰিট্ঠাতি। প্রত্যেক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ স্বীয় স্বীয় সত্যে পৃথক পৃথকভাবে আশ্রয় করে, নির্ভর করে, প্রতিষ্ঠিত থাকে, অনুরাগাবদ্ধ হয়, উপগত হয়, সংযুক্ত হয়, অধিমুক্ত হয়। "লোক শাশ্বত, ইহা সত্য বলে মূর্খ এরূপ মতবাদী" হয়ে সেই মতবাদে আশ্রয় করে, নির্ভর করে, প্রতিষ্ঠিত থাকে, অনুরাগাবদ্ধ হয়, উপগত হয়, সংযুক্ত হয়, অধিমুক্ত হয়। "লোক অশাশ্বত.... "লোক অন্তবান.... "লোক অনন্তবান... যেই জীব সেই শরীর..."জীব অন্য শরীর অন্য... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, থাকে না... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাও নহে, ইহা সত্য বলে মূর্খ এরূপ মতবাদী" এরূপে সেই মতবাদে আশ্রয় করে, নির্ভর করে, প্রতিষ্ঠিত থাকে, অনুরাগাবদ্ধ হয়, উপগত হয়, সংযুক্ত হয়, অধিমুক্ত হয়—পচ্চেকসচ্চেসু পুথূ নিৰিট্ঠা।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

> ''ইধেৰ সুদ্ধিং ইতি ৰাদযন্তি, নাঞ্ঞেঞ্ঞসু ধম্মেসু ৰিসুদ্ধিমাহু।
> যং নিস্সিতা তত্থ সুভং ৰদানা, পচ্চেকসচ্চেসু পুথূ নিৰিট্ঠা''তি॥

৬০. তেৰাদকামা পরিসং ৰিগযহ, বালং দহন্তী মিথু অঞ্ঞমঞ্ঞং।
ৰদন্তি তে অঞ্ঞসিতা কথোজ্জং, পসংসকামা কুসলাৰদানা॥

অনুবাদ : বিবাদকামীগণ পরিষদে প্রবেশ করে একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে, মূর্খ বলে বলে দগ্ধ করে। তারা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রশংসাকামী হয়ে নিজকে দক্ষ বলে ঘোষণা করে।

তে ৰাদকামা পরিসং ৰিগযহাতি। "তে ৰাদকামা" বলতে তারা বিবাদকামী, বিবাদ অভিলাষী, বিবাদ অভিপ্রায়ী, বিবাদসম্পন্ন, বিবাদ অনুসন্ধানকারী হয়ে বিচরণকারী। "পরিসং ৰিগযহ" বলতে ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, শ্রমণ-পরিষদে প্রবেশ করে অভিনিবিষ্ট হয়, নিযুক্ত হয়, যোগ দেয়—তে ৰাদকামা পরিসং ৰিগযহ।

বালং দহন্তী মিথু অঞ্ঞমঞ্ঞন্তি। "মিথু" বলতে দুইজন ব্যক্তি, দুই কলহকারী, দুইজন ঝগড়াকারী, দুইজন বিতর্ককারী, দুইজন বিবাদকারী,

দুইজন অভিযোগকারী, দুইজন বাদানুবাদকারী, দুইজন কথোপকথনকারী। তারা পরস্পরকে মূর্খ, হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিষ্কৃষ্ট, নগণ্য বলে বলে দগ্ধ করে; সেরূপে দর্শন করে, বিচার করে, অবলোকন করে, বিবেচনা করে, নিরূপণ করে—বালং দহন্তী মিথু অঞ‌্ঞমঞ‌্ঞং।

ৰদন্তিতে অঞ‌্ঞসিতা কথোজ্জন্তি। অন্য শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, দৃষ্টি, প্রতিপদ ও মার্গকে আশ্রয় করে, নির্ভর করে, প্রতিষ্ঠিত হয়, অনুরাগাবদ্ধ হয়, উপগত হয়, সংযুক্ত হয়, অধিমুক্ত হয়। "কথোজ্জং" অর্থে কলহ, ঝগড়া, বাদানুবাদ, বিবাদ, বিরোধ। অথবা "কথোজ্জং" বলতে আনন্দিত হয়ে বিরুদ্ধ কথা বলে, বাদানুবাদপূর্ণ কথা বলে, কলহপূর্ণ কথা বলে, ঝগড়াপূর্ণ কথা বলে, বিরুদ্ধবাদী কথা বলে, বিবাদপূর্ণ কথা বলে, বিরোধপূর্ণ কথা বলে, ভাষণ করে, উক্তি করে, প্রকাশ করে, চিৎকার করে—ৰদন্তি তে অঞ‌্ঞসিতা কথোজ্জং।

পসংসকামা কুসলাৰদানাতি। "পসংসকামা" বলতে প্রশংসাকামী, প্রশংসা অভিলাষী, প্রশংসাসম্পন্ন, প্রশংসা অনুসন্ধানকারী হয়ে বিচরণকারী। "কুসলাৰদানা" বলতে দক্ষতাপূর্ণ বাক্য, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য, গম্ভীরবাক্য, ন্যায়বাক্য, হেতুবাক্য, লক্ষণবাক্য, কারণবাক্য, যক্তিযুক্ত বাক্য ও স্বীয় ধারণা—পসংসকামা কুসলাৰদানা।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

''তে ৰাদকামা পরিসং ৰিগযহ, বালং দহন্তী মিথু অঞ‌্ঞমঞ‌্ঞং।
ৰদন্তি তে অঞ‌্ঞসিতা কথোজ্জং, পসংসকামা কুসলাৰদানা''তি॥

৬১. যুত্তো কথাযং পরিসায মজ্জে, পসংসমিচ্ছং ৰিনিঘাতি হোতি।
অপাহতস্মিং পন মঙ্কু হোতি, নিন্দায সো কুপ্পতি রন্ধমেসী॥

অনুবাদ : পরিষদ বা সভামধ্যে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে প্রশংসাভিলাষী ব্যক্তি পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়। সে খণ্ডিত বিষয়ে (মতবাদে) অসন্তুষ্ট হয়, সেই পরদোষ অন্বেষী ব্যক্তি নিন্দিত হয়ে কুপিত হয়।

যুত্তো কথাযং পরিসায মজ্জেতি। ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ অথবা শ্রমণ-পরিষদের মধ্যে নিজের মতবাদে (বা যুক্তি-তর্কে) যুক্ত, প্রযুক্ত, নিযুক্ত, সংযুক্ত (প্রবৃত্ত), সম্প্রযুক্ত হয়ে বলা—পরিষদের মধ্যে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া (যুত্তো কথাযং পরিসায মজ্জে)।

পসংসমিচ্ছং ৰিনিঘাতি হোতীতি। "প্রশংসাভিলাষী" (পসংসমিচ্ছং) বলতে প্রশংসা, স্তুতি, কীর্তি ও গুণকীর্তন (ৰণ্ণহারিযং) ইচ্ছা করা, আরাধনা করা,

প্রার্থনা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অভিপ্রায় করা। "পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়" (ৰিনিঘাতী হোতি) অর্থে পূর্বোক্তরূপে কথাবার্তা বা মতবাদ ভাষণকারী পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়। "আমার জয় হবে, পরাজয় হবে, কিরূপে নিগ্রহ করব, কিরূপে প্রতিকর্ম বা প্রতিকার করব, কীভাবে বিশেষ (বা প্রভেদ) করব, কীভাবে প্রতিবিশেষ (বা বিচারাধীন) করব, কিরূপে ঘুরাব (বা পরিবর্তন করব), কীভাবে ব্যাখ্যা (স্পষ্ট বা সমাধান) করব, কিরূপে ছেদন করব, কীভাবে মণ্ডলাকার বা বিন্যাস করব", এভাবে পূর্বোক্তরূপে মতবাদ ভাষণকারী পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয়—প্রশংসাভিলাষী ব্যক্তি পরাজয়ের ভয়ে ভীত হয় (পসংসমিচ্ছং ৰিনিঘাতি হোতি।)।

অপাহতস্মিং পন মঙ্কু হোতীতি। যারা প্রশ্নমীমাংসাকারী, সভাকারী (পরিষদ), মন্ত্রণাকারী (পারিসজ্জা), সম্মেলনকারী (পাসারিকা); তাদেরকে সরিয়ে ফেলা বা হরণ করা। (যেমন) "অর্থহীন কথা ভাষিত হয়েছে" বলে অর্থ হতে হরণ করে; "ব্যঞ্জনহীন কথা ভাষিত হয়েছে" বলে ব্যঞ্জন হতে হরণ করে; "অর্থ-ব্যঞ্জনহীন কথা ভাষিত হয়েছে" বলে অর্থ-ব্যঞ্জন হতে হরণ করে; "তোমাদের অর্থ দুর্নীত (নীতিবিরুদ্ধ), ব্যঞ্জন গর্হিত (দুরোপিত), অর্থ-ব্যঞ্জন দুর্নীত, গর্হিত; এবং নিগ্রহ অকৃত, প্রতিকর্ম বা প্রতিকার দুষ্কৃত; বিশেষ বা প্রভেদ অকৃত, প্রতিবিশেষ (বা বিচারাধীন) দুষ্কৃত; পরিবর্তন অকৃত, ব্যাখ্যা (স্পষ্ট বা সমাধান) দুষ্কৃত; ছেদন অকৃত, মণ্ডলাকার দুষ্কৃত; বিষমকথা দুর্কথিত, দুবর্ণিত, দুরালাপিত, মন্দভাষিত ও দুর্ভাষিত" বলে হরণ করে। **অপাহতস্মিং পন মঙ্কু হোতী**তি। সে খণ্ডিত বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়, ব্যথিত হয়, অপমানিত হয়, পীড়িত হয় এবং দুর্মনা হয়। এ অর্থে সে খণ্ডিত বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয় (অপাহতস্মিং পন মঙ্কু হোতি)।

নিন্দায সো কুপ্পতি রন্ধমেসীতি। (সে) নিন্দিত, গর্হিত, অসম্মানিত (অকিত্তিযা) অগুণান্বিত (বা কলঙ্কিত) হয়ে কুপিত হয়, বিরক্ত (উদ্বিগ্ন) হয়, পাষাণ-হৃদয় (বা একগুঁয়ে) হয়; সে ক্রোধ, দোষ ও অপ্রসন্নতা (অসন্তোষ) প্রাদুর্ভাব বা প্রকাশ করে—নিন্দিত হয়ে কুপিত হয় (নিন্দায সো কুপ্পতি)। "পরদোষ অন্বেষী (রন্ধমেসী) বলতে ছিদ্রান্বেষী, পরদোষ অন্বেষণকারী, দোষ অনুসরণকারী, পরদোষ অনুসন্ধানকারী, দোষান্বেষক। এভাবে পরদোষ অন্বেষী ব্যক্তি নিন্দিত হয়ে কুপিত হয় (নিন্দায সো কুপ্পতি রন্ধমেসী)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"যুত্তো কথাযং পরিসায মজ্ঝে, পসংসমিচ্ছং ৰিনিঘাতি হোতি।
অপাহতস্মিং পন মঙ্কু হোতি, নিন্দায সো কুপ্পতি রন্ধমেসী"তি॥

৬২. যমস্সৰাদং পরিহীনমাহু, অপাহতং পঞ্হৰিমংসকাসে।
পরিদেৰতি সোচতি হীনৰাদো, উপচ্চগা মন্তি অনুত্থুনাতি॥

অনুবাদ : প্রশ্ন মীমাংসাকারীগণ (তার) খণ্ডিত মতবাদকে “হীন (পরিহীন) বললেন” বলে হীনবাদী (হীনমত পোষণকারী) ব্যক্তি বিলাপ ও অনুশোচনা করে, “আমাকে পরাজিত করলেন” মনে করে রোদন করে থাকে।

“(তার) মতবাদকে হীন বললেন” (যমস্স ৰাদং পরিহীনমাহু) বলতে ‘তার মতবাদ হীন, তুচ্ছ, অনর্থ (নিকৃষ্ট), তাচ্ছিল্যকর, পরিপূর্ণ নয় বললেন’ বলে ভাষণ করে, ব্যক্ত করে, বর্ণনা করে এবং প্রকাশ করে—(তার) মতবাদকে হীন বললেন (যমস্স ৰাদং পরিহীনমাহু)।

অপাহতং পঞ্হৰিমংসকাসেতি। যাঁরা প্রশ্ন মীমাংসাকারী, সভাকারী (পরিষদ), মন্ত্রণাকারী (পারিসজ্জা), সম্মেলনকারী (পাসারিকা) তাদের সরিয়ে ফেলা বা হরণ করা। (যেমন) “অর্থহীন কথা ভাষিত হয়েছে” বলে অর্থ হতে হরণ করে; “ব্যঞ্জনহীন কথা ভাষিত হয়েছে” বলে ব্যঞ্জন হতে হরণ করে; “অর্থ-ব্যঞ্জনহীন কথা ভাষিত হয়েছে” বলে অর্থ-ব্যঞ্জন হতে হরণ করে; “তোমাদের অর্থ দুর্নীত (নীতিবিরুদ্ধ), ব্যঞ্জন গর্হিত (দুরোপিত), অর্থ-ব্যঞ্জন দুর্নীত, গর্তিত; এবং নিগ্রহ অকৃত, প্রতিকর্ম বা প্রতিকার দুষ্কৃত; বিশেষ বা প্রভেদ অকৃত, প্রতিবিশেষ (বা বিচারাধীন) দুষ্কৃত; পরিবর্তন অকৃত, ব্যাখ্যা (স্পষ্ট বা সমাধান) দুষ্কৃত; ছেদন অকৃত, মণ্ডলাকার দুষ্কৃত; বিষমকথা দুর্কথিত, দুবর্ণিত, দুরালাপিত, মন্দভাষিত ও দুর্ভাষিত” বলে হরণ করে—প্রশ্ন মীমাংসাকারীগণ খণ্ডিত (মতবাদকে) (অপাহতং পঞ্হৰিমংসকাসে)।

পরিদেৰতি সোচতি হীনৰাদোতি। “বিলাপ করে” (পরিদেৰতি) বলতে “আমার দ্বারা যা আবর্তিত, চিন্তিত, উপধারিত ও উপলক্ষিত তা বহুজন সমর্থিত, মহাপরিষদ ও মহাপরিবার অনুমোদিত; কিন্তু এই পরিষদ একতাবদ্ধ নয়; পরিষদের একতার জন্য এই আলোচ্য বিষয় পুনরায় উত্থাপন করব”; যা এরূপ (খেদযুক্ত বাক্য), প্রলাপ, বিপ্রলাপ, ক্রন্দন, খেদোক্তি (লালপ্পাযনা) ও বিলাপকরণ (লালপ্পাযিতত্তং)। এ অর্থে বিলাপ করে (পরিদেৰতি)। “অনুশোচনা করে” (সোচতি) বলতে ‘তার জয় (হলো)’ বলে অনুশোচনা করে, “আমার পরাজয় (হলো)’ বলে অনুশোচনা করে, ‘তার লাভ (হলো)’ বলে অনুশোচনা করে, ‘আমার অলাভ (হলো)’ বলে অনুশোচনা করে, ‘তার যশ’ বলে অনুশোচনা করে, ‘আমার অযশ’ বলে

অনুশোচনা করে, 'তার প্রশংসা' বলে অনুশোচনা করে, 'আমার নিন্দা' বলে অনুশোচনা করে, 'তার সুখ' বলে অনুশোচনা করে, 'আমার দুঃখ' বলে অনুশোচনা করে; "সে সৎকারপ্রাপ্ত, গৌরবান্বিত, মানিত, পূজিত, সম্মানিত, চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-রোগীর প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার (ব্যবহার্য সামগ্রী)-লাভী; (পক্ষান্তরে) আমি অসৎকারপ্রাপ্ত, অগৌরবান্বিত, অমানিত, অপূজিত, অসম্মানিত এবং চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-রোগীর প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার অলাভী" বলে অনুশোচনা করে, শ্রান্ত হয়, বিলাপ করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে এবং সম্মোহিত বা মতিভ্রম হয়। এ অর্থে বিলাপ করে, অনুশোচনা করে (পরিদেৰতি সোচতি)। "হীনমত পোষণকারী (হীনৰাদো) অর্থে হীনবাদী, তুচ্ছবাদী, পরিহীন বা অনর্থবাদী, তাচ্ছিল্যবাদী, পরিপূর্ণবাদী নয়—এভাবে হীনমত পোষণকারী বিলাপ ও অনুশাচনা করে (পরিদেৰতি সোচতি হীনৰাদো)।

উপচ্চগা মন্তি অনুত্থুনাতীতি। তিনি মতবাদ দ্বারা আমার মতবাদকে জয় করলেন, পরাজয় করলেন, অতিক্রম করলেন, সমতিক্রম করলেন, পরাভূত করলেন। এরূপে "পরাজিত করলেন" বলে মনে করে। অথবা মতবাদ দ্বারা আমার মতবাদকে জয়, পরাজয়, পরাভূত ও মর্দন বা পদদলিত করে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, ভ্রমণ করেন, অগ্রসর হন, পালন করেন, যাপন করেন, জীবন যাপন করেন। এভাবে "পরাজিত করলেন" বলে মনে করে। "রোদন" (অনুত্থুনা) বলতে (খেদযুক্ত) বাক্য, প্রলাপ, বিপ্রলাপ, ক্রন্দন, খেদোক্তি ও বিলাপকরণ। এ অর্থে "আমাকে পরাজিত করলেন" বলে মনে করে রোদন করে থাকে (উপচ্চগা মন্তি অনুত্থুনাতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''যমস্স ৰাদং পরিহীনমাহু, অপাহতং পঞ্হৰিমংসকাসে।
পরিদেৰতি সোচতি হীনৰাদো, উপচ্চগা মন্তি অনুত্থুনাতী''তি॥

৬৩. এতেৰিৰাদা সমণেসু জাতা, এতেসু উগ্ঘাতিনিঘাতি হোতি।
এতম্পিদিস্বা ৰিরমে কথোজ্জং, ন হঞ্ঞদত্থত্থি পসংসলাভা॥

অনুবাদ : শ্রমণদের মধ্যে এভাবে বিবাদ উৎপন্ন হয়ে উহাতে জয় পরাজয় ঘটে থাকে। ইহা দেখে বাকবিতর্ক হয়ে বিরত হবে, কারণ প্রশংসা লাভে কোনো উপকার নেই।

এতেৰিৰাদা সমণেসু জাতাতি। "সমণা" বলতে যারা বুদ্ধশাসনের বাইরে পরিব্রাজককুলে উপগত ও পরিব্রাজককুল সমাপন্ন। এই দৃষ্টিকলহ, দৃষ্টিদ্বন্দ্ব,

দৃষ্টিবিগ্রহ, দৃষ্টিবিবাদ, দৃষ্টিবিরোধ শ্রমণদের মধ্যে জাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, উৎপাদিত এবং প্রাদুর্ভূত হয়—এই বিবাদ শ্রমণদের মধ্যে উৎপন্ন হয় (এতে ৰিৰাদা সমণেসু জাতা)।

এতেসু উগ্ঘাতিনিঘাতি হোতীতি। জয়-পরাজয় হয়, লাভ-অলাভ হয়, যশ-অযশ হয়, নিন্দা-প্রশংসা হয়, সুখ-দুঃখ হয়, সৌমনস্য-দৌর্মনস্য হয়, ইষ্ট-অনিষ্ট হয়, অনুনয়-প্রতিঘ হয়, আনন্দিত-নিরানন্দিত হয়, অনুরোধ-বিরোধ হয়, জয়ে চিত্ত আনন্দিত হয়, পরাজয়ে চিত্ত নিরানন্দিত হয়, লাভে চিত্ত আনন্দিত হয়, অলাভে চিত্ত নিরানন্দিত হয়, যশে চিত্ত আনন্দিত হয়, অযশে নিরানন্দিত হয়, প্রশংসায় চিত্ত আনন্দিত হয়, নিন্দায় চিত্ত নিরানন্দিত হয়, সুখে চিত্ত আনন্দিত হয়, দুঃখে চিত্ত নিরানন্দিত হয়, সৌমনস্যে চিত্ত আনন্দিত হয়, দৌর্মনস্যে চিত্ত নিরানন্দিত হয়, এবং উন্নতিতে চিত্ত আনন্দিত হয়, অবনতিতে চিত্ত নিরানন্দিত হয়—ইহাতে আনন্দিত-নিরানন্দিত হয় (এতেসু উগ্ঘাতিনিঘাতি হোতি)।

এতম্পি দিস্বা ৰিরমে কথোজ্জন্তি। "এতম্পি দিস্বা" বলতে দৃষ্টিকলহে, দৃষ্টিদ্বন্দ্বে, দৃষ্টিবিগ্রহে, দৃষ্টিবিবাদে এবং দৃষ্টিবিরোধে এই আদীনব দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং সুনিশ্চিত করে—ইহা দেখে বাক-বিতর্ক হতে বিরত হবে (এতম্পি দিস্বা ৰিরমে কথোজ্জং)। "কথোজ্জং" বলতে কলহ, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিবাদ ও বিরোধ। অথবা "কথোজ্জং" বলতে আনন্দিত হয়ে মিথ্যা প্রতিবাদ বাক-বিতর্ক না করা, কলহ না করা, দ্বন্দ্ব না করা, বিগ্রহ না করা, বিবাদ না করা, বিরোধ না করা; কলহ, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিবাদ, বিরোধ ত্যাগ করা, বিদূরিত করা, অপসারিত করা এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। কলহ, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিবাদ, বিরোধ হতে আরত (মুক্ত) বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে উন্মুক্ত চিত্তে অবস্থান করা—ইহা দেখে বাক-বিতর্ক হতে বিরত হবে (এতম্পি দিস্বা ৰিরমে কথোজ্জং)।

ন হঞএঞদত্থত্থি পসংসলাভাতি। প্রশংসা লাভে তেমন কোনো উপকার নেই, যথা নিজের উপকার, অপরের উপকার, উভয়ের উপকার, ইহকালের উপকার, পরকালে উপকার, উত্তান উপকার, গভীর নিভৃত বা গুপ্ত উপকার, প্রতিচ্ছন্ন উপকার ন্যায়, গৃহীত, অনবদ্য, ক্লেশহীন, শুদ্ধ বা শোধন, পরমার্থ উপকার নেই, শান্তি নেই, বিদ্যমান নেই বা অস্তিত্ব নেই ও উপলব্ধি নেই বা হয় না। এ অর্থে প্রশংসা লাভে কোনো উপকার নেই (ন হঞএঞদত্থত্থি পসংসলাভা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"এতে ৰিৰাদা সমণেসু জাতা, এতেসু উগ্ঘাতিনিঘাতি হোতি।
এতম্পি দিস্বা ৰিরমে কথোজ্জং, ন হঞ্ঞদত্থখি পসংসলাভা"তি॥

৬৪. পসংসিতো ৰা পন তত্থ হোতি, অকখায ৰাদং পরিসায মজ্ঝে।
সো হস্সতী উন্নমতী চ তেন, পপ্পুয্য তমত্থং যথা মনো অহু॥

অনুবাদ : পরিষদে বা সভার মধ্যে পরবাদ খণ্ডন করে প্রশংসা লাভ হতে পারে। তাতে মন যেমন বলে সে বিষঘু প্রাপ্ত হলে বিজয়ীর হাসি ও আনন্দিত হয়।

পসংসিতো ৰা পন তত্থ হোতীতি। "তত্থা" বলতে নিজের দৃষ্টি, ইচ্ছার, রুচি ও মতবাদ দ্বারা প্রশংসিত, গুণান্বিত, কীর্তিত ও বর্ণিত হওয়া—ইহাতে তথায় প্রশংসিত হয় (পসংসিতো ৰা পন তত্থ হোতি)।

অকখায ৰাদং পরিসায মজ্ঝেতি। ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ ও শ্রমণ পরিষদের মধ্যে নিজের মতবাদ খণ্ডনের জন্য বর্ণনা করতে, বাদানুবাদ খণ্ডনের জন্য বর্ণনা করতে, প্রকাশ করতে, প্রচার করতে, ভাষণ করতে, ব্যাখ্যা করতে, বিবৃত করতে এবং পরিগ্রহণ করতে বলা হয়েছে, পরিষদের মধ্যে মতবাদ খণ্ডন করে (অকখায ৰাদং পরিসায মজ্ঝে)।

সো হস্সতী উন্নমতী চ তেনাতি। সে সেই জয় লাভের ফলে তুষ্ট, হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, আনন্দিত, উল্লাসিত হয় এবং সংকল্প পরিপূর্ণ হয়। অথবা সে দাঁত দেখিয়ে হাসতে থাকে। "'সো হস্সতী উন্নমতী চ তেন" বলতে সে সেই জয় লাভের ফলে গৌরবান্বিত হয়, গর্বিত হয়, বিজয়-ধ্বজা উত্তোলন করে এবং চিত্তের আত্মবিজ্ঞপ্তি (লাভ করে)। এ অর্থে সে তদ্বারা আনন্দিত হয়ে হাঁসে (সো হস্সতী উন্নমতী চ তেন)।

পপ্পুয্যতমত্থং যথা মনো অহূতি। সেই জয়ের ফলে প্রাপ্ত, অধিগত, অনুভব এবং প্রতিলাভ করে আনন্দিত হয়। "যথা মনো অহু" বলতে মন যেমন বলে, চিত্ত যেমন বলে সংকল্প বা মনোকর্ম যেমন বলে এবং বিজ্ঞান যেমন বলে মন যেমন বলে—(পপ্পুয্য তমত্থং যথা মনো অহু)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পসংসিতো ৰা পন তত্থ হোতি, অকখায ৰাদং পরিসায মজ্ঝে।
সো হস্সতী উন্নমতী চ তেন, পপ্পুয্য তমত্থং যথা মনো অহূ"তি॥

৬৫. যা উন্নতী সাস্স ৰিঘাতভূমি, মানাতিমানং ৰদতে পনেসো।
এতম্পি দিস্বা ন ৰিৰাদযেথ, ন হি তেন সুদ্ধিং কুসলা ৰদন্তি॥

অনুবাদ : যা আনন্দ তা পরাজয়ের ভূমি হয়। সে বিজয়ী ব্যক্তি গর্বযুক্ত বাক্য বলে থাকে। ইহা দেখে বিবাদ করবে না, কারণ জ্ঞানীরা উহাকে শুদ্ধি বলেন না।

যা উন্নতী সাস্স ৰিঘাতভূমীতি। চিত্তের যে গৌরব, গর্ব, ধ্বজা এবং আত্মবিজ্ঞপ্তি—যা উন্নতি।

"সাস্স ৰিঘাতভূমি" বলতে তা তার বিঘাতভূমি, উপঘাতভূমি, উৎপীড়নভূমি, অবঙ্গভুমি, উপদ্রবভূমি, উপসর্গভূমি—যা উন্নতী সাস্স ৰিঘাতভূমি।

মানাতিমানং ৰদতে পনেসোতি। সে পুদ্গল মানযুক্ত, অতিমানযুক্ত কথা বলে—মানাতিমানং ৰদতে পনেসো।

এতম্পি দিস্বা ন ৰিৰাদযেথাতি। দৃষ্টিকলহে, দৃষ্টিদ্বন্দ্বে, দৃষ্টিবিগ্রহে, দৃষ্টিবিবাদে এবং দৃষ্টিবিরোধে এই আদীনব দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, বিচার করে বিবেচনা করে এবং সুনিশ্চিত করে—এতম্পি দিস্বা। "ন ৰিৰাদযেথ" বলতে কলহ করেন না, দ্বন্দ্ব করেন না, বিগ্রহ করেন না, বিবাদ করেন না, বিরোধ করেন না; কলহ, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিবাদ, বিরোধ ত্যাগ করেন, বিদূরিত করেন, অপসারিত করেন এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। কলহ, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিবাদ, বিরোধ হতে আরত (মুক্ত) বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে উন্মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—এতম্পি দিস্বা ন ৰিৰাদযেথ।

নহি তেন সুদ্ধিং কুসলা ৰদন্তীতি। "অভিজ্ঞগণ" (কুসলা) অর্থে যারা স্কন্ধকুশল, ধাতুকুশল, আয়তনকুশল, প্রতীত্যসমুৎপাদ-কুশল, স্মৃত্যুপস্থানকুশল, সম্যক প্রধান-কুশল, ঋদ্ধিপাদকুশল, ইন্দ্রিয়কুশল, বলকুশল, বোধ্যঙ্গকুশল, মার্গকুশল, ফলকুশল, নির্বাণকুশল; সেই কুশলগণ (অভিজ্ঞগণ) দৃষ্টিকলহ, দৃষ্টিদ্বন্দ্ব, দৃষ্টিবিগ্রহ, দৃষ্টিবিবাদ এবং দৃষ্টিবিরোধ দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি; মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি বলেন না, বিবৃত করেন না, ভাষণ করেন না, প্রকাশ করেন না, ব্যাখ্যা করেন না—ন হি তেন সুদ্ধিং কুসলা ৰদন্তি।

তাই ভগবান বলেছেন :

''যা উন্নতী সাস্স ৰিঘাতভূমি, মানাতিমানং ৰদতে পনেসো।
এতম্পি দিস্বা ন ৰিৰাদযেথ, ন হি তেন সুদ্ধিং কুসলা ৰদন্তী''তি॥

৬৬. সূরো যথা রাজখাদায পুট্ঠো, অভিগজ্জমেতি পটিসূরমিচ্ছং।
যেনেৰ সো তেন পলেহি সূর, পুব্বেৰ নত্থি যদিদং যুধায॥

অনুবাদ : রাজভোগে পালিত সূর (বীর) যেমন গর্জন করতে করতে প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শনের ইচ্ছায় অগ্রসর হয়। হে সূর, যেখানে সেই বিজয়ী তার্কিক সেখানে যাও। পূর্বে এরূপ যোধ্যের অস্তিত্ব ছিল না।

সূরো যথা রাজখাদায পুট্ঠোতি। "সূরো" বলতে সূর, বীর, বিক্রমী, সাহসী, নির্ভীক, অনুত্রাসী, পরাক্রমী। "রাজখাদায পুট্ঠো" অর্থে রাজকীয় খাদ্যে, রাজকীয় ভোজনে পুষ্ট, পোষিত, পালিত, বর্ধিত—সূরো যথা রাজখাদায পুট্ঠো।

অভিগজ্জমেতি পটিসূরমিচ্ছন্তি। সে গর্জন, চিৎকার ও উচ্চধ্বনি করতে করতে প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু, বিপক্ষ এবং প্রতিপক্ষের নিকট গমন করতে, পৌঁছাতে ও অগ্রসর হতে ইচ্ছা করে, কামনা করে, প্রার্থনা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, অভিলাষ করে—অভিগজ্জমেতি পটিসূরমিচ্ছং।

যেনেৰ সো তেন পলেহি সূরাতি। যেখানে সেই মিথ্যাদৃষ্টিক সেখানে যাও, গমন কর, পৌঁছাও, উপনীত হও; সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিপক্ষ, শত্রু, বিপক্ষ—যেনেৰ সো তেন পলেহি সূর।

পুব্বেৰ নত্থি যদিদং যুধাযাতি। পূর্বেই বোধিমূলে যেসব বিরুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু ও প্রতিপক্ষ ক্লেশ ছিল, সেসব আর নেই, বিদ্যমান নেই, অবিদ্যমান এবং উপলব্ধও হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। "যদিদং যুধাযা" বলতে যেমন : যুদ্ধের জন্য, কলহের জন্য, ঝগড়ার জন্য, বিগ্রহের জন্য, বিবাদের জন্য, বিতর্কের জন্য—পুব্বেৰ নত্থি যদিদং যুধায।

তাই ভগবান বলেছেন :

''সূরো যথা রাজখাদায পুট্ঠো, অভিগজ্জমেতি পটিসূরমিচ্ছং।
যেনেৰ সো তেন পলেহি সূর, পুব্বেৰ নত্থি যদিদং যুধাযা''তি॥

৬৭. যে দিট্ঠিমুগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি, ইদমেৰ সচ্চন্তি চ ৰাদযন্তি।
তে ত্বং ৰদস্সূ ন হি তেধ অত্থি, ৰাদম্হি জাতে পটিসেনিকত্তা॥

অনুবাদ : মিথ্যাদৃষ্টিকে বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে 'এটা সত্য' এরূপ যারা বলে; বিবাদ উপস্থিত হলে তাদেরকে বলবে, 'এখানে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।'

"যে দিট্ঠিমুগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি" বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়ের অন্যতর অন্যতর দৃষ্টিগত বিষয় গ্রহণ, ধারণ, শিক্ষা, স্পর্শ ও অভিনিবেশ করে বিবাদ করে থাকে, কলহ করে থাকে, দন্দ্ব করে থাকে, বিগ্রহ করে,

বিবাদ করে, ঝগড়া করে—"তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না, আমি এই ধর্ম-বিনয় জানি; তুমি কী করে এই ধর্ম-বিনয় জানবে? তুমি মিথ্যাপ্রতিপন্ন, আমি সম্যক প্রতিপন্ন; আমারটা সঙ্গত, তোমারটা অসঙ্গত; পূর্বে বলার যোগ্য বিষয়কে পরে বল, পরে বলার যোগ্য বিষয়কে পূর্বে বল; তোমার গবেষিত বিষয় বিপরিবর্তিত (ভুল), তোমার মতবাদ আরোপিত (কল্পিত), তুমি নিগৃহীত (নির্যাতিত), তুমি মিথ্যা গল্পে অবস্থানকারী (চর ৰাদপ্পমোকখায), যদি তুমি (এটা) অসত্য বলে প্রতিবাদ করতে সমর্থ হও!"—যে দিট্ঠিমুগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি।

ইদমেৰ সচ্চন্তি চ ৰাদযন্তীতি। "লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এভাবে বলে, বিবৃত করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে। "লোক অশাশ্বত... তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার না থাকেন তাও নয়, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এভাবে বলে, বিবৃত করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে—ইদমেৰ সচ্চন্তি চ ৰাদযন্তি।

তে ত্বং ৰদস্সূ ন হি তেধ অত্থি, ৰাদম্হি জাতে পটিসেনিকত্তাতি। তারা 'তুমি দৃষ্টিগতিক" বলবে, বাদকে বাদ দ্বারা, নিগ্রহকে নিগ্রহ দ্বারা, প্রতিকর্মকে প্রতিকর্ম দ্বারা, বিশেষকে বিশেষ দ্বারা, প্রতিবিশেষকে প্রতিবিশেষ দ্বারা, ঘুরানো কথাকে ঘুরানো কথা দ্বারা, ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা দ্বারা, ছেদকে ছেদ দ্বারা এবং মণ্ডলকে মণ্ডল দ্বারা বলবে; তারা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু, বিপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ—তে ত্বং ৰদস্সূ ন হি তেধ অত্থি। **ৰাদম্হি জাতে পটিসেনিকত্তা**তি। বিবাদসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু, বিপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ হিসেবে জাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, উৎপত্তি ও প্রদুর্ভূত হয়ে কলহ করে, দ্বন্দ্ব করে, বিগ্রহ করে, বিবাদ করে, ঝগড়া করে; সেসব (তাঁর) নেই, বিদ্যমান নেই, অবিদ্যমান এবং উপলব্ধ হয় না; বরং প্রহীন... জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে—তে ত্বং ৰদস্সূ ন হি তেধ অত্থি ৰাদম্হি জাতে পটিসেনিকত্তা।

তাই ভগবান বলেছেন :

> "যে দিট্ঠিমুগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি, ইদমেৰ সচ্চন্তি চ ৰাদযন্তি।
> তে ত্বং ৰদস্সূ ন হি তেধ অত্থি, ৰাদম্হি জাতে পটিসেনিকত্তা"তি॥

৬৮. ৰিসেনিকত্বা পন যে চরন্তি, দিট্ঠীহি দিট্ঠিং অৰিরুজ্ঝমানা।
তেসু ত্বং কিং লভেথ পসূর, যেসীধ নত্থি পরমুগ্গহীতং॥

অনুবাদ : যারা শত্রুমুক্ত, দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিতে অপ্রতিরুদ্ধ হয়ে অবস্থান করে, এ জগতে কোনো বিষয়ই উত্তমরূপে গ্রহণ করে না। তুমি তাদের

প্রতিদ্বন্দ্বী খুজে পাবে কী করে?

ৰিসেনিকত্বা পন যে চরন্তীতি। মারসেনাকে বলা সেনা। কায়দুশ্চরিত মারসেনা, বাক্‌দুশ্চরিত মারসেনা, মনোদুশ্চরিত মারসেনা, লোভ মারসেনা, দ্বেষ মারসেনা, মোহ মারসেনা, ক্রোধ মারসেনা, উপনাহ (বিদ্বেষ) মারসেনা, কপটতা মারসেনা, আক্রোশ মারসেনা, ঈর্ষা মারসেনা, মাৎসর্য মারসেনা, মায়া মারসেনা, শঠতা মারসেনা, স্বার্থপরতা মারসেনা, প্রচণ্ডতা (উগ্র অবস্থা) মারসেনা, মান মারসেনা, অতিমান মারসেনা, মত্ততা (মাতলামি) মারসেনা, প্রমাদ মারসেনা, সকল ক্লেশ মারসেনা, সর্ব দুশ্চরিত বিষয় মারসেনা, সর্ব দুশ্চিন্তা মারসেনা, সর্ব পরিলাহ (দহন বা প্রদাহ) মারসেনা, সর্ব সন্তাপ মারসেনা এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার মারসেনা।

তাই ভগবান এরূপ বলেছেন :

“কামা তে পঠমা সেনা, দুতিযা অরতি ৰুচ্চতি...পে...।
ন নং অসুরো জিনাতি, জেত্বাৰ লভতে সুখ”ন্তি॥

অনুবাদ : মারের প্রথম সেনা হচ্ছে কাম, দ্বিতীয় সেনা অরতি... অসুর (মারপক্ষপাতী) তাঁকে জয় করতে পারে না, সেসব সেনার বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে পারলে সুখ লাভ হয়।”

যেহেতু চারি আর্যমার্গ দ্বারা সব মারসৈন্য এবং সব ক্লেশ ধ্বংস করেন, জয় করেন, পরাজয় করেন, ভগ্ন করেন, বিনষ্ট করেন এবং অপসারণ করেন; তাই বলা হয় শত্রুমুক্ত। “যাঁরা” (যে) বলতে অর্হৎগণ, ক্ষীণাসবগণ। “চরন্তি” অর্থে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বিহার করেন, পালন করেন, যাপন করেন, জীবন-যাপন করেন—ৰিসেনিকত্বা পন যে চরন্তি।

দিট্‌ঠীহি দিট্‌ঠিং অৰিরুজ্ঝমানাতি। যাঁদের বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, ধ্বংস, তিরোহিত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়; তাঁরা দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিতে অবিরুদ্ধ-মান, অপ্রতিবিরুদ্ধ-মান, অপ্রহীন-মান, অব্যাহত-মান, অপ্রতিহত-মান হন—দিট্‌ঠীহি দিট্‌ঠিং অৰিরুজ্ঝমানা।

তেসু ত্বং কিং লভেথ পসূরাতি। সেই অর্হৎ ক্ষীণাসবগণের কাছে কী করে প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী, প্রতিপক্ষ ও বিপক্ষ খুঁজে পাবে?—তেসু ত্বং কিং লভেথ পসূর।

যেসীধ নত্থি পরমুগ্গহীতন্তি। যেই অর্হৎ ক্ষীণাসবগণের “এটি পরম, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রধান, উত্তম, প্রবর” বলে গৃহিত, পরামৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত, অধিমুক্ত হবে; (তার কারণ) নেই, থাকে না, অবিদ্যমান এবং কি উপলব্ধও হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও

জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—যেসীধ নত্থি পরমুগ্গহীতং।

তাই ভগবান বলেছেন :

“ৰিসেনিকত্বা পন যে চরন্তি, দিট্ঠীহি দিট্ঠিং অৰিরুজ্ঝমানা।
তেসু ত্বং কিং লভেথ পসূর, যেসীধ নত্থি পরমুগ্গহীত”ন্তি॥

**৬৯. অথ ত্বং পৰিতক্কমাগমা, মনসা দিট্ঠিগতানি চিন্তযন্তো।
ধোনেন যুগং সমাগমা, ন হি ত্বং সক্খসি সম্পযাতৰে॥**

অনুবাদ : মন দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিক বিষয় চিন্তা করে তুমি প্রবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। শোধিত পুদ্গালের (অর্হৎ) সাথে যুগধারণ করছ। কিন্তু তুমি একসাথে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে না।

অথ ত্বং পৰিতক্কমাগমাতি। “অতঃপর” (অথ) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদপূরক, অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জন সংশিষ্টতা, পদানুক্রমতা—অথাতি। “পৰিতক্কমাগমা” অর্থে তর্ককালে, বিতর্ককালে ও বিবাদকালে “আমার অবশ্যই জয় হবে, অবশ্যই আমার পরাজয় হবে, কীভাবে নিগ্রহ করব, কীভাবে প্রতিকার করব, কীভাবে প্রভেদ করব, কীভাবে প্রতিবিশেষ করব, কীভাবে অগ্রাহ্য করব, কীভাবে ব্যাখ্যা করব, কীভাবে ছেদন করব, কীভাবে মণ্ডলাকার করব” এরূপ বিষয় তর্ককালে, বিতর্ককালে, বিবাদকালে আগত হয়, উপগত হয়, সম্প্রাপ্ত হয় এবং আমার সাথে সমাগত হয়—অথ ত্বং পৰিতক্কমাগমা।

মনসা দিট্ঠিগতানি চিন্তযন্তোতি। “মন” (মনো) বলতে যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পাণ্ডুর, মন, মনায়তন, মনেন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ, তদুদ্ভূত মনোবিজ্ঞানধাতু। চিত্ত দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি বিষয় চিন্তাকালে, কল্পনাকালে “লোক শাশ্বত” বা “লোক অশাশ্বত”... “তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার থাকেন না তাও না”—মনসা দিট্ঠিগতানি চিন্তযন্তো।

ধোনেন যুগং সমাগমা, ন হি ত্বং সক্খসি সম্পযাতৰেতি। জ্ঞানকে (ধোনা) বলা হয় প্রজ্ঞা। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি। কী কারণে জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হয়? সেই প্রজ্ঞা দ্বারা কায়দুশ্চরিত ধুত (পরিত্যক্ত), ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; বাক্‌দুশ্চরিত... এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়। অথবা সম্যক দৃষ্টি দ্বারা মিথ্যদৃষ্টি... সম্যক সংকল্প দ্বারা মিথ্যাসংকল্প... ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়; সম্যক বাক্য দ্বারা মিথ্যাবাক্য ধুত... এবং সম্যক বিমুক্তি দ্বারা মিথ্যাবিমুক্তি ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়। অথবা আর্য

অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা সর্বক্লেশ... সর্ব দুশ্চরিত... সর্ব দুশ্চিন্তা... সর্ব পরিদাহ... সর্ব সন্তাপ... সর্ব অকুশলাভিসংস্কার ধুত, ধৌত, বিধৌত এবং শোধিত হয়। ভগবান এই জ্ঞানযুক্ত ধর্মসমূহ দ্বারা উপনীত, সমুপনীত, উপগত সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন ও সমন্নাগত হন; তাই ভগবান জ্ঞানী হন। তিনি রাগবর্জনকারী, পাপবর্জনকারী, ক্লেশবর্জনকারী, পরিদাহবর্জনকারী—জ্ঞানী (ধোনোতি)।

ধোনেন যুগং সমাগমা, ন হি ত্বং সক্খসি সম্পযাতৰেতি। পসূর পরিব্রাজক জ্ঞানী ভগবান বুদ্ধের সাথে একত্রে মিলে সমকক্ষভাবে আলোচনা করতে, তর্ক করতে এবং বাদানুবাদে লিপ্ত হতে সক্ষম নয়। তার কারণ কী? প্রসূর পরিব্রাজক হীন, নীচ, তুচ্ছ, নগণ্য, সাধারণ, ক্ষুদ্র। সেই ভগবান অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রসিদ্ধ, প্রধান, উত্তম, প্রবর বা বিখ্যাত। শশক বা খরগোশ যেমন মত্ত হাতির সাথে একত্রে প্রাধান্য (যুগগ্গাহং) করতে সক্ষম হয় না, শৃগাল যেমন পশুরাজ সিংহের সাথে প্রধান্য করতে সক্ষম হয় না, তরুণ গোশাবক যেমন ষাড়ের সাথে প্রাধান্য করতে সক্ষম হয় না, কাক যেমন গরুড়পক্ষীর সাথে প্রাধান্য করতে সক্ষম হয় না, চণ্ডাল যেমন চক্রবর্তীর রাজার সাথে প্রাধান্য করতে সক্ষম হয় না, পাংশুপিশাচ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে প্রাধান্য করতে সক্ষম হয় না; ঠিক তেমনিভাবে প্রসূর পরিব্রাজকও ভগবান বুদ্ধের সাথে প্রজ্ঞা দ্বারা একত্রে কর্তৃত্ব করতে, আলোচনা করতে, বাক্যালাপ করতে ও তর্ক করতে সক্ষম হয় না। তার কারণ কী? প্রসূর পরিব্রাজক হীনপ্রাজ্ঞ, নীচপ্রাজ্ঞ, তুচ্ছপ্রাজ্ঞ, নগণ্যপ্রাজ্ঞ, সাধারণপ্রাজ্ঞ, ক্ষুদ্রপ্রাজ্ঞ। সেই ভগবান মহাপ্রাজ্ঞ, পুথুপ্রাজ্ঞ, হাসপ্রাজ্ঞ, জবনপ্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, নির্বেধিকপ্রাজ্ঞ এবং প্রজ্ঞা প্রভেদ দক্ষ, বিদীর্ণপ্রাজ্ঞ। তিনি প্রতিসম্ভিদালাভী, চারিপ্রকার বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, দশবলধারী, নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ, পুরুষসিংহ, পুরুষনাগ, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, সামর্থবান পুরুষ, অনন্ত জ্ঞানী, অনন্ততেজী, মহাযশস্বী, মহা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান, নেতা, শিক্ষাদাতা, সান্তনাদাতা, জ্ঞানদাতা, আনন্দদাতা, দৃষ্টিদাতা, প্রসন্নদাতা। সেই ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপন্নকারী, অনুৎপাদিত মার্গের উৎপাদনকারী, অব্যাখ্যাত মার্গের ব্যাখ্যাদানকারী, মার্গাজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গে সুদক্ষ, মার্গে অনুগত; পরে শ্রাবকগণ এসবে সমন্নাগত হয়ে অবস্থান করেন।

সেই ভগবান যা জানার জেনেছেন, যা দর্শন করার দশন করেছেন, তিনি চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত (আচার পদ্ধতিতে ব্রহ্ম সদৃশ) এবং বক্তা, প্রবক্তা, অর্থনির্ণেতা, অমৃতদাতা, ধর্মস্বামী তথাগত। ভগবানের

প্রজ্ঞাতে অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পর্শিত বলে কিছুই নেই। অতীত, অনাগত, ভবিষ্যত সম্পর্কে সবধর্ম সর্বপ্রকারে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানমুখে গোচরীভূত হয়। যা কিছু জ্ঞাত, নাম, ধর্ম ও জানার আছে যেমন : নিজের অর্থ, পরের অর্থ, উভয়ের অর্থ, দৃষ্টধর্মের অর্থ, পরলোকের অর্থ, সুস্পষ্টের অর্থ, গম্ভীরের অর্থ, দুর্বোধ্যের অর্থ, প্রতিচ্ছন্নের অর্থ, জ্ঞাতের অর্থ, নিরূপিতের অর্থ, অনবদ্যের অর্থ, ক্লেশহীনের অর্থ, বিশুদ্ধির অর্থ, পরমার্থের অর্থ তা সবই বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়।

ভগবান বুদ্ধের সকল কায়কর্মের কোনো পরিবর্তন নেই, বাক্‌কর্মের কোনো পরিবর্তন নেই, মনোকর্মের কোনো পরিবর্তন নেই। অতীতের ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান অপ্রনিহিত, অনাগত ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান অপ্রনিহিত, বর্তমান ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান অপ্রনিহিত। যতটুকু জ্ঞাত, ততটুকু জ্ঞান; যতটুকু জ্ঞান, ততটুকু জ্ঞাত। জ্ঞাত পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাত; জ্ঞাত অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞান অতিক্রম করে জ্ঞাতপদ নেই। সেই ধর্মসমূহ পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত। যেমন : দুটি ঝুড়ি ভালোভাবে স্পর্শিত হলে নিচের ঝুড়িটি উপরের ঝুড়িকে ছাড়িয়ে যায় না, আবার উপরের ঝুড়ি নিচের ঝুড়িকে ছাড়িয়ে যায় না; পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে স্থিত থাকে। ঠিক তেমনিভাবে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞাত, জ্ঞান পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত; যতটুকু জ্ঞাত, ততটুকু জ্ঞান; যতটুকু জ্ঞান, ততটুকু জ্ঞাত। জ্ঞাত পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাত; জ্ঞাত অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞান অতিক্রম করে জ্ঞাতপদ নেই। সেই পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত ধর্মসমূহ সকলধর্মে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান প্রবর্তিত হয়।

ভগবান বুদ্ধের সকল ধর্ম আবর্জন প্রতিবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা প্রতিবদ্ধ, মনোযোগ প্রতিবদ্ধ, চিত্ত উদয় প্রতিবদ্ধ। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সকল সত্ত্বের জন্য প্রবর্তিত হয়। ভগবান সকল সত্ত্বের আসব সম্বন্ধে জানেন, অনাস্রব সম্বন্ধে জানেন, চরিত্র সম্বন্ধে জানেন, অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানেন। ভবাভবে সত্ত্বের অল্প রজম্রক্ষিত সম্বন্ধে ও মহারজ ম্রক্ষিত সম্বন্ধে, তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ও মৃদু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে, সুন্দর আকার সম্বন্ধে ও দুরাকার সম্বন্ধে, সুবিজ্ঞেয় সম্বন্ধে ও দুর্বিজ্ঞেয় সম্বন্ধে সম্যকরূপে জানেন। জগৎ, দেবতা, ব্রহ্ম, মার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ প্রজা ও দেব-মানবগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়।

কিছু কিছু মৎস্য-কচ্ছপ যেভাবে তিমিঙ্গলক হতে তলগামী হয়ে পাশাপাশি থেকে মহাসমুদ্রে বিচরণ করে, ঠিক তেমনিভাবে জগৎ, দেবতা, ব্রহ্ম, মার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ প্রজা ও দেব-মানবগণ বুদ্ধজ্ঞানে প্রবর্তিত হয় বা

বিচরণ করে। অন্যান্য পক্ষিগণ যেভাবে গরুড়পক্ষী হতে নিম্নগামী হয়ে পাশাপাশি থেকে আকাশে উড়ে বেড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে তারা প্রজ্ঞায় সারিপুত্রসম হয়ে বুদ্ধজ্ঞান প্রদেশে প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধজ্ঞান দেবমনুষ্যের জ্ঞান ভেদ ও অতিক্রম করে স্থিত থাকে।

যারা ক্ষত্রিয়পণ্ডিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গৃহপতিপণ্ডিত, শ্রমণপণ্ডিত নিপুণ পরস্পর বাদ-বিতণ্ডাকারী, তর্ক-বিতর্ককারী, বিভক্তকারী, ভেদকারী হয়ে স্বীয় মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাধারণা দ্বারা আত্মশ্লাঘায় বিচরণকারী; তারা প্রশ্নে সুসজ্জিত হয়ে তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে গূঢ় ও প্রতিচ্ছন্ন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। এভাবে তারা ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত দৃঢ়ভাবে সমর্থিত প্রশ্নসমূহ সংগ্রহকারী ও ক্রেতা হয়। তারা ভগবানের অনুগামী হয়। অতঃপর ভগবান তা দেদীপ্যমান করতে এরূপে প্রকাশ করলেন—ধোনেন যুগং সমাগমা, ন হি ত্বং সকখসি সম্পযাতৰে।

তাই ভগবান বলেছেন :

"অথ ত্বং পৰিতক্কমাগমা, মনসা দিট্ঠিগতানি চিন্তযন্তো।
ধোনেন যুগং সমাগমা, ন হি ত্বং সকখসি সম্পযাতৰে"তি॥

[পসূর সূত্র বর্ণনা অষ্টম]

৯. মাগণ্ডিয়া সূত্র বর্ণনা

অতঃপর মাগণ্ডিয়া সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

৭০. দিস্বান তণ্হং অরতিং রগঞ্চ, নাহোসি ছন্দো অপি মেথুনস্মিং।
কিমেৰিদং মুত্তকরীসপুণ্ণং, পাদাপি নং সম্ফুসিতুং ন ইচ্ছে॥

অনুবাদ : তৃষ্ণা, অরতি এবং রাগকে (আসক্তিকে) দেখেও আমার মৈথুনধর্মে (মৈথুন সেবনের জন্য) ইচ্ছা উৎপন্ন হয়নি। আর এই মূত্র ও মলপূর্ণ শরীরের কথাই বা কী? আমি পা দিয়েও তা স্পর্শ করতে ইচ্ছা করি না।

দিস্বান তণ্হং অরতিং রগঞ্চ, নাহোসি ছন্দো অপি মেথুনস্মিন্তি। তৃষ্ণা, অরতি ও রাগ নামক মারকন্যাকে দেখে, দর্শন করে আমার মৈথুনধর্মে ছন্দ বা রাগ অথবা প্রেম উৎপন্ন হয়নি—তৃষ্ণা, অরতি এবং আসক্তিকে দেখেও আমার মৈথুনধর্মে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়নি (দিস্বান তণ্হং অরতিং রগঞ্চ নাহোসি ছন্দো অপি মেথুনস্মিং)।

কিমেৰিদং মুত্তকরীসপুণ্ণং, পাদাপি নং সম্ফুসিতুং ন ইচ্ছেতি। এই মূত্রপূর্ণ, মলপূর্ণ, শ্লেষ্মাপূর্ণ, রক্তপূর্ণ, অস্থিরাশি-স্নায়ুযুক্ত, রক্তমাংসমিশ্রিত, চর্মাবৃত, ছবিযুক্ত (শীররের বাহ্যিক আবরণী বা পাতলা চর্মে আবৃত), ছিদ্রাবচ্ছিদ্র (ছিদ্র ছিদ্র), ক্ষরমাণ, স্রাবমাণ, কৃমিকুল আশ্রিত এবং নানারূপ লালা বা থুথুপূর্ণ দেহকে পা দিয়েও অতিক্রম বা স্পর্শ করতে (অক্কমিতুং) ইচ্ছা করে না, আর সংবাস বা সংসর্গের কথাই বা কী? এই মূত্র ও মলপূর্ণ শরীরের কথাই বা কী? আমি পা দিয়েও তা স্পর্শ করতে ইচ্ছা করি না (কিমেৰিদং মুত্তকরীসপুণ্ণং, পাদাপি নং সম্ফুসিতুং ন ইচ্ছে)। মানুষ এই অনাশ্চর্য দিব্যকাম প্রার্থনা বা ইচ্ছা করতে গিয়ে মনুষ্যকাম আকাঙ্ক্ষা করে না, বা মনুষ্যকাম ইচ্ছা করতে গিয়ে দিব্যকাম আকাঙ্ক্ষা করে না। (হে মাগণ্ডিয়) যদি তুমি উভয় কামই ইচ্ছা, উপভোগ (অভিপ্রায়), আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ ও প্রার্থনা (স্পৃহা) না কর, তাহলে কী দেখে, কোন দৃষ্টিতে সমন্নাগত হয়ে এরূপ প্রশ্ন করছ?

তাই ভগবান বলেছেন :

> ‘‘দিস্বান তণ্হং অরতিং রগঞ্চ, নাহোসি ছন্দো অপি মেথুনস্মিং।
> কিমেৰিদং মুত্তকরীসপুণ্ণং, পাদাপি নং সম্ফুসিতুং ন ইচ্ছে’’তি॥

৭১. এতাদিসংচে রতনং ন ইচ্ছসি, নারিং নরিন্দেহি বহূহি পত্থিতং।
দিট্ঠিগতং সীলৰতং নু জীৰিতং, ভৰূপপত্তিঞ্চ ৰদেসি কীদিসং॥

অনুবাদ : বহু নরপতির আকাঙ্ক্ষিত ঈদৃশ নারীরত্ন যদি আপনি ইচ্ছা না করেন, তাহলে আপনি কোন দৃষ্টিগত (দৃষ্টি পোষণকারী), কোন শীলব্রতানুসারে জীবিত, আপনার ভবোৎপত্তিই বা কী রকম তা বর্ণনা করুন।

৭২. ইদং ৰদামীতি ন তস্স হোতি, [মাগণ্ডিযাতি ভগৰা]
ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং।
পস্সঞ্চ দিট্ঠীসু অনুগ্গহায, অজ্ঝত্তসন্তিং পচিনং অদস্সং॥

অনুবাদ : (ভগবান বললেন, হে মাগণ্ডিয়) আমি বলছি যে, আমার মিথ্যাধর্মসমূহে বিবেচনা করে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। দৃষ্টিসমূহে (আদীনব) গ্রহণ না করে আধ্যাত্মিক শান্তিকে উদ্ঘাটন করেই দর্শন করেছি।

ইদং ৰদামীতি ন তস্স হোতীতি। “ইহা বলছি” (ইদং ৰদামি) বলতে এটা বলছি, ইহা বলছি, এটুকু বলছি, এই পরিমাণে বলছি, এই দৃষ্টিগত (বিষয়কে) বলছি—“লোক (জগৎ) শাশ্বত”... অথবা তথাগত মরণের পর

থাকেন না, আবার না থাকেন তাও না।” “তা (আমার) হয় না” (ন তস্স হোতি) অর্থে আমার হয় না, “এটুকু বলছি” এরূপে তা আমার হয় না—আমি বলছি যে, তা আমার হয় না (ইদং ৰদামীতি ন তস্স হোতি)।

“মাগণ্ডিয়,” (মাগণ্ডিয) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে নাম ধরে সম্বোধন করছেন। “ভগবান” (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন... সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে—ভগবান (বলেছেন) হে মাগণ্ডিয়, (মাগণ্ডিযাতি ভগৰা)।

ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতন্তি। “ধর্মসমূহে” (ধম্মেসু) বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়সমূহের মধ্যে। “বিচার করে” (নিচ্ছেয্য) অর্থে নিরূপণ করে, পরীক্ষা করে, চিন্তা করে, গবেষণা করে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, আলোচনা বা ব্যাখ্যা করে। “গৃহীত” (সমুগ্গহীতং) বলতে সীমাগ্রহণ, পক্ষগ্রহণ (বিলগ্গাহো), শ্রেষ্ঠগ্রহণ, বিভাগ-গ্রহণ, উচ্চয় গ্রহণ, সমুচ্চয় গ্রহণ। “ইহা সত্য, প্রকৃত, তথ, যথার্থ, অভ্রান্ত, অবিপরীত” বলে গৃহীত, স্পৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংযোজিত ও অধিমুক্ত; নাই, নেই, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না; সেগুলো প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত (প্রতিপ্রশ্রদ্ধি), পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—ধর্মসমূহে বিবেচনা করে গৃহীত (ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং)।

পস্সঞ্চ দিট্ঠীসু অনুগ্গহাযাতি। দৃষ্টিসমূহে আদীনব দর্শন করে দৃষ্টিসমূহ গ্রহণ করি না, স্পর্শ করি না, অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হই না। অথবা গ্রহণ করা অনুচিত, স্পর্শ করা অনুচিত এবং অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হওয়া অনুচিত। এরূপেই দৃষ্টিসমূহে (আদীনব) গ্রহণ না করে দর্শন করেছি।

অথবা “এই জগৎ শাশ্বত মূর্খ ইহা, ধ্রুব বলে মনে করে” বলে এরূপে দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিসূক (মিথ্যাদৃষ্টির পক্ষপাত), দৃষ্টিবিস্ফন্দিত (মিথ্যাদৃষ্টির তাড়নায় কাতরানো) ও দৃষ্টিসংযোজন হয়; দুঃখময় (সদুকখং) যন্ত্রণাদায়ক (সৰিঘাতং), শোকযুক্ত (সউপাযাসং), সপরিলাহ (জ্বালাময়) হয়; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞান, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয় না। দৃষ্টিসমূহে আদীনব দর্শন করে দৃষ্টিসমূহ গ্রহণ করি না, স্পর্শ করি না, অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হই না। অথবা গ্রহণ করা অনুচিত, স্পর্শ করা অনুচিত এবং অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হওয়া অনুচিত। এরূপে দৃষ্টিসমূহে (আদীনব) গ্রহণ করে দর্শন করেছি।

অথবা “লোক (জগৎ) অশাশ্বত, সসীম (সীমাবদ্ধ), অসীম (অনন্ত), সেই জীব সেই শরীর, অন্য জীব অন্য শরীর, তথাগত মরণের পর হন, তথাগত মরণের পর হন না, তথাগত মরণের পর হন ও না হন, তথাগত

মরণের পর না হন না এবং না হন তাও নয়, মূর্খ ইহাই ধ্রুব বলে মনে করে”—এরূপে দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিসূক (মিথ্যাদৃষ্টির পক্ষপাত), দৃষ্টিবিস্ফন্দিত (মিথ্যাদৃষ্টির তাড়নায় কাতরানো) ও দৃষ্টিসংযোজন হয়; দুঃখময় (সদুকখং) যন্ত্রণাদায়ক (সবিঘাতং), শোকযুক্ত (সউপাযাসং), সপরিলাহ (জ্বালাময়) হয়; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞান, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয় না। দৃষ্টিসমূহে আদীনব দর্শন করে দৃষ্টিসমূহ গ্রহণ করি না, স্পর্শ করি না, অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হই না। অথবা গ্রহণ করা অনুচিত, স্পর্শ করা অনুচিত এবং অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হওয়া অনুচিত। এরূপে দৃষ্টিসমূহে (আদীনব) গ্রহণ করে দর্শন করেছি।

অথবা এই দৃষ্টিসমূহ এরূপে গৃহীত, এরূপে স্পৃষ্ট, এরূপে গতিপ্রাপ্ত এবং ভবিষ্যতে এরূপ হবে। দৃষ্টিসমূহে আদীনব দর্শন করে দৃষ্টিসমূহ গ্রহণ করি না, স্পর্শ করি না, অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হই না। অথবা গ্রহণ করা অনুচিত, স্পর্শ করা অনুচিত এবং অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হওয়া অনুচিত। এরূপে দৃষ্টিসমূহে (আদীনব) গ্রহণ করে দর্শন করেছি।

অথবা এই দৃষ্টিসমূহ নিরয়সংবর্তনিক (নিরয়ে সংবর্তনকারী), তির্যগ্‌যোনিসংবর্তনিক (তির্যগ্‌কুলে সংবর্তনকারী) ও প্রেতলোকসংবর্তনিক (প্রেতলোকে সংবর্তননিকারী)। দৃষ্টিসমূহে আদীনব দর্শন করে দৃষ্টিসমূহ গ্রহণ করি না, স্পর্শ করি না, অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হই না। অথবা গ্রহণ করা অনুচিত, স্পর্শ করা অনুচিত এবং অভিনিবিষ্ট বা অনুরক্ত হওয়া অনুচিত। এরূপে দৃষ্টিসমূহে (আদীনব) গ্রহণ করে দর্শন করেছি।

অথবা এই দৃষ্টিসমূহ অনিত্য, কার্য-কারণসম্ভূত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী। দৃষ্টিসমূহে আদীনব দর্শনকালে আমি দৃষ্টিসমূহ গ্রহণ করি না, স্পর্শ করি না এবং অভিনিবেশ করি না। অথবা গ্রহণ করা অনুচিত, স্পর্শ করা অনুচিত ও অভিনিবেশ করা অনুচিত। এরূপে দৃষ্টিসমূহে (আদীনব) গ্রহণ করে দর্শন করেছি।

অজ্ঝত্তসন্তিংপচিনং অদস্সন্তি। “আধ্যাত্মিক শান্তি” (অজ্ঝত্তসন্তিং) বলতে আধ্যাত্মিক আসক্তির শান্তি বা উপশম, দ্বেষের উপশম, মোহের উপশম, ক্রোধের... বিদ্বেষের... কপটতার... আক্রোশের... ঈর্ষার... মাৎসর্যের... প্রবঞ্চনার... শঠতার (প্রতারণার)... স্বার্থপরতার... প্রচণ্ডতার... মানের... অতিমানের... মত্ততার... প্রমাদের... সর্বক্লেশের... সমস্ত দুশ্চরিতের... এবং সমস্ত অকুশলাভিসংস্কারের উপশম, উপশান্তি, প্রশান্তি, নিবৃত্তি, প্রতিপ্রশ্রব্ধি ও শান্তি। “পচিনং” বলতে বিচারকালে, বিবেচনাকালে, বিশ্লেষণকালে,

তুলনাকালে, ধারণাকালে, নির্ণয়কালে ও সুনিশ্চিতকরণকালে; "সকল সংস্কার অনিত্য" এরূপ বিচারকালে, বিবেচনাকালে, বিশ্লেষণকালে, তুলনাকালে, ধারণাকালে, নির্ণয়কালে ও সুনিশ্চিতকরণকালে; "সকল সংস্কার দুঃখ"... "সকল ধর্ম (সংস্কার?) অনাত্মা" এরূপ বিচারকালে, বিবেচনাকালে, বিশ্লেষণকালে... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" এরূপ বিচারকালে, বিবেচনাকালে, বিশ্লেষণকালে, তুলনাকালে, ধারণাকালে, নির্ণয়কালে ও সুনিশ্চিতকরণকালে। "অদস্সং" বলতে দেখিনি, দর্শন করিনি, অবলোকন করিনি, জ্ঞাত হইনি—অজ্ঝত্তসন্তিং পচিনং অদস্সং।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ইদং ৰদামীতি ন তস্স হোতি, [মাগণ্ডিযাতি ভগৰা]
ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং।
পস্সঞ্চ দিট্ঠীসু অনুগ্গহায।
অজ্ঝত্তসন্তিং পচিনং অদস্স"ন্তি॥

৭৩. ৰিনিচ্ছযা যানি পকপ্পিতানি, [ইতি মাগণ্ডিযো]
তে ৰে মুনী ব্রূসি অনুগ্গহায।
অজ্ঝত্তসন্তীতি যমেতমখং, কথং নু ধীরেহি পৰেদিতং তং॥

অনুবাদ : মাগণ্ডিয় বললেন, হে মুনি, প্রকল্পিত বিনিচ্ছয়সমূহ গ্রহণ না করে বলুন। যে অর্থে আধ্যাত্মিক রাগাদি উপশম হয়, পণ্ডিতগণের দ্বারা তা কিরূপে বিদিত?

ৰিনিচ্ছযাযানি পকপ্পিতানীতি। "বিনিচ্ছয়" (ৰিনিচ্ছযা) বলকে বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিই দৃষ্টিবিনিচ্ছয়। "পকপ্পিতানি" বলতে কল্পিত, প্রকল্পিত, অভিসঙ্খাত বা কার্য-কারণসম্ভূত, সংস্থাপিত হয় বলে প্রকল্পিত। অথবা অনিত্য, কার্য-কারণসম্ভূত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী এবং বিপরিণামধর্মী বলে প্রকল্পিত—ৰিনিচ্ছযা যানি পকপ্পিতানি।

ইতি মাগণ্ডিযোতি। "ইতি" বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদপূরক, অক্ষয় সমবায়, ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্টতা ও পদানুক্রমতা—ইতীতি। "মাগণ্ডিয়" অর্থে সেই ব্রাহ্মণের নাম সঙ্খা (নাম নিরূপণ), সমজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহার—ইতি মাগণ্ডিযোতি।

তে ৰে মুনী ব্রূসি অনুগ্গহায, অজ্ঝত্তসন্তীতি যমেতমখন্তি। "তে ৰে" বলতে বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি। **মুনী**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। "অনুগ্গহায" বলতে দৃষ্টিসমূহে

আদীনব দর্শন করে দৃষ্টিসমূহ গ্রহণ করি না, স্পর্শ করি না ও অভিনিবেশ করি না বলে ভাষণ করেছেন, আধ্যাত্মিক রাগাদির উপশম হয়েছে বলে ভাষণ করেছেন। "ইহাই অর্থ" (যমেতমত্থং) বলতে যা পরম অর্থ—হে মুনি, সেসব (বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি) গ্রহণ না করে বলুন, যে অর্থে আধ্যাত্মিক রাগাদি উপশম হয়েছে (তে ৰে মুনী ব্রূসি অনুগ্গহায, অজ্ঝত্তসন্তীতি যমেতমত্থং)।

কথং নু ধীরেহি পৰেদিতং তন্তি। "কথং নু" অর্থে পদ সম্বন্ধে সংশয়মূলক প্রশ্ন, বিমতিমূলক প্রশ্ন, সংশয়াপন্ন প্রশ্ন ও বহুরূপ প্রশ্ন—এরূপে নাকি? নাকি নয়? কিরূপে? কিভাবে—কথং নু। "'ধীরেহি" বলতে ধীর ব্যক্তিদের দ্বারা, পণ্ডিতগণের দ্বারা, প্রজ্ঞাবানদের দ্বারা, বুদ্ধিমানদের দ্বারা, জ্ঞানীদের দ্বারা, অভিজ্ঞদের দ্বারা ও মেধাবীদের দ্বারা। "পৰেদিতং" বলতে বিদিত, জ্ঞাত, নির্দেশিত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, স্থাপিত, বিবৃত, উন্মুক্ত, ব্যাখ্যাত এবং সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত—পণ্ডিতগণের দ্বারা তা কিরূপে বিদিত? (কথং নু ধীরেহি পৰেদিতং তং)।

তাই সেই ব্রাহ্মণ বলেলেন :

''ৰিনিচ্ছযা যানি পকপ্পিতানি, [ইতি মাগণ্ডিযো]
তে ৰে মুনী ব্রূসি অনুগ্গহায।
অজ্ঝত্তসন্তীতি যমেতমত্থং, কথং নু ধীরেহি পৰেদিতং ত''ন্তি॥

৭৪. ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন, [মাগণ্ডিযাতি ভগৰা]
সীলব্বতেনাপি ন সুদ্ধিমাহ।
অদিট্ঠিযা অস্সুতিযা অঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপি তেন।
এতে চ নিস্সজ্জ অনুগ্গহায, সন্তো অনিস্সায ভৰং ন জপ্পে॥

অনুবাদ : ভগবান মাগণ্ডিয়কে বললেন, হে মাগণ্ডিয়, দৃষ্টি, শ্রুতি, জ্ঞান ও শীলব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় না, এমনকি অদৃষ্টি, অশ্রুতি, অজ্ঞান ও অশীলব্রতাদির দ্বারাও শুদ্ধি লাভ নয়। ইহা গ্রহণ না করে শান্ত এবং (তৃষ্ণা-দৃষ্টিকে) নিশ্রয় না করে ভব (কাম-রূপ-অরূপভব) জপ বা প্রার্থনা করো না।

ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেনাতি। দৃষ্টের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেননি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি, বর্ণনা করেননি; শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেননি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি, বর্ণনা করেননি; দৃষ্ট ও শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও

পরিমুক্তি বলেননি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি, বর্ণনা করেননি; জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেন নি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি এবং বর্ণনা করেননি—দৃষ্টের দ্বারা নয়, শ্রুতির দ্বারা নয়, জ্ঞান দ্বারা নয় (ন দিট্‌ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন)।

"মাগণ্ডিয়" বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে নামের মাধ্যমে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন... সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে—মাগণ্ডিযাতি ভগৰা।

সীলব্বতেনাপিন সুদ্ধিমাহাতি। শীলের মাধ্যমে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেননি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি, বর্ণনা করেননি; ব্রত দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেননি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি, বর্ণনা করেননি; শীলব্রত দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেননি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি, বর্ণনা করেননি—সীলব্বতেনাপি ন সুদ্ধিমাহ।

অদিট্‌ঠিযা অস্সুতিযা অঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপি তেনাতি। দৃষ্টি ইচ্ছা করা উচিত। দশবস্তুক সম্যক দৃষ্টি—দান আছে, যজ্ঞ আছে, হুত আছে, সুকর্মের ফল আর দুষ্কর্মের বিপাক আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, মাতা আছে, পিতা আছে, জগতে সম্যকগত, সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা ইহলোক এবং পরলোক সম্পর্কে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে প্রচার করেন। শ্রবণ ইপ্সিতব্য : অপরের দ্বারা ঘোষিত, সুত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম, বেদল্ল। জ্ঞান ইপ্সিতব্য : কর্মের সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, সত্যানুলোমিক জ্ঞান, অভিজ্ঞাজ্ঞান, সমাপত্তি-জ্ঞান। শীল ইপ্সিতব্য : প্রাতিমোক্ষ সংবরণ শীল। আট প্রকার ধুতাঙ্গব্রত ইপ্সিতব্য : আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকুলিক, ত্রিচীবরিক, সপদানচারিক, খলুপশ্চাৎভক্তিক, নৈসজ্জিক, যথাসংস্তৃতিক (যথাসন্থতিক)।

অদিট্‌ঠিযা অস্সুতিযা অঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপিতেনাতি। শুধুমাত্র সম্যক দৃষ্টি দ্বারা, শুধুমাত্র শ্রুতি দ্বারা, শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারা, শুধুমাত্র শীল দ্বারা, শুধুমাত্র ব্রত দ্বারা অধ্যাত্ম শান্তি প্রাপ্ত হয় না, আবার এসব ছাড়াও অধ্যাত্ম শান্তি প্রাপ্ত হয় না, তথাপি এসবের সমন্বয়ে অধ্যাত্ম শান্তি প্রাপ্ত হয়, অধিগত, স্পর্শিত, সাক্ষাৎকৃত হয়—অদিট্‌ঠিযা অস্সুতিযা অঞাণা অসীলতা

অব্বতা নোপি তেন।

এতে চ নিস্সজ্জ অনুগ্গহাযাতি। "এতে" বলতে কৃষ্ণপক্ষীয় (পাপ) ধর্মসমূহের সমুৎপাটন ও প্রহান ইপ্সিতব্য, ত্রিধাতুক কুশলধর্মসমূহের অতন্ময়তা ইপ্সিতব্য; যে পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষীয় ধর্মসমূহ সমুৎপাটন ও প্রহান দ্বারা প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, মস্তকবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী হয়; ত্রিধাতুক কুশলধর্মসমূহে অতন্ময়তা হয়; সে পর্যন্ত গৃহীত হয় না, স্পৃষ্ট হয় না, অভিনিবিষ্ট হয় না। অথবা গ্রহণ করা অনুচিত, স্পর্শ করা অনুচিত, অভিনিবেশ করা অনুচিত। এভাবে এসব গৃহীত হয় না, পরিত্যক্ত হয়। যেহেতু তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মান প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল, মস্তকবিহীন তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না; সেহেতু গৃহীত, পরামৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট হয় না। এভাবে এসব গৃহীত হয় না, পরিত্যক্ত হয়।

যে পর্যন্ত পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল, মস্তকবিহীন তালবৃক্ষ সদৃশ এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী হয়; সে পর্যন্ত গ্রহণ করা অনুচিত, স্পর্শ করা অনুচিত, অভিনিবেশ করা অনুচিত। এভাবে এসব গৃহীত হয় না, পরিত্যক্ত হয়।

সন্তো অনিস্সায ভৰং ন জপ্পেতি। "সন্ত বা সিদ্ধপুরুষ" (সন্তো) বলতে রাগ বা আসক্তির উপশম হওয়ায় সন্ত, দ্বেষের হওয়ায় সন্ত, মোহের হওয়ায় সন্ত, ক্রোধের... বিদ্বেষের... কপটতার... আক্রোশের... ঈর্ষার... মাৎসর্যের... প্রবঞ্চনার... শঠতার (প্রতারণার)... স্বার্থপরতার... প্রচণ্ডতার... মানের... অতিমানের... মত্ততার... প্রমাদের... সর্বক্লেশের... সমস্ত দুশ্চরিতের... সর্ব দুশ্চিন্তার... সর্ব পরিলাহের... সর্ব সন্তাপের... এবং সমস্ত অকুশলাভিসংস্কারের হওয়ায় সন্ত, শমিত, উপশমিত, জ্ঞাত, নিবৃত্ত, বিগত ও প্রতিপ্রশ্রদ্ধ হওয়ায় সন্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, নিবৃত্ত এবং প্রতিপ্রশ্রদ্ধ—সন্ত বা সিদ্ধপুরুষ।

"নিশ্রয় না করে" (অনিস্সায) বলতে দুই প্রকার নিশ্রয়—তৃষ্ণানিশ্রয় ও দৃষ্টিনিশ্রয়... ইহা তৃষ্ণানিশ্রয়... ইহা দৃষ্টিনিশ্রয়। তৃষ্ণানিশ্রয়কে ত্যাগ করে দৃষ্টিনিশ্রয়কে পরিবর্জনপূর্বক চক্ষুকে নিশ্রয় না করে, শ্রোত্রকে নিশ্রয় না করে, ঘ্রাণকে নিশ্রয় না করে, জিহ্বাকে নিশ্রয় না করে, কায়কে নিশ্রয় না করে, মনকে নিশ্রয় না করে, রূপ... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... কুল... গণ... আবাস... লাভ... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয্যাসন... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার... কামধাতু... রূপধাতু... অরূপধাতু... কামভব... রূপভব... অরূপভব... সংজ্ঞাভব... অসংজ্ঞাভব... নৈবসংজ্ঞা-

নাসংজ্ঞাভব... একবোকারভব... চারি বোকারভব... পঞ্চবোকারভব... অতীত... অনাগত... বর্তমান... এবং দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মসমূহকে নিশ্রয় না করে, গ্রহণ না করে, স্পর্শ না করে, অভিনিবেশ না করে–সন্ত নিশ্রয় না করে। "ভৰং ন জপ্পে" বলতে কামভব আকাঙ্ক্ষা করেন না, রূপভব আকাঙ্ক্ষা করেন না, অরূপভব আকাঙ্ক্ষা করেন না, কামনা করেন না, অভিলাষ করেন না—সন্তো অনিস্সায ভৰং ন জপ্পে।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন, [মাগণ্ডিযাতি ভগৰা]
সীলব্বতেনাপি ন সুদ্ধিমাহ।
অদিট্ঠিযা অস্সুতিযা অঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপি তেন।
এতে চ নিস্সজ্জ অনুগ্গহায, সন্তো অনিস্সায ভৰং ন জপ্পে"তি॥

৭৫. নো চে কির দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন, [ইতি মাগণ্ডিযো]
সীলব্বতেনাপি ন সুদ্ধিমাহ।
অদিট্ঠিযা অস্সুতিযা অঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপি তেন।
মঞ্ঞামহং মোমুহমেৰ ধম্মং, দিট্ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধিং॥

অনুবাদ : মাগণ্ডিয় বললেন, আপনি বলেছেন দৃষ্টি, শ্রুতি, জ্ঞান কিংবা শীলব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় না; অদৃষ্টি, অশ্রুতি, শীলহীনতা, ব্রতহীনতা দ্বারাও শুদ্ধি লাভ হয় না। তবে আমি মনে করি 'এটা আপনার মিথ্যা ধারণা' কোনো কোনো জন দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে।

নো চে কির দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেনাতি। দৃষ্টির (দৃষ্ট?) দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেননি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি, বর্ণনা করেননি; শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি... দৃষ্ট ও শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি... এবং জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেননি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি এবং বর্ণনা করেননি—কখনো দৃষ্টের দ্বারা নয়, শ্রুতির দ্বারা নয়, জ্ঞান দ্বারা নয় (নো চে কির দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন)।

ইতি মাগণ্ডিযোতি। "ইতি" বলতে পদসন্ধি...। "মাগণ্ডিয়" অর্থে সেই ব্রাহ্মণের নাম... ইতি মাগণ্ডিযো।

সীলব্বতেনাপি ন সুদ্ধিমাহাতি। শীল দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি... ব্রত দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি... শীলব্রত দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি,

বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেননি, ভাষণ করেননি, প্রকাশ করেননি, ব্যাখ্যা করেননি এবং বর্ণনা করেননি—সীলব্বতেনাপি ন সুদ্ধিমাহ।

অদিট্ঠিযা অস্সুতিযা অঞ্ঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপি তেনাতি। 'দৃষ্টি ইপ্সিতব্য' এরূপ বলছেন, 'শ্রবণ ইপ্সিতব্য' এরূপ বলছেন, 'জ্ঞান ইপ্সিতব্য' এরূপ বলছেন; নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞাত হতে সক্ষম নন, আবার প্রত্যাখ্যান করতেও সক্ষম নন—অদিট্ঠিযা অস্সুতিযা অঞ্ঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপি তেন।

মঞ্ঞামহং মোমুহমেৰ ধম্মন্তি। ইহা তোমার 'অবিজ্ঞধর্ম, মূর্খধর্ম, মূঢ়ধর্ম, অজ্ঞানধর্ম, অমরাবিক্ষেপ ধর্ম' বলে আমি মনে করি, জানি, বুঝি, ধারণা করি, জ্ঞাত হই, উপলব্ধি করি—মঞ্ঞামহং মোমুহমেৰ ধম্মং।

দিট্ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধিন্তি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শুদ্ধিদৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি; মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বিশ্বাস করে। "লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এই দৃষ্টি দ্বারা কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি; মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বিশ্বাস করে; "লোক অশাশ্বত... তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার না থাকেন তাও না, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপ দৃষ্টি দ্বারা কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি; মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বিশ্বাস করে—দিট্ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধিং।

তাই সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

''নো চে কির দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন, [ইতি মাগণ্ডিযো]
সীলব্বতেনাপি ন সুদ্ধিমাহ।
অদিট্ঠিযা অস্সুতিযা অঞ্ঞাণা, অসীলতা অব্বতা নোপি তেন।
মঞ্ঞামহং মোমুহমেৰ ধম্মং, দিট্ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধি''ন্তি॥

৭৬. দিট্ঠিঞ্চ নিস্সাযনুপুচ্ছমানো, [মাগণ্ডিযাতি ভগৰা]
সমুগ্গহীতেসু পমোহমাগা।
ইতো চ নাদ্দকিখ অণুম্পি সঞ্ঞং, তস্মা তুৰং মোমুহতো দহাসি॥

অনুবাদ : ভগবান মাগণ্ডিয়কে বললেন, তুমি দৃষ্টিতে আশ্রিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছ। তোমার গৃহীত দৃষ্টিতে তুমি অজ্ঞানতা প্রকাশ করছ; এসব বিষয়ে তোমার অণুমাত্র জ্ঞান নেই। তাই তুমি মূর্খতা বলে আরোপ বা স্থির করছ।

দিট্ঠিঞ্চ নিস্সাযনুপুচ্ছমানোতি। মাগণ্ডিয় ব্রাহ্মণ দৃষ্টিকে নিশ্রয় করে দৃষ্টি

জিজ্ঞাসা করে, আসক্তিকে নিশ্রয় করে আসক্তি জিজ্ঞাসা করে, বন্ধনকে নিশ্রয় করে বন্ধন জিজ্ঞাসা করে, প্রতিবন্ধ করে নিশ্রয় করে প্রতিবন্ধক জিজ্ঞাসা করে। "অনুপুচ্ছমানো" অর্থে পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করা—দিট্‌ঠিঞ্চ নিস্সাযনুপুচ্ছমানো।

"মাগণ্ডিয়" বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে নামের মাধ্যমে সম্বোধন করছেন। "ভগবান" (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন... সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে—মাগণ্ডিযাতি ভগৰা।

সমুগ্গহীতেসু পমোহমাগাতি। যেই দৃষ্টি তোমার দ্বারা গৃহীত, স্পৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংযুক্ত ও অধিমুক্ত হয়েছে; সেই দৃষ্টির কারণে তুমি মূর্খ, জ্ঞানহারা ও নির্বোধ হয়েছে; মোহে আগত হয়েছ, প্রমোহে আগত হয়েছ, সম্মোহে আগত হয়েছ, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছ—সমুগ্গহীতেসু পমোহমাগা।

ইতো চ নাদ্দকিখ অণুম্পি সঞ্ঞন্তি। আধ্যাত্মিক শান্তি বা প্রতিপদা কিংবা ধর্মদেশনা হতে যুক্তসংজ্ঞা, প্রাপ্তসংজ্ঞা, লক্ষণসংজ্ঞা, কারণসংজ্ঞা, স্থানসংজ্ঞা কোনোটিই প্রতিলাভ করেনি, কোথায় আর জ্ঞান? এভাবে এখান হতে অণুমাত্র সংজ্ঞা দেখেননি। অথবা অনিত্য বা অনিত্য-সংজ্ঞা-অনুলোম, দুঃখ বা দুঃখ-সংজ্ঞানুলোম, অনাত্ম বা অনাত্ম-সংজ্ঞানুলোম, সংজ্ঞা-উৎপাদন মাত্র অথবা সঞ্জানিত বা উপলব্ধি মাত্র লাভ করতে পারেনি; কোথায় আর জ্ঞান? এভাবে এখান হতে অণুমাত্র সংজ্ঞা দেখেননি।

তস্মা তুৰং মোমুহতো দহাসীতি। "তস্মা" বলতে তাই, সে কারণে, সেহেতু, সে প্রত্যয়ে, সে নিদানে তুমি অবিজ্ঞধর্ম, মূর্খধর্ম, মূঢ়ধর্ম, অজ্ঞানধর্ম ও অমরাবিক্ষেপ ধর্মরূপে দেখছ, দর্শন করছ, পর্যবেক্ষণ করছ, অবলোকন করছ, বিবেচনা করছ, নিরূপণ করছ—তস্মা তুৰং মোমুহতো দহাসি।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''দিট্‌ঠিঞ্চ নিস্সাযনুপুচ্ছমানো, [মাগণ্ডিযাতি ভগৰা]
> সমুগ্গহীতেসু পমোহমাগা।
> ইতো চ নাদ্দকিখ অণুম্পি সঞ্ঞং,
> তস্মা তুৰং মোমুহতো দহাসী''তি॥

৭৭. সমো ৰিসেসী উদ ৰা নিহীনো, যো মঞ্ঞতি সো ৰিৰদেথ তেন।
তীসু ৰিধাসু অৰিকম্পমানো, সমো ৰিসেসীতি ন তস্স হোতি॥

অনুবাদ : যে নিজেকে অন্যজনের সমান, অপেক্ষাকৃত উত্তম কিংবা হীন বলে চিন্তা করে যে, ওই কারণে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। উক্ত তিন প্রকার অবস্থায়

যিনি স্থির, তাঁর কাছে সমানও নেই, অপেক্ষাকৃত উত্তমও নেই।

সমো ৰিসেসী উদ ৰা নিহীনো, যো মঞ্ঞতি সো ৰিৰদেথ তেনাতি। "আমি সদৃশ, আমি শ্রেয় বা আমি হীন" যে ব্যক্তি এরূপ মনে করে, সে উক্ত অহংকার বা দৃষ্টি দ্বারা অন্য ব্যক্তির সাথে কলহ করে, ঝগড়া করে, বাদানুবাদ করে, বিবাদ করে, তর্ক-বিতর্ক করে—"তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না, আমি এই ধর্ম-বিনয় জানি, তুমি কিরূপে এই ধর্ম-বিনয় জানবে? তুমি মিথ্যায় প্রতিপন্ন, আমি সম্যক প্রতিপন্ন; আমার যোগ্যতা আছে, তোমার যোগ্যতা নেই; তুমি পূর্বের বচন পরে বল, আর পরের বচন পূর্বে বল; তোমার সাধনা ভ্রান্তপথে চালিত, তোমার উপদেশ ত্রুটিপূর্ণ, তুমি তিরস্কৃত, তুমি মিথ্যা গল্পে অবস্থানকারী, যদি তুমি এটা অসত্য বলে প্রতিবাদ করতে সমর্থ হও—সমো ৰিসেসী উদ ৰা নিহীনো যো মঞ্ঞতি সো ৰিৰদেথ তেন।

তীসুৰিধাসু অৰিকম্পমানো, সমো ৰিসেসীতি ন তস্স হোতীতি। যাঁর এই তিন প্রকার অহংকার প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তিনি উক্ত তিন প্রকার অহংকারে কম্পিত হন না, বিকম্পিত হন না, সেই অকম্পমান বা স্থির ব্যক্তির "আমি সদৃশ, আমি শ্রেয় বা আমি হীন" এসব নেই। **ন তস্স হোতী**তি। আমার কাছে সমান, অপেক্ষাকৃত উত্তম ও হীন নেই; এই তিন প্রকার অহংকারে আমি সুস্থির—ন তস্স হোতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

> "সমো ৰিসেসী উদ ৰা নিহীনো, যো মঞ্ঞতি সো ৰিৰদেথ তেন।
> তীসু ৰিধাসু অৰিকম্পমানো, সমো ৰিসেসীতি ন তস্স হোতী"তি॥

৭৮. সচ্চন্তিসো ব্রাহ্মণো কিং ৰদেয্য, মুসাতি ৰা সো ৰিৰদেথ কেন।
যস্মিং সমং ৰিসমং ৰাপি নত্থি, স কেন ৰাদং পটিসংযুজেয্য॥

অনুবাদ : সেই ব্রাহ্মণ কিরূপে "ইহা সত্য" অথবা "ইহা মিথ্যা" বলে বিবাদে নিযুক্ত হবেন? যাঁর কাছে সমান ও অসমান কিছুই নেই, সে কী প্রকারে বাক-বিতর্কে রত হবেন।

সচ্চন্তি সো ব্রাহ্মণো কিং ৰদেয্যাতি। "ব্রাহ্মণ" (ব্রাহ্মণো) বলতে সাত প্রকার ধর্ম অপসারিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ... তিনি এরূপ অনাসক্ত বিধায় তাঁকে ব্রহ্মাও বলা হয়। **সচ্চন্তি সো ব্রাহ্মণো কিং ৰদেয্যা**তি। "লোক শাশ্বত, মূর্খ ইহা সত্য বলে মনে করে"; ব্রাহ্মণ, সেটা কিরূপে বলবে? কিরূপে বর্ণনা করবে? কিরূপে ভাষণ করবে? কিরূপে ব্যাখ্যা করবে? কিরূপে প্রকাশ

করবে? "লোক অশাশ্বত... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাও নহে, মূর্খ ইহা সত্য বলে মনে করে;" ব্রাহ্মণ, সেটা কিরূপে বলবে? কিরূপে বর্ণনা করবে? কিরূপে ভাষণ করবে? কিরূপে ব্যাখ্যা করবে? কিরূপে প্রকাশ করবে?—সচ্চন্তি সো ব্রাহ্মণো কিং ৰদেয্য।

মুসাতি ৰা সো ৰিৰদেথ কেনাতি। ব্রাহ্মণ, আমার বাক্য সত্য, তোমার বাক্য মিথ্যা; কীরূপ অহংকার দ্বারা, কীরূপ দৃষ্টি দ্বারা এবং কীরূপ পুদ্গালের দ্বারা কলহ করবে, ঝগড়া করবে, বাদানুবাদ করবে, বিবাদ করবে, তর্ক-বিতর্ক করবে—"তুমি ধর্ম-বিনয় জান না... সমর্থ হও"—মুসাতি ৰা সো ৰিৰদেথ কেন।

যস্মিং সমং ৰিসমং ৰাপি নত্থীতি। "যস্মিং" বলতে যে পুদ্গালের মধ্যে, অর্হতের মধ্যে, ক্ষীণাসবের মধ্যে "আমি সদৃশ" এ অহংকার নেই, "আমি শ্রেয়" এ অহংকার নেই, "আমি হীন" এ অহংকার নেই, বিদ্যমান থাকে না এবং অবিদ্যমান ও অনুভব হয় না; বরং প্রহীন হয়, সমুচ্ছিন্ন হয়, উপশান্ত হয়, প্রশান্ত হয়, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—যাঁর কাছে সমান, অসমান নেই (যস্মিং সমং ৰিসমং ৰাপি নত্থি)।

সকেন ৰাদং পটিসংযুজেয্যাতি। সে কীরূপ অহংকার দ্বারা, কীরূপ দৃষ্টি দ্বারা ও কীরূপ পুদ্গালের দ্বারা বাদানুবাদে সংযুক্ত করতে সক্ষম হবে, কলহ করবে, ঝগড়া করবে, বাকবিতণ্ডা করবে, বিবাদ করবে, তর্ক-বিতর্ক করবে, "তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না... সমর্থ হও"—সকেন ৰাদং পটিসংযুজেয্য।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

''সচ্চন্তি সো ব্রাহ্মণো কিং ৰদেয্য, মুসাতি ৰা সো ৰিৰদেথ কেন।
যস্মিং সমং ৰিসমং ৰাপি নত্থি, স কেন ৰাদং পটিসংযুজেয্যা''তি॥

**৭৯. ওকং পহায অনিকেতসারী, গামে অকুব্বং মুনি সন্থৰানি।
কামেহি রিত্তো অপুরেকখরানো, কথং ন ৰিগ্গযহ জনেন কযিরা॥**

অনুবাদ : মুনি গৃহ পরিত্যাগ করে গৃহহীনভাবে বিচরণকারী এবং গ্রামে সম্পর্ক স্থাপনে বিরত। তিনি কামভোগে রিক্ত ও অনুরাগী না হয়ে অন্য লোকের সাথে কলহজনক কথায় লিপ্ত হয় না।

অতঃপর হালিদ্দকানি গৃহপতি যেখানে আয়ুষ্মান মহাকচ্চায়ণ অবস্থান করছেন, তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাকাচ্চায়ণকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট হরিদ্রকানি গৃহপতি আয়ুষ্মান মহাকাচ্চায়ণকে এরূপ বললেন, "ভন্তে মহাকাচ্চায়ন,

ভগবান কর্তৃক অষ্টক-বর্গে মাগণ্ডিয় প্রশ্নে এরূপ বলা হয়েছে :

"ওকং পহায অনিকেতসারী, গামে অকুব্বং মুনি সন্থৰানি।
কামেহি রিত্তো অপুরেকখরানো, কথং ন ৰিগ্গযহ জনেন কযিরা"তি॥

অনুবাদ : মুনি গৃহ পরিত্যাগ করে গৃহহীনভাবে বিচরণকারী এবং গ্রামে সম্পর্ক স্থাপনে বিরত। তিনি কামভোগে রিক্ত ও অনুরাগী না হয়ে অন্য লোকের সাথে কলহজনক কথায় লিপ্ত হয় না।

ভন্তে মহাকাচ্চায়ন, ভগবান দ্বারা সংক্ষেপে ভাষিত এই বিষয়ের অর্থ কিরূপে বিস্তারিতভাবে দ্রষ্টব্য?

"হে গৃহপতি, রূপধাতু বিজ্ঞানের গৃহ; রূপধাতু রাগাসক্ত-বিজ্ঞানকে "গৃহবাসী" বলে (ওকসারীতি) বলা হয়। বেদনাধাতু... সংজ্ঞাধাতু... সংস্কারধাতু বিজ্ঞানের গৃহ; সংস্কারধাতু রাগাসক্ত-বিজ্ঞানকে 'গৃহবাসী' বলে বলা হয়। গৃহপতি, এভাবেই গৃহবাসী হয়।"

"গৃহপতি, কিরূপে গৃহত্যাগী হন? রূপধাতুর যে ছন্দ, রাগ, নন্দী (আসক্তি), তৃষ্ণা, উপায়ুপাদান, চিত্ত, অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ ও অনুশয়; সেগুলো তথাগতের প্রহীন (পরিত্যাক্ত), নির্মূলিত, উৎপাটিত, নিবৃত্ত (ধ্বংস) হয়েছে এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী। তদ্ধেতু তথাগতকে গৃহত্যাগী বলা হয়। বেদনাধাতুর... সংজ্ঞাধাতুর... সংস্কারধাতুর... বিজ্ঞানধাতুর যে ছন্দ, রাগ, নন্দী (আসক্তি), তৃষ্ণা, উপায়ুপাদান, চিত্ত, অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ ও অনুশয়; সেগুলো তথাগতের প্রহীন (পরিত্যাক্ত), নির্মূলিত, উৎপাটিত, নিবৃত্ত (ধ্বংস) হয়েছে এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী। গৃহপতি, এভাবেই গৃহত্যাগী হন।"

"গৃহপতি, কিরূপে গৃহবাসী হয়? রূপনিমিত্ত-গৃহবাহুল্যতায় আসক্ত ব্যক্তিকেই গৃহবাসী বলা হয়। শব্দনিমিত্ত... গন্ধনিমিত্ত... রসনিমিত্ত... স্পর্শনিমিত্ত... এবং ধর্মনিমিত্ত-গৃহবাহুল্যতায় আসক্ত ব্যক্তিকেই গৃহবাসী বলা হয়। গৃহপতি, এভাবেই গৃহবাসী হয়।"

"গৃহপতি, কিরূপে অনাগারচারী (গৃহত্যাগী) হন? তথাগতের রূপনিমিত্ত-গৃহবাহুল্যতায় আসক্ততা প্রহীন হয়েছে, নির্মূলিত হয়েছে, উৎপাটিত হয়েছে, নিবৃত্ত হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী। সেহেতু তথাগতকে অনাগারচারী বা গৃহত্যাগী বলা হয়। তথাগতের শব্দনিমিত্ত... তথাগতের গন্ধনিমিত্ত... তথাগতের রসনিমিত্ত... তথাগতের স্পর্শনিমিত্ত... তথাগতের ধর্মনিমিত্ত-গৃহবাহুল্যতায় আসক্ততা প্রহীন হয়েছে, নির্মূলিত হয়েছে, উৎপাটিত হয়েছে, নিবৃত্ত হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী। গৃহপতি,

এরূপেই অনাগারচারী হন।”

“গৃহপতি, কিরূপে গ্রামে সম্পর্ক-স্থাপনকারী (সন্থৱজাতো) হয়? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু গৃহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। সে সহনন্দী (একসঙ্গে বা গ্রামবাসীর সঙ্গে আনন্দোৎসব করা) হয়, অন্যের শোকে শোকপ্রাপ্ত হয়, অন্যজনের সুখে সুখী হয়, দুঃখে দুঃখী হয় এবং উৎপন্ন (বা বিদ্যমান) কৃত্য-করণীয় বিষয়সমূহ (সম্পাদন করতে) নিজেই চেষ্টা করে থাকে। গৃহপতি, এভাবেই গ্রামে সর্ম্পক-স্থাপনকারী হয়।”

“গৃহপতি, কিরূপে গ্রামে সম্পর্ক-স্থাপনকারী হন না? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু গৃহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে অবস্থান করেন। তিনি সহনন্দী হন না, অন্যের শোকে শোকপ্রাপ্ত হন না, অন্যজনের সুখে সুখী হন না, দুঃখে দুঃখী হন না এবং উৎপন্ন কৃত্য-করণীয় বিষয়সমূহ (সম্পাদন করতে) নিজে চেষ্টা করেন না। গৃহপতি, এরূপেই গ্রামে সম্পর্ক-স্থাপনকারী হন না।”

“গৃহপতি, কিরূপে কামসমূহ দ্বারা অরিক্ত (পরিপূর্ণ) হয়? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু কামসমূহে অবীতরাগী, অবিগতচ্ছন্দ (সরাগী), অবিগতপ্রেমী (প্রেমী), অবিগতপিপাসু (তীব্র আকাঙ্ক্ষী), অবিগতপরিলাহ (কামে প্রজ্জ্বলিত) ও অবিগততৃষ্ণা-স্বভাবী (তৃষ্ণাযুক্ত) হয়। গৃহপতি, এভাবেই কামসমূহ দ্বারা অরিক্ত বা পরিপূর্ণ হয়।”

“গৃহপতি, কিরূপে কামসমূহ দ্বারা রিক্ত (শূন্য) হন? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু কামসমূহে বীতরাগী, বিগতচ্ছন্দ (ছন্দহীন), বিগতপ্রেমী (নিষ্প্রেমী), বিগতপিপাসু (অনাকাঙ্ক্ষী), বিগতপরিলাহ (কামে প্রদাহমুক্ত) ও বিগততৃষ্ণা-স্বভাবী (তৃষ্ণামুক্ত) হন। গৃহপতি, এভাবেই কামসমূহ দ্বারা রিক্ত হন।”

“গৃহপতি, কিরূপে আসক্ত বা অনুরাগী (পুরেক্খরানো) হয়? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষুর এরূপ (মনে) হয়—‘সুদূর ভবিষ্যতে রূপ এ রকম হবে’ বলে তাতে ইচ্ছা উৎপন্ন করে (সমন্নানেতি), ‘বেদনা এ রকম হবে... সংজ্ঞা এ রকম হবে... সংস্কার এ রকম হবে... সুদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এরূপ হবে’ বলে তাতে ইচ্ছা উৎপন্ন করে। গৃহপতি, এভাবেই আসক্ত বা অনুরাগী হয়।”

“গৃহপতি, কিরূপে অননুরাগী (অপুরেক্খরানো) হন? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষুর এরূপ (মনে) হয়—‘সুদূর ভবিষ্যতে রূপ এ রকম হবে’ বলে তাতে ইচ্ছা উৎপন্ন করেন না, ‘বেদনা এ রকম হবে... সংজ্ঞা এ রকম হবে... সংস্কার এ রকম হবে... বিজ্ঞান এরূপ হবে’ বলে তাতে ইচ্ছা উৎপন্ন করেন না। গৃহপতি, এভাবেই অননুরাগী হন।”

“গৃহপতি, কিরূপে বিগ্রহ বা বিবাদ বৃদ্ধিকর্তা (বা উৎপন্নকারী) হয়?

এক্ষেত্রে কোনো (ভিক্ষু) এরূপ ভাষণকর্তা হয়—'তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না, আমি এই ধর্ম-বিনয় জানি; তুমি কী করে এই ধর্ম-বিনয় জানবে? তুমি মিথ্যাপ্রতিপন্ন, আমি সম্যক প্রতিপন্ন; আমারটা সঙ্গত, তোমারটা অসঙ্গত; পূর্বে বলারযোগ্য বিষয়কে পরে বল, পরে বলারযোগ্য বিষয়কে পূর্বে বল; তোমার গবেষিত বিষয় বিপরিবর্তিত (ভুল), তোমার মতবাদ আরোপিত (কল্পিত), তুমি নিগৃহীত (নির্যাতিত), তুমি মিথ্যাগল্পে অবস্থানকারী (চর ৰাদপ্পমোক্খায); যদি তুমি এটা অসত্য বলে প্রতিবাদ করেত সমর্থ হও" গৃহপতি, এরূপেই বিগ্রহ বৃদ্ধিকর্তা হয়।"

"গৃহপতি, কিরূপে বিগ্রহ বৃদ্ধিকর্তা হন না? এক্ষেত্রে কোনো (ভিক্ষু) এরূপ ভাষণকর্তা হন না—'তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না... যদি তুমি এটা অসত্য বলে প্রতিবাদ করতে সমর্থ হও!' গৃহপতি, এরূপেই বিগ্রহ বৃদ্ধিকর্তা হন না।"

গৃহপতি, অষ্টক বর্গে মাগণ্ডিয় প্রশ্নে ভগবান কর্তৃক এরূপ বলা হয়েছে :

''ওকং পহায অনিকেতসারী, গামে অকুব্বং মুনি সন্থৰানি।
কামেহি রিত্তো অপুরেকখরানো, কথং ন ৰিগ্গযহ জনেন কযিরা''তি॥

"গৃহপতি, ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্তরূপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ এরূপে বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য।"

তাই ভগবান বলেছেন :

''ওকং পহায অনিকেতসারী, গামে অকুব্বং মুনি সন্থৰানি।
কামেহি রিত্তো অপুরেকখরানো, কথং ন ৰিগ্গযহ জনেন কযিরা''তি॥

**৮০. যেহি ৰিৰিত্তো ৰিচরেয্য লোকে, ন তানি উগ্গযহ ৰদেয্য নাগো।
এলম্বুজং কণ্ডকৰারিজং যথা, জলেন পঙ্কেন চনূপলিত্তং।
এৰং মুনী সন্তিৰাদো অগিদ্ধো, কামে চ লোকে চ অনূপলিত্তো॥**

অনুবাদ : যেমন উদকজাত পদ্ম এবং জলজ কণ্ডক (পদ্মমূলের গোলাকার শালুক) জল ও পঙ্কে উপলিপ্ত হয় না; তেমনিভাবে নাগ যেসব মিথ্যাদৃষ্টি হতে পৃথক হয়ে জগতে বিচরণ করেন, সেসব মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ না করে বলেন। এরূপে মুনি শান্তিবাদী হন, অলোভী হন এবং কাম ও লোকে লিপ্ত হন না।

যেহি ৰিৰিত্তো ৰিচরেয্য লোকেতি। "যেহি" বলতে যেসব দৃষ্টিগত বিষয় হতে। "ৰিৰিত্তো" বলতে কায়দুশ্চরিত হতে রিক্ত, বিবিক্ত ও প্রবিবিক্ত; বাক্‌দুশ্চরিত হতে রিক্ত, বিবিক্ত ও প্রবিবিক্ত; মনোদুশ্চরিত হতে রিক্ত,

বিবিক্ত ও প্রবিবিক্ত; রাগ (আসক্তি) হতে রিক্ত, বিবিক্ত ও প্রবিবিক্ত... সর্ব অকুশলাভিসংস্কার হতে রিক্ত, বিবিক্ত ও প্রবিবিক্ত। "ৰিচরেয্য" বলতে বিচরণ করে, অবস্থান করে, স্থানান্তর করে, অভ্যাস করে, রক্ষা করে যাপন করে এবং জীবন-যাপন করে। "লোকে" বলতে মনুষ্যলোকে—যেসব হতে বিবিক্ত হয়ে জগতে বিচরণ করেন—যেহি ৰিৰিত্তো ৰিচরেয্য লোকে।

ন তানি উগ্গযহ ৰদেয্য নাগোতি। "নাগো" বলতে পাপাসক্তি করেন না বলে নাগ, গমন করেন না বলেই নাগ, আগমন করেন না বলেই নাগ। কিরূপে পাপাসক্তি করেন না বলে নাগ? পাপমূলক অকুশলধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখ বিপাক ও ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণকে পাপাসক্তি বলা হয়।

আগুং ন করোতি কিঞ্চি লোকে, [সভিযাতি ভগৰা]
সব্বসঞ্ঞোগে ৰিসজ্জ বন্ধনানি।
সব্বত্থ ন সজ্জতি ৰিমুত্তো, নাগো তাদী পৰুচ্চতে তথত্তা॥

অনুবাদ : (ভগবান সোভিয়কে বললেন, হে সোভিয়,) জগতে কোনো রকম পাপাসক্তি করেন না, যিনি সকল সংযোগ ও বন্ধন ত্যাগ করে সমস্ত বস্তুতে অনাসক্ত ও বিমুক্ত, তিনি নাগ বলে কথিত।

এরূপে পাপাসক্তি করেন না বিধায়, নাগ বক কমিত হন।

কিরূপে গমন করেন না বলেই নাগ? (তিনি) ছন্দগতিতে গমন করেন না, দ্বেষগতিতে গমন করেন না, মোহগতিতে গমন করেন না, ভয়গতিতে গমন করেন না, রাগবশে গমন করেন না, দ্বেষবশে গমন করেন না, মোহবশে গমন করেন না, মানবশে গমন করেন না, দৃষ্টিবশে গমন করেন না, ঔদ্ধত্যবশে গমন করেন না, বিচিকিৎসাবশে গমন করেন না, অনুশয়বশে গমন করেন না; এবং বর্গধর্ম দ্বারা চালিত, পরিচালিত, নীত ও আহরিত হন না। এভাবে গমন করেন না বলেই নাগ।

কিরূপে আগমন করেন না বলেই নাগ? স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা যে ক্লেশসমূহ প্রহীন হয়েছে, সেই ক্লেশসমূহ পুনর্বার আগমন করে না, ফিরে আসে না এবং প্রত্যাগমন করে না। সকৃদাগামীমার্গ দ্বারা... অনাগামীমার্গ দ্বারা... অর্হত্ত্বমার্গ দ্বারা যেসব ক্লেশ প্রহীন হয়েছে, সেসব ক্লেশ পুনরায় আগমন করে না, ফিরে আসে না এবং প্রত্যাগমন করে না। এভাবে আগমন করেন না বলেই নাগ।

ন তানি উগ্গযহ ৰদেয্য নাগোতি। নাগ সেই দৃষ্টিগত বিষয়সমূহসমূহ গ্রহণ, শিক্ষা, ধারণ, স্পর্শ এবং অভিনিবেশ না করে বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ

করেন, ব্যাখ্যা করেন ও বর্ণনা করেন; "লোক শাশ্বত... তথাগত মরণের পর থাকেন না, আবার না থাকেন তাও না, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপ বলেন না, ভাষণ করেন না, প্রকাশ করেন না, ব্যাখ্যা করেন না এবং বর্ণনা করেন না—নাগ সেসব শিক্ষা না করে বলেন (ন তানি উগ্গযহ ৰদেয্য নাগো)।

এলম্বুজং কণ্ডকৰারিজং যথা, জলেন পঙ্কেন চনূপলিত্তন্তি। পানিকে (এলং) উদক বলা হয়, পদ্মকে (অম্বুজং) পদুম বলা হয়, কণ্ডককে খরদণ্ড বলা হয়, বারিকে উদক বলে, বারিজকে বারিসম্ভূত পদ্ম বলে, জলকে উদক বলে এবং পঙ্ককে কর্দম বলে। বারিজ ও বারিসম্ভূত পদুম যেমন জল এবং পঙ্ক দ্বারা লিপ্ত হয় না, প্রলিপ্ত হয় না, উপলিপ্ত হয় না; অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত, ও অনুপলিপ্ত হয়—জলম্বুজ জলজকণ্ডক যেমন জল ও পঙ্ক দ্বারা লিপ্ত হয় না (এলম্বুজং কণ্ডকৰারিজং যথা জলেন পঙ্কেন চনূপলিত্তং)।

এৰং মুনী সন্তিৰাদো অগিদ্ধো, কামে চ লোকে চ অনূপলিত্তোতি। "এৰং" অর্থে উপমা প্রতিপাদন বা উপস্থাপন (ওপম্মসম্পটিপাদনং)। **মুনী**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। "সন্তিৰাদো" মুনি শান্তিবাদী, ত্রাণ বা মুক্তিবাদী, আশ্রয়বাদী, শরণবাদী, অভয়বাদী, অচ্যুতবাদী, অমৃতবাদী এবং নির্বাণবাদী হয়—এবং মুনি সন্তিবাদো। **অগিদ্ধো**তি। আসক্তিকে (গেধো) তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ অকুশলমূল। যাঁর এই আসক্তি প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রব্ধ (প্রশান্ত), পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তিনিই অলোভী। তিনি রূপে অলোভী, শব্দে... গন্ধে... রসে... স্পর্শে... কুলে... গণে... আবাসে... লাভে... যশে... প্রশংসায়... সুখে... চীবরে... পিণ্ডপাতে... শয়নাসনে... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারে... কামধাতুতে... রূপধাতুতে... অরূপধাতুতে... কামভবে... রূপভবে... অরূপভবে... সংজ্ঞাভবে... অসংজ্ঞাভবে... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভবে... এক বোকার ভবে... চরি বোকার ভবে... পঞ্চ বোকার ভবে... অতীতে... অনাগতে... বর্তমানে... দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মসমূহে অলোভী, অনাসক্ত, অমূর্ছিত, অননুরক্ত; বীতরাগী, বিগতরাগী, রাগত্যাগী, রাগ পরিত্যক্তকারী, রাগমুক্ত, প্রহীনরাগী, রাগ পরিত্যাগী; তিনি মুক্ত, নিবৃত্ত, শান্ত, সুখানুভবকারী হয়ে নিজেই ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন—এৰং মুনি সন্তিৰাদো অগিদ্ধো।

কামে চ লোকে চ অনূপলিত্তোতি। "কাম" (কামা) বলতে বিভাগ অনুযায়ী

(উদ্দানতো) কাম দুই প্রকার—বস্তুকাম ও ক্লেশকাম... এগুলোকে বস্তুকাম বলে... এগুলোকে ক্লেশকাম বলে। "লোকে" বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে ও আয়তনলোকে। "প্রলেপ" (লেপা) অর্থে দুই প্রকার প্রলেপ—তৃষ্ণাপ্রলেপ ও দৃষ্টিপ্রলেপ... ইহা তৃষ্ণাপ্রলেপ... ইহা দৃষ্টিপ্রলেপ। মুনি তৃষ্ণাপ্রলোপ ত্যাগ করে দৃষ্টিপ্রলেপ পরিত্যাগ করে কামে ও লোকে লিপ্ত হন না, প্রলিপ্ত হন না, উপলিপ্ত হন না; নির্লিপ্ত, অলিপ্ত এবং অনুপলিপ্ত হয়ে মুক্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—এৰং মুনী সন্তিৰাদো অগিদ্ধো, কামে চ লোকে চ অনূপলিত্তো।

তদ্ধেতু ভগবান বলেছেন :

''যেহি ৰিৰিত্তো ৰিচরেয্য লোকে, ন তানি উগ্গযহ ৰদেয্য নাগো।
এলম্বুজং কণ্ডকৰারিজং যথা, জলেন পঙ্কেন চনূপলিত্তং।
এৰং মুনী সন্তিৰাদো অগিদ্ধো, কামে চ লোকে চ অনূপলিত্তো''তি॥

৮১. ন ৰেদগূ দিট্ঠিযা ন মুতিযা, স মানমেতি ন হি তম্মযো সো।
ন কম্মুনা নোপি সুতেন নেয্যো, অনূপনীতো স নিৰেসনেসু॥

অনুবাদ : যিনি পূর্ণতা লাভ করেছেন; দৃষ্টিবিশেষ বা চিন্তাবিশেষ তাকে গর্বিত করে না। কারণ, তিনি তাতে আচ্ছন্ন নন। কর্ম বা শ্রুতির সাহায্যে তিনি চালিত হন না। তিনি আসক্তিশূন্য।

নৰেদগূ দিট্ঠিযা ন মুতিযা, স মানমেতীতি। "না" বলতে প্রতিক্ষেপ। **ৰেদগূ**তি। বেদ বা প্রজ্ঞান বলতে চারি মার্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীমাংসা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টি। (তাঁরা) সেই বেদ বা পরিজ্ঞান দ্বারা জন্ম-জরা-মৃত্যুর অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; পারগত, পারপ্রাপ্ত; সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রানগত, ত্রাণপ্রাপ্ত; লেণগত, লেণপ্রাপ্ত; সরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত; এবং নির্বাণগত ও নির্বাণপ্রাপ্ত। তাঁরা বেদের অন্তগত বলে বেদজ্ঞ, বেদের দ্বারা অন্তগত বলে বেদজ্ঞ, সপ্ত ধর্মে বিদিত হওয়ায় বেদজ্ঞ। তাঁরা সৎকায়দৃষ্টি বিদিত হন, বিচিকিৎসা বিদিত হন, শীলব্রত-পরামর্শ বিদিত হন, রাগ (আসক্তি) বিদিত হন, দ্বোষ (দ্বেষ) বিদিত হন, মোহ বিদিত হন, মান বিদিত হন, পাপমূলক অকুশলধর্ম, সংক্লেশ, পুনজন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখবিপাক ও ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মৃত্যু বিদিত হন।

ৰেদানি ৰিচেয্য কেৰলানি, [সভিযাতি ভগৰা]

সমণানং যানীধত্থি ব্রাহ্মণানং।
সব্বৰেদনাসু ৰীতরাগো, সব্বং ৰেদমতিচ্চ ৰেদগূ সোতি॥

অনুবাদ : (ভগবান সভিয়কে বললেন, হে সভিয়,) এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি সর্ববিধ জ্ঞান অর্জন করে সকল প্রকার বেদনায় বীতরাগ (অনাসক্ত) সেই সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে বেদগূ (বেদজ্ঞ) বলা হয়ে থাকে।

"ন দিটিঠযা" বলতে তাঁর বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। তিনি দৃষ্টিতে চালিত হন না, নীত হন না, বাহিত (পরিচালিত) হন না, গৃহীত হন না, সেই মিথ্যাদৃষ্টিসমূহকে সাররূপে গ্রহণ করেন না, পশ্চাদগমন করেন না—ন বেদগূ দিটঠিযা। "ন মুতিযা" বলতে অনুমান, অপরের ঘোষণা, জন সাধারণের সম্মতি দ্বারা মানে নীত হন না, উপনীত হন না, গমন করেন না, মানকে গ্রহণ, ধারণ বা পোষণ, অভিনিবেশ করেন না—ন ৰেদগূ দিটঠিযা ন মুতিযা স মানমেতি।

"ন হি তম্মযো সো" বলতে তৃষ্ণাবশে, দৃষ্টিবশে তন্ময়, অনুরক্ত, তৎপরায়ণ হয় না। যেহেতু তার তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মান প্রহীন হয়, উচ্ছিন্ন, মস্তকবিহীন তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হন না, সেহেতু তন্ময়, অনুরক্ত, তৎপরায়ণ হয় না—স মানমেতি নহি তম্মযো সো।

ন কম্মুনা নোপি সুতেন নেয্যোতি। "ন কম্মুনা" অর্থে পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কারে চালিত হন না, নীত হন না, গৃহীত হন না, বাহিত (পরিচালিত) হন না, গৃহীত হন না—ন কম্মুনা। "নোপি সুতেন নেয্যো" অর্থে শ্রুতশুদ্ধিতে, অপরের কথায় বা মহাজনতার সম্মতিতে চালিত হন না, নীত হন না, গৃহীত হন না, বাহিত (পরিচালিত) হন না, গৃহীত হন না—ন কম্মুনা নোাপি সুতেন নেয্যো।

অনূপনীতো স নিৰেসনেসূতি। "আসক্তি" (উপযা) বলতে দুই প্রকার আসক্তি—তৃষ্ণা আসক্তি, দৃষ্টি আসক্তি... ইহা তৃষ্ণা আসক্তি... ইহা দৃষ্টি আসক্তি। তাঁর তৃষ্ণাসক্তি প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃষ্ণাসক্তি প্রহীন ও দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনি নিবেশনসমূহে অনূপনীত, অনুপলিপ্ত, অনুপগত, অনাসক্ত ও অনধিমুক্ত হয়ে নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—অনূপনীতো স নিৰেসনেসু।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ন ৰেদগূ দিট্‌ঠিযা ন মুতিযা, স মানমেতি ন হি তম্মযো সো।
ন কম্মুনা নোপি সুতেন নেয্যো, অনূপনীতো স নিৰেসনেসূ"তি॥

৮২. সঞ্ঞাৰিরত্তস্স ন সন্তি গন্থা, পঞ্ঞাৰিমুত্তস্স ন সন্তি মোহা।
সঞ্ঞঞ্চ দিট্‌ঠিঞ্চ যে অগ্গহেসুং, তে ঘট্টমানা ৰিচরন্তি লোকে॥

অনুবাদ : সংজ্ঞা বিমুক্তের কোনো গ্রন্থি থাকে না, প্রজ্ঞাবিমুক্তের কোনো মোহ থাকে না। যারা সংজ্ঞা ও দৃষ্টি গ্রহণ করে তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করে।

সঞ্ঞাৰিরত্তস্স ন সন্তি গন্থাতি। যে শমথ পূর্বঙ্গম আর্যমার্গ ভাবনা করে তাঁর শুরু থেকে গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিতে অর্হতের গ্রন্থি, মোহ, নীবরণ, কামসংজ্ঞা, ব্যাপাদসংজ্ঞা, বিহিংসাসংজ্ঞা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ পুনরুৎপত্তিহীন ও ভবিষ্যৎ অনুৎপাদধর্মী হয়—সঞ্ঞাৰিরত্তস্স ন সন্তি গন্থা।

পঞ্ঞাৰিমুত্তস্স ন সন্তি মোহাতি। যিনি বিদর্শন-পূর্বঙ্গম আর্যমার্গ ভাবনা করেন, তাঁর শুরু থেকে মোহ বিনষ্ট হয়, অর্হত্ত্বপ্রাপ্তিতে অর্হতের মোহ, গ্রন্থি, নীবরণ, কামসংজ্ঞা, ব্যাপাদসংজ্ঞা, বিহিংসা-সংজ্ঞা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষসদৃশ পুনরুৎপত্তিহীন ও ভবিষ্যৎ অনুৎপাদধর্মী হয়—পঞ্ঞাৰিমুত্তস্স ন সন্তি মোহা।

সঞ্ঞঞ্চ দিট্‌ঠিঞ্চ যে অগ্গহেসুং, তে ঘট্টমানা ৰিচরন্তি লোকেতি। যারা কামসংজ্ঞা, ব্যাপাদসংজ্ঞা ও বিহিংসা-সংজ্ঞা সংজ্ঞা গ্রহণ করে, তারা সংজ্ঞাবশে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজা রাজার সাথে বিবাদ করে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে বিবাদ করে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে, মা ছেলের সাথে, ছেলে মায়ের সাথে, পিতা পুত্রের সাথে, পুত্র পিতার সাথে, ভাই ভাইয়ের সাথে, বোন বোনের সাথে, ভাই বোনের সাথে, বোন ভাইয়ের সাথে, বন্ধু বন্ধুর সাথে বিবাদ করে। তারা সেখানে কলহ-বিবাদে সমাপন্ন হয়ে একে অন্যকে হাত দ্বারা আঘাত করে, পাথর দিয়ে আঘাত করে, দণ্ড দ্বারা আঘাত করে, শস্ত্র দ্বারা আঘাত করে, তারা তথায় মৃত্যুবরণ করে, মরণ সদৃশ দুঃখ পায়। যারা দৃষ্টি গ্রহণ করে "লোক শাশ্বত"... অথবা "তথাগত মরণের পর থাকেন না, আবার না থাকেন তাও না" এরূপে তারা দৃষ্টিবশে গমন করে, চালিত হয়; এক শাস্তা হতে আরেক শাস্তার নিকট গমন করে, এক ধর্ম হতে আরেক ধর্মে গমন করে, এক পরিষদ হতে আরেক পরিষদে গমন করে, এক দৃষ্টিহতে আরেক দৃষ্টিতে গমন করে, এক প্রতিপদ

হতে আরেক প্রতিপদে গমন করে, এক মার্গ হতে আরেক মার্গে গমন করে।

অথবা তারা বিবাদ করে, কলহ করে, ঝগড়া করে, বিগ্রহ করে, দ্বন্দ্ব করে, বাদানুবাদ করে এই বলে যে—"তুমি এই ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে জান না... যদি তুমি এটা অসত্য বলে প্রতিবাদ করতে সমর্থ হও!" তাদের অভিসংস্কারসমূহ অপ্রহীন থাকে; অভিসংস্কারসমূহের অপ্রহীন হওয়ায় নানা গতিতে গমন করে, নিরয়ে গমন করে, তির্যগ্‌কুলে গমন করে, প্রেতকুলে গমন করে, মনুষ্যলোকে গমন করে, দেবলোকে গমন করে, গতি দ্বারা গতিতে... উৎপত্তি দ্বারা উৎপত্তিতে... প্রতিসন্ধি দ্বারা প্রতিসন্ধিতে... ভব দ্বারা ভবে সংসার দ্বারা সংসারে... আবর্ত দ্বারা আবর্তে গমন করে, সংযোগ করে, স্থির করে, বিচরণ করে, বিহার করে, অবস্থান করে, থাকে, পালন করে, যাপন করে, জীবন-যাপন করে। "লোকে" বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে—সঞ্ঞঞ্চ দিট্ঠিঞ্চ যে অগ্গহেসুং, তে ঘট্টমানা ৰিচরন্তি লোকে।

তাই ভগবান বলেছেন :

''সঞ্ঞাৰিরত্তস্স ন সন্তি গন্থা, পঞ্ঞাৰিমুত্তস্স ন সন্তি মোহা।
সঞ্ঞঞ্চ দিট্ঠিঞ্চ যে অগ্গহেসুং, তে ঘট্টমানা ৰিচরন্তি লোকে''তি॥

[মাগণ্ডিয়া সূত্র বর্ণনা নবম]

১০. পুরাভেদ সূত্র বর্ণনা

অতঃপর পুরাভেদ সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

৮৩. কথংদস্সী কথংসীলো, উপসন্তোতি ৰুচ্চতি।
তং মে গোতম পব্রূহি, পুচ্ছিতো উত্তমং নরং॥

অনুবাদ : কী রকম দৃষ্টি ও শীলসম্পন্নকে 'উপশান্ত' বলা হয়? হে গৌতম, আমি আপনাকে নর শ্রেষ্ঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করছি, আপনি তা প্রকাশ করুন।

কথংদস্সী কথংসীলো, উপসন্তোতি ৰুচ্চতীতি। "কথংদস্সী" বলতে কীদৃশ দর্শনে সমন্নাগত, কোন বিধিবদ্ধে, কোন প্রকারে, কোন প্রতিভাগে—কথংদস্সী। "কথংসীলো" অর্থে কীদৃশ শীলে সমন্নাগত, কোন বিধিবদ্ধে, কোন প্রকারে, কোন প্রতিভাগে—কথংসীলো কথংদস্সী। "উপসন্তো বুচ্চতি" অর্থে শান্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, নিবৃত, প্রশমিত বলা হয়, আখ্যায়িত

হয়, কথিত হয়, ভাষণ করা হয়, প্রকাশ করা হয়, প্রচার করা হয়। "কথংদস্সী" বলে অধিপ্রজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, "কথংসীলো" বলে অধিশীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, "উপসন্তো" বলে অধিচিত্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা—কথংদস্সী কথংসীলো উপসন্তোতি ৰুচ্চতি।

তং মে গোতম পব্রূহীতি। "তং" বলতে যা জিজ্ঞাসা করছি, যা প্রার্থনা করছি, যা অনুরোধ করছি, যা মীমাংসা করছি। "গোতম" অর্থে সেই নির্মিত বুদ্ধ ভগবানকে গোত্রের মাধ্যমে সম্বোধন করা। "পব্রূহি" বলতে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, প্রদর্শন, প্রকাশ করুন—তং মে গোতম পব্রূহি।

পুচ্ছিতো উত্তমং নরন্তি। "পুচ্ছিতো" অর্থে জিজ্ঞাসিত হয়ে, প্রশ্নকৃত হয়ে, যাচিত হয়ে, প্রার্থিত হয়ে, প্রসাদিত হয়ে। "উত্তম নর" (উত্তমং নরং) বলতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রমুখ্য, উত্তম ও প্রবর নর—পুচ্ছিতো উত্তমং নরং।

তাই সেই নির্মিত বুদ্ধ বলেছেন :

> ''কথংদস্সী কথংসীলো, উপসন্তোতি ৰুচ্চতি।
> তং মে গোতম পব্রূহি, পুচ্ছিতো উত্তমং নর''ন্তি॥

৮৪. ৰীততণ্হোপুরাভেদা, [ইতি ভগৰা] পুব্বমন্তমনিস্সিতো।
ৰেমজ্ঝে নুপসঙ্খেয্যো, তস্স নত্থি পুরকখতং॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, দেহত্যাগের পূর্বে যিনি বীততৃষ্ণ হয়েছেন, যাঁর নিকট অতীত, বর্তমান, সব বিষয় অনিশ্রিত, অনুৎপন্ন যোগ্য; তাঁর অনুরাগ (পরিখা) থাকে না।

ৰীততণ্হো পুরাভেদাতি। কায়ভেদের পূর্বে, আত্মভাবের, পূর্বে, কলেবরের পূর্বে, মৃত্যুর পূর্বে বীততৃষ্ণা, বিগততৃষ্ণা, ত্যক্ততৃষ্ণা, বর্জিততৃষ্ণা, মুক্ততৃষ্ণা, প্রহীনতৃষ্ণা, পরিত্যক্ততৃষ্ণা, বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, বর্জিতরাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ, পরিত্যক্তরাগ, অনাসক্ত (নিচ্ছাত), নিবৃত, শান্ত, সুখ-অনুভবকারী হয়ে ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন।

"ভগবান" (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন। অধিকন্তু, রাগ (আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দোষ (দ্বেষ) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; কণ্টক বা শত্রু (কণ্ডকো) জয় করেছেন বলে ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ, শ্রেণীভাগ করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম

করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রজ্ঞা বলে ভগবান; অরণ্য-বনজঙ্গল, নির্জন শয়নাসন, শব্দহীন (স্থান), নিস্তব্ধ (জায়গা), নির্জনতাপূর্ণ স্থান, মনুষ্য হতে নির্জন শয়নের উপযুক্ত স্থান ও নির্জনতানুরূপ স্থান ভজনা বা উপভোগ করেছেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার (ব্যবহার্য সামগ্রী) ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপসমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহারসমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি-সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক-প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য (অর্হত্ত্বজ্ঞান, ক্ষীণাসব অবস্থা, বিঘ্নসমূহের প্রত্যাভিজ্ঞা অর্থাৎ বাধাবিঘ্নসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে জানা এবং নির্বাণ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে স্বীকার করণ, দেশনাকরণ বা ধর্মপ্রচারকরণ), চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়ভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার বুদ্ধধর্ম বা বুদ্ধত্বের অধিকারী বলে ভগবান। এই 'ভগবান' নাম মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সগোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। এই 'ভগবান' নাম বুদ্ধ ভগবানগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তিতে হয়েছে—ৰীততণ্হো পুরাভেদাতি ভগৰা।

পুব্বমন্তমনিস্সিতোতি। "পুব্বন্তো" বলতে সুদূর অতীত। সুদূর অতীতের তৃষ্ণা প্রহীন হয়, দৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়; ইহা তৃষ্ণার প্রহীনতা, দৃষ্টির পরিত্যক্ততা। এরূপে অতীত বিষয়ে নিশ্রয় করেন না। অথবা "অতীতে (আমার) এ রকম রূপ ছিল" বলে সেই বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন করেন না, (সেভাবে) চালিত হন না। অথবা "বেদনা এ রকম ছিল.... সংজ্ঞা এ রকম ছিল... এ রকম সংস্কার ছিল... এ রকম বিজ্ঞান ছিল" বলে সেই বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন করেন না, (সেভাবে) চালিত হন না। এরূপে অতীত বিষয়ে নিশ্রয় করেন না। অথবা "অতীতে আমার এরূপ চক্ষু ছিল, রূপ এ রকম ছিল" বলে সেই বিষয়ে ছন্দরাগ প্রতিবিদ্ধ বিজ্ঞান উৎপন্ন করেন না, ছন্দরাগ প্রতিবিদ্ধ বিজ্ঞানের তদভিনন্দন করেন না, অভিনন্দনকারী হন না। এরূপে

অতীত বিষয়ে নিশ্রয় করেন না। "অতীতে আমার এরূপ শ্রোত্র ছিল, এরূপ শব্দ ছিল", "অতীতে আমার এরূপ ঘ্রাণ ছিল, এরূপ গন্ধ ছিল", "অতীতে আমার এরূপ জিহ্বা ছিল, এরূপ রস ছিল", "অতীতে আমার এরূপ কায় ছিল, এরূপ স্পর্শ ছিল", "অতীতে আমার এরূপ মন ছিল, এরূপ ধর্ম ছিল" বলে সেই বিষয়ে ছন্দরাগ প্রতিবিদ্ধ বিজ্ঞান উৎপন্ন করেন না, ছন্দরাগ প্রতিবিদ্ধ বিজ্ঞানের তদ্-অভিনন্দন করেন না, অভিনন্দনকারী হন না। এরূপে অতীত বিষয়ে নিশ্রয় করেন না। অথবা পূর্বে স্ত্রীলোকের সাথে যেসব হাসি হাসতেন, আলাপ করতেন, খেলতেন তার আস্বাদ উপভোগ করেন না, সেটা পুনরায় পাওয়ার ইচ্ছা করেন না, তদ্দ্বারা আনন্দিতও হন না। এরূপে অতীত বিষয়ে নিশ্রয় করেন না।

ৰেমজ্ঝে নুপসঙ্খেয্যোতি। 'ৰেমজ্ঝং' বর্তমান কালকে বুঝায়। বর্তমান কালের তৃষ্ণা প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টি পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃষ্ণা প্রহীন হওয়ায় ও দৃষ্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় 'আসক্ত' বলে অভিহিত করা অনুচিত, 'দুষ্ট' (দোষযুক্ত বা পাপী) বলে অভিহিত করা অনুচিত, 'মূর্খ' বলে অভিহিত করা অনুচিত, 'বিনিবদ্ধ' (মোহগ্রস্ত)' বলে অভিহিত করা অনুচিত, 'পরামৃষ্ট' বলে অভিহিত করা অনুচিত, 'বিক্ষেপগত' বলে অভিহিত করা অনুচিত, 'অনিষ্টগত' বলে অভিহিত করা অনুচিত, 'থামগত' বলে অভিহিত করা অনুচিত। সেসব অভিসংস্কার প্রহীন হয়েছে। অভিসংস্কারসমূহের প্রহীন হওয়ায় গতি দ্বারা অভিহিত করেন না; যথা : নৈরয়িক, তির্যক, প্রেত, মনুষ্য, দেব, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী অথবা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী। সেই হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই, যদ্দ্বারা নিরূপণ করবেন—(ৰেমজ্ঝে নুপসঙ্খেয্যো)।

তস্স নত্থি পুরক্খতন্তি। "তস্স" বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। "পুরেকখারা" (সম্মুখে রক্ষণ) বলতে দুই প্রকার পুরেকখার তৃষ্ণাপুরেকখার (তৃষ্ণা সম্মুখে রক্ষণ) ও দৃষ্টিপুরেকখার (তৃষ্ণা সম্মুখে রক্ষণ)... ইহা তৃষ্ণাপুরেকখার...দৃষ্টিপুরেকখার। তাঁর তৃষ্ণাপুরেকখার হয়, দৃষ্টিপুরেকখার পরিত্যক্ত হয়। তৃষ্ণাপুরেকখার প্রহীন ও দৃষ্টিপুরেকখার পরিত্যক্ত হওয়ায় তৃষ্ণা বা মিথ্যাদৃষ্টিকে সম্মুখে রেখে বিচরণ করে না; তৃষ্ণাধ্বজ, তৃষ্ণাকেতু না হয়ে তৃষ্ণার আধিপত্য হয় না; মিথ্যাদৃষ্টিধ্বজ, মিথ্যাদৃষ্টিকেতু না হয়ে মিথ্যাদৃষ্টির আধিপত্য হয় না। তদাবস্থায় তারা তৃষ্ণা বা মিথ্যাদৃষ্টি পরিবেষ্টিত হয়ে বিচরণ করেন না। এরূপে তাঁর সম্মুখে রক্ষিত (পুরক্খতং) থাকে না। অথবা "সুদূর অনাগতে এ রকম রূপ হবে" বলে সেই সম্বন্ধে আসক্তি উৎপন্ন করেন না; "এ রকম বেদনা... এ রকম সংজ্ঞা... এ রকম

সংস্কার... "সুদূর অনাগতে এ রকম বিজ্ঞান হবে" বলে সেই সম্বন্ধে আসক্তি উৎপন্ন করেন না। এরূপে তাঁর সম্মুখে রক্ষিত (পুরকখতং) থাকে না। অথবা "অনাগতে আমার এ রকম চক্ষু ও এ রকম রূপ হবে" বলে অপ্রতিলব্ধ বিষয় প্রতিলাভের জন্য চিত্তে তৃষ্ণা উৎপন্ন করেন না, মনে বা মানসিক অপ্রণিধান প্রত্যয়ে তদঅভিনন্দন করেন না, অভিনন্দনকারী হন না। এরূপে তাঁর সম্মুখে রক্ষিত (পুরকখতং) থাকে না। "অনাগতে আমার এ রকম শ্রোত্র ও এ রকম শব্দ হবে", "অনাগতে আমার এ রকম ঘ্রাণ ও এ রকম গন্ধ হবে", "অনাগতে আমার এ রকম জিহ্বা ও এ রকম রস হবে", "অনাগতে আমার এ রকম কায় ও এ রকম স্পর্শ হবে", "অনাগতে আমার এ রকম মন ও এ রকম ধর্ম হবে" বলে অপ্রতিলব্ধ বিষয় প্রতিলাভের জন্য চিত্তে তৃষ্ণা উৎপন্ন করেন না, মনে বা মানসিক অপ্রণিধান প্রত্যয়ে তদঅভিনন্দন করেন না, অভিনন্দনকারী হন না। এরূপে তাঁর সম্মুখে রক্ষিত (পুরকখতং) থাকে না। অথবা "আমি এই শীল, ব্রত, তপচর্যা ও ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা দেবতা বা অন্যতর দেবতা হবো" বলে অপ্রতিলব্ধ বিষয় প্রতিলাভের জন্য চিত্তে তৃষ্ণা উৎপন্ন করেন না, মনে বা মানসিক অপ্রণিধান প্রত্যয়ে তদ্-অভিনন্দন করেন না, অভিনন্দনকারী হন না। এরূপে তাঁর সম্মুখে রক্ষিত (পুরকখতং) থাকে না।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''ৰীততণ্হো পুরাভেদা, [ইতি ভগৰা] পুব্বমন্তমনিস্সিতো।
> ৰেমজ্ঝে নুপসঙ্খেয্যো, তস্স নত্থি পুরকখত''ন্তি॥

৮৫. অক্কোধনো অসন্তাসী, অৰিকত্থী অকুক্কুচো।
মন্তভাণী অনুদ্ধতো, স ৰে ৰাচাযতো মুনি॥

অনুবাদ : যিনি অক্রোধী, ভয়হীন, নিরহংকারী, অনুশোচনাহীন, বাক-কুশলী, অনুদ্ধত এবং যার বাক্য সংযত, তিনিই মুনি।

অক্কোধনো অসন্তাসীতি। "অক্রোধী" বলা হয়েছে; অধিকন্তু, তা ক্রোধ বলা উচিত। দশ প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হয়—"আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হয়েছিল" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, "আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হচ্ছে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, "আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হবে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, "প্রিয় ও মনোজ্ঞের জন্য আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হয়েছিল... অনর্থ আচরিত হচ্ছে... অনর্থ আচরিত হবে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, "অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞের জন্য আমার দ্বারা অর্থ (মঙ্গলজনক বিষয়) আচরিত

হয়েছিল... অর্থ আচরিত হচ্ছে... অর্থ আচরিত হবে” এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং অবিষয়ে (অট্ঠানে) ক্রোধ উৎপন্ন হয়। যা এরূপ চিত্তের আঘাত (বিদ্বেষ), প্রতিঘাত (বিরোধ) প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ; কোপ, প্রকোপ, সম্প্রকোপ (অতিশয় ক্রোধ); দোষ, প্রদোষ, সম্প্রদোষ; চিত্তের অনিষ্টকরণ (ব্যাপত্তি), মনের প্রদুষ্টতা; ক্রোধ, রাগ, ক্রুদ্ধতা; দোষ, পাপাচার, অনিষ্টতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, বিদ্বেষ, অহিতকরণ (বা শত্রুতা); বিরোধ, প্রতিবিরোধ, হিংস্রতা (চণ্ডিক্কং); এবং ক্ষোভ ও চিত্তের নিরানন্দতা—ইহাকেই ক্রোধ বলা হয়।

তথাপি ক্রোধ সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় জ্ঞাতব্য। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র চিত্তের আবিলতা সৃষ্টি করে, কিন্তু মুখভঙ্গি বিকৃত-কুৎসিত (মুখকুলানৰিকুলানো) হয় না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র মুখভঙ্গি বিকৃত-কুৎসিত করে, কিন্তু হনু (গণ্ডদেশের উপরিভাগ বা চোয়াল) আলোড়িত (সঞ্চোপন) হয় না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র হনু আলোড়িত করে, কিন্তু কর্কশবাক্য ভাষণ করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ কর্কশবাক্যমাত্র ভাষণ করে, কিন্তু এদিক-ওদিক অবলোকন করে না। কোনো কোনো সময় ক্রোধ মাত্র এদিক-ওদিক অবলোককন করে, কিন্তু দণ্ড-শস্ত্র স্পর্শ করে না। কোনো কোনো সময় ক্রোধ মাত্র দণ্ড-শস্ত্র স্পর্শ করে, কিন্তু দণ্ড-শস্ত্র বের (বা উত্তোলন) করে না। কোনো কোনো সময় ক্রোধ মাত্র দণ্ড-শস্ত্র উত্তোলন করে, কিন্তু দণ্ড-শস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে না। কোনো কোনো সময় ক্রোধ দণ্ড-শস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে, কিন্তু ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে না। কোনো কোনো সময় ক্রোধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু খণ্ডবিখণ্ড করে না। কোনো কোনো সময় ক্রোধ মাত্র খণ্ডবিখণ্ড করে, কিন্তু (খণ্ড-বিখণ্ডিত) সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলে ফেলে না। কোনো কোনো সময় ক্রোধ (খণ্ড-বিখণ্ডিত) সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলে ফেলে মাত্র, কিন্তু জীবন কেড়ে নেয় না। কোনো কোনো সময় ক্রোধ মাত্র জীবন কেড়ে নেয়, কিন্তু সব (অঙ্গ) ত্যাগ-পরিত্যাগের জন্য (বা ফেলে দেয়ার জন্য) স্থির বা সংকল্পবদ্ধ হয় না। ক্রোধ পরপুদ্গলকে হত্যা করার পর যখন নিজেকেও হত্যা করে, তখন ক্রোধ প্রচণ্ডরূপে বৃদ্ধি পায়, অধিকতররূপে বৈপুল্যতাপ্রাপ্ত বা বর্ধিত হয়। যার সেই ক্রোধ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে অক্রোধী বলা হয়। ক্রোধ প্রহীন হয়েছে বিধায় অক্রোধী, ক্রোধের বিষয় পরিজ্ঞাত হয়েছেন বিধায় অক্রোধী এবং ক্রোধের হেতু ছিন্ন হয়েছে বিধায় অক্রোধী—অক্রোধী (অক্কোধনো)।

"অভীরু" (অসন্তাসী) বলতে এক্ষেত্রে কোনো (ভিক্ষু) ভীতু, ভীরু ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়। সে ভীত, ত্রাসিত, সন্ত্রস্ত (শঙ্কিত), আতঙ্কগ্রস্ত এবং সন্ত্রাসিত বা ভয়প্রাপ্ত হয়। "আমি কুল লাভ করছি না, গণ লাভ করছি না, আবাস লাভ করছি না, লাভ সৎকার লাভ করছি না, যশ লাভ করছি না, প্রশংসা লাভ করছি না, সুখ লাভ করছি না, চীবর লাভ করছি না, পিণ্ডপাত লাভ করছি না, শয্যাসন লাভ করছি না, রোগীর প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিস্কার (উপকরণ) লাভ করছি না, রোগী শুশ্রুষাকারী লাভ করছি না এবং আমি অপরিচিত বা অখ্যাতিসম্পন্ন" বলে ভীত হয়, ত্রাসিত হয়, সন্ত্রস্ত হয়, আতঙ্কগ্রস্ত হয় ও সন্ত্রাসিত বা ভয়প্রাপ্ত হয়।

এক্ষেত্রে ভিক্ষু অভীরু, অভীতু, সাহসী বা নির্ভীক হন। তিনি ভীত হন না, ত্রাসিত হন না, সন্ত্রস্ত হন না, আতঙ্কগ্রস্ত হন না এবং সন্ত্রাসিত বা ভয়প্রাপ্ত হন না। "আমি কুল লাভ করছি না, গণ লাভ করছি না, আবাস লাভ করছি না, লাভ সৎকার লাভ করছি না, যশ লাভ করছি না, প্রশংসা লাভ করছি না, সুখ লাভ করছি না, চীবর লাভ করছি না, পিণ্ডপাত লাভ করছি না, শয্যাসন লাভ করছি না, রোগীর প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিস্কার (ব্যবহার্য উপকরণ) লাভ করছি না, রোগী শুশ্রুষাকারী লাভ করছি না এবং আমি অপরিচিত বা অখ্যাতিসম্পন্ন" বলে ভীত হন না, ত্রাসিত হন না, সন্ত্রস্ত হন না, আতঙ্কগ্রস্ত হন না এবং সন্ত্রাসিত বা ভয়প্রাপ্ত হন না—অক্রোধী, অভীরু (অক্কোধনো অসন্তাসী)।

অবিকত্থী অকুক্কুচোতি। এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) অহংকারী ও দাম্ভিক (গর্বকারী) প্রকৃতির হয়; সে এভাবে অহংকার এবং গর্ব করে থাকে—"আমি শীলবান, আমি ব্রতসম্পন্ন, আমি শীলব্রতসম্পন্ন; আমি এই জাতি, এই গোত্র, এই কুলপুত্র; আমার এরূপ বর্ণসৌন্দর্য (সুদর্শন), এরূপ ধন, এরূপ কর্মায়তন, এরূপ শিল্পায়তন (শিল্পবিদ্যা), এরূপ বিদ্যাস্থান (অনুধ্যানের বিষয়), এরূপ শ্রুত, এরূপ প্রতিভাণ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে বলা। আমি উচ্চকুল হতে প্রব্রজিত, আমি মহাকুল হতে প্রব্রজিত, আমি মহাভোগকুল হতে প্রব্রজিত, আমি বিপুল ভোগ-ঐশ্বর্যকুল হতে প্রব্রজিত। আমি সগৃহস্থ প্রব্রজিতদের মধ্যে (সবচেয়ে) অভিজ্ঞ, যশস্বী। আমি চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-রুগ্নপ্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী। আমি সূত্রান্তিক (সূত্রধর), আমি বিনয়ধর, আমি ধর্মকথিক। আমি আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক, ত্রিচীবরিক, সপদানচারিক, খলুপশ্চাৎভত্তিক, নৈসজ্জিক ও যথাসংস্তৃতিক (যথাসন্থতিক) ধুতাঙ্গধারী। আমি প্রথম ধ্যানলাভী, আমি

দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী, আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী, আমি আকাশায়তন-সমাপত্তিলাভী, আমি বিজ্ঞানায়তন-সমাপত্তিলাভী, আমি আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তিলাভী এবং আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিলাভী" বলে অহংকার ও গর্ব করে থাকে। (তিনি) এভাবে অহংকারও করেন না, গর্বও করেন না। অহংকার ও গর্ব করা হতে নিবৃত্ত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে অপ্রতিরুদ্ধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—নিরহঙ্কারী (অৰিকত্থী)।

অকুক্কুচোতি। "কৌকৃত্য বা মনস্তাপ" (কুক্কুচ্চং) বলতে হস্তদুশ্চরিত্রতাই (হস্ত দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন) কৌকৃত্য, পাদদুশ্চরিত্রতাই (পা দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন) কৌকৃত্য, হস্ত-পাদদুশ্চরিত্রতাই কৌকৃত্য। অকপ্পিয় বা অসঙ্গত বিষয়ে কপ্পিয় বা সঙ্গতসংজ্ঞা, কপ্পিয় (সঙ্গত) বিষয়ে অকপ্পিয় (অসঙ্গত)-সংজ্ঞা; বিকালে কালসংজ্ঞিতা, কালে বিকালসংজ্ঞিতা; অর্বজনীয় বিষয়ে বর্জনীয়সংজ্ঞা, বর্জনীয় বিষয়ে অবর্জনীয়সংজ্ঞা। এরূপ যা দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত্রতা ও দুশ্চরিত্রতামূলক চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ—ইহাকে কৌকৃত্য বলা হয়।

অধিকন্তু, কৃত ও অকৃত দুটি কারণেই কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। কিরূপে কৃত ও অকৃত কারণে কৌকৃত্য এবং চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়? "আমার দ্বারা কায়দুশ্চরিত কৃত হয়েছে, কায়সুচরিত কৃত হয়নি" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। "আমার দ্বারা বাক্‌দুশ্চরিত কৃত হয়েছে, বাকসুচরিত কৃত হয়নি... আমার দ্বারা মনোদুশ্চরিত কৃত হয়েছে, মনোসুচরিত কৃত হয়নি" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। "আমার দ্বারা প্রাণিহত্যা কৃত হয়েছে, প্রাণিহত্যা হতে বিরতি গৃহীত হয়নি" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। "আমার দ্বারা অদত্তবস্তু গৃহীত হয়েছে, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরতি গৃহীত হয়নি" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। "আমার দ্বারা মিথ্যাকামাচার কৃত হয়েছে, মিথ্যাকামাচার হতে বিরতি গৃহীত হয়নি" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। "আমার দ্বারা মিথ্যাভাষণ করা হয়েছে, মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি গৃহীত হয়নি... "আমার দ্বারা পিশুনবাক্য ভাষিত হয়েছে, পিশুনবাক্য হতে বিরতি গৃহীত হয়নি... "আমার দ্বারা কর্কশ বাক্য ভাষিত হয়েছে, কর্কশ বাক্য হতে বিরতি গৃহীত হয়নি"... "আমার দ্বারা সম্প্রলাপ বাক্য ভাষিত হয়েছে, সম্পলাপ বাক্য হতে বিরতি গৃহীত হয়নি"...

"আমার দ্বারা অভিধ্যা কৃত হয়েছে, অনভিধ্যা কৃত হয়নি"... "আমার দ্বারা ব্যাপাদ সম্পাদিত হয়েছে, অব্যাপাদ কৃত হয়নি"... "আমার দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পাদিত হয়েছে, সম্যক দৃষ্টি কৃত হয়নি" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। এরূপেই কৃত ও অকৃত কারণে কৌকৃত্য এবং চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়।

অথবা "আমি শীলসমূহে পরিপূর্ণ নয়" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়; "ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার"... "ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন"... "জাগরণে অনিযুক্ত"... "স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানে অসমন্নাগত"... "আমার চারি স্মৃতিপ্রস্থান অভাবিত"... "আমার চারি সম্যক প্রধান অভাবিত"... "আমার চারি ঋদ্ধিপাদ অভাবিত"... "আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অভাবিত"... "আমার পঞ্চবল অভাবিত"... "আমার সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভাবিত"... "আমার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভাবিত"... "আমার দুঃখ অপরিজ্ঞাত"... "আমার (দুঃখ) সমুদয় অপ্রহীন"... "আমার মার্গ অভাবিত"... "আমার নিরোধ অসাক্ষাৎকৃত" এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। যাঁর এই কৌকৃত্য প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধ, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে কৌকৃত্যহীন বলে—অৰিকত্থী অকুক্কুচো।

মন্তভাণী অনুদ্ধতোতি। জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি। জ্ঞানের দ্বারা পরিগ্রহণ করে বহুলরূপে কথা বলার সময়, ভাষণ করার সময়, প্রকাশ করার সময় ও বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার সময়ে বাক্য ভাষণ করে যথা : দুর্বাক্য, দুভাষণ, কুকথা, মন্দ কথা ও দুর্ভাষিত বাক্য ভাষণ করেন না—মন্তভাণী। **অনুদ্ধতো**তি। তথায় ঔদ্ধত্য কিরূপ? যে ঔদ্ধত্য চিত্তের উপশম রহিত, চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও চিত্তের ভ্রান্তত্ব—ইহাকে বলা হয় ঔদ্ধত্য। যাঁর এই ঔদ্ধত্য প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধ, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে ঔদ্ধত্যহীন বলে—মন্তভাণী অনুদ্ধতো।

স ৰে ৰাচাযতো মুনীতি। এক্ষেত্রে ভিক্ষু মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যাবাক্য হতে প্রতিবিরত হন; জনসাধারণের নিকট সত্যবাদী, সত্যভাষী, সত্যনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত, অবিসংবাদী (যথার্থবাদী) হন। পিশুনবাক্য ত্যাগ করে পিশুন বাক্য হতে প্রতিবিরত হন, এখান থেকে শুনে ভেদ সৃষ্টির লক্ষে অন্যস্থানে বলেন না, অন্যস্থান থেকে শুনে এখানে বলেন না, এভাবে বিভক্তদের মিলিত করেন, মিলিতদের ত্যাগ না করে ঐক্যবদ্ধকরণে রত, সন্ধিকরণে রত,

ঐক্যবদ্ধতায় প্রীত এবং সন্ধিকরণমূলক বাক্য ভাষণ করেন। পরুষ বাক্য ত্যাগ করে পরুষবাক্য হতে প্রতিবিরত হন, যে বাক্য শান্ত, শ্রুতিমধুর, প্রীতিপূর্ণ, আনন্দদায়ক, ভদ্র, বহুজনকান্ত, বহুজন মনোজ্ঞ সেরূপ বাক্য বলেন। সম্প্রলাপ বাক্য ত্যাগ করে সম্প্রলাপ বাক্য হতে প্রতিবিরত হয়ে কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী হন; সমানুপাত, কারণযুক্ত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, অর্থসংযুক্ত বাক্য বলেন। চার প্রকার বাকসুচরিতে সমন্বিত হয়ে চারি দোষমুক্ত বাক্য বলেন। বত্রিশ প্রকার হীনালাপ হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন।

তিনি দশ প্রকার বিষয়ে কথা বলেন; যথা : অল্পেচ্ছা কথা বলেন, সন্তুষ্টি কথা বলেন, প্রবিবেক কথা... অসংসর্গ কথা... বীর্যারম্ভ কথা... শীল কথা... সমাধি কথা... প্রজ্ঞা কথা... বিমুক্তি কথা... বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন কথা... স্মৃতিপ্রস্থান কথা... সম্যক প্রধান কথা... ঋদ্ধিপাদ কথা... ইন্দ্রিয় কথা... বল কথা... বোধ্যঙ্গ কথা... মার্গ কথা... ফলকথা... ও নির্বাণ কথা বলেন। "ৰাচাযতো" বলতে যেই বাক্য হতে সতর্ক, সচেতন, রক্ষিত, জাগ্রত, সংরক্ষিত, উপশান্ত। **মুনী**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন—স ৰে ৰাচাযতো মুনি।

তাই ভগবান বলেছেন :

''অক্কোধনো অসন্তাসী, অৰিকত্থী অকুক্কুচো।
মন্তভাণী অনুদ্ধতো, স ৰে ৰাচাযতো মুনী''তি॥

৮৬. নিরাসত্তি অনাগতে, অতীতং নানুসোচতি।
ৰিৰেকদস্সী ফস্সেসু, দিট্ঠীসু চ ন নীযতি॥

অনুবাদ : যিনি ভবিষ্যত বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে অতীতকে নিয়ে অনুশোচনা করেন না। তিনি স্পর্শ ও দৃষ্টিসমূহে বিবেকদর্শী হয়ে চালিত হন না।

নিরাসত্তি অনাগতেতি। আসক্তি তৃষ্ণাকে বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমুল। যাঁর এই আসক্তি, তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধ, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। অনাগত বিষয়ে নিরাসক্তি এরূপ। অথবা "সুদূর ভবিষ্যতে রূপ এ রকম হবে" বলে আনন্দে (বা তীব্র আকাঙ্ক্ষায়) প্রলোভিত হন না, "বেদনা এরূপ হবে...

সংজ্ঞা এরূপ হবে... সংস্কার এরূপ হবে... এবং সুদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এরূপ হবে” বলে আনন্দে প্রলোভিত হন না। অনাগত বিষয়ে নিরাসক্তি এরূপ। অথবা “সুদূর ভবিষ্যতে আমার চক্ষুর ও রূপ এ রকম হবে” এভাবে অপ্রতিলব্ধ বিষয় প্রতিলাভের জন্য চিত্তে ইচ্ছা উৎপন্ন করেন না, অপ্রণিধান প্রত্যয়ে চিত্তও তদভিনন্দিত হয় না, এবং তদভিনন্দন কালেও হয় না। ‘সুদূর ভবিষ্যতে আমার শ্রোত্র ও শব্দ....আমার মন ও ধর্ম এ রকম হবে” এভাবে অপ্রতিলব্ধ বিষয় প্রতিলাভের জন্য চিত্তে ইচ্ছা উৎপন্ন করেন না, অপ্রণিধান প্রত্যয়ে চিত্তও তদভিনন্দিত হয় না, এবং তদভিনন্দন কালেও হয় না। এভাবে অনাগতে আসক্তিহীন হয়। অথবা “আমি এই শীল, ব্রত, তপস্যা ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেব এবং অন্যতর দেবতা হবো” এভাবে অপ্রতিলব্ধ বিষয় প্রতিলাভের জন্য চিত্তে ইচ্ছা উৎপন্ন করেন না, অপ্রণিধান প্রত্যয়ে চিত্তও তদভিনন্দিত হয় না, এবং তদভিনন্দন কালেও হয় না। অনাগত বিষয়ে নিরাসক্তি এরূপ।

অতীতং নানুসোচতীতি। বিপরিণত বিষয়কে নিয়ে অনুশোচনা করেন না, বিপরিণত বিষয়ের মধ্যে অনুশোচনা করেন না; “আমার চক্ষু বিপরিণত” এরূপে অনুশোচনা করেন না; “ আমার শ্রোত্র... আমার ঘ্রাণ... আমার জিহ্বা... আমার কায়... আমার রূপ... আমার শব্দ... আমার গন্ধ... আমার রস... আমার স্পর্শ...আমার কুল... আমার গণ... আমার আবাস... আমার লাভ... আমার যশ... আমার প্রশংসা... আমার সুখ... আমার চীবর... আমার পিণ্ডপাত... আমার শয্যাসন... আমার ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার... আমার মাতা... আমার পিতা... আমার ভ্রাতা... আমার ভগ্নি... আমার পুত্র... আমার কন্যা... আমার অমাত্য... আমার জ্ঞাতি... আমার সগোত্র বিপরিণত” বলে শোচনা করেন না, অনুশোচনা করেন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না—অতীতং মানুসোচতি।

ৰিৰেকদস্সী ফস্সেসূতি। চক্ষুসংস্পর্শ, শ্রোত্রসংস্পর্শ, ঘ্রাণসংস্পর্শ, জিহ্বাসংস্পর্শ, কায়সংস্পর্শ, মনোসংস্পর্শ, অধিবচন সংস্পর্শ, প্রতিঘসংস্পর্শ, সুখবেদনীয় স্পর্শ, দুঃখবেদনীয় স্পর্শ, অদুঃখ-অসুখ বেদনীয় স্পর্শ, কুশল স্পর্শ, অকুশলস্পর্শ, অব্যাকৃত স্পর্শ, কামাবচর স্পর্শ, রূপাবচর স্পর্শ, অরূপাবচর স্পর্শ, শূণ্যতা স্পর্শ, অনিমিত্ত স্পর্শ, অপ্রণিহিত স্পর্শ, লৌকিক স্পর্শ, লোকুত্তর স্পর্শ, অতীত স্পর্শ, অনাগত স্পর্শ, বর্তমান স্পর্শ, এরূপে যে স্পর্শ, স্পর্শদ্বারা, সংস্পর্শ দ্বারা সংস্পর্শিত—ইহাকে স্পর্শ

বলা হয় (অযং বুচ্চতি ফস্সো)।

ৰিৰেকদস্সী ফস্সেসূতি। চক্ষুসংস্পর্শকে আত্ম, আত্মনীয়, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত অথবা অবিপরিণামধর্ম দ্বারা বিবিক্ত (পার্থক্য) দর্শন করেন। শ্রোত্রসংস্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... ঘ্রাণসংস্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... জিহ্বাসংস্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... কায়সংস্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... মনসংস্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... অধিবচন সংস্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... প্রতিঘ সংস্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... সুখবেদনীয় স্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... দুঃখবেদনীয় স্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... কুশলস্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... অকুশলস্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... অব্যাকৃত স্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... কামাবচর স্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... রূপাবচর স্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... অরূপাবচর স্পর্শকে বিবিক্ত দর্শন করেন... লোকিক স্পর্শকে আত্মা, আত্মনীয়, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত অথবা অবিপরিণামধর্ম দ্বারা বিবিক্ত দর্শন করেন।

অথবা অতীত স্পর্শকে অনাগত ও বর্তমান স্পর্শ দ্বারা বিবিক্ত দর্শন করেন; অনাগত স্পর্শকে অতীত ও বর্তমান স্পর্শ দ্বারা বিবিক্ত দর্শন করেন; বর্তমান স্পর্শকে অতীত ও অনাগত স্পর্শ হতে বিবিক্ত দর্শন করেন। অথবা যেসব স্পর্শ আর্য, অনাসব, লোকোত্তর ও শূন্যতা প্রতিসংযুক্ত, সেসব স্পর্শকে রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (বিদ্বেষ), কপটতা, আক্রোশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, স্বার্থপরতা, প্রচণ্ডতা (উগ্র অবস্থা), মান, অতিমান, মত্ততা (মাতলামি), প্রমাদ, সকল ক্লেশ, সর্ব দুশ্চরিত বিষয়, সব দুশ্চিন্তা, সব পরিলাহ (দহন বা প্রদাহ), সর্ব সন্তাপ এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার দ্বারা বিবিক্ত দর্শন করেন—ৰিৰেকদস্সী ফস্সেসু।

দিট্ঠীসু চ ন নীযতীতি। তাঁর বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। তিনি দৃষ্টিতে চালিত হন না, নীত হন না, নিমগ্ন হন না, গৃহীত হন না; সেসব মিথ্যাদৃষ্টি সাররূপে গ্রহণ করেন না, অনুসরণ করেন না—দিট্ঠীসু চ ন নীযতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

“নিরাসত্তি অনাগতে, অতীতং নানুসোচতি।
ৰিৰেকদস্সী ফস্সেসু, দিট্ঠীসু চ ন নীযতী”তি॥

৮৭. পতিলীনো অকুহকো, অপিহালু অমচ্ছরী।
অপ্পগব্ভো অজেগুচ্ছো, পেসুণেয্যে চ নো যুতো॥

অনুবাদ : তিনি অসংলগ্ন, অকুহক, অলোভী, অকৃপণ, অচঞ্চল, ঘৃণারহিত, এবং পৈশুন্যমুক্ত।

পতিলীনো অকুহকোতি। "পতিলীনো" বলতে রাগ প্রহীন হওয়ায় অসংলগ্ন, দ্বেষ প্রহীন হওয়ায় অসংলগ্ন, মোহ প্রহীন হওয়ায় অসংলগ্ন, ক্রোধ... উপনাহ (বিদ্বেষ), কপটতা... আক্রোশ... ঈর্ষা... মাৎসর্য... সব-অকুশলাভিসংস্কার প্রহীন হওয়ায় অসংলগ্ন। তাই ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে, "ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কিভাবে অসংলগ্ন হয়? ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুর আত্মাভিমান প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ হয় এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এভাবেই অসংলগ্ন হয়—পতিলীনো।

"অকুহক" (অকুহকো) বলতে তিন প্রকার কুহন বিষয়—প্রত্যয় প্রতিসেবনসম্ভূত কুহনবস্তু, ইর্যাপথসম্ভূত কুহনবস্তু, ঘোরানো কথা বিষয় কুহনবস্তু।

প্রত্যয় প্রতিসেবনসম্ভূত কুহনবস্তু কিরূপ? এক্ষেত্রে গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-উপকরণাদি দ্বারা ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করেন। সে পাপেচ্ছু ও ইচ্ছাভিলাষী হয়ে চীবর, পিণ্ডপাত শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-উপকরণাদি অধিক লাভের আশায় চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপরকণ প্রত্যাখ্যান করে। সে এরূপ বলে, "কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ চীবর", শ্রমণ শ্মশানে, আবর্জনাস্তূপে, দোকানে পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র সংগ্রহ করে সংঘাটি তৈরি করে তা ব্যবহার করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ পিণ্ডপাত! শ্রমণ ভিক্ষালব্ধ আহার দ্বারা জীবন ধারণ করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ শয্যাসন! শ্রমণ বৃক্ষমূলে, শ্মশানে, খোলা আকাশে অবস্থান করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণ! শ্রমণ পুতিমুত্র, হরীতকীর টুকরো দ্বারা ওষুধ তৈরি করে সেবন করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত।" তদুপায়ে সে অনুন্নত চীবর পরিধান করে, অনুন্নত পিণ্ডপাত পরিভোগ করে, অনুন্নত শয্যাসন গ্রহণ করে, অনুন্নত গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণ প্রতিসেবন করে। গৃহপতিগণ তাকে এরূপে জানেন—"এই শ্রমণ অল্পে সন্তুষ্ট, প্রবিবিক্ত, অসংশ্লিষ্ট, আরব্ধবীর্য, ধুতাঙ্গধারী" এরূপে বেশি বেশি চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-উপকরণ দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন। সে এরূপ বলে,

"তিনটি বিষয় বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে থাকে—১) শ্রদ্ধা বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে, ২) দান-ধর্ম বা দানীয়বস্তু থাকলে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে, ৩) দাক্ষিণ্য বা দানের যোগ্য পাত্রের সম্মুখী হলে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে। 'তোমাদের শ্রদ্ধা আছে, দানীয়সামগ্রীও বিদ্যমান, প্রতিগ্রাহক হিসেবে আমিও আছি। যদি আমি গ্রহণ না করি, তাহলে তোমরা পুণ্য হতে বঞ্চিত হবে। যদিও এগুলো আমার প্রয়োজন নেই, তথাপি তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করণার্থে প্রতিগ্রহণ করছি।'" এই উপায়ে সেই ভিক্ষু বহু চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈসজ্য-দ্রব্য প্রতিগ্রহণ করে। যা এরূপ গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা প্রত্যয় প্রতিসেবনসম্ভূত কুহনবস্তু।

ঈর্যাপথসম্ভূত কুহনবস্তু কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু পাপেচ্ছু, ইচ্ছালোলুপ বা লোভী ও সম্মান অভিপ্রায়ী হয়, "এভাবে জনসাধারণ আমাকে মার্গফললাভী মনে করবে" এই মতলবে গমনে সংযত হয়, দাঁড়ানে সংযত হয়, উপবেশনে সংযত হয়, শয়নে সংযত হয়; সংযতভাবে গমন করে, সংযতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, সংযতভাবে উপবেশন করে, সংযতভাবে শয়ন করে; সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো গমন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো উপবেশন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো শয়ন করে এবং পথে পথে বা প্রকাশ্যস্থানে ধ্যানে মগ্ন হয়। এরূপে ঈর্যাপথের যা স্থাপন, অস্থাপন, সংস্থাপন, গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা ঈর্যাপথসম্ভূত কুহনবস্তু।

ঘোরানো কথা বিষয়ক কুহনবস্তু কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু পাপেচ্ছু, ইচ্ছালোলুপ বা লোভী ও সম্মান অভিপ্রায়ী হয়, "এভাবে জনসাধারণ আমাকে মার্গলাভী মনে করবে" এই মতলবে আর্যধর্ম সন্নিশ্রিত বাক্য ভাষণ করে। "যিনি এরূপ চীবর পরিধান করেন তিনি মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে; "যিনি এরূপ পাত্র ধারণ করেন... লৌহপাত্র ধারণ করেন... ধর্মকরণ (জলপাত্র) ধারণ করেন... পরিসাবন (জলছাকনী) ধারণ করেন... চাবি ধারণ করেন... জুতা ধারণ করেন... কায়বন্ধন (কটিবন্ধনি) ধারণ করেন... ভূষণ ধারণ করেন সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে, "যার এরূপ উপাধ্যায় সেই শ্রমণ মহাশৈক্ষ্য" বলে প্রকাশ করে, "যার এরূপ আচার্য... এরূপ সমানুপধ্যায়... সমানাচার্য... মিত্র... বন্ধু... সঙ্গী... সহায় সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে, "যিনি এরূপ বিহারে অবস্থান করেন সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী"

বলে প্রকাশ করে; "যিনি এরূপ অর্ধচালযুক্ত ঘরে (অড্ঢযোগে) বাস করেন... প্রাসাদে বাস করেন... হর্মীয় প্রাসাদে বাস করেন... গুহায় বাস করেন... পর্বতগুহায় (লেনে) বাস করেন... কুটিরে বাস করেন... কুটাগারে বাস করেন... অট্টে (উঁচু গৃহসদৃশ মাচাং) বাস করেন... মাটিতে (মালে) বাস করেন... পর্ণকুটিরে বাস করেন... উপস্থানশালায় বাস করেন... মণ্ডপে বাস করেন... বৃক্ষমূলে অবস্থান করেন সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে।

অথবা কোরজিক কোরজিককে, ভ্রূকুটিক ভ্রূকুটিককে, কুহক কুহককে, লপক লপককে কথার মাধ্যমে বলে, "এই শ্রমণ এরূপ শান্ত বিহারসমাপত্তিলাভী।" তাদৃশ গম্ভীর, গূঢ়, নিপুণ, প্রতিচ্ছন্ন লোকোত্তর এবং শূন্যতা প্রতিসংযুক্তমূলক কথা ভাষণ করে, ইহা ঘোরানো কথা বিষয়ক কুহনবস্তু। যাঁর এই তিন কুহনবস্তু প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকেই বলা হয় অকুহক—পতিলীনো অকুহকো।

অপিহালু অমচ্ছরীতি। "পিহা" তৃষ্ণাকে বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর এই পিহা (বলবতী ইচ্ছা), তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকেই বলা হয় অপিহালু। তিনি রূপে আসক্ত হন না, শব্দে... গন্ধে... রসে... স্পর্শে... কুল.....গণ... আবাস... লাভে... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয্যাসন... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণ... কামধাতু... রূপধাতু... অরূপধাতু... কামভব... রূপভব... অরূপভব... সংজ্ঞাভব... অসংজ্ঞাভব... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব... এক বোকার ভব... চারি বোকার ভব... পঞ্চ বোকার ভব... অতীত বিষয়... অনাগত বিষয়... বর্তমান বিষয়... দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মসমূহে আসক্ত হন না, ইচ্ছা করেন না, প্রার্থনা করেন না, অভিলাষ করেন না—অপিহালু। "অমচ্ছরী" বলতে পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—১) আবাস-মাৎসর্য, ২) কুল-মাৎসর্য, ৩) লাভ-মাৎসর্য, ৪) বর্ণ-মাৎসর্য ও ৫) ধর্ম-মাৎসর্য। যা এরূপ মাৎসর্য, মাৎসর্যতা, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, কদর্যতা (কৃপণতা), কৃপণস্বভাব (কটুকঞ্চুকতা) ও মনের গৃহীতভাব—একে মাৎসর্য বলা হয়। অধিকন্তু, স্কন্ধ-মাৎসর্যই মাৎসর্য, ধাতু-মাৎসর্যই মাৎসর্য এবং আয়তন-মাৎসর্যই মাৎসর্য বলে বিবেচিত—ইহাকে মাৎসর্য বলা হয়। যাঁর এই মাৎসর্য প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ

হয়েছে; তাঁকেই বলা হয় মাৎসর্যহীন—অপিহালু অমচ্ছরী।

অপ্পগব্বো অজেগুচ্ছোতি। "প্রগল্‌ভতা" বলতে ত্রিবিধ প্রগল্‌ভতা—১) কায়িক প্রগল্‌ভতা, ২) বাচনিক প্রগল্‌ভতা, এবং ৩) চৈতসিক প্রগল্‌ভতা। কায়িক প্রগল্‌ভতা কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু সংঘগত হয়ে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে, গণগত হয়ে কায়িক পগল্‌ভতা প্রদর্শন করে, ভোজনশালায় কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে, স্নানাগারে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে, উদকতীর্থে (ঘাটে) কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে, অন্তরঘরে প্রবেশের সময় কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে, অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে।

কিভাবে সংঘগত হয়ে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু সংঘগত হয়ে স্থবির ভিক্ষুদের অশ্রদ্ধা করে তাঁদের গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়, গা-ঘেঁষে উপবেশন করে, সম্মুখে দাঁড়ায়, সম্মুখে উপবেশন করে, তাঁদের চেয়ে উচ্চাসনে উপবেশন করে, মস্তক আবরিত করে উপবেশন করে, দাঁড়িয়ে কথা বলে, বাহুবিক্ষেপ করে বা হাত নেড়ে কথা বলে। এভাবেই সংঘগত হয়ে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে।

কিভাবে গণগত হয়ে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু গণগত হয়ে স্থবির ভিক্ষুদের অশ্রদ্ধা করে, তাঁরা জুতো খুলে চঙ্ক্রমণ করলে সে জুতো পড়ে চঙ্ক্রমণ করে, নিচে চঙ্ক্রমণ করলে উপরে চঙ্ক্রমণ করে, ভূমিতে চঙ্ক্রমণ করলে চঙ্ক্রমণস্থানে চঙ্ক্রমণ করে, গা-ঘেঁষে দাড়ায়, গা-ঘেঁষে উপবেশন করে, সম্মুখে দাঁড়ায়, সম্মুখে উপবেশন করে, উচ্চাসনে উপবেশন করে, মস্তক আবরিত করে উপবেশন করে, দাঁড়িয়ে কথা বলে, বাহু বিক্ষেপ করে বা হাত নেড়ে কথা বলে। এভাবে গণগত হয়ে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে।

কিভাবে ভোজনশালায় কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু ভোজনশালায় স্থবির ভিক্ষুদের অশ্রদ্ধা করে অনুপযুক্ত বা অনধিকারভুক্ত স্থানে উপবেশন করে, নবদীক্ষিত ভিক্ষুগণকে আসনে নিবারণ করে, গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়, গা-ঘেঁষে উপবেশন করে, সম্মুখে দাঁড়ায়, সম্মুখে উপবেশন করে, উচ্চাসনে উপবেশন করে, মস্তক আবরিত করে উপবেশন করে, দাঁড়িয়ে কথা বলে, বাহুবিক্ষেপ করে বা বাহু নেড়ে কথা বলে। এরূপেই ভোজনশালায় কায়িক প্রগল্‌ভতা (কায় অসংযম) প্রদর্শন করে।

কিরূপে স্নানাগারে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু স্নানাগারে স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা করে গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়, গা-

ঘেঁষে উপশেন করে, সম্মুখে দাঁড়ায়, সম্মুখে উপবেশন করে, উচ্চাসনে উপবেশন করে, জিজ্ঞাসা না করে ও আদিষ্ট না হয়ে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করে, দ্বার বন্ধ করে, বাহু নেড়ে কথা বলে। এভাবেই স্নানাগারে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে।

কিরূপে স্নানঘাটে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু স্নানঘাটে স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা করে গা-ঘেঁষে অবতরণ করে, সম্মুখে অবতরণ করে, গা-ঘেঁষে স্নান করে, সম্মুখে স্নান করে, উপরিভাগে স্নান করে, গা-ঘেঁষে উত্তরণ করে, সম্মুখে উত্তরণ করে, উপরিভাগে উত্তরণ করে। এভাবেই স্নানঘাটে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে।

কিভাবে অন্তরঘরে প্রবেশকালে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবেশের সময় স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা করে গা-ঘেঁষে গমন করে, সম্মুখে গমন করে; একদিকে ঘুরিয়ে যেতে স্থবির ভিক্ষুগণের সম্মুখে সম্মুখে গমন করে। এরূপেই অন্তরঘরে প্রবেশকালে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে।

কিরূপে অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবেশ করে স্থবির ভিক্ষুগণকে "ভন্তে, আপনি প্রবেশ করবেন না" বলে নিজে প্রবেশ করে; "ভন্তে, আপনি দাঁড়াবেন না" বলে নিজে দাঁড়ায়; "ভন্তে, আপনি উপবেশন করবেন না" বলে নিজেই উপবেশন করে। গৃহীদের শয়নকক্ষে, নিভৃতে, গোপনস্থানে অনবকাশে প্রবেশ করে, অনবকাশে দাঁড়ায়, অনবকাশে উপবেশন করে। যেখানে কুলস্ত্রী, কুলকন্যা, কুলবধু ও কুলকুমারীগণ উপবেশন করে, সেখানে সহসা প্রবেশ করে এবং ছোট বালকের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। এরূপেই অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে—এরূপেই কায়িক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে। ইহাই কায়িক প্রগল্‌ভতা।

কিরূপে বাচনিক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু সংঘগত স্থবির ভিক্ষুর সম্মুকে বাচনিক প্রগলভ প্রদর্শন করে, গণগত হয়ে স্থবির ভিক্ষুর সম্মুখে বাচনিক প্রগলভ প্রদর্শন করে, অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে বাচনিক প্রগলভ প্রদর্শন করে।

কিরূপে সংঘগত হয়ে বাচনিক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু সংঘগত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা করে অজিজ্ঞাসিত, অনাদিষ্ট হয়ে বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা প্রদান করে, প্রশ্নের

উত্তর দেয়, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে, বাহু নেড়ে কথা বলে। এভাবে সংঘগত হয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে।

কিভাবে গণগত হয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু গণগত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা করে অজিজ্ঞাসিত, অনাদিষ্ট হয়ে বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা প্রদান করে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে, বাহু নেড়ে কথা বলে। বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাগণকে ধর্মদেশনা প্রদান করে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে, বাহু নেড়ে কথা বলে। এভাবে গণগত হয়ে বাচনিক প্রগলভ প্রদর্শন করে।

কিরূপে অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবেশ করে কুলস্ত্রী, কুলকুমারীগণকে এরূপ বলে : "এই নামে, এই গোত্রীয় কেউ আছে কি? যাগু আছে কি? ভাত আছে কি? খাবার যোগ্য কিছু আছে কি? (আমি) কী পান করব? কী ভোজন করব? কী খাব? কী আছে আমাকে দেখাবে কি? এরূপে সারহীন, নিরর্থ, অনর্থ, মূল্যহীন, বাজে কথা, বৃথাকথা ভাষণ করে। এভাবে অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে বাচনিক প্রগলভ প্রদর্শন করে। এগুলোই বাচনিক প্রগলভতা।

মানসিক প্রগলভ কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু উচ্চকুল হতে প্রব্রজিত না হয়েও নিজকে উচ্চকুল হতে প্রব্রজিতের সাথে সমকক্ষ মনে করে, মহাকুল হতে প্রব্রজিত না হয়েও নিজকে মহাকুল হতে প্রব্রজিতের সাথে সমকক্ষ মনে করে, ধনাঢ্য কুল হতে প্রব্রজিত না হয়েও নিজকে ধনাঢ্যকুল হতে প্রব্রজিতের সাথে সমকক্ষ মনে করে, অভিজাতকুল হতে প্রব্রজিত না হয়েও নিজকে অভিজাতকুল হতে প্রব্রজিতের সাথে সমকক্ষ মনে করে, নিজে সূত্রধর না হয়েও সূত্রধর ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, বিনয়ধর না হয়েও বিনয়ধর ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, অভিধর্মধর না হয়েও অভিধর্মধর ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, অরণ্যচারী ভিক্ষু না হয়েও অরণ্যচারী ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, পিণ্ডচারিক ভিক্ষু না হয়েও পিণ্ডচারিক ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, পাংশুকুলিক ভিক্ষু না হয়েও পাংশুকুলিক ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, ত্রিচীবরিক ভিক্ষু না হয়েও ত্রিচীবরিক ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, সাপদানচারীক ভিক্ষু না হয়েও সাপাদানচারীক ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, খলুপচ্ছাভত্তিক ভিক্ষু না হয়ে খলুপচ্চাভত্তিক ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, নৈসজ্জিক ভিক্ষু না হয়েও নৈসজ্জিক ভিক্ষু মনে করে, যথাসন্তুষ্টিক ভিক্ষু না হয়েও যথাসন্তুষ্টিক ভিক্ষু মনে করে, প্রথম ধ্যানলাভী ভিক্ষু না হয়েও প্রথম

ধ্যানলাভী ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, দ্বিতীয় ধ্যানলাভী ভিক্ষু না হয়েও দ্বিতীয় ধ্যানলাভী ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, তৃতীয় ধ্যানলাভী ভিক্ষু না হয়েও তৃতীয় ধ্যানলাভী ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, চতুর্থ ধ্যানলাভী ভিক্ষু না হয়েও চতুর্থ ধ্যানলাভী ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, আকাশ অনন্তায়তন সমাপত্তিলাভী ভিক্ষু না হয়েও আকাশ অনন্তায়তন ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, বিজ্ঞানান্তায়তন সমাপত্তিলাভী ভিক্ষু না হয়েও বিজ্ঞানানন্তায়তন সমাপত্তিলাভী ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিলাভী ভিক্ষু না হয়েও আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিলাভী ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তিলাভী ভিক্ষু না হয়েও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তিলাভী ভিক্ষুর সমকক্ষ মনে করে। ইহা মানসিক প্রগলভ। যার এই তিন প্রকার প্রগলভ প্রহীন হয়, সমুচ্ছিন্ন হয়, উপশান্ত হয়, উৎপত্তির অযোগ্য হয় এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, তাঁকেই অপ্রগলভ বলা হয়—অপ্রগলভ (অপ্পগব্ভো)।

অজেগুচ্ছোতি। ঘৃণার্হ পুদ্গলও রয়েছে, ঘৃণারহিত পুদ্গলও রয়েছে। ঘৃণার্হ পুদ্গল কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো পুদ্গল দুঃশীল, পাপধর্মচারী, অপবিত্র-দুষ্ট আচরণকারী, গোপনে পাপচারী, শ্রমণভাণকারী অশ্রমণ, ব্রহ্মচারী ভাণকারী অব্রহ্মচারী, দুশ্চরিত্র, লোভী, কলুষিত হয়, একে বলা হয় ঘৃণার্হ পুদ্গল। অথবা সে ক্রোধী হয়, উপায়াসবহুল হয়; ন্যায় সংগত কিছু বললে ক্ষুব্ধ হয়, কুপিত হয়, বিরক্ত হয়, পাষাণ-হৃদয় বা কঠোর হয়; ক্রোধ, বিদ্বেষ, অসন্তোষ প্রকাশ করে, একে বলা হয় ঘৃণার্হ পুদ্গল। পুনশ্চ, ক্রোধী, বিদ্বেষী, পরনিন্দুক, রাগী, হিংসুক, কৃপণ, শঠ, মায়াবী, নির্দয়, অতিমানী, পাপেচ্ছু, মিথ্যাদৃষ্টিক, বিষয়ীভাবে (সাংসারিক বিষয়ে) কলুষিত ও অনুরক্ত, পাপ অপরিত্যাগকারী, একে বলা হয় ঘৃণার্হ পুদ্গল।

ঘৃণারহিত পুদ্গল কিরূপ? কোনো কোনো ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরণে সংযত হয়ে অবস্থান করেন, আচার-গোচরসম্পন্ন হন, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়সমূহে ভয়দর্শী হন এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন—একে বলা হয় ঘৃণারহিত পুদ্গল। অথবা (তিনি) অক্রোধী, অনুপায়াসবহুল হন। মানযুক্ত বা মানসম্বন্ধীয় (সমানো) কথা বহুরূপে বলা হলেও তিনি ক্রুদ্ধ হন না, কুপিত হন না, বিরক্ত হন না, পাষাণ-হৃদয় (একগুঁয়ে) হন না; কোপ, দোষ ও অপ্রত্যয় (মনে মনে রাগান্বিতভাব) উৎপন্ন করেন না—একে ঘৃণারহিত পদ্গল বলা হয়। অথবা তিনি অক্রোধী, অহিংসুক (অনুপনাহী), অম্রক্ষী (বা অনিষ্ঠুর), দয়ালু, অনুৎসুক্য, মাৎসর্যহীন

(নিঃস্বার্থপর), অশঠ, অমায়াবী, অনির্দয় (অথদ্ধো) ও অনতিমানী হন; পাপেচ্ছু হন না, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ হন না, সংসারিকতার সহিত জড়িত বা কলুষিত হন না, আসক্তিমুক্ত হন এবং সহজে পরিত্যাগী হন (বা অনায়াসে পরিত্যাগ করেন)—একে ঘৃণারহিত পুদ্গাল বলা হয়। সকল মূর্খ-পৃথগ্জন ঘৃণিত হয়, (পক্ষান্তরে) সৎপৃথগ্জনসহ (ধর্মশীল ব্যক্তি) আট প্রকার আর্যপুদ্গাল অঘৃণিত হন অপ্রগল্ভ ও অঘৃণিত (পুদ্গাল) (অপ্পগব্ভো অজেগুচ্ছো)।

পেসুণেয্যে চ নো যুতোতি। "পরোক্ষে অপবাদ বা পিশুনবাক্য" (পেসুঞ্ঞং) বলতে এক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি পিশুনভাষী হয়—এখান হতে শুনে ভেদ সৃষ্টির লক্ষে অমুক স্থানে বলে দেয়। অথবা অমুক স্থানে শুনে ভেদ সৃষ্টির জন্য তা অমুক অমুক স্থানে বলে দেয়। এভাবে ঐক্যবদ্ধদের বিভেদ সৃষ্টি করে (বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়), বিভক্তদের ত্যাগ করে (বা ঐক্য করে না), দল বিভাগেচ্ছু, বর্গরত (বা দল বিভাগে ব্যগ্র), বর্গনন্দী (বা দল বিভাগে সন্তুষ্টি) ও বর্গ বিভক্তিমূলক বাক্য ভাষণ করে—ইহাকে পরোক্ষে অপবাদ (পিশুনবাক্য) বলা হয়।

অধিকন্তু, দুটি কারণে পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়—১) প্রিয় বা মনোজ্ঞ হওয়ার অভিলাষে, ২) ভেদ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। কিরূপে মনোজ্ঞ হওয়ার জন্য পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়? এরূপে প্রিয় হবো, মনোজ্ঞ হবো, বিশ্বস্ত হবো, অন্তরঙ্গ বন্ধু (অব্ভন্তরিকো) হবো ও সুহৃদয় হবো। এভাবে প্রিয় বা মনোজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছায় পিশুন বাক্য ভাষণ করে থাকে। কিরূপে ভেদ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়? "এরা কীভাবে পৃথক হতে পারে, অনৈক্য হতে পারে, (অপর একটি) দল হতে পারে, দ্বিধা হতে পারে, দ্বিধা-বিভক্ত হতে পারে, দুই পক্ষ হতে পারে, (ঐক্য) ভঙ্গ হতে পারে, একত্রিত হতে না পারে এবং দুঃখে অবস্থান করতে পারে, সুখে নয়।" এরূপে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে পিশুনবাক্য ভাষণ করে থাকে। যাঁর এই পিশুনমূলক বাক্য প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তিনিই পিশুনমূলক বাক্য ভাষণে যুক্ত, নিযুক্ত, প্রযুক্ত ও সম্বন্ধযুক্ত হন না—পিশুনমূলক বাক্য ভাষণে যুক্ত বা প্রবৃত্ত হন না (পেসুণেয্যে চ নো যুতো)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পতিলীনো অকুহকো, অপিহালু অমচ্ছরী।
অপ্পগব্ভো অজেগুচ্ছো, পেসুণেয্যে চ নো যুতো"তি॥

৮৮. সাতিযেসু অনস্সাৰী, অতিমানে চ নো যুতো।
সন্হো চ পটিভানৰা, ন সদ্ধো ন ৰিরজ্জতি॥

অনুবাদ : তিনি আনন্দজনক বিষয়সমূহে (পঞ্চকামগুণে) নিরানন্দিত এবং অতিমানে যুক্ত নন। তিনি শান্ত (সন্হো), প্রতিভাবান (প্রত্যুৎপন্নমতি); (তিনি) অনুরক্তও নন, আবার স্বয়ং অনাগ্রহও দেখান না।

সাতিযেসু অনস্সাৰীতি। "আনন্দজনক বিষয়" (সাতিযা) বলতে পঞ্চকামগুণকে বুঝায়। কী কারণে আনন্দজনক বিষয়কে পঞ্চকামগুণ বলা হয়? দেব-মনুষ্যগণ অধিক পরিমাণে পঞ্চকামগুণ ইচ্ছা করে, কামনা করে, প্রার্থনা করে, আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে ও স্পৃহা করে; সেই কারণেই আনন্দজনক বিষয়কে পঞ্চকামগুণ বলা হয়। যাদের এসব আনন্দজনক বিষয়-তৃষ্ণা অপ্রহীন আছে, তাদের চক্ষু হতে রূপতৃষ্ণা প্রবাহিত হয়, নির্গত হয়, দ্রব বা ক্ষরণ হয়, প্রবর্তিত হয়; শ্রোত্র হতে শব্দতৃষ্ণা... ঘ্রাণ হতে গন্ধতৃষ্ণা... জিহ্বা হতে রসতৃষ্ণা... কায় হতে স্পর্শতৃষ্ণা... মন হতে ধর্মতৃষ্ণা প্রবাহিত হয়, নির্গত হয়, দ্রব বা ক্ষরণ হয়, প্রবর্তিত হয়। যাঁদের এসব আনন্দজনক বিষয়-তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁদের চক্ষু হতে রূপতৃষ্ণা প্রবাহিত হয় না, নির্গত হয় না, দ্রব হয় না প্রবর্তিত হয় না; শ্রোত্র হতে শব্দতৃষ্ণা... ঘ্রাণ হতে গন্ধতৃষ্ণা... জিহ্বা হতে রসতৃষ্ণা... কায় হতে স্পর্শতৃষ্ণা... মন হতে ধর্মতৃষ্ণা প্রবাহিত হয় না, নির্গত হয় না, দ্রব হয় না, প্রবর্তিত হয় না—আনন্দজনক বিষয়সমূহে নিরানন্দিত (সাতিযেসু অনস্সাৰী)।

অতিমানে চ নো যুতোতি। অতিমান কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) জাতি দ্বারা, গোত্র দ্বারা... এবং অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা অপরকে অতিশয় অবজ্ঞা করে থাকে। যা এরূপ মান, অহংকার ও আত্মশ্লাঘা (অহমিকা) বৃদ্ধি, আধিক্যতা, ধ্বজা বা নিদর্শন (ধজো), অবলম্বন এবং চিত্তের আত্মবিজ্ঞপ্তি (বা গর্ব)—ইহাকে অতিমান বলা হয়। যাঁর এই অতিমান প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তিনি অতিমানে যুক্ত, নিযুক্ত, প্রযুক্ত এবং সম্বন্ধযুক্ত হন না—তিনি অতিমানে যুক্ত হন না (অতিমানে চ নো যুতো)।

সন্হো চ পটিভানৰাতি। "শান্ত" (সন্হো) বলতে শান্ত (বা শান্তিকর) কায়কর্মে সমন্নাগত বলে শান্ত, শান্তিকর বাক্‌কর্মে... শান্তিকর মনোকর্মে সমন্নাগত বিধায় শান্ত, শান্তিকর (চারি) স্মৃতিপ্রস্থানে সমন্নাগত বলে শান্ত,

শান্তিকর (চারি) সম্যক প্রধানে... শান্তিকর (চারি) ঋদ্ধিপাদে... শান্তিকর পঞ্চেন্দ্রিয়ে... শান্তিকর পঞ্চবলে... শান্তিকর (সপ্ত) বোধ্যঙ্গে সমন্নাগত বলে শান্ত এবং শান্তিকর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে সমন্নাগত বিধায় শান্ত—শান্ত (সন্থো)।

"প্রতিভাবান" (পটিভানৰা) বলতে তিন প্রকার প্রতিভাবান—১) পরিয়ত্তি প্রতিভাবান, ২) প্রশ্ন জিজ্ঞাসামূলক প্রতিভাবান, ৩) অধিগম প্রতিভাবান। পরিয়ত্তি প্রতিভাবান কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো (ভিক্ষু) সাধারণত সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্যে সুশিক্ষিত হন; এবং পরিয়ত্তিকে আশ্রয় করে তাঁর (জ্ঞান) প্রতিভাত হয়—এটাই (বা তিনিই) পরিয়ত্তি প্রতিভাবান। প্রশ্ন জিজ্ঞাসামলূক প্রতিভাবান কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো (ভিক্ষু) নিজস্বার্থে (অত্তত্থে), ন্যায়ার্থে, লক্ষণে, কারণে ও স্থান-অস্থানে জিজ্ঞাসিত হন; সেই প্রশ্নকে নিশ্রয় করে তাঁর (জ্ঞান) প্রতিভাত হয়—এটাই (বা ইনিই) প্রশ্ন জিজ্ঞাসামূলক প্রতিভাবান। অধিগম প্রতিভাবান কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো (ভিক্ষু) চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রমণ্যফল, চারি প্রতিসম্ভিদা এবং ষড়ভিজ্ঞা অধিগত করেন। তাঁর অর্থ জ্ঞাত হয়, ধর্ম জ্ঞাত হয়, নিরুক্তি জ্ঞাত হয়। অর্থ জ্ঞাত হয়ে অর্থ প্রতিভাত হয়; ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্ম প্রতিভাত হয়; নিরুক্তি জ্ঞাত হয়ে নিরুক্তি প্রতিভাত হয়। এই তিন প্রকার জ্ঞানে জ্ঞানই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা। তিনি এই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদায় উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন ও সমন্নাগত হন; তাই প্রতিভাবান বলা হয়। যার পরিয়ত্তি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও অধিগম নেই; তার কীই-বা প্রতিভাত হবে?—শান্ত ও প্রতিভাবান (সন্থো চ পটিভানৰা)।

ন সদ্ধো ন ৰিরজ্জতীতি। "ন সদ্ধো" বলতে স্বয়ং নিজের দ্বারা অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষেত ধর্মকে কেবল শ্রদ্ধা করে; অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার বা ব্রহ্মার কথায় শ্রদ্ধান্বিত হয় না। "সকল সংস্কার অনিত্য" এভাবে স্বয়ং নিজের দ্বারা অভিজ্ঞাত... "সকল সংস্কার দুঃখ"... "সকল ধর্ম অনাত্ম"... "অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার"... "জাতির প্রত্যয়ে জরা-মরণ"... "অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ"... "জন্ম নিরোধে জরা-মরণ নিরোধ"... "ইহা দুঃখ"... "ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা"... "ইহা আসব"... "ইহা আসব নিরোধগামিনী প্রতিপদা"... "এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞেয়"... "এই ধর্মসমূহ সাক্ষাৎ করা উচিত" এভাবে স্বয়ং নিজের দ্বারা

অভিজ্ঞাত... ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ, পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের সমুদয়... চারি মহাভূতের সমুদয় বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ স্বয়ং নিজের দ্বারা অভিজ্ঞাত... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" এভাবে স্বয়ং নিজের দ্বারা স্বয়ং নিজের দ্বারা অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষেত ধর্মকে কেবল শ্রদ্ধা করে; অন্য কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার বা ব্রহ্মার কথায় শ্রদ্ধান্বিত হয় না।

ভগবান এরূপ বললেন, "হে সারিপুত্র, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অমৃতোগধ (অমৃতে অবগাহন), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান হয়? বীর্যেন্দ্রিয়... স্মৃতীন্দ্রিয়... সমাধীন্দ্রিয়... প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান হয়?"

"ভন্তে, আমি নিশ্চয়ই এখানে ভগবানের কথায় একমত হচ্ছি না যে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়... বীর্যেন্দ্রিয়... স্মৃতীন্দ্রিয়... সমাধীন্দ্রিয়... প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান হয়। ভন্তে, প্রজ্ঞা দ্বারা যাদের এই বিষয় অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পর্শিত, সেক্ষেত্রে তারা অন্যভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান হয়। বীর্যেন্দ্রিয়... স্মৃতীন্দ্রিয়... সমাধীন্দ্রিয়... প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান হয়। ভন্তে, প্রজ্ঞা দ্বারা যাঁদের এই বিষয় জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত, তথায় তাঁরা সন্দেহহীন ও বিচিকিৎসাহীন হন। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়... বীর্যেন্দ্রিয়... স্মৃতীন্দ্রিয়... সমাধীন্দ্রিয়... প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান হয়। ভন্তে, প্রজ্ঞা দ্বারা আমার এই বিষয় জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পর্শিত হয়েছে, তদ্ধেতু তথায় আমি সন্দেহহীন ও বিচিকিৎসাহীন। শ্রদ্ধেন্দ্রিয... বীর্যেন্দ্রিয়... স্মৃতীন্দ্রিয়... সমাধীন্দ্রিয়... প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান হয়।"

"সাধু, সাধু, সাধু সারিপুত্র, প্রজ্ঞা দ্বারা যাঁদের এই বিষয় অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পর্শিত, সেক্ষেত্রে তারা অন্যভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়... বীর্যেন্দ্রিয়... স্মৃতীন্দ্রিয়... সমাধীন্দ্রিয়... প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান হয়।

"অস্সদ্ধো অকতঞ্ঞূ চ, সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো।
হতাৱকাসো ৱন্তাসো, স ৱে উত্তমপোরিসো"তি॥

অনুবাদ : যিনি অশ্রদ্ধ বা অন্ধবিশ্বাসী নন, অকৃত বা নির্বাণ জেনেছেন, সংসার-সন্ধিছেদ করেছেন, এবং কুশল-অকুশলের আসক্তি ও বাসনা ক্ষয় করেছেন, তিনিই পুরুষোত্তম বা পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ন সদ্ধো ন ৱিরজ্জতীতি। সকল মূর্খ-পৃথগ্জন অনুরক্ত হয়; সাত প্রকার শৈক্ষ্য, কল্যাণপৃথগ্জন (উপাদায) আসক্তি উৎপাদনে অনাসক্ত হয়। কিন্তু অর্হতেরা অনুরক্তও নন এবং অনাসক্তও নন; তাঁরা রাগ বা আসক্তি-ক্ষয়ের দ্বারা বীতরাগ, দ্বেষক্ষয়ের দ্বারা বীতদ্বেষ ও মোহক্ষয়ের দ্বারা বীতমোহ হয়ে অনাসক্ত হন। তাঁরা উত্থিতাবাস, অভ্যাসগত স্বভাব... তাঁর সংসারে জন্ম-মরণ, পুনর্জন্ম এবং পুনাবির্ভাব নেই।

তাই ভগবান বলেছেন :

"সাতিযেসু অনস্সাৱী, অতিমানে চ নো যুতো।
সণ্হো চ পটিভানৱা, ন সদ্ধো ন ৱিরজ্জতী"তি॥

৮৯. লাভকম্যা ন সিকখতি, অলাভে চ ন কুপ্পতি।
অৱিরুদ্ধো চ তণ্হায, রসেসু নানুগিজ্ঝতি॥

অনুবাদ : যে ব্যক্তি লাভের ইচ্ছায় শিক্ষা করেন না এবং অলাভে কুপিত হন না। তিনি তৃষ্ণার দ্বারা অনুরক্ত না হয়ে রসেও অতিলোভী বা লোভপরায়ণ হন না।

লাভকম্যা ন সিকখতি, অলাভে চ ন কুপ্পতীতি। কিরূপে লাভেচ্ছু হয়ে শিক্ষা করে? হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী ভিক্ষুকে দর্শন করে; তার এরূপ চিন্তা উদয় হয় যে—"কিরূপে এই আয়ুষ্মান চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী?" তার এরূপ ধারণা হয় যে, "এই আয়ুষ্মান সূত্রান্তিক, তদ্ধেতু এই আয়ুষ্মান চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী।" সেই লাভের হেতুতে, লাভের প্রত্যয়ে, লাভের কারণে ও লাভ পুনঃ উদ্ধারের জন্য, লাভের আশায় সূত্রান্ত শিক্ষা করে। এভাবে লাভেচ্ছু হয়ে শিক্ষা করে।

অথবা ভিক্ষু চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী ভিক্ষুকে দর্শন করে; তার এরূপ চিন্তা উদয় হয় যে—"কীরূপে এই আয়ুষ্মান চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-

পরিষ্কারলাভী?” তার এরূপ ধারণা হয় যে—“এই আয়ুষ্মান বিনয়ধর... ধর্মকথিক... আভিধার্মিক, তদ্ধেতু এই আয়ুষ্মান চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী।” সেই লাভের হেতুতে, লাভের প্রত্যয়ে, লাভের কারণে ও লাভ পুনঃ উদ্ধারের জন্য, লাভের আশায় সূত্রান্ত শিক্ষা করে। এভাবে লাভেচ্ছু হয়ে শিক্ষা করে।

অথবা ভিক্ষু চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী ভিক্ষুকে দর্শন করে; তার এরূপ চিন্তা উদয় হয় যে—“কিরূপে এই আয়ুষ্মান চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিস্কারলাভী?” তার এরূপ ধারণা হয় যে—“এই আয়ুষ্মান আরণ্যিক... পিণ্ডপাতিক... পাংশুকূলিক... ত্রিচীবরিক... সপাদানচারিক... খলুপশ্চাৎভত্তিক... নৈসজ্জিক... যথাসন্তুষ্টিক, তদ্ধেতু এই আয়ুষ্মান চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী।” সেই লাভের হেতুতে, লাভের প্রত্যয়ে, লাভের কারণে ও লাভ পুনঃ উদ্ধারের জন্য, লাভের আশায় আরণ্যিক হয়... সন্তুষ্টিক হয়। এভাবে লাভেচ্ছু হয়ে শিক্ষা করে।

কিভাবে লাভেচ্ছু না হয়ে শিক্ষা করেন? এক্ষেত্রে ভিক্ষু লাভের হেতুতে, লাভের প্রত্যয়ে, লাভের কারণে, লাভ পুনঃ উদ্ধারের জন্য ও লাভের আশায় সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম শিক্ষা করেন না। আত্মদমন, আত্মোপশম ও আত্মনিবৃত্তির জন্য সূত্র শিক্ষা করেন, বিনয় শিক্ষা করেন, অভিধর্ম শিক্ষা করেন। এভাবে লাভেচ্ছু না হয়ে শিক্ষা করেন।

অথবা ভিক্ষু লাভের হেতু ছাড়া, লাভের প্রত্যয় ছাড়া, লাভের কারণ ছাড়া, লাভ পুনরুৎপাদন ছাড়া এবং লাভের আশা না করে যতটুকু সম্ভব অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি, কঠোর ব্রত (সল্লেখং), প্রবিবেক এবং অস্তিত্ব বা বাস্তবতাকে নিশ্রয় করে আরণ্যিক হন, পিণ্ডপাতিক হন, পাংশুকূলিক হন, ত্রিচীবরিক হন, সপদানচারিক হন, খলুপশ্চাৎভত্তিক হন, নৈসজ্জিক হন, যথাসন্তুষ্টিক হন। এভাবে লাভেচ্ছু না হয়ে শিক্ষা করেন—লাভকম্যা ন সিকখতি।

অলাভে চ ন কুপ্পতীতি। কীভাবে অলাভে কুপিত হয়? এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) “আমি কুল লাভ করি না, গণ লাভ করি না, আবাস লাভ করি না, যশ করি না, প্রশংসা করি না, সুখ করি না, চীবর করি না, পিণ্ডপাত করি না, শয্যাসন করি না, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার করি না, রোগীর সেবাকারী লাভ করি না অথবা আমি খ্যাতিসম্পন্ন নই” এই বলে কুপিত হয়,

নিরাশ হয়, একগুঁয়ে হয়; কোপ, দ্বেষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। এভাবে অলাভে কুপিত হয়।

কিভাবে অলাভে কুপিত হন না? এক্ষেত্রে ভিক্ষু "আমি কুল লাভ করি না, গণ লাভ করি না, আবাস লাভ করি না, যশ করি না, প্রশংসা করি না, সুখ করি না, চীবর করি না, পিণ্ডপাত করি না, শয্যাসন করি না, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার করি না, রোগীর সেবাকারী লাভ করি না অথবা আমি খ্যাতিসম্পন্ন নই" এই বলে কুপিত হন না, নিরাশ হন না, একগুঁয়ে হন না; কোপ, দ্বেষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। এভাবে অলাভে কুপিত হন না—লাভকম্যা ন সিকখতি অলাভে চ ন কুপ্পতি।

অৰিরুদ্ধো চ তন্হায, রসেসু নানুগিজ্ঝতীতি। "ৰিরুদ্ধো" বলতে যা চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত; প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, কোপ, প্রকোপ, সম্প্রকোপ, দোষ, প্রদোষ, সম্প্রদোষ; চিত্তের বিপত্তি, মন-প্রদোষ; ক্রোধ, রাগ, উত্তেজনা; দ্বেষ, দোষ, বিদ্বেষ; বিপত্তি, অনিষ্ট, ক্ষতি, বিরোধ, প্রতিবিরোধ, চিত্তের হিংস্রতা, অসহিষ্ণুতা, নিরানন্দতা—একেই বলে বিরোধ। যাঁর এই বিরোধ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, তাঁকেই বলে বন্ধনমুক্ত (অৰিরুদ্ধো)। "তৃষ্ণা" (তন্হা) রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। "রস" (রসো) বলতে মূলরস (বৃক্ষমূলের রস), স্কন্ধরস (বৃক্ষকাণ্ডের রস), বাকলের রস, পাতার রস, পুস্পরস, ফলরস, অম্লরস, মধুর বা মিষ্টি রস, তিক্ত রস, কটুরস, লবণযুক্ত রস, ক্ষারযুক্ত রস, কর্কশ বা অপক্ব ফলাদির অম্লরস (লম্বিকং), কষায় রস, সুস্বাদু রস, অস্বাদু বা অপ্রীতিকর রস, ঠান্ডা রস, উষ্ণ রস। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রসলোভী আছে; তারা জিহ্বাগ্র দিয়ে উৎকৃষ্ট রসাদি পরীক্ষা বা অন্বেষণ করে করে বিচরণ করে; অম্লরস লাভ করে অম্লহীন রস খোঁজে, অম্লহীন রস লাভ করে অম্লরস খোঁজে; মিষ্টিরস লাভ করে তিক্ত রস খোঁজে, তিক্ত রস লাভ করে মিষ্টিরস খোঁজে; কটুরস লাভ করে কটুহীন রস খোঁজে, কটুহীন রস লাভ করে কটুরস খোঁজে; লবণযুক্ত রস লাভ করে লবণহীন রস খোঁজে, লবণহীন রস লাভ করে লবণযুক্ত রস খোঁজে; ক্ষারযুক্ত রস লাভ করে ক্ষারহীন রস খোঁজে, ক্ষারহীন রস লাভ করে ক্ষারযুক্ত রস খোঁজে; অপক্ব ফলাদির অম্লরস লাভ করে পক্ব ফলাদির মিষ্টরস খোঁজে, পক্ব ফলাদির মিষ্টরস লাভ করে অপক্ব ফলাদির অম্লরস খোঁজে; কষায় রস লাভ করে কষায়হীন রস খোঁজে, কষায়হীন রস লাভ করে কষায় রস খোঁজে; সুস্বাদু রস লাভ করে অস্বাদু (স্বাদহীন) রস খোঁজে, অস্বাদু রস লাভ করে

সুস্বাদু রস খোঁজে; ঠান্ডা রস লাভ করে উষ্ণ রস খোঁজে, উষ্ণ রস লাভ করে ঠান্ডা রস খোঁজে। তারা যা যা লাভ করে তদ্দারা তুষ্ট হয় না, পুনঃপুন খোঁজে, মনোজ্ঞ রসসমূহে অভিভূত, লালায়িত, আসক্ত, বিমোহিত, অনুরক্ত, যুক্ত, সংযুক্ত ও আবদ্ধ হয়। যাঁর এই রস তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি (প্রশান্ত), পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তিনি মনোযোগ-সহকারে আহার করেন—তা ক্রীড়ার জন্য নয়, মত্ততার জন্য নয়, মণ্ডনের জন্য নয়, বিভূষণের জন্য নয়, শুধুমাত্র এই কায়ের স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধারোগ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য, পুরাতন ক্ষুধা-বেদনা বিনাশের জন্য এবং (আহারজনিত) নব নব ক্ষুধা-বেদনা অনুৎপাদনের জন্য, অধিকন্তু আমার জীবনযাত্রা অনবদ্য ও সুখাবস্থান হবে।

যেমন, কেবল বনে অগ্নি সংযোগ করা হয় গাছ লাগানোর জন্য, কেবল ভার বহন করার জন্য অক্ষদণ্ডে (বা চক্রে) তৈল লেপন করা হয়, কেবল দুর্গম পথ অতিক্রম করার জন্য পচামাংস আহার করা হয়; ঠিক এভাবেই ভিক্ষু মনোযোগসহকারে আহার করেন—তা ক্রীড়ার জন্য নয়, মত্ততার জন্য নয়, মণ্ডনের জন্য নয়, বিভূষণের জন্য নয়, শুধুমাত্র এই কায়ের স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধারোগ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য, পুরাতন ক্ষুধা-বেদনা বিনাশের জন্য এবং (আহারজনিত) নব নব ক্ষুধা-বেদনা অনুৎপাদনের জন্য, অধিকন্তু আমার জীবনযাত্রা অনবদ্য ও সুখাবস্থান হবে। তিনি রসতৃষ্ণা পরিত্যাগ করেন, বিনাশ করেন, ধ্বংস করেন, নিবৃত্ত করেন; রসতৃষ্ণা হতে আরত (নিবৃত্ত), বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—অৰিরুদ্ধো চ তন্হায, রসেসু নানুগিজ্ঝতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

“লাভকম্যা ন সিকখতি, অলাভে চ ন কুপ্পতি।
অৰিরুদ্ধো চ তন্হায, রসেসু নানুগিজ্ঝতী”তি॥

৯০. উপেকখকো সদা সতো, ন লোকে মঞ্ঞতে সমং।
ন ৰিসেসী ন নীচেয্যো, তস্স নো সন্তি উস্সদা॥

অনুবাদ : তিনি উপেক্ষক, সদা স্মৃতিমান। জগতে তিনি অন্যজনের সমান, অন্যজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা অন্যজনের চেয়ে নীচ মনে করেন না। তাঁর কোনো অহমিকা (উৎসদ) নেই।

উপেকখকো সদা সতোতি। “উপেকখকো” অর্থে ষড়াঙ্গ উপেক্ষাগুণে

সমন্নাগত। চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে সুমনা, দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... এবং মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে সুমনা, দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। চক্ষু দ্বারা মনোজ্ঞ রূপ দেখে আনন্দিত হন না, উল্লসিত হন না, আসক্তি উৎপন্ন করেন না। তাঁর কায় স্থির হয়, আধ্যাত্মিকভাবে চিত্ত স্থিত, সুস্থিত ও সুবিমুক্ত হয়। চক্ষু দ্বারা অমনোজ্ঞ রূপ দেখে বিরক্ত হন না, (তাতে) তাঁর চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত হয়, মন অলীন হয় ও অব্যাপন্ন চিত্ত হন। তাঁর কায় স্থির হয়, আধ্যাত্মিকভাবে চিত্ত স্থিত, সুস্থিত ও সুবিমুক্ত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিয়ে... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে... কায় দ্বারা স্পৃষ্টব্য বিষয় স্পর্শ করে... মন দ্বারা মনোজ্ঞ ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে বিরক্ত হন না, (তাতে) তাঁর চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত হয়, মন অলীন হয় ও অব্যাপন্নচিত্ত হন। তাঁর কায় স্থির হয়, আধ্যাত্মিকভাবে চিত্ত স্থিত, সুস্থিত ও সুবিমুক্ত হয়।

চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ রূপসমূহে তাঁর কায় স্থিত হয়, আধ্যাত্মিকভাবে চিত্ত স্থিত, সুস্থিত ও সুবিমুক্ত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ রূপসমূহে তাঁর কায় স্থিত হয়, আধ্যাত্মিকভাবে চিত্ত স্থিত, সুস্থিত ও সুবিমুক্ত হয়।

চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে রজনীয় রূপে আসক্ত হন না, দূষনীয় রূপে দূষিত হন না, মোহনীয় রূপে মোহিত হন না, কোপনীয় রূপে কুপিত হন না, মদনীয় বা মত্ততাজনক রূপে মত্ত হন না, ক্লেশনীয় রূপে ক্লিষ্ট হন না। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে রজনীয় ধর্মে আসক্ত হন না, দূষনীয় ধর্মে দূষিত হন না, মোহনীয় ধর্মে মোহিত হন না, কোপনীয় (ধর্মে) কুপিত হন না, মদনীয় বা মত্ততাজনক ধর্মে মত্ত হন না, ক্লেশনীয় ধর্মে ক্লিষ্ট হন না। দৃষ্টতে দৃষ্টমাত্র, শ্রুতিতে শ্রুতমাত্র, অনুমানে অনুমিতমাত্র, বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতমাত্র। দৃষ্ট বিষয়ে লিপ্ত হন না, শ্রুতিতে লিপ্ত হন না, অনুমানে লিপ্ত হন না, বিজ্ঞাতে লিপ্ত হন না। দৃষ্টতে অনাসক্ত, নিরাসক্ত, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। শ্রুতিতে... অনুমানে... বিজ্ঞাতে অনাসক্ত, নিরাসক্ত, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন।

অর্হতের চক্ষু বিদ্যমান, অর্হৎ চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করেন। (কিন্তু) অর্হতের ছন্দরাগ নেই, অর্হৎ সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। অর্হতের শ্রোত্র বিদ্যমান, শ্রোত্র দ্বারা অর্হৎ শব্দ শ্রবণ করেন। অর্হতের ছন্দরাগ নেই, অর্হৎ সুবিমুক্ত

চিত্তসম্পন্ন। অর্হতের ঘ্রাণ বিদ্যমান, অর্হৎ ঘ্রাণ দিয়ে গন্ধ গ্রহণ করেন। অর্হতের ছন্দরাগ নেই, অর্হৎ সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। অর্হতের জিহ্বা বিদ্যমান, অর্হৎ জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করেন... অর্হতের কায় বিদ্যমান, অর্হৎ কায় দ্বারা স্পৃষ্টব্য... অর্হতের মন বিদ্যমান, অর্হৎ মন দ্বারা ধর্ম জানেন। অরহতের ছন্দরাগ নেই, অর্হৎ সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন।

চক্ষু রূপে আশ্রিত, রূপেরত, রূপ-সমুদিত; অর্হতের তা দান্ত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংযত থাকে এবং তা সংবরণের জন্য অর্হৎ ধর্মদেশনা করেন। শ্রোত্র শব্দে আশ্রিত... ঘ্রাণ গন্ধে আশ্রিত... জিহ্বা রসে আশ্রিত, রসেরত, রস-সমুদিত; অর্হতের তা দান্ত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংযত থাকে এবং তা সংবরণের জন্য অর্হৎ ধর্মদেশনা করেন। কায় স্পর্শে আশ্রিত... মন ধর্মে আশ্রিত, ধর্মেরত, ধর্ম-সমুদিত; অর্হতের তা দান্ত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংযত থাকে এবং তা সংবরণের জন্য অর্হৎ ধর্মদেশনা করেন।

''দন্তং নযন্তি সমিতিং, দন্তং রাজাভিরূহতি।
দন্তো সেট্ঠো মনুস্সেসু, যোতিৰাক্যং তিতিকখতি॥
''ৰরমস্সতরা দন্তা, আজানীযা চ সিন্ধৰা।
কুঞ্জরা চ মহানাগা, অত্তদন্তো ততো ৰরং॥
''ন হি এতেহি যানেহি, গচ্ছেয্য অগতং দিসং।
যথাত্তনা সুদন্তেন, দন্তো দন্তেন গচ্ছতি॥
''ৰিধাসু ন ৰিকম্পন্তি, ৰিপ্পমুত্তা পুনব্ভৰা।
দন্তভূমিমনুপ্পত্তা, তে লোকে ৰিজিতাৰিনো॥
''যস্সিন্দ্রিযানি ভাৰিতানি, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সব্বলোকে।
নিব্বিজ্ঝ ইমং পরঞ্চ লোকং, কালং কঙ্খতি ভাৰিতো স দন্তো''তি॥

অনুবাদ : দান্ত সম্মেলনে অগ্রগামী হয়, দান্ত রাজার ন্যায় (মঞ্চে) আরোহন করে। মানুষের মধ্যে দান্ত শ্রেষ্ঠ, যে কুব্যবহার সহ্য করে। শ্রেষ্ঠ অশ্বতর আজানেয়, সিন্ধু দান্ত; তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান্ত কুঞ্জর, মহানাগ; তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ যে আত্মসংযত। এরা অগত দিকে গমন করে না। দান্ত যেমন নিজে সুদান্ত হয়ে অপর সুদান্তের সাথে গমন করে। যারা নীতিতে অবিচলিত, বিপ্রমুক্ত, যাদের পুনর্জন্ম নেই, যারা দান্তভূমিতে প্রাপ্ত; তারা সর্বলোকে জয়ী। সর্বলোকে যার ভিতর ও বাইরের ইন্দ্রিয়সমূহ ভাবিত হয়েছে, ইহলোক ও পরলোক সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে যিনি শান্তচিত্তে মরণের অপেক্ষা করেন, তিনিই দান্ত।

উপেকখকো সদাতি। সদা, সর্বদা, সর্বকাল, নিত্যকাল, ধ্রুবকাল... শেষ

বয়সে। "স্মৃতিমান" (সতো) বলতে চারটি বিষয়ে স্মৃতিমান—কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায়... চিত্তে... ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান... তাই তাঁকে স্মৃতিমান বলা হয়—উপেকখকো সদা সতো।

ন লোকে মঞ্ঞতে সমন্তি। "আমি সদৃশ হই" এই বলে মান উৎপন্ন করেন না, জাতি দ্বারা, গোত্র দ্বারা... অথবা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা মান উৎপন্ন করেন না—ন লোকে মঞ্ঞতে সমং।

ন ৰিসেসী ন নীচেয্যোতি। "আমি শ্রেয়" এই বলে অতিমান উৎপন্ন করেন না, জাতি দ্বারা, গোত্র দ্বারা... অথবা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা অতিমান উৎপন্ন করেন না। "আমি হীন" এই বলে অপমান উৎপন্ন করেন না, জাতি দ্বারা, গোত্র দ্বারা... অথবা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা অপমান উৎপন্ন করেন না—ন ৰিসেসী ন নীচেয্যো।

তস্স নো সন্তি উস্সদাতি। "তাঁর" (তস্স) বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। "উদগত" (উস্সদা) বলতে সাত প্রকার উদগত—রাগ উদগত, দ্বেষ উদগত, মোহ উদগত, মান উদগত, মিথ্যাদৃষ্টি উদগত, ক্লেশ উদগত, কর্ম উদগত। তাঁর এই উদগতসমূহ বিদ্যমান নেই, বিদ্যমান থাকে না, জাগ্রত হয় না, অনুভব হয় না বরং প্রহীন হয়, সমুচ্ছিন্ন হয়, উপশান্ত হয়, প্রশান্ত হয়, পুনরুৎপত্তিহীন হয় এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে—তাঁর কোনো উদ্গাত নেই (তস্স নো সন্তি উস্সদা)।

তাই তো ভগবান বলেছেন :

> "উপেকখকো সদা সতো, ন লোকে মঞ্ঞতে সমং।
> ন ৰিসেসী ন নীচেয্যো, তস্স নো সন্তি উস্সদা"তি॥

৯১. যস্স নিস্সযতা নত্থি, ঞত্বা ধম্মং অনিস্সিতো।
ভৰায ৰিভৰায ৰা, তণ্হা যস্স ন ৰিজ্জতি॥

অনুবাদ : যাঁর কোনো নিশ্রয় নেই, ধর্ম জেনে যিনি অনিশ্রিত, ভবের প্রতি বা বিভবের প্রতি যাঁর কোনো তৃষ্ণা বিদ্যমান নেই।

যস্স নিস্সযতা নত্থীতি। "যস্স" বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। "নিশ্রয়" বলতে দুই প্রকার নিশ্রয়—তৃষ্ণা নিশ্রয় ও দৃষ্টি নিশ্রয়... ইহা তৃষ্ণা নিশ্রয়... ইহা দৃষ্টি নিশ্রয়। তাঁর তৃষ্ণা নিশ্রয় প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টি নিশ্রয় পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃষ্ণা নিশ্রয় প্রহীন হওয়ায়, দৃষ্টি নিশ্রয় পরিত্যক্ত হওয়ায় তাঁর এসবের প্রতি অধীনতা নেই, বিদ্যমান থাকে না, জাগ্রত হয় না, অনুভব হয়

না বরং প্রহীন হয়, সমুচ্ছিন্ন হয়, উপশান্ত হয়, প্রশমিত হয়, পুনরুৎপত্তিহীন হয় এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—যাঁর নিশ্রয় নেই (যস্স নিস্সযতা নত্থি)।

ঞত্বা ধম্মং অনিস্সিতোতি। "ঞত্বা" বলতে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে; "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে; "সকল সংস্কার দুঃখ"... "সকল সংস্কার অনাত্ম"... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" এটা জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে। "অনিশ্রিত হয়ে" (অনিস্সিতো) অর্থে নিশ্রয় দুই প্রকার—তৃষ্ণা নিশ্রয় ও দৃষ্টি নিশ্রয়... ইহা তৃষ্ণা নিশ্রয়... ইহা দৃষ্টি নিশ্রয়। তৃষ্ণা নিশ্রয় ত্যাগ করে, দৃষ্টি নিশ্রয় পরিত্যাগ করে চক্ষে নিশ্রয় না করে, শ্রোত্রে নিশ্রয় না করে, ঘ্রাণে নিশ্রয় না করে, জিহ্বায় নিশ্রয় না করে, কায়ে নিশ্রয় না করে, মনে নিশ্রয় না করে, রূপে নিশ্রয় না করে, শব্দে নিশ্রয় না করে, গন্ধে নিশ্রয় না করে, রসে নিশ্রয় না করে, স্পর্শে নিশ্রয় না করে, কুলে নিশ্রয় না করে, সংঘে নিশ্রয় না করে, আবাসে নিশ্রয় না করে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতধর্মে নিশ্রয় না করে, অসংলগ্ন হয়ে, অনুপগত হয়ে, অভিভূত না হয়ে, অধিমুক্ত না হয়ে নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে ধর্মকে জেনে, নিশ্রয় না করে (ঞত্বা ধম্মং অনিস্সিতো)।

ভৱায ৱিভৱায ৱা, তন্হা যস্স ন ৱিজ্জতীতি। "তৃষ্ণা" **(তন্হা)** বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। **"যস্স"** বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। **"ভৱায"** বলতে ভবদৃষ্টিতে, **"ৱিভৱায"** বলতে বিভবদৃষ্টিতে; **"ভৱায"** বলতে শাশ্বতদৃষ্টিতে, **"ৱিভৱায"** বলতে উচ্ছেদদৃষ্টিতে; **"ভৱায"** বলতে পুনঃপুন ভবে, পুনঃপুন উৎপত্তিতে, পুনঃপুন প্রতিসন্ধিতে, পুনঃপুন আত্মভাব উৎপাদনে। যাঁর তৃষ্ণা নেই, বিদ্যমান থাকে না, অবিদ্যমান ও উপলব্ধি হয় না; বরং প্রহীন হয়, সমুচ্ছিন্ন হয়, উপশান্ত হয়, প্রশান্ত হয়, প্রশমিত হয়, পুনরুৎপত্তিহীন হয় এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। এ অর্থে ভব ও বিভবে যাঁর তৃষ্ণা থাকে না **(ভৱায ৱিভৱায ৱা তন্হা যস্স ন ৱিজ্জতি)**।

তাই ভগবান বলেছেন :

"যস্স নিস্সযতা নত্থি, ঞত্বা ধম্মং অনিস্সিতো।
ভৱায ৱিভৱায ৱা, তন্হা যস্স ন ৱিজ্জতী"তি॥

৯২. তং ব্রূমি উপসন্তোতি, কামেসু অনপেক্খিনং।
গন্থা তস্স ন ৰিজ্জন্তি, অতরী সো ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : যিনি কামে নিরপেক্ষ, তাঁকে আমি উপশান্ত বলি। যাঁর কোনো গ্রন্থি বিদ্যমান নেই, সেই ব্যক্তি তৃষ্ণা অতিক্রমকারী।

তং ব্রূমি উপসন্তোতি। যিনি উপশান্ত, প্রশান্ত, নির্বাপিত, প্রশমিত তাকেই (আমি) কথায় প্রকাশ করি, প্রচার করি, ভাষণ করি, বর্ণনা করি, ব্যাখ্যা করি—তং ব্রূমি উপসন্তেতি।

কামেসু অনপেক্খিনন্তি। "কাম" বলতে দুই প্রকার কাম—বস্তুকাম ও ক্লেশকাম... ইহাকে বলা হয় বস্তুকাম... ইহাকে বলা হয় ক্লেশকাম। বস্তুকাম পরিজ্ঞাত হয়ে, ক্লেশকাম প্রহীন, ত্যাগ, বিদূরীত, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশসাধন করে কামে নিরপেক্ষ, কামহীন, কামবর্জিত, কামত্যক্ত, কামমুক্ত, কামপ্রহীন ও কামপরিত্যক্ত হন। এভাবে কামে আসক্তিহীন, আসক্তিবিমুক্ত, আসক্তিত্যক্ত, আসক্তিমুক্ত, আসক্তিপ্রহীন, আসক্তিপরিত্যক্ত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষী, নির্বাপিত, শীতলতাপ্রাপ্ত হয়ে স্বয়ং ব্রহ্ম সদৃশ সুখ অবস্থান করেন—**কামেসু অনপেক্খিনং**।

গন্থাতস্স ন ৰিজ্জন্তীতি। "গ্রন্থি" (গন্থা) বলতে চার প্রকার গ্রন্থি—অভিধ্যা গ্রন্থি, ব্যাপাদ গ্রন্থি, শীলব্রতপরামর্শ গ্রন্থি, আত্মানুবাদ গ্রন্থি। স্বীয় মিথ্যাদৃষ্টিজাত আসক্তিই অভিধ্যা গ্রন্থি; পরের কথায় আঘাত পেয়ে রেগে যাওয়াই ব্যাপাদ গ্রন্থি; নিজের শীল, ব্রত বা শীলব্রতকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে রাখাই শীলব্রত-পরামর্শ গ্রন্থি; নিজের দৃষ্টি বা মতবাদই আত্মবাদ গ্রন্থি। "তাঁর" **(তস্স)** বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। **গন্থা তস্স ন ৰিজ্জন্তী**তি। তাঁর গ্রন্থিসমূহ বিদ্যমান নেই, বিদ্যমান থাকে না, অবিদ্যমান এবং উপলব্ধি হয় না বরং প্রহীন হয়, সমুচ্ছিন্ন হয়, উপশান্ত হয়, প্রশান্ত হয়, প্রশমিত হয়, পুনরুৎপত্তিহীন হয় এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। এ অর্থে তাঁর গ্রন্থি বিদ্যমান নেই **(গন্থা তস্স ন ৰিজ্জন্তি)**।

অতরী সো ৰিসত্তিকন্তি। 'আসক্তি' **(ৰিসত্তিকা)** তৃষ্ণাকে বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। **ৰিসত্তিকা**তি। কোন অর্থে তৃষ্ণা? তৃষ্ণা বলে তৃষ্ণা, বিশাল বলে তৃষ্ণা, আসক্তি বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত হয় বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা করে বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। অথবা সেই বিশাল তৃষ্ণা রূপে... শব্দে... গন্ধে... রসে... স্পর্শে... কুলে... গণে... আবাসে... এবং দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মসমূহে তৃষ্ণা বিস্তৃত বলেই

তৃষ্ণা।

অতরী সো ৰিসত্তিকন্তি। তিনি এই আসক্তি-তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেছেন, উত্তীর্ণ হয়েছেন, পার হয়েছেন, সমতিক্রম করেছেন এবং অতিবাহিত বা জয় করেছেন, তিনি আসক্তি বা তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেছেন (অতরী সো ৰিসত্তিকং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"তং ব্রূমি উপসন্তোতি, কামেসু অনপেকিখনং।
গন্থা তস্স ন ৰিজ্জন্তি, অতরী সো ৰিসত্তিক"ন্তি॥

৯৩. ন তস্স পুত্তা পসৰো, খেত্তং ৰত্থুঞ্চ ৰিজ্জতি।
অত্তা ৰাপি নিরত্তা ৰা, ন তস্মিং উপলব্ভতি॥

অনুবাদ : তাঁর পুত্র, পশু, ক্ষেত্র ও বাস্তু (জায়গা) কিছুই নেই। আত্মা বা নিরাত্মা তাঁর কিছুই উপলব্ধ বা অনুভব হয় না।

ন তস্স পুত্তা পসৰো, খেত্তং ৰত্থুঞ্চ ৰিজ্জতীতি। "নেই" (ন) বলতে প্রতিক্ষেপন (বা অস্বীকারকরণ)। "তাঁর" (তস্স) অর্থে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। "পুত্র" (পুত্তা) বলতে চার প্রকার পুত্র; যথা : ১) আত্মজ পুত্র (স্বীয় ঔরসজাত পুত্র), ২) ক্ষেত্রজ পুত্র,[১] ৩) দত্তক পুত্র (প্রদত্ত বা পালিত পুত্র) এবং ৪) শিষ্যরূপ পুত্র[২]। "পশু" (পসৰো) বলতে ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, (মুরগি), শূকর, হস্তি, গরু, অশ্ব, ঘোটকী। "ক্ষেত্র" **(খেত্তং)** অর্থে শালিক্ষেত্র (শালিধান্য), শস্যক্ষেত্র, মুগক্ষেত্র (ডালক্ষেত্র), মাষক্ষেত্র (এক প্রকার শিম জাতীয় ফসল), যবক্ষেত্র (গমক্ষেত্র), গোধুমক্ষেত্র (গমশস্য), তিলক্ষেত্র। "বাস্তু" **(ৰত্থুং)** বলতে বাস্তুভিটা, প্রকোষ্ঠবস্তু, পূর্বদিকস্থ বাস্তু, পশ্চিমদিকস্থ বাস্তু, আরাম বাস্তু (বাগান), বিহারবাস্তু। **ন তস্স পুত্তা পসৰো, খেত্তং ৰত্থুঞ্চ ৰিজ্জতী**তি। তাঁর পুত্রপরিগ্রহ (পুত্র অধিকারভুক্ত), পশুপরিগ্রহ, ক্ষেত্রপরিগ্রহ বা বাস্তুপরিগ্রহ নেই, অবিদ্যমান, অনুপস্থিত এমনকি উপলব্ধও হয় না। (অধিকন্তু, সেগুলো তাঁর) প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। এ অর্থে ক্ষেত্র এবং বাস্তু কিছুই বিদ্যমান নেই **(ন তস্স পুত্তা পসৰো, খেত্তং ৰত্থুঞ্চ ৰিজ্জতি)**।

---

[১] যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে যে পুত্রসন্তান জন্ম দেয় সেই পুত্রসন্তানকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়।

[২] যে গুরু যেই শিষ্যকে পুত্রস্নেহে নিজগৃহে বাস করিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, সেই পুত্রকে শিষ্যরূপ পুত্র বলা হয়।

অত্তা ৰাপি নিরত্তা ৰা, ন তস্মিং উপলব্ভতীতি। "আত্মা" (অত্তা) বলতে আত্মানুদৃষ্টি। "নিরাত্মা" (নিরত্তা) অর্থে উচ্ছেদদৃষ্টি। "আত্মা" বলে গৃহীত হয় না; "নিরাত্মা" বলে মোচনীয় থাকে না। যাঁর গৃহীত হয় না, তাঁর ত্যাগযোগ্যও থাকে না। যাঁর ত্যাগযোগ্য থাকে না তাঁর গৃহীতও হয় না। অর্হৎগণ গ্রহণ এবং ত্যাগকে সমতিক্রম করে বৃদ্ধি ও পরিহানি বিজয়ী হন। তিনি উত্থিত-আবাস, মার্জিত-স্বভাবী (চিণ্ণচরণো) ... জন্ম-মৃত্যু-সংসার (বিজিত) এবং তাঁর আর পুনর্জন্ম নেই—আত্মা বা নিরাত্মা তাঁর কিছুই উপলব্ধ বা অনুভব হয় না **(অত্তা ৰাপি নিরত্তা ৰা, ন তস্মিং উপলব্ভতি)**।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''ন তস্স পুত্তা পসৰো, খেত্তং ৰত্থুঞ্চ ৰিজ্জতি।
> অত্তা ৰাপি নিরত্তা ৰা, ন তস্মিং উপলব্ভতী''তি॥

৯৪. যেন নং ৰজ্জুং পুথুজ্জনা, অথো সমণব্রাহ্মণা।
তং তস্স অপুরক্খতং, তস্মা ৰাদেসু নেজতি॥

অনুবাদ : পৃথগ্‌জন (সাধারণ লোক) এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা যার দ্বারা তাঁকে দোষযুক্ত (পাপী) মনে করে থাকে; তা (সেই বিষয়) তাঁর ভক্তির বিষয় নয়, সে কারণে তিনি বাদানুবাদে উত্তেজিত হন না।

যেন নং ৰজ্জুং পুথুজ্জনা, অথো সমণব্রাহ্মণাতি। "পৃথগ্‌জন" (পুথুজ্জনা) বলতে অপরাপর ক্লেশসমূহ উৎপন্ন করে বলে পৃথগ্‌জন, অপরাপর সৎকায়দৃষ্টি বিহত (বিনষ্ট) হয়নি বলে পৃথগ্‌জন, অপরাপর শিক্ষকের তোশামোদকারী **(সত্থারানং মুখুল্লোকিকা)** বলে পৃথগ্‌জন, অপরাপর সর্বগতি হতে অনুত্থিত বলে পৃথগ্‌জন, অপরাপর নানাভিসংস্কারসমূহ পুনঃ সংস্কার করে বলে পৃথগ্‌জন, অপরাপর নানা-ওঘসমূহের দ্বারা নীত হয় বলে পৃথগ্‌জন, অপরাপর নানা-সন্তাপের দ্বারা সন্তাপিত হয় বলে পৃথগ্‌জন, অপরাপর নানা-পরিলাহ (পরিদাহ) দ্বারা পরিদগ্ধ হয় বলে পৃথগ্‌জন, অপরাপর পঞ্চকামগুণে রঞ্জিত, লালায়িত, জড়িত, মূর্ছিত, অনুরক্ত, লগ্ন, সংলগ্ন ও আবদ্ধ বলে পৃথগ্‌জন, অপরাপর পঞ্চনীবরনের দ্বারা আবৃত, নিবৃত (বা দৃঢ়ীকৃত), রুদ্ধ, আচ্ছাদিত, প্রতিচ্ছন্ন এবং আবরিত বলে পৃথগ্‌জন। "শ্রমণগণ" (সামণা) বলতে যারা এই বুদ্ধশাসনের বাইরে পরিব্রাজককুলে উপগত, পরিব্রাজককুলে সমাপন্ন (বা প্রবিষ্ট)। "ব্রাহ্মণগণ" (ব্রাহ্মণা) অর্থে

যারা ভোবাদী[১]। **যেন নং ৰজ্জুং পুথুজ্জনা, অথো সমণব্রাহ্মণা**তি। পৃথগ্জনেরা রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা এবং অনুশয় দ্বারা বশীভূত হয়ে তাঁকে এরূপ বলতে পারে—আপনি উত্তেজিত, দুষ্ট, মূর্খ, আবদ্ধ, পরামৃষ্ট (সংস্পৃষ্ট), বিক্ষেপগত (চঞ্চল), অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (অর্হৎ নয়), থামগত অথবা আপনার অভিসংস্কারসমূহ প্রহীন হয়েছে। অভিসংস্কারসমূহের প্রহীন হওয়ায় গতি নির্দিষ্ট করে তাঁকে এরূপ বলতে পারে—আপনি নৈরয়িক, তির্যক, প্রেত, মনুষ্য, দেব, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী বা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী। সেই হেতু, প্রত্যয় ও কারণ অবিদ্যমান; যার দ্বারা তাকে বলতে পারে, বিবৃত করতে পারে, ভাষণ করতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে, প্রকাশ বা বর্ণনা করতে পারে। এ অর্থে পৃথগ্জন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা তাঁকে যে কারণে দোষযুক্ত মনে করে **(যেন নং ৰজ্জুং পুথুজ্জনা, অথো সমণব্রাহ্মণা)**।

তং তস্স অপুরকখতন্তি। "তাঁর" (তস্স) বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। "পুরেকখার" (রক্ষণ) অর্থে দুই প্রকার পুরেক্খার—১) তৃষ্ণা পুরেক্খার (তৃষ্ণা রক্ষণ), ২) দৃষ্টি পুরেক্খার (দৃষ্টি রক্ষণ)... ইহা তৃষ্ণা পুরেক্খার..পে... ইহা দৃষ্টি পুরেক্খার। তার তৃষ্ণা পুরেকখার প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টি পুরেক্খার পরিত্যক্ত হয়েছে। তৃষ্ণা পুরেক্খার প্রহীন ও দৃষ্টি পুরেক্খার পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনি তৃষ্ণা বা দৃষ্টিকে সম্মুখে রেখে বিচরণ করেন না; তৃষ্ণাধ্বজ, তৃষ্ণাকেতু, তৃষ্ণা-আধিপত্য (তৃষ্ণার উপর আধিপত্য বিস্তার), দৃষ্টিধ্বজ, দৃষ্টকেতু ও দৃষ্টাধিপত্য (দৃষ্টির উপর আধিপত্য বিস্তার) করে বিচরণ করেন না; এবং তৃষ্ণা বা দৃষ্টিতে পরিবেষ্টিত হয়ে বিচরণ করেন না—তা তাঁর সম্মুখে অরক্ষিত **(তং তস্স অপুরকখতং)**।

তস্মা ৰাদেসু নেজতীতি। "সে কারণে" (তস্মা) বলতে তদ্ধেতু, সেই কারণে, সেই হেতুতে, সেই প্রত্যয়ে এবং সেই নিদানে বাদানুবাদ ও উপবাদসমূহে নিন্দা, তিরস্কার, অকীর্তি (অগৌরব) ও অপবাদকারীর দ্বারা উত্তেজিত হন না, বিচলিত হন না, আলোড়িত হন না, কম্পিত হন না, প্রকম্পিত হন না এবং সম্প্রকম্পিত (প্রচণ্ডরূপে কম্পিত) হন না—সে কারণে তিনি বাদানুবাদে উত্তেজিত হন না (তস্মা ৰাদেসু নেজতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

---

[১] ব্রহ্মণেরা তাদের পরস্পরের মধ্যে নিজ হতে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করলে "ভো (হে, ওহে)" বলে সম্বোধন করে থাকে, তদ্ধেতু তাদের "ভোবাদিন" বা "ভাবাদী" বলা হয়ে থাকে (যেমন—ভো ব্রাহ্মণ,)।

‘‘যেন নং ৰজ্জুং পুথুজ্জনা, অথো সমণব্রাহ্মণা।
তং তস্স অপুরকখতং, তস্মা ৰাদেসু নেজতী’’তি॥

**৯৫. ৰীতগেধো অমচ্ছরী, ন উস্সেসু ৰদতে মুনি।
ন সমেসু ন ওমেসু, কপ্পং নেতি অকপ্পিযো॥**

অনুবাদ : বীতলোভ, মাৎসর্যহীন মুনি নিজেকে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, সমশ্রেণীভুক্ত কিংবা নিম্ন শ্রেণীভুক্তও বলে বা মনে করেন না (এবং) তিনি কল্প ও অকল্পকে গ্রহণ করেন না।

ৰীতগেধো অমচ্ছরীতি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর সেই আসক্তি প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধ, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে বলা হয় বীতরাগী। তিনি রূপের প্রতি অনাসক্ত... দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মসমূহের প্রতি অনাসক্ত, অনাবদ্ধ, অমূর্ছিত, নিষ্কলঙ্ক, আসক্তিহীন, আসক্তিবিগত, আসক্তিবর্জিত, আসক্তিপরিত্যক্ত, আসক্তিমুক্ত, আসক্তিপ্রহীন, আসক্তি অপসারিত, বীতরাগী, বিগতরাগী, রাগ বর্জনকারী, রাগ পরিত্যাক্তকারী, মুক্তরাগী, রাগ অপসারণকারী, রাগ পরিত্যাগকারী হয়ে মুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত (শান্তভাবপ্রাপ্ত) এবং সুখ অনুভবকারী হয়ে নিজেই ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন—বীতরাগী। **অমচ্ছরী**তি। “মাৎসর্য” (মচ্ছরিযং) পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—১) আবাস-মাৎসর্য, ২) কুল-মাৎসর্য, ৩) লাভ-মাৎসর্য, ৪) বর্ণ-মাৎসর্য ও ৫) ধর্ম-মাৎসর্য। যা এরূপ... ও মনের গৃহীতভাব—একে মাৎসর্য বলা হয়। যাঁর এই মাৎসর্য প্রহীন, সমুৎচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে বলা হয় মাৎসর্যহীন—বীতরাগী, মাৎসর্যহীন (ৰীতগেধো অমচ্ছরী)।

ন উস্সেসু ৰদতে মুনি, ন সমেসু ন ওমেসুতি। **মুনী**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। “আমি শ্রেয়”, “আমি সদৃশ” বা “আমি হীন” এরূপ বলেন না, ভাষণ করেন না, ব্যাখ্যা করেন না, বর্ণনা প্রকাশ করেন না। এ অর্থে তিনি নিজেকে শ্রেয়, সমান ও হীন মনে করে না (ন উস্সেসু ৰদতে মুনি, ন সমেসু ন ওমেসু)।

কপ্পং নেতি অকপ্পিযোতি। “কপ্প” বলতে দুই প্রকার কম্পন—তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন... এটা তৃষ্ণাকম্পন... এটা দৃষ্টিকম্পন । তাঁর তৃষ্ণাকম্পন

প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টিকম্পন পরিত্যক্ত হয়েছে; তৃষ্ণাকম্পন প্রহীন হওয়ায় ও দৃষ্টিকম্পন পরিত্যাগ হওয়ায় তৃষ্ণাকম্পন বা দৃষ্টিকম্পনে চালিত হন না, উপনীত হন না, তা গ্রহণ করেন না, ধারণ করেন না, অভিনিবেশ করেন না। এ অর্থে কম্পনে চালিত হন না। **অকপ্পিযো**তি। "কপ্প" বলতে দুই প্রকার কম্পনে—তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন... এটা তৃষ্ণাকম্পন... এটা দৃষ্টিকম্পন। তাঁর তৃষ্ণাকম্পন প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টিকম্পন পরিত্যক্ত হয়েছে; তৃষ্ণাকম্পনের প্রহীন হওয়ায় তৃষ্ণাকম্পন বা দৃষ্টিকম্পনের কল্পনা করেন না, জন্ম দেন না, সঞ্জানন করেন না, উৎপন্ন করেন না, উৎপাদন করেন না—**কপ্পং নেতি অকপ্পিযো**।

তাই ভগবান বলেছেন :

''ৰীতগেধো অমচ্ছরী, ন উস্সেসু ৰদতে মুনি।
ন সমেসু ন ওমেসু, কপ্পং নেতি অকপ্পিযো''তি॥

৯৬. যস্স লোকে সকং নত্থি, অসতা চ ন সোচতি।
ধম্মেসু চ ন গচ্ছতি, স ৰে সন্তোতি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : এই জগতে নিজের বলে যার বা অর্হতের কোনো কিছু নেই নিতি বিপরিণত বিষয় নিয়ে অনুশোচনা করেন না এবং বিভিন্ন ধর্মের মতানুসরণ করেন না। তিনি "শান্ত" বলে বিবেচিত হন।

যস্স লোকে সকং নত্থীতি। "তস্স" বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। **লোকে সকং নত্থী**তি। তাঁর "ইহা আমার, ইহা অপরের" (সম্বন্ধীয়) যা কিছু রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত বিষয় গৃহীত, পরামৃষ্ট (সংস্পৃষ্ট), অভিনিবিষ্ট, অধিমুক্ত (বা দৃঢ় সংকল্পিত) নেই, থাকে না... এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—জগতে নিজের বলে যাঁর কিছু নেই **(যস্স লোকে সকং নত্থি)**। **অসতা চ ন সোচতী**তি। বিপরিণত বিষয়কে নিয়ে অনুশোচনা করেন না, বিপরিণত বিষয়ে অনুশোচনা করেন না। "আমার চক্ষু বিপরিণত" এরূপে অনুশোচনা করেন না; "আমার শ্রোত্র... আমার ঘ্রাণ... আমার জিহ্বা... আমার কায়... আমার মন... আমার রূপ... আমার শব্দ... আমার গন্ধ... আমার রস... আমার স্পর্শ... আমার কুল... আমার গণ... আমার আবাস... আমার লাভ... আমার যশ... আমার প্রশংসা... আমার সুখ... আমার চীবর... আমার পিণ্ডপাত... আমার শয়নাসন... আমার ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার... আমার মাতা... আমার পিতা... আমার ভ্রাতা... আমার ভগ্নি... আমার পুত্র... আমার কন্যা... আমার মিত্র... আমার সহচর...

আমার জ্ঞাতি... এবং আমার সগোত্র বিপরিণত” এরূপে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত হন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না। এভাবে অমনোজ্ঞ বিষয় নিয়ে অনুশোচনা করে না।

অথবা অমনোজ্ঞ দুঃখবেদনায় স্পৃষ্ট, পীড়িত, আচ্ছাদিত ও সমন্নাগত হয়ে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত হন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না। চক্ষুরোগে স্পৃষ্ট, পীড়িত, আচ্ছাদিত ও সমন্নাগত হয়ে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত হন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না; শ্রোত্ররোগে... ঘ্রাণরোগে... জিহ্বারোগে... কায়রোগে... শিররোগে... কর্ণরোগে... মুখরোগে... দন্তরোগে... কাশিরোগে... নাসিকারোগে... দাহরোগে... জ্বরে... কুক্ষিরোগে... মূর্ছায়... রক্তামাশয়ে... শূলরোগে... কলেরায়... কুষ্ঠরোগে... গণ্ডরোগে (পোড়া)... খোঁচপাচড়ায়... ক্ষয়রোগে... মৃগীরোগে (অপমারেন)... দাউদরোগে... চুলকানিতে... চর্মরোগে... রখসায় (নখের একপ্রকার রোগ)... সুড়সুড়ানিতে... লোহিতপিত্তরোগে... মধুমেহতে (শর্করাযুক্ত বহুমূত্ররোগ)... অর্শ্বরোগে... গুটিবসন্তে... সন্নিপাতরোগে... পিত্তসমুত্থানজনিত রোগে... শ্লেষ্মাসমুত্থানজনিত রোগে... বায়ুসমুত্থানজনিত রোগে... সন্নিপাতিকরোগে... ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগে... বিষম পরিহারজে (বা দুর্দশায়)... খিঁচুনিরোগে (ওপক্কমিকেন)... কর্মবিপাকজনিত রোগে... শীতে... উষ্ণতায়... ক্ষুধায়... পিপাসায়... মলে... মুত্রে... ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দ্বারা স্পৃষ্ট, পীড়িত, আচ্ছাদিত ও সমন্নাগত হয়ে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত হন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না। এভাবে অমনোজ্ঞ বিষয় নিয়ে অনুশোচনা করে না।

অথবা অবর্তমান, অবিদ্যমান ও অনুপলব্ধ বিষয়ে—“অহো, আমার সেই ব্রত আমার সেই ব্রত আছে, আমি সেই ব্রত লাভ করছি না!” এরূপে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত হন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না। এভাবে অমনোজ্ঞ বিষয় নিয়ে অনুশোচনা করে না।

“ধম্মেসু চ ন গচ্ছতি” বলতে ছন্দগতিতে গমন করেন না, দোষগতিতে গমন করেন না, মোহগতিতে গমন করেন না, ভয়গতিতে গমন করেন না, রাগবশে গমন করেন না, দোষবশে গমন করেন না, মোহবশে গমন করেন

না, মানবশে গমন করেন না, দৃষ্টিবশে গমন করেন না, ঔদ্ধত্যবশে গমন করেন না, বিচিকিৎসাবশে গমন করে না, অনুশয়বশে গমন করেন না এবং বর্গধর্মে (তীর্থিয় ধর্মে) চালিত হন না, নীত হন না, পরিচালিত হন না—ধর্মসমূহে গমন করেন না **(ধম্মেসু চ ন গচ্ছতি)**।

স ৰে সন্তোতি ৰুচ্চতীতি। তাঁকে শান্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, নিবৃত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধ বলে বলা হয়, বলে, ভাষণ করা হয়, বর্ণনা করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়, প্রকাশ করা হয়। এ অর্থে তাঁকে 'শান্ত' বলা হয় **(স ৰে সন্তোতি ৰুচ্চতি)**।

তাই ভগবান বলেছেন :

"যস্স লোকে সকং নত্থি, অসতা চ ন সোচতি।
ধম্মেসু চ ন গচ্ছতি, স ৰে সন্তোতি ৰুচ্চতী"তি॥
[পূরাভেদ সুত্র বর্ণনা দশম]

১১. কলহ-বিবাদ সুত্র বর্ণনা

অতঃপর কলহ-বিবাদ সুত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

৯৭. কুতোপহূতা কলহা ৰিৰাদা, পরিদেৰসোকা সহমচ্ছরা চ।
মানাতিমানা সহপেসুণা চ, কুতোপহূতা তে তদিঙ্ঘ ব্রূহি॥

অনুবাদ : কোথা হতে কলহ, বিবাদ, পরিদেবন, শোক, মাৎসর্য, গর্ব, আত্মপ্রশংসা, পৈশুন্য ইত্যাদির সৃষ্টি হয়, দয়া করে তা প্রকাশ করুন।

কুতোপহূতা কলহা ৰিৰাদাতি। "কলহ" অর্থে এক প্রকারে কলহ, বিবাদও সেরূপ। যা কলহ তা-ই বিবাদ, যা বিবাদ তা-ই কলহ। অথবা কলহের পূর্বাবস্থার বিবাদকে অন্য প্রকারে বিবাদ বলা হয়। রাজা রাজার সাথে বিবাদ করে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে বিবাদ করে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে, মা ছেলের সাথে, ছেলে মায়ের সাথে, পিতা পুত্রের সাথে, পুত্র পিতার সাথে, ভাই ভাইয়ের সাথে, বোন বোনের সাথে, ভাই বোনের সাথে, বোন ভাইয়ের সাথে, বন্ধু বন্ধুর সাথে বিবাদ করে, ইহাই বিবাদ। কলহ কী? আগারিক অভিযুক্ত হলে কায়, বাক্য দ্বারা কলহ করে, প্রব্রজিত আপত্তিগ্রস্ত হলে কায়, বাক্য দ্বারা কলহ করে, এটাই বিবাদ। কলহ কিরূপ? আগারিকেরা দণ্ড উত্তোলন করে কায় ও বাক্য দ্বারা কলহ করে, প্রব্রজিতরা আপত্তিপ্রাপ্ত হলে কায় এবং বাক্য দ্বারা কলহ করে, ইহাই কলহ।

কুতোপহূতা কলহা ৰিৰাদাতি। কলহ ও বিবাদ কোথা হতে উৎপন্ন হয়,

কোথা হতে জাত হয়, কোথা হতে সঞ্জাত হয়, কোথা হতে উৎপত্তি হয়, কোথা হথে উদ্ভব হয়, কোথা হতে প্রাদুর্ভূত হয়? এবং তাদের নিদান কী, সমুদয় কী ও উদ্ভব কী? এরূপে কলহ এবং বিবাদের মূল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, হেতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, নিদান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, উৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, প্রভব (উৎস) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, সমুত্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, আহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, আলম্বন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, প্রত্যয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, সমুদয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, যাচঞা করা, প্রার্থনা করা, অনুগ্রহ করা—কুতোপহূতা কলহা ৰিৰাদা।

পরিদেৰসোকা সহমচ্ছরা চাতি। "পরিদেবন" (পরিদেৰো) অর্থে জ্ঞাতিব্যসনে (জ্ঞাতি-বিয়োগে) স্পৃষ্ট, ভোগব্যসনে স্পৃষ্ট, রোগব্যসনে স্পৃষ্ট, শীলব্যসনে (শীল লঙ্ঘনে) স্পৃষ্ট, দৃষ্টিব্যসনে স্পৃষ্ট, অন্যতর অন্যতরব্যসনে সমন্নাগত এবং অন্যতর অন্যতর দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির শোক (আদেৰো), পরিদেবন, অনুশোচনা, বিলাপ (পরিদেৰনা), খেদ, অনুতাপযুক্ত বাক্য, প্রলাপ, বিপ্রলাপ, ক্রন্দন, খেদোক্তি (লালপ্পাযনা) ও বিলাপকরণ (লালপ্পাযিতত্তং)। "শোক" (সোকো) বলতে জ্ঞাতিব্যসনে (জ্ঞাতি-বিয়োগে) স্পৃষ্ট, ভোগব্যসনে স্পৃষ্ট, রোগব্যসনে স্পৃষ্ট, শীলব্যসনে (শীল লঙ্ঘনে) স্পৃষ্ট, দৃষ্টিব্যসনে স্পৃষ্ট, অন্যতর অন্যতর ব্যসনে সমন্নাগত এবং অন্যতর অন্যতর দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির শোক, পরিদেবন, অনুশোচনা, অন্তঃশোক, অন্তঃপরিশোক, অন্তর্দাহ, অন্তঃপরিদাহ, চিত্তের পরিদাহ (চেতসো পরিজ্ঝাযনা) ও দৌর্মনস্য ও শোকশল্য। "মাৎসর্য" (মচ্ছরং) বলতে পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—১) আবাস-মাৎসর্য, ২) কুল-মাৎসর্য, ৩) লাভ-মাৎসর্য, ৪) বর্ণ-মাৎসর্য ও ৫) ধর্ম-মাৎসর্য। যা এরূপ মাৎসর্য, মাৎসর্যতা, স্বার্থপরতা, আত্মসর্বস্বতা, কদর্যতা (কৃপণতা), কৃপণস্বভাব (কটুকঞ্চুকতা) ও মনের গৃহীতভাব—একে মাৎসর্য বলা হয়। অধিকন্তু, স্কন্ধ-মাৎসর্যই মাৎসর্য, ধাতু-মাৎসর্যই মাৎসর্য এবং আয়তন-মাৎসর্যই মাৎসর্য বলে বিবেচিত, ইহাকে মাৎসর্য বলা হয়—**পরিদেৰসোকা সহমচ্ছরা চ**।

মানাতিমানা সহপেসুণা চাতি। "মান" এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) জাতি, গোত্র, কুলপুত্র, বর্ণসৌন্দর্য, ধন, অধ্যয়ন (শিক্ষা) কর্মায়তন, শিল্পায়তন (শিল্পবিদ্যা), বিদ্যাস্থান (অনুধ্যানের বিষয়), শ্রুত বিষয়, প্রতিভাণ এবং অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা অহংকার উৎপন্ন করে। "অতিমান (অতিমানো) বলতে এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) অপরকে জাতি, গোত্র... এবং অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা। "পরোক্ষে অপবাদ বা

পিশুনবাক্য” (পেসুঞ্ঞঞং) বলতে এক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি পিশুনভাষী হয়—এখান হতে শুনে ভেদ সৃষ্টির লক্ষে অমুক স্থানে বলে দেয়। অথবা অমুক স্থানে শুনে ভেদ সৃষ্টির জন্য তা অমুক অমুক স্থানে বলে দেয়। এভাবে ঐক্যবদ্ধদের বিভেদ সৃষ্টি করে (বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়), বিভক্তদের উৎসাহ প্রদান (বা ঐক্য করে না), দল বিভাগেচ্ছু, বর্গরত (বা দল বিভাগে ব্যগ্র), বর্গনন্দী (বা দল বিভাগে সন্তুষ্টি) ও বর্গ বিভক্তিকরণমূলক বাক্য ভাষণ করে—ইহাকে পরোক্ষে অপবাদ (পিশুনবাক্য) বলা হয়। অধিকন্তু, দুটি কারণে পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়—১) প্রিয় বা মনোজ্ঞ হওয়ার অভিলাষে, ২) ভেদ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। কিরূপে মনোজ্ঞ হওয়ার জন্য পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়? এর প্রিয় হবো, মনোজ্ঞ হবো, বিশ্বস্ত হবো, অন্তরঙ্গ বন্ধু (অব্ভন্তরিকো) হবো ও সুহৃদয় হবো। এভাবে প্রিয় বা মনোজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছায় পিশুন বাক্য ভাষণ করে থাকে। কিরূপে ভেদ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়? “এরা কীভাবে পৃথক হতে পারে, অনৈক্য হতে পারে, (অপর একটি) দল হতে পারে, দ্বিধা হতে পারে, দ্বিধা-বিভক্ত হতে পারে, দুই পক্ষ হতে পারে, (ঐক্যতা) ভঙ্গ হতে পারে, একত্রিত হতে না পারে এবং দুঃখে অবস্থান করতে পারে, সুখে নয়—এরূপে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষে পিশুনবাক্য ভাষণ করে থাকে—**মানাতিমানা সহপেসুণা চ**।

কুতোপহূতা তে তদিঙ্ঘ ব্রূহীতি। কলহ, বিবাদ, শোক, পরিদেব, মাৎসর্য, মান, অতিমান, পৈশুন্য এই আট ক্লেশ কোথা হতে উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত হয়, উৎপাদিত হয়, জন্ম হয় ও প্রাদুর্ভূত হয়? তাদের নিদান কী, সমুদয় কী, উদ্ভব কী এবং প্রভব কী? এই আট প্রকার ক্লেশের মূল, হেতু, নিদান, উৎস, বুৎপত্তি, প্রভব (বা আদি কারণ), আহার, আলম্বন, প্রত্যয় ও সমুদয় জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, যাচঞা করা, প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা করা, প্রসাদিত বা শোধন করা—কুতো পহূত তে তদিঙ্ঘং ব্রূহীতি। “ইঙ্ঘ ব্রূহি” অর্থে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিবৃত করুন, বিভাজন করুন, উদ্ঘাটন করুন, প্রকাশ করুন—**কুতোপহূতা তে তদিঙ্ঘ ব্রূহি**।

তাই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

‘‘কুতোপহূতা কলহা ৰিৰাদা, পরিদেৰসোকা সহমচ্ছরা চ।
মানাতিমানা সহপেসুণা চ, কুতোপহূতা তে তদিঙ্ঘ ব্রূহী’’তি॥

৯৮. পিযপ্পহূতা কলহা ৰিৰাদা, পরিদেৰসোকা সহমচ্ছরা চ।
মানাতিমানা সহপেসুণা চ, মচ্ছেরযুত্তাকলহা ৰিৰাদা।

ৰিৰাদজাতেসু চ পেসুণানি॥

অনুবাদ : প্রিয়বস্তু হতে কলহ, বিবাদ, পরিদেবন, শোক, মাৎসর্য, মান, অতিমান, পৈশুন্য ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। কলহ ও বিবাদ, মাৎসর্যে যুক্ত হয়। বিবাদ হতে পৈশুন্যের জন্ম হয়।

পিযপ্পহূতা কলহা ৰিৰাদা, পরিদেৰসোকা সহমচ্ছরা চাতি। "প্রিয়" (পিযা) বলতে দ্বিবিধ প্রিয়—সত্ত্ব-প্রিয় ও সংস্কার-প্রিয়। সত্ত্ব-প্রিয় কিরূপ? ইহজগতে যার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি অথবা রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতি অর্থকামী, হিতকামী, মঙ্গলকামী ও মুক্তিকামী হয়—এরাই সত্ত্ব-প্রিয়। সংস্কার-প্রিয় কিরূপ? মনোজ্ঞ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এগুলো সংস্কার-প্রিয়।

প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদের ভয়ে কলহ করে, বিচ্ছেদকালে কলহ করে, বিচ্ছেদ হলে কলহ করে। প্রিয় বস্তুর বিপরিণামের ভয়ে কলহ করে, বিপরিণামের সময় কলহ করে, বিপরিণত হলে কলহ করে। প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদের ভয়ে বিবাদ করে। প্রিয় বস্তুর বিপরিণামের ভয়ে বিবাদ করে, বিপরিণামের সময় বিবাদ করে, বিপরিণত হলে বিবাদ করে। প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদের ভয়ে বিলাপ করে, বিচ্ছেদকালে বিলাপ করে, বিচ্ছেদ হলে বিলাপ করে। প্রিয় বস্তুর বিপরিণামের ভয়ে বিলাপ করে, বিপরিণামের সময় বিলাপ করে, বিপরিণত হলে বিলাপ করে। প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদের ভয়ে শোক করে, বিচ্ছেদকালে শোক করে, বিচ্ছেদ হলে শোক করে। প্রিয় বস্তুর বিপরিণামের ভয়ে শোক করে, বিপরিণামের সময় শোক করে, বিপরিণত হলে শোক করে। প্রিয় বস্তুকে রক্ষা করে, গোপন রাখে, পরিগ্রহণ করে, আসক্তি করে, মাৎসর্য করে।

মানাতিমানা সহপেসুণা চাতি। প্রিয় বস্তুকে নির্ভয় করে মান উৎপন্ন করে, প্রিয় বস্তুকে নির্ভর করে অতিমান উৎপন্ন করে। কীভাবে প্রিয় বস্তুকে নির্ভর করে মান উৎপন্ন করে? আমরা মনোজ্ঞ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শলাভী। এভাবে প্রিয় বস্তুকে নির্ভর করে মান উৎপন্ন করে। কীভাবে প্রিয় বস্তকে নির্ভর করে অতিমান উৎপন্ন করে? আমরা মনোজ্ঞ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শলাভী, কিন্তু এরা মনোজ্ঞ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শলাভী নয়। এভাবে প্রিয়বস্তুকে নির্ভর করে অতিমান উৎপন্ন করে। "পরোক্ষে অপবাদ বা পিশুনবাক্য" (পেসুঞ্ঞং) বলতে এক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি পিশুনভাষী হয়, এখান হতে শুনে ভেদ সৃষ্টির লক্ষে অমুক স্থানে বলে দেয়... এরূপে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষে পিশুনবাক্য ভাষণ করে থাকে... মানাতিমানা সহপেসুণা

চ।

মচ্ছেরযুত্তা কলহা ৰিৰাদাতি। কলহ, বিবাদ, পরিদেবন, শোক, মান, অতিমান, পৈশুন্য—এই সাত প্রকার ক্লেশ-মাৎসর্যে যুক্ত, প্রযুক্ত, প্রবিষ্ট, সংযুক্ত—মচ্ছেরযুত্তা কলহা ৰিৰাদা।

ৰিৰাদজাতেসুচ পেসুণানীতি। বিবাদ জাত, সঞ্জাত, জন্ম, উৎপন্ন ও আবির্ভূত হলে পৈশুন্যের সৃষ্টি হয়; এখান হতে শুনে ভেদ সৃষ্টির লক্ষে অমুক স্থানে বলে দেয়; অথবা অমুক স্থানে শুনে ভেদ সৃষ্টির জন্য তা অমুক অমুক স্থানে বলে দেয়। এভাবে ঐক্যবদ্ধদের বিভেদ সৃষ্টি করে (বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়), বিভক্তদের উৎসাহ প্রদান (বা ঐক্য করে না), দল বিভাগেচ্ছু, বর্গরত (বা দল বিভাগে ব্যগ্র), বর্গনন্দী (বা দল বিভাগে সন্তুষ্টি) ও বর্গ বিভক্তিকরণমূলক বাক্য ভাষণ করে, ইহাকে পরোক্ষে অপবাদ (পিশুনবাক্য) বলা হয়। অধিকন্তু, দুটি কারণে পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়—১) প্রিয় বা মনোজ্ঞ হওয়ার অভিলাষে, ২) ভেদ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। কিরূপে মনোজ্ঞ হওয়ার জন্য পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়? এর প্রিয় হবো, মনোজ্ঞ হবো, বিশ্বস্ত হবো, অন্তরঙ্গ বন্ধু (**অব্ভন্তরিকো**) হবো ও সুহৃদয় হবো। এভাবে প্রিয় বা মনোজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছায় পিশুন বাক্য ভাষণ করে থাকে। কিরূপে ভেদ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়? "এরা কীভাবে পৃথক হতে পারে, অনৈক্য হতে পারে, (অপর একটি) দল হতে পারে, দ্বিধা হতে পারে, দ্বিধা-বিভক্ত হতে পারে, দুই পক্ষ হতে পারে, (ঐক্য) ভঙ্গ হতে পারে, একত্রিত হতে না পারে এবং দুঃখে অবস্থান করতে পারে সুখে নয়—এরূপে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষে পিশুনবাক্য ভাষণ করে থাকে—ৰিৰাদজাতেসু চ পেসুণানি।

তাই ভগবান বলেছেন :

> "পিযপ্পহূতা কলহা ৰিৰাদা, পরিদেৰসোকা সহমচ্ছরা চ।
> মানাতিমানা সহপেসুণা চ, মচ্ছেরযুত্তা কলহা ৰিৰাদা।
> ৰিৰাদজাতেসু চ পেসুণানী"তি॥

> **৯৯. পিযাসু লোকস্মিং কুতোনিদানা, যে চাপি লোভা ৰিচরন্তি লোকে।**
> **আসা চ নিট্ঠা চ কুতোনিদানা, যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তি॥**

অনুবাদ : জগতে কোথা হতে প্রিয় বস্তুর উৎপত্তি হয়? যারা লোকে বিচরণ করে; তাদের লোভ, আশা-অভিপ্রায় কোথা হতে উৎপত্তি হয়; যার কারণে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?

পিযা সু লোকস্মিং কুতোনিদানাতি। “প্রিয় কোথা হতে উৎপত্তি, জাত, সঞ্জাত, জন্ম, উৎপন্ন ও আবির্ভূত হয়? তার নিদান, সমুদয়, জন্ম, প্রভব কী?” এভাবে প্রিয়সমূহের মূল জিজ্ঞাসা করে... সমুদয় জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্ন করে, যাচঞা করে, প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা করে, প্রসাদিত বা শোধন করে—পিযাসু লোকাস্মিং কুতোনিদানা।

যে চাপি লোভা ৰিচরন্তি লোকেতি। “যে চাপি” বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা, মনুষ্য। “লোভ” বলতে যা লোভ, বাসনা, অভিলাষ, সরাগ, আসক্তি, অনুরাগ, অভিধ্যা, লালসা, অকুশলমূল। বিচরন্তী শব্দটি দ্বারা বিচরণ করা, অবস্থান করা, পদব্রজে চলা, উপস্থিত থাকা, পালন করা, যাপন করা, জীবন ধারণ করা বুঝানো হয়েছে। “লোকে” বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে—**যে চাপি লোভা ৰিচরন্তি লোকে।**

আসা চ নিট্ঠা চ কুতোনিদানাতি। “আশা ও অভিপ্রায় কোথা হতে উৎপত্তি, জাত, সঞ্জাত, জন্ম, উৎপন্ন ও আবির্ভূত হয়? তার নিদান, সমুদয়, জন্ম, প্রভব কী?” এভাবে “আশা ও অভিপ্রায়ের মূল জিজ্ঞাসা করে... সমুদয় জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্ন করে, যাচঞা করে, প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা করে, প্রসাদিত বা শোধন করে—**আসা চ নিট্ঠা চ কুতোনিদানা। যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তী**তি। যা মানুষের অবলম্বন হয়, পরিত্রাণ হয়, ত্রাণ হয়, আশ্রয় হয়, শরণ হয় এবং মূল অবলম্বন হয় সেটাই বলা হয়েছে—যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তি।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

> ‘‘পিযা সু লোকস্মিং কুতোনিদানা, যে চাপি লোভা ৰিচরন্তি লোকে।
> আসা চ নিট্ঠা চ কুতোনিদানা, যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তী’’তি॥

১০০. ছন্দানিদানানি পিযানি লোকে, যে চাপি লোভা ৰিচরন্তি লোকে।
আসা চ নিট্ঠা চ ইতোনিদানা, যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তি॥

অনুবাদ : জগতে লোভ, আশা, প্রিয়, অভিপ্রায় ছন্দ হতে উৎপন্ন হয়। যারা জগতে বিচরণ করে তাদের পুনর্জন্ম নির্ধারিত হয়।

ছন্দানিদানানি পিযানি লোকেতি। “ছন্দো” বলতে কামসমূহে যে কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ (কামপ্রেম) কাম উন্মাদনা, কামমূর্ছা, কামউত্তেজনা, কামওগ, কামযোগ, কামউপাদান, কামনীবরণ। ছন্দ পাঁচ প্রকার—অন্বেষণ ছন্দ, প্রতিলাভ ছন্দ, পরিভোগ

ছন্দ, সঞ্চয় ছন্দ, বিসর্জন ছন্দ।

অন্বেষণ ছন্দ কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো আকাঙ্ক্ষাকারী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ইচ্ছাজাত রূপ অন্বেষণ করে। শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ অন্বেষণ করে—ইহা অন্বেষণ ছন্দ। প্রতিলাভ ছন্দ কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো আকাঙ্ক্ষাকারী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ইচ্ছাজাত রূপ প্রতিলাভ করে। শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ প্রতিলাভ করে—ইহা প্রতিলাভ ছন্দ। পরিভোগ ছন্দ কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো আকাঙ্ক্ষাকারী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ইচ্ছাজাত রূপ পরিভোগ করে। শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ পরিভোগ করে—ইহা পরিভোগ ছন্দ। সঞ্চয় ছন্দ কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো আকাঙ্ক্ষাকারী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ইচ্ছাজাত ধন "আপদের সময় প্রয়োজনে লাগবে" বলে সঞ্চয়ী করে—ইহা সঞ্চয় ছন্দ। বিসর্জন ছন্দ কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো আকাঙ্ক্ষাকারী "এরা আমাকে রক্ষা করবে, পাহারা দেবে বা পালন করবে, সেবা করবে" বলে হস্ত্যারূঢ়, অশ্বারূঢ়, রথারূঢ়, তীরন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যদের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ইচ্ছাজাত ধন বিসর্জন দেয়—ইহা বিসর্জন ছন্দ। "পিযানি" বলতে দুই প্রকার প্রিয়—সত্ত্ব-প্রিয় ও সংস্কার-প্রিয়... এরাই সত্ত্ব-প্রিয়... এগুলো সংস্কার-প্রিয়। **ছন্দানিদানানি পিযানি লোকে**তি। প্রিয় হতে ছন্দ কারণ, ছন্দ সমুদয়, ছন্দ অন্তর্গত ও ছন্দ উৎপন্ন হয়—ছন্দনিদানি পিযানি লোকে।

যে চাপি লোভা ৰিচরন্তি লোকেতি। "যে চাপি" বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা, মনুষ্য। "লোভ" বলতে যা লোভ, বাসনা, অভিলাষ, সরাগ, আসক্তি, অনুরাগ, অভিধ্যা, লালসা ও অকুশলমূল। "ৰিচরন্তি" অর্থে বিচরণ করা, অবস্থান করা, পদব্রজে চলা, উপস্থিত থাকা, পালন করা, যাপন করা, জীবন ধারণ করা। "লোকে" বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে—**যে চাপি লোভা ৰিচরন্তি লোকে।**

আসা চ নিট্ঠা চ ইতোনিদানাতি। "আশা" তৃষ্ণাকে বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "নিট্ঠা" বলতে এখানে কেউ কেউ রূপ অন্বেষণকালে রূপ প্রতিলাভ করে, রূপ অভিপ্রায়ী হয়; শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... কুল... সংঘ... আবাস... লাভ... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয়নাসন... গিলানপ্রত্যয়... সূত্রধর... বিনয়ধর... অভিধর্মধর... অরণ্যচারী... পিণ্ডচারিক... পাংশুকুলিক... ত্রিচীবরিক... সাপদানচারীক... খলুপচ্ছাভত্তিক... নৈসজ্জিক... যথাসন্তুষ্টিক... প্রথম

ধ্যানলাভী... দ্বিতীয় ধ্যানলাভী... তৃতীয় ধ্যানলাভী... চতুর্থ ধ্যানলাভী... আকাশ অনন্তায়তন সমাপত্তিলাভী... বিজ্ঞানানন্তায়তন সমাপত্তিলাভী... আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিলাভী... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি অন্বেষণকালে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি প্রতিলাভ করে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি অভিপ্রায়ী হয়।

"আসায কসতে খেত্তং, বীজং আসায ৰপ্পতি।
আসায ৰাণিজা যন্তি, সমুদ্দং ধনহারকা।
যায আসায তিট্‌ঠামি, সা মে আসা সমিজ্ঝতী"তি॥

অনুবাদ : আশার কারণে ক্ষেত্রে কর্ষণ করা হয় এবং আশার কারণে বীজ বপণ করা হয়। ধন লাভের আশায় বণিকেরা সমুদ্রে গমন করে, আমি যে আশায় স্থিত, সেই আশা আমার লাভ হয়েছে।

আশায় সমৃদ্ধিকে অভিপ্রায় (নিট্‌ঠা) বলে। **আসাচ নিট্‌ঠা চ ইতোনিদানা**তি। আশা ও অভিপ্রায় এখান হতেই উৎপত্তি, সমুদয়, জন্ম ও উৎপন্ন হয়—আসা চ নিট্‌ঠা চ ইতোনিদানা।

যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তীতি। যাঁরা নরের অবলম্বন হন, দীপ হন, ত্রাণ হন, লেণ হন, শরণ হন, চূড়ান্ত অবলম্বন হন—যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তি।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ছন্দানিদানানি পিযানি লোকে, যে চাপি লোভা ৰিচরন্তি লোকে।
আসা চ নিট্‌ঠা চ ইতোনিদানা, যে সম্পরাযায নরস্স হোন্তী"তি॥

১০১. ছন্দো নু লোকস্মিং কুতোনিদানো, ৰিনিচ্ছযা চাপি কুতোপহূতা।
কোধো মোসৰজ্জঞ্চ কথংকথা চ, যে চাপি ধম্মা সমণেন ৰুত্তা॥

অনুবাদ : জগতে ছন্দ কোথা হতে উৎপন্ন হয়? বিনিচ্ছয় কোথা হতে উৎপত্তি হয়? ক্রোধ, মিথ্যাকথা, সংশয়; যে ধর্মসমূহ শ্রমণ কর্তৃক ভাষিত হয়েছে।

ছন্দো নু লোকস্মিং কুতোনিদানোতি। ছন্দ কোথা হতে উৎপন্ন, জাত, সঞ্জাত, উৎপাদিত, জন্ম ও প্রাদুর্ভূত হয়? ছন্দের মূল নিদান কী, সমুদয় কী, স্বরূপ কী, প্রভব বা উৎস কী? ছন্দের মূল জিজ্ঞাসা করা... ও সমুদয় জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, যাচঞা করা, প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা করা, প্রসাদিত বা শোধন করা। এ অর্থে জগতে ছন্দ কোথা হতে উৎপন্ন হয়? (ছন্দো নু লোকস্মিং কুতোনিদানো)।

ৰিনিচ্ছযা চাপি কুতোপহূতাতি। বিনিচ্ছয় কোথা হতে উৎপন্ন, জাত, সঞ্জাত, উৎপাদিত, জন্ম ও প্রাদুর্ভূত হয়? বিনিচ্ছয়ের মূল নিদান কী, সমুদয় কী, স্বরূপ কী, প্রভব বা উৎস কী? বিনিচ্ছয়ের মূল জিজ্ঞাসা করা... ও সমুদয় জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, যাচঞা করা, প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা করা, প্রসাদিত বা শোধন করা। এ অর্থে বিনিচ্ছয় কোথা হতে উৎপন্ন হয়? (ৰিনিচ্ছযা চাপি কুতোপহূতা)।

কোধো মোসৰজ্জঞ্চ কথংকথা চাতি। "ক্রোধ" (কোধো) বলতে যা এরূপ চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত; প্রতিঘ (প্রতিহিংসা), প্রতিবিরোধ; কোপ, প্রকোপ, সম্প্রকোপ (ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ); দোষ, প্রদোষ, সম্প্রদোষ (দুষ্টতা); চিত্তের অনিষ্টতা (অপকার), মনোপ্রদোষ (মনের প্রদুষ্টতা); ক্রোধ, রাগ, ক্রোধতা (রোষ), দোষ, দোষবহ (পাপাচার), দোষবহতা (অনিষ্টকরণ); ক্ষতি, ক্ষতিকরণ, ক্ষতিকরণতা বা বিদ্বেষ (ব্যাপজ্জিতত্তং); বিরোধ, প্রতিবিরোধ; হিংস্রতা, ক্ষোভ এবং চিত্তের অসন্তুষ্টিতা। "মিথ্যাকথা" বলতে অসত্য কথা। "সংশয়" বলতে বিচিকিৎসাকে বুঝায়। এ অর্থে ক্রোধ, মিথ্যাকথা এবং সংশয় (**কোধো মোসৰজ্জঞ্চ কথংকথা চ**)।

যে চাপি ধম্মা সমণেন ৰুত্তাতি। "যে" (যে চাপি) বলতে যে ক্রোধ, মিথ্যাকথা এবং সংশয় দ্বারা সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত; এক উৎপত্তি, এক নিরোধ, একবত্থুক (কারণ বা হেতু আছে এমন) ও এক আলম্বন—এগুলোকে যে ধর্মসমূহ বলা হয়। "শ্রমণ কর্তৃক বলা হয়েছে" (সমণেন ৰুত্তা) বলতে শ্রমণ উপশমিত পাপ দ্বারা, ব্রাহ্মণ অপসারিত পাপধর্ম দ্বারা, ভিক্ষু ভগ্ন ক্লেশমূল দ্বারা এবং সর্বকুশলমূল-বন্ধন প্রমুক্ত দ্বারা উক্ত, কথিত, বর্ণিত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, ভাষিত (পট্ঠপিতা), বিশ্লেষিত, ব্যাখ্যাত, বিবৃত এবং প্রকাশিত হয়েছে—যে ধর্মসমূহ শ্রমণ কর্তৃক ভাষিত হয়েছে (**যে চাপি ধম্মা সমণেন বুত্তা**)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''ছন্দো নু লোকস্মিং কুতোনিদানো, ৰিনিচ্ছতা চাপি কুতোপহূতা।
> কোধো মোসৰজ্জঞ্চ কথংকথা চ, যে চাপি ধম্মা সমণেন ৰুত্তা''তি॥

১০২. সাতং অসাতন্তি যমাহু লোকে, তমূপনিস্সায পহোতি ছন্দো।
রূপেসু দিস্বা ৰিভৰং ভৰঞ্চ, ৰিনিচ্ছযং কুব্বতি জন্তু লোকে॥

অনুবাদ : জগতে যাকে সাত (সুখকর) ও অসাত (দুঃখকর) বলা হয়েছে, তার উপনিশ্রয়েই ছন্দের উৎপত্তি হয়। (সমস্ত) রূপসমূহে বিভব (ক্ষয়) ও

ভব (সৃষ্টি) দর্শন করে মানুষ লোকে বিনিচ্ছয় (বিবেচনা) করে।

সাতং অসাতন্তি যমাহু লোকেতি। "সাত বা সুখকর" (সাত) বলতে সুখবেদনা, ইষ্ট বস্তু (আনন্দদায়ক বস্তু)। "জগতে যাকে বলা হয়েছে" (যমাহু লোকে) বলতে যাকে বলা হয়েছে, বলা হয়, ভাষণ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয় এবং বর্ণনা করা হয়। এ অর্থে জগতে যাকে সাত (সুখকর) ও অসাত (দুঃখকর) বলা হয়েছে (সাতং অসাতন্তি যমাহু লোকে)।

তমূপনিস্সায পহোতি ছন্দোতি। সাত-অসাতকে নিশ্রয় করে, সুখ-দুঃখকে নিশ্রয় করে, সৌমনস্য-দৌর্মনস্যকে নিশ্রয় করে, ইষ্ট-অনিষ্টকে নিশ্রয় করে এবং প্রতিঘ-অনুশয়কে নিশ্রয় করে ছন্দের উৎপত্তি, প্রভব, জন্ম, উৎপাদন, পুনর্জন্ম ও প্রসব হয়—তার উপনিশ্রয়েই ছন্দের উৎপত্তি হয় (তমূপনিস্সায পহোতি ছন্দো)।

রূপেসু দিস্বা ৰিভৰং ভৰঞ্চাতি। "রূপসমূহে" (রূপেসু) বলতে চারি মহাভূত ও চারি মহাভূতের প্রত্যয়ে রূপ। রূপসমূহের ভব বা সৃষ্টি কিরূপ? যা রূপসমূহের সৃষ্টি, জাতি, উৎপত্তি, উৎপন্ন জন্ম ও প্রাদুর্ভাব—ইহা রূপসমূহের ভব বা সৃষ্টি। রূপসমূহের বিভব বা ক্ষয় কিরূপ? যা রূপসমূহের ক্ষয়, ব্যয়, ভেদ (বিচ্ছেদ), পরিভেদ (ভঙ্গুর), অনিত্যতা ও অন্তর্ধান—ইহা রূপসমূহের বিভব বা ক্ষয়। "রূপসমূহে বিভব (ক্ষয়) ও ভব বা সৃষ্টি দেখে" (রূপেসু দিস্বা ৰিভৰং ভৰঞ্চ) বলতে রূপসমূহে ভব ও বিভব দর্শন করে, দেখে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট করে—রূপসমূহে বিভব ও ভব দর্শন করে (রূপেসু দিস্বা ৰিভৰং ভৰঞ্চ)।

ৰিনিচ্ছযং কুব্বতি জন্তু লোকেতি। "বিনিচ্ছয়" (বিনিচ্ছয) বলতে দুই প্রকার বিনিচ্ছয়—১) তৃষ্ণা বিনিচ্ছয়, ২) দৃষ্টি বিনিচ্ছয়। কিরূপে তৃষ্ণা বিনিচ্ছয় করে? এক্ষেত্রে কোনো (ভিক্ষুর) অনুৎপন্ন ভোগ (উপভোগ্য বস্তু) উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ভোগ পরিক্ষয় হয়। তার এরূপ (চিন্তা উদয়) হয়—"কী কারণে আমার অনুৎপন্ন ভোগ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন ভোগ পরিক্ষয় হয়?" তখন তার এরূপ (মনে) হয়—"সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনে নিয়োজিত থাকার কারণে আমার অনুৎপন্ন ভোগ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন ভোগ পরিক্ষয় হয়। অসময়ে রাস্তায় বসে বসে মিথ্যাগল্পে (ৰিকালৰিসিখাচরিযানুযোগং) নিয়োজিত থাকার দরুন আমার অনুৎপন্ন ভোগ উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ভোগ পরিক্ষয় হয়। মেলা বা উৎসব দর্শনে অভ্যস্থ বা নিয়োজিত থাকায় আমার... জুয়াখেলায় নিযুক্ত থাকার কারণে আমার... পাপমিত্রের সাথে নিযুক্ত বা মেলামেশা করায় আমার অনুৎপন্ন

ভোগ উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ভোগ পরিক্ষয় হয়। আলস্যতার কারণে আমার অনুৎপন্ন ভোগ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন ভোগ পরিক্ষয় হয়।” এভাবে জ্ঞান করে ছয় (প্রকারে) ভোগ্যবস্তু বিনাশের মুখ বা কারণ (অপাযমুখানি) সেবন করে না, ছয় (প্রকারে) ভোগ্যবস্তু উপার্জনের উপায়াদি (আযমুখানি) সেবন করে। এরূপেই তৃষ্ণা বিনিচ্ছয় করে থাকে।

অথবা কৃষিকার্য, বাণিজ্য, গোপালন, ধনুর্বিদ্যা, রাজকর্মচারী বা শিল্প যেকোনো একটির অনুসরণ বা গ্রহণ করে। এভাবে তৃষ্ণা বিনিচ্ছয় করে। কিরূপে দৃষ্টি বিনিচ্ছয় করে? চক্ষুতে উৎপন্ন হলে জানে—“আমার আত্মা উৎপন্ন হয়েছে”; চক্ষুতে অন্তর্হিত হলে জানে—“আমার আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে, বিগত হয়েছে।” এরূপে দৃষ্টি বিনিচ্ছয় করে। শ্রোত্রে... ঘ্রাণে... জিহ্বায়... কায়ে... রূপে... শব্দে... গন্ধে... রসে... স্পর্শে উৎপন্ন হলে জানে—“আমার আত্মা উৎপন্ন হয়েছে”; স্পর্শে অন্তর্হিত হলে জানে—“আমার আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে, বিগত হয়েছে।” এভাবেই দৃষ্টি বিনিচ্ছয় করে, জন্ম দেয়, উৎপন্ন করে, উৎপাদন করে এবং উদ্ভূত বা পুনরুৎপন্ন করে। “মানুষ” (জন্তু) বলতে সত্ত্ব, নর, মানব... মনুষ্য। “লোকে” (লোকে) অর্থে অপায়লোকে... আয়তনলোকে—**ৰিনিচ্ছযং কুব্বতি জন্তু লোকে**।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘সাতং অসাতন্তি যমাহু লোকে, তমূপনিস্সায পহোতি ছন্দো।
রূপেসু দিস্বা ৰিভৰং ভৰঞ্চ, ৰিনিচ্ছযং কুব্বতি জন্তু লোকে’’তি॥

১০৩. কোধো মোসৰজ্জঞ্চ কথংকথা চ, এতেপি ধম্মা দ্বযমেৰ সন্তে।
কথংকথী ঞাণপথায সিকেখ, ঞত্বা পৰুত্তা সমণেন ধম্মা॥

অনুবাদ : ক্রোধ, মিথ্যাকথা এবং সন্দেহসমূহ উক্ত দু-প্রকার ধর্মে উৎপন্ন হয়। সন্দেহকারী জ্ঞানের মার্গ দ্বারা শিক্ষিত হবে। শ্রমণ কর্তৃক জ্ঞাত হয়ে এই ধর্মসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

কোধো মোসৰজ্জঞ্চ কথংকথা চাতি। “কোধো” বলতে চিত্তের যা এরূপ আঘাত, প্রতিঘাত... মিথ্যাকথাকে বলা হয় মিথ্যাবচন। সন্দেহকে বিচিকিৎসা বলা হয়। ইষ্ট বা মনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, অনিষ্ট বা অমনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ইষ্ট বা মনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে মিথ্যাকথা উৎপত্তি হয়, অনিষ্ট বা অমনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে মিথ্যাকথা উৎপত্তি বা প্রকাশ হয়। ইষ্ট বা মনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে সন্দেহ উৎপন্ন হয়, অনিষ্ট বা অমনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করেও সন্দেহ উৎপন্ন

হয়।

কিরূপে অনিষ্ট বিষয়কে নিশ্রয় করে ক্রোধ উৎপন্ন হয়? সাধারণত অমোনজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। 'আমার দ্বারা অনর্থ আচরণ করা হয়েছে' এরূপে ক্রোধ উৎপন্ন করে; 'আমার দ্বারা অনর্থ আচরণ করা হচ্ছে' এরূপে ক্রোধ উৎপন্ন করে; 'আমার দ্বারা অনর্থ আচরণ করা হবে' এরূপে ক্রোধ উৎপন্ন করে; 'আমার দ্বারা প্রিয় ও মনোজ্ঞের জন্য অনর্থ আচরণ করা হয়েছে... অনর্থ আচরণ করা হচ্ছে... অনর্থ আচরণ করা হবে' এরূপে ক্রোধ উৎপন্ন করে; 'আমার দ্বারা অপ্রিয় এবং অমনোজ্ঞের জন্য অর্থ বা হিত আচরণ করা হয়েছে'... অনর্থ আচরণ করা হচ্ছে... অনর্থ আচরণ করা হবে' এরূপে ক্রোধ উৎপন্ন করে। এভাবে অনিষ্ট বিষয়কে নিশ্রয় করে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

কিরূপে ইষ্ট বা মনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে ক্রোধ উৎপন্ন হয়? মনোজ্ঞ বিষয় বিচ্ছেদের ভয়ে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, বিনাশের সময় ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয়েও ক্রোধ উৎপন্ন হয়। মনোজ্ঞ বিষয় বিপরিণামের ভয়ে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, বিপরিণতকালে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং বিপরিণতিতেও ক্রোধ উৎপন্ন হয়। এভাবে মনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

কিরূপে অনিষ্ট বা অমনোজ্ঞ বিষয়কে আশ্রয় করে মিথ্যাকথা উৎপন্ন হয়? এক্ষেত্রে কেউ শিকল বন্ধনে আবদ্ধ হয়; সেই বন্ধন হতে মুক্তির জন্য সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করে... রশি বন্ধনে আবদ্ধ হয়... শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়... বেত বন্ধনে আবদ্ধ হয়... লতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়... প্রক্ষেপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়... পরিক্ষেপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়... গ্রাম-নিগম-নগর-রাষ্ট্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়... এবং জনপদ বন্ধনে আবদ্ধ হয়; সেই বন্ধন হতে মুক্তির জন্য সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করে। এভাবে অনিষ্ট বিষয়কে নিশ্রয় করে মিথ্যাকথা উৎপন্ন হয়।

কিরূপে ইষ্ট বা মনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে মিথ্যাকথা উৎপন্ন হয়? এখানে কেউ মনোজ্ঞ রূপসমূহের জন্য সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করে... মনোজ্ঞ শব্দসমূহের জন্য... গন্ধের জন্য... রসের জন্য... স্পর্শের জন্য... চীবরের জন্য... পিণ্ডপাতের জন্য... শয়নাসনের জন্য... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারের জন্য সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করে। এভাবে ইষ্ট বা মনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে মিথ্যাকথা উৎপন্ন হয়।

কিরূপে অনিষ্ট বা অমনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে সন্দেহ উৎপন্ন হয়? "সত্যিই কি আমি চক্ষুরোগ হতে মুক্ত হবো, নাকি হবো না? শ্রোত্ররোগ হতে

মুক্ত হবো... ঘ্রাণরোগ হতে... জিহ্বা রোগ হতে... কায়রোগ হতে... শিররোগ হতে... কর্ণরোগ হতে... মুখরোগ হতে... দন্তরোগ হতে মুক্ত হবো, নাকি হবো না?" এভাবে অনিষ্ট বিষয়কে নিশ্রয় করে সন্দেহ উৎপন্ন হয়।

কিরূপে ইষ্ট বা মনোজ্ঞ বিষয়কে নিশ্রয় করে সন্দেহ উৎপন্ন হয়? "সত্যিই কি আমি মনোজ্ঞ রূপসমূহ লাভ করব, নাকি করব না? সত্যিই কি আমি মনোজ্ঞ শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... কুল... গণ (সংঘ)... আবাস... লাভ... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয়নাসন... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভ করব, নাকি করব না?" এভাবে ইষ্ট বা মনোজ্ঞ বিষয়কে নিশয় করে সন্দেহ উৎপন্ন হয়—কোধো মোসৰজ্জঞ্চ কথংকথা।

এতেপি ধম্মা দ্বযমেৰ সন্তেতি। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ আছে, সুখ-দুঃখ বিদ্যমান, সৌমনস্য-দৌর্মনস্য বিদ্যমান, ইষ্টানিষ্ট বিদ্যমান, অনুনয়-প্রতিঘ আছে, বিদ্যমান এবং উপলব্ধমানও আছে। এ অর্থে এই ধর্মসমূহ যুক্ত আছে (**এতেপি ধম্মা দ্বযমেৰ সন্তে**)।

কথংকথী ঞাণপথায সিক্খেতি। জ্ঞানই জ্ঞানপথ, জ্ঞানের আলম্বন জ্ঞানপথ, জ্ঞানের উপনীত ধর্মসমূহও জ্ঞানপথ, যথা আর্যমার্গ আর্যপথ, দেবমার্গ দেবপথ, ব্রহ্মমার্গ ব্রহ্মপথ; এভাবে জ্ঞানই জ্ঞানপথ, জ্ঞানের আলম্বনই জ্ঞানপথ এবং জ্ঞানের উপনীত ধর্মসমূহও জ্ঞানপথ।

"শিক্ষা" (সিক্খে) বলতে ত্রিবিধ শিক্ষা—১) অধিশীল শিক্ষা, ২) অধিচিত্ত শিক্ষা এবং ৩) অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। অধিশীল শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সংবৃত বা অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করেন, আচার-গোচর বা সচ্চরিত্রসম্পন্ন হন, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়সমূহে (পাপে) ভয়দর্শী হন এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন। ক্ষুদ্রশীলস্কন্ধ... মহাশীলস্কন্ধ... শীল প্রতিষ্ঠা (রক্ষণ), আদিচরণ, সংযম, সংবর, মুখ্য, প্রমুখ্য ও কুশলধর্মসমূহ অর্জন করেন—ইহা অধিশীল শিক্ষা। অধিচিত্ত শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম ও... চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন—ইহাই অধিচিত্ত শিক্ষা। অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, উদয়-অস্তগামী (জন্ম-মৃত্যুগামী)-প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হন, আর্য-নির্বেধিক (মর্মভেদী) সম্যক দুঃখক্ষয়গামী (প্রতিপদায়) বিমণ্ডিত হন। তিনি (দুঃখকে) "ইহা দুঃখ" বলে যথার্থরূপে জানেন... "ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে যথার্থরূপে জানেন। (আসবকে) "ইহা আসব" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন... "ইহা আসব নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে

প্রকৃষ্টরূপে জানেন—ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা।

কথংকথী ঞাণপথায সিক্খেতি। সন্দিগ্ধ, সংশয়াপন্ন, সন্দেহযুক্ত, দ্বিধাদ্বন্দ্বিত ও সন্দিহান পুদ্গল জ্ঞান অধিগত, স্পর্শ ও সাক্ষাৎ করার জন্য অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করে। এই তিন প্রকার শিক্ষা আবর্জন কালে শিক্ষা করে, জানার সময় শিক্ষা করে, দেখার সময় শিক্ষা করে, প্রত্যবক্ষেণ করার সময় শিক্ষা করে, চিত্ত অধিষ্ঠান করার সময় শিক্ষা করে, শ্রদ্ধায় অধিমুক্তকালে শিক্ষা করে, বীর্য দৃঢ় করার সময় শিক্ষা করে, স্মৃতি উপস্থাপন কালে শিক্ষা করে, চিত্ত সমাহিত করার সময় শিক্ষা করে, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রজানন কালে শিক্ষা করে, অভিজ্ঞেয় অভিজানন কালে শিক্ষা করে, পরিজ্ঞেয় পরিজাননকালে শিক্ষা করে, প্রহাতব্য প্রহানকালে শিক্ষা করে, ভাবিতব্য ভাবনাকালে শিক্ষা করে, সাক্ষাতব্য সাক্ষাৎকালে শিক্ষা করে, আচরণ, প্রতিপালন, সম্পাদন করে—কথংকথী ঞাণপথায সিক্খে।

ঞত্বা পৰুত্তা সমণেন ধম্মাতি। "ঞত্বা" বলতে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বিচার করে ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্ত, ভাষিত, ব্যাখ্যাত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, স্থাপিত, বিবৃত, বিভাজিত, ঘোষিত এবং প্রকাশিত। "সব সংস্কার অনিত্য" এরূপে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বিচার করে ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্ত, ভাষিত, ব্যাখ্যাত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, স্থাপিত, বিবৃত, বিভাজিত, ঘোষিত এবং প্রকাশিত;"সব সংস্কার দুঃখ"... "সব ধর্ম অনাত্ম"... "অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার"... "জাতি প্রত্যয়ে জরা-মরণ"... "অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ"... "জাতি নিরোধে জরা-মরণ নিরোধ"... "ইহা দুঃখ"... "ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা"... "এগুলো আসব"... "ইহা আসব নিরোধগামী প্রতিপদা"... "এসব ধর্ম অভিজ্ঞেয়"... "এসব ধর্ম পরিজ্ঞেয়"... "এসব ধর্ম প্রহাতব্য"... "এসব ধর্ম ভাবিতব্য"... "এসব ধর্ম সাক্ষাৎকরনীয়"... ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ... পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের... চারি মহাভূতের... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী" এরূপে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বিচার করে ও বিশ্লেষণ করে ব্যক্ত, ভাষিত, ব্যাখ্যাত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, স্থাপিত, বিবৃত, বিভাজিত, ঘোষিত এবং প্রকাশিত।

ভগবান এরূপ বলেছেন, "ভিক্ষুগণ, আমি অভিজ্ঞাত হয়ে ধর্ম দেশনা করি, অনভিজ্ঞাত হয়ে নয়। সনিদানে ধর্ম দেশনা করি, অনিদানে নয়। সপ্রতিহার্যে ধর্ম দেশনা করি, অপ্রতিহার্যে নয়। ভিক্ষুগণ, তা আমার

অভিজ্ঞাত হয়ে ধর্ম দেশিত হয়, অনভিজ্ঞাত হয়ে নয়; সনিদানে ধর্ম দেশিত, অনিদানে নয়; সপ্রতিহার্যে ধর্ম দেশিত হয়, অপ্রতিহাযে নয়; উপদেশ করণীয়, অনুশাসন করণীয়। ভিক্ষুগণ, তুষ্টির জন্য, আনন্দের জন্য, সৌমনস্যের জন্য ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ, সুব্যাখ্যাত ধর্ম, সুপতিপন্ন সংঘ। এই ব্যাকরণ ভাষণকালে দশ সহস্র লোকধাতু কম্পিত হয়"—**ঞত্বা পবুত্তা সমণেন ধম্মা**।

তাই ভগবান বলেছেন :

"কোধো মোসৰজ্জঞ্চ কথংকথা চ, এতেপি ধম্মা দ্বযমেৰ সন্তে।
কথংকথী ঞাণপথায সিকেখ, ঞত্বা পৰুত্তা সমণেন ধম্মা"তি॥

১০৪. সাতং অসাতঞ্চ কুতোনিদানা, কিস্মিং অসন্তে ন ভৰন্তি হেতে।
ৰিভৰং ভৰঞ্চাপি যমেতমত্থং, এতং মে পব্রূহি যতোনিদানং॥

অনুবাদ : সাত (মনোজ্ঞ) অসাত (অমনোজ্ঞ) কোথা হতে উৎপন্ন হয়, কিসের অবর্তমানে তা উৎপন্ন হয় না? বিভব, ভব পরমার্থ; এসবের যে নিদান তা বলুন।

সাতং অসাতঞ্চ কুতোনিদানাতি। মনোজ্ঞ, অমনোজ্ঞ কোথা হতে উৎপত্তি, জাত, সঞ্জাত, জন্ম, উৎপন্ন ও আবির্ভূত হয়? তাদের নিদান, সমুদয়, জন্ম, প্রভব কী?" এভাবে মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের মূল জিজ্ঞাসা করা... সমুদয় জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, যাচঞা করা, প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা করা, প্রসাদিত বা শোধন করা—সাতং অসাতঞ্চ কুতোনিদানা।

কিস্মিং অসন্তে ন ভৰন্তি হেতেতি। কিসের অবর্তমানে অবিদ্যমানে, অবর্তমানে ও অনুপলব্ধিতে সুখ-দুঃখ বেদনার জন্ম হয় না, উৎপত্তি হয় না, জাত হয় না, সঞ্জাত হয় না, সমুদয় হয় না, উৎপাদিত হয় না, পাদুর্ভাব হয় না—কিস্মিং অসন্তে ন ভৰন্তি হেতে।

ৰিভৰং ভৰঞ্চাপি যমেতমত্থন্তি। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞের ভব কী? মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের যা ভব, প্রভব, জন্ম, সঞ্জানন, উৎপত্তি, উৎপন্ন ও পাদুর্ভাব—ইহা মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের ভব। মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের বিভব কী? মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের যা ক্ষয়, ব্যয়, ভেদ, পরিভেদ, অনিত্যতা ও অন্তর্ধান—এটাই মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের বিভব। "যমেতত্থং" অর্থে যা পরমার্থ—**ৰিভৰং ভৰঞ্চাপি যমেতমত্থং**।

এতং মে পব্রূহি যতোনিদানন্তি। "এতং" বলতে যা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি। "পব্রূহি" অর্থে বলুন, ভাষণ করুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিবৃত

করুন, বিভাজন করুন, উন্মুক্ত করুন, প্রকাশ করুন—এতং মে পব্রূহি। "যতোনিদানং" যে নিদান, যে সমুদয়, যে উদ্ভব, যে প্রভব—এতং মে পব্রূহি যতোনিদানং।

তাই সে নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

"সাতং অসাতঞ্চ কুতোনিদানা, কিস্মিং অসন্তে ন ভৰন্তি হেতে।
ৰিভৰং ভৰঞ্চাপি যমেতমত্থং, এতং মে পব্রূহি যতোনিদান"ন্তি॥

**১০৫. ফস্সনিদানং সাতং অসাতং, ফস্সে অসন্তে ন ভৰন্তি হেতে।
ৰিভৰং ভৰঞ্চাপি যমেতমত্থং, এতং তে পব্রূমি ইতোনিদানং॥**

অনুবাদ : মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ (স্পর্শ) হতে স্পর্শ উৎপন্ন হয়, স্পর্শের অবর্তমানে, অবিদ্যমানে তা সৃষ্ট হয় না। বিভব, ভব, পরমার্থ, এসবের নিদান এটা (স্পর্শ) হতে আমি বলি।

ফস্সনিদানং সাতং অসাতন্তি। সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। সেই সুখবেদনীয় স্পর্শের যে নিরোধ, যা তদুদ্ভূত বেদয়িত সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সুখবেদনা, তা নিরুদ্ধ হয়, উপশমিত হয়। দুঃখবেদনীয় স্পর্শের কারণে দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখ বেদনীয় স্পর্শের যে নিরোধ; যা তদুদ্ভূত বেদয়িত দুঃখ বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দুঃখ বেদনা, তা নিরুদ্ধ হয়, উপশমিত হয়। অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়। সেই অদুঃখ-অসুখ বেদনীয় স্পর্শের যে নিরোধ; যা তদুদ্ভূত বেদয়িত অদুঃখ-অসুখ বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন অদুঃখ-অসুখ বেদনা, তা নিরুদ্ধ হয়, উপশমিত হয়। **ফস্সনিদানং সাতং অসাত**ন্তি। মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ স্পর্শ নিদান, স্পর্শ সমুদয়, স্পর্শ উদ্ভব ও স্পর্শ প্রভব হয়—**ফস্সনিদানং সাতং অসাতং**।

ফস্সে অসন্তে ন ভৰন্তি হেতেতি। স্পর্শের অবিদ্যমানে, অবর্তমানে ও অনুপলব্ধিতে সুখ-দুঃখ বেদনার জন্ম হয় না, উৎপত্তি হয় না, জাত হয় না, সঞ্জাত হয় না, সমুদয় হয় না, উৎপাদিত হয় না, পাদুর্ভাব হয় না—**ফস্সে অসন্তে ন ভৰন্তি হেতে**।

ৰিভৰং ভৰঞ্চাপি যমেতমত্থন্তি। ভবদৃষ্টিই স্পর্শ নিদান, বিভবদৃষ্টিই স্পর্শনিদান। "যমেতমত্থং" অর্থে যা পরমার্থ—ৰিভৰং ভৰঞ্চাপি যমেতমত্থং।

এতং তে পব্রূমি ইতোনিদানন্তি। "এতং" বলতে যা জিজ্ঞাসা করতেছ, যাচঞা করতেছ, প্রার্থনা করতেছ, অনুরোধ করতেছ। "পব্রূমি" অর্থে বলছি,

ভাষণ করছি, দেশনা করছি, প্রজ্ঞাপন করছি, স্থাপন করছি, বিবৃত করছি, বিভাজন করছি, উন্মুক্ত করছি, প্রকাশ করছি—এতং তে পব্রূমি। "ইতোনিদানং" বলতে ইহা হতে স্পর্শ নিদান, স্পর্শ সমুদয়, স্পর্শ উদ্ভব ও স্পর্শ প্রভব হয়—এতং তে পব্রূমি ইতোনিদানং।

তাই ভগবান বলেছেন :

''ফস্সনিদানং সাতং অসাতং, ফস্সে অসন্তে ন ভৰন্তি হেতে।
ৰিভৰং ভৰঞ্চাপি যমেতমত্থং, এতং তে পব্রূমি ইতোনিদান''ন্তি॥

**১০৬. ফস্সোনু লোকস্মিং কুতোনিদানো, পরিগ্গহা চাপি কুতোপহূতা।
কিস্মিং অসন্তে ন মমত্তমত্থি, কিস্মিং ৰিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা॥**

অনুবাদ : জগতে স্পর্শ কোথা হতে উৎপন্ন হয়? পরিগ্রহ কোথা হতে সৃষ্টি হয়? কিসের অবিদ্যমানে মমত্ব থাকে না? কী ধ্বংস হলে স্পর্শসমূহ স্পৃষ্ট হয় না?

ফস্সো নু লোকস্মিং কুতোনিদানোতি। "স্পর্শ কোথা হতে উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত হয়, উদ্ভব হয়, উৎপত্তি হয়, প্রাদুর্ভূত হয়? স্পর্শের উৎপত্তি কী, সমুদয় কী, জাতি কী, প্রভব কী?" এভাবে স্পর্শের মূল জিজ্ঞাসা করা, হেতু জিজ্ঞাসা করা... সমুদয় জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, যাচঞা করা, প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা করা, প্রসাদিত বা শোধন করা—**ফস্সো নু লোকস্মিং কুতোনিদানো**।

"পরিগ্গহা চাপি কুতোপহূতা" অর্থে পরিগ্রহ কোথা হতে সৃষ্টি হয়, জাত হয়, সঞ্জাত হয়, উদ্ভব হয়, উৎপত্তি হয়, প্রাদুর্ভূত হয়? তার উৎপত্তি কী, সমুদয় কী, জাতি কী, প্রভব কী?" এভাবে পরিগ্রহের মূল জিজ্ঞাসা করা, হেতু জিজ্ঞাসা করা... সমুদয় জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, যাচঞা করা, প্রশ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা করা, প্রসাদিত বা শোধন করা—পরিগ্গহা চাপি কুতোপহূতা।

কিস্মিং অসন্তে ন মমত্তমত্থীতি। কিসের অবিদ্যমানে, অবর্তমানে, অনুপস্থিতিতে ও অনুপলব্ধিতে মমত্ব থাকে না, অনুপস্থিত, অবিদ্যমান থাকে, উপলব্ধ হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশম, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়?—কিস্মিং অসন্তে ন মমত্তমত্থীতি।

কিস্মিং ৰিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সাতি। কী ধ্বংস হলে, বিনষ্ট হলে, অতিক্রান্ত হলে, সমতিক্রান্ত হলে, অপসারিত হলে স্পর্শসমূহ স্পৃষ্ট হয় না?—কিস্মিং ৰিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা।

তাই সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

“ফস্সো নু লোকস্মিং কুতোনিদানো, পরিগ্গহা চাপি কুতোপহূতা।
কিস্মিং অসন্তে ন মমত্তমত্থি, কিস্মিং ৰিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা”তি॥

১০৭. নামঞ্চ রূপঞ্চ পটিচ্চ ফস্সো, ইচ্ছানিদানানি পরিগ্গহানি।
ইচ্ছাযসন্ত্যা ন মমত্তমত্থি, রূপে ৰিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা॥

অনুবাদ : নামরূপের কারণে স্পর্শের উৎপত্তি, ইচ্ছানিদান হতে পরিগ্রহের সৃষ্টি হয়। ইচ্ছার অবিদ্যমানে মমত্ব থাকে না, রূপ ধ্বংস হলে স্পর্শসমূহও স্পৃষ্ট হয় না।

নামঞ্চ রূপঞ্চ পটিচ্চ ফস্সোতি। চক্ষু এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের মিলনে স্পর্শের উৎপত্তি হয়। চক্ষু ও রূপ রূপের মধ্যে চক্ষুসংস্পর্শকে বাদ দিয়ে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ নামের মধ্যে গণ্য হয়। এভাবে নামরূপের কারণে স্পর্শ উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র ও শব্দের প্রত্যয়ে শ্রোতবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের মিলনে স্পর্শের উৎপত্তি হয়। শ্রোত্র ও শব্দ রূপের মধ্যে শ্রোত্রসংস্পর্শকে বাদ দিয়ে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ নামের মধ্যে গণ্য হয়। এরূপে নামরূপের কারণে স্পর্শ উৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ ও গন্ধের প্রত্যয়ে ঘ্রাণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের মিলনে স্পর্শের উৎপত্তি হয়। ঘ্রাণ ও গন্ধ রূপের মধ্যে চক্ষুসংস্পর্শকে বাদ দিয়ে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ নামের মধ্যে গণ্য হয়। এভাবে নামরূপের কারণে স্পর্শ উৎপন্ন হয়। জিহ্বা এবং রসের কারণে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের মিলনে স্পর্শের উৎপত্তি হয়। জিহ্বা ও রস রূপের মধ্যে জিহ্বাসংস্পর্শকে বাদ দিয়ে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ নামের মধ্যে গণ্য হয়। এরূপে নামরূপের কারণে স্পর্শ উৎপন্ন হয়। কায় ও স্পর্শের কারণে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের মিলনে স্পর্শের উৎপত্তি হয়। কায় ও স্পর্শ রূপের মধ্যে কায়সংস্পর্শকে বাদ দিয়ে সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ নামের মধ্যে গণ্য হয়। এভাবে নামরূপের কারণে স্পর্শ উৎপন্ন হয়। মন এবং ধর্মের কারণে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তিনের মিলনে স্পর্শের উৎপত্তি হয়। বস্তু রূপ রূপের মধ্যে, রূপীর ধর্মসমূহ রূপের মধ্যে মনোসংস্পর্শকে বাদ দিয়ে সম্পযুক্ত ধর্মসমূহ নামের মধ্যে গণ্য হয়। এভাবে নামরূপের কারণে স্পর্শ উৎপন্ন হয়।

ইচ্ছানিদানানি পরিগ্গহানীতি। তৃষ্ণাকে ইচ্ছা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। “পরিগ্রহ” বলতে দুই প্রকার পরিগ্রহ; যথা : তৃষ্ণাপরিগ্রহ, দৃষ্টিপরিগ্রহ... ইহা তৃষ্ণাপরিগ্রহ... ইহা দৃষ্টিপরিগ্রহ। **ইচ্ছানিদানানি পরিগ্গহানী**তি। পরিগ্রহ হতে ইচ্ছার নিদান, ইচ্ছার হেতুক,

ইচ্ছার প্রত্যয়, ইচ্ছার কারণ, ইচ্ছার প্রভব হয়—ইচ্ছানিদানানি পরিগ্গহানি।

ইচ্ছাযসন্ত্যা ন মমত্তমত্থীতি। ইচ্ছাকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ.... অভিধ্যা, লোভ অকুশলমূল। "মমত্তা" বলতে দুই প্রকার মমত্ব—তৃষ্ণা মমত্ব ও দৃষ্টি মমত্ব .... ইহা তৃষ্ণা মমত্ব.... ইহা দৃষ্টি মমত্ব। **ইচ্ছাযসন্ত্যা ন মমত্তমত্থী**তি। ইচ্ছার অবিদ্যমানের অনস্তিত্ব নেই, অনুপলব্ধমানের মমত্ব নেই, বিদ্যমান থাকে না, জাগ্রত হয় না, উপলব্ধি হয় না এবং প্রহীন হয়, সমুচ্ছিন্ন হয়, উপশান্ত হয়, প্রশান্ত হয়, প্রশমিত হয়, উৎপত্তির অযোগ্য হয় এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—ইচ্ছাযসন্ত্যা ন মমত্তমত্থীতি।

রূপে ৰিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সাতি। "রূপ" বলতে চারি মহাভূত ও চারি মহাভূতের সমবায়ে উপাদেয় রূপ। "রূপে ৰিভূতে" বলতে চার প্রকারে রূপ ধ্বংস হয়—জ্ঞাত ধ্বংসের দ্বারা, তীরণ ধ্বংসের দ্বারা, প্রহান ধ্বংসের দ্বারা, সমতিক্রম ধ্বংসের দ্বারা।

কিরূপে জ্ঞাত ধ্বংসের দ্বারা রূপ ধ্বংস হয়? রূপকে এরূপে জানে—"যা কিছু রূপ রয়েছে, সবই চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূতের সমবায়ে উপাদেয় রূপ" বলে জানে, দর্শন করে। এভাবে জ্ঞাত ধ্বংসের দ্বারা রূপ ধ্বং হয়।

কিরূপে তীরণ ধ্বংসের দ্বারা রূপ ধ্বংস হয়? এরূপে জ্ঞাত হয়ে রূপকে বিচার করে : অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গন্ড, শৈল্য, উৎপীড়ন, পীড়া, পর, ভগ্নাবস্থা, উপদ্রব, ভয়, উপসর্গ, ক্ষণিক, ভঙ্গুর, অধ্রুব, অত্রাণ, অনাশ্রয়, অশরণ, রিক্ত, তুচ্ছ, শূন্য, অনাত্ম, আদীনব, বিপরিণামধর্মী, অসার, মনকষ্টের মূল, বধক, বিভব, ক্লেশ সংযুক্ত, ক্লেশসম্ভূত, কামদেবের কাম প্রবৃত্তি, জাতিধর্ম, জরাধর্ম, ব্যাধিধর্ম, মরণধর্ম, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্ম, সংক্লেশকরধর্ম, অন্তর্ধান, অশাশ্বত, আদীনব এবং নিঃশরণ। এভাবে তীরণ ধ্বংসের দ্বারা রূপ ধ্বং হয়।

কিরূপে প্রহান ধ্বংসের দ্বারা রূপ ধ্বংস হয়? ভগবান কর্তৃক এরূপ বলা হয়েছে, "হে ভিক্ষুগণ, রূপে যে ছন্দরাগ তা পরিহার কর। এরূপে সেই রূপ প্রহীন হলে উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ যেমন পুনঃ গজিয়ে উঠার শক্তি রহিত হয়, তেমনি ভবিষ্যতের ধর্মসমূহ উৎপন্ন হতে পারে না।" ভগবানের সেই উপদেশের প্রেক্ষিতে এরূপ বিচার করে রূপে ছন্দরাগ পরিত্যক্ত হয়, বিদূরীত হয়, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়, পুনরুৎপত্তির অযোগ্য হয়। এরূপে প্রহান ধ্বংসের দ্বারা রূপ ধ্বংস হয়।

কিরূপে সমতিক্রম ধ্বংসের দ্বারা রূপ ধ্বংস হয়? চারি প্রকার অরূপ

সমাপত্তি প্রতিলব্ধের রূপসমূহ ধ্বংস, বিলুপ্ত, অতিক্রম, সমতিক্রম, অতিক্রান্ত হয় এরূপে সমতিক্রম ধ্বংসের দ্বারা রূপ ধ্বংস হয়। এই চার প্রকার কারণে রূপ ধ্বংস হয়।

রূপে ৰিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সাতি। রূপসমূহ ধ্বংস হলে, বিনষ্ট হলে, অতিক্রান্ত হলে, সমতিক্রান্ত হলে, অপসারিত হলে পঞ্চস্পর্শ স্পর্শ করেন না—চক্ষুসংস্পর্শ, শ্রোত্রসংস্পর্শ, ঘ্রাণসংস্পর্শ, জিহ্বাসংস্পর্শ, কায়সংস্পর্শ—রূপে ৰিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা।

তাই ভগবান বলেছেন :

"নামঞ্চ রূপঞ্চ পটিচ্চ ফস্সো, ইচ্ছানিদানানি পরিগ্গহানি।
ইচ্ছাযসন্ত্যা ন মমত্তমত্থি, রূপে ৰিভূতে ন ফুসন্তি ফস্সা"তি॥

১০৮. কথং সমেতস্স ৰিভোতি রূপং, সুখং দুখঞ্চাপি কথং ৰিভোতি।
এতং মে পব্রূহি যথা ৰিভোতি, তং জানিযামাতি মে মনো অহু॥

অনুবাদ : কিরূপ অবস্থা প্রাপ্তের রূপ ধ্বংস হয়? সুখ ও দুঃখ কিরূপে ধ্বংস হয়? যেরূপে ইহার ধ্বংস হয়, তা আমাকে প্রকাশ করুন; আমরা সেটাই জেনে নেবো। আমার এটাই মনস্কাম।

কথং সমেতস্স ৰিভোতি রূপন্তি। "কথং সমেতস্স" বলতে শান্ত ব্যক্তির, প্রতিপন্নের, গমনকারী, অভ্যাসকারীর, পালনকারী, যাপনকারী, জীবন-যাপনকারী কিভাবে রূপ ধ্বংস হয়, বিধ্বংস হয়, অতিক্রমিত হয়, সমতিক্রমিত হয় এবং অতিক্রান্ত হয়? এ অর্থে প্রশান্তের কিভাবে রূপ ধ্বংস হয়? **(কথং সমেতস্স ৰিভোতি রূপং)**।

"সুখং দুখঞ্চাপি কথং ৰিভোতি" অর্থে সুখ ও দুঃখ কিভাবে ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, অতিক্রান্ত হয়, সমতিক্রান্ত হয়, অপসারিত হয়?—সুখং দুখঞ্চাপি কথং ৰিভোতি।

এতং মে পব্রূহি যথা ৰিভোতীতি। "এতং" বলতে যা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি—এতং। "পব্রূহি" অর্থে আমাকে বলুন, ভাষণ করুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিবৃত করুন, বিভাজন করুন, উন্মুক্ত করুন, প্রকাশ করুন—এতং মে পব্রূহি। "যথা ৰিভোতি" বলতে যেভাবে ধ্বংস হয়, বিনষ্ট হয়, অতিক্রান্ত হয়, সমতিক্রান্ত হয়, অপসারিত হয়—এতং মে পব্রূহি যথা ৰিভোতি।

তং জানিযামাতি মে মনো অহূতি। "তং জানিযাম" বলতে তা আমরা

জানতে পারব, জ্ঞাত হতে পারব, বিজ্ঞাত হতে পারব, পরিজ্ঞাত হতে পারব, প্রতিবিদ্ধ বা অনুজ্ঞাত হতে পারব—তং জানিযাম। "ইতি মে মনো অহু" অর্থে আমার মন এরূপ বলা হয়, আমার চিত্ত এরূপ বলা হয়, আমার সংকল্প এরূপ বলা হয়, আমার বিজ্ঞান এরূপ বলা হয়—তং জানিযাম ইতি মে মনো অহু।

তাই সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

''কথং সমেতস্স ৰিভোতি রূপং, সুখং দুখঞ্চাপি কথং ৰিভোতি।
এতং মে পব্রূহি যথা ৰিভোতি, তং জানিযামাতি মে মনো অহূ''তি॥

১০৯. ন সঞ্ঞসঞ্ঞী ন ৰিসঞ্ঞসঞ্ঞী,
নোপি অসঞ্ঞী ন ৰিভূতসঞ্ঞী।
এৰং সমেতস্স ৰিভোতি রূপং, সঞ্ঞানিদানা হি পপঞ্চসঙ্খা॥

অনুবাদ : সংজ্ঞায় সংজ্ঞী হয় না, বিসংজ্ঞীও হয় না; অসংজ্ঞীও হয় না, সংজ্ঞা পরিত্যাগকারীও হয় না; এভাবে অবস্থানকারীর রূপ ধ্বংস হয়। প্রপঞ্চসমূহ সংজ্ঞার কারণে উৎপন্ন হয়।

ন সঞ্ঞসঞ্ঞী ন ৰিসঞ্ঞসঞ্ঞীতি। সংজ্ঞা-সংজ্ঞী বলা হয় তাঁদের, যাঁরা মৌলিক সংজ্ঞায় স্থিত; সে মৌলিক সংজ্ঞায় স্থিত নয়। বিসংজ্ঞা-সংজ্ঞী উন্মত্তদের বলা হয়, যারা ক্ষিপ্তচিত্তসম্পন্ন; সে উন্মত্তও নয়, ক্ষিপ্তচিত্তসম্পন্নও নয়—সংজ্ঞী-অসংজ্ঞীও নয়, সংজ্ঞী-বিসংজ্ঞীও নয় (ন সঞ্ঞসঞ্ঞী ন ৰিসঞ্ঞসঞ্ঞী)।

নোপি অসঞ্ঞী ন ৰিভূতসঞ্ঞীতি। "অসংজ্ঞী" বলতে যারা নিরোধসমাপন্ন, সংজ্ঞাহীন বা অসংজ্ঞীসত্ত্ব তাঁদেরকে বুঝায়; সে নিরোধসমাপন্নও নয়, অসংজ্ঞীসত্ত্বও নয়। "বিনষ্টসংজ্ঞী" বলতে যারা চারি অরূপসমাপত্তিলাভী; সে চারি অরূপসমাপত্তিলাভী নয়—অসংজ্ঞীও নয়, বিনষ্টসংজ্ঞীও নয় (নোপি অসঞ্ঞী ন ৰিভূতসঞ্ঞী)।

এৰং সমেতস্স ৰিভোতি রূপন্তি। এক্ষেত্রে ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ করে... চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। তিনি এরূপ সমাহিত, পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ, নির্দোষ, বিগত-উপক্লেশ, মৃদুভূত (নমনীয়), কর্মন্য, স্থিত ও শান্ত চিত্তে আকাশায়তন-সমাপত্তি প্রতিলাভের জন্য চিত্তকে ব্যবহার (বা চেষ্টা) করেন, প্রয়োগ করেন এবং দেহহীনসত্ত্বের (অরূপ ব্রহ্মলোকের সত্ত্ব) উপায় অবলম্বন করেন। এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত (বা সাক্ষাৎকারী), প্রতিপন্ন, আচরণকারী (ইরিযন্তস্স), অভ্যাসকারী (ৰত্তেন্তস্স), পালনকারী (বা

রক্ষাকারী), অবস্থানকারী ও যাপনকারী ভিক্ষুর রূপ ধ্বংস, বিনাশ, অতিক্রম, সমতিক্রম এবং অতিক্রান্ত হয়—এরূপ সাক্ষাৎকারীর রূপ ধ্বংস হয় (এৰং সমেতস্স ৰিভোতি রূপং)।

সঞ্ঞানিদানা হি পপঞ্চসঙ্খাতি। প্রপঞ্চই প্রপঞ্চসঙ্খা (বদ্ধসংস্কারের লক্ষণ), সংজ্ঞা নিদান, সংজ্ঞা সমুদয়, সংজ্ঞা উদ্ভব (সঞ্ঞাজাতিকা) এবং সংজ্ঞা প্রভব হতে তৃষ্ণাপ্রপঞ্চসঙ্খা এবং মানপ্রপঞ্চসঙ্খা (উৎপত্তি) হয়—সংজ্ঞা নিদান হতেই প্রপঞ্চসঙ্খা উৎপন্ন হয় (সঞ্ঞানিদানা হি পপঞ্চসঙ্খা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ন সঞ্ঞসঞ্ঞী ন ৰিসঞ্ঞসঞ্ঞী, নোপি অসঞ্ঞী ন ৰিভূতসঞ্ঞী।
এৰং সমেতস্স ৰিভোতি রূপং, সঞ্ঞানিদানা হি পপঞ্চসঙ্খা"তি॥

১১০. যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো, অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি।
এত্তাৰতগ্গংনু ৰদন্তি হেকে, যক্খস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসে।
উদাহু অঞ্ঞম্পি ৰদন্তি এত্তো॥

অনুবাদ : আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন অন্য একটি প্রশ্ন করছি তা বলুন—এ জগতে পণ্ডিতগণ মানুষের শুদ্ধিকেই কি এইরূপে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ বলেন, কিংবা অন্যকিছু বলেন?

যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নোতি। যা জিজ্ঞাসা করেছি, যাচঞা করেছি, অনুরোধ করেছি, (প্রশ্ন দ্বারা) শোধন করেছি। "বর্ণনা করা হয়েছে" (অকিত্তযী নো) বলতে উক্ত, বর্ণিত, কথিত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, ভাষিত, বিশ্লেষিত, ব্যাখ্যাত, বিবৃত এবং প্রকাশিত হয়েছে—আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তা বর্ণনা করা হয়েছে (যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো)।

অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহীতি। অন্য (একটি) প্রশ্ন করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ করছি, (প্রশ্ন দ্বারা) শোধন করছি, স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করছি। "আসুন তা বলুন" (তদিঙ্ঘ ব্রূহি) অর্থে আসুন বলুন, বর্ণনা করুন, দেশনা করুন, জ্ঞাপন করুন, ভাষণ করুন, বিশ্লেষণ করুন, ব্যাখ্যা করুন, বিবৃত করুন এবং প্রকাশ করুন—অন্য একটি প্রশ্ন করছি তা বলুন (অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি)।

এত্তাৰতগ্গং নু ৰদন্তি হেকে যক্খস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসেতি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই অরূপসমাপত্তিকে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, মুখ্য, উত্তম ও প্রবর বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন, বিশ্লেষণ করেন। "মানুষের" (যক্খস্স) বলতে সত্ত্বের, নরের, মানবের, পুরুষের, পুদ্গলের,

জীবের, ব্যক্তির, প্রাণীর, লোকের, মনুষ্যের। "শুদ্ধিকে" (সুদ্ধিং) অর্থে শুদ্ধিকে, বিশুদ্ধিকে, পরিশুদ্ধিকে, মুক্তিকে, বিমুক্তিকে, পরিমুক্তিকে। "এ জগতে পণ্ডিতগণ" (ইধ পণ্ডিতাসে) বলতে ইহজগতে নিজের অনুমানে পণ্ডিতবাদী, ধীরবাদী, ন্যায়বাদী, হেতুবাদী, লক্ষণবাদী, কারণবাদী ও স্থানবাদী—এ জগতে পণ্ডিতগণ মানুষের শুদ্ধিকেই কী এইরূপে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ বলেন? (এত্তাৰতগ্গং নু ৰদন্তি হেকে যকখস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসে)।

উদাহু অঞ্ঞম্পি ৰদন্তি এত্তোতি। কিংবা কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই অরূপসমাপত্তিকে অতিক্রম, সমতিক্রম ও জয় করে এই অরূপসমাপত্তি হতে অন্যকে উত্তোরনের জন্য (উত্তরিং) মানুষের শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং বিশ্লেষণ করেন—কিংবা অন্যকে বলেন? (উদাহু অঞ্ঞম্পি ৰদন্তি এত্তো)।

তাই সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বললেন :

''যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো, অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি।
এত্তাৰতগ্গং নু ৰদন্তি হেকে, যকখস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসে।
উদাহু অঞ্ঞম্পি ৰদন্তি এত্তো''তি॥

১১১. এত্তাৰতগ্গম্পি ৰদন্তি হেকে, যকখস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসে।
তেসং পনেকে সমযং ৰদন্তি, অনুপাদিসেসে কুসলাৰদানা॥

অনুবাদ : এ জগতে পণ্ডিতগণ মানুষের শুদ্ধিকে এরূপে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ বলেন। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো জন কোনো কোনো সময়ে অনুপাদিশেষকে কুশলবাদী বলে থাকেন।

এত্তাৰতগ্গম্পি ৰদন্তি হেকে, যকখস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসেতি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যারা শাশ্বতবাদী; (তারা) এই অরূপসমাপত্তিকে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, মুখ্য, উত্তম ও প্রবর বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন, বিশ্লেষণ করেন। "মানুষের" (যকখস্স) বলতে সত্ত্বের, নরের, মানবের, পুরুষের, পুদ্গালের, জীবের, ব্যক্তির, প্রাণীর, লোকের, মনুষ্যের। "শুদ্ধিকে" (সুদ্ধিং) অর্থে শুদ্ধিকে, বিশুদ্ধিকে, পরিশুদ্ধিকে, মুক্তিকে, বিমুক্তিকে, পরিমুক্তিকে। "এ জগতে পণ্ডিতগণ" (ইধ পণ্ডিতাসে) বলতে ইহজগতে নিজের অনুমানে পণ্ডিতবাদী, ধীরবাদী, ন্যায়বাদী, হেতুবাদী, লক্ষণবাদী, কারণবাদী ও স্থানবাদী—এ জগতে পণ্ডিতগণ মানুষের শুদ্ধিকে এরূপেই অগ্র বা শ্রেষ্ঠ বলেন (এত্তাৰতগ্গম্পি ৰদন্তি হেকে যকখস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসে)।

"তাঁদের মধ্যে কোনো কোনোজন কোনো কোনো সময়ে অনুপাদিশেষকে কুশলবাদী বলেন" (তেসং পনেকে সমযং ৰদন্তি অনুপাদিসেসে কুসলাৰদানা) বলতে সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ উচ্ছেদবাদীদের, ভবতর্জিতদের (বা ভবতাড়িতদের) ও বিভবকে অভিনন্দন করেন; তারা সত্ত্বের শান্তি, উপশম, প্রশান্তি, নিরোধ এবং প্রতিপ্রশ্রদ্ধি বা প্রশান্ত বলেন। ভদন্ত, যখনই এই আত্মা কায়ভেদে উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মৃত্যুর পর হয় না; এই পর্যন্তই অনুপাদিশেষ। "কুশলবাদী" (কুসলাৰদানা) বলতে নিজের অনুমানে কুশলবাদী, পণ্ডিতবাদী, ধীরবাদী, ন্যায়বাদী, হেতুবাদী, লক্ষণবাদী, করণবাদী, স্থানবাদী (বা বিষয়বাদী)—তাদের মধ্যে কোনো কোনো জন কোনো কোনো সময়ে অনুপাদিশেষকে কুশলবাদী বলেন (তেসং পনেকে সমযং ৰদন্তি অনুপাদিসেসে কুসলাৰদানা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''এত্তাৰতগ্গম্পি ৰদন্তি হেকে, যকখস্স সুদ্ধিং ইধ পণ্ডিতাসে।
তেসং পনেকে সমযং ৰদন্তি, অনুপাদিসেসে কুসলাৰদানা''তি॥

১১২. এতে চ ঞত্বা উপনিস্সিতাতি, ঞত্বা মুনী নিস্সযে সো ৰীমংসী।
ঞত্বাৰিমুত্তো ন ৰিৰাদমেতি, ভৰাভৰায ন সমেতি ধীরো॥

অনুবাদ : মুনি এই উপনিশ্রয় বিষয়সমূহ জ্ঞাত হয়ে সেই অন্বেষণকারী (উক্ত) ধর্মসমূহ জ্ঞাত হয়ে বিমুক্ত ব্যক্তি বিবাদে যুক্ত হন না। তাই পণ্ডিত ব্যক্তি ভব হতে ভবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না।

এতে চ ঞত্বা উপনিস্সিতাতি। "এতে" বলতে বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিতে। "উপনিস্সিত" বলতে শাশ্বতদৃষ্টি নিশ্রয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে, উচ্ছেদদৃষ্টি নিশ্রয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে এবং শাশ্বত-উচ্ছেদদৃষ্টি নিশ্রয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে, জানে, তুলনা বা ধারণা, বিচার, বিবেচনা ও সুনিশ্চিত করে—এসব উপনিশ্রয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে (এতে চ ঞত্বা উপনিস্সিতাতি)।

ঞত্বা মুনী নিস্সযে সো ৰীমংসীতি। **মুনী**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। মুনি শাশ্বতদৃষ্টি, উচ্ছেদদৃষ্টি এবং শাশ্বত ও উচ্ছেদদৃষ্টি নিশ্রয় সম্বন্ধে জ্ঞাত, জানেন, ধারণা, বিচার, বিবেচনা এবং সুনিশ্চিত করেন। "সো ৰীমংসী" বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ এবং মেধাবী সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে মুনিকে নিশ্রয় করে তিনি অনুসন্ধানকারী বা গবেষণাকরী হন। "ঞত্বা ৰিমুত্তো ন ৰিৰাদমেতি" বলতে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিচার করে,

বিবেচনা করে ও সুনিশ্চিত করে। “ৰিমুত্তো” বলতে সম্পূর্ণ অনাসক্তি বিমোক্ষ দ্বারা মুক্ত, বিমুক্ত, পরিমুক্ত এবং সবিমুক্ত। “সকল সংস্কার অনিত্য” এভাবে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে ও সুনিশ্চিত করে সম্পূর্ণ অনাসক্তি বিমোক্ষ দ্বারা মুক্ত, বিমুক্ত, পরিমুক্ত এবং সুবিমুক্ত। “সকল সংস্কার দুঃখ”... “সকল সংস্কার অনাত্ম”... “যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী” এভাবে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে ও সুনিশ্চিত করে সম্পূর্ণ অনাসক্তি বিমোক্ষ দ্বারা মুক্ত, বিমুক্ত, পরিমুক্ত এবং সুবিমুক্ত—জ্ঞাত হয়ে বিমুক্ত হন (ঞত্বা ৰিমুত্তো)। “ন ৰিৰাদমেতি” বলতে (তিনি) কলহ করেন না, দ্বন্দ্ব করেন না, বিগ্রহ করেন না, বিবাদ করেন না ও বিরোধ করেন না। তাই ভগবান বলেছেন, “হে অগ্নিবেশ্বন, এরূপ বিমুক্ত চিত্ত ভিক্ষু কোনো প্রকার ঝগড়া করেন না, বিবাদ করেন না, লোকে যা উক্ত হয়েছে তা প্রকাশ করে বিপদগামী হন না”—বিমুক্ত জ্ঞাত হয়ে বিবাদ করেন না (ঞত্বা ৰিমুত্তো ন ৰিৰাদমেতি)।

ভৰাভৰায ন সমেতি ধীরোতি। “ভৰাভৰায” বলতে ভবে, কর্মভবে, পুনর্ভবে, কামভবে; কর্মভবে, কামভবে, পুনর্ভবে, রূপভবে; কর্মভবে, রূপভবে, পুনর্ভবে, অরূপভবে; কর্মভবে, অরূপভবে, পুনর্ভবে, পুনঃপুন ভবে, পুনঃপুন গতিতে, পুনঃপুন উৎপত্তিতে, পুনঃপুন প্রতিসন্ধিতে, পুনঃপুন আত্মভাবে, পুনঃপুন জন্ম গ্রহণে সম্মুখীন হন না, গমন করেন না, গ্রহণ করেন না স্পর্শ করেন না, অভিনিবেশ করেন না। “ধীরো” বলতে ধীর, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও মেধাবী—পণ্ডিত ব্যক্তি ভবাভবে মিলিত হন না (ভৰাভৰায ন সমেতি ধীরো)।

তদ্ধেতু ভগবান বললেন :

‘‘এতে চ ঞত্বা উপনিস্সিতাতি, ঞত্বা মুনী নিস্সযে সো ৰীমংসী।
ঞত্বা ৰিমুত্তো ন ৰিৰাদমেতি, ভৰাভৰায ন সমেতি ধীরো’’তি॥

[কলহ-বিবাদ সূত্র একাদশ]

১২. চূলৱিযূহ সূত্র বর্ণনা

অতঃপর চূলৱিযূহ সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

১১৩. সকং সকং দিট্ঠিপরিব্বসানা, ৱিগ্গযহ নানা কুসলা ৱদন্তি।
যো এৱং জানাতি স ৱেদি ধম্মং, ইদং পটিক্কোসমকেৱলী সো॥

অনুবাদ : নিজ নিজ দৃষ্টিতে অবস্থান করে তা করে বিবিধ প্রকারে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। সে এরূপ জানে যে তা জ্ঞাত হয়ে প্রত্যাখ্যান করতে অসমর্থ হয়।

সকং সকং দিট্ঠিপরিব্বসানাতি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগতিক আছে; তারা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির অন্যতর অন্যতর মিথ্যাদৃষ্টিকে গ্রহণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে, পোষণ করে ও অভিনিবেশ করে স্বীয় স্বীয় দৃষ্টিতে বাস করে, সংবাস করে, অবস্থান করে ও পরিবাস করে। আগারিকেরা যেমন ঘরে বাস করে, আপত্তিগ্রস্ত (ভিক্ষু) আপত্তিসমূহে অবস্থান করে এবং ক্লেশযুক্ত ব্যক্তিরা ক্লেশসমূহে অবস্থান করে; ঠিক এভাবেই কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগতিক আছে; তারা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির অন্যতর অন্যতর মিথ্যাদৃষ্টিকে গ্রহণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে, স্পর্শ করে ও অভিনিবেশ করে স্বীয় স্বীয় দৃষ্টিতে বাস করে, সংবাস করে, অবস্থান করে ও পরিবাস করে—স্বীয় স্বীয় দৃষ্টিতে অবস্থান করে (সকং সকং দিট্ঠিপরিব্বসানা)।

ৱিগ্গযহ নানা কুসলা ৱদন্তীতি। "ৱিগ্গযহ" বলতে গ্রহণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে, পোষণ করে ও অভিনিবেশ করে নানাভাবে বলে, বিবিধভাবে, বিভিন্নভাবে বলে, পৃথকভাবে বলে; শুধু একভাবে বলে না, ভাষণ করে না, প্রকাশ করে না, বর্ণনা করে না ও ব্যাখ্যা করে না। "কুসলা" বলতে কুশলবাদী, পণ্ডিতবাদী, ধীরবাদী, ন্যায়বাদী, হেতুবাদী, লক্ষণবাদী, কারণবাদী ও স্থানবাদী, স্বীয় বিষয় উপলব্ধিবাদী—ৱিগ্গযহ নানা কুসলা ৱদন্তি।

যো এৱং জানাতি স ৱেদি ধম্মন্তি। যে ব্যক্তি এই ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদ ও মার্গকে জানেন; তিনি ধর্মকে জেনেছেন, জ্ঞাত হয়েছেন, দর্শন করেছেন, প্রতিবিদ্ধ বা পরিজ্ঞাত হয়েছেন, যিনি এরূপে জানেন তিনি ধর্মকে জ্ঞাত হয়েছেন (যো এৱং জানাতি স ৱেদি ধম্মং)।

ইদং পটিক্কোসমকেৱলী সোতি। যে এই ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদ ও মার্গকে প্রত্যাখ্যান করে; সে অপুর্ণ, অসমর্থ, অপরিপূর্ণ, হীন, নীচ, অধম, নিকৃষ্ট,

ক্ষুদ্র ও নগণ্য—যে ইহা প্রত্যাখ্যান করে সে অসমর্থ হয় (ইদং পটিক্কোসমকেৰলী সো)।

তাই সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

“সকং সকং দিট্ঠিপরিব্বসানা, ৰিগ্গযহ নানা কুসলা ৰদন্তি।
যো এৰং জানাতি স ৰেদি ধম্মং, ইদং পটিক্কোসমকেৰলী সো”তি॥

১১৪. এৰম্পি ৰিগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি, বালো পরো অক্কুসলোতি চাহু।
সচ্চো নু ৰাদো কতমো ইমেসং, সব্বেৰ হীমে কুসলাৰদানা॥

অনুবাদ : তারা এভাবে বিতর্ক করে বিবাদে লিপ্ত হয়, অপরজনকে মূর্খ, অনভিজ্ঞ বলে থাকে। এদের কোন কথাটি সত্য? এরা সকলেই কুসলবাদী (দক্ষ প্রমাণকারী)।

এৰম্পি ৰিগ্গযহ ৰিৰাদযন্তীতি। এরূপে গ্রহণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে, পোষণ করে, অভিনিবেশ করে বিবাদ করে, কলহ করে, ঝগড়া করে, বিগ্রহ করে এবং বিরোধ করে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়—“তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না... আর তুমি কিনা জট খুলতে সক্ষম হও!” এভাবে বিতর্ক করে বিবাদ করে থাকে (এৰম্পি ৰিগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি)।

বালো পরো অক্কুসলোতি চাহূতি। অপরজন মূর্খ, হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম, ক্ষুদ্র, অনভিজ্ঞ, জ্ঞানহীন, অবিদ্যাগত, অজ্ঞানী, অবিভাবী (অপণ্ডিত), দুষ্প্রাজ্ঞ; এরূপ বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, ব্যবহার বা প্রকাশ করে—অপরজনকে মূর্খ, অনভিজ্ঞ বলে থাকে (বালো পরো অক্কুসলোতি চাহূ)।

সচ্চো নু ৰাদো কতমো ইমেসন্তি। এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের কোন মতবাদ সত্য, ঠিক, যথার্থ, ভূত (আসল), অভ্রান্ত, অবিপরীত?—এদের কোন কথাটি সত্য? (সচ্চো নু ৰাদো কতমো ইমেসং)।

সব্বেৰ হীমে কুসলাৰদানাতি। এই সব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ স্বীয় মতবাদ বা দৃষ্টিতে কুশলবাদী (অভিজ্ঞবাদী), পণ্ডিতবাদী, স্থিরবাদী, ন্যায়বাদী, হেতুবাদী, লক্ষণবাদী, কারণবাদী, স্থান বা বিষয়বাদী—এরা সকলেই কুশলবাদী (সব্বেৰ হীমে কুসলাৰদানা)।

তাই সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

“এৰম্পি ৰিগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি, বালো পরো অক্কুসলোতি চাহু।
সচ্চো নু ৰাদো কতমো ইমেসং, সব্বেৰ হীমে কুসলাৰদানা”তি॥

১১৫. পরস্স চে ধম্মমনানুজানং, বালোমকো হোতি নিহীনপঞ্ঞো।
সব্বেৰবালা সুনিহীনপঞ্ঞা, সব্বেৰিমে দিট্ঠিপরিব্বসানা॥

অনুবাদ : পরের ধর্ম জ্ঞাত না হলে (অপরজন) মূর্খ, নীচ ও হীনজ্ঞানসম্পন্ন হয়। এরা সকলেই সুনিহীন-প্রজ্ঞাসম্পন্ন, এরা সবাই দৃষ্টিতে অবস্থানকারী।

পরস্স চে ধম্মমনানুজানন্তি। অপরের ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদা ও মার্গ না জানলে, দর্শন না করলে, অনুমান না করলে, সম্মত বা অনুজ্ঞাত না হলে, অনুমোদন না করলে—পরের ধর্ম জ্ঞাত না হলে (পরস্স চে ধম্মমনানুজানং)।

বালোমকো হোতি নিহীনপঞ্ঞোতি। অপরজন মূর্খ, হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম, ক্ষুদ্র হয়; হীনপ্রাজ্ঞ, নীচপ্রাজ্ঞ, অল্পপ্রাজ্ঞ, মন্দপ্রাজ্ঞ, নিম্নপ্রাজ্ঞ, মৃদুপ্রাজ্ঞ হয়—এ অর্থে মূর্খ, নীচ ও হীনজ্ঞানসম্পন্ন হয় (বালোমকো হোতি নিহীনপঞ্ঞো)।

সব্বেৰ বালা সুনিহীনপঞ্ঞাতি। এই সব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মূর্খ, হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম, ক্ষুদ্র; সকলেই হীনপ্রাজ্ঞ, নীচপ্রাজ্ঞ, অল্পপ্রাজ্ঞ, মন্দপ্রাজ্ঞ, নিম্নপ্রাজ্ঞ, মৃদুপ্রাজ্ঞ—এরা সবাই সুনিহীন-প্রজ্ঞাসম্পন্ন (সব্বেৰ বালা সুনিহীনপঞ্ঞা)।

সব্বেৰিমে দিট্ঠিপরিব্বসানাতি। এই সব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগতিক; তারা বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়ের অন্যতর অন্যতর দৃষ্টিগত বিষয়কে গ্রহণ, শিক্ষা, ধারণ, পোষণ এবং অভিনিবেশ করে স্বীয় স্বীয় দৃষ্টিতে বাস করে, সংবাস করে, অবস্থান করে, থাকে। যেমন : আগারিকেরা ঘরসমূহের মধ্যে বাস করে, আপত্তিগ্রস্ত ব্যক্তিরা আপত্তিসমূহে বাস করে, ক্লেশযুক্ত মানুষেরা ক্লেশসমূহে বাস করে; ঠিক এভাবে এই সব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগতিক... থাকে—এরা সবাই দৃষ্টিতে অবস্থানকারী (সব্বেৰিমে দিট্ঠিপরিব্বসানা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পরস্স চে ধম্মমনানুজানং, বালোমকো হোতি নিহীনপঞ্ঞো।
সব্বেৰ বালা সুনিহীনপঞ্ঞা, সব্বেৰিমে দিট্ঠিপরিব্বসানা"তি॥

১১৬. সন্দিট্ঠিযা চেৰ নৰীৰদাতা, সংসুদ্ধপঞ্ঞা কুসলা মুতীমা।
ন তেসং কোচি পরিহীনপঞ্ঞো, দিট্ঠী হি তেসম্পি তথা সমত্তা॥

অনুবাদ : বিশুদ্ধ-প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সন্দৃষ্টির দ্বারা বিশুদ্ধ হন না। তাঁরা কোনোজন হীনপ্রাজ্ঞ নন, সেভাবে তাঁদের দৃষ্টি সম্পাদিত হয়।

সন্দিট্ঠিযা চেৰ নৰীৰদাতাতি। স্বীয় দৃষ্টি, স্বীয় ইচ্ছা, স্বীয় রুচি এবং স্বীয় দর্শন বা মতবাদ দ্বারা বিশুদ্ধ হন না, নির্মল হন না, পবিত্র হন না, সংক্লিষ্ট হন, কলঙ্কিত হন—সন্দৃষ্টির দ্বারা বিশুদ্ধ হন না (সন্দিট্ঠিযা চেৰ নৰীৰদাতা)।

সংসুদ্ধপঞ্ঞা কুসলা মুতীমাতি। শুদ্ধপ্রাজ্ঞ, বিশুদ্ধপ্রাজ্ঞ, পরিশুদ্ধপ্রাজ্ঞ, নির্মলপ্রাজ্ঞ, পরিশোধিতপ্রাজ্ঞ। অথবা শুদ্ধদর্শন, বিশুদ্ধদর্শন, পরিশুদ্ধদর্শন, নির্মলদর্শন, পরিশোধিতদর্শন বা পবিত্রদর্শন—বিশুদ্ধপ্রাজ্ঞ (সংসুদ্ধপঞ্ঞা)। “কুশল বা পণ্ডিত” (কুসলা) বলতে দক্ষ, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণসম্পন্ন, জ্ঞানী, বিভাবী (বিজ্ঞ), মেধাবী—বিশুদ্ধপ্রাজ্ঞ, পণ্ডিত (সংসুদ্ধপঞ্ঞা কুসলা)। “অভিজ্ঞ” (মুতীমা) অর্থে বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণসম্পন্ন, জ্ঞানী, বিভাবী, মেধাবী—বিশুদ্ধপ্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও অভিজ্ঞগণ (সংসুদ্ধপঞ্ঞা কুসলা মুতীমা)।

তেসং ন কোচি পরিহীনপঞ্ঞোতি। সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ কেউ হীনপ্রাজ্ঞ, নীচপ্রাজ্ঞ, অল্পপ্রাজ্ঞ, মন্দপ্রাজ্ঞ, নিম্নপ্রাজ্ঞ, ক্ষুদ্র বা মৃদুপ্রাজ্ঞ নন। সকলেই শ্রেষ্ঠপ্রাজ্ঞ, বিশিষ্টপ্রাজ্ঞ, প্রমুখ্য বা প্রধানপ্রাজ্ঞ, উত্তমপ্রাজ্ঞ, প্রবরপ্রাজ্ঞ—তাঁরা কেউ হীনপ্রাজ্ঞ নন (তেসং ন কোচি পরিহীনপঞ্ঞো)।

দিট্ঠী হি তেসম্পি তথা সমত্তাতি। সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের দৃষ্টি সেভাবে সম্পাদিত হয়, ধৃত হয়, গৃহীত হয়, স্পৃষ্ট হয়, অভিনিবিষ্ট হয়, সংলগ্নকৃত হয় (অজ্ঝোসিতা), আত্মনিয়োগকৃত (অধিমুত্ত) হয়—এভাবে তাঁদের দৃষ্টি সম্পাদিত হয় (দিট্ঠী হি তেসম্পি তথা সমত্তা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘সন্দিট্ঠিযা চেৰ নৰীৰদাতা, সংসুদ্ধপঞ্ঞা কুসলা মুতীমা।
তেসং ন কোচি পরিহীনপঞ্ঞো, দিট্ঠী হি তেসম্পি তথা সমত্তা’’তি॥

১১৭. ন ৰাহমেতং তথিযন্তি ব্রূমি, যমাহু বালা মিথু অঞ্ঞমঞ্ঞং।
সকং সকং দিট্ঠিমকংসু সচ্চং, তস্মা হি বালোতি পরং দহন্তি॥

অনুবাদ : “এটি সত্য” আমি এরূপ বলি না। যেরূপে কলহকারী মূর্খগণ একে অন্যকে বলে। তারা আপন আপন দৃষ্টিকে “সত্য” বলে আখ্যা দেয়। সে কারণে অন্যকে “মূর্খ” বলে অবজ্ঞা করে।

ন ৰাহমেতং তথিযন্তি ব্রূমীতি। “না” বলতে প্রতিক্ষেপ। “এতং” অর্থে আমি “এই বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে সত্য, প্রকৃত, বিশুদ্ধ, যথার্থ, অবিপরীত” বলি না, ব্যাখ্যা করি না, দেশনা করি না, প্রজ্ঞাপন করি না,

স্থাপন করি না, বিবৃত করি না, বিভাজন করি না, বর্ণনা করি না, প্রকাশ করি না—ন ৰাহমেতং তথিযন্তি ব্রূমি।

যমাহু বালা মিথু অঞঞমঞঞন্তি। “মিথু” বলতে দুই জন, দুই কলহকারী, দুই ঝগড়াকারী, দুই বাদানুবাদকারী, দুই বিবাদকারী, দুই অধিকরণকারী, দুই বাদী, দুই আলাপকারী; তারা একে অন্যকে এভাবে অন্য ছয় পদ দ্বারা মূর্খ, হীন নিহীন, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, নীচ ও সামান্য বলে, প্রচার করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে—যমাহু বালা মিথু অঞঞমঞঞং।

সকং সকং দিট্ঠিমকংসু সচ্চন্তি। “লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে”—সকং সকং দিট্ঠিমকংসু সচ্চং। “লোক অশাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে”... “তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার না থাকেন তাও না, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে”—সকং সকং দিট্ঠিমকংসু সচ্চং।

তস্মা হি বালোতি পরং দহন্তীতি। “তস্মা” বলতে তদ্ধেতু, সে কারণে, সেহেতু, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে অপরকে “মূর্খ, হীন, নিহীন, তুচ্ছ, অধম, নীচ, সামান্য” বলে অবজ্ঞা করে, দর্শন করে, দেখে, অবলোকন করে, বিবেচনা করে, বিচার করে—তস্মা হি বালোতি পরং দহন্তি।

তাই ভগবান বলেছেন :

“ন ৰাহমেতং তথিযন্তি ব্রূমি, যমাহু বালা মিথু অঞঞমঞঞং।
সকং সকং দিট্ঠিমকংসু সচ্চং, তস্মা হি বালোতি পরং দহন্তী”তি॥

**১১৮. যমাহুসচ্চং তথিযন্তি একে, তমাহু অঞ্ঞেপি তুচ্ছং মুসাতি।
এৰম্পি ৰিগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি, কস্মা ন একং সমণা ৰদন্তি॥**

অনুবাদ : কোনো কোনো জন যা “প্রকৃত, সত্য” বলে, অন্যেরা তা “অপ্রকৃত, মিথ্যা” বলে আখ্যা দেয়। এভাবে কলহ করে তারা বিবাদে লিপ্ত হয়, কেন শ্রমণেরা একরকম কথা বলে না?

যমাহু সচ্চং তথিযন্তি একেতি। যে ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদা ও মার্গকে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ “ইহা সত্য, নির্মল, প্রকৃত, বিশুদ্ধ, যথার্থ অবিপরীত” এরূপ বলে, প্রচার করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে—যমাহু সচ্চং তথিযন্তি একে।

তমাহু অঞ্ঞেপি তুচ্ছং মুসাতীতি। সেই ধর্ম দৃষ্টি, প্রতিপদা ও মার্গকে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ “ইহা তুচ্ছ, ইহা মিথ্যা, ইহা অভূত, ইহা ভ্রান্ত,

ইহা অযথার্থ” এরূপ বলে, প্রচার করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে—তমাহু অঞ্ঞেঞ্ঞপি তুচ্ছং মুসাতি।

এৰম্পি ৰিগ্গযহ ৰিৰাদযন্তীতি। এভাবে গ্রহণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে, পোষণ করে ও অভিনিবিষ্ট হয়ে বিবাদ করে, কলহ করে, ঝগড়া করে, বিগ্রহ করে, তর্ক করে, বাদানুবাদ করে : “তুমি এই ধর্ম বিনয় জান না... আর তুমি কিনা জট খুলতে সক্ষম হও!”—এৰম্পি ৰিগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি।

কস্মা ন একং সমণা ৰদন্তীতি। “কস্মা” অর্থে কেন, কী কারণে, কী হেতুতে, কী প্রত্যয়ে, কী নিদানে, কী সমুদয়ে, কী উৎপত্তিতে, কী প্রভবে এক রকম বলে না, নানারকম বলে, বিবিধ বলে, ভিন্ন ভিন্ন বলে, পৃথক পৃথক বলে, প্রচার করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে—কস্মা ন একং সমণা ৰদন্তি।

তাই সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

‘‘যমাহু সচ্চং তথিযন্তি একে, তমাহু অঞ্ঞেঞ্ঞপি তুচ্ছং মুসাতি।
এৰম্পি ৰিগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি, কস্মা ন একং সমণা ৰদন্তী’’তি॥

১১৯. একঞ্হি সচ্চং ন দুতীযমত্থি, যস্মিং পজা নো ৰিৰদে পজানং।
নানা তে সচ্চানি সযং থুনন্তি, তস্মা ন একং সমণা ৰদন্তি॥

অনুবাদ : সত্য এক, দ্বিতীয় (আর) নেই; যে কারণে জ্ঞানী জ্ঞানীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হন না। (তারাই বিবাদে লিপ্ত হয়) যারা বিবিধ বিষয়কে স্বয়ং “সত্য” বলে প্রশংসা করে; তদ্ধেতু শ্রমণগণ এক রকম কথা বলে না।

একঞ্হি সচ্চং ন দুতীযমত্থীতি। দুঃখ নিরোধ নির্বাণকে বলা হয় একসত্য। যা সেই সর্বসংস্কার উপশম, সর্ব উপধি বা আসক্তি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। অথবা, এক সত্য বলা হয়—মার্গসত্য, মুক্তি, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব বা জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি—**একঞ্হি সচ্চং ন দুতীযমত্থি**।

যস্মিং পজা নো বিবদে পজানন্তি। “যস্মি” বলতে যেই সত্যে। “পজা” বলতে সত্ত্বাধিবচন। পজানন্তি বলতে যেই সত্যকে জানাকালে, বুঝাকালে, উপলব্ধিকালে, হৃদয়ঙ্গমকালে, জ্ঞাতকালে বাদানুবাদ, ঝগড়া, বিরোধ, বিবাদ, বাক-বিতণ্ডা ত্যাগ করে, বিদূরীত করে, বিনাশ করে, ধ্বংস করে—**যস্মিং পজা নো বিবদে পজানং**।

নানাতে সচ্চানি সযং থুনন্তীতি। তারা স্বয়ং নানা প্রকারে প্রশংসা করে,

কথা বলে, আলাপ করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, বর্ণনা করে। "লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপে নিজে প্রশংসা করে, কথা বলে, আলাপ করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, বর্ণনা করে। "লোক অশাশ্বত... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাও নহে, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপে স্বয়ং প্রশংসা করে, কথায় বলে, আলাপ করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, বর্ণনা করে—নানা তে সচ্চানি সযং থুনন্তি।

তস্মা ন একং সমণা ৰদন্তীতি। "তস্মা" বলতে তদ্ধেতু, সেই কারণে, সেই হেতুতে, সেই প্রত্যয়ে, সেই উদ্দেশে একভাবে বলে না বরং নানাভাবে বলে, বিবিধ প্রকারে বলে, একে অন্যের বিরুদ্ধে বলে, পৃথকভাবে বলে, কথায় বলে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, বর্ণনা করে—তস্মা ন একং সমণা ৰদন্তি।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

''একঞ্হি সচ্চং ন দুতীযমত্থি, যস্মিং পজা নো ৰিৰদে পজানং।
নানা তে সচ্চানি সযং থুনন্তি, তস্মা ন একং সমণা ৰদন্তী''তি॥

**১২০. কস্মা নু সচ্চানি ৰদন্তি নানা, পৰাদিযাসে কুসলাৰদানা।
সচ্চানি সুতানি বহূনি নানা, উদাহু তে তক্কমনুস্সরন্তি॥**

অনুবাদ : নিজেদের বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করে বিতণ্ডাকারীগণ কী জন্য নানাসত্য প্রচার করে? অনেক প্রকার ভিন্ন সত্য কি শুনা গেছে, নাকি তারা তর্কের অনুসরণ করে?

কস্মা নু সচ্চানি ৰদন্তি নানাতি। "কস্মা" বলতে কেন, কী কারণে, কী হেতুতে, কী প্রত্যয়ে সত্যাদি নানাভাবে বলে, বিবিধ প্রকারে বলে, একে অন্যের বিরুদ্ধে বলে, পৃথকভাবে বলে, কথায় বলে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, বর্ণনা করে—কস্মা নু সচ্চানি ৰদন্তি নানা।

পৰাদিযাসে কুসলাৰদানাতি। "পৰাদিযাসে" বলতে বিতর্ক সম্পর্কে বাদানুবাদ করা। তারা স্বীয় স্বীয় মতবাদকে প্রচার করে, কথায় বলে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, বর্ণনা করে। "লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপে প্রচার করে, কথায় বলে, আলাপ করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, বর্ণনা করে। "লোক অশাশ্বত... "মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাও নহে, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপে প্রচার করে, কথা বলে, আলাপ করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে,

বর্ণনা করে। “কুসলাৰদানা” বলতে স্বীয় কুশলবাদ, পণ্ডিতবাদ, যথার্থবাদ, ন্যায়বাদ, হেতুবাদ, লক্ষণবাদ, কারণবাদ, যুক্তিসিদ্ধবাদ—পৰাদিযাসে কুসলাৰদানা।

“সচ্চানি সুতানি বহূনি নানা” অর্থে সত্য ও শ্রুত বিষয়সমূহ নানাবিধ, বহুবিধ, বিবিধ প্রকার, বিভিন্ন রকম, নানা রকম—সচ্চানি সুতানি বহূনি নানা।

“উদাহু তে তক্কমনুস্সরং” বলতে তর্কের দ্বারা, সংকল্পের দ্বারা চালিত হয়, নীত হয়, প্রবর্তিত হয়, আকর্ষিত হয় বুঝানো হয়েছে। এরূপে নাকি তারা তর্কে মনোনিবেশ করে। অথবা তর্কে পরিরাজিত, মীমাংসানুকূল প্রতুৎপন্নমতিত্বকে স্বয়ং বলে, কথায় প্রকাশ করে, ভাষণ করে, ব্যাখ্যা করে, বর্ণনা করে। এরূপে তারা তর্কে মনোনিবেশ করে।

তজ্জন্য নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

‘‘কস্মা নু সচ্চানি ৰদন্তি নানা, পৰাদিযাসে কুসলাৰদানা।
সচ্চানি সুতানি বহূনি নানা, উদাহু তে তক্কমনুস্সরন্তী’’তি॥

১২১. ন হেৰ সচ্চানি বহূনি নানা, অঞ্ঞত্র সঞ্ঞায নিচ্চানি লোকে।
তক্কঞ্চ দিট্ঠীসু পকপ্পযিত্বা, সচ্চং মুসাতি দ্বযধম্মমাহু॥

অনুবাদ : জগতে সংজ্ঞা ছাড়া নানা প্রকার ও বহু প্রকার সত্য, নিত্য বিদ্যমান নেই। দৃষ্ট বা মতবাদকে তর্ক দ্বারা পরিকল্পনা করে সত্য ও মিথ্যা এ দুই ধর্ম প্রচার করে।

“ন হেৰ সচ্চানি বহূনি নানা” বলতে সত্যসমূহ নানাবিধ, বহুবিধ, বিবিধ প্রকার, বিভিন্ন রকম, নানা রকম নয়—ন হেৰ সচ্চানি বহূনি নানা।

“অঞ্ঞত্র সঞ্ঞায নিচ্চানি লোকে” বলতে জগতে অন্য সংজ্ঞায় একমাত্র সত্যকে নিত্যরূপে গ্রহণ করে ‘দুঃখনিরোধ নির্বাণ’ এরূপ বলে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, বর্ণনা করে। যা সেই সমস্ত সংস্কার উপশান্ত, সকল প্রকার আসক্তি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। অথবা একমাত্র সত্য বলা হয়—মার্গসত্য, মুক্তসত্য (নিয্যানসচ্চং), দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি ... সম্যক সমাধি—অঞ্ঞত্র সঞ্ঞায নিচ্চানি লোকে।

তক্কঞ্চ দিট্ঠীসু পকপ্পযিত্বা, সচ্চং মুসাতি দ্বযধম্মমাহূতি। তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প; তর্ক করে, বিতর্ক করে, সংকল্প করে মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ জন্ম দেয়, সঞ্জানন করে, উৎপাদন করে, উৎপন্ন করে। মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ জন্ম দিয়ে,

সঞ্জানন করে, উৎপাদন করে, উৎপন্ন করে "আমারটা সত্য, তোমারটা মিথ্যা" এরূপে বলে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে—তক্কঞ্চ দিট্ঠীসু পকপ্পযিত্বা সচ্চং মুসাতি দ্বযধম্মমাহু।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

"ন হেৰ সচ্চানি বহূনি নানা, অঞ্ঞত্র সঞ্ঞায নিচ্চানি লোকে।
তক্কঞ্চ দিট্ঠীসু পকপ্পযিত্বা, সচ্চং মুসাতি দ্বযধম্মমাহূ"তি॥

**১২২. দিট্ঠেসুতে সীলৰতে মুতে ৰা, এতে চ নিস্সায ৰিমানদস্সী।
ৰিনিচ্ছযে ঠত্বা পহস্সমানো, বালো পরো অক্কুসলোতি চাহ॥**

অনুবাদ : দৃষ্ট বিষয়ে, শ্রুত বিষয়ে, শীলব্রতে ও অনুমিত বিষয়সমূহে নিশ্রয় করে ঘৃণাপ্রদর্শনকারী (অসম্মানকারী) আনন্দেরসহিত বিনিচ্ছয়সমূহে (বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়ে) প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপরকে "মূর্খ, অনভিজ্ঞ" বলে থাকে।

দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা, এতে চ নিস্সায ৰিমানদস্সীতি। দৃষ্ট বা দৃষ্টশুদ্ধি, শ্রুত বা শ্রুতশুদ্ধি, শীল বা শীলশুদ্ধি, ব্রত বা ব্রতশুদ্ধি এবং অনুমিত বা অনুমিত-শুদ্ধিকে নিশ্রয়, উপনিশ্রয়, গ্রহণ, ধারণ ও অভিনিবেশ করে—দৃষ্ট বিষয়ে, শ্রুত বিষয়ে, শীলব্রতে ও অনুমিত বিষয়সমূহে "(দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা)। **এতে চ নিস্সায ৰিমানদস্সী**তি। সম্মান বা গৌরব করে না বলে ঘৃণাপ্রদর্শনকারী। অথবা দৌর্মনস্য উৎপন্ন করে বলে ঘৃণাপ্রদর্শনকারী—দৃষ্ট বিষয়ে, শ্রুত বিষয়ে, শীলব্রতে ও অনুমিত বিষয়সমূহে নিশ্রয় করে ঘৃণাপ্রদর্শনকারী (দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা এতে চ নিস্সায ৰিমানদস্সী)।

ৰিনিচ্ছযে ঠত্বা পহস্সমানোতি। "বিনিচ্ছয়" বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়কে বুঝায়। দৃষ্টিবিনিচ্ছয়ে, বিনিচ্ছয়দৃষ্টিতে অবস্থান করে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে, গ্রহণ করে, ধারণ করে, অভিনিবেশ করে—বিনিচ্ছয়সমূহে অবস্থান করে বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে (ৰিনিচ্ছযে ঠত্বা)। "আনন্দেরসহিত" (পহস্সমানো) বলতে তুষ্ট, হৃষ্ট, প্রহৃষ্ট, আনন্দিত এবং সংকল্প সিদ্ধ হওয়া। অথবা আনন্দিত হয়ে (হেঁসে হেঁসে) দন্ত প্রদর্শন করা—আনন্দের সাথে বিনিচ্ছয়সমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে (ৰিনিচ্ছযে ঠত্বা পহস্সমানো)।

বালো পরো অক্কুসলোতি চাহাতি। অপরকে "মূর্খ, হীন, অধম, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র (ছতুক্কো), নীচ, অনিপুণ, অকৌশলী (অপণ্ডিত), অবিদ্যাগত (জ্ঞানহীন), অজ্ঞানী, অবিভাবী (অনভিজ্ঞ), অমেধাবী ও দুষ্পাজ্ঞ" এরূপ

বলেছে, বলে, ভাষণ করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে—অপরকে “মূর্খ, অনভিজ্ঞ” এরূপ বলে থাকে (বালো পরো অক্কুসলোতি চাহ)।

তাই ভগবান বলেছেন :

“দিট্ঠে সুতে সীলৰতে মুতে ৰা, এতে চ নিস্সায ৰিমানদস্সী।
ৰিনিচ্ছযে ঠত্বা পহস্সমানো, বালো পরো অক্কুসলোতি চাহা”তি॥

১২৩. যেনেৰ বালোতি পরং দহাতি, তেনাতুমানং কুসলোতি চাহ।
সযমত্তনা সো কুসলাৰদানো, অঞ্ঞং ৰিমানেতি তদেৰ পাৰ॥

অনুবাদ : যেহেতু সে পরকে “মূর্খ” বলে অভিহিত করে, সেহেতু সে নিজেকেই “দক্ষ বা অভিজ্ঞ” বলে থাকে। (যখন) স্বয়ং নিজেকে কুশলবাদী (কৌশলী) বলে প্রকাশ করে, তখন অন্যকে অবমাননা করে থাকে।

যেনেৰ বালোতি পরং দহাতীতি। যেই হেতু, প্রত্যয়, কারণ, প্রভব (উদ্দেশ্য) দ্বারা অপরকে মূর্খ, হীন, অধম, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র এবং নীচরূপে আরোপ করে, দেখে, দর্শন করে, অবলোকন করে, প্রতিফলিত করে, নিরূপণ করে—যেহেতু সে পরকে “মূর্খ” বলে অভিহিত করে (যেনেৰ বালোতি পরং দহাতি)।

তেনাতুমানং কুসলোতি চাহাতি। “নিজ” (আতুমানো) বলতে আত্ম বা নিজকে বুঝায়। তখন সে সেই হেতু, প্রত্যয়, কারণ ও প্রভব বা উদ্দেশ্যে নিজেকে “আমি কৌশলী (অভিজ্ঞ), পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিভাবী (বিজ্ঞ) এবং মেধাবী” বলে থাকে—সেহেতু সে নিজেকেই “অভিজ্ঞ” বলে থাকে (তেনাতুমানং কুসলোতি চাহ)।

সযমত্তনা সো কুসলাৰদানোতি। নিজেকে নিজেই কুশলবাদী, পণ্ডিতবাদী, ধীরবাদী, ন্যায়বাদী, হেতুবাদী, লক্ষণবাদী, কারণবাদী এবং স্থান বা বিষয়বাদী বলে উপলব্ধি বা ধারণা করে—স্বয়ং নিজেকে কুশলবাদী বলে (সযমত্তনা সো কুসলাৰদানো)।

অঞ্ঞং ৰিমানেতি তদেৰ পাৰাতি। সম্মান বা গৌরব করে না বলে অন্যকে অবমাননা (বা ঘৃণা) করে। অথবা দৌর্মনস্য উৎপন্ন করে বলে অন্যকে অবমাননা করে। “তখন বলে” (তদেৰ পাৰ) বলতে তখন সেই দৃষ্টিগত ব্যক্তিকে বলে যে, “এই পুদ্গল মিথ্যাদৃষ্টিক ও বিপরীতদর্শী”—তখন অন্যকে অবমাননা করে থাকে (অঞ্ঞং ৰিমানেতি তদেৰ পাৰ)।

তাই ভগবান বলেছেন :

“যেনেৰ বালোতি পরং দহাতি, তেনাতুমানং কুসলোতি চাহ।
সযমত্তনা সো কুসলাৰদানো, অঞ্ঞং ৰিমানেতি তদেৰ পাৰা”তি॥

১২৪. অতিসারদিট্‌ঠিযা সো সমত্তো, মানেন মত্তো পরিপুণ্ণমানী।
সযমেৰ সামং মনসাভিসিত্তো, দিট্‌ঠী হি সা তস্স তথা সমত্তা॥

অনুবাদ : সে অতিসারদৃষ্টিতে (বা মিথ্যাদৃষ্টিতে) পরিপূর্ণ, মানে উন্মত্ত ও অহংকারে পরিপূর্ণ। সে নিজে নিজেই মনোবৃত্তিতে অভিষিক্ত হয়, (আর) সে দৃষ্টিই তার সম্পাদিত বা পূর্ণ হয়।

অতিসারদিট্‌ঠিযা সো সমত্তোতি। "অতিসারদৃষ্টি" বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়কে বুঝায়। কী কারণে অতিসারদৃষ্টিকে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় বলা হয়? সেসব দৃষ্টি কারণ অতিক্রান্ত, লক্ষণ অতিক্রান্ত ও স্থান অতিক্রান্ত; সে কারণে অতিসারদৃষ্টিকে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় বলা হয়। সব দৃষ্টিই অতিসারদৃষ্টি। কী কারণে সব দৃষ্টিকে অতিসারদৃষ্টি বলা হয়? সেসব দৃষ্টি পরস্পরকে অতিক্রম, সমতিক্রম ও অতিবাহিত বা উপেক্ষা করে দৃষ্টিগত বিষয়সমূহকে উৎপন্ন করে, উৎপাদন করে, জন্ম দেয়, প্রসব করে; সে কারণেই সব দৃষ্টিকে অতিসারদৃষ্টি বলা হয়। **অতিসারদিট্‌ঠিযা সো সমত্তো**তি। অতিসারদৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ, পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ (বা পূর্ণাঙ্গ)—সে অতিসারদৃষ্টিতে পরিপূর্ণ (অতিসারদিট্‌ঠিযা সো সমত্তো)।

মানেন মত্তো পরিপুণ্ণমানীতি। স্বীয়দৃষ্টি দ্বারা, দৃষ্টিমান দ্বারা মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত ও অতিমত্ত (অত্যধিক উন্মত্ত)—মান দ্বারা মত্ত (মানেন মত্তো)। "অহংকারে পরিপূর্ণ" (পরিপুণ্ণমানী) বলতে পরিপূর্ণমানী, পূর্ণমানী, পূর্ণাঙ্গমানী—মানে মত্ত ও অহংকারে পরিপূর্ণ (মানেন মত্তো পরিপুণ্ণমানী)।

সযমেৰ সামং মনসাভিসিত্তোতি। স্বয়ং নিজেকে চিত্ত বা মন দ্বারা অভিসিঞ্চন বা অভিষিক্ত করে যে, "আমি কৌশলী (অভিজ্ঞ), পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিভাবী (বিজ্ঞ) ও মেধাবী"—নিজে নিজেই মনোবৃত্তিতে অভিষিক্ত হয় (সযমেৰ সামং মনসাভিসিত্তো)।

দিট্‌ঠী হি সা তস্স তথা সমত্তাতি। সে দৃষ্টিই তার সম্পাদিত বা পূর্ণ হয়, ধৃত হয়, গৃহীত হয়, পরামৃষ্ট (স্পৃষ্ট) হয়, অভিনিবিষ্ট হয়, সংলগ্নকৃত হয় ও আত্মনিয়োগকৃত (অধিমুত্ত) হয়—সেই দৃষ্টিই তার সম্পাদিত বা পূর্ণ হয় (দিট্‌ঠী হি সা তস্স তথা সমত্তা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"অতিসারদিট্‌ঠিযা সো সমত্তো, মানেন মত্তো পরিপুণ্ণমানী।
সযমেৰ সামং মনসাভিসিত্তো, দিট্‌ঠী হি সা তস্স তথা সমত্তা"তি॥

১২৫. পরস্সচে হি ৰচসা নিহীনো, তুমো সহা হোতি নিহীনপঞ্ঞো।
অথ চে সযং ৰেদগূ হোতি ধীরো, ন কোচি বালো সমণেসু অত্থি॥

অনুবাদ : সে পরের দ্বারা হীন বলে উক্ত হলে নিন্দকারীকে বলে থাকে তুমিও হীন প্রজ্ঞাসম্পন্ন। অথচ নিজে যদি উচ্চতম জ্ঞানসম্পন্ন ধীর হতো, তাহলে শ্রমণদের মধ্যে কেউই মূর্খ থাকত না।

"পরস্স চে হি ৰচসা নিহীনো" বলতে অপরের বাক্য ও বচন দ্বারা নিন্দিত, গর্হিত ও অপতাদিত হওয়ায় অপর জন মূর্খ, হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র ও অধম হয়—পরের কথায় হীন (পরস্স চে হি ৰচসা নিহীনো)।

তুমো সহা হোতি নিহীনপঞ্ঞোতি। সেও তার মতো হীনপ্রাজ্ঞ, নীচপ্রাজ্ঞ, অল্পপ্রাজ্ঞ, মন্দপ্রাজ্ঞ, নিম্নপ্রাজ্ঞ, মৃদুপ্রাজ্ঞ হয়—তুমিও তার মতো হীন প্রজ্ঞাসম্পন্ন (তুমো সহা হোতি নিহীনপঞ্ঞো)।

"অথ চে সযং ৰেদগূ হোতি ধীরো" বলতে অতঃপর স্বয়ং পারদর্শী, ধীর, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ এবং মেধাবী হন—অতঃপর নিজেই পারদর্শী ও ধীর হন (অথ চে সযং ৰেদগূ হোতি ধীরো)।

ন কোচি বালো সমণেসু অত্থীতি। শ্রমণদের মধ্যে কোনো জন মূর্খ, হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র ও অধম নেই; তাঁরা সকলে শ্রেষ্ঠপ্রাজ্ঞ, উচ্চপ্রাজ্ঞ, বিশিষ্টপ্রাজ্ঞ, উত্তমপ্রাজ্ঞ ও প্রবরপ্রাজ্ঞ—শ্রমণদের মধ্যে কেউ মূর্খ নেই (ন কোচি বালো সমণেসু অত্থি)।

তস্মেতু ভগবান বলেছেন :

''পরস্স চে হি ৰচসা নিহীনো, তুমো সহা হোতি নিহীনপঞ্ঞো।
অথ চে সযং ৰেদগূ হোতি ধীরো, ন কোচি বালো সমণেসু অত্থী''তি॥

১২৬. অঞ্ঞং ইতো যাভিৰদন্তি ধম্মং, অপরদ্ধা সুদ্ধিমকেৰলী তে।
এৰম্পি তিত্থ্যা পুথুসো ৰদন্তি, সন্দিট্ঠিরাগেন হি তেভিরত্তা॥

অনুবাদ : যারা এই ধর্ম হতে অন্য ধর্মকে অভিবাদন করে, তারা ভ্রম হতে শুদ্ধি লাভ করতে পারে না। এভাবে তীর্থিয়গণও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন কথা বলে কেন না তারা স্বীয় দৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত।

অঞ্ঞং ইতো যাভিৰদন্তি ধম্মং, অপরদ্ধা সুদ্ধিমকেৰলী তেতি। এখান হতে (এই ধর্ম হতে) যারা অন্য ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদ এবং মার্গকে অভিবাদন করে, তারা শুদ্ধিমার্গ, বিশুদ্ধিমার্গ, পরিশুদ্ধিমার্গ, মুক্তিমার্গ এবং শোধিতমার্গকে বিরুদ্ধ, দোষযুক্ত, স্খলিত ও ক্ষরিতরূপে জ্ঞাত হয়ে দোষী এবং অসিদ্ধ হয়; তারা অসমর্থ, অপরিপূর্ণ; তারা হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র ও অধম—যারা এখান হতে অন্য ধর্মকে অভিবাদন করে, তারা ভ্রম হতে শুদ্ধি লাভ করতে পারে না (অঞ্ঞং ইতো যাভিৰদন্তি ধম্মং, অপরদ্ধা সুদ্ধিমকেৰলী তে)।

এৰম্পি তিত্থ্যা পুথুসো ৰদন্তীতি। মিথ্যাদৃষ্টিকে তীর্থ (তীর্থিয় ধর্মবিশ্বাস) বলা হয়। তীর্থিয়দের বলা হয় দৃষ্টিগতিক। পুথুদৃষ্টিসমূহকে পুথুদৃষ্টিগত বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে—এৰম্পি তিত্থ্যা পুথুসো ৰদন্তি।

সন্দিট্ঠিরাগেন হি তেভিরত্তাতি। নিজের দৃষ্টি ও দৃষ্টিরাগের দ্বারা আসক্ত, অনুরক্ত—তারা স্বীয় দৃষ্টিরাগে অনুরক্ত (সন্দিট্ঠিরাগেন হি তেভিরত্তা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"অঞ্ঞং ইতো যাভিৰদন্তি ধম্মং, অপরদ্ধা সুদ্ধিমকেৰলী তে।
এৰম্পি তিত্থ্যা পুথুসো ৰদন্তি, সন্দিট্ঠিরাগেন হি তেভিরত্তা"তি॥

১২৭. ইধেৰ সুদ্ধিং ইতি ৰাদযন্তি, নাঞ্ঞেসু ধম্মেসু ৰিসুদ্ধিমাহু।
এৰম্পি তিত্থ্যা পুথুসো নিৰিট্ঠা, সকাযনে তত্থ দল্হং ৰদানা॥

অনুবাদ : যারা এই ধর্মে শুদ্ধি আছে বলে প্রকাশ করে, অন্য ধর্মসমূহে বিশুদ্ধি নাই বলে প্রকাশ করে; এভাবে তীর্থিয়গণ মিথ্যাদৃষ্টিতে নিবিষ্ট হয়ে তথায় তারা নিজের মতকে দৃঢ় বলে প্রকাশ করে।

ইধেৰ সুদ্ধিং ইতি ৰাদযন্তীতি। এখানে (এই ধর্মে) শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি; মক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে। "লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এভাবে এখানে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি; মক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে। "লোক অশাশ্বত... মরণের পর তথাগত থাকেন, আবার থাকেন না তাও নয়, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এভাবে এখানে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি; মক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে—এখানে (এই ধর্মে) শুদ্ধি আছে বলে ভাষণ করে (ইধেৰ সুদ্ধিং ইতি ৰাদযন্তি)।

নাঞ্ঞেসু ধম্মেসু ৰিসুদ্ধিমাহূতি। নিজের শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, দৃষ্টি, প্রতিপদা ও মার্গকে বাদ দিয়ে সমস্ত পরবাদ ক্ষেপন করা, উৎপক্ষেপ করা এবং পরিক্ষেপন কা। "সেই শাস্তা সর্বজ্ঞ নয়, (তার) ধর্ম সুব্যাখ্যা নয়, সংঘ সুপ্রতিপন্ন নয়, দৃষ্টি সম্যক নয়, প্রতিপদা সুপ্রজ্ঞাপ্ত নয় এবং মার্গ মুক্তিদায়ক নয়; এখানে কোনো শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিমুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি বা পরিমুক্তি নেই; এখানে শুদ্ধ হয় না, বিশুদ্ধ হয় না, পরিশুদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না, বিমুক্ত হয় না অথবা পরিমুক্ত হয় না; তদ্ধেতু ইহা হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র অধম";

এরূপ বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে—অন্য ধর্মে বিশুদ্ধি নেই বলে থাকে (নাঞ্ঞেঞ্ঞসু ধম্মেসু ৰিসুদ্ধিমাহু)।

এৰম্পি তিত্থ্যা পুথুসো নিৰিট্ঠাতি। মিথ্যাদৃষ্টিকে তীর্থ (তীর্থিয় ধর্মবিশ্বাস) বলা হয়। তীর্থিয়দের বলা হয় দৃষ্টিগতিক। পুথুদৃষ্টির দ্বারা পুথুদৃষ্টিগত বিষয়সমূহে নিবিষ্ট, প্রতিষ্ঠিত, জড়িত, উপগত, সংশ্লিষ্ট ও অধিমুক্ত (বা অভিনিবিষ্ট)—এৰম্পি তিত্থ্যা পুথুসো নিৰিট্ঠা।

সকাযনে তত্থ দল্‌হং ৰদানাতি। নিজের ধর্ম, নিজের দৃষ্টি, নিজের প্রতিপদা, নিজের মার্গ, নিজের বিষয়াদিতে দৃঢ়বাদী, স্থিরবাদী, উগ্রবাদী, স্থিতবাদী—তথায় নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে (সকাযনে তত্থ দল্‌হং ৰদানা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ইধেৰ সুদ্ধিং ইতি ৰাদযন্তি, নাঞ্ঞেঞ্ঞসু ধম্মেসু ৰিসুদ্ধিমাহু।
এৰম্পি তিত্থ্যা পুথুসো নিৰিট্ঠা, সকাযনে তত্থ দল্‌হং ৰদানা"তি॥

১২৮. সকাযনে ৰাপি দল্‌হং ৰদানো, কমেত্থ বালোতি পরং দহেয্য।
সযংৰ সো মেধগমাৰহেয্য, পরং ৰদং বালমসুদ্ধিধম্মং॥

অনুবাদ : স্বীয় (মতবাদকে) দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে কেন এই বিষয়ে অপরকে মূর্খ বলে অভিহিত করে? পরকে মূর্খ, অশুদ্ধিধর্মী বলে সে নিজেই বিবাদ আনয়ন করে থাকে।

সকাযনেৰাপি দল্‌হং ৰদানোতি। নিজের ধর্ম, নিজের দৃষ্টি, নিজের প্রতিপদা, নিজের মার্গ, নিজের বিষয়াদিতে দৃঢ়বাদী, স্থিরবাদী, উগ্রবাদী, স্থিতবাদী—স্বীয় (মতবাদকে) দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা (সকাযনে ৰাপি দল্‌হং ৰদানো)।

কমেত্থ বালোতি পরং দহেয্যাতি। "এই বিষয়ে" (এত্থ) বলতে নিজের দৃষ্টি, নিজের ইচ্ছা, নিজের রুচি, নিজের উপলব্ধি দ্বারা অপরকে মূর্খ, হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম ও ক্ষুদ্ররূপে কেন অভিহিত করে, দেখে, দর্শন করে, অবলোকন করে, বিবেচনা করে এবং নিরূপণ করে?—কেন এই বিষয়ে অপরকে মূর্খ বলে অভিহিত করে? (কমেত্থ বালোতি পরং দহেয্য)।

সযংৰসো মেধগমাৰহেয্য, পরং ৰদং বালমসুদ্ধিধম্মন্তি। অপরজন মূর্খ, হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম, ক্ষুদ্র, অশুদ্ধিধর্মী, অবিশুদ্ধিধর্মী, অপরিশুদ্ধিধর্মী, কলুষধর্মী (অৰোদাতধম্মো)—এরূপ বলে বলে, ভাষণ করে করে, প্রকাশ করে করে, ব্যাখ্যা করে করে এবং ব্যবহার করে করে নিজেই কলহ, দন্ধ,

বিগ্রহ, বিবাদ ও বিরোধ আনয়ন করে, উৎপন্ন করে, আহরণ করে, নিয়ে আসে, টেনে আনে, আকর্ষণ করে, গ্রহণ করে, ধারণ করে, অভিনিবেশ করে—সে পরকে মূর্খ, অশুদ্ধিধর্মী বলে নিজেই বিবাদ আনয়ন করে (সযংৰ সো মেধগমাৰহেয্য পরং ৰদং বালমসুদ্ধিধম্মং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

“সকাযনে ৰাপি দল্হং ৰদানো, কমেত্থ বালোতি পরং দহেয্য।
সযংৰ সো মেধগমাৰহেয্য, পরং ৰদং বালমসুদ্ধিধম্ম”ন্তি॥

১২৯. ৰিনিচ্ছযে ঠত্বা সযং পমায, উদ্ধংস লোকস্মিং ৰিৰাদমেতি।
হিত্বান সব্বানি ৰিনিচ্ছযানি, ন মেধগং কুব্বতি জন্তু লোকে॥

অনুবাদ : বিনিচ্ছয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজে প্রমাণ করে জগতে অনাগত বিষয়ে বিবাদ করে থাকে। সকল বিনিচ্ছয় ত্যাগ করে মানুষ জগতে কলহ করেন না।

ৰিনিচ্ছযেঠত্বা সযং পমাযাতি। “বিনিচ্ছয়” বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়কে বুঝায়। বিনিচ্ছয়দৃষ্টিতে অবস্থান করে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে, গ্রহণ করে, ধারণ করে, অভিনিবেশ করে—বিনিচ্ছয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে (ৰিনিচ্ছযে ঠত্বা)। “নিজে প্রমাণ করে (সযং পমায) অর্থে নিজে প্রমাণ করে, চিহ্নিত করে। “এই শাস্তা সর্বজ্ঞ” বলে নিজে প্রমাণ করে, চিহ্নিত করে; “এই ধর্ম সুব্যাখ্যাত... এই গণ বা সংঘ সুপ্রতিপন্ন... এই দৃষ্টি সৎ বা যথার্থ... এই প্রতিপদা সুপ্রজ্ঞাপ্ত... এই মার্গ মুক্তিদায়ক” বলে নিজে প্রমাণ করে, চিহ্নিত করে—বিনিচ্ছয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজে প্রমাণ করে (ৰিনিচ্ছযে ঠত্বা সযং পমায)।

উদ্ধংস লোকস্মিং ৰিৰাদমেতীতি। “ভবিষ্যৎ” (উদ্ধংসো) বলতে অনাগতকে বলা হয়। নিজের মতবাদকে ভবিষ্যৎ কেন্দ্র করে নিজেই কলহ, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিবাদ ও বিরোধে লিপ্ত হয়, উপনীত হয়, গমন করে, গ্রহণ করে, স্পর্শ করে, অভিনিবেশ করে। এভাবেই জগতে অনাগত বিষয়ে বিবাদ করে থাকে। অথবা অন্যের সাথে ভবিষ্যৎ মতবাদ দিয়ে কলহ করে, দন্দ্ব করে, বিগ্রহ করে, বিবাদ করে, বিরোধ করে—“তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না... আর তুমি কিনা জট খুলতে সমর্থ হও!” এরূপেই জগতে অনাগত বিষয়ে বিবাদ করে থাকে।

হিত্বানসব্বানি ৰিনিচ্ছযানীতি। বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়কে বিনিচ্ছয় বলা হয়। দৃষ্টিবিনিচ্ছয় এবং সমস্ত বিনিচ্ছয় প্রত্যাখ্যান, ত্যাগ, পরিত্যাগ,

বর্জন, পরিবর্জন, ধ্বংস, বিনাশ ও নিবৃত্ত করে—সকল বিনিচ্ছয় ত্যাগ করে (হিত্বান সব্বানি ৰিনিচ্ছযানি)।

ন মেধগং কুব্বতি জন্তু লোকেতি। কলহ করেন না, দ্বন্দ্ব করেন না, বিগ্রহ করেন না, বিবাদ করেন না, বিরোধ করেন না। তাই ভগবান বলেছেন, "অগ্নিবেশ্বন, এরূপ বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু কোনোভাবেই কলহ করেন না, বিবাদ করেন না; লোকে যা বলে তিনি তা বিচার করেন, প্রলুব্ধ হন না।" "জন্তু বা মানুষ" (জন্তু) বলতে সত্ত্ব, নর, মানব, পুরুষ, পুদ্গল, জীব, প্রাণী, ব্যক্তি, মানুষ, মনুষ্য। "লোকে" (লোকে) অর্থে অপায়লোকে... আয়তনলোকে—মানুষ জগতে কলহ করেন না (ন মেধগং কুব্বতি জন্তু লোকেতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''ৰিনিচ্ছযে ঠত্বা সযং পমায, উদ্ধংস লোকস্মিং ৰিৰাদমেতি।
হিত্বান সব্বানি ৰিনিচ্ছযানি, ন মেধগং কুব্বতি জন্তু লোকে''তি॥

[চূলৰিযূহ সূত্র বর্ণনা দ্বাদশ]

১৩. মহাৰিযূহ সূত্র বর্ণনা

অতঃপর মহাবিয়ূহ সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

১৩০. যে কেচিমে দিট্ঠিপরিব্বসানা, ইদমেৰ সচ্চন্তি চ ৰাদযন্তি।
সব্বেৰ তে নিন্দমন্বানযন্তি, অথো পসংসম্পি লভন্তি তত্থ॥

অনুবাদ : যারা এসব দৃষ্টিতে পরিচালিত হয়ে 'ইহাই সত্য' বলে বিবাদ করে। তারা সকলেই নিন্দিত হয় এবং প্রশংসাও লাভ করে।

যে কেচিমে দিট্ঠিপরিব্বসানাতি। "যে কেচি" বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—যে কেচীতি। **দিট্ঠিপরিব্বসানা**তি। এক শ্রেণীর দৃষ্টিগতিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে; তারা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির অন্যতর অন্যতর মিথ্যাদৃষ্টিকে গ্রহণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে, পোষণ করে এবং অভিনিবিষ্ট হয়ে আপন আপন দৃষ্টিতে বাস করে, সংবাস করে, বসবাস করে, পরিবাস করে। যেমন : আগারিকেরা গৃহে বাস করে বা আপত্তিগ্রস্ত (ভিক্ষু) আপত্তিসমূহে অবস্থান করে অথবা ক্লেশযুক্ত ব্যক্তিরা ক্লেশসমূহে অবস্থান করে; ঠিক এভাবে এক শ্রেণীর... পরিবাস করে—যে কেচিমে দিট্ঠিপরিব্বসানা।

ইদমেৰ সচ্চন্তি চ ৰাদযন্তীতি। "লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপে বলে, বর্ণনা করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে। "লোক অশাশ্বত... মরণের পর তথাগত থাকেন না, আবার থাকেন না তাও নয়, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপে বলে, বর্ণনা করে, ভাষণ করে, প্রকাশ করে, ব্যাখ্যা করে—ইদমেৰ সচ্চন্তি চ ৰাদযন্তি।

সব্বেৰ তে নিন্দমন্বানযন্তীতি। সেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নিন্দাই অনুসরণ করে, তিরস্কার অনুসরণ করে, অকীর্তি অনুসরণ করে; সবাই নিন্দিত হয়, তিরস্কৃত হয়, অকীর্তি প্রাপ্ত হয়—সব্বেৰ তে নিন্দমন্বানযন্তি।

অথো পসংসম্পি লভন্তি তত্থাতি। তথায় আপন দৃষ্টিতে, আপন ইচ্ছায়, আপন রুচিতে ও আপন মতে, প্রশংসা, স্তুতি, কীর্তি এবং যশ লাভ করে, অর্জন করে, প্রাপ্ত হয়, অনুভব করে—অথো পসংসম্পি লভন্তি তত্থ।

তাই সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

''যে কেচিমে দিট্ঠিপরিব্বসানা, ইদমেৰ সচ্চন্তি চ ৰাদযন্তি।
সব্বেৰ তে নিন্দমন্বানযন্তি, অথো পসংসম্পি লভন্তি তত্থা''তি॥

১৩১. অপ্পঞ্হি এতং ন অলং সমায, দুৰে ৰিৰাদস্স ফলানি ব্রূমি।
এতম্পি দিস্বা ন ৰিৰাদযেথ, খেমাভিপস্সং অৰিৰাদভূমিং॥

অনুবাদ : ইহা সামান্য, নিবৃত্তির জন্য অনুপযোগী। এই বিবাদের দুটি ফল আমি বলি। ইহা দেখে বিবাদ করো না। সবাই অবিবাদভূমিকে ক্ষেমরূপে দর্শন কর।

অপ্পঞ্হি এতং ন অলং সমাযাতি। "অপ্পঞ্হি এতং" অর্থে ইহা অল্প, তুচ্ছ, অনর্থক, নীচ, নিকৃষ্ট, সামান্য—অপ্পঞ্হি এতং। "ন অলং সমাযা" বলতে শুধুমাত্র রাগ উপশমের জন্য নয়, দ্বেষ উপশমের জন্য, মোহ উপশমের জন্য, ক্রোধের... বিদ্বেষের... কপটতার... নির্দয়তার... ঈর্ষার... মাৎসর্যের... মায়ার... শঠতার... প্রবঞ্চনার... ঔদ্ধত্যের... মানের... অতিমানের... মত্ততার... প্রমত্ততার... সব ক্লেশের... সব দুশ্চরিতের... সব দুশ্চিন্তার... সব পরিদাহের... সব সন্তাপের... সব অকুশলাভিসংস্কার নিবৃত্তির জন্য, উপশমের জন্য, অবসানের জন্য, নিবারণের জন্য, পরিত্যাগের জন্য, প্রশমনের জন্য—অপ্পঞ্হি এতং ন অলং সমায।

দুৰে ৰিৰাদস্স ফলানি ব্রূমীতি। দৃষ্টি-কলহকারীর, দৃষ্টি-ঝগড়াকারীর, দৃষ্টি-বিগ্রহকারীর, দৃষ্টি-বিবাদকারীর ও দৃষ্টি-বাদানুবাদকারীর দুটি ফল হয়; যথা : জয়-পরাজয় হয়, লাভ-অলাভ হয়, নিন্দা-প্রশংসা হয়, সুখ-দুঃখ হয়,

সৌমনস্য-দৌমনস্য হয়, ইষ্ট-অনিষ্ট হয়, অনুনয়-প্রতিঘ হয়, আঘাত-প্রত্যাঘাত হয়, অনুরোধ-বিরোধ হয়। অথবা আমি সেই কর্ম নিরয়-সংবর্তনিক (নিরয়ে সংবর্তনকারী), তির্যগ্‌যোনি-সংবর্তনিক (তির্যগ্‌কুলে সংবর্তনকারী) ও প্রেতলোকসংবর্তনিক (প্রেতলোকে সংবর্তননিকারী) বলি, ব্যাখ্যা করি, দেশনা করি, প্রজ্ঞাপন করি, স্থাপন করি, বিবৃত করি, বিভাজন করি, প্রচার করি, প্রকাশ করি—দুৰে ৰিৰাদস্স ফলানি ব্রূমি।

এতম্পি দিস্বা ন ৰিৰাদযেথাতি। "এতম্পি দিস্বা" বলতে দৃষ্টিকলহ, দৃষ্টিঝগড়া, দৃষ্টিবিবাদ, দৃষ্টিৰিগ্রহ ও দৃষ্টি-বাদানুবাদসমূহের মধ্যে এই আদীনব দেখে, পর্যবেক্ষণ করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, চিন্তা করে, উপলব্ধি করে—এতম্পি দিস্বা। "ন ৰিৰাদযেথ" কলহ না করা, ঝগড়া না করা, ৰিগ্রহ না করা, বিবাদ না করা, বাদানুবাদ না করা; কলহ, ঝগড়া, ৰিগ্রহ, বিবাদ, বাদানুবাদ ত্যাগ করা, অপনোদন করা, ধ্বংস করা ক্ষয় করা; কলহ, ঝগড়া, ৰিগ্রহ, বিবাদ ও বাদানুবাদ হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করা—এতম্পি দিস্বা ন ৰিৰাদযেথ।

খেমাভিপস্সং অৰিৰাদভূমিন্তি। অবিবাদভূমি বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যা সেই সকল সংস্কার উপশম, সব উপধি (আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। এই অবিবাদভূমিকে ক্ষেম, ত্রাণ, মুক্তি, শরণ, অভয়, অচ্যুত, অমৃত ও নির্বাণরূপে দর্শন করা, পর্যবেক্ষণ করা, অবলোকন করা, বিচার করা, বিবেচনা করা—খেমাভিপস্সং অৰিৰাদভূমিং।

তাই ভগবান বলেছেন :

''অপ্পঞ্হি এতং ন অলং সমায, দুৰে ৰিৰাদস্স ফলানি ব্রূমি।
এতম্পি দিস্বা ন ৰিৰাদযেথ, খেমাভিপস্সং অৰিৰাদভূমি''ন্তি॥

১৩২. যা কাচিমা সম্মুতিযো পুথুজ্জা, সব্বাৰ এতা ন উপেতি ৰিদ্বা।
অনূপযো সো উপযং কিমেয্য, দিট্ঠে সুতে খন্তিমকুব্বমানো॥

অনুবাদ : পৃথগ্‌জনেরা যেসব সিদ্ধান্তে (বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি) সম্মত হয়। জ্ঞানীরা কিন্তু তা গ্রহণ করেন না। যিনি উপাদানহীন, তিনি উপাদানে গমন করবে কি? তিনি দৃষ্টতে, শ্রুতিতে ও ইচ্ছায় চালিত হন না।

যা কাচিমা সম্মুতিযো পুথুজ্জাতি। "যা কাচি" বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—যা কাচীতি। **সম্মুতিযো**তি। বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্মুতিকে সম্মুতি বলা

হয়। “পুথুজ্জানা” বলতে পৃথগ্‌জন কর্তৃক মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ উৎপন্ন হয় বলে পুথুজ্জা বা পৃথগ্‌জন, পৃথকভাবে নানাজন কর্তৃক মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ উৎপন্ন হয় বলে পুথুজ্জা বা পৃথগ্‌জন—যা কাচিমা সম্মুতিযো পুথুজ্জা।

সব্বাৰ এতা ন উপেতি ৰিদ্বাতি। জ্ঞানপ্রাপ্ত বলে বিদ্বান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, মেধাবী। জ্ঞানী ব্যক্তি এসব মিথ্যাদৃষ্টি সম্মতে চালিত হন না, অগ্রসর হন না, সমীপবর্তী হন না, সম্মত হন না, আসক্ত হন না, অভিনিবিষ্ট হন না—সব্বাৰ এতা ন উপেতি ৰিদ্বা।

অনূপযো সো উপযং কিমেয্যাতি। “উপযো” বলতে দুই প্রকার উপাদান—তৃষ্ণা উপাদান ও মিথ্যাদৃষ্টি উপাদান... ইহা তৃষ্ণা উপাদান... ইহা মিথ্যাদৃষ্টি উপাদান। তার তৃষ্ণা উপাদান প্রহীন হয়, মিথ্যাদৃষ্টি উপাদান পরিত্যক্ত হয়। তৃষ্ণা উপাদান প্রহীন হলে, মিথ্যাদৃষ্টি উপাদান পরিত্যক্ত হলে উপাদানহীন ব্যক্তি কোন রূপকে আমার আত্মা বলে উপনীত হবেন, গমন করবেন, গ্রহণ করবেন, স্পর্শ করবেন এবং অভিনিবিষ্ট হবেন? কোন বেদনায়... কোন সংজ্ঞায়... কোন সংস্কারে... কোন বিজ্ঞানে... কোন গতিতে... কোন উৎপত্তিতে... কোন প্রতিসন্ধিতে... কোন ভবে... কোন সংসারে... কোন সংসারাবর্তে উপনীত হবেন, গমন করবেন, গ্রহণ করবেন, স্পর্শ করবেন এবং অভিনিবিষ্ট হবেন?—অনূপযো সো উপযং কিমেয্যা।

দিট্‌ঠে সুতে খন্তিমকুব্বমানোতি। দৃষ্টে বা দৃষ্টশুদ্ধে, শ্রুতে বা শ্রুতশুদ্ধে, অনুমিতে বা অনুমানশুদ্ধে, ইচ্ছায় চালিত হয় না, জাত হয় না, সঞ্জাত হয় না, আবির্ভূত হয় না, উদ্ভুত হয় না—দিট্‌ঠে সুতে খন্তিমকুব্বমানো।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

“যা কাচিমা সম্মুতিযো পুথুজ্জা, সব্বাৰ এতা ন উপেতি ৰিদ্বা।
অনূপযো সো উপযং কিমেয্য, দিট্‌ঠে সুতে খন্তিমকুব্বমানো”তি॥

**১৩৩. সীলুত্তমা সঞ্ঞমেনাহু সুদ্ধিং, ৰতং সমাদায উপট্ঠিতাসে।
ইধেৰ সিক্খেম অথস্স সুদ্ধিং, ভৰূপনীতা কুসলাৰদানা॥**

অনুবাদ : ‘শীলই উত্তম’ এমন মতবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রয়েছেন, তারা সংযমের দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় বলে থাকেন, তাই ব্রত বা কর্তব্য গ্রহণ করে তারা সেবা পরায়ণ হন। আমরা ইহা হতেই শুদ্ধি শিক্ষা করব। যারা ভবে আসক্ত তারা নিজেকে দক্ষ বলে ঘোষণা করে।

সীলুত্তমা সঞ্ঞমেনাহু সুদ্ধিন্তি। ‘শীলই উত্তম’ এমন মতবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রয়েছেন, তারা শীল, সংযম, সংবর, বিধি অলজ্ঘনের মাধ্যমে শুদ্ধি,

বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি লাভ হয় বলে থাকেন, কথায় প্রকাশ করেন, ভাষণ করেন বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন।

মুণ্ডিতপুত্র শ্রমণ এরূপ বলেছেন, হে গৃহপতি, আমি চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পুরুষ বা পুদ্গালের কথা প্রকাশ করছি, যারা সম্পূর্ণ দক্ষ, পরম দক্ষ, উত্তমলাভী, অপরাজেয় শ্রমণ। সেই চার প্রকার কী কী? গৃহপতি, এক্ষেত্রে তারা কায় দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন করে না, পাপজনক বাক্য ভাষণ করে না, পাপজনক সংকল্পে সংকল্পিত হয় না, পাপজনক জীবিকায় জীবনযাপন করে না। হে গৃহপতি, আমি এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত পুরুষ বা পুদ্গালের কথা প্রকাশ করছি—যারা সম্পূর্ণ দক্ষ, পরম দক্ষ, উত্তমলাভী, অপরাজেয় শ্রমণ। এভাবে জগতে উত্তম শীলসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রয়েছেন; তারা শীল, সংযম, সংবর ও বিধি অলজ্ঘনের মাধ্যমে শুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, বিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি লাভ হয় বলে থাকেন। এভাবে তারা (শীলই উত্তম) বলেন, কথায় প্রকাশ করেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন—সীলুত্তমা সঞ্ঞমেনাহু সুদ্ধিং।

ৰতং সমাদায উপট্ঠিতাসেতি। "ৰতং" বলতে হস্তিব্রত, অশ্বব্রত, গোব্রত, কুকুরব্রত, কাকব্রত, বাসুদেবব্রত, বলদেবব্রত, পূর্ণভদ্র (পূর্ণভদ্র নামে যক্ষ বিশেষ) ব্রত, মণিভদ্র (যক্ষরাজ কুবের ভ্রাতা) ব্রত, অগ্নিব্রত, নাগব্রত, সুবর্ণব্রত, যক্ষব্রত, অসুরব্রত, গন্ধর্বব্রত, চারিদিকপাল মহারাজব্রত, চন্দ্রব্রত, সূর্যব্রত, ইন্দ্রব্রত, ব্রহ্মব্রত, দেবতাব্রত, দিকব্রতকে বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে, অবলম্বন করে। এবং গ্রহণ করতে, অবলম্বন করতে, ধারণ করতে, অনুমোদন করতে, আচরণ করতে, অভিনিবিষ্ট হতে উপনীত হয়, সমুপস্থিত হয়, আবদ্ধ হয়, উপগত হয়, আকাঙ্ক্ষা করে এবং ইচ্ছুক হয়—ৰতং সমাদায উপট্ঠিতাসে।

ইধেৰ সিক্খেম অথস্স সুদ্ধিন্তি। "ইধ" বলতে স্বীয় মিথ্যাদৃষ্টিতে, স্বীয় ইচ্ছায়, স্বীয় রুচিতে, স্বীয় অভিপ্রায়ে। "সিক্খেম" বলতে শিক্ষা করব, আচরণ করব, অনুশীলন করব, গ্রহণ করব, প্রতিপালন করব—ইধেৰ সিক্খেম। "অথস্স" বলতে অতঃপর শুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, বিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি হওয়া—ইধেৰ সিক্খেম অথস্স সুদ্ধিং।

ভৰূপনীতা কুসলাৰদানাতি। "ভৰূপনীতা" বলতে ভবে উপনীত, ভবে উপগত, ভবে সংলগ্ন, ভবে অধিমুক্ত—ভবূপনীতা। "কুসলাৰদানা" বলতে কুশলবাদ, পণ্ডিতবাদ, যথার্থবাদ, ন্যায়বাদ, হেতুবাদ, লক্ষণবাদ, কারণবাদ, যক্তিসিদ্ধবাদ এবং স্বীয় অভিপ্রায় বুঝায়—ভৰূপনীতা কুসলাৰদানা।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

"সীলুত্তমা সঞ‍ঞমেনাহু সুদ্ধিং, ৰতং সমাদায উপট্ঠিতাসে।
ইধেৰ সিকেখম অথস্স সুদ্ধিং, ভৰূপনীতা কুসলাৰদানা"তি॥

**১৩৪. সচে চুতো সীলৰততো হোতি, পৰেধতী কম্মৰিরাধযিত্বা।
পজপ্পতী পত্থযতী চ সুদ্ধিং, সত্থাৰ হীনো পৰসং ঘরম্হা॥**

অনুবাদ : শীলব্রত হতে চ্যুত হলে সে কর্ম পরিত্যাগ কারণে কম্পিত হয়। তখন সে গৃহ হতে বহির্গত প্রবাসের ন্যায় শাস্তা হতে হীনজনের কাছে পরিশুদ্ধির কামনা ও প্রার্থনা করে।

সচে চুতো সীলৰততো হোতীতি। দুটি কারণের দ্বারা শীলব্রত হতে চ্যুত হয়—অপরকে পরিবিচ্ছিন্ন বা পৃথক করার জন্য চ্যুত হয় এবং লাভে অসমর্থ হয়ে চ্যুত হয়।

কিরূপে অপরকে পরিবিচ্ছিন্ন বা পৃথক করার জন্য চ্যুত হয়? সে অপরকে এই বলে পৃথক করে : সেই শাস্তা সর্বজ্ঞ নয়, ধর্ম সুব্যাখ্যাত নয়, সংঘ সুপ্রতিপন্ন নয়, দৃষ্টি সম্যক নয়, প্রতিপদা সুপ্রজ্ঞাপ্ত নয়, মার্গ মুক্তিদায়ক নয়; এখানে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি বা পরিশুদ্ধি নেই; মুক্তি, বিমুক্তি বা পরিমুক্তি নেই; শুদ্ধ, বিশুদ্ধ বা পরিশুদ্ধ নেই; মুক্ত, বিমুক্ত বা পরিমুক্ত নেই; (বরং এগুলো) হীন, অধম, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্র (ছতুক্কা) এবং নীচ। এরূপে অপরকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করে। এভাবে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করতে গিয়ে শাস্তা হতে চ্যুত হয়, ধর্মোপদেশ হতে চ্যুত হয, সংঘ হতে চ্যুত হয়, দৃষ্টি হতে চ্যুত হয়, প্রতিপদা হতে চ্যুত হয় এবং মার্গ হতেও চ্যুত হয়। এরূপে পরিবিচ্ছিন্ন বা পৃথক করার জন্য চ্যুত হয়। কিরূপে লাভে অসমর্থ হয়ে চ্যুত হয়? শীল লাভে অসমর্থ হয়ে শীল হতে চ্যুত হয়, ব্রত লাভে অসমর্থ হয়ে ব্রত হতে চ্যুত হয়, শীল-ব্রত লাভে অসমর্থ হয়ে শীল-ব্রত হতে চ্যুত হয়। এভাবে লাভে অসমর্থ হয়ে চ্যুত হয়ে থাকে—সচে চুতো সীলৰততো হোতি।

পৰেধতি কম্মৰিরাধযিত্বাতি। "প্রকম্পিত হয়" (পৰেধতি) বলতে শীল, ব্রত বা শীলব্রতকে 'আমার দ্বারা অপ্রাপ্ত, অকৃতকার্য, স্খলিত, দ্রবীভূত হয়েছে এবং আমি (সেগুলো) জ্ঞাত হয়েও অকৃতকার্য হয়েছি' বলে কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয় ও সম্প্রকম্পিত বা প্রচণ্ডরূপে কম্পিত হয়—প্রকম্পিত হয় (পৰেধতি)। "কর্ম অপ্রাপ্ত হয়ে" (কম্মৰিরাধযিত্বা) বলতে পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যভিসংস্কার বা আনেঞ্জাসংস্কারকে 'আমার দ্বারা অপ্রাপ্ত, অকৃতকার্য, স্খলিত, দ্রবীভূত হয়েছে এবং আমি (সেগুলো) জ্ঞাত হয়েও অকৃতকার্য

হয়েছি’ বলে কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয় ও সম্প্রকম্পিত বা প্রচণ্ডরূপে কম্পিত হয়। এ অর্থে কর্ম অপ্রাপ্ত হয়ে প্রকম্পিত হয় (পৰেধতি কম্মৰিরাধযিত্বা)।

পজপ্পতী পত্থযতী চ সুদ্ধিন্তি। “স্পৃহা করে” (পজপ্পতি) বলতে শীল ইচ্ছা করা, ব্রত ইচ্ছা করা, শীলব্রত ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অভিলাষ করা—স্পৃহা করে (পজপ্পতি)। “শুদ্ধি প্রার্থনা করে” (পত্থযতী চ সুদ্ধিং) অর্থে শীলশুদ্ধি প্রার্থনা করা, ব্রতশুদ্ধি প্রার্থনা করা, শীল-ব্রতশুদ্ধি প্রার্থনা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, অভিলাষ করা—শুদ্ধি ইচ্ছা করে, প্রার্থনা করে—(পজপ্পতী পত্থযতী চ সুদ্ধিং)।

সত্থাৰ হীনো পৰসং ঘরম্হাতি। শাস্তা হতে নিম্নস্থানীয় পুরুষ যেমন ঘর হতে বের হয়ে শাস্তার সাথে প্রবাসে অবস্থানকালে সেই শাস্তাকে অনুগমন করে কিংবা স্বীয় ঘরে প্রত্যাগমন করে; ঠিক এভাবে সেই দৃষ্টিগতিক সে শাস্তাকে গ্রহণ করে বা অন্য শাস্তাকে গ্রহণ করে, সেই ধর্মোপদেশকে গ্রহণ করে বা অন্য ধর্মোপদেশকে গ্রহণ করে, সেই গণ বা সংঘকে গ্রহণ করে বা অন্য সংঘকে গ্রহণ করে, সেই দৃষ্টিকে গ্রহণ করে বা অন্য দৃষ্টিকে গ্রহণ করে, সেই প্রতিপদাকে গ্রহণ করে বা অন্য প্রতিপদাকে গ্রহণ করে, সেই মার্গকে গ্রহণ করে বা অন্য মার্গকে গ্রহণ করে, ধারণ করে, অভিনিবেশ করে। এ অর্থে শাস্তা হতে নিম্নস্থানীয় পুরুষ প্রবাসে ঘর হতে (সত্থাৰ হীনো পৰসং ঘরম্হা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

“সচে চুতো সীলৰততো হোতি, পৰেধতী কম্মৰিরাধযিত্বা।
পজপ্পতী পত্থযতী চ সুদ্ধিং, সত্থাৰ হীনো পৰসং ঘরম্হা”তি॥

**১৩৫. সীলব্বতংৰাপি পহায সব্বং, কম্মঞ্চ সাৰজ্জনৰজ্জমেতং।
সুদ্ধিং অসুদ্ধিন্তি অপত্থযানো, ৰিরতো চরে সন্তিমনুগ্গহায॥**

অনুবাদ : সব শীলব্রত পরিহার করে এবং সাবদ্য (দোষবহ), অনবদ্য (নির্দোষ) উভয় কর্মও ত্যাগপূর্বক শুদ্ধি ও অশুদ্ধির প্রার্থনায় বিরত হয়ে সন্তি বা বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় গ্রহণ না করে বিচরণ করেন।

সীলব্বতংৰাপি পহায সব্বন্তি। সব শীলশুদ্ধি পরিহার, ত্যাগ, অপনোদন, ধ্বংস ও সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করে; সব ব্রতশুদ্ধি পরিহার, ত্যাগ, অপনোদন, ধ্বংস ও সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করে; এবং সব শীলব্রতশুদ্ধি পরিহার, ত্যাগ, অপনোদন, ধ্বংস ও সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করে—সব শীলব্রত পরিহার করে

(সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং)।

কম্মঞ্চ সাৰজ্জনৰজ্জমেতন্তি। "সাবদ্যকর্ম" বলতে কৃষ্ণকর্ম (পাপকর্ম) ও পাপফলকে (কণ্হৰিপাকং) বুঝায়। "অনবদ্যকর্ম" বলতে শুক্লকর্ম (পুণ্যকর্ম) ও সুফল বা পুণ্যফলকে (সুক্কৰিপাকং) বুঝায়। সাবদ্য ও অনবদ্য কর্ম পরিহার, পরিত্যাগ, অপনোদন, ধ্বংস ও সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তপূর্বক—সাবদ্য ও অনবদ্য কর্ম পরিত্যাগ করে (কম্মঞ্চ সাৰজ্জনৰজ্জমেতং)।

সুদ্ধিং অসুদ্ধিন্তি অপত্থযানোতি। "অশুদ্ধি" (অসুদ্ধিং) বলতে অশুদ্ধি প্রার্থনা করা, অকুশলধর্মসমূহ প্রার্থনা করা। "শুদ্ধি" (সুদ্ধিং) অর্থে শুদ্ধি প্রার্থনা করা, পঞ্চকামগুণ প্রার্থনা করা; অশুদ্ধি প্রার্থনা করা, অকুশলধর্মসমূহ প্রার্থনা করা, পঞ্চকামগুণ প্রার্থনা করা; শুদ্ধি প্রার্থনা করা, বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় প্রার্থনা করা, অশুদ্ধি প্রার্থনা করা, অকুশলধর্মসমূহ প্রার্থনা করা, পঞ্চকামগুণ প্রার্থনা করা, বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় প্রার্থনা করা; শুদ্ধি প্রার্থনা করা, ত্রিলোকে (তেধাতুকে) কুশলধর্মসমূহ প্রার্থনা করা, অশুদ্ধি প্রার্থনা করা, অকুশলধর্মসমূহ প্রার্থনা করা, পঞ্চকামগুণ প্রার্থনা করা, বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় প্রার্থনা করা, ত্রিলোকে কুশলধর্মসমূহ প্রার্থনা করা; শুদ্ধি প্রার্থনা করা, কল্যাণপৃথগ্জন এবং মুক্তির আবর্তন (নিযামাৰক্কন্তিং) প্রার্থনা করা। শৈক্ষ্যগণ অগ্রধর্ম অর্হত্ব প্রার্থনা করেন। অর্হত্বপ্রাপ্ত অর্হৎগণ অকুশলধর্ম, পঞ্চকামগুণ, বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়, ত্রিলোকে কুশলধর্ম, মুক্তির আর্বতন এমনকি অগ্রধর্ম অর্হত্বও প্রার্থনা করেন না। অর্হৎ বৃদ্ধি-অবনতির প্রার্থনা অতিক্রম করেন না। তিনি উত্থিত-আবাস, মার্জিত-স্বভাবী (চিণ্ণচরণো)... জন্ম-জরা-মৃত্যু-সংসার (বিজয়ী) এবং তাঁর আর পুনর্জন্ম নেই—শুদ্ধি ও অশুদ্ধির প্রার্থনায় বিরত হয়ে (সুদ্ধিং অসুদ্ধিন্তি অপত্থযানো)।

ৰিরতো চরে সন্তিমনুগ্গহাযাতি। "বিরত হয়ে" (ৰিরতো) বলতে শুদ্ধি-অশুদ্ধি হতে দূরে, দূরবর্তী, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত (ৰিমরিযাদিকতেন) চিত্তে অবস্থান করেন—বিরত হয়ে (ৰিরতো)। "বিচরণ করেন" (চরে) অর্থে চলেন, বিচরণ করেন, বিহার করেন, অবস্থান করেন, ধারণ করেন, পালন করেন, যাপন করেন, জীবনযাপন করেন। এ অর্থে বিরত হয়ে বিচরণ করেন (ৰিরতো চরে)। **সন্তিমনুগ্গহাযা**তি। "সন্তি" বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়কে বুঝায়। সেই দৃষ্টিসন্তি বা দৃষ্টিগত বিষয়সমূহ গ্রহণ না করে, ধারণ না করে ও অভিনিবিষ্ট না হয়ে—সন্তি বা বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় গ্রহণ না করে,

বিরত হয়ে বিচরণ করেন (ৰিরতো চরে সন্তিমনুগ্গহায)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং, কম্মঞ্চ সাৰজ্জনৰজ্জমেতং।
সুদ্ধিং অসুদ্ধিন্তি অপত্থযানো, ৰিরতো চরে সন্তিমনুগ্গহাযা"তি॥

১৩৬. তমূপনিস্সায জিগুচ্ছিতং ৰা, অথ ৰাপি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা।
উদ্ধংসরা সুদ্ধিমনুত্থুনন্তি, অৰীততন্হাসে ভৰাভৰেসু॥

অনুবাদ : সেই কৃচ্ছ্রতাকে (জিগুচ্ছিতং) উপনিশ্রয় করে, অথবা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত বিষয়কে উপনিশ্রয় করে উদ্ধংসরাবাদী ও অবীততৃষ্ণগণ (তৃষ্ণাযুক্ত ব্যক্তিরা) শুদ্ধির জন্য ক্রন্দন বা বিলাপ করে ভবাভবে জন্ম নিয়ে থাকে।

তমূপনিস্সায জিগুচ্ছিতং ৰাতি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা কৃচ্ছতাবাদী তপোজিগুচ্ছবাদী, তপোজিগুচ্ছ সারবাদী ও তপোজিগুচ্ছায় নিশ্রিত, আশ্রিত আবদ্ধ, উপগত, জড়িত এবং অধিমুক্ত—তমূপনিস্সায জিগুচ্ছিতং ৰা।

অথ ৰাপি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰাতি। দৃষ্ট বা দৃষ্টিশুদ্ধিকে, শ্রুত বা শ্রুতশুদ্ধিকে অথবা অনুমিত বা অনুমিতশুদ্ধিকে নিশ্রয় করে, উপনিশ্রয় করে, গ্রহণ করে, ধারণ করে ও অভিনিবেশ করে—অথ ৰাপি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা।

উদ্ধংসরা সুদ্ধিমনুত্থুনন্তীতি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে যারা (উদ্ধংসরাৰাদা) উচ্চস্বরবাদী। সেই উচ্চস্বরবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিরূপ? যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণশুদ্ধিক, সংসারশুদ্ধিক, অক্রিয়দৃষ্টিক ও শাশ্বতবাদী—এসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ উচ্চস্বরবাদী। তারা সংসারে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি (হয় বলে) প্রচার করে, বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে—উদ্ধংসরা সুদ্ধিমনুত্থুনন্তি।

অৰীততন্হাসে ভৰাভৰেসূতি। "তন্হা" বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা ও ধর্মতৃষ্ণা। "ভৰাভৰেসু" বলতে ভবাভবে কর্মভবে, পুনর্ভবে, কামভবে; কর্মভবে, কামভবে, পুনর্ভবে, রূপভবে; কর্মভবে, রূপভবে, পুনর্ভবে, অরূপভবে; কর্মভবে, অরূপভবে, পুনর্ভবে, পুনঃপুন ভবে, পুনঃপুন গতিতে, পুনঃপুন উৎপত্তিতে, পুনঃপুন প্রতিসন্ধিতে, পুনঃপুন আত্মভাবে, পুনঃপুন জন্ম গ্রহণে অবীততৃষ্ণা, অবিগততৃষ্ণা, তৃষ্ণা অবর্জিত, তৃষ্ণা অপরিত্যক্ত, তৃষ্ণা অমুক্ত, তৃষ্ণা অপ্রহীন ও তৃষ্ণা পরিত্যাগ

হয় না—অৰীততণ্হাসে ভৰাভৰেসু।

তাই ভগবান বলেছেন :

"তমূপনিস্সায জিগুচ্ছিতং ৰা, অথ ৰাপি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা।
উদ্ধংসরা সুদ্ধিমনুত্থুনন্তি, অৰীততণ্হাসে ভৰাভৰেসূ"তি॥

১৩৭. পত্থযমানস্স হি জপ্পিতানি, পৰেধিতং ৰাপি পকপ্পিতেসু।
চুতূপপাতো ইধ যস্স নত্থি, স কেন ৰেধেয্য কুহিং ৰ জপ্পে॥

অনুবাদ : জপিত বিষয়সমূহ প্রার্থনাকারীর প্রকম্পনসমূহে উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহলোকে যাঁর জন্ম-মৃত্যু নাই তিনি কিরূপে উৎকণ্ঠিত হবেন? কিংবা কিরূপে জপ করবেন?

পত্থযমানস্স হি জপ্পিতানীতি। প্রার্থনাকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "পত্থযমানস্স" বলতে প্রার্থনাকারীর, ইচ্ছাকারীর, অভিলাষীর, আকাঙ্ক্ষাকারীর এবং অভিপ্রায়কারীর—প্রার্থনাকারী (পত্থযমানস্স হি)। **জপ্পিতানী**তি। জল্পনা তৃষ্ণাকে বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল—জপিত বিষয়সমূহ প্রার্থনাকারী (পত্থযমানস্স হি জপ্পিতানি)।

পৰেধিতং ৰাপি পকপ্পিতেসূতি। "পকম্পন" বলতে দুই প্রকার প্রকম্পন—তৃষ্ণা প্রকম্পন এবং দৃষ্টি প্রকম্পন... এটা তৃষ্ণা প্রকম্পন... এটা দৃষ্টি প্রকম্পন। **পৰেধিতং ৰাপি পকপ্পিতেসূ**তি। প্রকল্পিত বিষয় বিচ্ছেদ হওয়ার ভয়ে কম্পিত হয়, ধ্বংস হওয়ার সময়ে কম্পিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়েও কম্পিত হয়; প্রকল্পিত বিষয় বিপরিণামের ভয়ে কম্পিত হয়, বিপরিণামের সময়ে কম্পিত হয়, বিপরিণতিতেও কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয় ও প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হয়—প্রকল্পিত বিষয়ে কম্পিত হয় (পৰেধিতং ৰাপি পকপ্পিতেসু)।

চুতূপপাতো ইধ যস্স নত্থীতি। "যাঁর" (যস্স) বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। যাঁর গমন, আগমন, গমনাগমন, মরণ, ভবাভব, চ্যুতি, উৎপত্তি, উদ্ভব, বিচ্ছেদ ও জন্ম-জরা-মরণ নেই, অবিদ্যমান, বিদ্যমান নেই ও উপলব্ধি হয় না, বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রব্ধ, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে—ইহলোকে যাঁর চ্যুতি ও উৎপত্তি নেই (চুতূপপাতো ইধ যস্স নত্থি)।

সকেন ৰেধেয্য কুহিং ৰ জপ্পেতি। তিনি কোন রাগে কম্পিত হবেন, কোন দ্বেষে কম্পিত হবেন, কোন মোহে কম্পিত হবেন, কোন মানে কম্পিত

হবেন, কোন দৃষ্টিতে কম্পিত হবেন, কোন বিচিকিৎসায় কম্পিত হবেন, কোন অনুশয়ে কম্পিত হবেন—অনুরক্ত, দুষ্ট, মোহাবিষ্ট, বিনিবদ্ধ (আসক্ত), পরামৃষ্ট, বিক্ষেপগত (চঞ্চল), অপূর্ণতাপ্রাপ্ত বা থামগত? (তাঁর) সেই অভিসংস্কারসমূহ প্রহীন হয়েছে। অভিসংস্কারসমূহ প্রহীন হলে কোন গতিতে কম্পিত হবেন—নিরয় গতিতে, তির্যগ্‌যোনিতে, প্রেতকুলে, মনুষ্যকুলে, দেবতাকুলে, রূপলোকে, অরূপলোকে, সংজ্ঞীতে, অসংজ্ঞীতে অথবা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞীতে? সেই হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই; যার দ্বারা তিনি কম্পিত হবেন, প্রকম্পিত হবেন ও প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হবেন—স কেন ৰেধেয্য। "কুহিং ৰ জপ্পে" বলতে কোন স্থানে ইচ্ছা করবেন, কোথায় ইচ্ছা করবেন, কোন জায়গায় ইচ্ছা করবেন, আকাঙ্ক্ষা করবেন এবং স্পৃহা করবেন?—স কেন ৰেধেয্য কুহিং ৰ জপ্পে।

তদ্ধেতু ভগবান বলেছেন :

''পত্থযমানস্স হি জপ্পিতানি, পৰেধিতং ৰাপি পকপ্পিতেসু।
চুতূপপাতো ইধ যস্স নত্থি, স কেন ৰেধেয্য কুহিং ৰ জপ্পে''তি॥

**১৩৮. যমাহু ধম্মং পরমন্তি একে, তমেৰ হীনন্তি পনাহু অঞ্ঞে।
সচ্চো নু ৰাদো কতমো ইমেসং, সব্বেৰ হীমে কুসলাৰদানা॥**

অনুবাদ : যে ধর্মকে কোনো কোনো জন 'পরম' বলে, সেই ধর্মকে অন্যরা 'হীন' বলে থাকে। এদের কার কথাটি সত্য? কারণ এরা সকলেই কুশলবাদী (নিজেকে দক্ষ প্রমাণকারী)।

যমাহু ধম্মং পরমন্তি একেতি। যেই ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদা ও মার্গকে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ "ইহা পরম, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রমুখ, উত্তম ও প্রবর" এরূপ বলে, ভাষণ করে, ব্যাখ্যা করে, বর্ণনা করে, প্রকাশ করে—কোনো কোনো জন যেই ধর্মকে 'পরম' বলে থাকে (যমাহু ধম্মং পরমন্তি একে)।

"তমেৰ হীনন্তি পনাহু অঞ্ঞে" সেই ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদা ও মার্গকে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ "ইহা হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, অধম ও ক্ষুদ্র" এরূপ বলে, ভাষণ করে, ব্যাখ্যা করে, বর্ণনা করে, প্রকাশ করে—অন্যরা সেই ধর্মকে 'হীন' বলে থাকে (তমেৰ হীনন্তি পনাহু অঞ্ঞে)।

সচ্চোনু ৰাদো কতমো ইমেসন্তি। এই শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কার কথাটি সত্য, নিষ্ঠ, যথার্থ, প্রকৃত, ভূত ও অবিপরীত?—এদের কার কথাটি সত্য? (সচ্চো নু ৰাদো কতমো ইমেসং)।

সব্বেৰ হীমে কুসলাৰদানাতি। নিজের অনুমানে এসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ

সকলেই কুশলবাদী, পণ্ডিতবাদী, ধীরবাদী, ন্যায়বাদী, হেতুবাদী, লক্ষণবাদী, কারণবাদী এবং স্থান বা বিষয়বাদী। এ অর্থে এরা সকলেই কুশলবাদী (সব্বেৱ হীমে কুসলাৱদানা)।

তাই সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

"যমাহু ধম্মং পরমন্তি একে, তমেৱ হীনন্তি পনাহু অঞ্ঞে।
সচ্চো নু ৱাদো কতমো ইমেসং, সব্বেৱ হীমে কুসলাৱদানা"তি॥

**১৩৯. সকঞ্হি ধম্মং পরিপুণ্ণমাহু, অঞ্ঞস্স ধম্মং পন হীনমাহু।
এৱম্পি ৱিগ্গযহ ৱিৱাদযন্তি, সকং সকং সম্মুতিমাহু সচ্চং॥**

অনুবাদ : কোনো কোনো (শ্রমণ-ব্রাহ্মণ) নিজের ধর্ম সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, অন্যজনের ধর্ম হীন বলে। (শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ) এভাবে ভিন্নমতি হয়ে বিতর্ক করে বিবাদে লিপ্ত হয়, তারা নিজ নিজ মতকে সত্য বলে থাকে।

সকঞ্হি ধম্মং পরিপুণ্ণমাহূতি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নিজের ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদ এবং মার্গকে "এটি সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, সর্বোৎকৃষ্ট" এরূপ বলে... এরূপ প্রকাশ করে—নিজের ধর্ম সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ বলে থাকে (সকঞ্হি ধম্মং পরিপুণ্ণমাহু)।

অঞ্ঞস্সধম্মং পন হীনমাহূতি। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অন্যজনের ধর্ম, দৃষ্টি, প্রতিপদ এবং মার্গকে "এটি হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম (ছতুক্কং), ক্ষুদ্র" এরূপ বলে, এরূপ ভাষণ করে, এরূপ বর্ণনা করে, এরূপ ব্যাখ্যা করে, এরূপ প্রকাশ করে—অন্যজনের ধর্ম হীন বলে থাকে (অঞ্ঞস্স ধম্মং পন হীনমাহু)।

এৱম্পি ৱিগ্গযহ ৱিৱাদযন্তীতি। এরূপ গ্রহণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে, পোষণ করে এবং অভিনিবেশ করে বিবাদ করে, কলহ করে, ঝগড়া করে, বিগ্রহ করে, বিরোধ করে, দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়—"তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না... যদি তুমি সেটা অসত্য বলে প্রতিবাদ করতে সক্ষম হও!" এরূপে বিতর্ক করে বিবাদ করে থাকে (এৱম্পি ৱিগ্গযহ ৱিৱাদযন্তি)।

সকং সকং সম্মুতিমাহু সচ্চন্তি। "জগৎ শাশ্বত, মোঘপুরুষ ইহা ধ্রুব বলে মনে করে"—নিজ নিজ মতকে সত্য বলে থাকে (সকং সকং সম্মুতিমাহু সচ্চং)। "লোক (জগৎ) অশাশ্বত... তথাগত মরণের পর থাকেন না, আবার না থাকেন তাও নয়, মোঘপুরুষ এটাই ধ্রুব বলে মনে করে"—নিজ নিজ মতকে সত্য বলে থাকে (সকং সকং সম্মুতিমাহু সচ্চং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"সকঞ্হি ধম্মং পরিপুণ্ণমাহু, অঞ্ঞস্স ধম্মং পন হীনমাহু।
এৰম্পি ৰিগ্গযহ ৰিৰাদযন্তি, সকং সকং সম্মুতিমাহু সচ্চ"ন্তি॥

১৪০. পরস্স চে ৰম্ভযিতেন হীনো, ন কোচি ধম্মেসু ৰিসেসি অস্স।
পুথূ হি অঞ্ঞস্স ৰদন্তি ধম্মং, নিহীনতো সম্হি দল্হং ৰদানা॥

অনুবাদ : পরের অবজ্ঞায় যদি হীন হয়, তাহলে ধর্মসমূহে কোনো শ্রেষ্ঠ বা পার্থক্য থাকবে না। বিভিন্ন জনে অন্যের ধর্মকে দৃঢ়ভাবে নীচ বা হীন বলে থাকে।

পরস্স চে ৰম্ভযিতেন হীনোতি। অপরের অবজ্ঞার কারণে, নিন্দার কারণে, গর্হিতের কারণে, অপবাদের কারণে যদি অপরজন মূর্খ, হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম ও ক্ষুদ্র হয়—পরের অবজ্ঞায় যদি হীন হয় (পরস্স চে ৰম্ভযিতেন হীনো)।

ন কোচি ধম্মেসু ৰিসেসি অস্সাতি। ধর্মসমূহে কোনো অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রমুখ, উত্তম, প্রবর থাকবে না—ধর্মসমূহে কোনো শ্রেষ্ঠ বা পার্থক্য থাকবে না (ন কোচি ধম্মেসু ৰিসেসি অস্স)।

পুথূহি অঞ্ঞস্স ৰদন্তি ধম্মং, নিহীনতোতি। বহুজন বহুজনের ধর্মকে হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম ও ক্ষুদ্র বলে ভাষণ করে অপবাদ করে, নিন্দা করে, তিরস্কার করে। বহুজন একজনের ধর্মকে হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম ও ক্ষুদ্র বলে ভাষণ করে অপবাদ করে, নিন্দা করে, তিরস্কার করে। একজন বহুজনের ধর্মকে হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম ও ক্ষুদ্র বলে ভাষণ করে অপবাদ করে, নিন্দা করে, তিরস্কার করে। একজন একজনের ধর্মকে হীন, নীচ, তুচ্ছ, মন্দ, অধম ও ক্ষুদ্র বলে ভাষণ করে অপবাদ করে, নিন্দা করে, তিরস্কার করে। এ অর্থে বিভিন্ন জন অন্যের ধর্মকে বলে (পুথূ হি অঞ্ঞস্স ৰদন্তি ধম্মং)।

নিহীনতো সম্হি দল্হং ৰদানাতি। নিজের ধর্ম, নিজের দৃষ্টি, নিজের প্রতিপদা, নিজের মার্গ এবং নিজের বিষয়ে (বা মতে) দৃঢ়বাদ, স্থিরবাদ, উগ্রবাদ, স্থিতবাদ—নীচ বলে দৃঢ়রূপে বলে থাকে (নিহীনতো সম্হি দল্হং ৰদানা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পরস্স চে ৰম্ভযিতেন হীনো, ন কোচি ধম্মেসু ৰিসেসি অস্স।
পুথূ হি অঞ্ঞস্স ৰদন্তি ধম্মং, নিহীনতো সম্হি দল্হং ৰদানা"তি॥

১৪১. সদ্ধম্মপূজাপি পনা তথেৰ, যথা পসংসন্তি সকাযনানি।
সব্বেৰ ৰাদা তথিযা ভৰেয্যুং, সুদ্ধী হি নেসং পচ্চত্তমেৰ॥

অনুবাদ : সদ্ধর্মপূজা সত্য বা সঠিক, যেমন নিজের বিষয়াদি (মতবাদাদি) প্রশংসা করা হয়। সকল মতবাদ সত্য হওয়া উচিত, তাদের শুদ্ধি স্বতন্ত্র বা পৃথক।

সদ্ধম্মপূজাপি পনা তথেৰাতি। সদ্ধর্মপূজা কিরূপ? “এই শাস্তা সর্বজ্ঞ” বলে নিজে সৎকার করা, গৌরব করা, মান্য করা, পূজা করা—এটাই সদ্ধর্মপূজা। “এই মার্গ মুক্তিদায়ক” বলে নিজে ধর্মোপদেশকে, সংঘকে, দৃষ্টিকে (সম্যক দৃষ্টিকে), প্রতিপদাকে (সম্যক প্রতিপদাকে) এবং মার্গকে (মুক্তিমার্গকে) সৎকার করা, গৌরব করা, মান্য করা, পূজা করা—এটাই সদ্ধর্মপূজা। “সঠিক সদ্ধর্মপূজা” বলতে সত্য, যথার্থ, ভূত বা প্রকৃত, যথাযথ, অবিপরীত সদ্ধর্মপূজা। এ অর্থে সঠিক সদ্ধর্মপূজা (সদ্ধম্মপূজাপি পনা তথেৰ)।

যথা পসংসন্তি সকাযনানীতি। নিজের ধর্ম, নিজের দৃষ্টি, নিজের প্রতিপদা, নিজের মার্গ এবং নিজের বিষয়াদি প্রশংসা করে, স্তুতি করে, কীর্তন করে, গুণকীর্তন করে। এ অর্থে যেভাবে নিজের বিষয়াদি (মতবাদাদি) প্রশংসা করা হয় (যথা পসংসন্তি সকাযনানি)।

“সব্বেৰ ৰাদা তথিযা ভৰেয্যুং” বলতে সব বাদই সত্য, প্রকৃত, ভূত, যথার্থ, অবিপরীত—সব্বেৰ ৰাদা তথিযা ভৰেয্যুং।

সুদ্ধীহি নেসং পচ্চত্তমেৰাতি। সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি প্রত্যক্ষ হয়—সুদ্ধী হি নেসং পচ্চত্তমেৰ।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘সদ্ধম্মপূজাপি পনা তথেৰ, যথা পসংসন্তি সকাযনানি।
সব্বেৰ ৰাদা তথিযা ভৰেয্যুং, সুদ্ধী হি নেসং পচ্চত্তমেৰা’’তি॥

১৪২. নব্রাহ্মণস্স পরনেয্যমত্থি, ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং।
তস্মা ৰিৰাদানি উপাতিৰত্তো,
ন হি সেট্ঠতো পস্সতি ধম্মমঞ্ঞং॥

অনুবাদ : ব্রাহ্মণের পরনির্ভর শীলতা নেই, (তার নিকট) ধর্মসমূহ বিবেচনা করে গ্রহণ করার মতো কিছুই নেই। তাই তিনি বিবাদের অতীত। তিনি অন্যান্য ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না।

ন ব্রাহ্মণস্স পরনেয্যমত্থীতি। “না” বলতে প্রতিক্ষেপ। “ব্রাহ্মণ” (ব্রাহ্মণো) বলতে সাতটি ধর্ম অপসারিত হয় বলে ব্রাহ্মণ... তিনি এরূপ

অনাসক্ত বিধায় তাঁকে ব্রহ্মাও বলা হয়। "ন ব্রাহ্মণস্স পরনেয্যমত্থি" বলতে ব্রাহ্মণের পরনির্ভরশীলতা নেই; ব্রাহ্মণ পরনির্ভরশীল, পরাধীন, পরাশ্রিত ও পরমুখাপেক্ষী না হয়ে জ্ঞানী, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী হয়ে জানেন, দেখেন। "সব সংস্কার অনিত্য" এরূপে ব্রাহ্মণের পরনির্ভরশীলতা নেই; ব্রাহ্মণ পরনির্ভরশীল, পরাধীন, পরাশ্রিত ও পরমুখাপেক্ষী না হয়ে জ্ঞানী, সম্প্রজ্ঞানী, মনযোগী হয়ে জানেন, দেখেন। "সব সংস্কার দুঃখ"... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তা সবই নিরোধধর্মী" এরূপে ব্রাহ্মণের পরনির্ভরশীলতা নেই; ব্রাহ্মণ পরনির্ভরশীল, পরাধীন, পরাশ্রিত ও পরমুখাপেক্ষী না হয়ে জ্ঞানী, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী হয়ে জানেন, দেখেন—ন ব্রাহ্মণস্স পরনেয্যমত্থি।

ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতন্তি। "ধর্মসমূহে" (ধম্মেসু) বলতে বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিতে। "নিশ্রয় করে" (নিচ্ছেয্য) অর্থে নিরূপণ করে, অনুসন্ধান করে, নির্ধারণ করে, বিবেচনা করে, তুলনা করে, বিপত্তি করে, স্থির করে, ব্যাখ্যা করে। "গৃহীত" (সমুগ্গহীতং) বলতে স্থিরীকরণে সীমাগ্রহণ, পক্ষগ্রহণ, শ্রেষ্ঠগ্রহণ, বিভাগগ্রহণ, উচ্চয়গ্রহণ, সমুচ্চয় গ্রহণ। "ইহা সত্য, যথার্থ, প্রকৃত, বিশুদ্ধ, অবিপরীত" এরূপে গৃহিত, পরামৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত, অধিমুক্ত নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং।

তস্মা ৰিৰাদানি উপাতিৰত্তোতি। "তস্মা" বলতে তদ্ধেতু, সে কারণে, সেহেতু, সে প্রত্যয়ে, সে নিদানে দৃষ্টিকলহ, দৃষ্টিঝগড়া, দৃষ্টিবিগ্রহ, দৃষ্টিবিবাদ এবং দৃষ্টিবাদানুবাদ দূরীভূত হয়, অতিক্রান্ত হয়, উপেক্ষিত হয়, নিষ্ক্রান্ত হয়—তস্মা ৰিৰাদানি উপাতিৰত্তো।

ন হি সেট্‌ঠতো পস্সতি ধম্মমঞ্ঞন্তি। অন্য শাস্তা, ধর্ম, গণ, দৃষ্টি, প্রতিপদা ও মার্গকে স্মৃতিপ্রস্থান হতে অন্যত্র, সম্যক প্রধান হতে অন্যত্র, ঋদ্ধিপাদ হতে অন্যত্র, ইন্দ্রিয় হতে অন্যত্র, বল হতে অন্যত্র, বোধ্যঙ্গ হতে অন্যত্র এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হতে অন্যত্র অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রমুখ, উত্তম, প্রবর ধর্ম দর্শন করেন না, দেখেন না, অবলোকন করেন না, বিচার করেন না, বিবেচনা করেন না—ন হি সেট্‌ঠতো পস্সতি ধম্মমঞ্ঞং।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ন ব্রাহ্মণস্স পরনেয্যমত্থি, ধম্মেসু নিচ্ছেয্য সমুগ্গহীতং।
তস্মা ৰিৰাদানি উপাতিৰত্তো, ন হি সেট্‌ঠতো পস্সতি ধম্মমঞ্ঞ"ন্তি॥

১৪৩. জানামি পস্সামি তথেৰ এতং, দিট্ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধিং।
অদক্খি চে কিঞ্চিহ তুমস্স তেন,
অতিসিত্বা অঞ্ঞেন ৰদন্তি সুদ্ধিং॥

অনুবাদ : আমি ইহা যথার্থভাবে জানি এবং দেখি, কেউ কেউ দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধি লাভ বলে বলে বিশ্বাস করে। তদ্দ্বারা আপনি কী দেখেছেন? প্রকৃত শুদ্ধিমার্গকে বাদ দিয়ে অন্যভাবে শুদ্ধি বলে থাকে।

জানামি পস্সামি তথেৰ এতন্তি। "জানামি" অর্থে পরচিত্তজ্ঞান দ্বারা জানি, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান দ্বারা জানি। "পস্সামি" বলতে মাংসচক্ষু দ্বারা দেখি, দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখি। "তথেব এতং" অর্থে ইহা সত্য, প্রকৃত, ভূত যথার্থ, অবিপরীত—জানামি পস্সামি তথেৰ এতং।

দিট্ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধিন্তি। দৃষ্টি দ্বারা কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি হয় বলে বিশ্বাস করে। "লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপ দৃষ্টি দ্বারা কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি হয় বলে বিশ্বাস করে। "লোক অশাশ্বত... মরণের পর তথাগত থাকেন না, আবার না থাকেন তাও না, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে" এরূপ দৃষ্টি দ্বারা কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি হয় বলে বিশ্বাস করে—দিট্ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধিং।

অদক্খি চে কিঞ্চিহ তুমস্স তেনাতি। "অদক্খি" বলতে পরচিত্তজ্ঞান দ্বারা দেখেছেন, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান দ্বারা দেখেছেন, মাংসচক্ষু দ্বারা দেখেছেন, দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখেছেন—অদক্খি চে। **কিঞ্চিহ তুমস্স তেনা**তি। তার সেই দর্শন দ্বারা কী কৃত হয়? সেই দর্শনে দুঃখ পরিজ্ঞা হয় না, সমুদয়ের প্রহান হয় না, মার্গভাবনা নেই, ফল সাক্ষাৎকরণ নেই, রাগের সমুচ্ছেদ-প্রহান হয় না, দ্বেষের সমুচ্ছেদ-প্রহান হয় না, মোহের সমুচ্ছেদ-প্রহান হয় না, ক্লেশের সমুচ্ছেদ-প্রহান হয় না, সংসারাবর্তের উপচ্ছেদ নেই—অদক্খি চে কিঞ্চিহ তুমস্স তেন।

"অতিসিত্বা অঞ্ঞেন ৰদন্তি সুদ্ধিং" সেই তীর্থিয়রা শুদ্ধিমার্গ, বিশুদ্ধমার্গ, পরিশুদ্ধমার্গ, পবিত্রমার্গ ও নিষ্কলঙ্কমার্গকে অতিক্রম করে, সমতিক্রম করে এবং বাদ দিয়ে স্মৃতিপ্রস্থান হতে অন্যত্র, সম্যক প্রধান হতে অন্যত্র, ঋদ্ধিপাদ হতে অন্যত্র, ইন্দ্রিয় হতে অন্যত্র, বল হতে অন্যত্র, বোধ্যঙ্গ হতে অন্যত্র, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ হতে অন্যত্র শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি বলে থাকে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে।

এরূপেই অতিক্রম করে অন্যভাবে শুদ্ধি বলে থাকে।

অথবা বুদ্ধ, বুদ্ধশ্রাবক এবং পচ্চেক বুদ্ধগণ সেই তীর্থিয়গণের অশুদ্ধিমার্গ, অবিশুদ্ধিমার্গ, অপরিশুদ্ধমার্গ, অপবিত্রমার্গ, অবপবিত্রমার্গ অতিক্রম, সমতিক্রম ও উপেক্ষা করে চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি এবং পরিমুক্তি লাভ হয় বলেন কথায় প্রকাশ করেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন ব্যাখ্যা করেন—এৰম্পি অতিসিত্বা অঞ্ঞেঞন ৰদন্তি সুদ্ধিং।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

''জানামি পস্সামি তথেৰ এতং, দিট্ঠিযা একে পচ্চেন্তি সুদ্ধিং।
অদকিখ চে কিঞ্চিহ্ তুমস্স তেন,
অতিসিত্বা অঞ্ঞেঞন ৰদন্তি সুদ্ধি''ন্তি॥

১৪৪. পস্সং নরো দকখতি নামরূপং, দিস্বান ৰা ঞাযতি তানিমেৰ।
কামং বহুং পস্সতু অপ্পকং ৰা, ন হি তেন সুদ্ধিং কুসলা ৰদন্তি॥

অনুবাদ : যে মানুষের দর্শন করার শক্তি আছে, সে নামরূপ দর্শন করে। (নামরূপ) দর্শন করে সেই সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। কামকে বহুরূপে দর্শন করতে নামরূপকে অল্প বলে মনে করে, তদ্‌দ্বারা পণ্ডিতগণ শুদ্ধিলাভ হয় না বলেন।

"পস্সং নরো দকখতি নামরূপং" বলতে যে মানুষের দর্শন করার শক্তি আছে, সে পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, পূর্বনিবাস জ্ঞান এবং মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শনকালে নামরূপকে নিত্য, সুখ ও আত্ম বলে দর্শন করে। ফলে সেই ধর্মসমূহের আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ, দেখতে পায় না—পস্সং নরো দকখতি নামরূপং।

দিস্বান ৰা ঞাযতি তানিমেৰাতি। "দিস্বা" বলতে পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান দ্বারা দেখে, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান দ্বারা দেখে, মাংসচক্ষু দ্বারা দেখে অথবা দিব্যচক্ষু দ্বারা নামরূপকে দেখে নিত্য, সুখ, আত্ম বলে জ্ঞাত হয়। ফলে সেই ধর্মসমূহের অন্তর্ধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয় না—দিস্বান ৰা ঞাযতি তানিমেৰ।

কামং বহুং পস্সতু অপ্পকং ৰাতি। কামকে বহুরূপে দর্শনকালে নামরূপকে অল্প, নিত্য, সুখ, আত্ম বলে মনে করে—কামং বহুং পস্সতু অপ্পকং ৰা।

ন হি তেন সুদ্ধিং কুসলা ৰদন্তীতি। "কুসলা" বলতে যাঁরা স্কন্ধ সম্বন্ধে দক্ষ, ধাতু সম্বন্ধে দক্ষ, আয়তন সম্বন্ধে দক্ষ, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি সম্বন্ধে

দক্ষ, স্মৃতিপ্রস্থান সম্বন্ধে দক্ষ, সম্যক প্রধান সম্বন্ধে দক্ষ, ঋদ্ধিপাদ সম্বন্ধে দক্ষ, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দক্ষ, বল সম্বন্ধে দক্ষ, বোধ্যাঙ্গ সম্বন্ধে দক্ষ, মার্গ সম্বন্ধে দক্ষ, ফল সম্বন্ধে দক্ষ, নির্বাণ সম্বন্ধে দক্ষ। সেই দক্ষগণ পরচিত্ত-বিজানন জ্ঞান, পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, মাংসচক্ষু বা দিব্যচক্ষু দ্বারা নামরূপ দর্শনের মাধ্যমে শুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, বিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি লাভ হয় বলেন না, কথায় প্রকাশ করেন না, ভাষণ করেন না, বর্ণনা করেন না, ব্যাখ্যা করেন না—ন হি তেন সুদ্ধিং কুসলা ৰদন্তি।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

‘‘পস্সং নরো দকখতি নামরূপং, দিস্বান ৰা ঞাযতি তানিমেৰ।
কামং বহুং পস্সতু অপ্পকং ৰা, ন হি তেন সুদ্ধিং কুসলা ৰদন্তী’’তি॥

১৪৫. নিৰিস্সৰাদীন হি সুব্বিনাযো, পকপ্পিতা দিট্ঠিপুরেক্খরানো।
যং নিস্সিতো তত্থ সুভং ৰদানো, সুদ্ধিং ৰদো তত্থ তথদ্দসা সো॥

অনুবাদ : ভ্রান্ত বিশ্বাসে মতবাদী কোনো বিষয় সহজে বুঝে না, স্বীয় দৃষ্টি বা মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা করে যাকে নিশ্রয় করে অবস্থান করে, তাকেই শুভ বলে। সে তথায় শুদ্ধি দর্শন করে।

নিৰিস্সৰাদী ন হি সুব্বিনাযোতি। “লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে” এরূপে ভ্রান্ত মতবাদী; “লোক অশাশ্বত... তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার না থাকেন তাও না, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে”—ভ্রান্ত মতবাদী। **ন হি সুব্বিনাযো**তি। ভ্রান্ত মতবাদী লোক দুর্বিনীত, দুষ্প্রাজ্ঞ, দুর্বোধ, নির্বোধ, দুষ্প্রসাদ—নিৰিস্সৰাদী ন হি সুব্বিনাযো।

পকপ্পিতা দিট্ঠিপুরেক্খরানোতি। কল্পিত, প্রকল্পিত, অভিসজ্খত (কার্য-কারণসম্ভূত) ও বিধিবদ্ধ দৃষ্টিকে সম্মুখে রেখে বিচরণ করা। দৃষ্টিধ্বজ, দৃষ্টিকেতু, দৃষ্টাধিপ্রত্যয় দৃষ্টি দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিচরণ করা—পকপ্পিতা দিট্ঠিপুরেক্খরানো।

যং নিস্সিতো তত্থ সুভং ৰদানোতি। “যং নিস্সিতো” বলতে যেই শাস্তা, ধর্ম, সংঘ, দৃষ্টি, প্রতিপদা ও মার্গকে নিশ্রয় করে, উপনিশ্রয় করে, আবদ্ধ হয়ে, উপগত হয়ে, অনুরক্ত হয়ে, অধিমুক্ত হয়ে—যং নিস্সিতো। “তত্থ” অর্থে নিজের দৃষ্টিতে, নিজের ইচ্ছায়, নিজের রুচিতে, নিজের দর্শনে। “সুভং ৰদানো” বলতে নিজের অনুমানে শুভবাদ, শোভনবাদ, পণ্ডিতবাদ, স্থিরবাদ, ন্যায়বাদ, হেতুবাদ, লক্ষণবাদ, কারণবাদ, স্থান বা বিষয়বাদ—যং নিস্সিতো তত্থ সুভং ৰদানো।

সুদ্ধিং ৰদো তত্থ তথদ্দসা সোতি। শুদ্ধিবাদ, বিশুদ্ধিবাদ, পরিশুদ্ধিবাদ, পবিত্রবাদ, নির্মলবাদ। অথবা শুদ্ধিদর্শী, বিশুদ্ধিদর্শী, পরিশুদ্ধিদর্শী, পবিত্রদর্শী, নির্মলদর্শী—সুদ্ধিং ৰাদো। "তত্থ" অর্থে নিজের দৃষ্টিতে, নিজের ইচ্ছায়, নিজের রুচিতে, নিজের দর্শনে সত্য, প্রকৃত, ভূত, যথার্থ ও অবিপরীতরূপে দর্শন করেছেন, দেখেছেন, অবলোকন করেছেন, প্রতিবিদ্ধ (জ্ঞাত) হয়েছেন, সুদ্ধিং ৰাদো তত্থ তথদ্দসা সো।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''নিৰিস্সৰাদী ন হি সুৰ্বিনাযো, পকপ্পিতা দিট্ঠিপুরেক্খরানো।
> যং নিস্সিতো তত্থ সুভং ৰদানো, সুদ্ধিং ৰদো তত্থ তথদ্দসা সো''তি॥

১৪৬. ন ব্রাহ্মণো কপ্পমুপেতি সঙ্খা, ন দিট্ঠিসারী নপি ঞাণবন্ধু।
ঞত্বা চ সো সম্মুতিযো পুথুজ্জা, উপেক্খতী উগ্গহণন্তি মঞ্ঞে॥

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ কল্পসঙ্খা বা কল্পজ্ঞানের সমীপবর্তী হন না এবং দৃষ্টিসারী (মিথ্যাদৃষ্টি বিশ্বাসী) ও জ্ঞানবন্ধুও হন না। তিনি নিকৃষ্ট (পুথুজ্জা) সম্মুতিসমূহ (বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়) জ্ঞাত হয়ে উদাসীন হন, যদিও বা তা অন্যজনে গ্রহণ বা শিক্ষা করে।

ন ব্রাহ্মণো কপ্পমুপেতি সঙ্খাতি। "না" (ন) বলতে প্রতিক্ষেপ। "ব্রাহ্মণ" (ব্রাহ্মণো) বলতে সাতটি ধর্ম অপসারিত হয় বলে ব্রাহ্মণ... তিনি এরূপ অনাসক্ত বিধায় তাঁকে ব্রহ্মাও বলা হয়। "কল্প" (কপ্প) বলতে দ্বিবিধ কম্পন—তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন... ইহা তৃষ্ণাকম্পন... ইহা দৃষ্টিকম্পন। "সঙ্খা" বলতে জ্ঞানকে বুঝায়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি। **ন ব্রাহ্মণো কপ্পমুপেতি সঙ্খা**তি। ব্রাহ্মণ জ্ঞান দ্বারা জেনে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট করে। "সকল সংস্কার অনিত্য... সকল সংস্কার দুঃখ... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" বলে জ্ঞান দ্বারা জেনে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট করে তৃষ্ণাকম্পন বা দৃষ্টিকম্পনকে উপস্থিত করেন না, উপনীত হন না, সমীপবর্তী হন না, গ্রহণ করেন না, স্পর্শ করেন না এবং অভিনিবিষ্ট হন না—ব্রাহ্মণ কল্পসঙ্খা বা কল্পজ্ঞানের সমীপবর্তী হন না (ন ব্রাহ্মণো কপ্পমুপেতি সঙ্খা)।

ন দিট্ঠিসারী নপি ঞাণবন্ধূতি। তাঁর বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পনুরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। তিনি দৃষ্টির দ্বারা চালিত হন না, নীত হন না, বাহিত (পরিচালিত) হন না,

গৃহীত বা অধিকারভুক্ত হন না এবং সেই দৃষ্টিগত বিষয়কে সাররূপে স্বীকার বা বিশ্বাস করেন না, পশ্চাদগমন করেন না—দৃষ্টিসারী (মিথ্যাদৃষ্টি বিশ্বাসী) হন না। "জ্ঞানবন্ধু হন না (নপি ঞাণবন্ধু) বলতে অষ্ট সমাপত্তি-জ্ঞান দ্বারা বা পঞ্চ-অভিজ্ঞা জ্ঞান দ্বারা তৃষ্ণাবন্ধু বা দৃষ্টিবন্ধুকে উৎপাদন করেন না, উৎপন্ন করেন না, প্রসব করেন না, জন্ম দেন না—দৃষ্টিসারীও হন না জ্ঞানবন্ধুও হন না (ন দিট্ঠিসারী নপি ঞাণবন্ধু)।

ঞত্বা চ সো সম্মুতিযো পুথুজ্জাতি। "জেনে" (ঞত্বা) বলতে জ্ঞাত হয়ে, অবগত হয়ে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট করে। "সকল সংস্কার অনিত্য" (ইহা) জ্ঞাত হয়ে, অবগত হয়ে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, ব্যাখ্যা করে। "সকল সংস্কার দুঃখ... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" (ইহা) জ্ঞাত হয়ে, অবগত হয়ে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, ব্যাখ্যা করে। তিনি জ্ঞাত হয়ে—তিনি জ্ঞাত হয়ে (ঞত্বা চ সো)। "সম্মুতি" বলতে বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়কে দৃষ্টিসম্মুতি বলা হয়। "নিকৃষ্ট" (পুথুজ্জা) অর্থে পৃথগ্‌জনের দ্বারা উৎপাদিত বিষয় বা সেই সম্মুতিসমূহ (বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়)—নিকৃষ্ট (পুথুজ্জা)। নানা শ্রেণীর মানুষ দ্বারা উৎপাদিত বিষয় অথবা সম্মুতি বা বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয় বলে নিকৃষ্ট—তিনি নিকৃষ্ট সম্মুতিসমূহ জ্ঞাত হয়ে (ঞত্বা চ সো সম্মতিযো পুথুজ্জা)।

উপেকখতী উগ্গহণন্তি মঞ্ঞেতি। অন্যজন তৃষ্ণাবশে, দৃষ্টিবশে গ্রহণ করে, ধারণ করে, অভিনিবিষ্ট হয়। (কিন্তু) অর্হতেরা উদাসীন হন, গ্রহণ করেন না, ধারণ করেন না এবং অভিনিবিষ্টও হন না—উদাসীন হন (যদিও বা) অন্যজনে তা গ্রহণ বা শিক্ষা করে (উপেকখতী উগ্গহণন্তি মঞ্ঞে)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''ন ব্রাহ্মণো কপ্পমুপেতি সঙ্খা, ন দিট্ঠিসারী নপি ঞাণবন্ধু।
> ঞত্বা চ সো সম্মুতিযো পুথুজ্জা, উপেকখতী উগ্গহণন্তি মঞ্ঞে''তি॥

১৪৭. ৰিস্সজ্জ গন্থানি মুনীধ লোকে, ৰিৰাদজাতেসু ন ৰগ্গসারী।
সন্তো অসন্তেসু উপেকখকো সো, অনুগ্গহো উগ্গহণন্তি মঞ্ঞে॥

অনুবাদ : মুনি ইহলোকে গ্রন্থিসমূহ (বন্ধন) পরিত্যাগ করে উৎপন্ন বিবাদসমূহে পক্ষভুক্ত হন না। তিনি অশান্তদের মধ্যে শান্ত, উপেক্ষক ও অনুগ্রহকারী হন, যদিও বা তা (গ্রন্থিসমূহ) অন্যজনে গ্রহণ বা শিক্ষা করে।

ৰিস্সজ্জ গন্থানি মুনীধ লোকেতি। "গ্রন্থি" (গন্থা) বলতে চারি প্রকার

গ্রন্থি—১) অভিধ্যা কায়গ্রন্থি, ২) ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি, ৩) শীলব্রত-পরামর্শ কায়গ্রন্থি ও ৪) এই সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি। আত্মদৃষ্টির আসক্তিই অভিধ্যা কায়গ্রন্থি; পরবাদসমূহে আঘাত ও অপ্রত্যয়ই ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি; নিজের শীল বা ব্রত অথবা শীলব্রত স্পর্শ করাই শীলব্রত কায়গ্রন্থি; এবং আত্মদৃষ্টিই এই সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি। "বিসর্জন করে" (ৰিসজ্জ) বলতে গ্রন্থিসমূহ বিসর্জন করে—ৰিসজ্জ। অথবা সংযোগ, গাঁথা, গ্রন্থি, শৃঙ্খল, বিবন্ধন, আবদ্ধ, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, রুদ্ধ ও বন্ধন আন্দোলিত করে—বিসর্জন করে। যেমন : যান (ৰযহং), রথ, শকট বা যুদ্ধরথ সজ্জিত করা হয়, বিসজ্জিত করা হয়, নাড়া দেয়া হয়; ঠিক এভাবেই গ্রন্থি ত্যাগ করে—বিসর্জন করে। অথবা সংযোগ, গাঁথা, গ্রন্থি, শৃঙ্খল, বিবন্ধন, আবদ্ধ, সংলগ্ন, সংবদ্ধ, রুদ্ধ ও বন্ধন আন্দোলিত করে, বিসর্জন করে। **মুনী**তি। প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। "এখানে" (ইধ) অর্থে এই দৃষ্টিতে... এই মনুষ্যলোকে—মুনি ইহলোকে গ্রন্থিসমূহ পরিত্যাগপূর্বক (ৰিস্সজ্জ গন্থানি মুনীধ লোকে)।

ৰিৰাদজাতেসু ন ৰগ্গসারীতি। জাত, উৎপন্ন, সৃষ্ট, প্রসূত ও প্রাদুর্ভূত বিবাদসমূহে এবং ছন্দগতি, দ্বোষগতি (দ্বেষগতি), ভয়গতি, মোহগতিপ্রাপ্ত বিষয়সমূহে ছন্দগতি, দ্বোষগতি, ভয়গতি, মোহগতি হন না; রাগবশে, দ্বোষবশে, মোহবশে, মানবশে, দৃষ্টিবশে, ঔদ্ধত্যবশে, বিচিকিৎসাবশে এবং অনুশয়বশে গমন করেন না; বর্গ, ধর্ম দ্বারা চালিত, নীত, বাহিত ও গৃহীত বা অধিকারভুক্ত হন না—উৎপন্ন বিবাদসমূহে পক্ষভুক্ত হন না (ৰিৰাদজাতেসু ন ৰগ্গসারী)।

সন্তো অসন্তেসু উপেকখকো সোতি। "শান্ত" (সন্তো) বলতে রাগ, দ্বোষ, মোহ সন্তপ্ত বা দগ্ধ হয়েছে বিধায় শান্ত... সকল অকুশলাভিসংস্কার সন্তপ্ত, শান্ত, উপশান্ত, প্রশমিত, নিবৃত্ত, বিগত এবং প্রশান্ত হয়েছে বিধায় শান্ত, উপশান্ত, উপশমিত, নির্বাপিত ও প্রশান্ত-শান্ত (সন্তো)। "অশান্তদের মধ্যে" (অসন্তেসু) বলতে অশান্তদের মধ্যে, অনুপশান্তদের মধ্যে, অনির্বাপিতদের মধ্যে, অপ্রশান্তদের মধ্যে, অশান্তদের মধ্যে শান্ত (সন্তো অসন্তেসু)। "তিনি উপেক্ষক" (উপেকখকো সো) অর্থে অর্হতেরা ষড়-ইন্দ্রিয়ের উপেক্ষায় সমন্নাগত হয়ে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে সুমনা ও দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... ভাবিত ও শান্ত হয়ে কাল প্রতীক্ষা করেন—তিনি অশান্তদের মধ্যে শান্ত, উপেক্ষক (সন্তো অসন্তেসু উপেকখকো সো)।

অনুগ্গহো উগ্গহণন্তি মঞ্ঞেতি। অন্যজন তৃষ্ণাবশে, দৃষ্টিবশে গ্রহণ করে, ধারণ করে, অভিনিবিষ্ট হয়। (কিন্তু) অর্হতেরা উদাসীন হন, গ্রহণ করেন না, ধারণ করেন না এবং অভিনিবিষ্ট হন না—অনুগ্রাহী হন, যদিও বা অন্যজনে তা গ্রহণ বা শিক্ষা করে (অনুগ্গহো উগ্গহণন্তি মঞ্ঞে)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ৰিস্সজ্জ গন্থানি মুনীধ লোকে, ৰিৰাদজাতেসু ন ৰগ্গসারী।
সন্তো অসন্তেসু উপেকখকো সো, অনুগ্গহো উগ্গহণন্তি মঞ্ঞে"তি॥

**১৪৮. পুব্বাসৰে হিত্বা নৰে অকুব্বং, ন ছন্দগূ নোপি নিৰিস্সৰাদী।
স ৰিপ্পমুত্তো দিট্ঠিগতেহি ধীরো, ন লিম্পতি লোকে অনত্তগরহী॥**

অনুবাদ : পূর্বের আসবসমূহ পরিত্যাগ করে নুতন আসবসমূহ গ্রহণ না করে ভ্রান্ত বিশ্বাসে মতবাদী না হয়ে ইচ্ছা চালিত হন না। মিথ্যাদৃষ্টি হতে বিপ্রমুক্ত সেই ধীর ব্যক্তি নিজেকে অবজ্ঞা না করে জগতে লিপ্ত হন না।

পুব্বাসৰে হিত্বা নৰে অকুব্বন্তি। "পূর্বাসব" (পুব্বাসৰা) বলতে অতীতের রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বলা হয়। অতীতের সংস্কারসমূহকে ভিত্তি করে যে ক্লেশসমূহ উৎপন্ন হবে, সেই ক্লেশসমূহ বর্জন করে, ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, পরিহার করে, অপনোদন করে, অপসারণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে—পূর্বের আসবসমূহ ত্যাগ করে (পুব্বাসৰে হিত্বা)। **নৰে অকুব্ব**ন্তি। "নব" বলতে বর্তমান রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বলা হয়। বর্তমান সংস্কারসমূহকে ভিত্তি করে ছন্দ বা ইচ্ছা না করে, প্রেম না করে, আসক্তি না করে জন্ম না দেয়া, উৎপত্তি না করা, উৎপাদন না করা এবং পুনরুৎপত্তি না করা—পূর্বের আসবসমূহ ত্যাগ করে নূতন আসব ইচ্ছা না করা (পুব্বাসৰে হিত্বা নৰে অকুব্বং)।

ন ছন্দগূ নোপি নিৰিস্সৰাদীতি। তিনি ইচ্ছায় গমন করেন না, দ্বেষে গমন করেন না, মোহে গমন করেন না, ভয়ে গমন করেন না, রাগবশে গমন করেন না, দ্বেষবশে গমন করেন না, মোহবশে গমন করেন না, মানবশে গমন করেন না, দৃষ্টিবশে গমন করেন না, ঔদ্ধত্যবশে গমন করেন না, বিচিকিৎসাবশে গমন করেন না, অনুশয়বশে গমন করেন না এবং বর্গধর্ম দ্বারা নীত হন না, চালিত হন না, পরিচালিত হন না এবং অগ্রসর হন না—ইচ্ছায় চালিত হন না। "নোপি নিৰিস্সৰাদী" বলতে 'লোক শাশ্বত, মূর্খ ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে' এরূপে ভ্রান্ত মতবাদী হন না; 'লোক অশাশ্বত... তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন না, আবার না থাকেন তাও না, মূর্খ

ব্যক্তি ইহা সত্য বলে মনে করে' এরূপে ভ্রান্ত মতবাদী হন না—তিনি ইচ্ছায় চালিত হন না, ভ্রান্ত মতবাদী হন না (ন ছন্দগূ নোপি নিৰিস্সৰাদী)।

"স ৰিপ্পমুত্তো দিট্ঠিগতেহি ধীরো" বলতে তার বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন হয়, সমুচ্ছিন্ন হয়, উপশান্ত হয়, প্রশান্ত হয়, পুনরুৎপত্তিহীন হয় এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। তিনি সেই মিথ্যাদৃষ্টি হতে বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। "ধীরো" বলতে ধীর, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও মেধাবী—সেই ধীর ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি হতে বিপ্রমুক্ত (স ৰিপ্পমুত্তো দিট্ঠিগতেহি ধীরো)।

ন লিম্পতি লোকে অনত্তগরহীতি। "প্রলেপ" (লেপা) বলতে দুই প্রকার প্রলেপ—তৃষ্ণা প্রলেপ ও দৃষ্টি প্রলেপ... এটা তৃষ্ণা প্রলেপ....এটা দৃষ্টি প্রলেপ। তাঁর তৃষ্ণা প্রলেপ প্রহীন হয়, দৃষ্টি প্রলেপ পরিত্যক্ত হয়; তৃষ্ণা প্রলেপ প্রহীন হওয়ায় ও দৃষ্টি প্রলেপ পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনি অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে এবং আয়তনলোকে লিপ্ত হন না, প্রলিপ্ত হন না ও উপলিপ্ত হন না; অলিপ্ত, নির্লিপ্ত, অনুপলিপ্ত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—জগতে লিপ্ত হন না।

"অনত্তগরহি" বলতে দুটি কারণে নিজেকে অবজ্ঞা করে—কৃতকর্ম এবং অকৃতকর্ম। কিরূপে কৃতকর্ম এবং অকৃতকর্মের কারণে নিজেকে অবজ্ঞা করে? "আমার দ্বারা কায়দুশ্চরিত কর্ম কৃত হয়েছে, কায়সুচরিত কর্ম কৃত হয়নি" এভাবে নিজেকে অবজ্ঞা করে। "আমার দ্বারা বাক্‌দুশ্চরিত কর্ম কৃত হয়েছে... মনোদুশ্চরিত কর্ম কৃত হয়েছে... প্রাণিহত্যা করা হয়েছে... মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, সম্যক দৃষ্টিমূলক কর্ম কৃত হয়নি" এভাবে নিজেকে অবজ্ঞা করে। এরূপ কৃতকর্ম এবং অকৃতকর্ম সম্পাদনে নিজেকে অবজ্ঞা করে।

অথবা "আমি শীলসমূহে অপরিপূর্ণ" এভাবে নিজেকে অবজ্ঞা করে। "আমি ইন্দ্রিয়সমূহ অরক্ষাকারী"... "ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ"... "জাগরণে অননুযুক্ত"... "স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানে অসমন্নাগত"... "আমার চারি স্মৃতিপ্রস্থান অভাবিত"... "আমার চারি সম্যক প্রধান অভাবিত"... "আমার চারি ঋদ্ধিপাদ অভাবিত"... "আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অভাবিত"... "আমার পঞ্চবল অভাবিত"... "আমার সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভাবিত"... "আমার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভাবিত"... "আমার দুঃখ অপরিজ্ঞাত"... "আমার দুঃখ সমুদয় অপ্রহীন"... "আমার মার্গ অভাবিত"... "আমার নিরোধ অসাক্ষাৎকৃত"

এভাবে নিজেকে অবজ্ঞা করে। এরূপেই কৃতকর্ম এবং অকৃতকর্ম সম্পাদনে নিজেকে অবজ্ঞা করে। আত্মনিন্দাকারী এরূপ। তিনি এই কর্ম সম্পাদন করেন না, জন্ম না দিয়ে, উৎপত্তি না করে, উৎপন্ন না করে, পুনরুৎপন্ন না করে নিজেকে অবজ্ঞা করেন না। এ অর্থে জগতে লিপ্ত না হয়ে নিজেকে অবজ্ঞা করেন না (ন লিম্পতি লোকে অনত্তগরহী)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পুব্বাসৰে হিত্বা নৰে অকুব্বং, ন ছন্দগূ নোপি নিৰিস্সৰাদী।
স ৰিপ্পমুত্তো দিট্‌ঠিগতেহি ধীরো, ন লিম্পতি লোকে অনত্তগরহী"তি॥

১৪৯. স সব্বধম্মেসু ৰিসেনিভূতো, যং কিঞ্চি দিট্‌ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা।
স পন্নভারো মুনি ৰিপ্পমুত্তো,
ন কপ্পিযো নূপরতো ন পত্থিযো॥[ইতি ভগৰা]

অনুবাদ : তিনি দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত সব ধর্মসমূহে শত্রু বিজয়ী (ৰিসেনিভূতো)। সেই মুনি ভারমুক্ত, বিপ্রমুক্ত; তিনি কল্প বা কল্পনা করেন না, বিরত হন না, প্রার্থনা বা ইচ্ছাও করেন না।

স সব্বধম্মেসু ৰিসেনিভূতো যং কিঞ্চি দিট্‌ঠং ৰ সুতং মুতং ৰাতি। 'সেনা' বলতে মারসেনাকে বলা হয়। কায়দুশ্চরিত মারসেনা, বাক্‌দুশ্চরিত মারসেনা, মনোদুশ্চরিত মারসেনা, রাগ... দ্বেষ... মোহ... ক্রোধ... বিদ্বেষ... কপটতা... ভণ্ডামি... নির্দয়তা... ঈর্ষা... মাৎসর্য... মায়া... শঠতা... ভণ্ডামি... উগ্রতা... মান... অতিমান... উন্মাদ... প্রমাদ... সর্বক্লেশ... সর্বদুশ্চরিত... সর্ব দুচিন্তা... সর্ব প্রদাহ... সর্ব সন্তাপ... এবং সমস্ত অকুশলাভিসংস্কার হচ্ছে মারসেনা।

তাই ভগবান কর্তৃক এরূপ বলা হয়েছে :

"কামা তে পঠমা সেনা, দুতিযা অরতি ৰুচ্চতি...পে...।
ন নং অসুরো জিনাতি, জেত্বাৰ লভতে সুখ"ন্তি॥

অনুবাদ : "কাম হচ্ছে প্রথম সেনা, দ্বিতীয় সেনা অরতি...। অসুর (মারপক্ষপাতী) তাকে জয় করতে পারে না, সেসব মারসেনা জয় করতে পারলে সুখ লাভ হয়।"

যেহেতু চারি আর্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা সকল মারসেনা, অনিষ্টকারী ক্লেশসমূহ জয়, পরাজয়, ভঙ্গ, ধ্বংস, বিনষ্ট করা যায়, সে কারণে বলা হয় শত্রুমুক্ত। তিনি দৃষ্টতে ক্লেশমুক্ত, শ্রুতিতে... অনুমানে... বিজ্ঞাতে ক্লেশমুক্ত—যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, সেসব ধর্মে শত্রুমুক্ত।

স পন্নভারো মুনি ৰিপ্পমুত্তোতি। “ভার” (ভারং) বলতে তিন প্রকার ভার; যথা : ১) স্কন্ধভার, ২) ক্লেশভার এবং ৩) অভিসংস্কারভার। স্কন্ধভার কী? প্রতিসন্ধির দ্বারা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান—এটাই স্কন্ধভার। ক্লেশভার কী? রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, উপনাহ (বিদ্বেষ), কপটতা, আক্রোশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠ, স্বার্থপরতা, প্রচণ্ডতা (উগ্র অবস্থা), মান, অতিমান, মত্ততা, প্রমাদ, সকল ক্লেশ, সর্ব দুশ্চরিত বিষয়, সব দুশ্চিন্তা, সব পরিলাহ (দহন বা প্রদাহ), সর্ব সন্তাপ এবং সকল অকুসলাভিসংস্কার—এটাই ক্লেশভার। অভিসংস্কারভার কী? পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার—এটি অভিসংস্কারভার। যেহেতু স্কন্ধভার, ক্লেশভার ও অভিসংস্কারভার প্রহীন ও মূলোৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী হয়; তাই ভারমুক্ত, ভার পরিত্যক্ত, ভার অবনত (বর্জিত), ভার সমারোপিত, ভার নিক্ষিপ্ত ও ভার প্রতিপ্রশ্রদ্ধ বলা হয়।

মুনীতি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন, বিচয়, প্রবিচয়, ধর্মবিচয়, বিচক্ষণতা (সল্লকখণা), উপলক্ষণ (বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি), প্রত্যুপলক্ষণ (পচ্চুপলকখণা), পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, নৈপুণ্য, জ্ঞানযুক্ত বিচার (ৰেভব্যা), (জ্ঞানময়) চিন্তা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষণ (উপপরিকখা), প্রাজ্ঞতা (ভূরি), মেধা, নিপুণতা (পরিনাযিকা), পরিজ্ঞান (ৰিপস্সনা), সম্প্রজ্ঞান, সম্প্রাজ্ঞতা (পতোদো), প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাশস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রসাদ, প্রজ্ঞা-আলোক, প্রজ্ঞারশ্মি, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি। সেই জ্ঞানে সমন্নাগত মুনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। মুনিত্ব (জ্ঞানের পূর্ণতা) তিন প্রকার—১) কায়-মুনিত্ব (কায়সংযমে মুনিত্ব), ২) বাক-মুনিত্ব (বাক্যসংযমে মুনিত্ব) এবং ৩) মনো-মুনিত্ব (মনোসংযমে মুনিত্ব)।

কায়-মুনিত্ব কিরূপ? ত্রিবিধ কায়-দুশ্চরিতের প্রহানই কায়-মুনিত্ব, ত্রিবিধ কায়-সুচরিতই কায়-মুনিত্ব, কায়ালম্বনে জ্ঞানই কায়-মুনিত্ব, কায়-পরিজ্ঞানই কায়-মুনিত্ব, পরিজ্ঞানসহগত মার্গই কায়-মুনিত্ব, কায়ে ছন্দরাগ প্রহানই কায়-মুনিত্ব, কায়সংস্কার নিরোধ ও চতুর্থ ধ্যান-সমাপত্তিই কায়-মুনিত্ব—এটাই কায়-মুনিত্ব।

বাক-মুনিত্ব কিরূপ? চতুর্বিধ বাক্য-দুশ্চরিতের প্রহানই বাক-মুনিত্ব, চতুর্বিধ বাক্য-সুচরিতই বাক-মুনিত্ব, বাক্যালম্বনে জ্ঞানই বাক-মুনিত্ব, বাক্য-পরিজ্ঞানই বাক-মুনিত্ব, পরিজ্ঞানসহগত মার্গই বাক-মুনিত্ব, বাক্যে ছন্দরাগ প্রহানই বাক-মুনিত্ব, বাক্যসংস্কার নিরোধ ও দ্বিতীয় ধ্যান-সমাপত্তিই বাক-

মুনিত্ব—এটাই বাক-মুনিত্ব।

মনো-মুনিত্ব কিরূপ? ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিতের প্রহানই মনো-মুনিত্ব, ত্রিবিধ মনোসুচরিতই মনো-মুনিত্ব, চিত্তালম্বনে জ্ঞানই মনো-মুনিত্ব, চিত্তপরিজ্ঞানই মনো-মুনিত্ব, পরিজ্ঞানসহগত মার্গই মনো-মুনিত্ব, চিত্তে ছন্দরাগ প্রহানই মনো-মুনিত্ব, চিত্তসংস্কার নিরোধ ও সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধই মনো-মুনিত্ব—এটাই মনো-মুনিত্ব।

''কাযমুনিং ৰাচামুনিং, মনোমুনিমনাসৰং।
মুনিং মোনেয্যসম্পন্নং, আহু সব্বপ্পহাযিনং॥
''কাযমুনিং ৰাচামুনিং, মনোমুনিমনাসৰং।
মুনিং মোনেয্যসম্পন্নং, আহু নিন্হাতপাপক''ন্তি॥

অনুবাদ : "কায়মুনি, বাকমুনি ও মনোমুনিকে আসবহীন বলা হয়, মুনিত্বসম্পন্ন মুনিকে সর্ব পরিত্যাগকারী বলা হয়। কায়মুনি, বাকমুনি ও মনোমুনিকে আসবহীন বলা হয়, মুনিত্বসম্পন্ন মুনিকে পাপবিধৌতক বলা হয়।"

এই তিন প্রকার মুনিত্বধর্মে সমন্নাগত ছয়জন মুনি (বিদ্যমান); যথা : আগারমুনি, অনাগারমুনি, শৈক্ষ্যমুনি, অশৈক্ষ্যমুনি, প্রত্যেকমুনি (বা স্বতন্ত্রমুনি) ও মুনিমুনি। আগারমুনি কারা? যেই আগারিকগণ দৃষ্টপদ (মুক্তির পথ দর্শন করেছেন এমন), বিজ্ঞাতশাসন—এরা আগারমুনি। অনাগারমুনি কারা? যেই প্রব্রজিতগণ দৃষ্টপদ, বিজ্ঞাতশাসন—এরা অনাগারমুনি। সাতজন শৈক্ষ্য শৈক্ষ্যমুনি। অর্হৎগণ অশৈক্ষ্যমুনি। প্রত্যেকবুদ্ধগণ প্রত্যেকমুনি। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণকে মুনিমুনি বলা হয়।

''ন মোনেন মুনি হোতি, মূল্হরূপো অৰিদ্দসু।
যো চ তুলংৰ পগ্গযহ, ৰরমাদায পণ্ডিতো॥
''পাপানি পরিৰজ্জেতি, স মুনি তেন সো মুনি।
যো মুনাতি উভো লোকে, মুনি তেন পৰুচ্চতি॥
''অসতঞ্চ সতঞ্চ ঞত্বা ধম্মং, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সব্বলোকে।
দেৰমনুস্সেহি পূজিতো যো, সঙ্গজালমতিচ্চ সো মুনী''তি॥

অনুবাদ : "মূর্খ, অজ্ঞানী লোক কেবল মৌনাবলম্বন দ্বারা মুনি হয় না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি মানদণ্ড নিয়ে (ভালো-মন্দ বিচারপূর্বক) উত্তম বিষয় গ্রহণ করে পাপসমূহ পরিবর্জন করেন, তদ্দ্বারা তিনিই মুনি হন এবং এই কারণে তাঁকে মুনি বলা হয়। যিনি (অধ্যাত্ম-বাহ্যিক) উভয় লোকে মনন করেন, তার দ্বারা তিনি মুনি বলে অভিহিত হন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক সর্বলোকে অসাত (অপ্রিয়)

ও সাত বা প্রিয়ধর্ম জ্ঞাত হয়ে যিনি দেব-মনুষ্য দ্বারা পূজিত হন, সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন।”

“বিপ্রমুক্ত” (ৰিপ্পমুত্তো) বলতে রাগ বা আসক্তি হতে মুনির চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত; দ্বেষ হতে চিত্ত... মোহ হতে চিত্ত... এবং সকল অকুসলাভিসংস্কার হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত—সেই মুনি ভারমুক্ত, বিপ্রমুক্ত (স পন্নভারো মুনি ৰিপ্পমুত্তো)।

“কল্প” (কপ্প) বলতে দুই প্রকার কম্পন—তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন... ইহা তৃষ্ণাকম্পন... ইহা দৃষ্টিকম্পন। তাঁর তৃষ্ণাকম্পন প্রহীন হয়, দৃষ্টিকম্পন পরিত্যক্ত হয়; তৃষ্ণাকম্পন প্রহীন হওয়ায় ও দৃষ্টিকম্পন পরিত্যক্ত হওয়ায় তৃষ্ণাকম্পন বা দৃষ্টিকম্পনকে সঞ্চালন করেন না, জন্ম দেন না, সঞ্জানন করেন না, উৎপন্ন করেন না, উৎপাদন করেন না—(ন কপ্পিযো)। **নূপরতো**তি। সকল মূর্খ-পৃথগ্‌জন অনুরক্ত হয়, কল্যাণ-পৃথগ্‌জনসহ সাতজন শৈক্ষ্য অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগম বা লাভের জন্য, অসাক্ষাৎকৃত বিষয় সাক্ষাৎকরণের জন্য বিরত হন, ক্ষান্ত হন, প্রতিবিরত হন; পূজার্হ হতে (অরহা) আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—তিনি কল্পনা করেন না, বিরত হন না (ন কপ্পিযো নূপরতো)। **ন পত্থিযো**তি। ‘প্রার্থনা’ তৃষ্ণাকে বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। এই প্রার্থনা (ইচ্ছা) ও তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধ (বা প্রশান্ত), পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাই প্রার্থনা বা ইচ্ছা করেন না বলা হয়।

“ভগবান” (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন। অধিকন্তু, রাগ (আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দোষ (দ্বেষ) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; কণ্টক বা শত্রু (কণ্ডকো) জয় করেছেন বলে ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ, শ্রেণীভাগ করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রজ্ঞা বলে ভগবান; অরণ্য-বনজঙ্গল, নির্জন শয়নাসন, শব্দহীন (স্থান), নিস্তব্ধ (জায়গা), নির্জনতাপূর্ণ স্থান, মনুষ্য হতে নির্জন শয়নের উপযুক্ত স্থান ও নির্জনতানুরূপ স্থান ভজনা বা উপভোগ করেছেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার (ব্যবহার্য সামগ্রী) ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত

ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহার-সমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধসমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি-সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক-প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য (অর্হত্ত্বজ্ঞান, ক্ষীণাসব অবস্থা, বিঘ্নসমূহের প্রত্যাভিজ্ঞা অর্থাৎ বাধাবিঘ্নসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে জানা এবং নির্বাণপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে স্বীকার করণ, দেশনাকরণ বা ধর্মপ্রচারকরণ), চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়ভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার বুদ্ধধর্ম বা বুদ্ধত্বের অধিকারী বলে ভগবান। এই ‘ভগবান’ নাম মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-গোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। এই ‘ভগবান’ নাম বুদ্ধ ভগবানগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে—ন কপ্পিযো নূপরতো ন পত্থিনো ইতি ভগৰা।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ‘‘স সব্বধম্মেসু ৰিসেনিভূতো, যং কিঞ্চি দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা।
> স পন্নভারো মুনি ৰিপ্পমুত্তো,
> ন কপ্পিযো নূপরতো ন পত্থিযো’’॥ [ইতি ভগৰাতি]

[মহাৰিযূহ সূত্র বর্ণনা ত্রয়োদশ]

১৪. তুবট্টক সূত্র বর্ণনা

অতঃপর তুবট্টক সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

১৫০. পুচ্ছামিতং আদিচ্চবন্ধু, ৰিৰেকং সন্তিপদঞ্চ মহেসি।
কথং দিস্বা নিব্বাতি ভিক্খু, অনুপাদিযানো লোকস্মিং কিঞ্চি॥

অনুবাদ : হে আদিত্যবন্ধু, আপনার মতো মহর্ষিকে বিবেক ও শান্তিপদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি। কীভাবে ভিক্ষু দর্শন দ্বারা লোকে অনাসক্ত হয়ে নির্বাপিত হন।

পুচ্ছামি তং আদিচ্চবন্ধূতি। “পুচ্ছা” বলতে তিন প্রকার প্রশ্ন—অদৃষ্ট বিষয় ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন, দৃষ্ট বিষয় বিচারমূলক প্রশ্ন, বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। অদৃষ্ট বিষয় ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন কিরূপ? স্বাভাবিকভাবে লক্ষণ অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অতুল্য,

অপরিমিত, দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হলে তা জানার জন্য, দর্শনের জন্য, তুলনার জন্য, পরিমাপের জন্য, বোধগম্যের জন্য ও স্পষ্টকরণের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—ইহাই অদৃষ্ট বিষয় ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন। দৃষ্ট বিষয় বিচারমূলক প্রশ্ন কিরূপ? স্বাভাবিকভাবে লক্ষণ জ্ঞাত, দৃষ্ট, তুলনাকৃত, পরিমিত, বোধগম্য ও স্পষ্ট হলেও অন্য পণ্ডিতের সাথে মিল খোঁজার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—ইহাই দৃষ্ট বিষয় বিচারমূলক প্রশ্ন। বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন কিরূপ? স্বাভাবিকভাবে সংশয় উৎপন্ন হলে, সন্দেহ উৎপন্ন হলে ও সন্দিগ্ধ হলে 'এভাবে নাকি অন্যভাবে, কী হবে, কীরূপ হবে' এরূপে সে বিমতিচ্ছেদনের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—ইহাই বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। এগুলোই তিন প্রকার প্রশ্ন।

আরও তিন প্রকার প্রশ্ন—মনুষ্য প্রশ্ন, অমনুষ্য প্রশ্ন, নির্মিত প্রশ্ন। মনুষ্য প্রশ্ন কিরূপ? মানুষেরা ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে। যেমন : ভিক্ষুগণ প্রশ্ন করেন, ভিক্ষুণীগণ প্রশ্ন করেন, উপাসকগণ প্রশ্ন করেন, উপাসিকাগণ প্রশ্ন করেন, রাজাগণ প্রশ্ন করেন, ক্ষত্রিয়গণ প্রশ্ন করেন, ব্রাহ্মণগণ প্রশ্ন করেন, বৈশ্যগণ প্রশ্ন করেন, শূদ্রগণ প্রশ্ন করেন, গৃহস্থগণ প্রশ্ন করেন, প্রব্রজিতগণ প্রশ্ন করেন—ইহাই মনুষ্য প্রশ্ন। অমনুষ্য প্রশ্ন কিরূপ? অমনুষ্যগণ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে। যেমন : নাগগণ প্রশ্ন করে, সুপর্ণগণ প্রশ্ন করে, যক্ষগণ প্রশ্ন করে, অসুরগণ প্রশ্ন করে, গন্ধর্বগণ প্রশ্ন করে, (চারি দিকপাল) মহারাজগণ প্রশ্ন করে, ইন্দ্রগণ প্রশ্ন করে, ব্রহ্মাগণ প্রশ্ন করে, দেবতাগণ প্রশ্ন করে—ইহাই অমনুষ্য প্রশ্ন। নির্মিত প্রশ্ন কিরূপ? ভগবান মনোময়, সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন ও সতেজ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন রূপ অভিনির্মিত করেন, সেই নির্মিত বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন, ভগবান সেই প্রশ্নের উত্তর দেন—ইহাই নির্মিত প্রশ্ন কীরূপ। এগুলোই তিন প্রকার প্রশ্ন।

অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—আত্মার্থে প্রশ্ন, পরার্থে, উভয়ার্থে প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—দৃষ্টধর্মীমূলক প্রশ্ন, পরলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, পরমার্থ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—নিষ্কলঙ্ক প্রশ্ন, কলুষমুক্ত প্রশ্ন, পরিশুদ্ধপ্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অতীত প্রশ্ন, অনাগত প্রশ্ন, বর্তমান প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অধ্যাত্ম প্রশ্ন, বাহ্যিক প্রশ্ন, অধ্যাত্ম-বাহ্যিক প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—কুশল প্রশ্ন, অকুশল প্রশ্ন, অব্যাকৃত প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—স্কন্ধ প্রশ্ন, ধাতু প্রশ্ন, আয়তন প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—স্মৃতিপ্রস্থান প্রশ্ন, সম্যক প্রধান প্রশ্ন, ঋদ্ধিপাদ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—ইন্দ্রিয় প্রশ্ন, বল প্রশ্ন, বোধ্যঙ্গ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—মার্গ

প্রশ্ন, ফল প্রশ্ন, নির্বাণ প্রশ্ন।

"পুচ্ছামি তং" অর্থে তা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ করছি, প্রার্থনা করছি "আমাকে বলুন"—পুচ্ছামি তং। **আদিচ্চবন্ধূ**তি। সূর্যকে আদিত্য বলা হয়। গোত্রের মাধ্যমে গৌতম সূর্য, গোত্রের দ্বারা ভগবানই গৌতম, ভগবান সূর্যের গোত্রজ্ঞাতি ও গোত্রবন্ধু; তাই বুদ্ধ আদিত্যবন্ধু—পুচ্ছামি তং আদিচ্চ বন্ধু।

ৰিৰেকং সন্তিপদঞ্চ মহেসীতি। 'ৰিৰেকা' বলতে তিন প্রকার বিবেক—কায়বিবেক, চিত্তবিবেক, উপধিবিবেক। কায়বিবেক কী রকম? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্জন শয়নাসনে আনন্দ লাভ করেন। অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, পর্বতের খাদে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, গভীর অরণ্যে, উন্মুক্ত স্থানে, তৃণস্তুপে কায়বিবেক দ্বারা অবস্থান করেন। তিনি একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়িয়ে থাকেন, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়ন করেন, একাকী পিণ্ডচারণের জন্য গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন বা ফিরে আসেন, একাকী নির্জন স্থানে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন, একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, ইর্যাপথে যাপন করেন, নিজেকে পরিচালিত করেন, দিনাতিপাত করেন, জীবনধারণ করেন, জীবন অতিবাহিত করেন। ইহাই কায় বিবেক।

চিত্তবিবেক কী রকম? প্রথম ধ্যানলাভীর চিত্ত পঞ্চ নীবরণ হতে পৃথক হয়, দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর চিত্ত বিতর্ক-বিচার হতে পৃথক হয়, তৃতীয় ধ্যানলাভীর চিত্ত প্রীতি হতে পৃথক হয়, চতুর্থ ধ্যানলাভীর চিত্ত সুখ-দুঃখ হতে পৃথক হয়, আকাশানন্তায়তন সমাপত্তিলাভীর চিত্ত রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা, নানাত্বসংজ্ঞা হতে পৃথক হয়, বিজ্ঞানানন্তায়তন সমাপত্তিলাভীর চিত্ত আকাশানন্তায়তন সংজ্ঞা হতে পৃথক হয়, আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিলাভীর চিত্ত বিজ্ঞানানন্তায়তন সংজ্ঞা হতে পৃথক হয়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তিলাভীর চিত্ত আকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞা হতে পৃথক হয়। স্রোতাপন্নের চিত্ত সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, দৃষ্টি অনুশয়, বিচিকিৎসা অনুশয় এবং তদনুরূপ ক্লেশাদি হতে পৃথক হয়, সকৃদাগামীর চিত্তস্থূল কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন, কামারাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় এবং তদনুরূপ ক্লেশাদি হতে পৃথক হয়, অনাগামীর চিত্ত অনুসহগত (বা অণুমাত্র বিদ্যমান) কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন, কামারাগানুশয়, প্রতিঘানুশয় এবং তদনুরূপ ক্লেশাদি হতে পৃথক হয়, অর্হতের চিত্ত রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, চঞ্চলতা, অবিদ্যা ও মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয়

এবং তদনুরূপ ক্লেশ ও বাহ্যিক সকল প্রকার নিমিত্তগ্রাহী হতে পৃথক হয়। ইহা চিত্তবিবেক।

উপধিবিবেক কী রকম? ক্লেশ, স্কন্ধ ও অভিসংস্কারকে বলা হয় উপধি। অমৃতময় নির্বাণকে বলা হয় উপধিবিবেক। যা সেই সকল সংস্কারের উপশম, সকল আসক্তির পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ—ইহা উপাধিবিবেক। নির্জন বিহারে ও নৈষ্ক্রম্য অনুরাগীদের জন্য কায় বিবেক, পরিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী ও পরম পবিত্রতা প্রাপ্তদের জন্য চিত্ত বিবেক এবং সংস্কারে অনাগত বা সংস্কারহীন ও আসক্তিহীন পুদ্গলদের জন্য উপাধি বিবেক। "সন্তি" বলতে এক প্রকারের শান্তি, সেই শান্তিপদই হলো অমৃতময় নির্বাণ। যা সেই সকল সংস্কারের উপশম, সকল আসক্তির পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। ভগবান কর্তৃক এরূপ বলা হয়েছে, "এটা শান্তিপদ, এটা উত্তমপদ। যথা : সকল সংস্কারের উপশম, সকল আসক্তির পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ।" অথবা অন্য প্রকারে যে ধর্মসমূহ শান্তি অধিগমের, শান্তি প্রাপ্তির ও শান্তি সাক্ষাৎ করার জন্য সংবর্তিত হয়; যেমন : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। একে বলা হয় শান্তিপদ, ত্রাণপদ, মুক্তিপদ, শরণপদ, অভয়পদ, অচ্যুতপদ, অমৃতপদ, নির্বাণপদ।

"মহেসি" বলতে মহাঋষি বা শ্রেষ্ঠ ঋষি। ভগবানই শ্রেষ্ঠ ঋষি। মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহর্ষি। মহা সমাধিস্কন্ধ... মহা প্রজ্ঞাস্কন্ধ... মহা বিমুক্তিস্কন্ধ... মহা বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন-স্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহেসী। মহা অজ্ঞানতার মুক্তি, মহা উন্মত্ততার বিনাশ, মহা তৃষ্ণাশৈল্যের উৎপাটন, মহা মিথ্যাদৃষ্টির জটিলতা মুক্ত, মহা মানধ্বজার ধ্বংস, মহা অভিসংস্কারের উপশম, মহা ওঘের উত্তীর্ণ, মহা সংসার দুঃখভারের নিক্ষেপ, মহা সংসারবর্তের নিবারণ, মহা সন্তাপের নির্বাপণ, মহা মনকষ্টের প্রশমন, মহা ধর্মধ্বজের উত্তোলন সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহেসী। মহা স্মৃতিপ্রস্থান, মহা সম্যক প্রধান, মহা ঋদ্ধিপাদ, মহা ইন্দ্রিয়, মহাবল, মহা বোধ্যঙ্গ, মহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, মহা পরমার্থ এবং অমৃতময় নির্বাণ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহেসী। মহা প্রভাবশালী, মহা সত্ত্বগণের দ্বারা কোথায় বুদ্ধ, কোথায়

ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ এরূপ বলে তিনি অনুসন্ধানকৃত, গবেষণাকৃত, আবিষ্কারকৃত বিধায় মহর্ষি।

কথং দিস্বা নিব্বাতি ভিকখূতি। কিরূপে দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, ধারণা করে, বিবেচনা করে, নিরূপণ করে নিজের রাগ নির্বাপণ করেন? দ্বেষ নির্বাপণ করেন? মোহ নির্বাপণ করেন? ক্রোধ... বিদ্বেষ... কপটতা... ঘৃণা... ঈর্ষা... মাৎসর্য... মায়া... শঠতা... একগুয়েমি... দেমাগ... অহংকার... আত্মশ্লাঘা... মত্ততা... প্রমাদ... সকল ক্লেশ... সর্ব দুশ্চরিত্র... সব উদ্বেগ... সব মনকষ্ট... সব সন্তাপ... সকল অকুশলাভিসংস্কার নির্বাপণ করেন? শান্ত করেন? উপশান্ত করেন? প্রশমিত করেন? উপশমিত করেন?—কথং দিস্বা নিব্বাতি ভিকখু। "ভিক্ষু" (ভিকখু) বলতে কল্যাণপৃথগ্জন ভিক্ষু বা শৈক্ষ্য ভিক্ষু—কথং দিস্বা নিব্বাতি ভিকখু।

অনুপাদিযানো লোকস্মিং কিঞ্চীতি। চার প্রকার উপাদানের দ্বারা অ-ধারণমান, অ-গ্রহণমান, অস্পর্শমান, অনভিনিবেশমান। "লোকে" বলতে অপায়লোকে, মুনষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কান্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। "কিঞ্চি" বলতে রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত কিছু—অনুপাদিযানো লোকস্মিং কিঞ্চি।

তজ্জন্য সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

''পুচ্ছামি তং আদিচ্চবন্ধু, ৰিৰেকং সন্তিপদঞ্চ মহেসি।
কথং দিস্বা নিব্বাতি ভিকখু, অনুপাদিযানো লোকস্মিং কিঞ্চী''তি॥

১৫১. মূলং পপঞ্চসঙ্খায, [ইতি ভগৰা]
মন্তা অস্মীতি সব্বমুপরুন্ধে।
যা কাচি তন্হা অজ্ঝত্তং, তাসং ৰিনযা সদা সতো সিকেখ॥

অনুবাদ : ভগবান বলেছেন, প্রপঞ্চসংজ্ঞার মূল অস্মি বা আমিকে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে। যা কিছু আধ্যাত্ম তৃষ্ণা বিদ্যমান রয়েছে, সেসব তৃষ্ণা সদা স্মৃতিমান হয়ে ধ্বংস করতে শিক্ষা করবে।

১৫১. মূলং পপঞ্চসঙ্খায, [ইতি ভগৰা]
মন্তা অস্মীতি সব্বমুপরুন্ধে।
যা কাচি তন্হা অজ্ঝত্তং, তাসং ৰিনযা সদা সতো সিকেখ॥

অনুবাদ : (ইনি ভগবান) প্রপঞ্চসঙ্খার মূল ও "আমিত্ব" (অস্মি) এ সমস্ত (আমিত্বমূলক বিষয়) জ্ঞান দ্বারা দমন করবে। যেসব তৃষ্ণা অধ্যাত্ম (আভ্যন্তরিক), সেসব তৃষ্ণা সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে বিনাশ করতে শিক্ষা

করবে।

মূলং পপঞ্চসঙ্খায, [ইতি ভগৰা] মন্তা অস্মীতি সব্বমুপরুন্ধেতি। প্রপঞ্চই প্রপঞ্চসঙ্খা। তৃষ্ণা প্রপঞ্চসঙ্খা, দৃষ্টি প্রপঞ্চসঙ্খা। তৃষ্ণা প্রপঞ্চসঙ্খার মূল কী? অবিদ্যামূল, অমনোযোগমূল, আত্মাভিমানমূল, নির্লজ্জতামূল, (পাপে) ভয়হীনতামূল, চঞ্চলতামূল—এটাই দৃষ্টি প্রপঞ্চসঙ্খার মূল।

"ভগবান" (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন। অধিকন্তু, রাগ (আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দোষ (দ্বেষ) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; কণ্টক বা শত্রু (কণ্ডকো) জয় করেছেন বলে ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ, শ্রেণীভাগ করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রজ্ঞা বলে ভগবান; অরণ্য-বনজঙ্গল, নির্জন শয়নাসন, শব্দহীন (স্থান), নিস্তব্ধ (জায়গা), নির্জনতাপূর্ণ স্থান, মনুষ্য হতে নির্জন শয়নের উপযুক্ত স্থান ও নির্জনতানুরূপ স্থান ভজনা বা উপভোগ করেছেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রুগ্ন-প্রত্যয় ভৈষজ্য (ওষুধ), পরিষ্কার (ব্যবহার্য সামগ্রী) ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহার-সমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধসমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি-সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক-প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য (অর্হত্ত্বজ্ঞান, ক্ষীণাসব অবস্থা, বিঘ্নসমূহের প্রত্যাভিজ্ঞা অর্থাৎ বাধাবিঘ্নসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে জানা এবং নির্বাণ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে স্বীকার করণ, দেশনা করণ বা ধর্মপ্রচার করণ), চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়ভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার বুদ্ধধর্ম বা বুদ্ধত্বের অধিকারী বলে ভগবান। এই 'ভগবান' নাম মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সগোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। এই 'ভগবান' নাম বুদ্ধ ভগবানগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে—প্রপঞ্চসঙ্খার মূল

(মূলং পপঞ্চসঙ্খ্যায ইতি ভগবা)।

মন্তা অস্মীতি সব্বমুপরুন্ধেতি। "মন্তা বা জ্ঞান" বলতে প্রজ্ঞাকে বুঝায়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি। "আমিত্ব" (অস্মি) বলতে রূপে "আমিত্ব" বলে মান, "আমিত্ব" বলে ছন্দ, "আমিত্ব" বলে অনুশয়; বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানে "আমিত্ব" বলে মান, "আমিত্ব" বলে ছন্দ ও "আমিত্ব" বলে অনুশয়। প্রপঞ্চসঙ্খ্যার মূল; ইনি ভগবান। **মন্তা অস্মীতি সব্বমুপরুন্ধে**তি। প্রপঞ্চসঙ্খ্যার সমস্ত মূল ও আত্মাভিমান জ্ঞান দ্বারা দমন করা, রোধ করা, নিরোধ করা, উপশম করা, নির্বাপণ করা এবং শান্ত বা নিবারণ করা—ইনি ভগবান; প্রপঞ্চসঙ্খ্যার মূল ও আমিত্ব এ সমস্ত (আমিত্বমূলক বিষয়) জ্ঞান দ্বারা দমন করবে (মূলং পপঞ্চসঙ্খ্যায ইতি ভগৰা, মন্তা অস্মীতি সব্বমুপরুন্ধে)।

যা কাচি তন্হা অজ্ঝত্তন্তি। "যে-সমস্ত" (যা কাচি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—যে-সমস্ত (যা কাচি)। "তৃষ্ণা" (তন্হা) অর্থে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। "অধ্যাত্ম" (অজ্ঝত্তং) বলতে সেই তৃষ্ণা অধ্যাত্ম হতে সমুত্থিত হয়—অধ্যাত্ম। অথবা "আধ্যাত্মিক" বলতে চিত্তকে বুঝায়। যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পাণ্ডুর, মন, মনায়তন, মনেন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ ও তদুদ্ভূত মনোবিজ্ঞানধাতু। চিত্ত দ্বারা সেই তৃষ্ণাসহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত, একোৎপাদ, একনিরোধ, একবস্তুক এবং একালম্বন হয় বলেই অধ্যাত্ম—যেসব তৃষ্ণা অধ্যাত্ম (যা কাচি তন্হা অজ্ঝত্তং)।

তাসং ৰিনযা সদা সতো সিকেখতি। "সর্বদা" (সদা) বলতে সদা, সর্বদা, সর্বকাল, অবিরত, ধ্রুবকাল, সতত, অনুক্ষণ, নিরবিচ্ছিন্নভাবে, অনুক্রমে, জল তরঙ্গের সদৃশ, নিরন্তর, স্থিতিকাল, ঘটিত, বায়ুতে স্পর্শিত, সকাল, বিকাল, প্রথম যাম, মধ্যম যাম, অন্তিম যাম, কৃষ্ণপক্ষে, শুক্লপক্ষে, বর্ষায়, হেমন্তে, প্রথম বয়ঃস্কন্ধে, মধ্যম বয়ঃস্কন্ধে, অন্তিম বয়ঃস্কন্ধে। "স্মৃতিমান" (সতো) বলতে চারটি কারণে (বা বিষয়ে) স্মৃতিমান—কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায়... ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। অপর চারটি কারণে স্মৃতিমান—১) অস্মৃতি পরিবর্জিত হওয়ায় স্মৃতিমান, ২) স্মৃতিকরণীয় ধর্মসমূহ কৃত হওয়ায় স্মৃতিমান, ৩) স্মৃতি-প্রতিপক্ষ ধর্মসমূহ বশীভূত বা হত হওয়ায় স্মৃতিমান এবং ৪) স্মৃতিনিমিত্ত ধর্মসমূহের ভূল না হওয়ায় স্মৃতিমান। অন্য চারটি কারণে স্মৃতিমান—১) স্মৃতিতে সমন্নাগত হওয়ায় স্মৃতিমান, ২) স্মৃতিতে

বশীভূত হওয়ায় স্মৃতিমান, ৩) স্মৃতিতে প্রগুণ বা নিপুণ হওয়ায় স্মৃতিমান এবং ৪) স্মৃতিতে অপ্রত্যারোহণ হওয়ায় স্মৃতিমান। অপর চারটি কারণে স্মৃতিমান—১) সত্ত্বত্ব (অস্তিত্বপ্রাপ্ত) বলে স্মৃতিমান, ২) শান্ততাপ্রাপ্ত বলে স্মৃতিমান, ৩) স্তিরতাপ্রাপ্ত বলে স্মৃতিমান এবং ৪) শান্তধর্মে সমন্নাগত বলে স্মৃতিমান। বুদ্ধানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, ধর্মানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, সংঘানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, শীলানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, ত্যাগানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, দেবতানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, আনাপান স্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, মরণানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, কায়গতস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, উপশমানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান। যা স্মৃতি, অনুস্মুতি, স্মরণ (মনযোগিতা), স্মৃতি স্মরণতা, ধারণতা, নির্ণয়করণতা (অপিলাপনতা), স্মৃতিশীলতা, স্মৃতি, স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, একায়নমার্গ—ইহাকে স্মৃতি বলা হয়। এই স্মৃতিতে উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন (প্রতিপন্ন), সমুপপন্ন ও সমান্নগত হন; তাই স্মৃতিমান বলা হয়।

"শিক্ষা" (সিকেখ) বলতে ত্রিবিধ শিক্ষা—১) অধিশীল শিক্ষা, ২) অধিচিত্ত শিক্ষা এবং ৩) অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। অধিশীল শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সংবৃত বা অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করেন, আচার-গোচর বা সচ্চরিত্র সম্পন্ন হন, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়সমূহে (পাপে) ভয়দর্শী হন এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন। ক্ষুদ্রশীলস্কন্ধ, মহাশীলস্কন্ধ। শীল প্রতিষ্ঠা (রক্ষণ), আদিচরণ, সংযম, সংবর, মুখ্য, প্রমুখ্য ও কুশলধর্মসমূহের অর্জন করা—ইহা অধিশীল শিক্ষা।

অধিচিত্ত শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (পৃথক) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখ বিমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। বিতর্ক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক-সম্প্রসাদী, চিত্তের একাগ্রতাভাব, বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজনিত প্রীতি-সুখবিমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে দৈহিক-সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যাকে "উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী" বলেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য এবং দৌর্মনস্য অস্তমিত করে "নাদুঃখ-নাসুখ" উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন—ইহাই অধিচিত্ত শিক্ষা।

অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, উদয়-অস্তগামী

(জন্ম-মৃত্যুগামী)-প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হন, আর্য-নির্বেধিক (মর্মভেদী) সম্যক দুঃখক্ষয়গামী (প্রতিপদায়) বিমণ্ডিত হন। তিনি (দুঃখকে) "ইহা দুঃখ" বলে যথাভূতভাবে জানেন, (দুঃখ সমুদয়কে) "ইহা দুঃখ সমুদয়" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (দুঃখনিরোধকে) "ইহা দুঃখ নিরোধ" বলে যথাভূতভাবে জানেন, (দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদাকে) "ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে যথার্থরূপে জানেন। (আসবকে) "ইহা আসব" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, (আসব সমুদয়কে) "ইহা আসব সমুদয়" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আসব নিরোধকে) "ইহা আসব নিরোধ" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আসব নিরোধগামী প্রতিপদাকে) "ইহা আসব নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা।

তাসং ৱিনযা সদা সতো সিক্খেতি। সেসব তৃষ্ণা বিনয় (দমন), প্রতিবিনয়, প্রহান, উপশম, পরিত্যাগ ও প্রশান্ত করে অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন, জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, দর্শন করে শিক্ষা করেন, প্রত্যবেক্ষণ করে শিক্ষা করেন, চিত্তকে অধিষ্ঠান বা সংকল্প করে শিক্ষা করেন, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে শিক্ষা করেন, বীর্যকে প্রগ্রহ বা অনুগ্রহ করে শিক্ষা করেন, স্মৃতি উপস্থাপন করে শিক্ষা করেন, চিত্তকে সমাহিত বা কেন্দ্রীভূত করে শিক্ষা করেন, প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অবগত হয়ে শিক্ষা করেন, পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয় শিক্ষা করেন, প্রহাতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে শিক্ষা করেন, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবিত করে শিক্ষা করেন, সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচরণ করেন, গ্রহণ করেন, পালন বা শিক্ষা করেন—তাসং ৱিনযা সদা সতো সিক্খে।

''মূলং পপঞ্চসঙ্খায, [ইতি ভগৰা]
মন্তা অস্মীতি সব্বমুপরুন্ধে।
যা কাচি তন্হা অজ্ঝত্তং, তাসং ৱিনযা সদা সতো সিক্খে''তি॥

১৫২. যং কিঞ্চি ধম্মমভিজঞ্ঞা, অজ্ঝত্তং অথ ৱাপি বহিদ্ধা।
ন তেন থামং কুব্বেথ, ন হি সা নিব্বুতি সতং ৱুত্তা॥

অনুবাদ : ভিতর অথবা বাইরের সকল প্রকার ধর্ম জ্ঞাত হবে। তদ্ধেতু গর্বিত হবে না বা গর্ব করবে না, কারণ পণ্ডিতগণ তাকে শান্ত বলেন ন।

যং কিঞ্চি ধম্মমভিজঞ্ঞা অজ্ঝত্তন্তি। কুশলধর্মে বা অব্যাকৃতধর্মে যা কিছু

নিজের গুণ জানেন। নিজের গুণ কিরূপ? আমি উচ্চকুল হতে প্রব্রজিত, আমি মহাকুল হতে প্রব্রজিত, আমি মহাভোগকুল হতে প্রব্রজিত, আমি বিপুল ভোগ-ঐশ্বর্যকুল হতে প্রব্রজিত। আমি সগৃহস্থ প্রব্রজিতদের মধ্যে (সবচেয়ে) অভিজ্ঞ, যশস্বী। আমি চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-রুগ্নপ্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারলাভী। আমি সূত্রান্তিক (সূত্রধর), আমি বিনয়ধর, আমি ধর্মকথিক। আমি আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক, ত্রিচীবরিক, সপদানচারিক, খলুপশ্চাৎভক্তিক, নৈসজ্জিক ও যথাসন্তুষ্টিক ধুতাঙ্গধারী। আমি প্রথম ধ্যানলাভী, আমি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী, আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী, আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী, আমি আকাশায়তন-সমাপত্তিলাভী, আমি বিজ্ঞানায়তন-সমাপত্তিলাভী, আমি আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তিলাভী এবং আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিলাভী—এগুলোকে বলা হয় নিজের গুণ। নিজের গুণ সম্বন্ধে যা কিছু জানেন, জ্ঞাত হন, বিশেষভাবে জানেন, উপলব্ধি করেন এবং প্রতিবিদ্ধ করেন—যা কিছু অধ্যাত্ম-ধর্ম অভিজ্ঞাত হন (যং কিঞ্চি ধম্মমভিজঞঞা অজ্ঝত্তং)। **অথ ৰাপি বহিদ্ধা**তি। সেসব গুণ উপাধ্যায় বা আচার্যের হতে পারে—অথবা বাহ্যিক (অথ ৰাপি বহিদ্ধা)।

নতেন থামং কুব্বেথাতি। নিজের গুণ বা পরের গুণ দ্বারা গর্ব করেন না, গৌরব বোধ করেন না, অহংকার করেন না, গর্ববোধ করেন না, অভিমান করেন না; তদ্দ্বারা মান উৎপন্ন করেন না, স্বার্থপর (থদ্ধো) হন না, আত্মসর্বস্ব হন না, একগুঁয়ে (পগ্গহিতসিরো) হন না। এ অর্থে তদ্দ্বারা গর্ব করেন না (ন তেন থামং কুব্বেথ)।

ন হি সা নিব্বুতি সতং ৰুত্তাতি। স্মৃতিমানদের, শান্তদের, সৎপুরুষদের বুদ্ধগণের, বুদ্ধশ্রাবকগণের ও প্রত্যক বুদ্ধগণের সেটি নিবৃত্তি বলে বলা হয়নি, উক্ত হয়নি, প্রচারিত হয়নি, ঘোষিত হয়নি, দেশিত হয়নি, প্রজ্ঞাপিত হয়নি, স্থাপিত হয়নি, বিবৃত হয়নি, ব্যাখ্যাত হয়নি, সুব্যাখ্যাত হয়নি এবং প্রকাশিত হয়নি—সেই নিবৃত্তিকে সৎ বলেননি (ন হি সা নিব্বুতি সতং ৰুত্তা)।

তদ্ধেতু ভগবান বলেছেন :

“যং কিঞ্চি ধম্মমভিজঞঞা, অজ্ঝত্তং অথ ৰাপি বহিদ্ধা।
ন তেন থামং কুব্বেথ, ন হি সা নিব্বুতি সতং ৰুত্তা”তি॥

১৫৩. সেয্যো ন তেন মঞেঞয্য, নীচেয্যো অথ ৰাপি সরিকেখা।
ফুট্ঠো অনেকরূপেহি, নাতুমানং ৰিকপ্পযং তিট্ঠে॥

অনুবাদ : তদ্ধেতু নিজেকে শ্রেষ্ঠ, হীন অথবা সমান মনে করো না। বহু

প্রকারে স্পর্শিত হয়ে নিজে কম্পিত হয়ে স্থিত হবে না।

সেয্যো ন তেন মঞ্ঞেথ্যাতি। "আমি শ্রেয়" এরূপে জাতি, গোত্র, কুলপুত্র, বর্ণ-সৌন্দর্য, ধন, অধ্যয়ন, কর্মায়তন, শিল্পায়তন, বিদ্যাস্থান, শ্রুত বিষয়, প্রতিভাণ বা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা অতিমান উৎপন্ন করেন না—তদ্দ্বারা শ্রেয় মনে করবে না (সেয্যো ন তেন মঞ্ঞেথ্য)।

নীচেয্যো অথ ৰাপি সরিক্খোতি। "আমি হীন" এরূপে জাতি, গোত্র... বা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা অপমান (ওমান) উৎপন্ন করেন ন। "আমি সদৃশ" এরূপে জাতি, গোত্র, কুলপুত্র, বর্ণ-সৌন্দর্য, ধন, অধ্যয়ন, কর্মায়তন, শিল্পায়তন, বিদ্যাস্থান, শ্রুত বিষয়, প্রতিভাণ বা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা অপমান উৎপন্ন করেন না। এ অর্থে হীন অথবা অপর সদৃশ (নীচেয্যো অথ ৰাপি সরিক্খো)।

ফুট্ঠো অনেকরূপেহীতি। অনেক প্রকারে স্পৃষ্ট হলেও সমাহিতে সমন্নাগত হন। এ অর্থে বহু প্রকারে স্পর্শিত হলেও (ফুট্ঠো অনেকরূপেহি)।

নাতুমানং ৰিকপ্পযং তিট্ঠেতি। "আত্মা" (অতুমা) বলতে আত্ম বা নিজকে বুঝায়। আত্মাকে চিন্তা করে, ধারণা করে, নির্ভর করে স্থিত হন না—আত্মাকে মনন করে স্থিত হন না (নাতুমানং ৰিকপ্পযং তিট্ঠে)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''সেয্যো ন তেন মঞ্ঞেথ্য, নীচেয্যো অথ ৰাপি সরিক্খো।
> ফুট্ঠো অনেকরূপেহি, নাতুমানং ৰিকপ্পযং তিট্ঠে''তি॥

১৫৪. অজ্ঝত্তমেৰুপসমে, ন অঞ্ঞতো ভিক্খু সন্তিমেসেয্য।
অজ্ঝত্তং উপসন্তস্স, নত্থি অত্তা কুতো নিরত্তা ৰা॥

অনুবাদ : ভিক্ষু অধ্যাত্ম বিষয় উপশম করে অন্য কোথাও বা কোনোটি দ্বারা শান্তি অন্বেষণ করেন না। অধ্যাত্ম বিষয় উপসমকারী ভিক্ষুর আত্মা নেই নিরাত্মা কোথায়?

অজ্ঝত্তমেৰুপসমেতি। অধ্যাত্ম রাগ শান্ত করেন, দ্বেষ শান্ত করেন, মোহ শান্ত করেন, ক্রোধ... উপনাহ (বিদ্বেষ)... কপটতা... আক্রোশ... ঈর্ষা... মাৎসর্য... মায়া... শঠতা... স্বার্থপরতা... প্রচণ্ডতা (উগ্র অবস্থা)... মান... অতিমান... মত্ততা (মাতলামি)... প্রমাদ... সকল ক্লেশ... সর্ব দুশ্চরিত বিষয়... সব দুশ্চিন্তা... সব পরিলাহ (দহন বা প্রদাহ)... সর্ব সন্তাপ... এবং সকল অকুসলাভিসংস্কার শান্ত করেন, উপশান্ত করেন, উপসম করেন, নির্বাপণ করেন, প্রশমিত করেন। এ অর্থে অধ্যাত্ম বিষয় উপশম করেন

(অজ্ঝত্তমেৰুপসমে)।

ন অঞঞতো ভিকখু সন্তিমেসেয্যাতি। অন্য কোনো অশুদ্ধিমার্গ দ্বারা, মিথ্যা-প্রতিপদা দ্বারা, পাপজনক প্রতিপদা দ্বারা (অনিয্যানপতেন) এবং (চারি) স্মৃতিপ্রস্থানের বাইরে অন্যত্র, (চারি) সম্যক প্রধানের বাইরে অন্যত্র, (চারি) ঋদ্ধিপাদের বাইরে অন্যত্র, (পঞ্চ) ইন্দ্রিয়ের বাইরে অন্যত্র, (পঞ্চ) বলের বাইরে অন্যত্র, (সপ্ত) বোধ্যঙ্গের বাইরে অন্যত্র ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের বাইরে অন্যত্র শান্তি, উপশান্তি, প্রশান্তি, নিবৃত্তি, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি অন্বেষণ করেন না, গবেষণা করেন না, অনুসন্ধান করেন না। এ অর্থে অন্য কোথাও শান্তি অন্বেষণ করেন না (ন অঞঞতো ভিকখু সন্তিমেসেয্য)।

অজ্ঝত্তং উপসন্তস্সাতি। অধ্যাত্ম রাগ শান্তকারীর, দ্বেষ শান্তকারীর, মোহ শান্তকারীর... সকল অকুসলাভিসংস্কার শান্তকারীর, উপশান্তকারীর, উপশমকারীর, নিবৃত্তকারীর, প্রতিপ্রশ্রদ্ধিকারীর (বা প্রশান্তকারীর)—অধ্যাত্ম বিষয় উপশমকারীর (অজ্ঝত্তং উপসন্তস্স)।

নত্থি অত্তা কুতো নিরত্তা ৰাতি। "নেই" (নত্থি) বলতে প্রতিক্ষেপ। "আত্ম" (অত্তা) অর্থে আত্মদৃষ্টি না থাকা। "নিরাত্মা" (নিরত্তা) বলতে উচ্ছেদদৃষ্টি না থাকা। "আত্মা" বলে গৃহীত না হওয়া, "নিরাত্মা" বলে মুক্তি বা ত্যাগযোগ্য না হওয়া। যার (দৃষ্টি) গৃহীত হয়, তার (দৃষ্টি) ত্যাগ করা কর্তব্য। সেই গৃহীত (দৃষ্টি) ধারণ ও মোচন (বা ত্যাগ) সমতিক্রম করে অর্হৎগণ বৃদ্ধি এবং পরিহানি বিজিত হন। তিনি উত্থিত আবাস, মার্জিত স্বভাবী (চিণ্ণচরণো) ... জন্ম-মৃত্যু-সংসার (বিজিত) এবং তাঁর আর পুনর্জন্ম নেই। এ অর্থে আত্মা নেই নিরাত্মা কোথায়? (নত্থি অত্তা কুতো নিরত্তা ৰা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> "অজ্ঝত্তমেৰুপসমে, ন অঞঞতো ভিকখু সন্তিমেসেয্য।
> অজ্ঝত্তং উপসন্তস্স, নত্থি অত্তা কুতো নিরত্তা ৰা"তি॥

১৫৫. মজ্ঝে যথা সমুদ্দস্স, উমি নো জাযতী ঠিতো হোতি।
এৰং ঠিতো অনেজস্স, উস্সদং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চি॥

অনুবাদ : সমুদ্রের মধ্যস্থলে যেমন ঢেউ উৎপন্ন হয় না, স্থির থাকে; ঠিক এরূপেই স্থির, তৃষ্ণাবিমুক্ত ভিক্ষু কোথাও কোনো কিছু উদ্‌গত (উস্সদং) করেন না।

মজ্ঝে যথা সমুদ্দস্স, উমি নো জাযতী ঠিতো হোতীতি। সমুদ্র চুরাশি হাজার যোজন উচ্চতায় গভীর। নিচের চল্লিশ হাজার যোজন জল মৎস্য-কচ্ছপের

দ্বারা কম্পিত হয়। উপরের চল্লিশ হাজার যোজন জল বাতাসের দ্বারা কম্পিত হয়। মধ্যবর্তী চারি হাজার যোজন জল কম্পিত হয় না, বিকম্পিত হয় না, বিচলিত হয় না, আলোড়িত হয় না, আন্দোলিত হয় না, প্রকম্পিত হয় না। অকম্পিত, অনান্দোলিত, অবিচলিত, অনালোড়িত, অঘূর্ণায়মান ও শান্ত বা স্থির বিধায় তথায় ঢেউ উৎপন্ন হয় না, সমুদ্র অচল থাকে। এরূপেই সমুদ্রের মধ্যস্থলে কোনো প্রকার ঢেউ উৎপন্ন হয় না, সর্বদা স্থির থাকে।

অথবা সাতটি পর্বতের মধ্যবর্তীস্থানে সত্তসীদন্তরা নামে মহাসমুদ্র আছে। তথায় জল কম্পিত হয় না, বিকম্পিত হয় না, বিচলিত হয় না, আলোড়িত হয় না, আন্দোলিত হয় না, প্রকম্পিত হয় না। অকম্পিত, অনান্দোলিত, অবিচলিত, অনালোড়িত, অঘূর্ণায়মান ও শান্ত বা স্থির বিধায় তথায় ঢেউ উৎপন্ন হয় না, সমুদ্র অচল থাকে। এরূপেই সমুদ্রের মধ্যস্থলে কোনো প্রকার ঢেউ উৎপন্ন হয় না, সর্বদা স্থির থাকে।

এৰং ঠিতো অনেজস্সাতি। "এরূপে" (এৰং) বলতে উপমা প্রতিপাদন বা উপস্থাপন (ওপম্মসম্পটিপাদনং)। "স্থির" (ঠিতো) অর্থে লাভে কম্পিত হন না, অলাভে কম্পিত হন না, যশে কম্পিত হন না, অযশে কম্পিত হন না, প্রশংসায় কম্পিত হন না, নিন্দায় কম্পিত হন না, সুখে কম্পিত হন না, দুঃখে কম্পিত হন না, বিকম্পিত হন না, বিচলিত হন না, আলোড়িত হন না, আন্দোলিত হন না, প্রকম্পিত হন না—এরূপে স্থির হন (এৰং ঠিতো)। **অনেজস্সা**তি। 'আসক্তি' (এজা) তৃষ্ণাকে বুঝায়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর এই আসক্তি, তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে তৃষ্ণাবিমুক্ত বলে। আসক্তির প্রহীন হয়েছে বিধায় তৃষ্ণাবিমুক্ত। তিনি লাভে বিচলিত হন না, অলাভে বিচলিত হন না, যশে বিচলিত হন না, অযশে বিচলিত হন না, প্রশংসায় বিচলিত হন না, নিন্দায় বিচলিত হন না, সুখে বিচলিত হন না এবং দুঃখেও বিচলিত হন না, আলোড়িত হন না, কম্পিত হন না, প্রকম্পিত হন না, সম্প্রকম্পিত হন না—এরূপে স্থির, তৃষ্ণাবিমুক্ত (এৰং ঠিতো অনেজস্স)।

উস্সদং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চীতি। "উদ্গত" (উস্সদং) বলতে সাত প্রকার উদ্গত—১) রাগ (আসক্তি)-উদ্গত, ২) দ্বেষ-উদ্গত, ৩) মোহ-উদ্গত, ৪) মান-উদ্গত, ৫) দৃষ্টি-উদ্গত, ৬) ক্লেশ-উদ্গত এবং ৭) কর্ম-উদ্গত করেন না, জন্ম দেন না, উৎপন্ন করেন না, উৎপাদন করেন না, পুনরুৎপাদন করেন না। "কোথাও" (কুহিঞ্চি) অর্থে আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক বা

আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক কোথাও, কোনোরূপ, কোনো স্থানে। এরূপে ভিক্ষু কোথাও কোনো কিছু উদ্গাত করেন না (উস্সদং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"মজ্ঝে যথা সমুদ্দস্স, ঊমি নো জাযতী ঠিতো হোতি।
এৰং ঠিতো অনেজস্স, উস্সদং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চী"তি॥

১৫৬. অকিত্তযী ৰিৰটচকখু, সকিখধম্মং পরিস্সযৰিনযং।
পটিপদং ৰদেহি ভদ্দন্তে, পাতিমোকখং অথ ৰাপি সমাধিং॥

অনুবাদ : উন্মীলিত চক্ষুষ্মান সব প্রত্যক্ষ ভয়নাশী ধর্মের কীর্তন করলেন। হে ভদন্ত, এখন প্রাতিমোক্ষ বা সমাধিমার্গ সম্পর্কে বলুন।

অকিত্তযী ৰিৰটচকখূতি। "প্রশংসিত" (অকিত্তযি) বলতে কীর্তিত, বর্ণিত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, স্থাপিত, উন্মুক্ত, ব্যাখ্যাত, সুস্পষ্টভাবে কথিত, প্রকাশিত—(অকিত্তযি)। "উন্মুক্তচক্ষু" (ৰিৰটচকখু) বলতে ভগবান পাঁচ প্রকার চক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু—মাংসচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু, দিব্যচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু, বুদ্ধচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু এবং সমন্তচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু।

ভগবান কীভাবে মাংসচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু? ভগবানের মাংসচক্ষুতে পঞ্চবর্ণ বিদ্যমান—নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ, শ্বেত। যেখানে ভগবানের চক্ষুলোমসমূহ স্থিত সেই চক্ষুলোমসমূহ নীল, সুনীল, মনোরম, দর্শনীয় এবং উমাপুষ্প (অতসী ফুল) সদৃশ। তারপরে পীত, সুপীত, সুবর্ণবর্ণ, মনোরম, দর্শনীয়, কর্ণিকার-পুষ্প বা পদ্ম পাপড়ির অগ্রভাগের ন্যায়। ভগবানের উভয় চক্ষুকোঠর লোহিত, সুলোহিত, লাবণ্যময়, দর্শনীয়, ইন্দ্রগোপের (একজাতীয় লালপোকা) ন্যায়। চক্ষুর মধ্যস্থান কৃষ্ণ, সুকৃষ্ণ, মসৃণ, স্নিগ্ধ, মনোরম, দর্শনীয়, পিচ্ছিল-অরিষ্টক মণিসদৃশ (অদ্দারিট্ঠকসমানং)। তারপরে শুভ্র, উজ্জ্বল-শুভ্র, শ্বেত, সাদা, লাবণ্যময়, দর্শনীয়, শুকতারাসদৃশ। সেই প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধ মাংসচক্ষু দ্বারা, আত্মভাবপ্রতিপন্নের দ্বারা এবং পূর্বসুচরিত কর্মপ্রভাব দ্বারা চতুর্দিকে দিন-রাত্রি যোজন পরিমাণ দর্শন করেন। যখন চতুরঙ্গ সমন্বিত অন্ধকার হয়। যেমন : চতুরঙ্গসমন্নাগত হয়ে অন্ধকার হয়, সূর্য অস্তগমন হয়, কৃষ্ণপক্ষের উপোসথ হয়, গভীর জঙ্গল এবং মহাকালমেঘ আকাশে উত্থিত হয়। এরূপ চতুরঙ্গ-সমন্বিত অন্ধকারেও ভগবান চতুর্দিকে যোজন পর্যন্ত দেখেন। দেয়াল, দরজা, প্রাকার, পর্বত, ঝোপ, লতা বা আবরিত রূপসমূহ দেখার জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি হতে পারে না। যদি

কোনো একটি তিলফল তিলবাহী শকটে ফেলে দেয়া হয়; (ভগবান) সেই তিলফল উদ্ধার করতে পারেন। ভগবানের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক মাংসচক্ষু এরূপই পরিশুদ্ধ। এভাবেই ভগবান মাংসচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু।

কীভাবে ভগবান দিব্যচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু? ভগবান মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন, প্রণীত, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুগত এবং দুর্গতে চ্যুতমান ও উৎপন্নমান সত্ত্বগণকে দর্শন করেন; যথাকর্মে উপনীত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"এই সত্ত্বগণ কায়-দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, বাক-দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, মনোদুশ্চরিত্রসম্পন্ন, আর্যনিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিক, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী; তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে। এই সত্ত্বগণ কায়-সুচরিত্রসম্পন্ন, বাক-সুচরিত্রসম্পন্ন, মনোসুচরিত্রসম্পন্ন, আর্য-অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী; তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে।" এরূপে মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন, প্রণীত, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুগত এবং দুর্গতে চ্যুতমান ও উৎপন্নমান সত্ত্বগণকে দর্শন করেন; যথাকর্মে উপনীত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ভগবান ইচ্ছানুসারে এক লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, দুই লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, তিন লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, চারি লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, পাঁচ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, দশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, বিশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, ত্রিশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, চল্লিশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, পঞ্চাশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, শত লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, ক্ষুদ্রতর সহস্র লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, দুই সহস্র মধ্যম লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, তিন সহস্র লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, মহাসহস্র লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর দর্শন করতে পারেন। ভগবানের দিব্যচক্ষু এরূপ পরিশুদ্ধ। এভাবেই ভগবান মাংসচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু।

কীভাবে ভগবান প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু? ভগবান মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, পৃথুপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, হাসপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, জবনপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, নির্বেধিক-প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাপ্রভেদে অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রজ্ঞানী, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, চারি বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, দশবলধারী, পুরুষার্ষভ (নরশ্রেষ্ঠ), পুরুষসিংহ (পুরুষোত্তম), পুরুষনাগ (নরোত্তম), মানবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, পবিত্রপুরুষ, অনন্তজ্ঞানী, অনন্ততেজী, অনন্তযশস্বী, আঢ্য, মহাধনী, ধনশালী, নেতা, বিনেতা, অনুনেতা, প্রজ্ঞাদাতা, আশ্রয়দাতা, দৃষ্টিদাতা, প্রসাদদাতা। সেই

ভগবান অনুৎপন্নমার্গের উৎপাদনকারী (আবিষ্কারক), অজ্ঞাতমার্গের সন্ধানদাতা, অপ্রচারিত মার্গের প্রবক্তা, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদূ, মার্গকোবিদ ও মার্গানুগামী; পরে শ্রাবকগণ এসবে সমন্নাগত হয়ে অবস্থান করেন।

সেই ভগবান জানার বিষয়কে জানেন, দেখার বিষয়কে দেখেন। তথাগত চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত, বক্তা, প্রবক্তা, মঙ্গল আনয়নকারী, অমৃতদাতা এবং ধর্মস্বামী। ভগবানের প্রজ্ঞার দ্বারা অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পর্শিত বিষয় কিছুই নেই। অতীত, অনাগত, বর্তমানসহ সবধর্ম সর্বাকারে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানমুখে উপস্থিত হয়। আত্মার্থ, পরার্থ, আত্ম-পর উভয়ার্থ, ইহলোক-অর্থ, পরলোক-অর্থ, উত্তান বা অগভীর-অর্থ, গভীর-অর্থ, গূঢ়-অর্থ, প্রতিচ্ছন্ন-অর্থ, জ্ঞাতব্য-অর্থ, নিরূপিত-অর্থ, অনবদ্য-অর্থ, ক্লেশহীন-অর্থ, নির্মল-অর্থ, পরমার্থ-অর্থ যা কিছু জানার আছে ভগবান সবই জানেন; সেসব বিষয় বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে আবর্তিত হয়।

ভগবান বুদ্ধের সকল কায়কর্মের কোনো পরিবর্তন নেই, সকল বাক্‌কর্মের... সকল মনোকর্মের... অতীতের ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান অপ্রতিহত ছিল, অনাগতে অপ্রতিহত থাকবে, বর্তমানে অপ্রতিহত আছে। যতটুকু জ্ঞাত হওয়া উচিত, ততটুকু জ্ঞান; যতটুকু জ্ঞান, ততটুকু জ্ঞাত হওয়া উচিত। জ্ঞাতব্য পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য; জ্ঞাতব্য বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞানকে অতিক্রম করে জ্ঞাতব্যপথও থাকে না। সেই ধর্মসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। যেমন দুটি ঝুড়ি ভালোভাবে স্পর্শিত হলে (বা যোজিত হলে) নিচের ঝুড়িটি উপরের ঝুড়িকে ছাড়িয়ে যায় না, আবার উপরের ঝুড়িটি নিচের ঝুড়িকে ছাড়িয়ে যায় না; পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে স্থিত থাকে। ঠিক তেমনিভাবে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞাতব্য বিষয় এবং জ্ঞান পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে স্থিত। যতটুকু জ্ঞাতব্য, ততটুকু জ্ঞান; যতটুকু জ্ঞান, ততটুকু জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞানকে অতিক্রম করে জ্ঞাতব্যপথও থাকে না। সেই ধর্মসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সকল ধর্মে প্রবর্তিত হয়। ভগবান বুদ্ধের সকল ধর্ম আবর্তন প্রতিবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা প্রতিবদ্ধ, মনোযোগ প্রতিবদ্ধ, চিত্ত উদয় প্রতিবদ্ধ। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সকল সত্ত্বে প্রবর্তিত হয়। ভগবান সকল সত্ত্বের আসব সম্বন্ধে জানেন, অনুশয় সম্বন্ধে জানেন, চরিত্র সম্বন্ধে জানেন, অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানেন। ভবাভবে সত্ত্বগণের অল্প রজম্রক্ষিত সম্বন্ধে ও মহারজম্রক্ষিত সম্বন্ধে, তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ও মৃদু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে, সুন্দর

আকার সম্বন্ধে ও দুরাকার সম্বন্ধে, সুবিজ্ঞেয় সম্বন্ধে ও দুর্বিজ্ঞেয় সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানেন। দেবলোক সহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও প্রজা, দেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়।

কিছু কিছু মৎস্য-কচ্ছপ যেমন তিমি, তিমিঙ্গল (তিমি জাতীয় এক প্রকার প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য) হতে তলগামী হয়ে মহাসমুদ্রে বিচরণ করে, ঠিক তেমনিভাবে দেবলোক সহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা, প্রজা ও দেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়। কিছু কিছু পক্ষী যেমন গরুড়পক্ষী হতে নিম্নগামী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে যারা প্রজ্ঞায় সারীপুত্র অনুরূপ, তাঁরাও বুদ্ধজ্ঞানের প্রদেশে প্রবর্তিত হন। বুদ্ধজ্ঞান দেব-মনুষ্যের জ্ঞান ভেদ ও অতিক্রম করে স্থিত থাকে। যারা ক্ষত্রিয়পণ্ডিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গৃহপতিপণ্ডিত, শ্রমণপণ্ডিত, নিপুণ, শাস্ত্রবিদ, কেশাগ্রবিদ্ধকারী ধনুর্ধর সদৃশ (ৰালৰেধিরূপা) ও স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিগত বিষয়সমূহেও চুলছেরা আলোচনাকারী; তারা স্বীয় মিথ্যাধারণাজাত প্রশ্নে সুসজ্জিত হয়ে তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে গূঢ় ও প্রতিচ্ছন্ন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আর এভাবে তারা ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত, দৃঢ়ভাবে সমর্থিত প্রশ্নসমূহ সংগ্রহকারী হয়। ফলশ্রুতিতে তারা ক্রীতদাসের ন্যায় ভগবানের অনুগামী হয়। অতঃপর ভগবান তা দেদীপ্যমান করে প্রজ্ঞাপ্ত করেন। এভাবে ভগবান প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু।

কিভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু? ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনকালে সত্ত্বগণকে দেখতে পান—কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউ মহারজম্রক্ষিত; কেউ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন; কেউ সুন্দর আকার সম্পন্ন, কেউ কদাকার; কেউ সুবিজ্ঞেয়, কেউ দুর্বিজ্ঞেয় এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী, কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী নয়। যেমন উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক গাছের কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জলে আশ্রিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে জলে মগ্ন থাকে; কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জলপ্রাপ্ত বা জল বরাবর স্থিত থাকে; আর কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জল হতে ঊর্ধ্বে উঠে জল অপ্রলিপ্ত অবস্থায় থাকে। ঠিক একইভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনকালে সত্ত্বগণকে দেখতে পান—কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউ মহারজম্রক্ষিত; কেউ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদু ইন্দ্রিয় সম্পন্ন; কেউ সুন্দর আকার সম্পন্ন,

কেউ কদাকার; কেউ সুবিজ্ঞেয়, কেউ দুর্বিজ্ঞেয় এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী, কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী নয়। ভগবান এরূপে বলেন—"এই পুদ্গল রাগচরিত, এই পুদ্গল দ্বেষচরিত, এই পুদ্গল মোহচরিত, এই পুদ্গল বিতর্কচরিত, এই পুদ্গল শ্রদ্ধাচরিত, এই পুদ্গল জ্ঞানচরিত।" ভগবান রাগচরিত পুদ্গালের জন্য অশুভ ভাবনার কথা বলেছেন; দ্বেষচরিত পুদ্গালের জন্য মৈত্রীভাবনার কথা বলেছেন; মোহচরিত পুদ্গালের জন্য আবৃতি-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ, যথাসময়ে ধর্মালোচনা এবং গুরুর সাথে একত্রে বাস করতে বলেছেন; বিতর্কচরিত পুদ্গালের জন্য আনাপানস্মৃতি ভাবনা বর্ণনা করেছেন; শ্রদ্ধাচরিত পুদ্গালের জন্য প্রসাদনীয় নিমিত্ত (অর্থাৎ শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে এমন বিষয়) যেমন বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান, ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সংঘের শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় বর্ণনা করেছেন; প্রজ্ঞা বা জ্ঞানচরিত পুদ্গালের জন্য স্বীয় বিদর্শন নিমিত্ত অনিত্যাবস্থা, দুঃখাবস্থা, অনাত্মাবস্থা বর্ণনা করেছেন।

"সেলে যথা পব্বতমুদ্ধনিট্ঠিতো, যথাপি পস্সে জনতং সমন্ততো।
তথূপমং ধম্মমযং সুমেধ, পাসাদমারুযহ সমন্তচকখু।
সোকাৰতিণ্ণং জনতমপেতসোকো, অৰেকখস্সু জাতিজরাভিভূত"ন্তি॥

অনুবাদ : গিরি বা পর্বতের চূড়ায় স্থিতজন যেমন চারিদিকের লোকজনসহ সমস্ত কিছু দেখতে পায়, তদ্রুপ ধর্মময় প্রসাদে আরোহিত সুমেধ (বুদ্ধ) সমন্তচক্ষু। তিনি শোকগ্রস্ত, শোকে অবতীর্ণ, জন্ম-জরায় অভিভূত জনতাকে দেখতে পান।

এভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু।

কিরূপে ভগবান সমন্তচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু? সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানকে সমন্তচক্ষু বলা হয়। ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারা অলংকৃত, গুণান্বিত, উপগত, সমুপগত, প্রতিপন্ন, সুপ্রতিপন্ন ও সমন্নাগত।

"ন তস্স অদিট্ঠমিধত্থি কিঞ্চি, অথো অৰিঞ্ঞাতমজানিতব্বং।
সব্বং অভিঞ্ঞাসি যদত্থি নেয্যং, তথাগতো তেন সমন্তচকখূ"তি॥

অনুবাদ : এ জগতে তাঁর অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত এবং অজানার বিষয় কিছুই নেই, যা জ্ঞাত হবার রয়েছে, তিনি সবই জ্ঞাত হয়েছেন। তজ্জন্য তথাগতকে সমন্তচক্ষু বলা হয়। এভাবে ভগবান সমন্তচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু।

সকিখধম্মং পরিস্সযৰিনযন্তি। "সকিখধম্মং" বলতে জনশ্রুতিতে নয়, এই অনুমানে নয়, পরম্পরায় নয়, গ্রন্থের প্রথানুসারে (পিটকসম্পদায) নয়,

তর্কহেতু নয়, নিয়ম বা ফলহেতুতে নয়, আকার প্রতিফলন দ্বারা নয় (ন আকারপরিৰিতক্কেন), এবং মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছা দ্বারা স্বয়ং ধর্ম অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষ হয় না—প্রত্যক্ষদর্শীধর্ম (সকিখধম্মং)।

পরিস্সযৰিনযন্তি। দুঃখকর বিষয় দুই প্রকার—প্রকাশিত দুঃখকর বিষয়, প্রতিচ্ছন্ন দুঃখকর বিষয়। প্রকাশিত দুঃখকর বিষয় কিরূপ? সিংহ, ব্যঘ্র, সীতাবাঘ, ভল্লুক, হায়েনা, নেগ্রেবাঘ, মহিষ, হস্তি, সর্প, বৃশ্চিক, শতপদী, চোর, ক্রন্দনরত মানুষ, কৃতকর্মা, অকৃতকর্মা এবং চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, কাশিরোগ, শ্বাসরোগ, দাহরোগ, জ্বর, কুক্ষিরোগ, মূর্ছা, রক্তামাশয়, শূলরোগ, কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গণ্ড (পোড়া), খোঁচপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ (অপমারো), দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, রখস (নখের একপ্রকার রোগ), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ), অর্শ্বরোগ, গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্তসমুত্থানজনিতরোগ, শ্লেষ্মাসমুত্থানজনিত রোগ, বায়ুসমুত্থানজনিত রোগ, সন্নিপাতিকরোগ, ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ, বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত) রোগ, খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন), কর্মবিপাকজনিত রোগ এবং শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মুত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির সংস্পর্শ—এগুলোকে বলা হয় প্রকাশিত দুঃখকর।

প্রতিচ্ছন্ন দুঃখকর বিষয় কিরূপ? কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, তদ্রালস্য নীবরণ, চঞ্চলতা-অনুশোচনা নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ভণ্ডামি, আক্রোশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, একগুঁয়েমি, কলহ, মান, অতিমান, গর্ব, প্রমাদ এবং সকল ক্লেশ, সকল দুশ্চরিত, সকল দুশ্চিন্তা, সকল উত্তেজনা, সকল অন্তর্দাহ ও সকল অকুশল অভিসংস্কার এগুলোকে বলা হয় অপ্রকাশিত দুঃখকর।

দুঃখ বলা হয়, কোন অর্থে দুঃখ? বশীভূত করে বলে দুঃখ, পরিহানীতে চালিত করে বলে দুঃখ, সেই শরীরে আশ্রয় করে বলে দুঃখ। কিরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়? সেই পুরুষকে সেই দুঃখকর বিষয়সমূহে পরাভূত করে, বশীভূত করে, পরাজিত করে, আবৃত করে, অভিভূত করে, মর্দন করে—এরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়। কিরূপে পরিহানীতে চালিত করে? কুশলধর্মসমূহে অন্তরায় করে পরিহানীতে চালিত করে দুঃখ দেয়। কুশলধর্মসমূহ কিরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ

প্রতিপদা, ধারণ অনুরূপ প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা এবং শীলসমূহে পরিপূর্ণতায়, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমতায়, ভোজনে মাত্রায় ও জাগ্রত অবস্থায়, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অবস্থায়, চারি স্মৃতি প্রস্থানে জাগ্রত অবস্থায়, চারি সম্যক প্রধানে জাগ্রত অবস্থায়, সপ্ত বোধ্যাঙ্গে জাগ্রত অবস্থায়, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে জাগ্রত অবস্থায়—এই কুশলধর্মসমূহে অন্তরায় করে পরিহানীতে চালিত হয়। এভাবে পরিহানিতে চালিত করে—পরিস্সযা।

আশ্রয় করা দুঃখকর বিষয়সমূহ কিরূপ? তথায় যে অকুশল-পাপধর্মসমূহ নিজে সন্নিশ্রিত হয়ে উৎপন্ন হয়। যেমন : বিলে আশ্রয় অবস্থানকারী প্রাণীসমূহ বিলে বাস করে, জলজ প্রাণীসমূহ জলে বাস করে, বন্য প্রাণীসমূহ বনে বাস করে, গাছে অবস্থানকারী প্রাণীসমূহ গাছে অবস্থান করে। ঠিক এরূপেই তথাই এই অকুশলধর্মসমূহ নিজের মধ্যে সন্নিশ্রিত হয়েই উৎপন্ন হয়। এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা।

তাই ভগবান বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ (সাচরিযকো) অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে স্বাচ্ছন্দে নয়। ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু কীভাবে দুঃখে অবস্থান করে স্বাচ্ছন্দে নয়? এখানে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেগুলো তাকে বেষ্টন করে। পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ (সাচরিযকো) বলা হয়।"

"পুনঃ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে... জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে... কায় দ্বারা স্পর্শ করে... এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেগুলো তাকে বেষ্টন করে। পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে স্বাচ্ছন্দে নয়।" তথায় এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা।

ভগবান বলেছেন, "ভিক্ষুগণ, অন্তর (মন)-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল আছে। তিন প্রকার কী কী?

অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী লোভ অন্তর্মল। দ্বেষ অন্তর্মল.... এবং অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী মোহ অন্তর্মল। ভিক্ষুগণ, এগুলোই অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল।”

‘‘অনত্থজননো লোভো, লোভো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
‘‘লুদ্ধো অত্থং ন জানাতি, লুদ্ধো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধন্তমং তদা হোতি, যং লোভো সহতে নরং॥
‘‘অনত্থজননো দোসো, দোসো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
‘‘কুদ্ধো অত্থং ন জানাতি, কুদ্ধো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধন্তমং তদা হোতি, যং দোসো সহতে নরং॥
‘‘অনত্থজননো মোহো, মোহো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
‘‘মূল্হো অত্থং ন জানাতি, মূল্হো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধন্তমং তদা হোতি, যং মোহো সহতে নর’’ন্তি॥

অনুবাদ : “লোভে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। লোভী ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে লোভ মানুষকে পরাজিত করে। দ্বেষে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে দ্বেষ মানুষকে পরাজিত করে। মোহে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। মূর্খ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে মোহ মানুষকে পরাজিত করে।”

এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা।

ভগবান বলেছেন, “মহারাজ, ত্রিবিধ ধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। ত্রিবিধ কী কী? মহারাজ, লোভধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। দ্বেষধর্ম... এবং মোহধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। মহারাজ, এই

ত্রিবিধ ধর্মই আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ এবং নিরানন্দের জন্য উৎপন্ন হয়।

''লোভো দোসো চ মোহো চ, পুরিসং পাপচেতসং।
হিংসন্তি অত্তসম্ভূতা, তচসারংৰ সম্ফল''ন্তি॥

অনুবাদ : "সারবান, ফলবান বৃক্ষসদৃশ লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং আত্মসম্ভূত বিষয়সমূহ পুরুষকে পীড়া দিয়ে থাকে।"

এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা।

ভগবান বলেছেন :

''রাগো চ দোসো চ ইতোনিদানা, অরতি রতি লোমহংসো ইতোজা।
ইতো সমুট্ঠায মনোৰিতক্কা, কুমারকা ধঙ্কমিৰোস্সজন্তী''তি॥

অনুবাদ : "এই (মন) হতেই রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হয়, অরতি-রতি, রোমাঞ্চকরও এই (মন) হতে উৎপন্ন হয়; এই (মন) হতেই মনোবিতর্ক উৎপন্ন হয়, বালকেব দ্বারা যেমন কাক উত্তেজিত হয়।"

এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা।

"পরিস্সযৰিনযং" বলতে আশ্রয় নাশ, আশ্রয় প্রহান, আশ্রয় উপশম, আশ্রয় পরিত্যাগ, আশ্রয় প্রতিপ্রশ্রদ্ধি ও অমৃত নির্বাণ—সকিখধম্মং পরিস্সযৰিনযং।

পটিপদং ৰদেহি ভদ্দন্তেতি। প্রতিপদ সম্বন্ধে বলুন—সম্যক প্রতিপদ, অনুকূল প্রতিপদ, প্রতিকূল প্রতিপদ, জ্ঞাত প্রতিপদ ও ধর্মানুধর্ম প্রতিপদ, শীলসমূহ পরিপূর্ণকরণ, ইন্দ্রিয়সমূহ গুপ্তদ্বার বা রক্ষাকরণ, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা... জাগরনে অনুযুক্ততা... স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান... চারি স্মৃতিপ্রস্থান... চারি সম্যক প্রধান... চারি ঋদ্ধিপাদ... পঞ্চেন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্ত বোধ্যঙ্গ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামিনী প্রতিপদ সম্বন্ধে বলুন, বর্ণনা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, উদ্ঘাটন করুন, বিশ্লেষণ করুন, ব্যাখ্যা করুন এবং প্রকাশ করুন—প্রতিপদ সম্বন্ধে বলুন (পটিপদং ৰদেহি)। 'ভদ্দন্তে' বলতে সেই নির্মিত বুদ্ধ ভগবানকে সম্বোধন করছেন। অথবা আপনি যে ধর্ম বর্ণনা করেছেন, দেশনা করেছেন, প্রজ্ঞাপন করেছেন, স্থাপন করেছেন, উদ্‌ঘাটন করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন তা সবই সুন্দর, উত্তম, কল্যাণকর, অনবদ্য ও সেবিতব্য—পটিপদং ৰদেহি ভদ্দন্তে।

পাতিমোকখং অথ ৰাপি সমাধিন্তি। "পাতিমোকখং" বলতে কুশল ধর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য শীল প্রতিষ্ঠা, আদি আচরণ, সংযম, সংবর, মুখ্য, প্রমুখ্য।

"অথ ৰাপি সমাধি" বলতে যা চিত্তের স্থিতি, সংস্থিতি, অবস্থিতি, সমাবস্থা, অবিক্ষেপ, ধীরস্থির মানসিকতা, শমথ, সমাধি ইন্দ্রিয়, সমাধিবল ও সম্যক সমাধি—পাতিমোকখং অথ ৰাপি সমাধিং।

তদ্ধেতু সেই নির্মিত (বুদ্ধ) বলেছেন :

"অকিত্তযী ৰিৰটচকখু, সকিখধম্মং পরিস্সযৰিনযং।
পটিপদং ৰদেহি ভদ্দন্তে, পাতিমোকখং অথ ৰাপি সমাধি"ন্তি॥

**১৫৭. চকখূহিনেৰ লোলস্স, গামকথায আৰরযে সোতং।
রসে চ নানুগিজ্ঝেয্য, ন চ মমাযেথ কিঞ্চি লোকস্মিং॥**

অনুবাদ : চক্ষু দ্বারা লোভ করবে না, হীনালাপ হতে শ্রোত্র নিবারণ করবে। রসসমূহের প্রতি আসক্ত হয়ো না এবং সংসারের কোনো বিষয়ের প্রতি মমত্ব করবে না।

চকখূহিনেৰ লোলস্সাতি। চক্ষুলোলুপ কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু চক্ষুলোলুপতায় সমন্নাগত হয়, "অদৃষ্টকে দেখা উচিত, দৃষ্টকে অতিক্রম করা উচিত" বলে রূপ দর্শনার্থে আরাম থেকে আরামে, উদ্যান থেকে উদ্যানে, গ্রাম থেকে গ্রামে, নিগম থেকে নিগমে, নগর থেকে নগরে, রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রে এবং জনপদ থেকে জনপদে দীর্ঘ ভ্রমণ (চারিকং) ও অনবস্থিত (অনিশ্চিত) ভ্রমণে নিয়োজিত হয়। এরূপেই চক্ষুলোলুপ হয়।

অথবা ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে ও মার্গ প্রতিপন্ন হয়ে অসংযত হয়ে গমন করে। হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্য (পত্তি), স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, বাজার, ঘরমুখ বা গৃহের সম্মুখদিক, ঊর্ধ্বদিকে ও নিম্নদিকে অবলোকন করে করে চলে এবং বিশৃঙ্খলভাবে দিগ্‌বিদিক গমন করে। এরূপেই চক্ষুলোলুপ হয়।

অথবা ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে-কারণে চক্ষেন্দ্রিয় অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়; তা সংবরের জন্য উপায় অবলম্বন করে না, চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করে না, চক্ষেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়। এরূপেই চক্ষুলোলুপ হয়।

যেমন : কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে এরূপ দৃশ্য দর্শন করে অবস্থান করে; যথা : নাচ, গান, বাদ্য, দৃশ্য, আখ্যান (ইতিহাস), হস্তশব্দ (হস্ত দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত বিদ্যা), চারণ সঙ্গীত (ৰেতালং), কুম্ভথূন (এক প্রকার ঢোল বা রণ-ঢক্কা), রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত

দৃশ্যপট (সোভনকং), চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল (চণ্ডালং ৰংসং), ধোবন দৃশ্য, হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, অজযুদ্ধ, ভেড়াযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ, বর্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), যুদ্ধের অভিসন্ধি বা নকশা (উয্যোধিকং), সৈন্যদলের সাজসজ্জা, সেনব্যূহ, সৈন্য পরিদর্শন ইত্যাদি। এরূপেই চক্ষুলোলুপ হয়।

কিরূপে চক্ষুলোলুপ হন না? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে, মার্গ প্রতিপন্ন হয়ে সুসংযত হয়ে গমন করেন। হস্তি, অশ্ব, পদাতিক সৈন্য (পত্তি), স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, বাজার, ঘরমুখ বা গৃহের সম্মুখদিক, ঊর্ধ্বদিকে ও নিম্নদিকে অবলোকন করে করে চলেন না এবং বিশৃঙ্খলভাবে দিগ্‌বিদিক গমন করেন না। এরূপেই চক্ষুলোলুপ হন না।

অথবা ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে-কারণে চক্ষেন্দ্রিয় অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়; তা সংবরের জন্য উপায় অবলম্বন করেন, চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষেন্দ্রিয়ে সুসংযত হন। এরূপেই চক্ষুলোলুপ হন না।

যেমন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে এরূপ দৃশ্য দর্শন করে অবস্থান করেন না; যথা : নাচ, গান, বাদ্য, দৃশ্য, আখ্যান (ইতিহাস)... সৈন্য পরিদর্শন ইত্যাদি। এরূপ দৃশ্য দর্শন হতে প্রতিবিরত হন। এরূপেই চক্ষুলোলুপ হন না।

চকখূহি নেৰ লোলস্সাতি। চক্ষুলোলুপতা পরিত্যাগ করেন, ধ্বংস করেন, বিনাশ করেন, নিবৃত্ত করেন; চক্ষুলোলুপতা হতে নিবৃত্ত (আরতো), বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—চক্ষু দ্বারা লোলুপ হন না (চকখূহি নেৰ লোলস্স)।

গামকথায আৰরযে সোতন্তি। "গ্রামকথা" (বাজে কথা) বলতে বত্রিশ প্রকার হীনালাপ; যথা : রাজ কথা, চোর কথা, মহামাত্য কথা, সেনা কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ কথা, অন্ন কথা, পান বা পানীয় কথা, বস্ত্র কথা, যান কথা, শয়ন কথা, মালা কথা, গন্ধ কথা, জ্ঞাতি কথা, গ্রাম কথা, নিগম কথা, নগর কথা, জনপদ কথা, স্ত্রী কথা, শূর (বীর) কথা, পথ কথা, কুম্ভস্থান (কূপ বা পুকুরঘাট) কথা, পূর্বপ্রেত কথা, নানত্ত বা এলোমেলো কথা, লোক আখ্যায়িকা বা জগতের আদি-অন্ত কথা, সমুদ্র আখ্যায়িকা (সমুদ্রের আদি-অন্ত সম্বন্ধীয়) কথা, এরূপ হওয়া-ওরূপ না হওয়া (অর্থাৎ অমুক অমুক স্থানে জন্ম নেবে, অমুক অমুক স্থানে নেবে না) সম্বন্ধীয় কথা ইত্যাদি। **গামকথায**

আৰরযে সোতন্তি। গ্রামকথায় শ্রোত্র আবরিত করেন, নিবারিত করেন, সংবর করেন, রক্ষা করেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন, রুদ্ধ করেন, পৃথক বা বন্ধ করেন—গ্রামকথায় শ্রোত্র আবরিত করেন (গামকথায আৰরযে সোতং)।

রসে চ নানুগিজ্ঝেয্যাতি। "রস" (রসে চ) বলতে মূলরস (বৃক্ষমূলের রস), স্কন্ধরস (বৃক্ষকাণ্ডের রস), বাকলের রস, পাতার রস, পুষ্পরস, ফলরস, অম্লরস, মধুর বা মিষ্টি রস, তিক্ত রস, কটুরস, লবণযুক্ত রস, ক্ষারযুক্ত রস, কর্কশ বা অপক্ব ফলাদির অম্লরস (লম্বিকং), কষায় রস, সুস্বাদু রস, অস্বাদু বা অপ্রীতিকর রস, ঠান্ডা রস, উষ্ণ রস। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রসলোভী আছে; তারা জিহ্বাগ্র দিয়ে উৎকৃষ্ট রসাদি পরীক্ষা বা অন্বেষণ করে করে বিচরণ করে; অম্লরস লাভ করে অম্লহীন রস খোঁজে, অম্লহীন রস লাভ করে অম্লরস খোঁজে... ঠান্ডা রস লাভ করে উষ্ণ রস খোঁজে, উষ্ণ রস লাভ করে ঠান্ডা রস খোঁজে। তারা যা যা লাভ করে তদ্বারা তুষ্ট হয় না, পুনঃপুন খোঁজে, মনোজ্ঞ রসসমূহে অভিভূত, লালায়িত, আসক্ত, বিমোহিত, অনুরক্ত, যুক্ত, সংযুক্ত ও আবদ্ধ হয়। যাঁর এই রস তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন ... জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তিনি মনোযোগ সহকারে আহার করেন—তা ক্রীড়ার জন্য নয়... অধিকন্তু আমার জীবন যাত্রা অনবদ্য ও সুখাবস্থান হবে।

যেমন, কেবল বনে অগ্নি সংযোগ করা হয় গাছ লাগানোর জন্য, কেবল ভার বহন করার জন্য অক্ষদণ্ডে (বা চক্রে) তৈল লেপন করা হয়, কেবল দুর্গম পথ অতিক্রম করার জন্য পচামাংস আহার করা হয়; ঠিক এভাবেই ভিক্ষু মনোযোগ-সহকারে আহার করেন—তা ক্রীড়ার জন্য নয়... অধিকন্তু আমার জীবন যাত্রা অনবদ্য ও সুখাবস্থান হবে। তিনি রসতৃষ্ণা পরিত্যাগ করেন, বিনাশ করেন, ধ্বংস করেন, নিবৃত্ত করেন; রসতৃষ্ণা হতে আরত (নিবৃত্ত), বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—রসে লোলুপ হন না (রসে চ নানুগিজ্ঝেয্য)।

ন চ মমাযেথ কিঞ্চি লোকস্মিন্তি। "মমত্ব" (মমত্তা) বলতে দ্বিবিধ মমত্ব—তৃষ্ণা-মমত্ব ও দৃষ্টি-মমত্ব ... ইহা তৃষ্ণা-মমত্ব ... ইহা দৃষ্টি-মমত্ব। তৃষ্ণা-মমত্বকে ত্যাগপূর্বক দৃষ্টি-মমত্বকে বর্জন করে চক্ষুকে মমায়িত করেন না, গ্রহণ করেন না, ধারণ করেন না ও অভিনিবেশ করেন না; শ্রোত্রকে... ঘ্রাণকে... জিহ্বাকে... কায়কে... রূপ... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... কুল... গণ... আবাস... লাভ... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয্যাসন... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিস্কার (ব্যবহার্য সামগ্রী)... কামধাতু...

রূপধাতু... অরূপধাতু... কামভব... রূপভব... অরূপভব... সংজ্ঞাভব... অসংজ্ঞাভব... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভব... একবোকার (প্রকার) ভব... চারি বোকার ভব... পঞ্চ বোকার ভব... অতীত... অনাগত... বর্তমান... এবং দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য (মন দ্বারা অনুভূত বা জ্ঞাতব্য) ধর্মসমূহ মমায়িত করেন না, গ্রহণ করেন না, ধারণ করেন না ও অভিনিবেশ করেন না। "কিছুই (কিঞ্চি) বলতে রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত কোনো কিছুই। "লোকে" (লোকস্মিং) অর্থে অপায়লোকে... আয়তনলোকে—জগতে কোনো কিছুতেই মমত্বানুভব বা আসক্তি করেন না (ন চ মমাযেথ কিঞ্চি লোকস্মিং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''চকখূহি নেৰ লোলস্স, গামকথায আৰরযে সোতং।
রসে চ নানুগিজ্ঝেয্য, ন চ মমাযেথ কিঞ্চি লোকস্মি''ন্তি॥

১৫৮. ফস্সেন যদা ফুট্ঠস্স, পরিদেৰং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চি।
ভৰঞ্চ নাভিজপ্পেয্য, ভেরৰেসু চ ন সম্পৰেধেয্য॥

অনুবাদ : ভিক্ষু স্পর্শে স্পৃষ্ট হলে কিছুতেই পরিদেবন করেন না। তিনি ভব ইচ্ছা করেন না, ভৈরবসমূহে সম্প্রকম্পিত হন না।

ফস্সেন যদা ফুট্ঠস্সাতি। "স্পর্শ" (ফস্সো) বলতে রোগস্পর্শ। রোগস্পর্শে স্পৃষ্ট (রোগাক্রান্ত) হলেও সমাহিতে সমন্নাগত হন; চক্ষুরোগে আক্রান্ত হলেও সমাহিতে সমন্নাগত হন, শ্রোত্ররোগে... ঘ্রাণরোগে... জিহ্বারোগে... কায়রোগে... শিররোগে... কর্ণরোগে... মুখরোগে... দন্তরোগে... কাশিরোগে... শ্বাসরোগে... দাহরোগে... জ্বরে... কুক্ষিরোগে... মূর্ছায়... রক্তামাশয়ে... শূলরোগে... কলেরায়... কুষ্ঠরোগে... গণ্ডে (পোড়া)... খোঁচপাচড়ায়... ক্ষয়রোগে... মৃগীরোগে (অপমারো)... দাউদে... চুলকানিতে... চর্মরোগে... রখসায় (নখের একপ্রকার রোগ)... সুড়সুড়ানিতে... লোহিতপিত্তে... মধুমেহে (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ)... অর্শ্বরোগে... গুটিবসন্তে... ভগন্দরে (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ)... পিত্তসমুত্থানজনিত রোগে... শ্লেষ্মাসমুত্থানজনিত রোগে... বায়ুসমুত্থানজনিত রোগে... সন্নিপাতিক রোগে... ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগে... বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত) রোগে... খিঁচুনিরোগে (ওপক্কমিকেন)... কর্মবিপাকজনিত রোগে... শীতে... উষ্ণে... ক্ষুধায়... পিপাসায়... মলে... মুত্রে... ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দ্বারা স্পৃষ্ট হলেও সমাহিতে সমন্নাগত হন—ফস্সেন যদা

ফুটঠস্স।

পরিদেৰং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চীতি। শোক, বিলাপ, পরিদেবন, খেদ, অনুতাপ, অনুশোচনা, খেদযুক্তবাক্য, প্রলাপ, বিপ্রলাপ, ক্রন্দন এবং আহাজারি করেন না, উৎপন্ন করেন না, সঞ্জানন করেন না, উৎপাদন করেন না, পুনরুৎপাদন করেন না। "কুহিঞ্চি" বলতে কোথাও, কোন কারণে, কোনোভাবে, অধ্যাত্মে বা বাহ্যিকে অথবা অধ্যাত্ম-বাহ্যিকে—পরিদেৰং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চি।

ভৰঞ্চ নাভিজপ্পেয্যাতি। কামভব আকাঙ্ক্ষা করেন না, রূপভব আকাঙ্ক্ষা করেন না, অরূপভব আকাঙ্ক্ষা করেন না, কামনা করেন না, প্রার্থনা করে না—ভৰঞ্চ নাভিজপ্পেয্য।

ভেরৰেসু চ ন সম্পৰেধেয্যাতি। "ভেরৰা" বলতে একপ্রকারে ভয়, ভৈরব সেরূপ। তাই ভগবান এরূপ বলেছেন, "অবশ্যই সেই ভয়, ভৈরব বর্জন করা যায় না।" বাইরের আলম্বনে ব্যক্ত হয়েছে সিংহ, বাঘ, নেকড়েবাঘ, ভল্লুক, তরক্ষু, কোক (চিতাবাঘ জাতীয় এক প্রকার হিংস্র পশু), মহিষ, ঘোড়া, হাতি, সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী; চোর, মানব, কৃতকর্মা, অকৃতকর্মা। আর অন্য প্রকারে অত্যাত্মভাবে ভয় বলা হয়েছে। যেমন : চিত্তসমুত্থান ভয়, ভয়ানক, ত্রাস, লোমহর্ষক, চিত্তের উদ্বেগ, উত্রাস, জাতিভয়, জরাভয়, ব্যাধিভয়, মরণভয়, রাজভয়, চোরভয়, অগ্নিভয়, জলভয়, আত্মানুবাদ ভয়, পরানুবাদ ভয়, জীবন ভয়, অসিলোক ভয়, পরিষদে ভয়, মদনভয়, দুর্গতিভয় ভয়, ভয়ানক, ত্রাস, লোমহর্ষক, চিত্তের উদ্বেগ, উত্রাস। "ভেরৰেসু চ ন সম্পৰেধেয্য' বলতে ভৈরবসমূহ দর্শন করে, শুনে কম্পিত হন না, ভীত হন না, বিচলিত হন না, ত্রাসিত হন না, শঙ্কিত হন না, আতঙ্কিত হন না, ভয়ার্ত হন না, সন্ত্রস্ত হন না, বরং অভীরু, অশঙ্কিত, অনুত্রাসী, অপলায়িত; প্রহীনভয় ভৈরব, বিগতলোহর্ষক হয়ে অবস্থান করেন—ভেরৰেসু চ ন সম্পৰেধেয্য।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''ফস্সেন যদা ফুটঠস্স, পরিদেৰং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চি।
> ভৰঞ্চ নাভিজপ্পেয্য, ভেরৰেসু চ ন সম্পৰেধেয্যা''তি॥

১৫৯. অন্নানমথো পানানং, খাদনীযানমথোপি ৰত্থানং।
লদ্ধান সন্নিধিং কযিরা, ন চ পরিত্তসে তানি অলভমানো॥

অনুবাদ : তিনি অন্ন, পানীয়, খাদ্য, বস্ত্র লাভ করে তা জমা করেন না।

এ সমস্ত জিনিস লাভ না করলেও তিনি চিন্তাযুক্ত হন না।

অন্নানমথো পানানং, খাদনীযানমথোপি ৰত্থানন্তি। "অন্নানং" বলতে ভাত, মিষ্টান্ন, ছাতু, মাছ, মাংস। "পানানং" অর্থে আট প্রকার পানীয়—জল, জামের শরবৎ, ডাবের পানি, কলার শরবৎ, মধু, আঙ্গুর রসে প্রস্তুতমদ্য, শালুক, একপ্রকার ফলের শরবৎ। অপর আট প্রকার পানীয়—জায়ফলের শরবৎ, বড়ইয়ের শরবৎ, বদরিফলের শরবৎ, ঘৃত, তেল, দুধ, যাগু, (বিভিন্ন প্রকার ফলের) রস। "খাদনীযানং" বলতে পিষ্টক, রুটি, (বিভিন্ন প্রকার গাছের) মূল, গাছের ছাল, পাতা, পুষ্প, ফল। "ৰত্থানং" অর্থে ছয় প্রকার চীবর—ক্ষৌম, কার্পাস, রেশমি, পশমি, শণ, পাট—অন্নানমথো পানানং খাদনীযানমথোপি ৰত্থানং।

লদ্ধা ন সন্নিধিং কযিরাতি। কুহন, লপন, গণক, ভোজবাজি কর্ম, লাভের আশায় লোপুপতা, কাষ্ঠদান, বাঁশদান, পাত্রদান, পুষ্পদান, ফলদান, সাবানদান, চূর্ণদান, মৃত্তিকদান, দন্তকাষ্ঠদান, মুখধোয়ার জল দান, চাটুকর্ম, খোসামোদ, পরিভৃত্য, পীঠ মর্দন, বস্তুবিদ্যা, তিরচ্ছান (হীন) বিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দূতকর্ম, কেউ পাঠাইলে যাওয়া, সংবাদবাহক কর্ম, বৈদ্যকর্ম, নবকর্ম, পিণ্ড প্রতিপিণ্ড (ভিক্ষার পরিবর্তে ভিক্ষা), দান-অনুপ্রদান (দানীয় সামগ্রী পুনঃ দান) দ্বারা লাভ করে, অর্জন করে, ভোগ করে, অধিগত করে, প্রাপ্ত না হয়ে ধর্মত বা ন্যায়সঙ্গতভাবে লাভ করে, অর্জন করে, ভোগ করে, অধিগত করে, প্রাপ্ত হয়ে—লদ্ধা। "ন সন্নিধিং কযিরা" বলতে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, শয্যা, গন্ধ, আমিষ প্রভৃতি জমা করেন না, উৎপাদন করেন না, সঞ্জানন করেন না, উৎপন্ন করেন না, পুনরুৎপন্ন করেন না—লদ্ধা ন সন্নিধিং কযিরা।

ন চ পরিত্তসে তানি অলভমানোতি। অন্ন লাভ করি না, পানীয় লাভ করি না, বস্ত্র, কুল, গণ, আবাস, লাভ, যশ, প্রশংসা, সুখ, জীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণ, রোগী সেবাকারী লাভ করি না, "আমি খ্যাতিসম্পন্ন নই" বলে ত্রাসিত, শঙ্কিত, আতঙ্কিত, ভয়ার্ত এবং সন্ত্রস্ত না হয়ে অভীরু, অশঙ্কিত, ত্রাসহীন, ভয়হীন এবং ভয়-ভৈরব প্রহীন ও বিগতলোমহর্ষক হয়ে অবস্থান করেন—ন চ পরিত্তসে তানি অলভমানো।

তাই ভগবান বলেছেন :

> "অন্নানমথো পানানং, খাদনীযানমথোপি ৰত্থানং।
> লদ্ধা ন সন্নিধিং কযিরা, ন চ পরিত্তসে তানি অলভমানো"তি॥

১৬০. ঝাযী ন পাদলোলস্স, ৰিরমে কুক্কুচ্চা নপ্পমজ্জেয্য।
অথাসনেসু সযনেসু, অপ্পসদ্দেসু ভিক্খু ৰিহরেয্য॥

অনুবাদ : ধ্যানী অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণপরায়ণ (লোলুপ) হবে না, কুকর্ম হতে বিরত হয়ে প্রমাদহীন হবে। ভিক্ষু, অধিকন্তু অল্প শব্দযুক্ত স্থানে উপবেশন, শয়ন ও অবস্থান করবে।

ঝাযী ন পাদলোলস্সাতি। "ঝাযী" বলতে প্রথম ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, দ্বিতীয় ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, তৃতীয় ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী; সবিতর্ক, সবিচার ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, অবিতর্ক, অবিচার মাত্র ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী; অবিতর্ক, অবিচার ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী; সপ্রীতি ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী; অপ্রীতি ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী; প্রীতিসহগত ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী; আনন্দ সহগত ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, সুখসহগত ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, উপেক্ষা সহগত ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, শূন্যতা ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, অনিমিত্ত ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, অপ্রনিহিত ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, লৌকিক ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী, লোকোত্ত ধ্যানের দ্বারা ধ্যানী এবং ধ্যানরত, একাগ্রচিত্তযুক্ত ও পারমর্থগুরু—ধ্যানী।

ন পাদলোলস্সাতি। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ লোলুপতা কিরূপ? এক্ষেত্রে কেউ কেউ অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণলোলুপতা সমন্বিত হয়। তারা বিহার হতে বিহারে, উদ্যান হতে উদ্যানে, গ্রাম হতে গ্রামে, নিগম (ছোট শহর) হতে নিগমে, নগর (বড় শহর) হতে নগরে, রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রে, জনপদ হতে জনপদে, দীর্ঘ পরিভ্রমণে, বিচলিতভাবে পরিভ্রমণে নিয়োজিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে। এরূপে ভ্রমণ লোলুপ হয়।

অথবা ভিক্ষু কুটিরের ভেতর ও সংঘারামে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণলোলুপতা সমন্বিত হয়ে অবস্থান করে। সে হেতু ও কারণ ছাড়া চঞ্চলতা এবং অস্থিরচিত্তবশে পরিবেণ হতে পরিবেণে গমন করে, বিহার হতে বিহারে গমন করে, অড্‌ঢযোগ (অর্ধেক ছাদ দেওয়া প্রাসাদ) হতে অড্‌ঢযোগে গমন করে, প্রাসাদ হতে প্রাসাদে গমন করে, বৃহৎ অট্টালিকা হতে বৃহৎ অট্টালিকায় গমন করে, গুহা হতে গুহায় গমন করে, পর্বত গুহা হতে পর্বত গুহায় গমন করে, কুটির হতে কুটিরে গমন করে, কূটাগার (পর্ণশালা) হতে কূটাগারে গমন করে। অট্ট (উঁচু গৃহসদৃশ মাচান) হতে অট্টায় গমন করে, তাবু হতে তাবুতে গমন করে, পর্ণকুটির হতে পর্ণকুটিরে গমন করে, উপস্থানশাল (সভাগৃহ) হতে উপস্থানশালা গমন করে, গোলাকার পদমণ্ডপ হতে গোলাকার পদমণ্ডপে গমন করে, বৃক্ষমূল হতে বৃক্ষমূলে গমন করে। যেখানে ভিক্ষুগণ উপবেশন করেন, তথায় গমন করে, একজনের সাথে দুইজন হয়, দুইজনের সাথে

তিনজন হয়, তিনজনের সাথে চতুর্থ জন হয়। সেখানে তাদের সাথে বহু সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ করে। যেমন : রাজা কথা, চোর কথা, মহামাত্য কথা, সেনা কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ কথা, অন্ন কথা, পানীয় কথা, বস্ত্র কথা, যান কথা, শয়নাসন কথা, মালা কথা, সুগন্ধি দ্রব্যাদি কথা, জ্ঞাতি কথা, গ্রাম কথা, নিগম কথা, নগর কথা, জনপদ কথা, স্ত্রীলোক কথা, যোদ্ধার কথা, রাজপথ কথা, কূপ কথা, প্রেত কথা, মিথ্যাগল্প কথা, লোক সম্বন্ধে কথা, সমুদ্র সম্বন্ধীয় কথা, ভবাভবের কথা। এরূপে ভ্রমণলোলুপ হয়।

ন পাদলোলস্সাতি। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ লোলুপতা পরিত্যাগ, বিদূরীত, বিনাশ এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে অবস্থান করাকে বুঝায়। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ লোলুপতা হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে বিহার করেন, বাস করেন, বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বিদ্যমান থাকেন, চালিত হন, যাপন করেন, জীবনধারণ করেন এবং নির্জনস্থানে রমিত, নির্জনরত, আধ্যাত্মিক চিত্ত শান্তিযুক্ত, অবিনষ্ট বিদর্শনে সমন্নাগত ও অভ্যস্ত এবং নির্জনস্থানে ধ্যানরত, একাগ্রচিত্তযুক্ত ও পরমার্থগুরু হন—ধ্যানী ভ্রমণ লোলুপ হন না (ঝাযী ন পাদলোলস্স)।

ৰিরমে কুক্কুচ্চা নপ্পমজ্জেয্যাতি। "কুক্কুচ্চ" বলতে হস্ত দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন করে অনুশোচনা করা, পদ দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন করে অনুশোচনা করা, হস্ত-পদ দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন করে অনুশোচনা করা। অনুপযুক্তকে উপযুক্ত সংজ্ঞায়, উপযুক্তকে অনুপযুক্ত সংজ্ঞায়, অপরাধকে নিরপরাধ সংজ্ঞায়, নিরপরাধকে অপরাধ সংজ্ঞায় পাপকর্ম সম্পাদন করে মনের যেই অনুশোচনা, মনস্তাপ, মর্মপীড়া এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা—ইহাকে বলা হয় অনুশোচনা।

অপর দুটি কারণে মনের মর্মপীড়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অনুশোচনা উৎপন্ন হয়—কৃত ও অকৃত ভেদে। কিরূপে কৃত ও অকৃত ভেদে মনের মর্মপীড়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অনুশোচনা উৎপন্ন হয়? "আমার কর্তৃক কায় দুশ্চরিত কৃত হয়েছে, কায় সুচরিত কৃত হয়নি" বলে মনের মর্মপীড়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অনুশোচনা উৎপন্ন হয়। "আমার কর্তৃক বাকদুশ্চরিত কৃত হয়েছে, বাক সুচরিত কৃত হয়নি" বলে মনের মর্মপীড়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অনুশোচনা উৎপন্ন হয়। "আমার কর্তৃক মন দুশ্চরিত কৃত হয়েছে, মন সুচরিত কৃত হয়নি"... "আমা কর্তৃক প্রাণিহত্যা কৃত হয়েছে, প্রাণিহত্যা ত্যাগ করা হয়নি"... "আমা কর্তৃক চুরিকর্ম কৃত হয়েছে,

চুরিকর্ম ত্যাগ করা হয়নি”... “আমা কর্তৃক ব্যভিচার কৃত হয়েছে, ব্যভিচার ত্যাগ করা হয়নি”... “আমা কর্তৃক মিথ্যাবাক্য ভাষিত হয়েছে, মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করা হয়নি”... “আমা কর্তৃক পিশুনবাক্য ভাষণ করা হয়েছে, পিশুনবাক্য ত্যাগ করা হয়নি”... “আমা কর্তৃক কর্কশবাক্য ভাষণ করা হয়েছে, কর্কশবাক্য ত্যাগ করা হয়নি”... “আমা কর্তৃক বৃথাবাক্য ভাষণ করা হয়েছে, বৃথাবাক্য ত্যাগ করা হয়নি”... “আমা কর্তৃক অভিধ্যা কৃত হয়েছে, অভিধ্যা ত্যাগ করা হয়নি”... “আমা কর্তৃক ব্যাপাদ উৎপন্ন করা হয়েছে, ব্যাপাদ ত্যাগ করা হয় নি”... “আমা কর্তৃক মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম কৃত হয়েছে, সম্যক দৃষ্টিমূলক কর্ম কৃত হয়নি” বলে মনের মর্মপীড়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অনুশোচনা উৎপন্ন হয়। এভাবে কৃত ও অকৃত কর্মানুসারে মনের মর্মপীড়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অনুশোচনা উৎপন্ন হয়।

অথবা “আমি শীলসমূহে অপরিপূর্ণ” বলে মনের মর্মপীড়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অনুশোচনা উৎপন্ন হয়। “আমি ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার”... “আমি ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ”... “আমি জাগরণে উদ্যমহীন”... “আমি স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানে অসমন্নাগত”... “আমার চারি স্মৃতিপ্রস্থান অভাবিত”... “আমার চারি সম্যক প্রধান অভাবিত”... “আমার চারি ঋদ্ধিপাদ অভাবিত”... “আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অভাবিত”... “আমার পঞ্চবল অভাবিত”... “আমার সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভাবিত”... “আমার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভাবিত”... “আমার দুঃখ অপরিজ্ঞাত”... “আমার দুঃখ সমুদয় অপ্রহীন”... “আমার মার্গ অভাবিত”... “আমার দুঃখ নিরোধ অসাক্ষাৎকৃত” বলে মনের মর্মপীড়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অনুশোচনা উৎপন্ন হয়। “ৰিরমে কুক্কুচ্চা” বলতে অনুশোচনা.......অনুশোচনা ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, অপনোদন করা, তিরোধান করা, ধ্বংস করা। অনুশোচনা হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করা—ৰিরমে কুক্কুচ্চা।

“আলস্যপরায়ণ হবেন না” (নপ্পমজ্জেয্য) বলতে কুশলধর্মসমূহে উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রচেষ্টাকারী, অনলস, অদম্যছন্দানুসারী (অনিকিখত্তচ্ছন্দো), অনিক্ষিপ্তধুর (কার্যভার অপরিত্যাগী) ও অপ্রমাদ হন। “আমি কিরূপে অপরিপূর্ণ শীলস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব, পরিপূর্ণ শীলস্কন্ধকে বিভিন্নস্থানে (সেই সেই স্থানে) প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগ্রহ করব?” বলে কুললধর্মসমূহে যা ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা (অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায় ও

অপ্রমাদ। "আমি কিরূপে অপরিপূর্ণ সমাধিস্কন্ধকে... প্রজ্ঞাস্কন্ধকে... বিমুক্তিস্কন্ধকে... বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন-স্কন্ধকে... আমি কিরূপে অপরিজ্ঞাত দুঃখকে পরিজ্ঞাত হব, অপ্রহীন ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করব, অভাবিত মার্গকে ভাবিত করব, অসাক্ষাৎকৃত নিরোধকে সাক্ষাৎ করব?" বলে কুশলধর্মসমূহে যা ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম, অধিষ্ঠান, অধ্যবসায় ও অপ্রমাদ—কৌকৃত্য হতে বিরত হবেন, আলস্যপরায়ণ হবেন না (ৰিরমে কুক্কুচ্চা নপ্পমজ্জেয্য)।

অথাসনেসু সযনেসু, অপ্পসদ্দেসু ভিকখু ৰিহরেয্যাতি। "অতঃপর" (অথ) বলতে পদসন্ধি... "আসন" বলতে যেখানে উপবেশন করা হয় তাকে বুঝায়; যেমন : মঞ্চ, পীঠ, গদি, মাদুর, চর্মখণ্ড, তৃণশয্যা, পর্ণশয্যা (পাতার বিছানা) ও পলালশয্যা (খড়শয্যা)। "শয্যা" বলতে শয্যাসন, বিহার, অর্ধছাদযুক্ত বিহার (অড্ঢযোগো), প্রাসাদ, হর্ম্য, গুহা—অতঃপর আসনে, শয্যায় (অথাসনেসু সযনেসু)।

অপ্পসদ্দেসু ভিকখু ৰিহরেয্যাতি। অল্পশব্দে, অল্পনির্ঘোষে, বিজনবাতে (নির্জনতায়), মনুষ্য হতে নির্জন ও নির্জনতানুরূপ শয্যাসনে গমন করেন, বিচরণ করেন, বিহার করেন, ভ্রমণ করেন, অভ্যাস (বা সম্পাদন) করেন, পালন করেন, যাপন করেন, অবস্থান করেন—ভিক্ষু আসনে, শয্যায় অল্পশব্দে অবস্থান করেন (অথাসনেসু সযনেসু অপ্পসদ্দেসু ভিকখু ৰিহরেয্য)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''ঝাযী ন পাদলোলস্স, ৰিরমে কুক্কুচ্চা নপ্পমজ্জেয্য।
অথাসনেসু সযনেসু, অপ্পসদ্দেসু ভিকখু ৰিহরেয্যা''তি॥

১৬১. নিদ্দং ন বহুলীকরেয্য, জাগরিযং ভজেয্য আতাপী।
তন্দিং মাযং হস্সং খিড্ডং, মেথুনং ৰিপ্পজহে সৰিভূসং॥

অনুবাদ : কর্মঠ বা উদ্যমী ভিক্ষু নিদ্রাকে বর্ধিত করেন না, জাগরণকে ভজনা (বা অবলম্বন) করেন। (তিনি) তন্দ্রা, মায়া, হাস্য, ক্রীড়া মৈথুন ও বিভূষণ পরিত্যাগ করেন।

নিদ্দং ন বহুলীকরেয্যাতি। রাত্রি এবং দিনকে ছয়ভাগে ভাগ করে পাঁচ ভাগ (সময়) জীবনযাত্রায় ব্যবহার করে একভাগ (সময়) নিদ্রা যাওয়া—নিদ্রাকে বর্ধিত করেন না (নিদ্দং ন বহুলীকরেয্য)।

জাগরিযং ভজেয্য আতাপীতি। এক্ষেত্রে ভিক্ষু দিনে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আবরণীয় ধর্মসমূহ (আচ্ছাদনীয়ধর্ম) হতে চিত্তকে পরিশোধন করেন; রাত্রির

প্রথম যামে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আবরণীয় ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে পরিশোধন করেন; রাত্রির মধ্যম যামে দক্ষিণপার্শ্ব হয়ে পায়ের উপর পা রেখে (সীংহশয্যা অবলম্বন করে) স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে উত্থানসংজ্ঞাকে স্মরণ করে শয়ন করেন; এবং রাত্রির শেষ যামে উত্থিত হয়ে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আবরণীয় ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে পরিশোধন করেন।

"জাগরণকে ভজনা করেন" (জাগরিযং ভজেয্য) বলতে জাগরণকে ভজনা করেন, ভালোবাসেন, সেবা করেন, আশ্রয় করেন, সংসর্গ (বা সঙ্গ) করেন, প্রতিসেবন করেন—জাগরণকে ভজনা করেন (জাগরিযং ভজেয্য)।

আতাপীতি। "উদ্যম" বলতে বীর্যকে বুঝায়। যা চৈতসিক বীর্যারম্ভ, উদ্যোগ, পরাক্রম, উদ্যম, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, চেষ্টা, বল, স্থিতি (বা দৃঢ়তা), অশিথিলপরাক্রমতা, অদম্যছন্দতা, অনিক্ষিপ্তধুরতা (অধম্য স্থিতির অবস্থা), ধুর-অবলম্বনতা, বীর্য, বীর্যেন্দ্রিয়, বীর্যবল ও সম্যক প্রচেষ্টা। তিনি এই উদ্যম দ্বারা উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন ও সমন্নাগত হন; তাই কর্মঠ বলা হয়—জাগরণকে ভজনা করে কর্মঠ হন (জাগরিযং ভজেয্য আতাপী)।

তন্দিং মাযং হস্সং খিড্ডং, মেথুনং ৰিপ্পজহে সৰিভূসন্তি। "শ্রান্তি বা তন্দ্রা" (তন্দী) বলতে ক্লান্তি, ক্লান্ততা, ক্লান্তিযুক্ততা, তন্দ্রামনস্কতা, আলস্য, আলস্যতা, অবসন্নতা (আলস্যাযিতত্তং)। "মায়া" বলতে প্রতারণাচর্যা। এক্ষেত্রে কোনো (ভিক্ষু) কায় দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে... বাক্য দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে... মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে সেই (দুশ্চরিত্রতার) আচ্ছাদন-হেতু তার পাপেচ্ছা উৎপন্ন হয়। "আমাকে না জানুক" বলে ইচ্ছা করে, "আমাকে না জানুক" বলে সংকল্পে করে, "আমাকে না জানুক" বলে বাক্য ভাষণ করে, "আমাকে না জানুক" বলে কায় দ্বারা পরাক্রম করে। যা এরূপ মায়াবীকতা, মায়ারূপ আচ্ছন্নতা (অচ্চসরা), বঞ্চনা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা (নিকিরণা), কপটতা, গোপনীয়তা, গোপনকরণ, আচ্ছাদন, আচ্ছদনকরণ, অজ্ঞাতকর্ম, গোপনকর্ম ও পাপকার্য আবৃতকরণ—ইহাকে মায়া বলা হয়। "হাস্য" (হস্সং) বলতে এক্ষেত্রে কোনো (ভিক্ষু) দাঁত দেখিয়ে (দাঁত বের করে) দীর্ঘসময় ধরে হাসে। তাই ভগবান বলেছেন, "ভিক্ষুগণ, এই আর্যবিনয়ে যদি বালকবৎ দন্ত দেখিয়ে দীর্ঘসময় হাস্য করা হয়।"

"ক্রীড়া" (খিড্ডা) বলতে দুই প্রকার ক্রীড়া—কায়িক ক্রীড়া ও বাচনিক ক্রীড়া। কায়িক ক্রীড়া কিরূপ? হস্তী দিয়ে খেলা করা, অশ্ব দিয়ে খেলা করা,

রথ দিয়ে খেলা করা, ধনু দিয়ে খেলা করা, অষ্টপদ দিয়ে খেলা করা, দশপদ দিয়ে খেলা করা, আকাশে খেলা করা, বৃত্তাকারে[১] খেলা করা, সন্তিকা দিয়ে খেলা করা, পাশা খেলার টেবিলে (খলিকাযপি) খেলা করা, যষ্টি দিয়ে (ঘটিকায) খেলা করা, হস্তশলাকা দিয়ে (সলাকহত্থেন) খেলা করা, চক্ষু দ্বারা খেলা করা, পঙ্কচীব দিয়ে খেলা করা, বঙ্কক দিয়ে খেলা করা, মোক্‌খচিক দিয়ে খেলা করা, চিঙ্গুলক (ফরফরি)[২] দিয়ে খেলা করা, পত্তাল্‌হক (তালপাতায় প্রস্তুত আড়ি বা সেরি) দিয়ে খেলা করা, ছোট ছোট রথ (খেলনা গাড়ি) দিয়ে খেলা করা, ছোট ছোট ধনু দিয়ে খেলা করা, অক্ষরিকা (শব্দ তৈরির খেলা) দিয়ে খেলা করা, মনেসিকা (অপরের মনোভাব জানন বা অনুমাণকরণ) দিয়ে খেলা করা এবং যথাবজ্জ দিয়ে খেলা করা—ইহাই কায়িক ক্রীড়া। বাচনিক ক্রীড়া কিরূপ? মুখভেরি, মুখাড়ম্বর, মুখদেণ্ডিম (মুখভেরি), মুখবলিমক, মুখভেরুলক, মুখদদ্দরিক, নাটক, কথোপকথন, গান ও কৌতুক (দৰকম্মং)—ইহাই বাচনিক ক্রীড়া।

"মৈথুনধর্ম" বলতে যা সেই অসদ্ধর্ম, গ্রাম্যধর্ম, বসলধর্ম (হীন আচরণ), দুষ্টতা (পাপাচার), রহস্যময় গভীর গর্ততুল্য (ওদকন্তিকে রহস্সো) এবং একে-অপরে সংসর্গপ্রাপ্ত হওয়া (দ্বযংদ্বযসমাপত্তি)। কী কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়? উভয়ে আসক্ত, অনুরক্ত, তৃষ্ণার্ত, পর্যুত্থিত, লোভচিত্তসম্পন্ন এবং উভয়েই সদৃশধর্মী; সে কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়। উভয় কলহকারীকে যেমন মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়, উভয় দ্বন্দ্বকারীকে... উভয় বিরোধকারীকে... উভয় বিবাদকারীকে... উভয় বাদানুবাদকারীকে... উভয় বিবাদীকে... এবং উভয় আলাপকারীকে মৈথুনধর্ম সেবনকারী বলা হয়; ঠিক এভাবেই উভয়ে আসক্ত, অনুরক্ত, তৃষ্ণার্ত, পর্যুত্থিত, লোভচিত্তসম্পন্ন এবং উভয়েই সদৃশধর্মী; সে কারণে মৈথুনধর্ম বলা হয়।

"বিভূসা" বলতে দুই প্রকার বিভূষণ—গৃহীর বিভূষণ এবং প্রব্রজিতের বিভূষণ। গৃহীর বিভূষণ কিরূপ? চুল, দাড়ি, মালা, গন্ধ, বিলেপন, আভরণ, অলংকার, বস্ত্র, শয়নাসন, বেষ্টন, (শরীর) মর্দন, পরিমর্দন, ধৌতকরণ, মাজন, দর্পন, অঞ্জন বা কাজল, সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন, পাউডার, মুখচূর্ণ (সাবান), হস্তবন্ধন, শিরবন্ধন, দণ্ডনালি (দণ্ডনালিযং), খড়গ, ছত্র, টুপি,

---

[১] ভূমিযং নানপথং মণ্ডলং কত্বা তত্থ পরিহরিতব্বং পরিহরন্তানং কীলনং—অর্থাৎ ভূমিতে বিবিধ মণ্ডল বা বৃত্ত তৈরি করে তথায় আবর্তনযোগ্য মণ্ডল বা বৃত্তকে আর্বতনের ক্রীড়া।

[২] তালপণ্ণাদীহি কতং ৰাতপ্পহরেন পরিব্‌ভমন-চক্কং—অর্থাৎ তালপত্রাদি দিয়ে কৃত বায়ু প্রহারে ঘুড়ানোর চক্র।

জুতা, পাগড়ি, রত্ন, চামরের পাখা, সাদা রঙ্গের পোশাক এবং লম্বা সুতা—এগুলো গৃহীর বিভূষণ। প্রব্রজিতের বিভূষণ কিরূপ? চীবর পরিধান, পাত্র ধারণ, শয়নাসনা প্রস্তুত করা, অথবা এই পচাদেহের বাহ্যিক উপকরণের মণ্ডন, বিভূষণ, সজ্জিত, অলংকৃত, মণ্ডিত চঞ্চল এবং চপলতা—এগুলো প্রব্রজিতের বিভূষণ।

তন্দিং মাযং হস্সং খিড্ডং, মেথুনং ৰিপ্পজহে সৰিভূসন্তি। তন্দ্রা, মায়া, হাস্য, ক্রীড়া, মৈথুন, বিভূষণ, সপরিবার, সপরিভণ্ড বা বেষ্টনী ও সউপকরণ ত্যাগ, অপনোদন, অপসারণ এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। এ অর্থে তন্দ্রা, মায়া, হাস্য, ক্রীড়া, মৈথুন ও বিভূষণ ত্যাগ করা (তন্দিং মাযং হস্সং খিড্ডং, মেথুনং ৰিপ্পজহে সৰিভূসং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"নিদ্দং ন বহুলীকরেয্য, জাগরিযং ভজেয্য আতাপী।
তন্দিং মাযং হস্সং খিড্ডং, মেথুনং ৰিপ্পজহে সৰিভূস"ন্তি॥

১৬২. আথব্বণং সুপিনং লকখণং, নো ৰিদহে অথোপি নকখত্তং।
ৰিরুতঞ্চ গব্ভকরণং, তিকিচ্ছং মামকো ন সেৰেয্য॥

অনুবাদ : অতঃপর জাদুবিদ্যা, স্বপ্ন, লক্ষণ ও নক্ষত্র বিদ্যায় নিয়োজিত হবে না। ত্রিরত্নের প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত ভিক্ষু পশুপক্ষীর শব্দ, গর্ভকরণ ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় অনুশীলন করবে না।

আথব্বণং সুপিনং লকখণং, নো ৰিদহে অথোপি নকখত্তন্তি। জাদুকরেরা জাদুবিদ্যায় নিয়োজিত হয়; তারা নগরে, রুদ্ধে, সংগ্রামে, সম্পুস্থিতিতে, প্রতিপক্ষ সৈন্য ও শত্রুদের মধ্যে অমঙ্গর সৃষ্টি করে, উপদ্রব, রোগ, বিষমজ্বর, শূল্য, বিসূচিকা এবং রক্তামাশয় বা অতিরিক্ত ভেদ সৃষ্টি করে। এভাবে জাদুকরেরা জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে।

স্বপ্নতত্ত্বকারীরা স্বপ্ন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য জ্ঞাপন করে যে, যে ব্যক্তি পূর্বাহ্নসময়ে স্বপ্ন দর্শন করে (তার) এরূপ বিপাক হয়। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্ন সময়ে স্বপ্ন দর্শন করে (তার) এরূপ বিপাক হয়। যে সন্ধ্যা সময়ে স্বপ্ন দর্শন করে (তার) এরূপ বিপাক হয়। প্রথম যামে... মধ্যম যামে... অন্তিম যামে... যে দক্ষিণ পার্শ্বে শায়িত হয়ে... যে বাম পার্শ্বে শায়িত হয়ে... যে চিত হয়ে শায়িত হয়ে... যে অধোমুখী হয়ে শায়িত হয়ে... যে (স্বপ্নে) চন্দ্র দর্শন করে... যে সূর্য দর্শন করে... যে মহাসমুদ্র দর্শন করে... যে পর্বতরাজ সমেরু দর্শন করে... যে হস্তী দর্শন করে... যে অশ্ব দর্শন করে... যে রথ দর্শন

করে... যে পদাতিক সৈনিক দর্শন করে... যে সেনাব্যূহ দর্শন করে... যে রমণীয় আরাম দর্শন করে... যে রমণীয় বন দর্শন করে... যে রমণীয় ভূমি দর্শন করে... যে রমণীয় পুকুর দর্শন করে তার এরূপ বিপাক হয়। এভাবে স্বপ্নতত্ত্বিকরা স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রচার করে থাকে।

লক্ষণতত্ত্বিকরা লক্ষণ সম্বন্ধে এভাবে জ্ঞাত করে—এটা মণিলক্ষণ, দণ্ডলক্ষণ, বস্ত্রলক্ষণ, অসিলক্ষণ, তীরলক্ষণ, ধনুলক্ষণ, অস্ত্রলক্ষণ, স্ত্রীলক্ষণ, পুরুষলক্ষণ, কুমারীলক্ষণ, কুমারলক্ষণ, দাসীলক্ষণ, দানলক্ষণ, হস্তিলক্ষণ, অশ্বলক্ষণ, মহিষলক্ষণ, বৃষলক্ষণ, গোলক্ষণ, অজলক্ষণ, মেষলক্ষণ, কুক্কুটলক্ষণ, বর্তকলক্ষণ, গোধলক্ষণ, কর্ণাভরণ লক্ষণ (কানে পরিহিত অলংকার লক্ষণ দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করার বিদ্যা) (কণ্ণিকালকখণং), কচ্ছপলক্ষণ এবং মৃগলক্ষণ। এভাবে লক্ষণতত্ত্বিকরা লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞাত করে।

জ্যোতিষীগণ নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত করে। নক্ষত্র হচ্ছে আটাশ প্রকার। এই নক্ষত্রে ঘরে প্রবেশ করা উচিত। এই নক্ষত্রে মুকুট বন্ধন করা উচিত, এই নক্ষত্রে বিবাহ করা উচিত, এই নক্ষত্রে বীজ বপন করা উচিত এবং এই নক্ষত্রে সহবাস করা উচিত। এভাবে জ্যোতিষীগণ নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত করে।

আথব্বণং সুপিনং লকখণং, নো ৰিদহে অথোপি নকখত্তন্তি। জাদুবিদ্যা, স্বপ্ন, লক্ষণ এবং নক্ষত্রবিদ্যা ব্যবহার না করা, আচরণ না করা, সমাচরণ না করা এবং প্রয়োগ না করা। অথবা গ্রহণ না করা, শিক্ষা না করা, ধারণ না করা, উপধারণ না করা, উপলক্ষ না করা, প্রয়োগ না করা—অতঃপর জাদুবিদ্যা, স্বপ্ন, লক্ষণ ও নক্ষত্রবিদ্যায় নিয়োজিত হবে না (আথব্বণং সুপিনং লকখণং, নো ৰিদহে অথোপি নকখত্তং)।

ৰিরুতঞ্চ গব্ভকরণং, তিকিচ্ছং মামকো ন সেৰেয্যাতি। রবকে মৃগচক্র[১] (মিগবাক্কং) বলা হয়। মৃগচক্রতত্ত্ববিদরা মৃগচক্র সম্বন্ধে ঘোষণা করে—(যেহেতু তারা) পশুপক্ষী এবং চতুষ্পদী প্রাণীর উচ্চারিত শব্দ জানতে পারে। এভাবে মৃগচক্রতত্ত্ববিদরা মৃগচক্র সম্বন্ধে বলে দেয়। (ত্রিরত্নের প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত ভিক্ষুরা) গর্ভধারণকরণের জন্য গর্ভ স্থাপন করে। (তারা বলে) দু'টি কারণে গর্ভ ধারণ হয় না—প্রাণী বা অমনুষ্যের কারণে ও বায়ুক্রুদ্ধ হওয়ার কারণে। (ফলশ্রুতিতে তারা) অমনুষ্যের, বায়ুত্রুদ্ধের, প্রতিঘাত বা ব্যাঘাতের জন্য ওষুধ প্রদান করে। এভাবে গর্ভধারণকরণে গর্ভ স্থাপন করে।

---

[১] বন্য পশুদের চক্র বা মণ্ডল, তাদের দলবদ্ধভাবে বাস করাকে মৃগচক্র বলে।

"চিকিৎসা (তিকিচ্ছা) বলতে পাঁচ প্রকার চিকিৎসা—চক্ষুরোগ চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, কায় চিকিৎসা ভৌতিক এবং কুমারভৃত্য চিকিৎসা। "মামকো" বলতে "যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত, সে ব্যাক্তি ভগবানেরও প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়। ভগবান সেই পুদ্গলকে (উপাসকরূপে) গ্রহণ করেন।

ভগবান এরূপ বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুরা কুহক, অবিনীত (থদ্ধং), গল্পপ্রিয় (বাচাল), কপট, অহংকারী ও অসমাহিত, সেই ভিক্ষুগণ আমার নিজস্ব নয়, তারা এই ধর্ম-বিনয় হতে অপগত, সেই ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, উন্নতি ও বৈপুল্যতা প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষুরা অকুহক বা প্রবঞ্চনাকারী নয়, অকপট, ধীর, অর্থজ্ঞ (অত্থদ্ধা), সুসমাহিত, তাঁরা আমার নিজস্ব, তাঁরা এই ধর্ম-বিনয় হতে অপগত নন, সেই ভিক্ষুগণ এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধি, উন্নতি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হন।"

''কুহা থদ্ধা লপা সিঙ্গী, উন্নলা অসমাহিতা।
ন তে ধম্মে ৰিরূহন্তি, সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতে॥
''নিক্কুহা নিল্লপা ধীরা, অত্থদ্ধা সুসমাহিতা।
তে ৰে ধম্মে ৰিরূহন্তি, সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতে''॥

অনুবাদ : "(যারা) কুহক, অবিনীত (থদ্ধং), গল্পপ্রিয় (বাচাল), কপট, অহংকারী, অসমাহিত, তারা সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত ধর্মে বর্ধিত বা প্রসারিত হয় না।" "(যারা) অকুহক, অকপট, ধীর, অর্থজ্ঞ ও সুসমাহিত, তাঁরা অবশ্যই সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত ধর্মে বৈপুল্য প্রাপ্ত হন।"

ৰিরুতঞ্চ গব্ভকরণং, তিকিচ্ছং মামকো ন সেৰেয্যাতি। আমার নিজস্ব বা আমার অনুগমনকারী ভিক্ষুগণ শব্দ (পশু-পক্ষীর শব্দ), গর্ভকরণ, চিকিৎসা সেবা, নিষেবন বা জনসেবা, সংসর্গ (জনসাধারণের সার্থে সংসর্গ বা মেলামেশ করা), তুষ্টসাধন (জনসাধারণের তুষ্টিসাধন করা), চালাকি, ভাণ ও কার্যভার গ্রহণ করবেন না। অথবা গ্রহণ করবেন না, শিক্ষা করবেন না, ধারণ করবেন না, উপধারণ করবেন না, উপলক্ষ করবেন না, নিযুক্ত করবেন না। এ অর্থে আমার নিজস্ব বা অনুগমনকারী ভিক্ষুগণ শব্দ (পশু-পক্ষীর শব্দ), গর্ভকরণ ও চিকিৎসা সেবা করবেন না (ৰিরুতঞ্চ গব্ভকরণং তিকিচ্ছং মামকো ন সেৰেয্য)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''আথব্বণং সুপিনং লকখণং, নো ৰিদহে অথোপি নকখত্তং।
ৰিরুতঞ্চ গব্ভকরণং, তিকিচ্ছং মামকো ন সেৰেয্যা''তি॥

১৬৩. নিন্দাযনপ্পৰেধেয্য, ন উন্নমেয্য পসংসিতো ভিকখু।

লোভং সহ মচ্ছরিযেন, কোধং পেসুণিযঞ্চ পনুদেয্য॥

অনুবাদ : ভিক্ষু নিন্দায় কম্পিত হন না, প্রশংসায়ও আনন্দিত হন না। তিনি লোভসহ মাৎসর্য, ক্রোধ ও পৈশুন্য বিদূরিত করেন।

নিন্দায নপ্পৱেধেয্যাতি। এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু জ্ঞাতি, গোত্র, কুলপুত্র বা সজ্জন, বর্ণসৌন্দর্য, ধন, অধ্যয়ন (শিক্ষা), কর্মায়তন, শিল্পায়তন, বিদ্যায়তন, শ্রুত বিষয়, প্রতিভাণ বা অন্যতর অন্যতর বিষয়ে নিন্দিত হন, গর্হিত হন, তিরস্কৃত হন বা অপমানিত হন; নিন্দিত, গর্হিত ও তিরস্কৃত হয়ে নিন্দা, তিরস্কার, অপবাদ, অকীর্তি, সৌন্দর্যহীনতা দ্বারা কম্পিত হন না, প্রকম্পিত হন না, সম্প্রকম্পিত হন না, ভীত হন না, শঙ্কিত হন না, ভয়ার্ত হন না, ত্রাসিত হন না, সন্ত্রস্ত হন না; অভীরু, নির্ভীক, ত্রাসহীন, সাহসী হন; এবং ভয়-ভৈরব প্রহীন ও লোমহর্ষ বিগত হয়ে অবস্থান করেন—নিন্দায় কম্পিত হন না (নিন্দায নপ্পৱেধেয্য)।

ন উন্নমেয্য পসংসিতো ভিকখূতি। এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু জ্ঞাতি, গোত্র, কুলপুত্র বা সজ্জন, বর্ণসৌন্দর্য, ধন, অধ্যয়ন (শিক্ষা), কর্মায়তন, শিল্পায়তন, বিদ্যায়তন, শ্রুত বিষয়, প্রতিভাণ বা অন্যতর অন্যতর বিষয়ে প্রশংসিত হন, স্তুতিপ্রাপ্ত হন, কীর্তিত হন; প্রশংসিত, স্তুতিপ্রাপ্ত, কীর্তিত, স্তুতি হয়ে প্রশংসায়, স্তুতিতে, কীর্তিতে ও বর্ণসৌন্দর্যে গৌরব করেন না, গর্ব করেন না, অহংকার করেন না, ভান বা অভিমান করেন না; তদ্বারা মান উৎপন্ন করেন না, স্বার্থপর (থদ্ধো) হন না, আত্মসর্বস্ব হন না, একগুঁয়ে (পগ্গহিতসিরো) হন না। এ অর্থে ভিক্ষু প্রশংসায়ও আনন্দিত হন না (ন উন্নমেয্য পসংসিতো ভিকখু)।

লোভং সহ মচ্ছরিযেন, কোধং পেসুণিযঞ্চ পনুদেয্যাতি। "লোভ" লোভো) বলতে যা লোভ, লুব্ধভাব, লোলুপতা, অনুরাগ, আসক্তি, মুগ্ধতা, অভিধ্যা, লোভ ও অকুশলমূল। "মাৎসর্য" (মচ্ছরিযং) বলতে পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—আবাস মাৎসর্য... মনের গৃহীতভাব। "ক্রোধ" (কোধো) অর্থে যা এরূপ চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত; প্রতিঘ (প্রতিহিংসা), প্রতিবিরোধ; কোপ, প্রকোপ, সম্প্রকোপ (ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ); দোষ, প্রদোষ, সম্প্রদোষ (দুষ্টতা); চিত্তের অনিষ্টতা (অপকার), মনোপ্রদোষ (মনের প্রদুষ্টতা); ক্রোধ, রাগ, ক্রোধতা (রোষ), দোষ, দোষবহ (পাপাচার), দোষবহতা (অনিষ্টকরণ); ক্ষতি, ক্ষতিকরণ, ক্ষতিকরণতা বা বিদ্বেষ (ব্যাপজ্জিতত্তং); বিরোধ, প্রতিবিরোধ; হিংস্রতা, ক্ষোভ এবং চিত্তের অসন্তুষ্টিতা। "পৈশুন্য" (পেসুঞ্ঞং) বলতে এক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি পিশুনভাষী হয়—এখান হতে শুনে ভেদ সৃষ্টির

লক্ষে অন্য স্থানে বলে দেয়। অথবা, এক স্থানে শুনে ভেদ সৃষ্টির জন্য তা অন্য আরেক স্থানে বলে দেয়। এভাবে ঐক্যবদ্ধদের বিভেদ সৃষ্টি করে (বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়), বিভক্তদের উৎসাহিত করে (বা ঐক্য করে না), দল বিভাগেচ্ছু, বর্গরত (বা দল বিভাগে ব্যগ্র), বর্গনন্দী (বা দল বিভাগে সন্তুষ্টি) ও বর্গ বিভক্তিকরণমূলক বাক্য ভাষণ করে—ইহাকে পৈশুন্য বলা হয়।

অধিকন্তু, দুটি কারণে পিশুন বাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়—১) প্রিয় বা মনোজ্ঞ হওয়ার অভিলাষে এবং ২) ভেদ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। কিরূপে মনোজ্ঞ হওয়ার জন্য পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়? এর প্রিয় হবো, মনোজ্ঞ হবো, বিশ্বস্ত হবো, অন্তরঙ্গ বন্ধু (অব্ভন্তরিকো) হবো ও সুহৃদয় হবো। এভাবে প্রিয় বা মনোজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছায় পিশুনবাক্য ভাষণ করে থাকে। কিরূপে ভেদ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে পিশুনবাক্য ভাষণে প্রবৃত্ত হয়? 'এরা কীভাবে পৃথক হতে পারে, অনৈক্য হতে পারে, (অপর একটি) দল হতে পারে, দ্বিধা হতে পারে, দ্বিধাবিভক্ত হতে পারে, দুই পক্ষ হতে পারে, (ঐক্যতা) ভঙ্গ হতে পারে, একত্রিত হতে না পারে এবং দুঃখে অবস্থান করতে পারে, সুখে নয়।' এরূপে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষে পিশুনবাক্য ভাষণ করে থাকে। **লোভং সহ মচ্ছরিযেন, কোধং পেসুণিযঞ্চ পনুদেয্যা**তি। লোভ, মাৎসর্য, ক্রোধ, পৈশুন্য দূর করেন, বিদূরিত করেন, পরিত্যাগ করেন, ধ্বংস করেন, বিনাশ করেন এবং নিবৃত্ত করেন। এ অর্থে লোভসহ মাৎসর্য, ক্রোধ, পৈশুন্য বিদূরিত করেন (লোভং সহ মচ্ছরিযেন, কোধং পেসুণিযঞ্চ পনুদেয্য)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"নিন্দায নপ্পৰেধেয্য, ন উন্নমেয্য পসংসিতো ভিকখু।
লোভং সহ মচ্ছরিযেন, কোধং পেসুণিযঞ্চ পনুদেয্যা"তি॥

১৬৪. কযৰিক্কযে ন তিট্ঠেয্য, উপৰাদং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চি।
গামে চ নাভিসজ্জেয্য, লাভকম্যা জনং ন লপযেয্য॥

অনুবাদ : ভিক্ষু ক্রয়-বিক্রয়ে স্থিত বা লিপ্ত হন না, কাউকে অপবাদ করেন না। তিনি গ্রামে অনুরক্ত হন না, লাভের আকাঙ্ক্ষায় জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা বলেন না।

কযৰিক্কযেন তিট্ঠেয্যাতি। বিনয়ে যে ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে প্রতিক্ষিপ্ত বা বলা হয়েছে, তা এই ক্রয়-বিক্রয় অর্থের সাথে অনভিপ্রেত। কিরূপে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হয়? পাঁচ প্রকার (দ্রব্যের) সাথে চীবর, পাত্র বা অন্যান্য উপকরণ দ্বারা বঞ্চনা করে, অনুরোধ করে বা উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়। এভাবে

ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত হয়। কীভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত হয় না? পাঁচ প্রকার (দ্রব্যের) সাথে পাত্র, চীবর বা অন্যান্য উপকরণ দ্বারা বঞ্চনা করেন না, অনুরোধ করেন না বা উপার্জনে প্রবৃত্ত হন না। এভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত হয় না। **কযৰিক্কযে ন তিট্ঠেয্যা**তি। ক্রয়-বিক্রয়ে স্থিত হন না, নিয়োজিত হন না; ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, পরিত্যাগ করেন, ধ্বংস করেন; ক্রয়-বিক্রয় হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—কযৰিক্কযে ন তিট্ঠেয্য।

উপৰাদং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চীতি। উপবাদকর ক্লেশ কিরূপ? কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁরা ঋদ্ধিমান, দিব্যচক্ষুসম্পন্ন, পরচিত্তজ্ঞ; তাঁরা দূর হতে দর্শন করেন, নিকট হতে নয়; চিত্ত দ্বারা চিত্তকে জানেন। কোন কোন দেবতা আছে, যারা ঋদ্ধিমান, দিব্যচক্ষুসম্পন্ন, পরচিত্তজ্ঞ; তারাও দূর হতে দর্শন করে, নিকট হতে নয়; চিত্ত দ্বারা চিত্তকে জানে। তারা স্থুল-মধ্যম-সূক্ষ্ম ক্লেশ দ্বারা নিন্দা করে। স্থূল ক্লেশ কিরূপ? কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত—এগুলোকে বলা হয় স্থূল ক্লেশ। মধ্যম ক্লেশ কিরূপ? কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক—এগুলোকে বলা হয় মধ্যম ক্লেশ। সূক্ষ্ম ক্লেশ কিরূপ? জ্ঞাতি-বিতর্ক, জনপদ-বিতর্ক, শত্রু-বিতর্ক, পরানুদয় প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, লাভসংকার-সম্মান প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, আমিত্বহীন প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক—এগুলোকে বলা হয় সূক্ষ্ম ক্লেশ। তারা (ভিক্ষু) স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্ম ক্লেশ দ্বারা নিন্দা করেন না, অবজ্ঞা করেন না, উপবাদকর ক্লেশ করেন না, উৎপাদন করেন না, সঞ্জানন করেন না, জন্ম দেন না, উৎপন্ন করেন না; উপবাদকর ক্লেশ ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, পরিহার করেন, ধ্বংস করেন; উপবাদকর ক্লেশ হতে, আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। "কুহিঞ্চি" অর্থে অধ্যাত্ম বা বাহ্যিক অথবা অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কোথায়, কোন স্থানে, কোন জায়গায়?—উপৰাদং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চি।

গামে চ নাভিসজ্জেয্যাতি। কীভাবে গ্রামে সংশ্লিষ্ট হয়? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু গৃহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। সে সহনন্দী (একসঙ্গে বা গ্রামবাসীর সঙ্গে আনন্দোৎসব করা) হয়, অন্যের শোকে শোকপ্রাপ্ত হয়, অন্যজনের সুখে সুখী হয়, দুঃখে দুঃখী হয় এবং উৎপন্ন (বা বিদ্যমান) কৃত্য-করণীয় বিষয়সমূহ (সম্পাদন করতে) নিজেই চেষ্টা করে থাকে। এভাবেই গ্রামে সংশ্লিষ্ট হয়।

অথবা ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান পূর্বক পাত্র গ্রহণ করে কায়-বাক্য-চিত্ত অরক্ষিত হয়ে, স্মৃতিহীন হয়ে এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ে গ্রামে বা নিগমে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করে। সে তথায় তথায় সংলগ্ন হয়, তথায় তথায় বিমোহিত হয়, তথায় তথায় আবদ্ধ হয়, তথায় তথায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এভাবেই গ্রামে সংশ্লিষ্ট হয়।

কীভাবে গ্রামে সংশ্লিষ্ট হন না? এক্ষেত্রে কোন কোনো ভিক্ষু গৃহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করেন না। তিনি সহনন্দী (একসঙ্গে বা গ্রামবাসীর সঙ্গে আনন্দোৎসব করা) হন না, অন্যের শোকে শোকপ্রাপ্ত হন না, অন্যজনের সুখে সুখী হন না, দুঃখে দুঃখী হন না এবং উৎপন্ন (বা বিদ্যমান) কৃত্য-করণীয় বিষয়সমূহ (সম্পাদন করতে) নিজেই চেষ্টা করেন না। এভাবেই গ্রামে সংশ্লিষ্ট হন না।

অথবা ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র গ্রহণ করে কায়-বাক্য-চিত্ত রক্ষা করে, স্মৃতিমান হয়ে এবং সংযত ইন্দ্রিয়ে গ্রামে বা নিগমে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করেন। তিনি তথায় তথায় সংলগ্ন হন না, তথায় তথায় বিমোহিত হন না, তথায় তথায় আবদ্ধ হন না, তথায় তথায় দুর্দশাগ্রস্ত হন না। এভাবেই গ্রামে সংশ্লিষ্ট হন না। "গামে চ নাভিসজ্জেয্য" বলতে গ্রামে সংলগ্ন না হওয়া, গ্রহণ না করা, আবদ্ধ না হওয়া ও বিমোহিত না হওয়া; অননুরক্ত, অসংলগ্ন, অমূর্ছিত, অনিমজ্জিত, বীতলোভী, বিগতলোভী, বীততৃষ্ণ... নিজেই ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন—গামে চ নাভিসজ্জেয্য।

লাভকম্যা জনং ন লপযেয্যাতি। লপন কী? লাভ-সৎকার-সম্মান সন্নিশ্রিতের, পাপেচ্ছুকর, ইচ্ছানুরূপ লোভীর, আমিষচক্ষু সম্পন্নের, অষ্ট লোকধর্ম চিন্তাকারীর অপরের উদ্দেশ্যে যে আলাপন, লপন, কথাবার্তা, ব্যাখ্যা, গল্প, তোষামোদ, আলাপ, স্পষ্টকরণ, অনুজ্ঞা, প্রিয়বাক্য, চাটুকর্ম, নিন্দা, পরিভৃত্যতা, অপরকে অবজ্ঞা; তথায় যে কোমলবাক্য, মিত্রভাবাপন্ন কথা, শিথিলকথা, অপরুষবাক্য ইহাকেই বলা হয় লপন।

অপর দুটি কারণে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে নিজেকে নিচে রেখে অপরকে উচুতে রেখে, নিজেকে উচুতে রেখে অপরকে নিচে রেখে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে। কীভাবে নিজেকে নিচে রেখে অপরকে উচুতে রেখে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে? "তোমরা আমার বহু উপকারী, আমি তোমাদেরকে আশ্রয় করে চীবর পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভ করছি; যারা আমাকে অন্যান্য সামগ্রী দান দিতে বা কোনো কার্য করে দিতে ইচ্ছা করে। তোমাদের আশ্রয়ে থেকে,

তোমাদেরকে দেখে আমার পুরোনো মাতাপিতাকে পর্যন্ত মনে পড়ে না। তোমাদের দ্বারা আমি অমুকের কুলূপক, অমুকের কুলূপক নামে অভিহিত হই।” এভাবে নিজেকে নিচে রেখে অপরকে উচুতে রেখে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে।

কিভাবে নিজেকে উচুতে রেখে অপরকে নিচে রেখে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে? “আমি তোমাদের বহুপকারী, আমার আগমনে তোমরা বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের শরণ গ্রহণ করতে পারছ। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবলা, সুরা জাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন হতে বিরত হচ্ছো। আমি তোমাদের ধর্ম ব্যাখ্যা করে দিই, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, উপোসথ সম্বন্ধে জ্ঞাত করায়, নবকর্ম অধিষ্ঠান করি। অতঃপর তোমরা আমাকে বিভিন্ন কিছু দান দিয়ে সৎকার কর, গৌরব কর, মান্য কর, পূজা কর।” এভাবে নিজেকে উঁচুতে রেখে অপরকে নিচে রেখে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে।

লাভকম্যা জনং ন লপযেয্যাতি। লাভহেতু, লাভ প্রত্যয়ে, লাভের কারণে, লাভের জন্য, লাভের আশায় জনসাধারণের নিকট (কোনো বিষয়) প্রকাশ করে না, লপন ত্যাগ করে, অপনোদন করে, ধ্বংস করে, বিনষ্ট করে; লপন হতে বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, নিসৃত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করে—লাভকম্যা জনং ন লপযেয্য।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ‘‘কযৰিক্কযে ন তিট্ঠেয্য, উপৰাদং ভিকখু ন করেয্য কুহিঞ্চি।
> গামে চ নাভিসজ্জেয্য, লাভকম্যা জনং ন লপযেয্যা’’তি॥

১৬৫. ন চ কত্থিকো সিযা ভিকখু, ন চ ৰাচং পযুত্তং ভাসেয্য।
পাগব্ভিযং ন সিক্খেয্য, কথং ৰিগ্গাহিকং ন কথযেয্য॥

অনুবাদ : ভিক্ষু অহংকারী হবে না, লাভেচ্ছায় অনুরক্ত বাক্য ভাষণ করবে না, প্রগলভতা শিক্ষা করবে না এবং কলহমূলক কথা বলবে না।

ন চ কত্থিকো সিযা ভিকখূতি। এক্ষেত্রে কেউ কেউ অহংকারী, দম্ভকারী হয়। “আমি শীলসম্পন্ন”, “আমি ব্রতসম্পন্ন”, “আমি শীলব্রতসম্পন্ন” বলে এবং জাতির, গোত্রের, কুলিনপুত্রের, বর্ণসৌন্দর্যের, ধনের, ত্রিপিটকশাস্ত্র আলোচনার, ভাবনা অনুশীলনের, শিল্পবিদ্যার, বিদ্যাস্থানের, শ্রুতের, প্রতিভানের এবং অন্যান্য বিষয়ের কারণে অহংকার করে, দম্ভ করে। উপরন্তু “আমি উচ্চকুল হতে প্রব্রজিত হয়েছি”, “আমি মহাধনীকুল হতে প্রব্রজিত হয়েছি”, “আমি বিপুল ভোগ ঐশ্বর্যকুল হতে প্রব্রজিত হয়েছি”, “আমি

সূত্রধর", "আমি বিনয়ধর", "আমি অভিধর্মধর", "আমি আরণ্যিক"... অথবা "আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তিলাভী" বলে অহংকার করে, দম্ভ করে। তবে "ন চ কত্থিকো সিযা ভিক্খূতি" এ বাক্যের মাধ্যমে উপরোক্ত প্রকারে (তিনি) এরূপে অহংকার করেন না, দম্ভ করেন না; বরং অহংকার ত্যাগ, বিদূরীত, বিনাশ এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন; অহংকার হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—ন চ কত্থিকো সিযা ভিকখু।

নচ ৰাচং পযুত্তং ভাসেয্যাতি। লাভেচ্ছা বাক্য কিরূপ? এক্ষেত্রে কেউ কেউ চীবর লাভেচ্ছায় কথা বলে, পিণ্ডপাত লাভেচ্ছায় কথা বলে, শয়নাসন লাভেচ্ছায় কথা বলে, রোগীর পথ্য সদৃশ ভৈষজ্যসম্ভার লাভেচ্ছায় কথা বলে—এগুলোকে বলা হয় লাভেচ্ছা বাক্য।

আবার, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ভৈষজ্যসম্ভার-হেতু সত্যবাক্যও ভাষণ করে, মিথ্যবাক্যও ভাষণ করে; বিদ্বেষপূর্ণ বাক্যও ভাষণ করে, অবিদ্বেষপূর্ণ বাক্যও ভাষণ করে; কর্কশ বাক্যও ভাষণ করে, মিষ্ট বাক্যও ভাষণ করে; বৃথাবাক্যও ভাষণ করে, সারগর্ভ বাক্যও ভাষণ করে এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যও ভাষণ করে—এগুলোকে বলা হয় লাভেচ্ছা বাক্য। অথবা সে অপরকে প্রসন্নচিত্তে ধর্মদেশনা প্রদান করে—"বাস্তবিক আমা কর্তৃক ধর্মদেশনা শুনা হয়েছে, ধর্মদেশনা শুনে প্রশান্তি লাভ করা হয়েছে এবং প্রসন্নসমূহ প্রসন্নের প্রভেদ করা হয়েছে"—এগুলোকে বলা হয় লাভেচ্ছা বাক্য। **ন চ ৰাচং পযুত্তং ভাসেয্যা**তি। ধর্মদেশনা বলার সময় লাভেচ্ছা বাক্য ভাষণ করেন না, কথায় প্রকাশ করেন না, প্রচার করেন না, বর্ণনা করেন না, ব্যাখ্যা করেন না; বরং লাভেচ্ছা বাক্য ত্যাগ করেন, বিদূরীত করেন, বিনাশ করেন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন; এভাবে লাভেচ্ছা বাক্য হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—ন চ ৰাচং পযুত্তং ভাসেয্য।

পাগব্ভিযং ন সিক্খেয্যাতি। "পাগব্ভিযং" বলতে তিন প্রকার প্রগলভ—কায়প্রগলভ, বাকপ্রগলভ, মনোপ্রগলভ।

কায়িক প্রগলভ কী রকম? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু সংঘগত কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে, গণগত কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে, ভোজনশালায় কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে, স্নানাগারে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে, স্নানের ঘাটে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে, অন্তঘরে প্রবিষ্টকালে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে, অন্তঘরে প্রবেশে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে।

কিরূপে সংঘগত কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো সংঘগত ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়, গা-ঘেঁষে উপবেশন করে, সম্মুখে দাঁড়ায়, সম্মুখে উপবেশন করে, উচ্চাসনে উপবেশন করে, মাথা পর্যন্ত পারুপণ করে উপবেশন করে, দাঁড়ানো অবস্থায় কথা বলে, বাহু নেড়ে কথা বলে। এরূপে সংঘগত কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে।

কিরূপে গণগত কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো গণগত ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুগণ খালি পায়ে চঙ্ক্রমণ করার সময় তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নিজে জুতাপায়ে চঙ্ক্রমণ করে, স্থবির ভিক্ষুগণ নিচুস্থানে চঙ্ক্রমণ করার সময় নিজে উচ্চাসনে চঙ্ক্রমণ করে স্থবির ভিক্ষুগণ মাটিতে চঙ্ক্রমণ করার সময় নিজে চঙ্ক্রমণশালায় চঙ্ক্রমণ করে, স্থবির ভিক্ষুগণের গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়, গা-ঘেঁষে উপবেশন করে, সম্মুখে দাঁড়ায়, সম্মুখে উপবেশন করে, উচ্চাসনে উপবেশন করে, মাথা পর্যন্ত পারুপণ করে উপবেশন করে, দাঁড়ানো অবস্থায় কথা বলে, বাহু নেড়ে কথা বলে। এভাবে গণগত কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে।

কিরূপে ভোজনশালায় কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে? এখানে কোনো কোনো ভিক্ষু ভোজনশালায় স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা করে বলপূর্বক সম আসন দখল করে উপবেশন করে, স্থবির ভিক্ষুগণকে আসন দ্বারা নিবারণ করে, গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়, গা-ঘেঁষে উপবেশন করে, সম্মুখে দাঁড়ায়, সম্মুখে উপবেশন করে, উচ্চাসনে উপবেশন করে, মাথা পর্যন্ত পারুপণ করে উপবেশন করে, দাঁড়ানো অবস্থায় কথা বলে, বাহু নেড়ে কথা বলে। এভাবে ভোজনশালা কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে।

কিরূপে স্নানাগারে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু স্নানাগারে স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা করে গা-ঘেষে দাঁড়ায়, গা-ঘেঁষে উপশেন করে, সম্মুখে দাঁড়ায়, সম্মুখে উপবেশন করে, উচ্চ আসনে উপবেশন করে, অজিজ্ঞাসিত হয়ে ও অযাচিত হয়ে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করে, দ্বার বন্ধ করে, বাহু নেড়ে কথা বলে। এভাবে স্নানাগারে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শিত হয়।

কিরূপে স্নানঘাটে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু স্নানঘাটে স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা করে গা-ঘেঁষে অবতরণ করে, সম্মুখে অবতরণ করে, গা-ঘেঁষে স্নান করে, সম্মুখে স্নান করে, উপরিভাগে স্নান করে, গা-ঘেঁষে উত্তরণ করে, সম্মুখে উত্তরণ করে, উপরিভাগে উত্তরণ

করে। এভাবে স্নানঘাটে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শিত হয়।

কিভাবে অন্তরঘরে প্রবেশকালে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবেশকালে স্থবির ভিক্ষুগণকে অশ্রদ্ধা করে গা-ঘেঁষে গমন করে, সম্মুখে গমন করে, একদিকে সরিয়ে যেতে স্থবির ভিক্ষুগণের সম্মুখে সম্মুখে গমন করে। এরূপে অন্তরঘরে প্রবিষ্ট অবস্থায় কায়িক প্রগলভ প্রদর্শিত হয়।

কিরূপে অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে কায়িক প্রগলভ প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবেশের সময় স্থবির ভিক্ষুগণকে "ভন্তে, আপনি প্রবেশ করবেন না" বলে নিজে প্রবেশ করে; "ভন্তে, আপনি দাঁড়াবেন না" বলে নিজে দাঁড়ায়; "ভন্তে, আপনি উপবেশন করবেন না" বলে নিজেই উপবেশন করে। আবার, অনবকাশে প্রবেশ করে, অনবকাশে দাঁড়ায়, অনবকাশে উপবেশন করে, যেই কুলের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ (বা শয়নকক্ষ) গূঢ় (প্রচ্ছন্ন) ও প্রতিচ্ছন্ন; যেখানে কুলস্ত্রী, কুলকন্যা, কুলপুত্রবধূ ও কুলকুমারীরা উপবেশন করে, তথায় সহসা প্রবেশ করা, কুমারের মস্তক স্পর্শ করা। এভাবে অন্তরঘরে (ঘরের মধ্যে) প্রবিষ্ট হয়ে কায়িক প্রগল্ভতা (বা নির্লজ্জতা) প্রদর্শন করে—এটাই কায়িক প্রগল্ভতা।

বাচনিক প্রগল্ভতা কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু সংঘগত বা সংঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে, গণগত হয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে, অন্তঘরে প্রবিষ্ট হয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে। সংঘগত হয়ে কিরূপে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু সংঘগত হয়ে অশ্রদ্ধাবশত স্থবির ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা না করে (বা অনুমতি না নিয়ে) ও আদিষ্ট না হয়ে আরামগত (বিহারে অবস্থানরত) ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা করে, প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে, প্রাতিমোক্ষ পাঠ করে, দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ করে, বাহু বিক্ষেপ বা চালনা করে ভাষণ করে। এভাবেই সংঘগত হয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে।

গণগত হয়ে কিরূপে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু গণগত হয়ে অশ্রদ্ধাবশত স্থবির ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা না করে ও আদিষ্ট না হয়ে আরামগত ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা করে, প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে, দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ করে, বাহু বিক্ষেপ বা চালনা করে ভাষণ করে। আরামগত ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মদেশনা করে, প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে, দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ করে, বাহু বিক্ষেপ বা নেড়ে কথা বলে। এভাবেই গণগত হয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে।

অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে কিরূপে বাচনিক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে স্ত্রী বা কুমারীকে এরূপ বলে—স্ত্রী নামে, স্ত্রীগোত্রে কী আছে? যাগু, ভাত ও খাদ্যদ্রব্য আছে কি? কী পান করব, কী ভোজন করব, কী খাব, কী আছে আমাকে দেখান" বলে বৃথাবাক্য প্রয়োগ করে। এভাবে অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে বাচনিক প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করে—এটাই বাচনিক প্রগল্‌ভতা।

চৈতসিক প্রগল্‌ভতা কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু সম-উচ্চকুল হতে প্রব্রজিত না হয়েও উচ্চকুল হতে প্রব্রজিতদের সাথে নিজেকে চিন্তা দ্বারা (বা মনে মনে) তুলনা করে; সম-মহাভোগকুল হতে প্রব্রজিত না হয়েও মহাভোগকুল হতে প্রব্রজিতদের সাথে নিজেকে মনে মনে তুলনা করে; বড়ভোগকুল হতে প্রব্রজিত না হয়েও বড়ভোগকুল হতে প্রব্রজিতদের সাথে নিজেকে মনে মনে তুলনা করে। সূত্রান্তিকসম না হয়েও সূত্রান্তিকের সাথে নিজেকে মনে মনে তুলনা করে; বিনয়ধরসম না হয়েও বিনয়ধরের সাথে... ধর্মকথিকসম না হয়েও ধর্মকথিকের সাথে... আরণ্যিকসম না হয়েও আরণ্যিকের সাথে... পিণ্ডপাতিকসম না হয়েও পিণ্ডপাতিকের সাথে... পাংশুকূলিকসম না হয়েও পাংশুকূলিকের সাথে... ত্রিচীবরিকসম না হয়েও ত্রিচীবরিকের সাথে... সপদানচারিকসম না হয়েও সপদানচারিকের সাথে... খলুপশ্চাৎভত্তিকসম না হয়েও খলুপশ্চাৎভত্তিকের সাথে... নৈসজ্জিকসম না হয়েও নৈসজ্জিকের সাথে... যথাসন্তুষ্টিকসম না হয়েও যথাসন্তুষ্টিকের সাথে নিজেকে মনে মনে তুলনা করে; প্রথম ধ্যানলাভীসম না হয়েও প্রথম ধ্যানলাভীর সাথে নিজেকে মনে মনে তুলনা করে; দ্বিতীয় ধ্যানলাভীসম না হয়েও দ্বিতীয় ধ্যানলাভীর সাথে... তৃতীয় ধ্যানলাভীসম না হয়েও তৃতীয় ধ্যানলাভীর সাথে... চতুর্থ ধ্যানলাভীসম না হয়েও চতুর্থ ধ্যানলাভীর সাথে... আকাশায়তন-সমাপত্তিলাভীসম না হয়েও আকাশায়তন-সমাপত্তি-লাভীর সাথে... বিজ্ঞানায়তন-সমাপত্তিলাভীসম না হয়েও বিজ্ঞানায়তন-সমাপত্তি-লাভীর সাথে... আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তিলাভীসম না হয়েও আকিঞ্চনায়তন-সমাপত্তিলাভীর সাথে... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিলাভীসম না হয়েও নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-সমাপত্তিলাভীর সাথে নিজেকে মনে মনে তুলনা করে—এটাই চৈতসিক প্রগল্‌ভতা। "শিক্ষা করেন না" (ন সিক্খেয্য) বলতে প্রগল্‌ভতা শিক্ষা করেন না, অভ্যাস করেন না, আচরণ করেন না, সমাচরণ করেন না, ব্যবহার করেন না। প্রগল্‌ভতা পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন, নিবৃত্ত করেন; প্রগল্‌ভতা হতে নিবৃত্ত, বিরত,

প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—প্রগল্‌ভতা শিক্ষা করেন না (পাগব্ভিযং ন সিকেখয্য)।

কথং ৰিগ্গাহিকং ন কথযেয্যাতি। কলহজনক কথা কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু এরূপ ভাষণকারী হয়—"তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না... যদি তুমি সেটা অসত্য বলে প্রতিবাদ করতে সমর্থ হও!" তাই ভগবান বলেছেন, "হে মোদ্গল্যায়ন, কলহজনক কথায় কথাবাহুল্যতা আকাঙ্ক্ষিত হয়, কথাবাহুল্যতায় ঔদ্ধত্য (চঞ্চলতা) উৎপন্ন হয়, উদ্ধতের (চঞ্চল ব্যক্তির) অসংবর হয়, অসংবরের চিত্ত সমাধি হতে দূরে থাকে।" **কথং ৰিগ্গাহিকং ন কথযেয্যা**তি। কলহজনক কথা বলেন না, ভাষণ করেন না, ব্যাখ্যা করেন না, ব্যবহার করেন না। কলহজনক কথা পরিত্যগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন, নিবৃত্ত করেন; কলহজনক কথা হতে নিবৃত্ত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—কলহজনক কথা বলেন না (কথং ৰিগ্গাহিকং ন কথযেয্য)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ন চ কত্থিকো সিযা ভিকখু, ন চ ৰাচং পযুত্তং ভাসেয্য।
পাগব্ভিযং ন সিকেখয্য, কথং ৰিগ্গাহিকং ন কথযেয্যা"তি॥

১৬৬. মোসৰজ্জে ন নিয্যেথ, সম্পজানো সঠানি ন কযিরা।
অথ জীৰিতেন পঞ্ঞায, সীলব্বতেন নাঞ্ঞমতিমঞ্ঞে॥

অনুবাদ : মিথ্যাকথায় নিয়োজিত হবে না, সম্প্রজ্ঞানে শঠাদি আচরণ করবে না। জীবিকা, প্রজ্ঞা ও শীলব্রত (প্রভৃতি) বিষয়ে অন্যকে অবজ্ঞা করবে না।

মোসৰজ্জে ন নিয্যেথাতি। "মিথ্যাকথা" বলতে অসত্য কথা। এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু সভায় গিয়ে, পরিষদে গিয়ে... অথবা যৎকিঞ্চিৎ লাভের আশায় সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করে—ইহাকে মিথ্যাকথা বলা হয়। অধিকন্তু, তিন প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করা হয়—(ভাষণের) পূর্বে "মিথ্যা ভাষণ করব" বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণকালে "মিথ্যা ভাষণ করছি" বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণের পর "মিথ্যা ভাষণ করেছি" বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়। এই তিন প্রকারে মিথ্যাভাষণ করা হয়। অপিচ, চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে... আট প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করা হয়—(ভাষণের) পূর্বে "মিথ্যা ভাষণ করব" বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণকালে "মিথ্যা ভাষণ করছি" বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, ভাষণের পর

"মিথ্যা ভাষণ করেছি" বলে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, মিথ্যাদৃষ্টির দ্বারা মিথ্যা ভাষণ করা হয়, মিথ্যা ইচ্ছায় মিথ্যা ভাষণ করা হয়, মিথ্যা অভিরুচিতে মিথ্যা ভাষণ করা হয়, মিথ্যা সংজ্ঞায় মিথ্যা ভাষণ করা হয় এবং মিথ্যাভাব বা মিথ্যা অভিপ্রায়ে মিথ্যা ভাষণ করা হয়। এই আট প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করা হয়।

মোসৰজ্জে ন নিয়েথাতি। মিথ্যা কথায় চালিত হবেন না, নীত হবেন না, পরিচালিত হবেন না, আহরিত হবেন না; মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করবেন, অপনোদন করবেন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন; মিথ্যাকথা হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে উন্মুক্ত চিত্তে অবস্থান করবেন—মিথ্যাকথায় চালিত হবেন না।

সম্পজানো সঠানি ন কযিরাতি। শঠতা কিরূপ? এখানে কেউ কেউ ধূর্ত এবং অতিশয় ধূর্ত হয়, যা তথায় ধূর্ত, শঠতা, ধূর্ততা, উগ্রতা, কর্কশতা, প্রতারণা এবং ছলনা এটাকে বলা হয় শঠতা। **সম্পজানো সঠানি ন কযিরা**তি। সম্প্রজ্ঞানী হয়ে শঠতা আচরণ করবে না; তা উৎপন্ন করবে না, সঞ্জানন করবে না, উৎপাদন করবেন না, জন্ম দেবে না, উদ্ভব করবে না বরং শঠতা ত্যাগ করবে, পরিত্যাগ করবে, অপনোদন করবে ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবেন; শঠতা হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে উন্মুক্ত চিত্তে অবস্থান করবে। এ অর্থে সম্প্রজ্ঞানী হয়ে শঠতা করবে না (সম্পজানো সঠানি ন কযিরা)।

অথ জীৰিতেন পঞ্ঞায, সীলব্বতেন নাঞ্ঞমতিমঞ্ঞেতি। "অথ" বলতে পদসন্ধি... এটা পদানুক্রমতা—অতঃপর (অথ)। এখানে কেউ কেউ হীন জীবিকায় জীবন ধারণকারী অপর সম্যক জীবিকায় জীবনধারণকারীকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করে—"কী কারণে এই বাহুল্য জীবিকাকারী সমস্ত ধন-সম্পদ (সমভাবে) পরিভোগ করে? যেমন : মূলবীজ, খন্ধবীজ, ফলবীজ, অগ্রবীজ ও বীজবীজ। এই পাঁচ প্রকার বীজ চক্রহীন ব্রজপাতের ন্যায় দাঁতে চাপিয়ে সবি সে ভক্ষণ করে। সে তার হীন জীবিকায় জীবন ধারণ-হেতু অপর উত্তম বা সম্যকজীবীকে অত্যন্ত ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে।

কোনো কোনো সম্যক জীবিকায় জীবনধারণকারী অপর হীনজীবিকায় জীবনধারণকারীকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করে—"কী কারণে এই ব্যক্তি অল্পপুণ্যসম্পন্ন ও অল্প শিক্ষিত হয়ে চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভ করে না?" তদ্ধেতু সে তার সম্যক জীবিকার দ্বারা অপর হীন জীবিকায় জীবনধারণকারীকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করে। কেউ কেউ

প্রজ্ঞাবান সম্পন্ন হয়। সে জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়। তার এরূপ চিন্তা উদয় হয় : "আমি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অন্যরা এরূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন নয়।" সে তার প্রজ্ঞাসম্পদের দ্বারা পরকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করে। কেউ কেউ শীলসম্পন্ন হয়, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত হয়ে অবস্থান করে, অণুমাত্র পাপসমূহে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করে। তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—"আমি শীলসম্পন্ন, অন্য ভিক্ষুরা দুঃশীল, পাপাচারী।" সে তার শীলসম্পদের-হেতু অপরকে অতিশয় নিন্দা করে। কোন কোন আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক... ব্রতসম্পন্ন হয়। তার এরূপ হয় : "আমি ব্রতসম্পন্ন, অন্যরা এরূপ ব্রতসম্পন্ন নয়"। সে তার ব্রতসম্পদের দ্বারা অন্যজনকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করে। কোনো কোনো ভিক্ষু ব্রতসম্পন্ন হয়; যথা : আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক, ত্রিচীবরিক, সপদানচারিক, খলুপশ্চাৎভক্তিক, নৈসজ্জিক বা যথাসন্তুষ্টিক। তার এরূপ মনে হয়—"আমি ব্রতসম্পন্ন, এরা ব্রতসম্পন্ন নয়।" সে তার ব্রতসম্পদের দ্বারা অপরকে অতিশয় নিন্দা করে। **অথ জীৰিতেন পঞঞায, সীলব্বতেন নাঞঞমতিমঞেঞ**তি। (অতঃপর ইহলোক) হীনজীবিকা, সম্যক জীবিকা, প্রজ্ঞাসম্পদ, শীলসম্পদ ও ব্রতসম্পদের দ্বারা পরকে কখনো নিন্দা করবে না, অবজ্ঞা করবে না। তদ্‌দ্বারা অহংকার জানতে পেরে দেমাগ থাকবে না, রুক্ষা বা একগুয়েমি শীর্ষে ধারণ করবে না। অতঃপর জীবন, প্রজ্ঞা, শীলব্রত দ্বারা অন্যকে অবজ্ঞা করবে না (অথ জীৰিতেন পঞঞায সীলব্বতেন নাঞঞমতিমঞেঞ)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''মোসৰজ্জে ন নিয্যেথ, সম্পজানো সঠানি ন কযিরা।
অথ জীৰিতেন পঞঞায, সীলব্বতেন নাঞঞমতিমঞেঞ''তি॥

১৬৭. সুত্বা রুসিতো বহুং ৰাচং, সমণানং ৰা পুথুজনানং।
ফরুসেন নে ন পটিৰজ্জা, ন হি সন্তো পটিসেনিং করোন্তি॥

অনুবাদ : শ্রমণ এবং পৃথগ্‌জনের বহু প্রকার দূষিত বা নিন্দিত বাক্য শ্রবণ করলেও কর্কশ কথা বলবে না, কারণ শান্ত বা পণ্ডিতগণ তাতে শত্রুতা বা প্রতিকূল আচরণ করেন না।

সুত্বা রুসিতো বহুং ৰাচং, সমণানং পুথুজনানন্তি। "রুসিতো" বলতে দূষিত, রাগান্বিত, অপমানিত, ঘৃণিত, গর্হিত ও নিন্দিত। "সমণানং" বলতে যারা বুদ্ধ শাসনের বাইরে পরিব্রাজককুলে উপগত, পরিব্রাজককুলে উপনীত।

"পুথুজনানং" বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেব ও মনুষ্য; তারা বহু প্রকার অনিষ্টকর, অমার্জিত ও অপ্রিয় বাক্য দ্বারা আক্রোশ করতে পারে, পরিভাষণ করতে পারে, রোষ করতে পারে, ক্রোধ করতে পারে, হিংসা করতে পারে, ক্ষতি করতে পারে, উৎপীড়ন করতে পারে, নিপীড়ন করতে পারে, আঘাত করতে পারে, উপঘাত করতে পারে এবং বিনাশ করতে পারে; তাদের বহু প্রকার অনিষ্টকর, অমনোজ্ঞ ও অপ্রিয় বাক্য শোনে, শ্রবণ করে, শিক্ষা করে, উপধারণ করে এবং উপলক্ষ করেও এ অর্থে উপরোক্ত বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, শ্রমণ এবং পৃথগ্জনের বহু প্রকার দূষিত বাক্য শ্রবণ করে (সুত্বা রুসিতো বহুং ৰাচং, সমণানং ৰা পুথুজনানং)।

ফরুসেন নে ন পটিৰজ্জাতি। "ফরুসেন" বলতে কর্কশ কথা ও কটু কথা ভাষণ করবে না, আক্রোশকারীকে প্রতি আক্রোশ করবে না, রোষকারীকে প্রতি রোষ করবে না। ঝগড়াকারীর সাথে প্রতিঝগড়া, কলহ, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিবাদ ও বিরোধ করবে না। কলহ, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিবাদ ও বিরোধ ত্যাগ করবে, অপনোদন করবে, অপসারণ করবে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে। কলহ, দ্বন্দ্ব, বিগ্রহ, বিবাদ ও বিরোধ হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করবে—কর্কশ কথা এবং মিথ্যাকথা বলবে না (ফরুসেন নে ন পটিৰজ্জা)।

ন হি সন্তো পটিসেনিং করোন্তীতি। "সন্তো" বলতে রাগের উপশম হওয়ায় শান্ত, দ্বেষের... মোহের... ক্রোধের... বিদ্বেষের... এবং সমস্ত অকুশলাভিসংস্কারের শান্ত, প্রশান্ত, উপশম, পরিত্যাগ, নিবৃত্ত, বিগত, প্রতিপ্রশ্রব্ধ হওয়ায় শান্ত, উপশান্ত, উপশমিত, নিবৃত্ত এবং প্রশান্ত—শান্ত (সন্তো)। **ন হি সন্তো পটিসেনিং করোন্তী**তি। শান্ত ব্যক্তি শত্রুতা, বিরোধ, বিভেদ ও প্রতিপক্ষতা করেন না, জন্ম দেন না, সঞ্জানন করেন না, উৎপন্ন করেন না, উৎপাদন করেন না—শান্ত ব্যক্তি শত্রুতা করেন না (ন হি সন্তো পটিসেনিং করোন্তি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"সুত্বা রুসিতো বহুং ৰাচং, সমণানং ৰা পুথুজনানং।
ফরুসেন নে ন পটিৰজ্জা, ন হি সন্তো পটিসেনিং করোন্তী"তি॥

১৬৮. এতঞ্চ ধম্মমঞ্ঞায, ৰিচিনং ভিকখু সদা সতো সিকেখ।
সন্তীতি নিব্বুতিং ঞত্বা, সাসনে গোতমস্স নপ্পমজ্জেয্য॥

অনুবাদ : ভিক্ষু এই (দেশিত) ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ও পরীক্ষা করে সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে শিক্ষা করেন। নিবৃত্তি আছে জ্ঞাত হয়ে গৌতমের শাসনে প্রমত্ত হন না।

এতঞ্চ ধম্মমঞঞাযতি। "এই" (এতং) বলতে ব্যাখ্যাত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, জ্ঞাপিত, বিবৃত, বর্ণিত, উন্মুক্ত (বিশ্লেষিত) ও প্রকাশিত ধর্মকে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, উন্মুক্ত বা সহজবোধ্য করে। এরূপে এই ধর্ম জ্ঞাত হয়ে (এৰম্পি এতঞ্চ ধম্মমঞঞায)। অথবা সম (সদৃশ), বিসম (বিসদৃশ), পথ, বিপথ, সাবদ্য, অনবদ্য, হীন, প্রণীত, কৃষ্ণ, শুক্ল, বিজ্ঞগণ কর্তৃক গর্হিত এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশংসিত ধর্মকে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, সুনিশ্চিত করে। এরূপে এই ধর্ম জ্ঞাত হয়ে (এৰম্পি এতঞ্চ ধম্মমঞঞায)। অথবা সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অনুকূল প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ প্রতিপদা, জ্ঞাতার্থ প্রতিপদা (অন্বত্থপটিপদং), ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা, শীলসমূহ পরিপূর্ণকরণতা, ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বারতা (ইন্দ্রিয় দমন), ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, জাগ্রতাবস্থা (বিনিদ্রা), স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান, চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামী প্রতিপদা ধর্মকে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, সুনিশ্চিত করে। এরূপে এই ধর্ম জ্ঞাত হয়ে (এৰম্পি এতঞ্চ ধম্মমঞঞায)।

ৰিচিনং ভিকখু সদা সতো সিকেখতি। "পরীক্ষা করে" (ৰিচিনং) বলতে পরীক্ষা করে করে, গবেষণা করে করে, তুলনা করে করে, বিচার করে করে, বিবেচনা করে করে, উন্মুক্ত বা সহজবোধ্য করে করে। "সকল সংস্কার অনিত্য"... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" বলে পরীক্ষা করে করে, গবেষণা করে করে, তুলনা করে করে, বিচার করে করে, বিবেচনা করে করে, উন্মুক্ত বা সহজবোধ্য করে করে—ভিক্ষু পরীক্ষা করে (ৰিচিনং ভিকখু)। "সর্বদা" (সদা) বলতে সদা, সর্বদা, সর্বকাল... শেষ বয়সে। "স্মৃতিমান" (সতো) বলতে চারটি বিষয়ে স্মৃতিমান—কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান... তাই স্মৃতিমান বলা হয়। "শিক্ষা" (সিকেখথ) বলতে ত্রিবিধ শিক্ষা—অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা... ইহা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন... শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচরণ করেন, গ্রহণ করে আচরণ করেন। এ অর্থে ভিক্ষু পরিক্ষা করে সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে শিক্ষা

করেন (ৰিচিনং ভিকখু সদা সতো সিকেখ)।

সন্তীতি নিব্বুতিং ঞত্বাতি। রাগের নিবৃত্তি আছে তা জ্ঞাত হয়ে, দ্বেষের... মোহের... সকল অকুসলাভিসংস্কারের নিবৃত্তি আছে তা জ্ঞাত হয়ে, অবগত হয়ে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, বিশ্লেষণ করে। এ অর্থে নিবৃত্তি আছে জ্ঞাত হয়ে (সন্তীতি নিব্বুতিং ঞত্বা)।

সাসনে গোতমস্স নপ্পমজ্জেয্যাতি। গৌতমের শাসনে, বুদ্ধশাসনে, জিনশাসনে, তথাগত-শাসনে, দেবশাসনে, অর্হৎ-শাসনে। "প্রমত্ত হন না" (নপ্পমজ্জেয্য) বলতে কুশলধর্মসমূহে উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রচেষ্টাকারী, অনলস, অদম্য ছন্দানুরাগী (অনিকিখত্তচ্ছন্দো) ও অনিক্ষিপ্তধুর (কার্যভার অপরিত্যাগী) হন। "আমি কখন অপরিপূর্ণ শীলস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব... অপরিপূর্ণ সমাধিস্কন্ধকে... প্রজ্ঞাস্কন্ধকে... বিমুক্তিস্কন্ধকে... বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন-স্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব? আমি কখন অপরিজ্ঞাত দুঃখকে পরিজ্ঞাত হবো, অপ্রহীন ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করব, অভাবিত মার্গকে ভাবিত করব, অসাক্ষাৎকৃত নিরোধকে সাক্ষাৎ করব?" এরূপে কুশলধর্মসমূহে যা ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা, স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম, অধিষ্ঠান, অধ্যবসায় ও অপ্রমাদ। এ অর্থে গৌতমের শাসনে প্রমত্ত হবেন না (সাসনে গোতমস্স নপ্পমজ্জেয্য)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''এতঞ্চ ধম্মমঞ্ঞায, ৰিচিনং ভিকখু সদা সতো সিকেখ।
সন্তীতি নিব্বুতিং ঞত্বা, সাসনে গোতমস্স নপ্পমজ্জেয্যা''তি॥

১৬৯. অভিভূহি সো অনভিভূতো, সকিখধম্মমনীতিহমদ্দসি।
তস্মা হি তস্স ভগৰতো সাসনে,
অপ্পমত্তো সদা নমস্সমনুসিকেখ॥[ইতি ভগৰা]

অনুবাদ : তিনি অভিভূ (বিজয়ী), অনভিভূত এবং প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম দর্শন করেছেন। তদ্ধেতু তিনি ভগবানের শাসনে অপ্রমত্ত হয়ে সর্বদা শ্রদ্ধাসহকারে শিক্ষা করেন।

অভিভূহি সো অনভিভূতোতি। "অভিভূ" (অভিভূ) বলতে রূপাভিভূ, শব্দাভিভূ গন্ধাভিভূ, রসাভিভূ, স্পর্শাভিভূ, ধর্মাভিভূ। (তিনি) কোনো ক্লেশ দ্বারা অভিভূত নন; কোনো পাপ, অকুশলধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্ম প্রদানকারী, বেদনাদায়ক বা ভয়ানক দুঃখবিপাক এবং ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণাদিতে পরাজিত নন। এ অর্থে তিনি অভিভূ, অনভিভূত (অভিভূ হি সো অনভিভূতো)।

সকিখধম্মমনীতিহমদ্দসীতি। "প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম" (সকিখধম্মং) বলতে এই এই মতে নয়, জনশ্রুতিতে নয়, পরম্পরায় নয়, ত্রিপিটকের বিধিসঙ্গত ভিত্তিতে নয় (ন পিটকসম্পদায), যুক্তিতর্ক দ্বারা নয়, কার্যের প্রণালী দ্বারা নয়, আকার পরিবিতর্ক (বিবেচনা) দ্বারা নয়, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছায় নয়; নিজে নিজে, স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষীভূত ধর্মকে দেখেছিলেন, দর্শন করেছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন, প্রতিবিদ্ধ বা জ্ঞাত হয়েছিলেন। এ অর্থে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম দর্শন করেছেন (সকিখধম্মমনীতিহমদ্দসি)।

তস্মা হি তস্স ভগৰতো সাসনেতি। "তদ্ধেতু" (তস্মা) বলতে সেজন্য, সেই কারণ, সেই হেতু, সেই প্রত্যয়, সেই নিদান। **তস্স ভগৰতো সাসনে**তি। সেই ভগবানের শাসনে, গৌতমের শাসনে, বুদ্ধের শাসনে, জিনশাসনে, তথাগত-শাসনে, দেবশাসনে, অর্হত্ত্ব-শাসনে; তদ্ধেতু সেই ভগবানের শাসনে (তস্মা তস্স ভগৰতো সাসনে)।

অপ্পমত্তো সদা নমস্সমনুসিক্খে (ইতি ভগৰা)তি। "অপ্রমত্ত" (অপ্পমত্তো) বলতে কুশলধর্মসমূহে উৎসাহী... ও অপ্রমাদ। "সর্বদা" (সদা) অর্থে সদা, সর্বদা, সর্বকাল... শেষ বয়সে। "শ্রদ্ধাসহকারে" (নমস্সং) বলতে কায়ে শ্রদ্ধাসহকারে, বাক্যে শ্রদ্ধাসহকারে, চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে, জ্ঞাতার্থ প্রতিপদা দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে অথবা ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তি দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে, সৎকারানুসারে, গৌরবানুসারে, মান্যানুসারে, পূজাসহকারে, সম্মানসহকারে। "শিক্ষা করেন" (অনুসিক্খে) অর্থে ত্রিবিধ শিক্ষা—অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা... ইহা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন... সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচরণ করেন, গ্রহণ করে আচরণ করেন। "ভগবান" (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন... এই 'ভগবান' নাম বুদ্ধ ভগবানগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে—অপ্পমত্তো সদা নমস্সমনুসিক্খে। (ইতি ভগৰা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''অভিভূ হি সো অনভিভূতো, সকিখধম্মমনীতিহমদ্দসি।
তস্মা হি তস্স ভগৰতো সাসনে,
অপ্পমত্তো সদা নমস্সমনুসিক্খে''॥ [ইতি ভগৰাতি]

[তুৰট্টক সূত্র বর্ণনা চতুর্দশ]

১৫. আত্মদণ্ড সূত্র বর্ণনা

অতঃপর আত্মদণ্ড সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

১৭০. অত্তদণ্ডা ভযং জাতং, জনং পস্সথ মেধগং।
সংৰেগং কিত্তযিস্সামি, যথা সংৰিজিতং মযা॥

অনুবাদ : আত্মদণ্ড হতে ভয় জাত হয়; হে মেধাবী, জনসাধারণকে দর্শন কর। আমার দ্বারা যা সংবিদিত, সেই সংবেগ আমি প্রকাশ করব।

অত্তদণ্ডা ভযং জাতন্তি। "দণ্ডা" অর্থে তিন প্রকার দণ্ড; যথা : কায়দণ্ড, বাকদণ্ড, মনোদণ্ড। ত্রিবিধ কায়দুশ্চরিত কায়দণ্ড, চতুর্বিধ বাক্‌দুশ্চরিত বাকদণ্ড, ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিত মনোদণ্ড। "ভযং" বলতে দুই প্রকার ভয়—ইহকাল ভয়, পরকাল ভয়। ইহকাল ভয় কিরূপ? এ জগতে কেউ কেউ কায়দুশ্চরিত কর্ম সম্পাদন করে, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত কর্ম সম্পাদন করে, প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, সিঁদ কাটে, গ্রাম লুণ্ঠন করে, এক এক গৃহ ঘেরাও করে লুট করে, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যাভাষণ করে। (প্রজারা) তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজাকে দেখায়, "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপাচারী, একে যা ইচ্ছা দণ্ড প্রদান করুন।" তখন রাজা তাকে ভৎর্সনা করেন। সে ভৎর্সনার প্রত্যয়ে ভয় উৎপন্ন করে, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আত্মদণ্ড হতে জাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, জন্ম ও প্রাদুর্ভূত হয়।

রাজা এতেও তুষ্ট হন না। রাজা তাকে শৃঙ্খলবন্ধন, রজ্জুবন্ধন, শিকলবন্ধন, বেত্রবন্ধন, লতাবন্ধন, প্রক্ষেপবন্ধন, পরিক্ষেপবন্ধন, গ্রামবন্ধন, নিগমবন্ধন, নগরবন্ধন, রাষ্ট্রবন্ধন অথবা জনপদ বন্ধনে আবদ্ধ করায়ে এরূপ ঘোষণা দেন : "এই বন্ধন থেকে তোমায় মুক্তি দেয়া যাবে না।" সে বন্ধনের প্রত্যয়ে ভয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আত্মদণ্ড হতে জাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, জন্ম ও পাদুর্ভূত হয়।

রাজা এতেও তুষ্ট হন না। রাজা তার ধন আনয়ন করান—শত, সহস্র বা লক্ষ। সে সম্পত্তির পরিহানীর প্রত্যয়ে ভয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আত্মদণ্ড হতে জাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, জন্ম ও প্রাদুর্ভূত হয়।

রাজা এতেও তুষ্ট হন না। রাজা তাকে নানা প্রকার শাস্তি প্রদান করেন—কশাঘাত, দণ্ডাঘাত, বেত্রাঘাত করেন; হাত কেটে দেন, পা কেটে দেন, হাত-

পা কেটে দেন, কান কেটে দেন, নাক কেটে দেন; নাক-কান কেটে দেন, গরম জলে সিদ্ধ করেন, শঙ্কমুণ্ডিক করেন, রাহুমুখ করেন, জৌতিমালিক (এক প্রকার যন্ত্রণা) করেন, হাত পুড়িয়ে দেন, এরক পত্তিক করে দৌড়াতে আদেশ দেন (এক প্রকার শাস্তি), চর্ম পুড়িয়ে দেয়, এণেয্যক করেন, শূলে বিদ্ধ করেন, মাংস টুকরো টুকরো করে কাটেন। বিভিন্ন প্রকার মানসিক শাস্তি প্রদান করেন, তেলের ঘানিতে আবদ্ধ করে ঘুরান, প্রহারে প্রহারে অস্থি চুরমার করেন, উত্তপ্ত তেলে সিদ্ধ করেন, কুকুরকে দিয়ে খাওয়ান, জীবিত অবস্থায় শূলে বিদ্ধ করেন, তলোয়ার দিয়ে মাথা কেটে দেন। সে কর্মকারণ ভয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আত্মদণ্ড হতে জাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, জন্ম ও পাদুর্ভূত হয়। রাজা এই চারি প্রকার দণ্ডের মালিক।

সে স্বীয় কর্মের কারণে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। তথায় নিরয়পালেরা পঞ্চবিধ বন্ধনে তাকে শাস্তি প্রদান করে—তপ্ত লৌহশূল (এক) হাতে বিদ্ধ করে, তপ্ত লৌহশূল দ্বিতীয় হাতে বিদ্ধ করে, তপ্ত লৌহশূল (এক) পায়ে বিদ্ধ করে, তপ্ত লৌহশূল দ্বিতীয় পায়ে বিদ্ধ করে এবং তপ্ত লৌহশূল উরুর মাঝখানে বিদ্ধ করে। সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; পাপকর্ম শেষ না হওয়া সে মৃত্যুবরণ করে না। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আত্মদণ্ড হতে জাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, জন্ম ও প্রাদুর্ভূত হয়।

তথায় নিরয়পালেরা তাকে শয়ন করিয়ে কুঠার দ্বারা টুকরো টুকরো করে। সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; পাপকর্ম শেষ না হওয়া সে মৃত্যুবরণ করে না।তথায় নিরয়পালেরা তাকে ঊর্ধ্বপাদ, অধোশির করে ধরে কুঠার দ্বারা টুকরো টুকরো করে। তথায় নিরয়পালেরা তাকে রথে যোজনা করে উত্তপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, জ্বলন্ত ভূমির উপর দিয়ে সেই রথ চালায়, নিয়ে যায়...নিরয়পালেরা তাকে উত্তপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, জ্বলন্ত মহা অঙ্গারপর্বতে আরোহণ করায়, উঠায়... নিরয়পালগণ তাকে তাড়াতাড়ি ঊর্ধ্বপথ ও অধঃশির করে গ্রহণ করে তপ্ত, প্রদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত এবং অত্যন্ত উত্তপ্ত লৌহকুম্ভীতে নিক্ষেপ করে। তথায় সে ফেণাযুক্ত তপ্ত লৌহরসে পক্ব হয়। আর ফেণাযুক্ত তপ্ত লৌহরসে পক্ব হওয়ার সময় একবার উর্ধে উঠে, একবার নিচে নামে, একবার আড়াআড়িভাবে থাকে। এভাবে সে তথায় তীব্র, কটু এবং দুঃখপূর্ণ বেদনা ভোগ করে। যাবৎ তার সেই পাপ কর্মফল শেষ না হয়, তাবৎ পর্যন্ত নারকীর মৃত্যু হয় না। তার এরূপ ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা

হতে (উৎপন্ন হয়)? নিজের পীড়নজাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত হয়। নিরয়পালগণ তাড়াতাড়ি তাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে। সে মহানিরয় নিম্নরূপ :

‘‘চতুক্কণ্ণো চতুদ্বারো, ৰিভত্তো ভাগসো মিতো।
অযোপাকারপরিযন্তো, অযসা পটিকুজ্জিতো॥
‘‘তস্স অযোমযা ভূমি, জলিতা তেজসা যুতা।
সমন্তা যোজনসতং, ফরিত্বা তিট্ঠতি সব্বদা॥
‘‘কদরিযাতপনা ঘোরা, অচ্চিমন্তো দুরাসদা।
লোমহংসনরূপা চ, ভিস্মা পটিভযা দুখা॥
‘‘পুরত্থিমায ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
দহন্তো পাপকম্মন্তে, পচ্ছিমায পটিহঞ্ঞতি॥
‘‘পচ্ছিমায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
দহন্তো পাপকম্মন্তে, পুরত্থিমায পটিহঞ্ঞতি॥
‘‘উত্তরায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
দহন্তো পাপকম্মন্তে, দকিখণায পটিহঞ্ঞতি॥
‘‘দকিখণায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
দহন্তো পাপকম্মন্তে, উত্তরায পটিহঞ্ঞতি॥
‘‘হেট্ঠতো চ সমুট্ঠায, অচ্চিকখন্ধো ভযানকো।
দহন্তো পাপকম্মন্তে, ছদনস্মিং পটিহঞ্ঞতি॥
‘‘ছদনস্মা সমুট্ঠায, অচ্চিকখন্ধো ভযানকো।
দহন্তো পাপকম্মন্তে, ভূমিযং পটিহঞ্ঞতি॥
‘‘অযোকপালমাদিত্তং, সন্তত্তং জলিতং যথা।
এৰং অৰীচিনিরযো, হেট্ঠা উপরি পস্সতো॥
‘‘তত্থ সত্তা মহালুদ্দা, মহাকিব্বিসকারিনো।
অচ্চন্তপাপকম্মন্তা, পচ্চন্তি ন চ মিয্যরে॥
‘‘জাতৰেদসমো কাযো, তেসং নিরযৰাসিনং।
পস্স কম্মানং দল্হত্তং, ন ভস্মা হোতি নপী মসি॥
‘‘পুরত্থিমেনপি ধাৰন্তি, ততো ধাৰন্তি পচ্ছিমং।
উত্তরেনপি ধাৰন্তি, ততো ধাৰন্তি দকিখণং॥
‘‘যং যং দিসং পধাৰন্তি, তং তং দ্বারং পিধীযতি।
অভিনিকখমিতাসা তে, সত্তা মোকখগৰেসিনো॥

"ন তে ততো নিকখমিতুং, লভন্তি কম্মপচ্চযা।
তেসঞ্চ পাপকম্মন্তং, অৰিপক্কং কতং বহু"ন্তি॥

অনুবাদ : "মহানিরয় চারি কোনা ও চারি দ্বারবিশিষ্ট এবং পরিমিত অংশে বিভক্ত। মহানিরয়ের চারিপার্শ্ব, উপর এবং নিচদিক লৌহ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ মহানিরয়ের সমস্ত ভূপ্রদেশ সর্বদা প্রজ্জ্বলিত পাথুরী কয়লার ন্যায় সুতীব্র তেজোময় লৌহপাতে আবৃত। এই নিরয়াগ্নির প্রখর তেজ সর্বদা মহানিরয়ের চতুর্দিকে শতযোজনব্যাপী বিস্তৃত থাকে। সর্বদা ধোঁয়াহীন তীব্র, ভয়ানক আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। মহানিরয়ের পূর্বপ্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে পশ্চিম প্রাচীরে এসে আঘাত করে। পশ্চিম প্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে পূর্বপ্রাচীরে এসে আঘাত করে। উত্তর প্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে দক্ষিণ প্রাচীরে এসে আঘাত করে। দক্ষিণ প্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে উত্তর প্রাচীরে এসে আঘাত করে। নিম্ন হতে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে ছাউনিতে এসে আঘাত করে। ছাউনি হতে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে নিম্নে এসে আঘাত করে। অবীচি মহানিরয়ের নিম্ন, উপরিভাগ এরূপ উত্তপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, তেজোময় লৌহপাতে আবৃত। মহালোভী, মহা অপরাধকারী এবং অতিশয় পাপকর্মা সত্ত্বগণ এ নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে পাপকর্মের শেষ না হওয়া পর্যন্ত দগ্ধ হতে থাকে—বহু প্রকারে ।"

এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আত্মদণ্ড হতে জাত, সঞ্জাত, উৎপন্ন, জন্ম ও প্রাদুর্ভূত হয়। যেসব নৈরয়িক দুঃখ, তির্যগ্‌যোনি দুঃখ, প্রেতলোক দুঃখ, মনুষ্য দুঃখ; সেসব দুঃখ কোথা হতে জাত, সঞ্জাত, উৎপাদন, উৎপন্ন ও প্রাদুর্ভূত হয়? আত্মদণ্ড হতে সেসব দুঃখ জাত, সঞ্জাত, উৎপাদন, উৎপন্ন ও প্রাদুর্ভূত হয়—অত্তদণ্ডা ভযং জাতং।

জনং পস্সথ মেধগন্তি। "জনং" বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেব, মনুষ্য এবং বিবাদকারী জন, কলহকারী জন, বিরুদ্ধ জন, প্রতিবিরুদ্ধ জন, আহত জন, প্রত্যাহত জন, আঘাতপ্রাপ্ত জন, প্রত্যাঘাতপ্রাপ্ত জন দেখ, দর্শন কর, অবলোকন কর, প্রত্যক্ষ কর, উপপরীক্ষা কর—জনং পস্সথ মেধগং।

সংৰেগং কিত্তযিস্সামীতি। সংবেগ, উদ্বেগ, ত্রাস, ভয়, পীড়ন, ঘট্টন, উপদ্রব, উপসর্গ। "কিত্তযিস্সামি" অর্থে কীর্তন করব, ব্যাখ্যা করব, দেশনা করব, প্রজ্ঞাপন করব, স্থাপন করব, বিবৃত করব, বিভাজন করব, উন্মুক্ত করব, প্রকাশ করব—সংৰেগং কিত্তযিস্সামি।

যথা সংৰিজিতং মযাতি। যেমন আমার দ্বারা নিজেই নিজেকে বিক্ষুব্ধ, উদ্বিগ্ন, উৎপাদন করে—যথা সংৰিজিতং মযা।

তাই ভগবান বলেছেন :

''অত্তদণ্ডা ভযং জাতং, জনং পস্সথ মেধগং।
সংৰেগং কিত্তযিস্সামি, যথা সংৰিজিতং মযা''তি॥

১৭১. ফন্দমানং পজং দিস্বা, মচ্ছে অপ্পোদকে যথা।
অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ব্যারুদ্ধে, দিস্বা মং ভযমাৰিসি॥

অনুবাদ : অল্পজলে পতিত মাছের ন্যায় কম্পমান সত্ত্ব ও পরস্পর বিরুদ্ধাচরণে রত সত্ত্বকে দেখে আমি ভয়াবিষ্ট হয়েছি।

ফন্দমানং পজং দিস্বাতি। "প্রজা" (পজা) অর্থে সত্ত্বাধিবচন। মানুষ তৃষ্ণাস্পন্দে কম্পমান, দৃষ্টিস্পন্দে কম্পমান, ক্লেশস্পন্দে কম্পমান, দুশ্চরিতস্পন্দে কম্পমান, ভোগস্পন্দে (পযোগফন্দনায) কম্পমান, বিপাকস্পন্দে কম্পমান, অনুরক্ত রাগে কম্পমান, দুরাচারী দ্বেষে কম্পমান, নির্বোধ মোহে কম্পমান, মোহিত (ৰিনিবদ্ধং) মানে কম্পমান, দূষিত (পরামট্ঠং) দৃষ্টিতে কম্পমান, বিক্ষেপগত (চাঞ্চল্য) চাঞ্চল্যে কম্পমান, অনিষ্টকর (অনিট্ঠঙ্গতং) বিচিকিৎসায় কম্পমান, থামগত (বা দুর্ভেদ্য) অনুশয়সমূহ দ্বারা কম্পমান, লাভে কম্পমান, অলাভে কম্পমান, যশে কম্পমান, অযশে কম্পমান, প্রশংসায় কম্পমান, নিন্দায় কম্পমান, সুখে কম্পমান, দুঃখে কম্পমান, জন্মের দ্বারা কম্পমান, জরায় কম্পমান, ব্যাধি দ্বারা কম্পমান, মরণে কম্পমান, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসে কম্পমান, নৈরয়িক দুঃখে কম্পমান, তির্যগ্‌যোনীদুঃখে কম্পমান, প্রেতযোনীদুঃখে কম্পমান, মানবীয় দুঃখে কম্পমান, প্রতিসন্ধিমূলক দুঃখে... গর্ভে স্থিতিমূলক দুঃখে... গর্ভপ্রসবমূলক দুঃখে... জন্মবন্ধন (জাতস্সূপনিবন্ধকেন) দুঃখে... জন্মাধীন দুঃখে... আত্মপীড়ন দুঃখে... পরপীড়ন দুঃখে... দুঃখ দুঃখে... সংস্কার দুঃখে... বিপরিণাম দুঃখে... চক্ষুরোগ দুঃখে... শ্রোত্ররোগ দুঃখে... ঘ্রাণরোগ দুঃখে... জিহ্বারোগ দুঃখে... কায়রোগ দুঃখে... শিররোগ দুঃখে... কর্ণরোগ দুঃখে... মুখরোগ দুঃখে...

দন্তরোগ দুঃখে... কাশিরোগ দুঃখে... নাসিকারোগ দুঃখে... দাহ দুঃখে... জ্বর দুঃখে... কুক্ষিরোগ দুঃখে... মূর্ছা দুঃখে... রক্তামাশয় দুঃখে... শূল দুঃখে... কলেরা দুঃখে... কুষ্ঠ দুঃখে... গণ্ড (পোড়া) দুঃখে... খোঁচপাচড়া দুঃখে... ক্ষয়রোগ দুঃখে... মৃগীরোগ (অপমারেন) দুঃখে... দাউদ দুঃখে... চুলকানি দুঃখে... চর্মরোগ দুঃখে... রখস (নখের একপ্রকার রোগ) দুঃখে... সুড়সুড়ানি দুঃখে... লোহিতপিত্ত দুঃখে... মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ) দুঃখে... অর্শ্ব দুঃখে... গুটিবসন্ত দুঃখে... ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ) দুঃখে... পিত্তসমুত্থানজনিত রোগ দুঃখে... শ্লেষ্মাসমুত্থানজনিত রোগ দুঃখে... বায়ুসমুত্থানজনিত রোগ দুঃখে... সন্নিপাতিক রোগ দুঃখে... ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ দুঃখে... বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত) দুঃখে... খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন) দুঃখে... কর্মবিপাকজনিত রোগ দুঃখে... শীত দুঃখে... উষ্ণ দুঃখে... ক্ষুধা দুঃখে... পিপাসা দুঃখে... মল দুঃখে... মূত্র দুঃখে... ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির স্পর্শজনিত দুঃখে... মাতামৃত্যু দুঃখে... পিতামৃত্যু দুঃখে... ভ্রাতামৃত্যু দুঃখে... ভগ্নিমৃত্যু দুঃখে... পুত্রমৃত্যু দুঃখে... কন্যামৃত্যু দুঃখে... জ্ঞাতিমৃত্যু দুঃখে... ভোগ্যবস্তু ক্ষয়জনিত দুঃখে... রোগবিয়োগজনিত দুঃখে... শীললঙ্ঘনজনিত দুঃখে... দৃষ্টিক্ষয়জনিত দুঃখে কম্পমান, প্রকম্পমান, সম্প্রকম্পমান, বিকম্পমান, স্পন্দমান এবং প্রচণ্ডরূপে স্পন্দনমান। "দেখে" (দিস্বা) বলতে দর্শন করে, অবলোকন করে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে ও উন্মুক্ত বা স্পষ্ট করে। এ অর্থে কম্পমান সত্ত্বকে দেখে (ফন্দমানং পজং দিস্বা)।

"অল্পজলে (পতিত) মাছের ন্যায়" (মচ্ছে অপ্পোদকে যথা) বলতে যেমন, অল্পজলে ও জলের প্রান্তভাগে পতিত মাছেরা কাক বা শ্যেনপক্ষী অথবা বকপক্ষীর দ্বারা আক্রান্তকালে, উত্তোলনকালে ও খাওয়ার সময় (ভয়ে) কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, ছটফট করে, বিচলিত হয়, অস্থির হয় এবং প্রচণ্ডরূপে কম্পিত হয়; ঠিক সেভাবেই সত্ত্বগণ তৃষ্ণাস্পন্দে কম্পিত হচ্ছে... দৃষ্টিক্ষয়জনিত দুঃখে কম্পিত হচ্ছে, প্রকম্পিত হচ্ছে, ছটফট বা সম্প্রকম্পিত হচ্ছে, বিকম্পিত হচ্ছে, স্পন্দিত হচ্ছে এবং প্রচণ্ডরূপে কম্পিত হচ্ছে—অল্পজলে পতিত মাছের ন্যায় (মচ্ছে অপ্পোদকে যথা)।

"পরস্পর বিরুদ্ধাচরণে রত" (অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ব্যারুদ্ধে) বলতে সত্ত্বগণ একে-অন্যে বিরুদ্ধ, প্রতিবিরুদ্ধ, আহত, প্রত্যাহত, আঘাতপ্রাপ্ত, প্রত্যাঘাতপ্রাপ্ত। রাজাগণ রাজাদের সাথে বিবাদ করেন, ক্ষত্রিয়রা ক্ষত্রিয়দের সাথে বিবাদ করেন, ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণদের সাথে বিবাদ করেন, গৃহপতিরা

গৃহপতিদের সাথে বিবাদ করেন, মাতা পুত্রের সাথে বিবাদ করে, পুত্র মাতার সাথে বিবাদ করে, পিতা পুত্রের সাথে বিবাদ করে, পুত্র পিতার সাথে বিবাদ করে, ভ্রাতা ভ্রাতার সাথে বিবাদ করে, ভগিনী ভগ্নির সাথে বিবাদ করে, ভ্রাতা ভগিনীর সাথে বিবাদ করে, ভগিনী ভ্রাতার সাথে বিবাদ করে এবং বন্ধু বন্ধুর সাথে বিবাদ করে। তারা তথায় কলপ-বিগ্রহ-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে হাত দিয়ে আক্রমণ করে, মাটির ডেলা বা প্রস্তর (লেড্ডূ) দিয়ে আক্রমণ করে, দণ্ড দিয়ে আক্রমণ করে, শস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। তথায় তারা মৃত্যুবরণও করে, মৃত্যুর সমতুল্য দুঃখও ভোগ করে থাকে—পরস্পর বিরুদ্ধাচরণে রত (অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ব্যারুদ্ধে)।

দিস্বা মং ভযমাবিসীতি। "দেখে" (দিস্বা) বলতে দর্শন করে, অবলোকন করে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, উন্মুক্ত বা স্পষ্ট করে ভয়, পীড়ন, ঘট্টন (আঘাত), উপদ্রব, উপসর্গ (বিঘ্ন) প্রবেশ বা আবিষ্ট হওয়া—দেখে আমি ভয়াবিষ্ট হয়েছি (দিস্বা মং ভযমাবিসি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"ফন্দমানং পজং দিস্বা, মচ্ছে অপ্পোদকে যথা।
অঞ্ঞমঞ্ঞেহি ব্যারুদ্ধে, দিস্বা মং ভযমাৰিসী"তি॥

১৭২. সমন্তমসারো লোকো, দিসা সব্বা সমেরিতা।
ইচ্ছং ভৰনমত্তনো, নাদ্দসাসিং অনোসিতং॥

অনুবাদ : সমস্ত জগৎ অসার, সকল দিক কম্পিত; নিজের জন্য (নিরাপদ) ভবন ইচ্ছা করে আমি (একটিও) অনধিকৃত দেখতে পেলাম না।

সমন্তমসারো লোকোতি। "লোক" (লোকো) বলতে নিরয়লোক, তির্যগ্‌যোনিলোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক, স্কন্ধলোক, আয়তনলোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোক—ইহাকে লোক (জগৎ) বলা হয়। নিত্যসার-অসার, সুখসার-অসার, আত্মসার-অসার, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্ম দ্বারা নিরয়লোক অসার, নিঃসার ও সারাপগত (সারহীন)। তির্যগ্‌যোনিলোক... প্রেতলোক... মনুষ্যলোক... দেবলোক... স্কন্ধলোক... ধাতুলোক... আয়তনলোক... ইহলোক... পরলোক... ব্রহ্মলোক... এবং নিত্যসার-অসার, সুখসার-অসার, আত্মসার-অসার, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্ম দ্বারা দেবলোক অসার, নিঃসার ও সারাপগত (সারহীন)। যেমন : নল অসার, নিঃসার ও সারহীন; এরণ্ড (ভেন্না গাছ) অসার, নিঃসার ও সারহীন; উদুম্বর (ডুমুর গাছ) অসার, নিঃসার ও সারহীন; শ্বেতকচ্ছ (শুভ্র জলাভূমি) অসার, নিঃসার ও সারহীন;

পারিভদ্রক অসার, নিঃসার ও সারহীন; ফেণপিণ্ড অসার, নিঃসার ও সারহীন; জল বুদ্‌বুদ্‌ অসার, নিঃসার ও সারহীন; মরীচিকা অসার, নিঃসার ও সারহীন; কলাগাছ (কদলিস্কন্ধ) অসার, নিঃসার ও সারহীন; এবং মায়া অসার, নিঃসার ও সারহীন; ঠিক এভাবে নিত্যসার-অসার, সুখসার-অসার, অসার, আত্মসার-অসার, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্ম দ্বারা নিরয়লোক অসার, নিঃসার ও সারহীন। তির্যকলোক... প্রেতলোক... মনুষ্যলোক... দেবলোক নিত্যসার-অসার, সুখসার-অসার, অসার, আত্মসার-অসার, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্ম দ্বারা অসার, নিঃসার ও সারহীন। স্কন্ধলোক... ধাতুলোক... আয়তনলোক... ইহলোক... পরলোক... ব্রহ্মলোক... ও দেবলোক নিত্যসার-অসার, সুখসার-অসার, অসার, আত্মসার-অসার, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত বা অবিপরিণামধর্ম দ্বারা অসার, নিঃসার ও সারহীন—সমস্ত লোক অসার (সমন্তমসারো লোকো)।

দিসা সব্বা সমেরিতাতি। পূর্ব দিকে যে-সমস্ত সংস্কার আছে, তাও অনিত্যতায় বিতাড়িত বা কম্পিত, বিচলিত, আন্দোলিত, সংঘটিত; জন্ম বা জাতিতে অনুগত, জরায় প্রতাড়িত, ব্যাধিতে অভিভূত, মরণে কম্পিত এবং দুঃখে পতিত হয়ে আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, অসহায়। পশ্চিম দিকে যে-সমস্ত সংস্কার... উত্তর দিকে যে-সমস্ত সংস্কার... দক্ষিণ দিকে যে-সমস্ত সংস্কার... পূর্বকোণে যে-সমস্ত সংস্কার... পশ্চিমকোণে যে-সমস্ত সংস্কার... উত্তরকোণে যে-সমস্ত সংস্কার... দক্ষিণকোণে যে-সমস্ত সংস্কার... নিম্নকোণে যে-সমস্ত সংস্কার... ঊর্ধ্বদিকে যে-সমস্ত সংস্কার... এবং দশ দিকে যে-সমস্ত সংস্কার আছে, তাও অনিত্যতায় বিতাড়িত, বিচলিত, আন্দোলিত, সংঘটিত; জন্ম বা জাতিতে অনুগত, জরায় প্রতাড়িত, ব্যাধিতে অভিভূত, মরণে কম্পিত এবং দুঃখে পতিত হয়ে আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, অসহায়। তাই ভাষিত হয়েছে :

"কিঞ্চাপি চেতং জলতী ৰিমানং, ওভাসযং উত্তরিযং দিসায।
রূপে রণং দিস্বা সদা পৰেধিতং, তস্মা ন রূপে রমতী সুমেধো॥
"মচ্চুনাব্ভাহতো লোকো, জরায পরিৰারিতো।
তন্হাসল্লেন ওতিণ্ণো, ইচ্ছাধূমাযিতো সদা॥
"সব্বো আদীপিতো লোকো, সব্বো লোকো পধূপিতো।
সব্বো পজ্জলিতো লোকো, সব্বো লোকো পকম্পিতো"তি॥

অনুবাদ : আলোকিত বিমানটি কেন উত্তর দিকে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, রূপে দুঃখ দেখে সদা কম্পিত হয়। তদ্ধেতু সুমেধ রূপে রমিত হন না। জগৎ সদা মৃত্যুতে আক্রান্ত, জরায় পরিবেষ্টিত, তৃষ্ণা শল্য দ্বারা বিদ্ধ এবং ইচ্ছায়

ধূমায়িত বা অনুরূপে আচ্ছন্ন। সমস্ত লোক (তৃষ্ণাদ্বারা) সন্তার্পিত, প্রধূপিত, প্রজ্বলিত ও প্রকম্পিত।

সমস্ত দিক কম্পিত।

ইচ্ছং ভৰনমত্তনোতি। নিজের ভবন (স্থিতি), মুক্তি, আশ্রয়, শরণ, গতি, শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ইচ্ছাকালে, অভিলাষকালে, প্রার্থনাকালে, আকাঙ্ক্ষাকালে এবং বাসনাকালে—ইচ্ছং ভৰনমত্তনো। **নাদ্দসাসিং অনোসিত**ন্তি। আবদ্ধ ব্যক্তি দেখেছি, অনাবদ্ধ ব্যক্তি দেখিনি, সমস্ত যৌবন জরায় অধিকৃত, সমস্ত আরোগ্য ব্যাধিতে অধিকৃত, সমস্ত জীবন মরণে অধিকৃত, সমস্ত লাভ-অলাভে অধিকৃত, সমস্ত যশ-অযশে অধিকৃত, সব প্রশংসা-নিন্দায় অধিকৃত এবং সমস্ত সুখ দুঃখে অধিকৃত।

> ''লাভো অলাভো যসো অযসো চ, নিন্দা পসংসা চ সুখং দুখঞ্চ।
> এতে অনিচ্চা মনুজেসু ধম্মা, অসস্সতা ৰিপরিণামধম্মা''তি॥

অনুবাদ : "লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ, এসব অষ্ট লোকধর্ম মানুষের কাছে অনিত্য, অশাশ্বত ও বিপরিণামধর্মী।"

অনধিকৃত দেখিনি।

তদ্ধেতু ভগবান বলেছেন :

> ''সমন্তমসারো লোকো, দিসা সব্বা সমেরিতা।
> ইচ্ছং ভৰনমত্তনো, নাদ্দসাসিং অনোসিত''ন্তি॥

১৭৩. ওসানে ত্বেৰ ব্যারুদ্ধে, দিস্বা মে অরতী অহু।
অথেত্থ সল্লমদ্দকিখং, দুদ্দসং হদযস্সিতং॥

অনুবাদ : এ সমস্ত অবসান, প্রতিবিরুদ্ধ দেখে আমার নিরানন্দভাব উৎপন্ন হলো। অতঃপর সংসারে শল্যরূপ যা দেখলাম তা দুর্দর্শ, হৃদয়াশ্রিত।

ওসানে ত্বেৰ ব্যারুদ্ধেতি। "ওসানে ত্বেব" বলতে সমস্ত যৌবনকে জরায় অধিকৃত বা গ্রাস করে থাকে, ব্যাধি সমস্ত আরোগ্য গ্রাস করে, মরণ সমস্ত জীবন গ্রাস করে, অলাভ সব লাভ গ্রাস করে, অযশ সব যশ গ্রাস করে, নিন্দা সব প্রশংসা গ্রাস করে, এবং দুঃখ সমস্ত সুখ গ্রাস করে থাকে—ওসানে ত্বেৰ। "ব্যারুদ্ধে" যৌবনকামী সত্ত্বগণ জরায় বাধাপ্রাপ্ত, আরোগ্যকামী সত্ত্বগণ ব্যাধি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, জীবনকামী সত্ত্বগণ মরণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, লাভকামী সত্ত্বগণ অলাভের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, যশকামী সত্ত্বগণ অযশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, প্রশংসাকামী সত্ত্বগণ নিন্দায় বাধাপ্রাপ্ত এবং সুখকামী সত্ত্বগণ দুঃখের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, আহত, প্রত্যাহত, আঘাতপ্রাপ্ত এবং প্রত্যাঘাতপ্রাপ্ত—

ওসানে ত্বেৰ ব্যারুদ্ধে।

দিস্বা মে অরতী অহূতি। "দিস্বা" বলতে দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং সুনিশ্চিত করে—দেখে। "মে অরতী" বলতে যা অরতি (বিরক্তি), অনভিরতি (নিরানন্দতা), আনন্দহীনতা, উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগ—তা দেখে আমার নিরানন্দভাব উৎপন্ন হয়েছিল (দিস্বা মে অরতী অহু)।

অথেত্থ সল্লমদ্দকিখন্তি। "অতঃপর" (অথ) বলতে পদসন্ধি... পদানুক্রমতা—অতঃপর (অথাতি)। "এখানে" (এত্থ) বলতে সত্ত্বগণের মধ্যে। "শল্য" (সল্লং) অর্থে সাত প্রকার শল্য—১) রাগশল্য, ২) দ্বেষশল্য, ৩) মোহশল্য, ৪) মানশল্য, ৫) দৃষ্টিশল্য, ৬) শোকশল্য এবং ৭) সন্দেহশল্য। "দেখেছিলেন" (অদকিখং) বলতে দর্শন করেছিলেন, দেখেছিলেন, অবলোকন করেছিলেন, প্রতিবিদ্ধ বা জ্ঞাত হয়েছিলেন—অতঃপর এখানে শল্য দেখেছিলেন (অথেত্থ সল্লমদ্দকিখং)।

দুদ্দসং হদযস্সিতন্তি। "দুর্দর্শ" (দুদ্দসং) বলতে দুর্নিরীক্ষ্য, দেখা দুঃসাধ্য, দুর্দর্শ, দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, দুর্ভেদ্য (বা দুষ্প্রবেশ্য)—দুর্দর্শ (দুদ্দসং)। "হৃদয়াশ্রিত" (হদযস্সিতং) হৃদয় বলতে চিত্তকে বুঝায়। যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পাণ্ডুর (পণ্ডরং), মন, মনায়তন, মনেন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ ও তদুদ্ভূত মনোবিজ্ঞানধাতু। "হৃদয়াশ্রিত" (হদযস্সিতং) বলতে হৃদয়-নিশ্রিত, চিত্তাবলম্বন (চিত্তসিতং), চিত্ত-নিশ্রিত এবং চিত্ত দ্বারা সহগত, সহজাত, সংশ্লিষ্ট, সম্প্রযুক্ত, একোৎপাদ, একনিরোধ, একবস্তুক, একালম্বন—দুর্দর্শ, হৃদয়াশ্রিত (দুদ্দসং হদযস্সিতং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''ওসানে ত্বেৰ ব্যারুদ্ধে, দিস্বা মে অরতী অহু।
অথেত্থ সল্লমদ্দকিখং, দুদ্দসং হদযস্সিত''ন্তি॥

১৭৪. যেন সল্লেন ওতিণ্ণো, দিসা সব্বা ৰিধাৰতি।
তমেৰ সল্লমব্বুযহ, ন ধাৰতি ন সীদতি॥

অনুবাদ : শল্য দ্বারা বিদ্ধ ব্যক্তি সকল দিকে ইতস্তত ধাবিত হয়। সেই শল্য বের করা হলে এদিক-ওদিক ধাবিত হবে না, পতিত হবে না।

যেন সল্লেন ওতিণ্ণো, দিসা সব্বা ৰিধাৰতীতি। "শল্য" (সল্লং) বলতে সাত প্রকার শল্য—১) রাগশল্য, ২) দ্বেষশল্য, ৩) মোহশল্য, ৪) মানশল্য, ৫) দৃষ্টিশল্য, ৬) শোকশল্য এবং ৭) সন্দেহশল্য। রাগশল্য কিরূপ? যা রাগ,

সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল—এটাই রাগশল্য।

দ্বেষশল্য কিরূপ? "আমার অনর্থ আচরিত হয়েছিল" এরূপে আঘাত বা বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, " "আমার অনর্থ আচরণ করা হচ্ছে" এরূপে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, "আমার অনর্থ আচরিত হবে" এরূপে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়... কৌকৃত্য এবং চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ—এটাই দ্বেষশল্য।

মোহশল্য কিরূপ? দুঃখে অজ্ঞান ... দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদায় অজ্ঞান, অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান, অতীত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান, কারণযুক্ত প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্মসমূহে অজ্ঞান। যা এরূপ অদর্শন, অনভিসময়, অননুবোধ, অসম্বোধ, অপ্রতিবেধ, অসংগ্রহণ (অসংঙ্গাহণা), অনবগাহন, অচিন্তাকরণ, অপর্যবেক্ষণকরণ, অপ্রত্যক্ষকর্ম, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা, মোহ, প্রমোহ (হতবুদ্ধিতা), সম্মোহ (জ্ঞানহীনতা), অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যা-যোগ, অবিদ্যানুশয়, অবিদ্যা-প্রবণতা (অৰিজ্জাপরিযুট্ঠানং), অবিদ্যা-অর্গল, মোহ ও অকুশলমূল—এটাই মোহশল্য।

মানশল্য কিরূপ? "আমি শ্রেয়" (বললে) মান, "আমি সদৃশ" (বললে) মান, "আমি হীন" (বললে) মান। যা এরূপ মান, আত্মশ্লাঘা, অহংকার, উচ্চতা, মর্যাদা, আদর্শ (ধজো), গর্ব ও চিত্তের দম্ভ—এটাই মানশল্য।

দৃষ্টিশল্য কিরূপ? সৎকায়দৃষ্টি বিশ প্রকার বিষয়, মিথ্যাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়, অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়। যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিসূক (মিথ্যাদৃষ্টির পক্ষপাতিত্ব), দৃষ্টিবিস্ফন্দন, দৃষ্টিসংযোজন, দৃষ্টি-প্রতিগ্রহণ, অভিনিবেশ, সংস্পর্শ, কুমার্গ (ভ্রান্ত পথ), মিথ্যাপথ, মিথ্যাবিষয়, তীর্থিয়াতন, ভুল ধারণা (ৰিপরিযাসগ্গাহো), বিপরীত ধারণা, দৃষ্টি বৈপরীত্য, মিথ্যাধারণা এবং অযথার্থ বিষয়কে "যথাযথ" বলে গ্রহণ করা সহ বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়—এটাই দৃষ্টিশল্য।

শোকশল্য কিরূপ? স্পৃষ্ট ব্যক্তির জ্ঞাতি দুঃখ, রোগ দুঃখ, ভোগ দুঃখ, শীল (লজ্ঘনজনিত) দুঃখ, দৃষ্টিজনিত দুঃখ, বিবিধ দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তির বা বিবিধ দুঃখধর্ম স্পৃষ্ট ব্যক্তির শোক, শোচনা, শোচনীয়তা, অন্তঃশোক, অন্তঃপরিশোক, অন্তঃদাহ, অন্তঃপরিদাহ, চিত্তের পরিদাহ (চেতসো পরিজ্ঝাযনা) ও দৌর্মনস্য—এটাই শোকশল্য।

সন্দেহশল্য কিরূপ? দুঃখে সন্দেহ, দুঃখ সমুদয়ে সন্দেহ, দুঃখ নিরোধে সন্দেহ, দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদায় সন্দেহ, অতীত সম্বন্ধে সন্দেহ, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ, অতীত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ, কারণযুক্ত প্রতীত্য-সমুৎপাদ

ধর্মসমূহে সন্দেহ। যা এরূপ সন্দেহ, অনিশ্চিয়তা, অনির্ভরশীলতা, বিমতি, বিচিকিৎসা, সংশয়তা, সন্দিগ্নতা, সংশয়, সন্দেহযুক্ততা, অবিশ্বাস, বিশ্বাসহীনতা, অনবগাহন (অপরিযোগাহণা), ত্রাস বা বুদ্ধিভ্রংশতা (ছম্ভিতত্তং) এবং চিত্তের মনোবিলেখন (কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা)—এটাই সন্দেহশল্য।

যেন সল্লেন ওতিণ্ণো, দিসা সব্বা ৰিধাৰতীতি। রাগশল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে কায় দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্য দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে, মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে, প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, বিবাহ বিচ্ছেদ করে, গ্রাম লুণ্ঠন করে, এক এক গৃহ ঘেরাও করে, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পরদারে গমন করে, মিথ্যা ভাষণ করে; এভাবে রাগশল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে ধাবিত হয়, বিধাবিত হয়, স্থানান্তরিত হয়, সঞ্চরিত হয়। অথবা রাগশল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে ভোগ্যবস্তু অন্বেষণ করতে করতে নৌকা নিয়ে মহাসমুদ্রে বের হয়। শীতোষ্ণ উপেক্ষা করে ডাঁশ, মশা, বাতাস, তাপ, সরীসৃপের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে পীড়িত ও ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মান হয়ে তৃণগুল্মে (তিগুম্বং) গমন করে, তক্কোলে (জামের ন্যায় একজাতীয় ফলের গাছ) গমন করে, তক্ষশীলায় গমন করে, কালমুখে গমন করে, পুরপুরে গমন করে, বেসুঙ্গে গমন করে, বেরাপতে গমন করে, জবে গমন করে, তামলিতে গমন করে, বঙ্কে গমন করে, এলবন্ধনে গমন করে, সুবর্ণকূটে গমন করে, সুবর্ণভূমিতে গমন করে, তম্বপণ্ণিতে গমন করে, সুপ্পাদকে গমন করে, ভারুকচ্ছ রাজ্যে গমন করে, সুরট্ঠে (সুরাষ্ট্রে) গমন করে, ভঙ্গলোকে গমন করে, ভঙ্গনে গমন করে, পরম ভঙ্গনে গমন করে, যোনিতে গমন করে, পরমযোনিতে গমন করে, বিনকে গমন করে, মূলপদে গমন করে, মরুকান্তারে গমন করে, জানুপথে গমন করে, অজপথে গমন করে, ভেরাপথে গমন করে, সঙ্কুপথে (খোঁটা-খুঁটিতে পূর্ণ পথ) গমন করে, ছত্রপথে গমন করে, বংশপথে (বাঁশবনের পথে) গমন করে, পক্ষীপথে গমন করে, মূসিকপথে গমন করে, দরিপথে গমন করে এবং বেতসাড়ে গমন করে; অনুসন্ধানকালে (কিছুই) লাভ করে না, অলাভ-হেতু দুঃখ ও দৌর্মনস্য লাভ করে। অনুসন্ধানকালে লাভ করে, লব্ধ সম্পত্তি রক্ষার জন্য দুঃখ ও দৌর্মনস্য লাভ করে—“আমার এই ভোগ-সম্পত্তি রাজাগণ হরণ না করুক, চোরগণ হরণ না করুক, অগ্নিদগ্ধ না হোক, পানিতে ভেসে না যাক, অপ্রিয়

জ্ঞাতিগণ হরণ না করুক।” তার এভাবে রক্ষিত, সংরক্ষিত সেসব ভোগসম্পত্তি বিলুপ্ত হয়। সে বিপ্রয়োগমূলক দুঃখ, দৌর্মনস্য লাভ করে। এভাবে রাগশল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে ধাবিত হয়, বিধাবিত হয়, স্থানান্তরিত হয়, সঞ্চরিত হয়।

দ্বেষশল্যে...পে.. মোহশল্যে... মানশল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে কায়দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্‌দুশ্চরিত আচরণ করে, মনোদুশ্চরিত আচরণ করে, প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, বিবাহ বিচ্ছেদ করে, গ্রাম লুণ্ঠন করে, এক এক গৃহ ঘেরাও করে, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পরদারে গমন করে, মিথ্যা ভাষণ করে। এভাবে মানশল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে ধাবিত হয়, বিধাবিত হয়, স্থানান্তরিত হয়, সঞ্চরিত হয়।

দৃষ্টিশল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে অচেলক (জৈন বা নগ্ন সমপ্রদায়) হয়, মুক্তাচারী (অসংযতচারী) হয়, হস্তাবলেহনকারী হয়। ‘ভদন্ত, আসুন বা স্থিত হোন’ বলে সে কাউকে অভিবাদন বা অভ্যর্থনা করে না। তার উদ্দেশ্যে আনীত খাদ্য গ্রহণ করে না, সংকল্পিত (বা বিশেষ কারণে আনীত) খাদ্য ভোজন করে না, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না। সে কুম্ভ হতে খাদ্য গ্রহণ করে না; রন্ধনপাত্র হতে খাদ্য গ্রহণ করে না, প্রবেশদ্বারে খাদ্য গ্রহণ করে না, লাঠির মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করে না ও মুষলের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করে না। দুই জনে খাদ্য গ্রহণ করলে সে আহার করে না, গর্ভিনীর খাদ্য, স্তন্যদায়িনীর খাদ্য, এমনকি পুরুষের সাথে যৌন সংসর্গকারিণীর খাদ্যও গ্রহণ করে না। সে মিশ্র সংগৃহীত খাদ্য গ্রহণ করে না; (উপরোক্ত মহিলাদের) উপনীত স্থানে ও মক্ষিকা বিচরণ স্থানে খাদ্য গ্রহণ করে না। মাছ-মাংস ভক্ষণ করে না; মদ, মাদকদ্রব্য, সির্কা (টক জাতীয় রসবিশেষ) এবং যাগু পান করে না। সে এক গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে একগ্রাস মাত্র আহার করে, অথবা দুই গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে দুই গ্রাস আহার করে... সাতটি গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে সাত গ্রাস ভোজন করে। সে একদিনে একবার আহার করে জীবন ধারণ করে, দুই দিনে একবার আহার করে জীবন ধারণ করে... সাত দিনে একবার মাত্র আহার করে জীবন ধারণ করে থাকে। এইভাবে নিয়মাবদ্ধ হয়ে পর্যায়ক্রমে অর্ধমাসেও মাত্র একবার ভোজন করে অবস্থান করে। এভাবে দৃষ্টিশল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে ধাবিত হয়, বিধাবিত হয়, স্থানান্তরিত হয়, সঞ্চরিত হয়।

অথবা দৃষ্টিশৈল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে শাক খায়, শ্যামাক, অপক্বতুণ্ডুল, চর্মখণ্ড, শৈবাল, কণ, আচাম, পিয্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হতে পতিত ফল খায়। সে শান বস্ত্র (শনপাটের সুতা দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র) পরিধান করে, মশান বস্ত্র (মোটা কাপড়ের নিকৃষ্ট বস্তু), শবদেহে পরিত্যক্ত বস্ত্র, পাংশুকূল, তিরিতকের (বৃক্ষবিশেষ) বাকল, মৃগচর্ম্ম, মৃগচর্মনির্মিত পরিচ্ছেদ, কুল-চীর, বাকল-চীর, ফলক-চীর, কেশ-কম্বল, উলুক-পক্ষ নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে, কেশ ও শ্মশ্রুর উৎপাটন করে, সে সবের উৎপাটনে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করে। আসন পরিত্যাগ করে দাঁড়িয়ে অবস্থান করে, উৎকুটিকভাবে অবস্থান করে এবং ঐ অবস্থায় বীর্যারম্ভের অনুশীলন করে, কাটা ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা শয্যা রচনা করে, ফলক শয্যা, ভূমিশয্যায় শয়ন করে, সর্বদা একপাশে শায়িত হয়ে নিদ্রা যায়, ধূলিধূসরিত দেহে উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করে, সব আসন নির্বিচারে গ্রহণ করে, বিকট (ময়লাযুক্ত) আহার খায়, সেরূপ আহারে অনুরক্ত হয়, জল পান করে না, জল পান না করতে অনুযুক্ত হয়, সকাল হতে সন্ধ্যা এ সময়ে তিনবার জলে অবতরণ করে। এভাবে কায়ের আতাপন, পরিতাপনে অনুরক্ত, অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করে। এভাবে দৃষ্টিশৈল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে ধাবিত হয়, বিধাবিত হয়, স্থানান্তরিত হয়, সঞ্চরিত হয়।

শোকশল্যে বিদ্ধ, বিদীর্ণ, ভেদিত, ব্যথিত, সংযুক্ত ও সমন্নাগত হয়ে শোক করে, অবসন্ন হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে এবং সম্মোহিত হয়। ভগবান এরূপ বলেছেন :

"হে ব্রাহ্মণ, অতীতে এই শ্রাবস্তীতে জনৈক স্ত্রীর মা কালপ্রাপ্ত হয়। সে তার মায়ের মৃত্যুতে উন্মত্ত, ক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে রাস্তায়, চৌরাস্তায় গিয়ে এরূপ বলতে লাগল—"আপনারা আমার মাকে দেখেছেন, আপনারা আমার মাকে দেখেছেন?"

"হে ব্রাহ্মণ, অতীতে এই শ্রাবস্তীতে জনৈক স্ত্রীর পিতা কালপ্রাপ্ত হয়... ভ্রাতা কালপ্রাপ্ত হয়... ভগিনী কালপ্রাপ্ত হয়... পুত্র কালপ্রাপ্ত হয়... কন্যা কালপ্রাপ্ত হয়... স্বামী কালপ্রাপ্ত হয়। সে তার স্বামীর মৃত্যুতে উন্মত্ত, ক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে রাস্তায়, চৌরাস্তায় গিয়ে এরূপ বলতে লাগল—"আপনারা আমার স্বামীকে দেখেছেন, আপনারা আমার স্বামীকে দেখেছেন?"

"হে ব্রাহ্মণ, অতীতে এই শ্রাবস্তীতে জনৈক পুরুষের মাতা কালপ্রাপ্ত হয়। সে তার মাতার মৃত্যুতে উন্মত্ত, ক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে রাস্তায়, চৌরাস্তায় গিয়ে এরূপ

বলতে লাগল—"আপনারা আমার মাতাকে দেখেছেন, আপনারা আমার মাতাকে দেখেছেন?"

"হে ব্রাহ্মণ, অতীতে এই শ্রাবস্তীতে জনৈক পুরুষের পিতা কালপ্রাপ্ত হয়... ভ্রাতা কালপ্রাপ্ত হয়... ভগিনী কালপ্রাপ্ত হয়... পুত্র কালপ্রাপ্ত হয়... কন্যা কালপ্রাপ্ত হয়... প্রজাপতি (স্ত্রী) কালপ্রাপ্ত হয়। সে তার প্রজাপতির মৃত্যুতে উন্মত্ত, ক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে রাস্তায়, চৌরাস্তায় গিয়ে এরূপ বলতে লাগল—"আপনারা আমার প্রজাপতিকে (স্ত্রীকে) দেখেছেন, আপনারা আমার প্রজাপতিকে দেখেছেন?"

"হে ব্রাহ্মণ, অতীতে এই শ্রাবস্তীতে জনৈকা স্ত্রী জ্ঞাতিকুলে আগমন করেছিল। সেই জ্ঞাতিগণ তার স্বামীকে হরণ করে তাকে অন্যের কাছে বিয়ে প্রদান করতে ইচ্ছুক হয়। কিন্তু সেই স্ত্রী তাদের ইচ্ছায় রাজী হলো না। অতঃপর সে স্বামীকে এরূপ বলল, 'আর্যপুত্র, এই জ্ঞাতিগণ তোমাকে হরণ করে আমাকে অন্যের কাছে প্রদান করতে ইচ্ছুক। এখন আমরা উভয়েই মরবো।' অনন্তর সেই স্বামী তার স্ত্রীকে দুইভাগে ছিন্ন করে নিজকেও ধ্বংস করল এই বলে, 'মৃত্যুর পর উভয়েই মিলিত হবো'। এরূপে শোকশৈল্যের দ্বারা বিদীর্ণ, বিদ্ধ, ভেদিত, উৎপীড়িত, সংযুক্ত, সমন্বিত হয়ে ধাবিত হয়, ইতস্তত ছুটাছুটি করে, সঞ্চরণ করে, সঞ্চরিত হয়।"

কিরূপে সন্দেহ শৈল্যের দ্বারা বিদীর্ণ, বিদ্ধ, ভেদিত, উৎপীড়িত, সংযুক্ত, সমন্বিত, সংশয়ে পতিত, সন্দেহে পতিত, দ্বিধায় পতিত হয়? "আমি অতীতে ছিলাম কি? নাকি অতীতে ছিলাম না? অতীতে কী ছিলাম? অতীতে কীরূপ ছিলাম? অতীতে কি হয়ে কী হয়েছিলাম? ভবিষ্যতে আমি হবো কি? ভবিষ্যতে কি হয়ে কী হবো? বর্তমান সম্বন্ধেও এরূপ সন্দেহকারী হয়; যথা : এখন আমি আছি কি? নাকি এখন আমি নেই? এখন আমি কি? কীরূপই বা আমি এখন? কোথা হতে এ সত্ত্ব এসেছে? সে কোথায় গমন করবে? এরূপে সন্দেহ শৈল্যের দ্বারা বিদীর্ণ, বিদ্ধ, ভেদিত, উৎপীড়িত, সংযুক্ত, সমন্বিত হয়ে ধাবিত হয়, ইতস্তত ছুটাছুটি করে, সঞ্চরণ করে, সঞ্চরিত হয়।

তারা শৈল্য সংগ্রহ করে; সংগ্রহ করার সময় শৈল্য সংগ্রহবশে পূর্বদিকে ধাবিত হয়, পশ্চিমদিকে ধাবিত হয়, উত্তরদিকে ধাবিত হয়, দক্ষিণদিকে ধাবিত হয়। ফলে সেসব শৈল্যাভিসংস্কার প্রহীন হয় না। শৈল্যাভিসংস্কারের অপ্রহীন-হেতু গতিতে (পুনর্জন্মে) ধাবিত হয়, নিরয়ে ধাবিত হয়, প্রেতলোকে ধাবিত হয়, মনুষ্যলোকে ধাবিত হয়, দেবলোকে ধাবিত হয়; গতি দ্বারা গতিতে, উৎপত্তি দ্বারা উৎপত্তিতে, প্রতিসন্ধি দ্বারা প্রতিসন্ধিতে, ভব দ্বারা

ভবে, সংসার দ্বারা সংসারে, বর্ত (জন্ম-মৃত্যুর চক্র) দ্বারা বর্তে ধাবিত হয়, ইতস্তত ছুটাছুটি করে, সঞ্চরণ করে, সঞ্চরিত হয়—যেন সল্লেন ওতিণ্ণো দিসা সব্বা ৰিধাৰতি।

তমেৰ সল্লমব্বুযহ, ন ধাৰতি ন সীদতীতি। সেই রাগশল্য, দ্বেষশল্য, মোহশল্য, মানশল্য, দৃষ্টিশল্য, শোকশল্য ও সন্দেহশল্য তুলে, উপড়িয়ে, উদ্ধার করে, সমোদ্ধার করে, উৎপাটন করে, সমুৎপাটন করে, ত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ করে এবং ধ্বংস করে পূর্বদিকে ধাবিত হন না, পশ্চিমদিকে ধাবিত হন না, উত্তরদিকে ধাবিত হন না, দক্ষিণদিকে ধাবিত হন না। তাঁদের সেসব শৈল্যাভিসংস্কার প্রহীন হয়েছে; শৈল্যাভিসংস্কারের প্রহীন হওয়ায় গতিতে (পুনর্জন্মে) ধাবিত হয়, নিরয়ে ধাবিত হয়, প্রেতলোকে ধাবিত হয়, মনুষ্যলোকে ধাবিত হয়, দেবলোকে ধাবিত হয়; গতি দ্বারা গতিতে, উৎপত্তি দ্বারা উৎপত্তিতে, প্রতিসন্ধি দ্বারা প্রতিসন্ধিতে, ভব দ্বারা ভবে, সংসার দ্বারা সংসারে, বর্ত দ্বারা বর্তে ধাবিত হয়, ইতস্তত ছুটাছুটি করে, সঞ্চরণ করে, সঞ্চরিত হয়—তমেৰ সল্লমব্বুযহ ন ধাৰতি। "ন সীদতি" বলতে কামোঘে পতিত হন না, ভবোঘে পতিত হন না, দৃষ্টি ওঘে পতিত হন না, অবিদ্যা-ওঘে পতিত হন না, ডুবে যান না, তলিয়ে যান না, নিমজ্জিত হন না, গমন করেন না, উপস্থিত হন না—তমেৰ সল্লমব্বুযহ, ন ধাৰতি ন সীদতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

"যেন সল্লেন ওতিণ্ণো, দিসা সব্বা ৰিধাৰতি।
তমেৰ সল্লমব্বুযহ, ন ধাৰতি ন সীদতী"তি॥

১৭৫. তত্থ সিকখানুগীযন্তি, যানি লোকে গধিতানি।
ন তেসু পসুতো সিযা, নিব্বিজ্ঝ সব্বসো কামে।
সিক্খে নিব্বানমত্তনো॥

অনুবাদ : জগতে যে পঞ্চকামগুণ, তথায় বা তার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা হয়, সেসবে আসক্ত হও না। কাম বা ভোগ বাসনা সম্পূর্ণরূপে ভেদ করে নিজে নিজেই নির্বাণ শিক্ষা করবে।

তত্থ সিক্খানুগীযন্তি, যানি লোকে গধিতানীতি। "শিক্ষা" (সিক্খা) বলতে হস্তি শিক্ষা , অশ্ব শিক্ষা রথ শিক্ষা, ধনু শিক্ষা, চক্ষুরোগের চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, কায় চিকিৎসা, ভূতাশ্রিত রোগীর চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা। "অনুগীযন্তি" গুণকীর্তন করে, প্রশংসা করে, অভিহিত করে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে। অথবা আকাঙ্ক্ষিত বিষয় (গধিতা) প্রতিলাভের

জন্য গুণকীর্তন করে, গ্রহণ করে শিক্ষা করে, ধারণ করে, উপধারণ করে, উপলক্ষ করে। আকাঙ্ক্ষিাত বিষয়কে পঞ্চকামগুণ বলা হয়। যথা : চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয় বা আনন্দজনক। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ ...। ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস... কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ... আনন্দনজনক। কী কারণে পঞ্চকামগুণকে আকাঙ্ক্ষিত বিষয় বলা হয়? যেহেতু দেব-মনুষ্যগণ পঞ্চ কামগুণ ইচ্ছা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, প্রার্থনা করে বাসনা করে, অভিলাষ করে, সেই কারণে পঞ্চকামগুণকে আকাঙ্ক্ষিত বিষয় বলা হয়। "লোকে" বলতে মনুষ্যলোকে—তথায় শিক্ষাকে গুণকীর্তন করে, জগতে যেসব আকাঙ্ক্ষিত বিষয় **(তত্থ সিক্খানুগীযন্তি, যানি লোকে গধিতানি)**।

ন তেসু পসুতো সিয়া।—সই শিক্ষাসমূহে বা পঞ্চকামগুণ আসক্তি নেই, তন্মধ্যে নেই, সে প্রান্তভাগে নেই, তৎস্থানে নেই, তদ্অধিমুক্তে নেই, তদ্অধিপ্রত্যয়ে নেই—**ন তেসু পসুতো সিয়া**।

নিব্বিজ্ঝ সব্বসো কামেতি।."নিব্বিজ্ঝ" বলতে জ্ঞাত হয়ে। "সকল সংস্কার অনিত্য" জ্ঞাত হয়ে, "সকল সংস্কার দুঃখ" জ্ঞাত হয়ে... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" জ্ঞাত হয়ে। "সব্বসো" অর্থে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—সব্বসোতি। "কাম" বলতে ব্যাখ্যানুযায়ী কাম দুই প্রকার—বস্তুকাম ও ক্লেশকাম... এগুলো বস্তুকাম...এগুলো ক্লেশকাম—নিব্বিজ্ঝ সব্বসো কামে।

সিক্খে নিব্বানমত্তনোতি। "শিক্ষা" বলতে ত্রিবিধ শিক্ষা—অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা... ইহা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। "নিব্বানমত্তনো" অর্থে নিজের রাগ নির্বাপণের জন্য, দ্বেষ নির্বাপণের জন্য, মোহ নির্বাপণের জন্য... সর্ব অকুশলাভিসংস্কার শান্ত, উপশম, উপশান্ত, নির্বাপন, পরিত্যাগ ও প্রশান্তির জন্য অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন; এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন, জেনে শিক্ষা করেন... সাক্ষাৎকরণীয় বিষয় সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচরণ করেন, গ্রহণ করে পালন করেন। এ অর্থে নিজের জন্য নির্বাণ শিক্ষা করেন (সিক্খে নিব্বানমত্তনো)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''তত্থ সিকখানুগীযন্তি, যানি লোকে গধিতানি।
> ন তেসু পসুতো সিযা, নিব্বিজ্ঝ সব্বসো কামে।
> সিক্খে নিব্বানমত্তনো''তি॥

১৭৬. সচ্চোসিযা অপ্পগব্ভো, অমাযো রিত্তপেসুণো।
অক্কোধনো লোভপাপং, ৰেৰিচ্ছং ৰিতরে মুনি॥

অনুবাদ : মুনি সত্যবাদী, অপ্রগল্‌ভ (বিনীত), অমায়াবী (অকুহক), রিক্তপৈশুন্য (পিশুন বাক্য অভাষী) এবং অক্রোধী হবেন; তিনি লোভরূপ পাপ ও মাৎসর্য বিতারণ করবেন।

সচ্চো সিযা অপ্পগব্ভোতি। "সত্যবাদী হবেন" (সচ্চো সিযা) বলতে সত্যবাক্যে বিমণ্ডিত হবেন, সম্যক দৃষ্টিতে বিমণ্ডিত হবেন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিমণ্ডিত হবেন—সত্যবাদী হবেন (সচ্চো সিযা)। "অপ্রগল্‌ভ" (অপ্পগব্ভো) বলতে ত্রিবিধ প্রগল্‌ভতা—কায়িক প্রগল্‌ভতা, বাচনিক প্রগল্‌ভতা ও চৈতসিক প্রগল্‌ভতা... এটাই চৈতসিক প্রগল্‌ভতা। যাঁর এই ত্রিবিধ প্রগল্‌ভতা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রব্ধ (প্রশান্ত), পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা হয়, তাঁকে অপ্রগল্‌ভ বলা হয়। এ অর্থে সত্যবাদী, অপ্রগল্‌ভ হবেন (সচ্চো সিযা অপ্পগব্ভো)।

অমাযো রিত্তপেসুণোতি। "মায়া" বলতে প্রতারণাচর্যা। এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) কায়, বাক্য ও মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে তার (দুশ্চরিত্রতার) আচ্ছাদন-হেতু পাপেচ্ছা উৎপন্ন হয়। "আমাকে না জানুক" বলে ইচ্ছা করে, "আমাকে না জানুক" বলে সংকল্প করে, "আমাকে না জানুক" বলে বাক্য ভাষণ করে, "আমাকে না জানুক" বলে কায় দ্বারা চেষ্টা করে। যা এরূপ মায়াবীকতা, মায়ারূপ আচ্ছন্নতা (অচ্চসরা), বঞ্চনা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা (নিকিরণা), কপটতা, গোপনীয়তা, গোপনকরণ, আচ্ছাদন, আচ্ছাদনকরণ, অজ্ঞাতকর্ম, গোপনকর্ম ও পাপকার্য, আবৃতকরণ—ইহাকে মায়া বলা হয়। যাঁর এই মায়া প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাকেই অমায়াবী বলে। **রিত্তপেসুণো**তি। "পরোক্ষে অপবাদ বা পিশুনবাক্য" (পেসুঞ্ঞং) বলতে এক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি পিশুনভাষী হয়... এরূপে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষে পিশুনবাক্য ভাষণ করে থাকে। যাঁর এই পৈশুন্য (পিশুনবাক্য) প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকেই রিক্তপৈশুন্য, পৈশুন্যবিযুক্ত (পিশুনবাক্য হতে পৃথক) ও পৈশুন্য প্রবিবিক্ত বলা হয়—অমায়াবী, রিক্তপৈশুন্য (অমাযো রিত্তপেসুণো)।

অক্কোধনো লোভপাপং, ৰেৰিচ্ছং ৰিতরে মুনীতি। "অক্রোধী" বলা হয়েছে; অধিকন্তু, তা ক্রোধ বলা উচিত। দশ প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হয়—"আমার

দ্বারা অনর্থ আচরিত হয়েছিল” এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়... যাঁর এই ক্রোধ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি (প্রশান্ত), পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে অক্রোধী বলা হয়। ক্রোধের প্রহীন হয়েছে বিধায় অক্রোধী, ক্রোধবস্তু পরিজ্ঞাত হয়েছে বিধায় অক্রোধী, ক্রোধের হেতু ছিন্ন হয়েছে বিধায় অক্রোধী। “লোভ” (লোভো) অর্থে যা লোভ, লুব্ধভাব, লোলুপতা... অভিধ্যা, লোভ ও অকুশলমূল। “মাৎসর্য” (ৰেৰিচ্ছং) বলতে পাঁচ প্রকার মাৎসর্য—আবাস-মাৎসর্য ... মনের গৃহীতভাব—একে মাৎসর্য বলা হয়। **মুনী**তি। প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন।” **অক্কোধনো লোভপাপং, ৰেৰিচ্ছং ৰিতরে মুনী**তি। মুনি লোভরূপ পাপ ও মাৎসর্য অতিক্রম করেন, পার হন (বা দমন করেন), তরণ বা পরাজিত করেন, সমতিক্রম করেন ও জয় করেন। এ অর্থে মুনি অক্রোধী হন এবং লোভরূপ পাপ ও মাৎসর্য বিতারণ করেন (অক্কোধনো লোভপাপং, ৰেৰিচ্ছং ৰিতরে মুনি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘সচ্চো সিযা অপ্পগব্ভো, অমাযো রিত্তপেসুণো।
অক্কোধনো লোভপাপং, ৰেৰিচ্ছং ৰিতরে মুনী’’তি॥

১৭৭. নিদ্দং তন্দিং সহে থীনং, পমাদেন ন সংৰসে।
অতিমানে ন তিট্ঠেয্য, নিব্বানমনসো নরো॥

অনুবাদ : নির্বাণকামী ব্যক্তি নিদ্রা, ক্লান্তি (অবসাদ), অলসতা জয় করবেন; তিনি প্রমাদের সহিত বাস করবেন না এবং অতিমানেও স্থিত হবেন না (বা অবস্থান করবেন না)।

নিদ্দং তন্দিং সহে থীনন্তি। “নিদ্রা” (নিদ্দং) বলতে যা কায়ের নিরানন্দতা বা অপ্রকৃতিস্থতা (অকল্যতা), অকর্মণ্যতা, নিদ্রাচ্ছন্নতা (ওনাহো), নিদ্রাচ্ছাদন (পরিযোনাহো), অন্তঃনিষ্ক্রিয়তা, (অন্তোসমোরোধো), নিদ্রলুতা, সুপ্ততা (সুপ্পং), চোখের পাতায় মিট মিট করণ (পচলাযিকা), ঘুম, তন্দ্রা, তন্দ্রলুতা। “শ্রান্তি (তন্দিং) বলতে ক্লান্তি, ক্লান্ততা, ক্লান্তযুক্ততা, তন্দ্রামনস্কতা, আলস্য, আলস্যতা, অবসন্নতা (আলস্যাযিতত্তং)। “অলসতা” (থীনং) অর্থে যা চিত্তের নিরানন্দতা বা অপ্রকৃতিস্থতা, অকর্মণ্যতা, অলসতা, স্তব্ধতা (সল্লীযনা), লীনতা (সংকুচিতা), সংকুচিতকরণতা, বিশ্রামকরণতা (লীযিতত্তং); চিত্তের দুর্বলতা, আলস্যপরায়ণতা, ঢিলামিতা। **নিদ্দং তন্দিং সহে থীনন্তি**। নিদ্রা, ক্লান্তি ও অলসতা জয়, পরাজয়, বশীভূত, পরাস্ত,

পরাভূত, দমন ও মর্দন বা ধ্বংস করেন। এ অর্থে নিদ্রা, ক্লান্তি ও অলসতা জয় করেন (নিদ্দং তন্দিং সহে থীনং)।

পমাদেন ন সংৰসেতি। কায়-দুশ্চরিতে, বাক্য-দুশ্চরিতে, মনো-দুশ্চরিতে বা পঞ্চকামগুণে প্রমাদ বলা উচিত। চিত্তের শ্লথন, শিথিল উৎপাদন বা কুশলধর্মসমূহের ভাবনা বর্ধনের জন্য অসাক্ষাৎকরণতা, অনধ্যবসায়তা, অনস্থিরতা, নিষ্ক্রিয়তা, দুর্বলতা, অগ্রাহ্যতা এবং অনভ্যাস, অভাবনা, অবৈপুল্যকরণ, অনধিষ্ঠান, অননুযোগ ও প্রমাদ। যা এরূপ প্রমাদ, অমনোযোগ, উন্মত্ততা—ইহাকে প্রমাদ বলা হয়। "প্রমাদের সহিত বাস করেন না" (পমাদেন ন সংৰসে) বলতে প্রমাদের সাথে বাস করেন না, সংবাস করেন না, অবস্থান করেন না, পরিবাস করেন না; প্রমাদকে পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন, নিবৃত্ত করেন; প্রমাদ হতে নিবৃত্ত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে প্রমাদের সহিত বাস করেন না (পমাদেন ন সংৰসে)।

অতিমানেনে তিট্ঠেয্যাতি। "অতিমান" (অতিমানো) বলতে এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) জাতি দ্বারা, গোত্র দ্বারা... বা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা অপরকে অতিশয় অবজ্ঞা করে থাকে। যা এরূপ মান, অহংকার ও আত্মশ্লাঘা (অহমিকা) বৃদ্ধি, আধিক্যতা, দম্ভ (ধজো), গর্ব এবং চিত্তের মিথ্যা বড়ই—ইহাকে অতিমান বলা হয়। "অতিমানে ন তিট্ঠেয্য" বলতে অতিমানে স্থিত হন না, সংস্থিত হন না; অতিমান পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, অপসারণ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। অতিমান হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—অতিমানে স্থিত হন না (অতিমানে ন তিট্ঠেয্য)।

"নিব্বানমনসো নরো" বলতে এক্ষেত্রে কেউ কেউ দান দেন, শীল গ্রহণ করেন, উপোসথকর্ম করেন, ব্যবহার্য পানীয় সংগ্রহ করেন, কুঠির সম্মার্জন করেন, চৈত্য বন্দনা করেন, চৈত্যতে মালা সুগন্ধি দ্রব্যে স্থাপন করেন, চৈত্য প্রদক্ষিণ করেন; যা কিছু ত্রিধাতুক বা উপাদন, কুশলাভিসংস্কার সংগ্রহ করতে গতিহেতু, উৎপত্তিহেতু, প্রতিসন্ধিহেতু, ভবহেতু, সংসার-হেতু ও চক্র বা জন্ম-মৃত্যুহেতু হয় না। সেই সমস্ত বিসংযোগাভিপ্রায়, নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী এবং নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত হয়ে সম্পন্ন হয়। এরূপে নর বা ব্যক্তি নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক হয়। অথবা সমস্তসংস্কার ধাতু হতে চিত্তকে মুক্ত

করে অমৃতধাতুতে চিত্তকে নিবিষ্ট করে—"এটাই শান্ত, প্রণীত যা এই সমস্ত সংস্কার উপশম, সর্ব উপাধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণ।" এরূপে নর বা ব্যক্তি নির্বাণকামী হয়।

"ন পণ্ডিতা উপধিসুখস্স হেতু, দদন্তি দানানি পুনব্ভৰায।
কামঞ্চ তে উপধিপরিক্খযায, দদন্তি দানং অপুনব্ভৰায॥
"ন পণ্ডিতা উপধিসুখস্স হেতু, ভাৰেন্তি ঝানানি পুনব্ভৰায।
কামঞ্চ তে উপধিপরিক্খযায, ভাৰেন্তি ঝানং অপুনব্ভৰায॥
"তে নিব্বুত্তিং আসিসমানসা দদন্তি, তন্নিন্নচিত্তা তদধিমুত্তা।
নজ্জো যথা সাগরমজ্ঝুপেতা, ভৰন্তি নিব্বানপরাযনা তে"তি॥

অনুবাদ : "পণ্ডিতগণ পুনর্জন্ম আর উপধিসুখহেতু দানকার্যাদি সম্পাদন করেন না। তারা কাম পুনর্জন্মহীন এবং উপধিসুখ পরিক্ষয়ের জন্য দান করেন। পণ্ডিতগণ পুনর্জন্ম ও উপধিসুখহেতু ধ্যান ভাবনাদি করেন না, তারা কাম, পুনর্জন্মহীন ও উপধিসুখ পরিক্ষয়ের জন্য ধ্যান ভাবনা করেন। তারা নিবৃত্তি ইচ্ছায় তদ্‌নিম্ন, তদধিমুক্ত চিত্তে দান করেন। নদী যেমন সাগরে মিলিত হয়, ঠিক তেমনি তারাও নির্বাণকামী ব্যক্তি হন।"

এঁরাই নির্বাণ লাভেচ্ছু ব্যক্তি। তদ্ধেতু ভগবান বলেছেন :

"নিদ্দং তন্দি সহে থীনং, পমাদেন ন সংৰসে।
অতিমানে ন তিট্ঠেয্য, নিব্বানমনসো নরো"তি॥

১৭৮. মোসৰজ্জে ন নিয্যেথ, রূপে স্নেহং ন কুব্বযে।
মানঞ্চ পরিজানেয্য, সাহসা ৰিরতো চরে॥

অনুবাদ : মিথ্যা কথায় চালিত হবে না, রূপ বা দেহের প্রতি মমত্ব বা স্নেহ করবে না। অহংকার সম্বন্ধে জ্ঞাত হবে এবং তা হতে বিরত হয়ে সাহস নির্ভয়ে বিচরণ করবে।

"মোসৰজ্জে ন নিয্যেথ" বলতে মিথ্যা ভাষণকে মিথ্যাকথা বলা হয়। এক্ষেত্রে কেউ কেউ সভায় গিয়ে, পরিষদে গিয়ে, জ্ঞাতির কাছে গিয়ে, দলের কাছে গিয়ে, রাজকুলে গিয়ে অথবা সাক্ষীরূপে নীত হয়ে বলে, "হে পুরুষ, তুমি এসো, যা জান তা বল" সে অজানাকে বলে, "জানি"; জানাকে বলে, "জানি না"; অদেখাকে বলে, "দেখেছি"; অথবা দেখাকে বলে, "দেখি নাই"। এভাবে আত্মহেতু, পরহেতু অথবা যৎকিঞ্চিৎ লাভের আশায় সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করে—ইহাকে মিথ্যাকথা বলা হয়। অপিচ, তিন প্রকারে... চার প্রকারে... পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে... আট প্রকারে... এই আট প্রকারে মিথ্যা ভাষণ করা হয়। **মোসৰজ্জে ন নিয্যেথা**তি। মিথ্যাকথায়

চালিত হন না, নীত হন না, বাহিত (পরিচালিত) হন না, গৃহীত হন না; মিথ্যাকথা ত্যাগ করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন; মিথ্যাকথা হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—মিথ্যাকথায় চালিত হবেন না (মোসৰজ্জে ন নিয্যেথ)।

রূপে স্নেহং ন কুব্বযেতি। "রূপ" বলতে চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূতের উপাদা রূপ। **রূপে স্নেহং ন কুব্বযে**তি। রূপ স্নেহ না করা, ছন্দ উৎপন্ন না করা, প্রেম না করা এবং আসক্তি না করা, জন্ম না দেয়া, উৎপন্ন না করা, উৎপাদন না করা, উদ্ভব না করা—রূপের প্রতি স্নেহ না করা (রূপে স্নেহং ন কুব্বযে)।

মানঞ্চ পরিজানেয্যাতি। "মান" বলতে এক প্রকার মান, যা চিত্তের দাম্ভিক অবস্থা। মান দুই প্রকার—আত্মপ্রশংসা প্রবণতা ও পরনিন্দা প্রবণতা। আবার, মান তিন প্রকার—"আমি শ্রেয়" বলে মান, "আমি সদৃশ" বলে মান, "আমি হীন" বলে মান। মান চার প্রকার—(১) লাভের কারণে মান উৎপন্ন করা, (২) যশের কারণে মান উৎপন্ন করা, (৩) প্রশংসার কারণে মান উৎপন্ন করা, (৪) সুখের কারণে মান উৎপন্ন করা। পাঁচ প্রকার মান—"আমি মনোজ্ঞ রূপলাভী" বলে মান উৎপন্ন করা, "আমি মনোজ্ঞ শব্দলাভী... আমি মনোজ্ঞ গন্ধলাভী... আমি মনোজ্ঞ রসলাভী... আমি মনোজ্ঞ স্পর্শলাভী" বলে মান উৎপন্ন করা। মান ছয় প্রকার—চক্ষুসম্পদের কারণে মান উৎপন্ন করা, শ্রোত্রসম্পদের কারণে... ঘ্রাণসম্পদের কারণে... জিহ্বাসম্পদের কারণে... কায়সম্পদের কারণে... মনসম্পদের কারণে মান উৎপন্ন করা। মান সাত প্রকার—(১) মান, (২) অতিমান, (৩) মানাতিমান, (৪) অবজ্ঞামূলক মান, (৫) অধিমান, (৬) আত্মশ্লাঘা, (৭) মিথ্যামান। আবার মান আট প্রকার—(১) লাভের কারণে মান উৎপন্ন করা, (২) অলাভের কারণে দেমাগ উৎপন্ন করা, (৩) যশের কারণে মান উৎপন্ন করা, (৪) অযশের কারণে দেমাগ উৎপন্ন করা, (৫) প্রশংসার কারণে মান উৎপন্ন করা, (৬) অপ্রশংসার কারণে দেমাগ উৎপন্ন করা, (৭) সুখের কারণে মান উৎপন্ন করা, (৮) দুঃখের কারণে দেমাগ উৎপন্ন করা। মান নয় প্রকার—(১) "আমি শ্রেয়ের শ্রেয়" বলে মান, (২) "আমি শ্রেয় সদৃশ" বলে মান, (৩) "আমি শ্রেয়ের চেয়ে হীন" বলে মান, (৪) "আমি সদৃশের চেয়ে শ্রেয়" বলে মান, (৫) "আমি সদৃশের সদৃশ" বলে মান, (৬) "আমি সদৃশের চেয়ে হীন" বলে মান, (৭) "আমি হীনের চেয়ে শ্রেয়" বলে মান, (৮) "আমি হীনের সদৃশ" বলে মান,

(৯) "আমি হীনের অপেক্ষা হীন" বলে মান। মান দশ প্রকার—এক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি জাতি, গোত্র... অথবা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা মান উৎপন্ন করে। যা এরূপ মান, অহংকার ও আত্মশ্লাঘা (অহমিকা) বৃদ্ধি, আধিক্য, দম্ভ (ধজো), গর্ব এবং চিত্তের মিথ্যা বড়ই (বা গর্ব)—ইহাকে মান বলা হয়।

মানঞ্চ পরিজানেয্যাতি। মানকে তিন প্রকার পরিজ্ঞা দ্বারা যথার্থভাবে জানেন—জ্ঞাত-পরিজ্ঞা দ্বারা, তীরণ-পরিজ্ঞা দ্বারা ও প্রহান-পরিজ্ঞা দ্বারা। জ্ঞাত-পরিজ্ঞা কিরূপ? মানকে জানেন এটা এক প্রকার মান—যা চিত্তের উন্নতি। এটা দুই প্রকার মান—... ইহা দশ প্রকার মান—এক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি জাতি, গোত্র... অথবা অন্যতর অন্যতর বস্তু দ্বারা জানেন, দেখেন—এটাই জ্ঞাত-পরিজ্ঞা।

তীরণ-পরিজ্ঞা কিরূপ? ইহা জ্ঞাত হয়ে মান উত্তীর্ণ হন, অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে... নিঃসরণরূপে উত্তীর্ণ হন—এটাই তীরণ-পরিজ্ঞা।

প্রহান-পরিজ্ঞা কিরূপ? এভাবে উত্তীর্ণ হয়ে মানকে পরিত্যাগ করেন, ধ্বংস করেন, বিনাশ করেন, নিবৃত্ত করেন—এটাই প্রহান-পরিজ্ঞা। "মানকে যথার্থভানে জানেন" (মানঞ্চ পরিজানেয্য) বলতে এই পরিজ্ঞা দ্বারা মানকে যথার্থভাবে জানেন—মানকে যথাযথভাবে জানেন (মানঞ্চ পরিজানেয্য)।

সাহসা ৰিরতো চরেতি। প্রচণ্ডতা (সাহসা) চর্যা কিরূপ? উত্তেজিত ব্যক্তির রাগচর্যাই প্রচণ্ডতা চর্যা, দুষ্টাচারীর দ্বোষ বা হিংসাচর্যাই প্রচণ্ডতা চর্যা, মূর্খের মোহচর্যাই প্রচণ্ডতা চর্যা, অহংকারীর (ৰিনিবদ্ধস্স) মানচর্যাই প্রচণ্ডতা চর্যা, পরামৃষ্টের (মিথ্যাদৃষ্টিকের) দৃষ্টিচর্যাই প্রচণ্ডতা চর্যা, বিক্ষেপগতের (চঞ্চল ব্যক্তির) ঔদ্ধত্যচর্যাই প্রচণ্ডতা চর্যা, অনিট্‌ঠঙ্গতের (অপূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির) বিচিকিৎসাচর্যাই প্রচণ্ডতা চর্যা, থামগতের (মিথ্যাদৃষ্টি দৃঢ় ব্যক্তির) অনুশয়চর্যাই প্রচণ্ডতা চর্যা—এটাই প্রচণ্ডতা চর্যা। "প্রচণ্ডতা হতে বিরত হয়ে বিচরণ করেন" (সাহসা ৰিরতো চরে) বলতে প্রচণ্ডতা চর্যা হতে নিবৃত্ত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন, গমন করেন, বিচরণ করেন, বিহার করেন, অভ্যাস করেন (ৰত্তেয্য), পালন করেন, যাপন করেন এবং থাকেন। এ অর্থে প্রচণ্ডতা হতে বিরত হয়ে বিচরণ করেন (সাহসা ৰিরতো চরে)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> "মোসৰজ্জে ন নিয্যেথ, রূপে স্নেহং ন কুব্বযে।
> মানঞ্চ পরিজানেয্য, সাহসা ৰিরতো চরে"তি॥

১৭৯. পুরাণং নাভিনন্দেয্য, নৰে খন্তিং ন কুব্বযে।
হীযমানে ন সোচেয্য, আকাসং ন সিতো সিযা॥

অনুবাদ : পুরাণকে অভিনন্দন (বা স্পৃহা) করেন না, নূতনকে ইচ্ছা করেন না। হারানোতে অনুশোচনা করেন না, আকাশকে (তৃষ্ণাকে) আশ্রয় করেন না।

পুরাণংনাভিনন্দেয্যাতি। "পুরাণ" বলতে অতীত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বুঝায়। অতীত সংস্কারসমূহ তৃষ্ণা ও দৃষ্টিবশে অভিনন্দন (বা স্পৃহা) করেন না, অভিবাদন (বা ইচ্ছা) করেন না, অভিপ্রায় করেন না; অভিনন্দন, অভিবাদন, অভিপ্রায়, গ্রহণ, ধারণ ও অভিনিবেশ পরিত্যাগ, ধ্বংস, বিনাশ এবং নিবৃত্ত করেন। এ অর্থে পুরাণকে অভিনন্দন করেন না (পুরাণং নাভিনন্দেয্য)।

নৰে খন্তিং ন কুব্বযেতি। "নূতন" বলতে বর্তমান রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বুঝায়। বর্তমান সংস্কারসমূহ তৃষ্ণা ও দৃষ্টিবশে ইচ্ছা, ছন্দ, প্রেম, আসক্তি, বৃদ্ধি, উৎপন্ন, উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন করেন না—নূতনকে ইচ্ছা করেন না (নৰে খন্তিং ন কুব্বযে)।

হীযমানেন সোচেয্যাতি। হারানোতে, ক্ষয়ে, পরিক্ষয়ে, বিচ্ছিন্ন হওয়াতে (ৰেমানে), মৃত্যুতে ও অন্তর্ধানে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত বা বিরক্ত হন না (ন কিলমেয্য), মনে আঘাত পান না (ন পরামসেয্য), পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না। চক্ষু হারানোতে, ক্ষয়ে, পরিক্ষয়ে, বিচ্ছিন্ন হওয়াতে (ৰেমানে), মৃত্যুতে ও অন্তর্ধানে, শ্রোত্র... ঘ্রাণ... জিহ্বা... কায়... রূপ... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... কুল... গণ বা পরিষদ... আবাস... লাভ... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয়নাসন... এবং ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিস্কার বা ব্যবহার্য সামগ্রী হারানোতে, ক্ষয়ে, পরিক্ষয়ে, বিচ্ছিন্ন হওয়াতে (ৰেমানে), মৃত্যুতে ও অন্তর্ধানে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত বা বিরক্ত হন না (ন কিলমেয্য), মনে আঘাত পান না (ন পরামসেয্য), পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না—হারানোতে অনুশোচনা করেন না (হীযমানে ন সোচেয্য)।

আকাসং ন সিতো সিযাতি। আকাশ বলতে তৃষ্ণাকে বুঝায়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। কী কারণে আকাশকে তৃষ্ণা বলা হয়? যেহেতু এই তৃষ্ণা দ্বারা রূপ আকর্ষিত, সমাকর্ষিত, গৃহীত, স্পৃষ্ট ও অভিনিবিষ্ট হয়, বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... গতি... উৎপত্তি...

প্রতিসন্ধি... ভব... সংসার... এবং জন্মগ্রহণের চক্র (ৰট্টং) আকর্ষিত, সমাকর্ষিত, গৃহীত, স্পৃষ্ট ও অভিনিবিষ্ট হয়; সেই কারণেই আকাশকে তৃষ্ণা বলা হয়। **আকাসং ন সিতো সিয**তি। (তিনি) তৃষ্ণাশ্রিত হন না। তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করেন, ধ্বংস করেন, বিনাশ করেন, নিবৃত্ত করেন; তৃষ্ণা হতে নিবৃত্ত (আরতো), বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে অবাধ বা মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—আকাশকে (তৃষ্ণাকে) আশ্রয় করেন না (আকাসং ন সিতো সিযা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পুরাণং নাভিনন্দেয্য, নৰে খন্তিং ন কুব্বযে।
হীযমানে ন সোচেয্য, আকাসং ন সিতো সিযা"তি॥

১৮০. গেধং ব্রূমি মহোঘোতি, আজৰং ব্রূমি জপ্পনং।
আরম্মণং পকম্পনং, কামপঙ্কো দুরচ্চযো॥

আনুবাদ : আমি আসক্তিকে (গেধং) মহোঘো বলি, আজবকে (পরিশোষণকে) গুজব (জপ্পনং) বলি। আলম্বন, পরিকল্পনা ও কামরূপ পঙ্ক দুরতিক্রম্য।

গেধং ব্রূমি মহোঘোতীতি। আসক্তি বলতে তৃষ্ণাকে বুঝায়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। মহোঘো তৃষ্ণাকে বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। **গেধং ব্রূমি মহোঘোতী**তি। আমি আসক্তিকে "মহোঘো" বলি, বর্ণনা করি, দেশনা করি, প্রজ্ঞাপন করি, প্রমাণ করি, উদ্‌ঘাটন করি, বিভাজন করি, উন্মুক্ত করি, প্রকাশ করি—আমি আসক্তিকে মহোঘো বলি (গেধং ব্রূমি মহোঘোতি)।

আজবং ব্রূমি জপ্পনন্তি। আজব (পরিশোষণ) তৃষ্ণাকে বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। তৃষ্ণাকে গুজব (জপ্পনং) বলে। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "আজৰং ব্রূমি জপ্পনং" বলতে ইচ্ছাকে "আসক্তি" বলি, ব্যাখ্যা করি... সুস্পষ্ট করি, প্রকাশ করি—আজৰং ব্রূমি জপ্পনং।

আরম্মণং পকম্পনন্তি। তৃষ্ণাকে আলম্বন বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। তৃষ্ণাকে প্রকম্পনও বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল—আরম্মণং পকম্পনং।

কামপঙ্কো দুরচ্চযোতি। কামপঙ্ক, কামকর্দম, কামক্লেশ, কামপ্রলেপ ও কাম-অন্তরায় দুরত্যয়, দুররিক্রম্য, দুস্তর, পার হওয়া দুঃসাধ্য, ছাড়িয়ে

যাওয়া কঠিন, অতিক্রম করা দুঃসাধ্য—কামপঙ্কো দুরচ্চযো।

তাই ভগবান বলেছেন :

"গেধং ব্রূমি মহোঘোতি, আজৰং ব্রূমি জপ্পনং।
আরম্মণং পকম্পনং, কামপঙ্কো দুরচ্চযো"তি॥

**১৮১. সচ্চা অৰোক্কমং মুনি, থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো।
সব্বং সো পটিনিস্সজ্জ, স ৰে সন্তোতি ৰুচ্চতি॥**

অনুবাদ : সত্যে অচ্যুত মুনিই স্থলে স্থিত ব্রাহ্মণ। যাঁর সব কিছুই পরিত্যক্ত হয়েছে তাকে বলা হয় শান্ত।

সচ্চা অৰোক্কমং মুনীতি। সত্যবাক্যে অচ্যুত, সম্যক দৃষ্টিতে অচ্যুত, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অচ্যুত। **মুনী**তি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন—সচ্চা অৰোক্কমং মুনি।

থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণোতি। অমৃত নির্বাণকে স্থল বলা হয়। যা সেই সব সংস্কার উপশম, সব উপধি (আসক্তি) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। "ব্রাহ্মণ" (ব্রাহ্মণো) বলতে সাতটি ধর্ম অপসারিত হওয়ায় বলে ব্রাহ্মণ... তিনি এরূপ অনাসক্ত বিধায় তাঁকে ব্রহ্মাও বলা হয়। **থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো**তি। স্থলে স্থিত হন, দ্বীপে স্থিত হন, ত্রাণে স্থিত হন, নিরাপত্তায় স্থিত হন, শরণে স্থিত হন, অভয়ে স্থিত হন, অচ্যুতিতে স্থিত হন, অমৃতে স্থিত হন, নির্বাণে স্থিত হন—থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো।

সব্বং সো পটিনিস্সজ্জাতি। দ্বাদশ আয়তনকে সব বলা হয়—চক্ষু এবং রূপ... মন এবং ধর্ম। যেহেতু অধ্যাত্ম-বাহ্যিক আয়তনাদিতে ছন্দরাগ প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, শীর্ষহীন তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না; সেজন্য সব কিছু ত্যক্ত, নিসৃত, মুক্ত, প্রহীন ও পরিত্যক্ত হয়। যেহেতু তৃষ্ণা, দৃষ্টি এবং মান প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, শীর্ষহীন তাল বৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না; সেজন্য সব কিছু ত্যক্ত, নিসৃত, মুক্ত, প্রহীন ও পরিত্যক্ত হয়। যেহেতু পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, শীর্ষহীন তাল বৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না; সেজন্য সব কিছু ত্যক্ত, নিসৃত, মুক্ত, প্রহীন ও পরিত্যক্ত হয়—সব্বং সো পটিনিস্সজ্জ।

স ৰে সন্তোতি ৰুচ্চতীতি। তাঁকে শান্ত, উপশান্ত, নিবৃত্ত ও প্রশান্ত বলা হয়, ভাষণ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়, বর্ণনা করা হয়, প্রকাশ করা হয়—স ৰে সন্তোতি ৰুচ্চতি।

তাই ভগবান বলেছেন :

"সচ্চা অৰোক্কমং মুনি, থলে তিট্ঠতি ব্রাহ্মণো।
সব্বং সো পটিনিস্সজ্জ, স ৰে সন্তোতি ৰুচ্চতী"তি॥

**১৮২. সৰে ৰিদ্বা স ৰেদগূ, ঞত্বা ধম্মং অনিস্সিতো।
সম্মা সো লোকে ইরিযানো, ন পিহেতীধ কস্সচি॥**

অনুবাদ : তিনিই বিদ্বান, তিনিই বেদজ্ঞ, যিনি ধর্মজ্ঞাত হয়ে অনিশ্রিত হন। তিনিই লোকে সম্যকরূপে বিচরণ করেন যিনি কোনো কিছুতে আসক্ত হন না।

স ৰে ৰিদ্বা স ৰেদগূতি। "ৰিদ্বা" বিদ্বান, বিদ্যাগত, জ্ঞানী, বিভাবী, মেধাবী। **ৰেদগূ**তি। 'বেদ' বলা হয় চারি মার্গে জ্ঞান... সব বেদনায় বীতরাগী, সব বেদ অতিক্রমকারীকে বেদজ্ঞ বলা হয়—স ৰে ৰিদ্বা স ৰেদগূ।

ঞত্বা ধম্মং অনিস্সিতোতি। "ঞত্বা" বলতে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, নির্মূল করে, ধ্বংস করে। "সর্ব সংস্কার অনিত্য" জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, নির্মূল করে, ধ্বংস করে; "সব সংস্কার দুঃখ"... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, সেসবই নিরোধধর্মী" জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, নির্মূল করে, ধ্বংস করে। "অনিশ্রিত" (অনিস্সিতো) বলতে দুই প্রকার নিশ্রয়—তৃষ্ণানিশ্রয় এবং দৃষ্টিনিশ্রয়... ইহা তৃষ্ণানিশ্রয়... ইহা দৃষ্টিনিশ্রয়। তৃষ্ণানিশ্রয় ত্যাগপূর্বক দৃষ্টিনিশ্রয় পরিহার করে চক্ষুতে নিশ্রয় না করে... শ্রোত্রে নিশ্রয় না করে... ঘ্রাণে নিশ্রয় না করে... দৃষ্টতে-শ্রুতিতে-অনুমিততে-বিজ্ঞাতব্যধর্মে নিশ্রয় না করে, সংলগ্ন না হয়ে, উপগত না হয়ে, আবদ্ধ না হয়ে এবং অধিমুক্ত না হয়ে নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—ঞত্বা ধম্মং অনিস্সিতো।

সম্মা সো লোকে ইরিযানোতি। যেহেতু অধ্যাত্ম-বাহ্যিক আয়তনাদিতে ছন্দরাগ প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না; সেজন্য তিনি সম্যকভাবে লোকে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, আচরণ করেন, জীবনধারণ করেন, পালন করেন, যাপন করেন, জীবন-যাপন করেন... যেহেতু পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, শীর্ষহীন তাল বৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না; সেজন্য তিনি সম্যকভাবে লোকে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, আচরণ করেন, জীবনধারণ করেন, পালন করেন,

যাপন করেন, জীবন-যাপন করেন—সম্মা সো লোকে ইরিযনো।

ন পিহেতীধ কস্সচীতি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর এই আসক্তি, তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, উৎপত্তির অনুপযুক্ত এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে; তিনি কখনো কোনো ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা কিংবা মানুষের হিংসা করেন না—ন পিহেতীধ কস্সচি।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

"স ৱে ৱিদ্বা স ৱেদগূ, ঞত্বা ধম্মং অনিস্সিতো।
সম্মা সো লোকে ইরিযানো, ন পিহেতীধ কস্সচী"তি॥

**১৮৩. যোধ কামে অচ্চতরি, সঙ্গং লোকে দুরচ্চযং।
ন সো সোচতি নাজ্ঝেতি, ছিন্নসোতো অবন্ধনো॥**

অনুবাদ : এই জগতে যিনি দুরতিক্রম্য কাম ও সঙ্গ অতিক্রম করেছেন, তিনি শোক উৎপন্ন করেন না, উৎকণ্ঠিত হন না। তিনি ছিন্নস্রোত ও বাধাহীন।

যোধ কামে অচ্চতরি, সঙ্গং লোকে দুরচ্চযন্তি। "যো" বলতে যেই, যেরূপ, যথাযুক্ত, যথাবিহিত, যথা প্রকার, যেই স্থানপ্রাপ্ত, যেই ধর্মে সমন্বিত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা বা মানুষ। "কামা" বলতে ব্যাখ্যানুসারে দুই প্রকার কাম—বস্তুকাম ও ক্লেশকাম... এগুলোকে বস্তুকাম বলে... এগুলোকে ক্লেশকাম বলে। "সঙ্গা" বলতে সাত প্রকার সঙ্গ—রাগসঙ্গ, দ্বেষসঙ্গ, মোহসঙ্গ, মারসঙ্গ, মিথ্যাদৃষ্টিসঙ্গ, ক্লেশসঙ্গ, দুশ্চিরিত্রসঙ্গ। "লোকে" বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। **সঙ্গং লোকে দুরচ্চয**ন্তি। এ জগতে যিনি কাম, সঙ্গ, দুর্জন, দুরতিক্রম্য, দুরূহ, দুঃসাধ্য, দুর্সমতিক্রম্য এবং দুর্লঙ্ঘন তীর্ণ হয়েছেন, উত্তীর্ণ হয়েছেন, অতিক্রম করেছেন, সমতিক্রম করেছেন, অতিবাহিত করেছেন—যোধ কামে অচ্চতরি, সঙ্গং লোকে দুরচ্চযং।

ন সো সোচতি নাজ্ঝেতীতি। পরিবর্তিত বিষয়কে নিয়ে শোক করেন না, পরিবর্তিত বিষয়ে শোক করেন না। "আমার চক্ষু পরিবর্তিত" বলে শোক করেন না... "আমার শ্রোত্র... আমার ঘ্রাণ... আমার জিহ্বা... আমার কায়... আমার রূপ... আমার শব্দ... আমার গন্ধ... আমার রস... আমার স্পর্শ... আমার কুল... আমার সংঘ... আমার আবাস... আমার লাভ... আমার যশ... আমার প্রশংসা... আমার সুখ... আমার চীবর... আমার পিণ্ডপাত... আমার

শয়নাসন... আমার ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার... আমার মাতা... আমার পিতা... আমার ভ্রাতা... আমার ভগ্নি... আমার পুত্র... আমার কন্যা... আমার মিত্র... আমার অমাত্য... আমার জ্ঞাতি... "আমার রক্তমাংস সম্পর্কীত আত্নীয় পরিবর্তিত" বলে শোক করেন না, দুঃখ করেন না, বিলাপ করেন না, বুকে কষাঘাত করে ক্রন্দন করেন না, মূর্ছাপ্রাপ্ত হন না—ন সোচতি। "নাজ্জেতি" অর্থে উৎকণ্ঠিত হন না, উদ্বিগ্ন হন না, ব্যথিত হন না, বিরক্ত বোধ করেন না, শোকাভিভূত হন না। অথবা উৎপন্ন হন না, জীর্ণ হন না, মরে যান না, চ্যুত হন না, পুনরুৎপন্ন হন না—তিনি শোচনা করেন না, উৎকণ্ঠিত হন না (ন সো সোচতি নাজ্জেতি)।

ছিন্নসোতো অবন্ধনোতি। স্রোত তৃষ্ণাকে বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ অকুশলমূল। যাঁর স্রোত, তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন... জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে ছিন্নস্রোত বলা হয়। "অবন্ধনো" বলতে রাগবন্ধন, দ্বেষবন্ধন, মোহবন্ধন, মানবন্ধন, মিথ্যাদৃষ্টিবন্ধন, ক্লেশবন্ধন, দুশ্চরিত্রবন্ধন; যাঁর এসব বন্ধন প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন... জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে বলা হয় বন্ধনহীন—ছিন্নসোতো অবন্ধনো।

তজ্জন্য ভগবান বলেছেন :

''যোধ কামে অচ্চতরি, সঙ্গং লোকে দুরচ্চযং।
ন সো সোচতি নাজ্জেতি, ছিন্নসোতো অবন্ধনো''তি॥

১৮৪. যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।
মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসি॥

অনুবাদ : যা অতীত তা ত্যাগ কর, তোমার ভবিষ্যতে যেন কিছুই না থাকে। যদি বর্তমানকে গ্রহণ না কর তাহলে তুমি উপশান্ত হয়ে অবস্থান করতে পারবে।

যং পুব্বে তং ৰিসোসেহীতি। অতীত সংস্কারসমূহকে উপলক্ষ করে যেসব ক্লেশ উৎপন্ন হতে পারে, সেসব ক্লেশ শোষণ করুন, বিশোষণ করুন, শুষ্ক করুন, বিশুদ্ধ করুন, বীজহীন করুন, ত্যাগ করুন, অপনোদন করুন, নষ্ট করুন, ধ্বংস করুন। এরূপে অতীতের ক্লেশসমূহ বিশোষণ করুন। অথবা অতীতের যেসব অপরিপক্ব-বিপাক কর্মাভিসংস্কার আছে; সেসব কর্মাভিসংস্কার শোষণ করুন বিশোষণ করুন, শুষ্ক করুন, বিশুষ্ক করুন বীজহীন করুন, ত্যাগ করুন অপনোদন করুন, নষ্ট করুন, ধ্বংস করুন। এভাবে অতীতের কর্মভিসংস্কারসমূহ বিশোষণ করুন।

পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনন্তি। “পরে” (পচ্ছ) বলতে অনাগতকে বুঝায়। অনাগত সংস্কারসমূহকে উপলক্ষ করে যেসব রাগাসক্তি, দ্বেষাসক্তি, মোহসক্তি, মানাসক্তি, দৃষ্টাসক্তি, ক্লেশাসক্তি ও দুশ্চরিতাসক্তি উৎপন্ন হতে পারে, এসব আসক্তি আপনি করবেন না, আচরণ করবেন না, জন্ম দেবেন না, সঞ্জানন করবেন না, উৎপাদন করবেন না, উৎপন্ন করবেন না, বরং ত্যাগ করুন, অপনোদন করুন, নষ্ট করুন, ধ্বংস করুন—পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।

মজ্ঝে চে নো গহেস্‌সসীতি। “মধ্যবর্তী” (মজ্ঝং) বলতে বর্তমান রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বুঝায়। বর্তমান সংস্কারসমূহ তৃষ্ণাবশে, দৃষ্টিবশে গ্রহণ করবেন না, শিক্ষা করবেন না, ধারণ করবেন না, গ্রহণ করবেন না, অভিনন্দন করবেন না, আচরণ করবেন না, অনুরক্ত হবে না; অভিনন্দন, অভিবাদন, আসক্তি, গ্রহণ ধারণ ও অভিনিবেশ ত্যাগ করবেন, অপনোদন করবেন, নষ্ট করবেন, ধ্বংস করবেন—বর্তমান সংস্কারসমূহ গ্রহণ করবেন না (মজ্ঝে চে নো গহেস্‌সসি)।

উপসন্তো চরিস্‌সসীতি। রাগ বা আসক্তির শান্ত হওয়ার, শমিত হওয়ায়, উপশমিত হওয়ায়; দ্বেষের শান্ত হওয়ায়, শমিত হওয়ায়, উপশমিত হওয়ায় ... সর্ব অকুশলাভিসংস্কারের শান্ত, শমিত, উপশমিত, উপশান্ত, নির্বাপিত, নিবৃত্ত, বিগত ও প্রশান্ত হওয়ায় শান্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, প্রশমিত এবং উপশমিত হয়ে বিচরণ করবেন, বিহার করবেন, অবস্থান করবেন, থাকবেন, পালন করবেন, জীবনযাপন করবেন—উপশান্ত হয়ে বিচরণ করবেন।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।
মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসী’’তি॥

১৮৫. সব্বসো নামরূপস্মিং, যস্স নত্থি মমাযিতং।
অসতা চ ন সোচতি, স ৰে লোকে ন জীযতি॥

অনুবাদ : সকল নামরূপে যাঁর মমত্ব নেই, যিনি বিপরিণত বিষয়ে অনুশোচনা করেন না, জগতে তিনিই জীর্ণ (হ্রাস) হন না।

সব্বসো নামরূপস্মিং, যস্স নত্থি মমাযিতন্তি। “সকল” (সব্বসো) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—সকল (সব্বসো)। “নাম” (নামং) অর্থে চারি অরূপব্রহ্মলোকবাসী সত্তের স্কন্ধ। “রূপ” (রূপং) বলতে চারি মহাভূত ও চারি মহাভূত নিয়ে (সৃষ্ট) রূপ। “যাঁর” (যস্স) অর্থে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। “মমায়িত” (মমাযিতং) বলতে দ্বিবিধ মমত্ব—তৃষ্ণামমত্ব ও দৃষ্টিমমত্ব... ইহা তৃষ্ণামমত্ব... এটা দৃষ্টিমমত্ব।

"সকল নামরূপে যাঁর মমত্ব নেই" (সব্বসো নামরূপস্মিং, যস্স নত্থি মমাযিতং) বলতে সমস্ত নামরূপের প্রতি যাঁর মমত্ব নেই, থাকে না, বিদ্যমান নেই, জ্ঞাত বা উপলব্ধ হয় না; (পক্ষান্তরে মমত্ব) প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। এ অর্থে সকল নামরূপে যাঁর মমত্ব নেই (সব্বসো নামরূপস্মিং, যস্স নত্থি মমাযিতং)।

অসতা চ ন সোচতীতি। বিপরিণত বিষয়কে নিয়ে অনুশোচনা করেন না, বিপরিণত বিষয়ে অনুশোচনা করেন না। "আমার চক্ষু বিপরিণত" এরূপে অনুশোচনা করেন না... আমার শ্রোত্র... আমার ঘ্রাণ... আমার জিহ্বা... আমার কায়... আমার রূপ... আমার শব্দ... আমার গন্ধ... আমার রস... আমার স্পর্শ... আমার কুল... আমার গণ... আমার আবাস... আমার লাভ... "আমার সগোত্র বিপরিণত" এরূপে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত হন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না। এরূপেই অমনোজ্ঞ বিষয়ে অনুশোচনা করে না।

অথবা অমনোজ্ঞ দুঃখবেদনায় স্পৃষ্ট, পীড়িত, আচ্ছাদিত ও সমন্নাগত হয়ে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত হন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না। অথবা চক্ষুরোগে... ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দ্বারা স্পৃষ্ট, পীড়িত, আচ্ছাদিত ও সমন্নাগত হয়ে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত হন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না। অথবা অবর্তমান, অবিদ্যমান ও অনুপলব্ধ সময়ে "আমার ব্রত আছে বলা হয়, (কিন্তু) সেই ব্রত আমার নেই; আমার ব্রত আছে, (কিন্তু) সেই ব্রত আমি লাভ করছি না" এরূপে অনুশোচনা করেন না, শ্রান্ত হন না, পরিদেবন করেন না, বুক চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে ক্রন্দন করেন না এবং সম্মোহিত হন না।

স ৰে লোকে ন জীযতীতি। যার "ইহা আমার, ইহা অপরের" বলে যা কিছু রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত বিষয় গৃহীত, পরামৃষ্ট (সংস্পৃষ্ট), অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত ও অধিমুক্ত (বা দৃঢ় সংকল্পিত) আছে, সে সমস্ত বিষয় তাঁর ক্ষয় বা বিয়োগ হয়।

তাই ভাষিত হয়েছে :

''জীনো রথস্সং মণিকুণ্ডলে চ, পুত্তে চ দারে চ তথেৰ জীনো।
সব্বেসু ভোগেসু অসেৰিতেসু, কস্মা ন সন্তপ্পসি সোককালে॥
''পুব্বেৰ মচ্চং ৰিজহন্তি ভোগা, মচ্চো ধনে পুব্বতরং জহাসি।
অসস্সতা ভাৰিনো কামকামী, তস্মা ন সোচামহং সোককালে॥

“উদেতি আপূরতি ৰেতি চন্দো, অন্ধং তপেত্বান পলেতি সূরিযো।
ৰিদিতা মযা সত্তুক লোকধম্মা, তস্মা ন সোচামহং সোককালে”তি॥

অনুবাদ : “হে মণিকুণ্ডল, রথ যেমন জীর্ণ হয়, সেরূপ পুত্র, স্ত্রীও জীর্ণ হয়। সমস্ত ভোগ্যসম্পদ পরিভোগ করতে না পারার দরুন কেন তুমি শোককর মূহুর্তে সন্তপ্ত বা ব্যথিত হচ্ছো না?” “মৃত্যুর পূর্বেই ভোগসমূহ পরিত্যক্ত হয়, মরণাপন্ন ব্যক্তি ধনসমূহ পূর্বেই পরিত্যাগ করে থাকেন। কামকামী (কামনায় বশীভূত ব্যক্তি) অশাশ্বত নয়, তদ্ধেতু আমি শোককর মুহূর্তে অনুশোচনা করি না।” “চন্দ্র উদিত হয়, স্থিত (বা পরিপূর্ণ) হয়, অন্তর্হিত হয় (বা হ্রাস পায়); সূর্য আলোকিত হলে অন্ধকার দূরীভূত হয়। আমি শত্রুরূপ (অষ্ট) লোকধর্ম বিদিত হয়েছি, সেহেতু আমি শোককর মুহূর্তে অনুশোচনা করি না।”

যাঁর “ইহা আমার, ইহা অপরের” বলে যা কিছু রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত বিষয় গৃহীত, পরামৃষ্ট (সংস্পৃষ্ট), অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত ও অধিমুক্ত (বা দৃঢ় সংকল্পিত) হয় না, সে সমস্ত বিষয় তার ক্ষয় বা বিয়োগ হয় না। তাই বলা হয়েছে, “শ্রমণ আনন্দিত হয়েছেন।” “আসুসো, কী লব্ধ হয়েছে?” “তদ্‌দ্বারা শ্রমণ অনুশোচনা করেন।” “আবুসো, কী জীর্ণ হয়?” “সে কারণে শ্রমণ আনন্দও করেন না, অনুশোচনাও করেন না।” “(হ্যাঁ) আবুসো, তা এরূপ।”

“চিরস্সং ৰত পস্সাম, ব্রাহ্মণং পরিনিব্বুতং।
অনন্দিং অনীঘং ভিকখুং, তিণ্ণং লোকে ৰিসত্তিক”ন্তি॥

অনুবাদ : “অবশেষে ব্রাহ্মণকে পরিনির্বাপিত দেখছি। নন্দিহীন (আসক্তিমুক্ত) ও ক্লেশমুক্ত ভিক্ষু জগতে তৃষ্ণা (ৰিসত্তিকং) অতিক্রম করেন।”

তিনি জগতে জীর্ণ হন না (স ৰে লোকে ন জীযতি)। তাই ভগবান বলেছেন :

“সব্বসো নামরূপস্মিং, যস্স নত্থি মমাযিতং।
অসতা চ ন সোচতি, স ৰে লোকে ন জীযতী”তি॥

১৮৬. যস্স নত্থি ইদং মেতি, পরেসং ৰাপি কিঞ্চনং।
মমত্তং সো অসংৰিন্দং, নত্থি মেতি ন সোচতি॥

অনুবাদ : ‘ইহা আমার’ এই দাবি যাঁর নেই, পরের জন্যও যাঁর কিঞ্চিৎমাত্র দাবি নেই, তিনি মমত্বকে অনুভব করেন না এবং বিপরিণত বিষয়েও অনুশোচনা করেন না।

যস্স নত্থি ইদং মেতি, পরেসং ৰাপি কিঞ্চনন্তি। “যাঁর” (যস্স) বলতে অর্হতের, ক্ষীণাসবের। যাঁর “ইহা আমার, ইহা অপরের” (সম্বন্ধীয়) যা কিছু রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত বিষয় গৃহীত, পরামৃষ্ট (সংস্পৃষ্ট), অভিনিবিষ্ট, অধিমুক্ত (বা দৃঢ় সংকল্পিত) নেই, থাকে না, বিদ্যমান নেই, জ্ঞাত বা উপলব্ধ হয় না; (পক্ষান্তরে তা) প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। এরূপেই ‘ইহা আমার’ এই দাবি যাঁর নেই, তাঁর পরের জন্যও কিঞ্চিৎমাত্র দাবি থাকে না।

তাই ভগবান বলেছেন, “হে ভিক্ষুগণ, এই দেহ তোমাদের নয়, এমনকি ইহা অন্য কারোরও নয়। ভিক্ষুগণ, অতীতে অভিসংস্কৃত কর্মকে আত্মজ্ঞানে উৎপন্ন বা চিন্তিত বেদনা বলে দেখা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, তথায় শ্রুতবান আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মকে উত্তমরূপে মনোযোগের সহিত ধারণ করেন। এরূপে ‘ইহা হলে ইহা হয়, ইহা উৎপন্ন হলে ইহা উৎপন্ন হয়, ইহা না হলে ইহা হয় না, ইহার নিরোধে ইহা নিরুদ্ধ হয়। যেমন : অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সেই দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়’।” এরূপে ‘ইহা আমার’ এই দাবি যাঁর নেই, তাঁর পরের জন্যও কিঞ্চিৎমাত্র দাবি থাকে না।

ভগবান এরূপ বললেন :

> ‘‘সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখস্সু, মোঘরাজ সদা সতো।
> অত্তানুদিট্ঠিং ঊহচ্চ, এৰং মচ্চুতরো সিযা।
> এৰং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতী’’তি॥

অনুবাদ : “হে মোঘরাজ, সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে জগৎকে শূন্যরূপে নিরীক্ষণ করে; আত্মানুদৃষ্টি বা স্বকৃত কল্পনাকে আগ্রাহ্য করে মৃত্যুঞ্জয়ী হবে। যিনি জগৎকে এরূপে দর্শন করেন তিনি মৃত্যুর হাত হতে অব্যাহতি লাভ করেন।

এরূপেই ‘ইহা আমার’ এই দাবি যাঁর নেই, তাঁর পরের জন্যও কিঞ্চিৎমাত্র দাবি থাকে না।

ভগবান এরূপ বলেছেন, “হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয় তা পরিত্যাগ কর। তা প্রহানে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। ভিক্ষুগণ, কি তোমাদের নয়? ভিক্ষুগণ, রূপ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা প্রহানে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... ও বিজ্ঞান তোমাদের নয় তা পরিত্যাগ কর। তা তোমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর?

কোনো ব্যক্তি এই জেতবনস্থ তৃণকাষ্ঠ-শাখা-পল্লব হরণ করতে পারে বা দগ্ধ করতে পারে অথবা যা ইচ্ছা হয় তা করতে পারে; তাহলে কি তোমাদের এরূপ মনে হবে—'সেই ব্যক্তি আমাদের হরণ করছে বা দগ্ধ করছে অথবা যা ইচ্ছা হয় তা করছে?' "নিশ্চয়ই নয় ভন্তে"। "তার কারণ কী?" "ভন্তে, যেহেতু ইহা আমাদের আত্ম বা আত্ম সম্বন্ধীয় নয়।" "তদ্রুপভাবে হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয় তা পরিত্যাগ কর। তা প্রহানে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। ভিক্ষুগণ, রূপ তোমাদের নয়, তা পরিত্যাগ কর। তা প্রহানে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... ও বিজ্ঞান তোমাদের নয় তা পরিত্যাগ কর। তা তোমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে। এরূপে 'ইহা আমার' এই দাবি যাঁর নেই, তাঁর পরের জন্যও কিঞ্চিৎমাত্র দাবি থাকে না। তাই ভাষিত হয়েছে :

''সুদ্ধধম্মসমুপ্পাদং, সুদ্ধসঙ্খারসন্ততিং।
পস্সন্তস্স যথাভূতং, ন ভযং হোতি গামণি॥
''তিণকট্ঠসমং লোকং, যদা পঞ্ঞায পস্সতি।
নাঞ্ঞং পত্থযতে কিঞ্চি, অঞ্ঞত্র অপ্পটিসন্ধিযা''তি॥

অনুবাদ : "কেবল ধর্মসমূহের সমুৎপাদ ও সংস্কারসমূহের সন্ততি বা স্থিতিকাল যথার্থভাবে দর্শনকারী গ্রামণীর কোনো ভয় উৎপন্ন হয় না। তৃণকাষ্ঠের ন্যায় জগৎকে যখন প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি অন্যত্র প্রতিসন্ধি না হওয়ার জন্য অন্য কোনো কিছুই প্রার্থনা করেন না।

এরূপে 'ইহা আমার' এই দাবি যাঁর নেই, তাঁর পরের জন্যও কিঞ্চিৎমাত্র দাবি থাকে না। বজিরা ভিক্ষুণী পাপমতি মারকে এরূপ বললেন :

''কং নু সত্তোতি পচ্চেসি, মার দিট্ঠিগতং নু তে।
সুদ্ধসঙ্খারপুঞ্জোযং, নযিধ সত্তুপলব্ভতি॥
''যথা হি অঙ্গসম্ভারা, হোতি সদ্দো রথো ইতি।
এৰং খন্ধেসু সন্তেসু, হোতি সত্তোতি সম্মুতি॥
''দুকখমেৰ হি সম্ভোতি, দুকখং তিট্ঠতি ৰেতি চ।
নাঞ্ঞত্র দুকখা সম্ভোতি, নাঞ্ঞং দুকখা নিরুজ্ঝতী''তি॥

অনুবাদ : "হে মার, সত্ত্ব বলে মনে কর কেন? এটা কি তোমার মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা নয়? (তুমি যাকে সত্ত্ব বলে মনে কর) তা কেবল সংস্কারপুঞ্জ (প্রত্যয়সমূহের সংযুক্ত ক্রিয়া) এখানে (যথাযথ দৃষ্টিতে) সত্ত্ব বলে কিছু নেই, (ঈশ, অক্ষ, চক্র, পঞ্জর প্রভৃতি) অংশসমূহের সমাবেশে যেমন 'রথ' বলে

শব্দ হয় (তেমনি রূপবেদনাদি) পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান থাকলে সত্ত্ব বলে ব্যবহারিক সংজ্ঞা বা নাম হয়। বস্তুত স্কন্ধ দুঃখই উৎপন্ন হয়, দুঃখ স্থিতি লাভ করে এবং জ্ঞাত হয়। পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন হয় না, পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ ব্যতীত কিছুই নিরুদ্ধ হয় না।"

এরূপে 'ইহা আমার' এই দাবি যাঁর নেই, তাঁর পরের জন্যও কিঞ্চিৎমাত্র দাবি থাকে না। ভগবান এরূপ বলেছেন :

"হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ভিক্ষু রূপের গতি যতদূর, ততদূর রূপকে অন্বেষণ করে; বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... ও বিজ্ঞানের গতি যতদূর, ততদূর বিজ্ঞানকে অন্বেষণ করে। তার রূপের গতি পর্যন্ত রূপ অন্বেষিত হয়, বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার ও বিজ্ঞানের গতি পর্যন্ত বিজ্ঞান অন্বেষিত হয়। যার সেই 'আমি' 'আমার' ও 'আমিত্ব' বোধ হয়, তার সেরূপ হয় না।" এরূপে 'ইহা আমার' এই দাবি যাঁর নেই, তাঁর পরের জন্যও কিঞ্চিৎমাত্র দাবি থাকে না।

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন—"ভন্তে, 'জগৎ শূন্য, জগৎ শূন্য' বলা হয়; কী কারণে 'জগৎ শূন্য' বলা হয়?" "হে আনন্দ, যেহেতু আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য, সেজন্য 'জগত শূন্য' বলা হয়। আনন্দ, আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য কী? চক্ষু আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। রূপ শূন্য, চক্ষুবিজ্ঞান শূন্য ও চক্ষুসংস্পর্শ শূন্য; যেমন—চক্ষু সংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদয়িত সুখ বা দুঃখ কিংবা অদুঃখ-অসুখ উৎপন্ন হয়, তাও শূন্য... শ্রোত্র শূন্য... শব্দ শূন্য... ঘ্রাণ শূন্য... গন্ধ শূন্য.... জিহ্বা শূন্য... রস শূন্য... কায় শূন্য... স্পর্শ শূন্য... মন শূন্য... ধর্ম শূন্য... মনোবিজ্ঞান শূন্য... মনোসংস্পর্শ শূন্য; যেমন—মনসংস্পর্শের প্রত্যয়ে বেদয়িত সুখ বা দুঃখ কিংবা উপেক্ষা উৎপন্ন হয়, তাও আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য। হে আনন্দ, যেহেতু আত্ম বা আত্মস্বভাব শূন্য, সেহেতু 'জগৎ শূন্য' বলা হয়।" এরূপে 'ইহা আমার' এই দাবি যাঁর নেই, তাঁর পরের জন্যও কিঞ্চিৎমাত্র দাবি থাকে না।

মমত্তং সো অসংৰিন্দন্তি। "মমত্ব" (মমত্তা) বলতে দ্বিবিধ মমত্ব—তৃষ্ণামমত্ব ও দৃষ্টিমমত্ব... ইহা তৃষ্ণামমত্ব... এটা দৃষ্টিমমত্ব। তৃষ্ণা-মমত্বকে ত্যাগ করে দৃষ্টি-মমত্বকে পরিবর্জন করে মমত্বকে অনুভব করেন না, খুঁজেন না, অধিকার করেন না, প্রতিলাভ করেন না—তিনি মমত্বকে অনুভব করেন না (মমত্তং সো অসংৰিন্দং)।

নত্থি মেতি ন সোচতীতি। বিপরিণত বস্তুকে নিয়ে অনুশোচনা করেন না, বিপরিণত বস্তুতে অনুশোচনা করেন না। "আমার চক্ষু বিপরিণত" বলে

অনুশোচনা করেন না, "আমার শ্রোত্র... আমার সগোত্র বিপরিণত" এরূপে অনুশোচনা করেন না, শোক করেন না, পরিদেবন করেন না, বুকে কষাঘাত করে ক্রন্দন করেন না, সম্মোহিত হন না। এ অর্থে আমার নেই এবং বিপরিণত বিষয়েও অনুশোচনা করেন না (নত্থি মেতি ন সোচতি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

''যস্স নত্থি ইদং মেতি, পরেসং ৰাপি কিঞ্চনং।
মমত্তং সো অসংৰিন্দং, নত্থি মেতি ন সোচতী''তি॥

**১৮৭. অনিট্‌ঠুরী অননুগিদ্ধো, অনেজো সব্বধী সমো।
তমানিসংসং পব্রূমি, পুচ্ছিতো অৰিকম্পিনং॥**

অনুবাদ : অনিষ্ঠুর (সদয়), নির্লোভী, তৃষ্ণাবিমুক্ত (ভিক্ষু) সর্বত্র শান্ত। সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে আমি সেই আনিশংস (পুণ্যফল) অবিচলিত ব্যক্তিকে বলি।

অনিট্‌ঠুরী অননুগিদ্ধো অনেজো সব্বধী সমোতি। নিষ্ঠুরতা কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) নিষ্ঠুর হয়, সে পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, সম্মান, বন্দনা ও পূজায় ঈর্ষা করে, হিংসা করে, বিদ্বেষ করে। যা এরূপ নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠুরকর্ম, ঈর্ষা, ঈর্ষাপরবশতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, হিংসা, হিংসাপরায়ণতা, পরশ্রীকাতরতা—এটাকে নিষ্ঠুরতা বলা হয়। যাঁর এই নিষ্ঠুরতা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন... ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকেই অনিষ্ঠুর (সদয়) বলে। **অননুগিদ্ধো**তি। লোভ (বা আসক্তি) বলতে তৃষ্ণাকে বুঝায়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর এই লোভ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন... ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকেই নির্লোভী বলে। তিনি রূপে নির্লোভী, শব্দে... দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মসমূহের প্রতি অনাসক্ত, অনাবদ্ধ, অমূর্ছিত, নিষ্কলঙ্ক, আসক্তিহীন, আসক্তিবিগত, আসক্তিবর্জিত, আসক্তি পরিত্যক্ত, আসক্তিমুক্ত, আসক্তিপ্রহীন, আসক্তি অপসারিত, বীতরাগী, বিগতরাগী, রাগ বর্জনকারী, রাগ পরিত্যক্তকারী, মুক্তরাগী, রাগ অপসারণকারী, রাগ পরিত্যাগকারী হয়ে মুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত (শান্তভাবপ্রাপ্ত) এবং সুখ অনুভবকারী হয়ে নিজেই ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন। এ অর্থে অনিষ্ঠুর, নির্লোভী (অনিট্‌ঠুরী অননুগিদ্ধো)।

অনেজো সব্বধী সমোতি। আসক্তিকে (এজা) তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর এই আসক্তি প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন... ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকেই তৃষ্ণাবিমুক্ত বলে। আসক্তির প্রহীন

হয়েছে বিধায় তৃষ্ণাবিমুক্ত। তিনি লাভে বিচলিত হন না, অলাভে বিচলিত হন না, যশে বিচলিত হন না, অযশে বিচলিত হন না, প্রশংসায় বিচলিত হন না, নিন্দায় বিচলিত হন না, সুখে বিচলিত হন না এবং দুঃখেও বিচলিত হন না, আলোড়িত হন না, কম্পিত হন না, প্রকম্পিত হন না, সম্প্রকম্পিত হন না। এ অর্থে তৃষ্ণাবিমুক্ত (অনেজো)। **সব্বধী সমো**তি। সর্ব বলতে দ্বাদশ আয়তনকে বুঝায়। চক্ষু এবং রূপ... মন এবং ধর্ম। যখন হতে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তনসমূহে ছন্দরাগ মূলোৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ প্রহীন, ক্ষয় এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী হয়, তাই সর্বত্র শান্ত বলা হয়। তিনি সর্বত্র তাদী (এমন গুণবান), সর্বত্র মধ্যস্থ, সর্বত্র উপেক্ষক—তৃষ্ণাবিমুক্ত, সর্বত্র শান্ত (অনেজো সব্বধী সমো)।

তমানিসংসং পব্রূমি, পুচ্ছিতো অৰিকম্পিনন্তি। আমি জিজ্ঞাসিত, প্রশ্নকৃত, যাচিত, প্রার্থিত ও প্রসাদিত বা হৃষ্ট হয়ে অকম্পিত পুদ্‌গলকে এই চারি আনিশংস বলি। যিনি অনিষ্ঠুর, নির্লোভী ও তৃষ্ণাবিমুক্ত তাঁকে আমি সর্বত্র শান্ত বলি, বর্ণনা করি... প্রকাশ করি—সেই আনিশংস সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে আমি অবিচলিত হয়ে বলি (তমানিসংসং পব্রূমি পুচ্ছিতো অৰিকম্পিনং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘অনিট্ঠুরী অননুগিদ্ধো, অনেজো সব্বধী সমো।
তমানিসংসং পব্রূমি, পুচ্ছিতো অৰিকম্পিন’’ন্তি॥

১৮৮. অনেজস্স ৰিজানতো, নত্থি কাচি নিসঙ্খতি।
ৰিরতো সো ৰিযারব্ভা, খেমং পস্সতি সব্বধি॥

অনুবাদ : বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে তৃষ্ণাহীন (ভিক্ষুর) কোনো অভিসংস্কার (নিসঙ্খতি) থাকে না। তিনি অভিসংস্কারসমূহ হতে (ৰিযারব্ভা) বিরত হয়ে সর্বত্র মোক্ষ বা মুক্তি দর্শন করেন।

অনেজস্স ৰিজানতোতি। আসক্তিকে (এজা) তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর এই আসক্তি প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন... ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকেই তৃষ্ণাবিমুক্ত বলে। আসক্তির প্রহীন হয়েছে বিধায় তৃষ্ণাবিমুক্ত। তিনি লাভে বিচলিত হন না, অলাভে বিচলিত হন না, যশে বিচলিত হন না, অযশে বিচলিত হন না, প্রশংসায় বিচলিত হন না, নিন্দায় বিচলিত হন না, সুখে বির্চলিত হন না এবং দুঃখেও বিচলিত হন না, আলোড়িত হন না, কম্পিত হন না, প্রকম্পিত হন না, সম্পকম্পিত হন না। এ অর্থে তৃষ্ণাহীনের (অনেজস্স)। “বিশেষভাবে জ্ঞাত” (ৰিজানতো)

বলতে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, বিজানিত হয়ে, প্রতিবিজানিত হয়ে ও প্রতিবিদ্ধ হয়ে। "সকল সংস্কার অনিত্য" বলে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, বিজানিত হয়ে, প্রতিবিজানিত হয়ে ও প্রতিবিদ্ধ হয়ে, "সকল সংস্কার দুঃখ"... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" বলে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, বিজানিত হয়ে, প্রতিবিজানিত হয়ে, প্রতিবিদ্ধ হয়ে। এ অর্থে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়ে তৃষ্ণাহীনের (অনেজস্স ৰিজানতো)।

নত্থি কাচি নিসঙ্খতীতি। "অভিসংস্কার" (নিসঙ্খতিযো) বলতে পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার। যখন হতে পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার এবং আনেঞ্জাভিসংস্কার প্রহীন ও মূলোৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী হয়, এই পর্যন্ত অভিসংস্কার হয় না, থাকে না, অবিদ্যমান থাকে, উপলব্ধ হয় না; (পক্ষান্তরে) প্রহীন, সমুচ্ছিন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধি (প্রশান্ত), পুনরুৎপত্তিহীন এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। এ অর্থে কোনো অভিসংস্কার থাকে না (নত্থি কাচি নিসঙ্খতি)।

ৰিরতো সো ৰিযারব্ভাতি। উদ্যোম (ৰিযারব্ভো) বলা হয় পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার ও আনেঞ্জাভিসংস্কারকে। যেহেতু পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষের ন্যায় ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হয় না, সেজন্য চেষ্টা ও উদ্যেম হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—ৰিরতো সো ৰিযারব্ভা।

খেমং পস্সতি সব্বধীতি। ভয়ঙ্কর রাগ, ভয়ঙ্কর দ্বেষ, ভয়ঙ্কর মোহ... ভয়ঙ্কর ক্লেশ। ভয়ঙ্কর রাগের প্রহীন হওয়ায়... ভয়ঙ্কর ক্লেশসমূহ প্রহীন হওয়ায় সবত্র ক্ষেম দর্শন করেন, অভয় দর্শন করেন, নিরাপত্তা দর্শন করেন, অনুপদ্রব দর্শন করেন, অনুপসর্গ দর্শন করেন, প্রশান্তি দর্শন করেন—সর্বত্র ক্ষেম দর্শন করেন (খেমং পস্সতি সব্বধি)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"অনেজস্স ৰিজানতো, নত্থি কাচি নিসঙ্খতি।
ৰিরতো সো ৰিযারব্ভা, খেমং পস্সতি সব্বধী"তি॥

১৮৯. ন সমেসু ন ওমেসু, ন উস্সেসু ৰদতে মুনি।
সন্তো সো ৰীতমচ্ছরো, নাদেতি ন নিরস্সতি॥ [ইতি ভগৰা]

অনুবাদ : মুনি নিজেকে সমান, নীচ কিংবা উচ্চ বলেন না। তিনি শান্ত,

বীতমাৎসর্য; তিনি গ্রহণও করেন না, বর্জনও করেন না।

ন সমেসু ন ওমেসু, ন উস্সেসু ৰদতে মুনীতি। প্রজ্ঞা বা প্রাজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা হয়... সেই মুনি আসক্তিজাল (সঙ্গজাল) অতিক্রম করেন। "আমি শ্রেয়" বা "আমি সমান" বা "আমি হীন" বলেন না, প্রচার করেন না, ভাষণ করেন না, প্রকাশ করেন না, ব্যাখ্যা করেন না—ন সমেসু ন ওমেসু, ন উস্সেসু ৰদতে মুনি।

সন্তো সো ৰীতমচ্ছরোতি। "শান্ত" (সন্তো) অর্থে রাগের শান্ত ও শমিত হওয়ায় শান্ত, দ্বেষের... মোহের... সব অকুশলাভিসংস্কারের শান্ত, শমিত, উপশমিত, প্রশমিত, নিবৃত্ত, বিগত ও প্রশান্ত হওয়ায় শান্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, নিবৃত, প্রতিপ্রশ্রদ্ধ—শান্ত। সো **ৰীতমচ্ছরো**তি। মাৎসর্য পাঁচ প্রকার—আবাস-মাৎসর্য... গ্রহণকে বলা হয় মাৎসর্য। যাঁর এই মাৎসর্য প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন... জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকেই বলা হয় বীতমাৎসর্য, বিগতমাৎসর্য, ত্যক্তমাৎসর্য, বিবর্জিত মাৎসর্য, মুক্তমাৎসর্য, প্রহীনমাৎসর্য, পরিত্যক্তমাৎসর্য—সন্তো সো ৰীতমচ্ছরো।

নাদেতিন নিরস্সতি, ইতি ভগৰাতি। "নাদেতি" বলতে রূপ আসক্তি করেন না, অনুরাগ উৎপন্ন করেন না, গ্রহণ করেন না, স্পর্শ করেন না, অভিনিবেশ করেন না; বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... গতি... উৎপত্তি... প্রতিসন্ধি... ভব... সংসার... বর্ত আসক্তি করেন না, অনুরাগ উৎপন্ন করেন না, গ্রহণ করেন না, ধারণ করেন না, অভিনিবেশ করেন না। এ অর্থে গ্রহণ করেন না (নাদেতি)। "ন নিরস্সতি" রূপ ত্যাগ করেন না, অপনোদন করেন না, ধ্বংস করেন না, বিনষ্ট করেন না; বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... গতি... উৎপত্তি... প্রতিসন্ধি... ভব... সংসার... বর্ত ত্যাগ করেন না, অপনোদন করেন না, ধ্বংস করেন না, বিনষ্ট করেন না। "ভগবান" (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন... এই 'ভগবান' নাম বুদ্ধ ভগবানগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে।

তাই ভগবান বলেছেন :

''ন সমেসু ন ওমেসু, ন উস্সেসু ৰদতে মুনি।
সন্তো সো ৰীতমচ্ছরো, নাদেতি ন নিরস্সতি''॥ [ইতি ভগৰা]

[আত্মদণ্ড সুত্র বর্ণনা পঞ্চদশ]

১৬. সারিপুত্র সূত্র বর্ণনা

অতঃপর সারিপুত্র সূত্র বর্ণনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

১৯০. নমে দিট্ঠো ইতো পুব্বে, [ইচ্চাযস্মা সারিপুত্তো]
ন সুতো উদ কস্সচি।
এৰং ৰগ্গুৰদো সত্থা, তুসিতা গণিমাগতো॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান শারিপুত্র বললেন, "তুষিত স্বর্গ হতে আগত এরূপ প্রিয়ভাষী শিক্ষক ও গণাচার্য আমি এর পূর্বে কখনো দেখিনি, তার সম্বন্ধে কেউ শুনেওনি।

ন মে দিট্ঠো ইতো পুব্বেতি। এর পূর্বে আমার দ্বারা, এই চক্ষু দ্বারা এবং এই আত্মভাবের মাধ্যমে সেই ভগবানকে দৃষ্ট হয়নি। যখন ভগবান তাবতিংস ভবনে পরিচ্ছত্রকমূলের পাণ্ডুলকম্বলশিলায় বর্ষাযাপন করার পর দেবগণ পরিবৃত হয়ে মনিময় সোপানের মাঝখান দিয়ে সাংকাশ্য নগরে অবতীর্ণ হয়েছেন, এই দৃশ্যও আমি পূর্বে দেখিনি—ন মে দিট্ঠো ইতো পুব্বে।

ইচ্চাযস্মা সারিপুত্তোতি। "ইচ্চ" অর্থে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদপূরক, অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্টতা, পদানুক্রমতা—ইচ্চাতি। "আযস্মা" বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, গৌরবসহকারে বিনয়ীবচন—আযস্মাতি। "সারিপুত্তো" অর্থে সেই স্থবিরের নাম, সঙ্খা (নাম নিরূপণ), সংজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, নাম ব্যবহার, নামকর্ম, নামবাচক শব্দ, নিরুক্তি, ব্যঞ্জন, অভিলাপ—ইচ্চাযস্মা সারিপুত্তো। নাম সঙ্খা (নাম নিরূপণ), সমজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহার

ন সুতো উদ কস্সচীতি। "না" বলতে প্রতিক্ষেপ। "উদ" অর্থে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদপূরক, অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্টতা, পদানুক্রমতা—উদাতি। "কস্সচি" বলতে ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের, বৈশ্যের, শূদ্রের, গৃহস্থের, প্রব্রজিতের, দেবের বা মানুষের—ন সুতো উদ কস্সচি।

এৰং ৰগ্গুৰদো সত্থাতি। সুস্পষ্ট, বিজ্ঞেয়, মনোজ্ঞ, শ্রবণীয়, সুমিষ্ট, নম্র, গম্ভীর এবং অনুরণিত এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত প্রিয়বাক্য, মধুরবাক্য, প্রীতিপূর্ণবাক্য, হৃদয়গ্রাহীবাক্য ও কোকিলের কণ্ঠের ন্যায় শ্রুতিমধুর স্বর ভগবানের মুখ হতে নিঃসৃত হয়। যেমন ভগবান বুদ্ধ যখন কোনো পরিষদকে বাক্যের দ্বারা উপদেশ প্রদান করেন, তখন পরিষদের বাইরে তাঁর শব্দ নিঃসরিত হয় না। ভগবান ব্রহ্মস্বরে, কোকিলের কণ্ঠে শ্রুতিমধুর বাক্যে ভাষণ করেন—এৰং ৰগ্গুৰদো।

"সখা" বলতে শাস্তা, ভগবান, পথপ্রদর্শক। পথপ্রদর্শক যেমন সত্ত্বগণকে কান্তার থেকে মুক্ত করে, চোর-কান্তার হতে মুক্ত করে, বল-কান্তার (লুণ্ঠণকারী) হতে মুক্ত করে, দুর্ভিক্ষ-কান্তার হতে মুক্ত করে, নির্জলা-কান্তার হতে মুক্ত করে, উত্তোলন করে, পার করে, আনয়ন করে নিরাপদ ভূমিতে উপনীত করায়, ঠিক তেমনিভাবে ভগবান বুদ্ধও পথপ্রদর্শক হয়ে সত্ত্বগণকে কান্তার হতে মুক্ত করেন, জাতি-কান্তার হতে মুক্ত করেন, জরা-কান্তার হতে মুক্ত করেন, ব্যাধি-কান্তার হতে... মরণ-কান্তার হতে... শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস-কান্তার হতে মুক্ত করেন, রাগ-কান্তার হতে মুক্ত করেন, দ্বেষ-কান্তার হতে... মোহ-কান্তার হতে... মান-কান্তার হতে... মিথ্যাদৃষ্টি-কান্তার হতে... ক্লেশ-কান্তার হতে... দুশ্চরিত্র-কান্তার হতে মুক্ত করেন, উত্তোলন করেন, পার করেন, আনয়ন করেন, নিরাপদ অমৃতময় নির্বাণে উপনীত করান। এরূপে ভগবান পথপ্রদর্শক।

অথবা ভগবান নেতা, পথপ্রদর্শক, শিক্ষক, প্রজ্ঞাপক, শান্ত্বনাদাতা, দৃষ্টিপাতকারী এবং পরিতৃপ্তিদাতা। এরূপে ভগবান পথপ্রদর্শক।

অথবা ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী, অসঞ্জাত মার্গের জনক, অব্যাখ্যাত মার্গের ব্যাখ্যা প্রদানকারী, মার্গাজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গকোবিদ, মার্গ অনুশীলনকারী। শ্রাবকগণ এসবে সমন্বিত হয়ে তাঁর পশ্চাতে অবস্থান করেন। এরূপে ভগবান পথপ্রদর্শক—এৰং ৰগ্গুৰদো সখা।

তুসিতা গণিমাগতোতি। ভগবান তুষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানে মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ বা আগমন করেন। এরূপে তিনি তুষিত স্বর্গ হতে গণাচার্য হিসাবে আগত।

অথবা তুষিতস্বর্গ দেবগণদের দেবতা বলা হয়। তারা তুষ্ট, সন্তুষ্ট, আনন্দিত, প্রমোদিত, প্রীতি সৌমনস্যজাত চিত্তে দেবলোক হতে গণাচার্য হিসেবে আগমন করেন। এরূপে তুষিত স্বর্গ হতে শিক্ষক হিসেবে আগত হন। অথবা অর্হৎদের তুষিতবাসী (তুসিতা) বলা হয়। তাঁরা তুষ্ট, সন্তুষ্ট, আনন্দিত, সংকল্পসিদ্ধ হয়ে অর্হৎগণের গণাচার্য হিসেবে আগত হন। এরূপে তুষিত স্বর্গ হতে গণাচার্য হিসেবে আগত হন। "গণী" বলতে ভগবান গণাচার্য। গণাচার্য বলে গণী বা শিক্ষক, পরিষদের শাস্তা বলে গণী, গণ বা জনসাধারণকে রক্ষা করেন বলে গণী, পরিষদকে উপদেশ প্রদান করেন বলে গণী, মানুষকে শাসন করেন বলে গণী, পরিষদে বিশারদরূপে উপস্থিত হন বলে গণী, পরিষদকে শ্রবণ করান, শ্রোত্রে মনোযোগ স্থাপন করান এবং চিত্তকে অর্হত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করান বলে গণী, অকুশল হতে উত্থিত করে

কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত করান বলে গণী, ভিক্ষুগণের গণী, ভিক্ষুণীগণের গণী, উপাসকগণের গণী, উপাসিকাগণের গণী, রাজাগণের গণী, ক্ষত্রিয়গণের... ব্রাহ্মণগণের... বৈশ্যগণের... শূদ্রগণের... দেবতাগণের... ব্রহ্মগণের গণী এবং সংঘের গণী বলেই গণাচার্য। "আগতো" বলতে সাংকাশ্য নগরে উপগত, সমুপগত, সমুৎপন্ন—তুসিতা গণিমাগতো।

তজ্জন্য সারীপুত্র স্থবির বলেছেন :

''ন মে দিট্‌ঠো ইতো পুব্বে, [ইচ্চাযস্মা সারিপুত্তো]
ন সুতো উদ কস্সচি।
এৰং ৰগ্গুৰদো সত্থা, তুসিতা গণিমাগতো''তি॥

১৯১. সদেৰকস্স লোকস্স, যথা দিস্সতি চকখুমা।
সব্বং তমং ৰিনোদেত্বা, একোৰ রতিমজ্ঝগা॥

অনুবাদ : চক্ষুষ্মান সদেবলোক যেভাবে দর্শন করেন; সেভাবে সমস্ত তম অপসারণ করে একাকী অভিরমিত হোন।

"সদেৰকস্স লোকস্স" বলতে সদেবলোকের, সমারলোকের, সব্রহ্মালোকের, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণের, প্রজার, সদেব-মনুষ্যের—সদেৰকস্স লোকস্স।

"যথা দিস্সতি চকখুমা" তাবতিংস ভবনে পারিজাতবৃক্ষমূলে পাণ্ডুকম্বল শিলায় উপবিষ্ট হয়ে দেশনারত ভগবানকে যেভাবে দেবতাগণ দর্শন করে, মনুষ্যগণও সেভাবে দর্শন করে। মনুষ্যগণ যেভাবে দর্শন করে, দেবতাগণও সেভাবে দর্শন করে। (ভগবান) যেভাবে দেবতাদের দেখেন, সেভাবে মনুষ্যদেরও দেখেন। যেভাবে মনুষ্যদের দেখেন, সেভাবে দেবতাদেরও দেখেন। এভাবে চক্ষুষ্মান যথার্থরূপে দেখেন। যেমন কোনো কোনো শ্রদ্ধাভাজন অদান্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দান্তরূপে দৃষ্ট হন, অশান্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শান্তরূপে দৃষ্ট হন, অনুপশান্ত, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ উপশান্তরূপে দৃষ্ট হয়, অনিবৃত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নিবৃতরূপে দৃষ্ট হন।

''পতিরূপকো মত্তিকাকুণ্ডলোৰ, লোহড্ঢমাসোৰ সুৰণ্ণছন্নো।
চরন্তি লোকে পরিৰারছন্না, অন্তো অসুদ্ধা বহি সোভমানা''তি॥

অনুবাদ : ছদ্মবেশী (তথা সুসংযত ব্যক্তিগণের ছদ্মবেশে অসংযত ব্যক্তিগণ) স্বর্ণপ্রতিরূপ মৃণ্ময় কর্ণাভরণে মতো এবং লৌহমুদ্রায় স্বর্ণলিপ্ত আবরণে আবৃত হওয়ার ন্যায় অন্তরে অশুভ থেকে বাইরে শোভমান হয়ে বিচরণ করে।

কিন্তু ভগবান এরূপে দৃষ্ট হন না। ভগবান সত্যরূপে, অকৃত্রিমরূপে, প্রকৃতরূপে, যথার্থরূপে, অবিপরীতরূপে, আসলরূপে দৃষ্ট হন। ভগবান দান্ত হয়ে দান্তরূপে দৃষ্ট হন, শান্ত হয়ে শান্তরূপে দৃষ্ট হন, উপশান্ত হয়ে উপশান্তরূপে দৃষ্ট হন, নিব্বুত হয়ে নিব্বুতরূপে দৃষ্ট হন। ভগবান বুদ্ধগণ অকম্পিত সদাচারণ প্রণিধিসম্পন্ন। এরূপে চক্ষুষ্মান যথাযথভাবে দেখেন।

অথবা নাগভবনে, সুপর্ণববনে, যক্ষভবনে, অসুরভবনে, গন্ধর্বভবনে, চারিদিকপাল মহারাজভবনে, ইন্দ্রভবনে, ব্রহ্মাভবনে, দেবভবনে যেরূপ (শব্দ ঘোষিত হয়) ভগবান সেরূপ বা তদপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ শব্দ ও কীর্তিশব্দ প্রসিদ্ধ। এরূপে চক্ষুষ্মানগণ যথাযথভাবে দেখেন।

অথবা ভগবান দশবলে সমন্নাগত, চারি বৈশারদ্যে সমন্নাগত, চারি প্রতিসম্ভিদায় সমন্নাগত, ছয় অভিজ্ঞায় সমন্নাগত, ছয় গুণন্বিত (বুদ্ধ)ধর্মে সমন্নাগত; (তিনি) তেজ, বল, গুণ, বীর্য ও প্রজ্ঞা দ্বারা দেখেন, জানেন এবং প্রত্যক্ষ করেন।

''দূরে সন্তো পকাসেন্তি, হিমৰন্তোৰ পব্বতো।
অসন্তেত্থ ন দিস্সন্তি, রত্তিং খিত্তা যথা সরা''তি॥

অনুবাদ : সাধু ব্যক্তি দূর থেকে হিমবান পর্বতের ন্যায় প্রকাশিত হন। কিন্তু অসৎলোক রাত্রিকালে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় কাছে থেকেও দৃষ্টিগোচর হয় না।

যেমন, চক্ষুষ্মান এরূপে দেখেন।

"চক্ষুষ্মান" (চকখুমা) বলতে ভগবা পাঁচ প্রকার চক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান; যথা : ১) মাংসচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, ২) দিব্যচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, ৩) প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, ৪) বুদ্ধচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, এবং ৫) সমন্তচক্ষু (তথাগতচক্ষু) দ্বারা চক্ষুষ্মান।

ভগবান কীভাবে মাংসচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু? ভগবানের মাংসচক্ষুতে পঞ্চবর্ণ বিদ্যমান—নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ, শ্বেত। যেখানে ভগবানের চক্ষুলোমসমূহ স্থিত সেই চক্ষুলোমসমূহ নীল, সুনীল, মনোরম, দর্শনীয় এবং উমাপুষ্প (অতসী ফুল) সদৃশ। তারপরে পীত, সুপীত, সুবর্ণবর্ণ, মনোরম, দর্শনীয়, কর্ণিকারপুষ্প বা পদ্ম পাপড়ির অগ্রভাগের ন্যায়। ভগবানের উভয় চক্ষুকোঠর লোহিত, সুলোহিত, লাবণ্যময়, দর্শনীয়, ইন্দ্রগোপের (একজাতীয় লালপোকা) ন্যায়। চক্ষুর মধ্যস্থান কৃষ্ণ, সুকৃষ্ণ, মসৃণ, স্নিগ্ধ, মনোরম, দর্শনীয়, পিচ্ছিল-অরিষ্টক মণি সদৃশ (অদ্দারিট্ঠকসমানং)। তারপরে শুভ্র, উজ্জ্বল-শুভ্র, শ্বেত, সাদা, লাবণ্যময়, দর্শনীয়, শুকতারা সদৃশ। সেই

প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধ মাংসচক্ষু দ্বারা, আত্মভাবপ্রতিপন্নের দ্বারা এবং পূর্বসুচরিত কর্মপ্রভাব দ্বারা চতুর্দিকে দিন-রাত্রি যোজন পরিমাণ দর্শন করেন। যখন চতুরঙ্গ সমন্বিত অন্ধকার হয়। যেমন : চতুরঙ্গসমন্নাগত হয়ে অন্ধকার হয়, সূর্য অস্তগমন হয়, কৃষ্ণপক্ষের উপোসথ হয়, গভীর জঙ্গল এবং মহাকালমেঘ আকাশে উত্থিত হয়। এরূপ চতুরঙ্গসমন্বিত অন্ধকারেও ভগবান চতুর্দিকে যোজন পর্যন্ত দেখেন। দেয়াল, দরজা, প্রাকার, পর্বত, ঝোপ, লতা বা আবরিত রূপসমূহ দেখার জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি হতে পারে না। যদি কোনো একটি তিলফল তিলবাহী শকটে ফেলে দেয়া হয়; (ভগবান) সেই তিলফল উদ্ধার করতে পারেন। ভগবানের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক মাংসচক্ষু এরূপই পরিশুদ্ধ। এভাবেই ভগবান মাংসচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু।

কিভাবে ভগবান দিব্যচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু? ভগবান মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন, প্রণীত, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুগত এবং দুর্গতে চ্যুতমান ও উৎপন্নমান সত্ত্বগণকে দর্শন করেন; যথাকর্মে উপনীত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, "এই সত্ত্বগণ কায়-দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, বাক-দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, মনোদুশ্চরিত্র-সম্পন্ন, আর্যনিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিক, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী; তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে। এই সত্ত্বগণ কায়-সুচরিত্রসম্পন্ন, বাক-সুচরিত্রসম্পন্ন, মনোসুচরিত্রসম্পন্ন, আর্য-অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিমূলককর্ম সম্পাদনকারী; তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে।" এরূপে মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন, প্রণীত, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুগত এবং দুর্গতে চ্যুতমান ও উৎপন্নমান সত্ত্বগণকে দর্শন করেন; যথাকর্মে উপনীত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ভগবান ইচ্ছানুসারে এক লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, দুই লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, তিন লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, চারি লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, পাঁচ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, দশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, বিশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, ত্রিশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, চল্লিশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, পঞ্চাশ লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, শত লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, ক্ষুদ্রতর সহস্র লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, দুই সহস্র মধ্যম লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, তিন সহস্র লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, মহাসহস্র লোকধাতু দর্শন করতে পারেন, মোটকথা যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর দর্শন করতে পারেন। ভগবানের দিব্যচক্ষু এরূপ পরিশুদ্ধ। এভাবেই ভগবান মাংসচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু।

কিভাবে ভগবান প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু? ভগবান মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, পৃথুপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, হাসপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, জবনপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, নির্বেধিকপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাপ্রভেদে অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রজ্ঞানী, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, চারি বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, দশবলধারী, পুরুষার্ষভ (নরশ্রেষ্ঠ), পুরুষসিংহ (পুরুষোত্তম), পুরুষনাগ (নরোত্তম), মানবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, পবিত্রপুরুষ, অনন্তজ্ঞানী, অনন্ততেজী, অনন্তযশস্বী, আঢ্য, মহাধনী, ধনশালী, নেতা, বিনেতা, অনুনেতা, প্রজ্ঞাদাতা, আশ্রয়দাতা, দৃষ্টিদাতা, প্রসাদদাতা। সেই ভগবান অনুৎপন্নমার্গের উৎপাদনকারী (আবিষ্কারক), অজ্ঞাতমার্গের সন্ধানদাতা, অপ্রচারিত মার্গের প্রবক্তা, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গকোবিদ ও মার্গানুগামী; পরে শ্রাবকগণ এসবে সমন্নাগত হয়ে অবস্থান করেন।

সেই ভগবান জানার বিষয় জানেন, দেখার বিষয় দেখেন। তথাগত চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত, বক্তা, প্রবক্তা, মঙ্গল আনয়নকারী, অমৃতদাতা এবং ধর্মস্বামী। ভগবানের প্রজ্ঞার দ্বারা অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পর্শিত বিষয় কিছুই নেই। অতীত, অনাগত, বর্তমানসহ সবধর্ম সর্বাকারে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানমুখে উপস্থিত হয়। আত্মার্থ, পরার্থ, আত্ম-পর উভয়ার্থ, ইহলোক-অর্থ, পরলোক-অর্থ, উত্তান বা অগভীর-অর্থ, গভীর-অর্থ, গূঢ়-অর্থ, প্রতিচ্ছন্ন-অর্থ, জ্ঞাতব্য-অর্থ, নিরূপিত-অর্থ, অনবদ্য-অর্থ, ক্লেশহীন-অর্থ, নির্মল-অর্থ, পরমার্থ-অর্থ যা কিছু জানার আছে ভগবান সবই জানেন; সেসব বিষয় বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে আবর্তিত হয়।

ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান অতীতে অপ্রতিহত বা অব্যাহত ছিল, ভবিষ্যতে অপ্রতিহত থাকবে, বর্তমানেও অপ্রতিহত আছে। ভগবান বুদ্ধের সমস্ত কায়কর্ম জ্ঞান দ্বারা সম্পাদিত হয়। সকল বাক্‌কর্ম... ভগবান বুদ্ধের সকল মনোকর্ম জ্ঞান দ্বারা সম্পাদিত হয়। যতদূর জানা উচিত ততদূর জ্ঞান, যতদূর জ্ঞান ততদূর জানা উচিত। জ্ঞাতব্য শেষ বিষয় পর্যন্ত জ্ঞান, শেষজ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞানকে অতিক্রম করে জানার কোনো পথ নেই; সেই ধর্মসমূহ শেষাবধি পারস্পরিক। যেমন, দুটি ছোট বাক্যের আবরণ সম্যকরূপে অতিরঞ্জিত করা হলে নিম্নস্থ ছোট বাক্যের আবরণ উপর বাক্যের আবরণকে (উজ্জ্বলতায়) অতিক্রম করে না, উপর বাক্যের আবরণ নিম্নস্থ বাক্যের আবরণকে (উজ্জ্বলতায়) অতিক্রম করে না, শেষাবধি পারস্পরিক; ঠিক এরূপেই ভগবান বুদ্ধের জ্ঞাতব্য বিষয় ও জ্ঞান পারস্পরিক। যতদূর জানা উচিত ততদূর জ্ঞান, যতদূর জ্ঞান ততদূর জানা উচিত। জ্ঞাতব্য শেষ বিষয় পর্যন্ত

জ্ঞান, শেষজ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞানকে অতিক্রম করে জানার কোনো পথ নেই; সেই ধর্মসমূহ শেষাবধি পারস্পরিক।

ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সকল ধর্মে প্রবর্তিত হয়। ভগবান বুদ্ধের সকল ধর্ম আবর্তন প্রতিবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা প্রতিবদ্ধ, মনোযোগ প্রতিবদ্ধ, চিত্ত উদয় প্রতিবদ্ধ। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সকল সত্ত্বে প্রবর্তিত হয়। ভগবান সকল সত্ত্বের আসব সম্বন্ধে জানেন, অনুশয় সম্বন্ধে জানেন, চরিত্র সম্বন্ধে জানেন, অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানেন। ভবাভবে সত্ত্বগণের অল্প রজম্রক্ষিত সম্বন্ধে ও মহারজম্রক্ষিত সম্বন্ধে, তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ও মৃদু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে, সুন্দর আকার সম্বন্ধে ও দুরাকার সম্বন্ধে, সুবিজ্ঞেয় সম্বন্ধে ও দুর্বিজ্ঞেয় সম্বন্ধে যথাযথ জানেন। দেবলোক সহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও প্রজা, দেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়।

কিছু কিছু মৎস্য-কচ্ছপ যেমন তিমি, তিমিঙ্গল (তিমি জাতীয় এক প্রকার প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য) হতে তলগামী হয়ে মহাসমুদ্রে বিচরণ করে, ঠিক তেমনিভাবে দেবলোক সহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা, প্রজা ও দেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়। কিছু কিছু পক্ষী যেমন গরুড়পক্ষী হতে নিম্নগামী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে যারা প্রজ্ঞায় সারীপুত্র অনুরূপ, তাঁরাও বুদ্ধজ্ঞানের প্রদেশে প্রবর্তিত হন। বুদ্ধজ্ঞান দেব-মনুষ্যের জ্ঞান ভেদ ও অতিক্রম করে স্থিত থাকে। যারা ক্ষত্রিয়পণ্ডিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গৃহপতিপণ্ডিত, শ্রমণপণ্ডিত, নিপুণ, শাস্ত্রবিদ, কেশাগ্রবিদ্ধকারী ধনুর্ধর সদৃশ (ৰালৰেধিরূপা) ও স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিগত বিষয়সমূহেও চুলচেরা আলোচনাকারী; তারা স্বীয় মিথ্যাধারণাজাত প্রশ্নে সুসজ্জিত হয়ে তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে গূঢ় ও প্রতিচ্ছন্ন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আর এভাবে তারা ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত, দৃঢ়ভাবে সমর্থিত প্রশ্নসমূহ সংগ্রহকারী হয়। ফলশ্রুতিতে তারা ক্রীতদাসের ন্যায় ভগবানের অনুগামী হয়। অতঃপর ভগবান তা দেদীপ্যমান করে প্রজ্ঞাপ্ত করেন। এভাবে ভগবান প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান।

কিভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু? ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনকালে সত্ত্বগণকে দেখতে পান : কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউ মহারজম্রক্ষিত; কেউ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন; কেউ সুন্দর আকার সম্পন্ন, কেউ কদাকার; কেউ সুবিজ্ঞেয়, কেউ দুর্বিজ্ঞেয় এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী, কেউ কেউ

পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী নয়। যেমন উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক গাছের কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জলে আশ্রিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে জলে মগ্ন থাকে; কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জলপ্রাপ্ত বা জল বরাবর স্থিত থাকে; আর কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জল হতে উর্ধে উঠে জল অপ্রলিপ্ত অবস্থায় থাকে। ঠিক একইভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনকালে সত্ত্বগণকে দেখতে পান : কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউমহা রজম্রক্ষিত; কেউ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদু ইন্দ্রিয় সম্পন্ন; কেউ সুন্দর আকার সম্পন্ন, কেউ কদাকার; কেউ সুবিজ্ঞেয়, কেউ দুর্বিজ্ঞেয় এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী, কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী নয়। ভগবান এরূপে বলেন, "এই পুদ্গল রাগচরিত, এই পুদ্গল দ্বেষচরিত, এই পুদ্গল মোহচরিত, এই পুদ্গল বিতর্কচরিত, এই পুদ্গল শ্রদ্ধাচরিত, এই পুদ্গল জ্ঞানচরিত।" ভগবান রাগচরিত পুদ্গালের জন্য অশুভ ভাবনার কথা বলেছেন; দ্বেষচরিত পুদ্গালের জন্য মৈত্রীভাবনার কথা বলেছেন; মোহচরিত পুদ্গালের জন্য আবৃতি-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ, যথাসময়ে ধর্মালোচনা এবং গুরুর সাথে একত্রে বাস করতে বলেছেন; বিতর্কচরিত পুদ্গালের জন্য আনাপানস্মৃতি ভাবনা বর্ণনা করেছেন; শ্রদ্ধাচরিত পুদ্গালের জন্য প্রসাদনীয় নিমিত্ত (অর্থাৎ শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে এমন বিষয়) যেমন বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান, ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সংঘের শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় বর্ণনা করেছেন; প্রজ্ঞা বা জ্ঞানচরিত পুদ্গালের জন্য স্বীয় বিদর্শন নিমিত্ত অনিত্যাবস্থা, দুঃখাবস্থা, অনাত্মাবস্থা বর্ণনা করেছেন।

> ''সেলে যথা পব্বতমুদ্ধনিট্ঠিতো, যথাপি পস্সে জনতং সমন্ততো।
> তথূপমং ধম্মমযং সুমেধ, পাসাদমারুযহ সমন্তচকখু।
> সোকাৰতিণ্ণং জনতমপেতসোকো, অৱেকখস্সু জাতিজরাভিভূত''ন্তি॥

অনুবাদ : গিরি বা পর্বতের চূড়ায় স্থিতব্যক্তি যেমন চারিদিকের লোকজনসহ সমস্ত কিছু দেখতে পায়, তদ্রুপ ধর্মময় প্রাসাদে আরোহিত সুমেধ (বুদ্ধ) সমন্তচক্ষু। তিনি শোকগ্রস্ত, শোকে অবতীর্ণ, জন্ম-জরায় অভিভূত জনতাকে দেখতে পান।

এভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান।

কিরূপে ভগবান সমন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে সমন্তচক্ষু

বলা হয়। ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারা অলংকৃত, গুণান্বিত, উপগত, সমুপগত, প্রতিপন্ন, সুপ্রতিপন্ন ও সমন্নাগত।

"ন তস্স অদিট্ঠমিধত্থি কিঞ্চি, অথো অৰিঞ্ঞাতমজানিতব্বং।
সব্বং অভিঞ্ঞাসি যদত্থি নেয্যং, তথাগতো তেন সমন্তচকখূ"তি॥

অনুবাদ : এ জগতে তাঁর অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত এবং অজানার বিষয় কিছুই নেই, যা জ্ঞাত হবার রয়েছে, তিনি সবই জ্ঞাত হয়েছেন। তজ্জন্য তথাগতকে সমন্তচক্ষু বলা হয়। এভাবে ভগবান সমন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান—চক্ষুষ্মান যেভাবে দেখেন (যথা দিস্সতি চকখুমা)।

"সব্বং তমং ৰিনোদেত্বা" বলতে সব রাগতম (বা রাগ অন্ধকার), দ্বেষতম, মোহতম, মানতম, দৃষ্টিতম, ক্লেশতম, দুশ্চরিততম, অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞানিরোধিক (প্রজ্ঞা ধ্বংসকারী), বিঘাতপক্খিক (প্রতিকূল বিষয়ে পক্ষপাতী) ও অনির্বাণ সংবর্তনিক (নির্বাণ লাভে বাধাদানকারী বিষয়) দূরীভুত করে, বিদুরিত করে, ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, অপসারণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে—সমস্ত তম পরিত্যাগ করে (সব্বং তমং ৰিনোদেত্বা)।

একোৰ রতিমজ্ঝগাতি। "একো" বলতে ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণে (পব্বজ্জাসঙ্খাতেন) একক, অদ্বিতীয়ার্থে একক, তৃষ্ণার প্রহানার্থে একক, একান্ত বীতরাগী বলে একক, একান্ত বীতদ্বেষী বলে একক, একান্ত বীতমোহ বলে একক, একান্ত ক্লেশহীন বলে একক, একায়ন মার্গে গমন করেছেন বলে একক এবং অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছেন বলে একক।

কিরূপে ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণে একক? ভগবান বালক জীবনের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ চুল, পরিপূর্ণ যৌবন, প্রথম বয়সে (প্রব্রজ্জা দানে) অনিচ্ছুক, অশ্রুমুখে রোদনকারী, বিলাপকারী পিতা-মাতা ও জ্ঞাতিগণকে ত্যাগ করে সব ঘর-আবাসের বাঁধা, পুত্রদার বাঁধা, জ্ঞাতি বাঁধা, মিত্র-অমাত্য বাঁধা ও সন্নিধি বা সঞ্চিতধন বাঁধা ছেদন করে কেশ-শ্মশ্রু কেটে কাসায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে বা অনাসক্ত হয়ে এককভাবে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, চলেন, অগ্রসর হন, জীবন ধারণ করেন, যাপন করেন, থাকেন—এভাবেই ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণে (পব্বজ্জাসঙ্খাতেন) একক।

কিভাবে ভগবান অদ্বিতীয়ার্থে একক? তিনি এভাবে প্রব্রজিত হয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে (সমানো) একাকী অরণ্য, বনপ্রস্থ (বনাশ্রম), নির্জন শয়নাসন; নীরবে, নিঃশব্দে, নির্জনতায়, মনুষ্য হতে নির্জনবাসী হয়ে ও

নির্জনতানুরূপ স্থান প্রতিসেবন করেন। তিনি একাকী বিচরণ করেন, একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়ন করেন, একাকী পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন, একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, চলেন, অগ্রসর হন, জীবন ধারণ করেন, যাপন করেন, থাকেন—এভাবেই ভগবান অদ্বিতীয়ার্থে একক।

কিভাবে ভগবান তৃষ্ণা প্রহানার্থে একক? তিনি এরূপে একক, অদ্বিতীয়, অপ্রমত্ত, উদ্যমশীল ও ব্যগ্র বা একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থানকালে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে (নজ্জা নেরঞ্জরায তীরে) বোধিবৃক্ষমূলে মহোদ্যম করে অনিষ্টকর পাপরাজ, প্রমত্তবন্ধু মারকে সসৈন্যে বধ করে লোভজনক তৃষ্ণা, বিস্তৃত (ৰিসরিতং) তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, লোপ (বা শেষ) করেছেন, নিবৃত্ত করেছেন।

> ‘‘তন্হাদুতিযো পুরিসো, দীঘমদ্ধানসংসরং।
> ইত্থভাৰঞঞথাভাৰং, সংসারং নাতিৰত্ততি॥
> ‘‘এতমাদীনৰং ঞত্বা, তন্হং দুকখস্স সম্ভৰং।
> ৰীততন্হো অনাদানো, সতো ভিকখু পরিব্বজে’’তি॥

অনুবাদ : তৃষ্ণা দীর্ঘপথ (জন্মান্তর) ভ্রমণে অদ্বিতীয় পুরুষ। জাগতিক সত্ত্ব (ইহলোকের সত্ত্ব) এবং ভিন্ন সত্ত্ব বা অন্য লোকের সত্ত্ব (ইত্থভাৰঞঞথাভাৰং) এই সংসার অতিক্রম করতে পারে না। “তৃষ্ণাই দুঃখ উৎপত্তির কারণ” এই আদীনব জ্ঞাত হয়ে প্রব্রজিত স্মৃতিমান ভিক্ষু বীততৃষ্ণা ও আসক্তিমুক্ত হন।

এভাবেই ভগবান তৃষ্ণা প্রহানার্থে একক।

কিরূপে ভগবান একান্ত বীতরাগ বলে একক? রাগ বা আসক্তির প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগ বলে একক, দ্বেষের প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগ বলে একক, মোহের প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগ বলে একক, ক্লেশসমূহের প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগ বলে একক।

কিরূপে ভগবান একায়নমার্গে গত বলে একক? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে একায়ন মার্গ বলা হয়।

> ‘‘একাযনং জাতিখযন্তদস্সী, মগ্গং পজানাতি হিতানুকম্পী।
> এতেন মগ্গেন তরিংসু পুব্বে, তরিস্সন্তি যে চ তরন্তি ওঘ’’ন্তি॥

অনুবাদ : জন্মক্ষয়দর্শী, হিতানুকম্পী একায়ন মার্গকে বিশেষভাবে

জানেন। (জ্ঞানীরা) এই মার্গ দিয়ে পূর্বে ওঘ (দুঃখসমুদ্র) পার হয়েছেন, ভবিষ্যতেও পার হবেন এবং বর্তমানেও পার হচ্ছেন।

এভাবেই ভগবান একায়নমার্গে গত বলে একক।

কিরূপে ভগবান এককভাবে অনুত্তর সম্যকসম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক? চারি মার্গে জ্ঞান, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীমাংসা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টিকে বোধি বলা হয়। ভগবান সেই বোধিজ্ঞান দিয়ে "সকল সংস্কার অনিত্য" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "সকল সংস্কার দুঃখ" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "সকল সংস্কার বা ধর্ম অনাত্ম" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "অবিদ্যার কারণে সংস্কার" বলে জ্ঞাত হয়েছেন... "জাতির কারণে জরা-মৃত্যু" বলে জ্ঞাত হয়েছেন। "অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ" বলে জ্ঞাত হয়েছেন... "জাতির নিরোধে জরা-মৃত্যু নিরোধ" বলে জ্ঞাত হয়েছেন। "ইহা দুঃখ" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "ইহা দুঃখ সমুদয়" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "ইহা দুঃখ নিরোধ" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়" বলে জ্ঞাত হয়েছেন। "ইহা আসস্র" বলে জ্ঞাত হয়েছেন... "ইহা আসব নিরোধের উপায়" বলে জ্ঞাত হয়েছেন। "এই ধর্মসমূহ পরিজ্ঞেয়" বলে জ্ঞাত হয়েছেন... প্রহাতব্য... ভাবিতব্য... সাক্ষাৎকরণীয় বলে জ্ঞাত হয়েছেন। ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয়েছেন; পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয়েছেন; চারি মহাভূতের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয়েছেন; "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" বলে জ্ঞাত হয়েছেন।

অথবা যা কিছু জ্ঞাতব্য, অনুজ্ঞাতব্য, প্রতিজ্ঞাতব্য, হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, অধিকার করা উচিত, ধারণ করা উচিত ও সাক্ষাৎকরণীয়, সেসবই বোধিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়েছেন, অনুজ্ঞাত হয়েছেন, প্রতিজ্ঞাত হয়েছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন, অধিকার করেছেন, ধারণ করেছেন এবং সাক্ষাৎ করেছেন। এভাবেই ভগবান এককভাবে অনুত্তর সম্যকসম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক।

রতিমজ্ঝগাতি। "রতি" (রতিং) বলতে নৈষ্ক্রম্যরতি, বিবেকরতি, উপশমরতি ও সম্বোধিরতিকে লাভ করেছেন, অর্জন করেছেন, অধিকার করেছেন, ধারণ করেছেন এবং সাক্ষাৎ করেছেন—এককভাবে রতি (পরিতৃপ্তি) পেয়েছেন (একোৰ রতিমজ্ঝগা)।

তাই সারিপুত্র স্থবির বলেছেন :

"সদেৰকস্স লোকস্স, যথা দিস্সতি চকখুমা।
সব্বং তমং ৰিনোদেত্রা, একোৰ রতিমজ্ঝগা"তি॥

১৯২. তং বুদ্ধং অসিতং তাদিং, অকুহং গণিমাগতং।
বহূনমিধ বদ্ধানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং॥

অনুবাদ : সেই বুদ্ধ অনাসক্ত, তাদী (মহাগুণসম্পন্ন), ন্যায়বান (অকুহং) ও গণী বা শিক্ষক হিসেবে আগত হয়েছেন। (পক্ষান্তরে) আমি বহুজন ও ভৃত্যগণের জন্য প্রশ্ন নিয়ে আগমন করেছি।

তং বুদ্ধং অসিতং তাদিন্তি। "বুদ্ধ" (বুদ্ধো) বলতে যিনি সেই ভগবান, স্বয়ম্ভু, অনাচার্য (আচার্যবিহীন), পূর্বে অশ্রুত ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্যসমূহ ও সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তথায় সর্বজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, বলসমূহে বশীভাব বা আধিপত্য লাভ করেছিলেন। "বুদ্ধ" বলতে কোন অর্থে বুদ্ধ? (তাঁর) সত্যসমূহ জ্ঞাত হয়েছে বলে বুদ্ধ, (চতুরার্যসত্যে) জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে বলে বুদ্ধ, (তিনি) সর্বজ্ঞতা দ্বারা বুদ্ধ, সর্বদর্শন বা সর্বদৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধ, জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনন্য বলে (অনঞ্ঞনেয্যতায) বুদ্ধ, বিসবিতা দ্বারা বুদ্ধ, ক্ষীণাসব-সঙ্খাত দ্বারা বুদ্ধ, নিরুপক্লেশ-সঙ্খাত দ্বারা বুদ্ধ, একান্ত বীতরাগী বলে বুদ্ধ, একান্ত বীতদ্বোষী বলে বুদ্ধ, একান্ত বীতমোহ বলে বুদ্ধ, একান্ত ক্লেশহীন বলে বুদ্ধ, একায়ন মার্গে গত বলে বুদ্ধ, এককভাবে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছেন বলে বুদ্ধ, অবুদ্ধি (অজ্ঞান) বিহত করে বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রতিলাভ করেছেন বলে বুদ্ধ।

'বুদ্ধো' নামটি মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সগোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। এই 'বুদ্ধ' নামটি বুদ্ধ ভগবানগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে—তং বুদ্ধং। "অসিতং" দুই প্রকার নিশ্রয়—তৃষ্ণানিশ্রয় এবং দৃষ্টিনিশ্রয়। তৃষ্ণানিশ্রয় কিরূপ? যতদূর পর্যন্ত তৃষ্ণাসঙ্খাত দ্বারা সীমাকৃত, সীমাবদ্ধ, নির্ধারিত, পরিগৃহীত, মমায়িত—ইহা আমার, এটি আমার, এই পরিমাণ আমার, এই সমস্ত আমার, রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ আমার। আস্তরণ (বিছানার চাদর), আবরণ (বস্ত্র), দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, গরু, অশ্ব, ঘোটকী, ক্ষেত্র, বস্তু বা জায়গা, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম (ছোট শহর), রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার (ধনাগার), ভাণ্ডাগার (শস্যাগার), এবংকি সমগ্র মহাপৃথিবীকেও তৃষ্ণাবশে মমায়িত করে; এবং একশত আট প্রকার তৃষ্ণা-বিচরিত বিষয়—

ইহাই তৃষ্ণানিশ্রয়।

দৃষ্টিনিশ্রয় কিরূপ? সংকায়দৃষ্টি বিশ প্রকার বিষয়, মিথ্যাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়, অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়। যা এইরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিসূক (মিথ্যাদৃষ্টির পক্ষ গ্রহণ), দৃষ্টিবিস্ফন্দন, দৃষ্টি-সংযোজন, দৃষ্টি-প্রতিগ্রহণ, অভিনিবেশ, সংস্পর্শ, কুমার্গ (ভ্রান্ত পথ), মিথ্যাপথ, মিথ্যা বিষয়, তীর্থিয়ায়তন, ভুল ধারণা (ৰিপরিযেসগ্গাহো), বিপরীত ধারণা, দৃষ্টি-বৈপরীত্য, মিথ্যা ধারণা এবং অযথার্থ বিষয়কে "যথাযথ" বলে গ্রহণ করা-সহ বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়—ইহাই দৃষ্টিনিশ্রয়।

ভগবান বুদ্ধের তৃষ্ণানিশ্রয় প্রহীন হয়েছে, দৃষ্টিনিশ্রয় পরিত্যক্ত হয়েছে; তৃষ্ণানিশ্রয় প্রহীন ও দৃষ্টিনিশ্রয় পরিত্যাক্ত হওয়ায় ভগবান চক্ষুতে অনাসক্ত, শ্রোত্রে... ঘ্রাণে... জিহ্বায়... কায়ে... মনে... রূপে... শব্দে... গন্ধে... রসে... স্পর্শে... কুলে... গণে... আবাসে... লাভে... যশে... প্রশংসায়... সুখে... চীবরে... পিণ্ডপাতে... শয্যাসনে... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-উপকরণে... কামধাতুতে... রূপধাতুতে... অরূপধাতুতে... কামভবে... রূপভবে... অরূপভবে... সংজ্ঞাভবে... অসংজ্ঞাভবে... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাভবে... একস্কন্ধভবে... চারিস্কন্ধভবে... পঞ্চস্কন্ধভবে... অতীতে... অনাগতে... বর্তমানে... দৃষ্ট-শ্রুত-মুত-বিজ্ঞাতব্য ধর্মসমূহে অনাসক্ত, অনাশ্রিত, অসংলগ্ন, অনুপগত, অসংশ্লিষ্ট, অনধিমুক্ত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—তং বুদ্ধং অসিতং।

"তাদী" ভগবান পাঁচ প্রকারে গুণবান—ইষ্টানিষ্টে গুণবান, ত্যাগে গুণবান, উত্তীর্ণে গুণবান, মুক্তিতে গুণবান, সেই কারণে গুণবান।

কিরূপে ভগবান ইষ্টানিষ্টে গুণবান? ভগবান লাভে যেমন অলাভেও তেমন গুণবান, যশে যেমন অযশেও তেমন গুণবান, প্রশংসায় যেমন নিন্দায়ও তেমন গুণবান, সুখে যেমন দুঃখেও তেমন গুণবান। (প্রয়োজনে) স্বীয় অঙ্গে কোথাও গন্ধ লেপন করতে, (চিকিৎসার জন্য) ক্ষুর দ্বারা অঙ্গে কোথাও কাটাতে (বলেন)—আমার মধ্যে রাগ নেই, আমার মধ্যে প্রতিঘ নেই; অনুশয়-প্রতিঘ বিহীন, উৎসাহ-নিরুৎসাহ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন বা বিনষ্ট, অনুরোধ-বিরোধ অতিক্রান্তি। এভাবে ভগবান ইষ্টানিষ্টে গুণবান হন।

কিরূপে ভগবান ত্যাগে গুণবান? ভগবানের রাগ পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, মুক্ত, অপসারিত ও বর্জিত হয়েছে। দ্বেষ... মোহ... ক্রোধ... বিদ্বেষ... ভণ্ডামি... আক্রোশ... ঈর্ষা... মাৎসর্য... মায়া... শঠতা... একগুঁয়েমি... দেমাক...

মান... অতিমান... গর্ব... প্রমাদ... সকল প্রকার ক্লেশ... সকল প্রকার দুশ্চরিত... সকল প্রকার উদ্বেগ... সকল প্রকার পরিদাহ... সকল প্রকার মনস্তাপ... এবং সকল প্রকার অকুশলাভিসংস্কার পরিত্যক্ত, ত্যক্ত, মুক্ত, অপসারিত ও বর্জিত হয়। এভাবে ভগবান ত্যাগে গুণবান।

কিরূপে ভগবান পারোত্তীর্ণে গুণবান? ভগবান তিন প্রকার কামোঘ, তিন প্রকার ভব ওঘ, তিন প্রকার অবিদ্যা ওঘ, সকল সংসার পথ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, পারোত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত ও সমতিক্রম করেছেন। তিনি উষিত আবাস, আচরণ পরিপূর্ণ, ভ্রমণ সমাপ্ত করেছেন, দিকগত হয়েছেন, অভিপ্রায় সমাপ্ত করেছেন, ব্রহ্মচর্য পালিত করেছেন, উত্তম দৃষ্টিপ্রাপ্ত, ভাবিতমার্গ, ক্লেশ প্রহীন করেছেন, কোপ প্রতিবিদ্ধ করেছেন, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত, দুঃখ পরিজ্ঞাত হয়েছেন, সমুদয় প্রহীন করেছেন, মার্গ ভাবিত করেছেন, নিরোধ সাক্ষাৎ করেছেন, অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত হয়েছেন, পরিজ্ঞেয় পরিজ্ঞাত হয়েছেন, প্রহাতব্য বিষয় প্রহীন করেছেন, ভাবিতব্য ভিষয় ভাবিত করেছেন, সাক্ষাতব্য বিষয় সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বাধা-অতিক্রান্ত, পরিখা সংকীর্ণ, তৃষ্ণাবিমুক্ত, বাধামুক্ত, আর্য, মানধ্বজ, অবনত, ভারমুক্ত, বিসংযুক্ত, পঞ্চাঙ্গ বিপ্রহীন, ষড়াঙ্গ সমন্বিত, একারক্ষী, চারি অবলম্বনপ্রাপ্ত, চারি প্রকার মিথ্যা ধারণা বিদূরণকারী, অন্বেষণ ত্যাগকারী, অনাবিলসংকল্পী, প্রশান্ত কায়সম্পন্ন, সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন, সুবিমুক্তপ্রাজ্ঞ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত, উত্তমপুরুষ, পরমপুরুষ, পরম লাভী। তিনি সঞ্চয়ও করেন না, অসঞ্চয়ও করেন না; সঞ্চয় না করেই স্থিত থাকেন। তিনি ত্যাগও করেন না, গ্রহণও করেন না; ত্যাগ করেই স্থিত থাকেন। তিনি আসক্তও হন না, অনাসক্তও হন না; অনাসক্ত হয়েই স্থিত হন। তিনি (নিজেকেও) শোধিত করেন না; (অপরকেও) শোধিত করান না; শোধিত হয়েই স্থিত হন। অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন, অশৈক্ষ্য বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন-স্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন। তিনি সত্যকে সত্যরূপে জ্ঞাত হয়ে স্থিত হন, আসক্তিকে অতিক্রম করে স্থিত হন, ক্লেশাগ্নি ধ্বংস করে স্থিত হন, অপরিগমনে স্থিত হন, করণীয় সম্পন্ন করে স্থিত হন, মুক্তি প্রতিসেবন করে স্থিত হন, মৈত্রী পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, করুণা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, মুদিতা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, উপেক্ষা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, অনন্ত পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, অনড় পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, বিমুক্ত হয়ে স্থিত হন, সন্তুষ্টিতে স্থিত হন, স্কন্ধসীমায়

স্থিত হন, ধাতুসীমায় স্থিত হন, আয়তনসীমায় স্থিত হন, গতিসীমায় স্থিত হন, উৎপত্তিসীমায় স্থিত হন, প্রতিসন্ধিসীমায় স্থিত হন, ভব সীমায় স্থিত হন, সংসার সীমায় স্থিত হন, বর্ত সীমায় স্থিত হন, অন্তিম ভবে স্থিত হন, অন্তিম সমুচ্চয়ে স্থিত হন, অন্তিম দেহধারী ভগবান।

“তস্সাযং পচ্ছিমকো ভৰো, চরিমোযং সমুস্সযো।
জাতিমরণসংসারো, নত্থি তস্স পুনব্ভৰো”তি॥

অনুবাদ : এটিই তাঁর অন্তিম জন্ম অন্তিম দেহ। তাঁর জন্ম-মৃত্যু, সংসার পরিভ্রমণ ও পুনর্ভব এসবের কিছুই নেই। এরূপে ভগবান পারোত্তীর্ণে গুণবান।

কিরূপে ভগবান মুক্তিতে গুণবান? ভগবানের চিত্ত রাগ হতে মুক্ত, বিমুক্ত ও সবিমুক্ত, দ্বেষ (দোষ) হতে চিত্ত... মোহ হতে... ক্রোধ হতে... উপনাহ (বিদ্বেষ) হতে... কপটতা হতে... আক্রোশ হতে... ঈর্ষা হতে... মাৎসর্য হতে... মায়া হতে... শঠ হতে... স্বার্থপরতা হতে... প্রচণ্ডতা (উগ্র অবস্থা) হতে... মান হতে... অতিমান হতে... মত্ততা (মাতলামি) হতে... প্রমাদ হতে... সকল ক্লেশ হতে... সর্ব দুশ্চরিত বিষয় হতে... সর্ব দুশ্চিন্তা হতে... সব পরিলাহ (দহন বা প্রদাহ) হতে... সর্ব সন্তাপ হতে... এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত ও সবিমুক্ত। এরূপেই ভগবান মুক্তিতে গুণবান হন।

কিরূপে ভগবান বর্ণনায় গুণবান? ভগবান শীলে স্মৃতিমান ও শীলবান বলে বর্ণনায় গুণবান; শ্রদ্ধায় স্মৃতিমান ও শ্রদ্ধাবান বলে বর্ণনায় গুণবান; বীর্যে স্মৃতিমান ও বীর্যবান বলে বর্ণনায় গুণবান; স্মৃতিতে স্মৃতিসম্প্রযুক্ত ও স্মৃতিমান বলে বর্ণনায় গুণবান; সমাধিতে স্মৃতিমান ও সমাহিত বলে বর্ণনায় গুণবান; প্রজ্ঞায় স্মৃতিমান ও প্রজ্ঞাবান বলে বর্ণনায় গুণবান; বিদ্যায় স্মৃতিমান ও বিদ্যাধারী বলে বর্ণনায় গুণবান; এবং অভিজ্ঞায় স্মৃতিমান ও ষড়ভিজ্ঞ বলে বর্ণনায় গুণবান। ভগবান এভাবেই বর্ণনায় গুণবান হন—তং বুদ্ধং আসিতং তাদিং।

অকুহং গণিমাগতন্তি। “অকুহক” (অকুহো) বলতে তিন প্রকার কুহন বিষয়—প্রত্যয় প্রতিসেবনসম্ভূত কুহনবস্তু, ইর্যাপথসম্ভূত কুহনবস্তু, ঘোরানো কথা বিষয় কুহনবস্তু।

প্রত্যয় প্রতিসেবনসম্ভূত কুহনবস্তু কিরূপ? এক্ষেত্রে গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-উপকরণাদি দ্বারা ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করেন। সে পাপেচ্ছু ও ইচ্ছাভিলাষী হয়ে চীবর, পিণ্ডপাত শয্যাসন, ওষুধ-

প্রত্যয়-ভৈষজ্য-উপকরণাদি অধিক লাভের আশায় চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপরকণ প্রত্যাখ্যান করে। সে এরূপ বলে, "কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ চীবর", শ্রমণ শ্মশানে, আবর্জনাস্তূপে, দোকানে পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র সংগ্রহ করে সংঘাটি তৈরি করে তা ব্যবহার করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমনের এই মহার্ঘ পিণ্ডপাত! শ্রমণ ভিক্ষালব্ধ আহার দ্বারা জীবন ধারণ করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ শয্যাসন! শ্রমণ বৃক্ষমূলে, শ্মশানে, খোলা আকাশে অবস্থান করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণ! শ্রমণ পুতিমূত্র, হরীতকী খণ্ড দ্বারা ওষুধ তৈরি করে সেবন করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত।" তদুপায়ে সে অনুন্নত চীবর পরিধান করে, অনুন্নত পিণ্ডপাত পরিভোগ করে, অনুন্নত শয্যাসন গ্রহণ করে, অনুন্নত গ্লাল-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণ প্রতিসেবন করে। গৃহপতিগণ তাকে এরূপে জানেন : "এই শ্রমণ অল্পে সন্তুষ্ট, প্রবিবিক্ত, অসংশ্লিষ্ট, আরব্ধবীর্য, ধুতাঙ্গধারী" এরূপে বেশি বেশি চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-উপকরণ দ্বারা নিমন্ত্রন করেন। সে এরূপ বলে, "তিনটি বিষয় বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে থাকে—১) শ্রদ্ধা বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে, ২) দান-ধর্ম বা দানীয়বস্তু থাকলে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে, ৩) দাক্ষিণ্য বা দানের যোগ্য পাত্রের সম্মুখী হলে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে। 'তোমাদের শ্রদ্ধা আছে, দানীয়সামগ্রীও বিদ্যমান, প্রতিগ্রাহক হিসেবে আমিও আছি। যদি আমি গ্রহণ না করি, তাহলে তোমরা পুণ্য হতে বঞ্চিত হবে। যদিও এগুলো আমার প্রয়োজন নেই, তথাপি তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করণার্থে প্রতিগ্রহণ করছি'।" এই উপায়ে সেই ভিক্ষু বহু চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈসজ্য-দ্রব্য প্রতিগ্রহণ করে। যা এরূপ গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা প্রত্যয় প্রতিসেবনসম্ভূত কুহনবস্তু।

ইর্যাপথসম্ভূত কুহনবস্তু কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু পাপেচ্ছু, অভিলাষী ও সম্মান অভিপ্রায়ী হয়, "এভাবে জনসাধারণ আমাকে মার্গফললাভী মনে করবে" এই মতলবে গমনে সংযত হয়, দাঁড়ানে সংযত হয়, উপবেশনে সংযত হয়, শয়নে সংযত হয়; সংযতভাবে গমন করে, সংযতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, সংযতভাবে উপবেশন করে, সংযতভাবে শয়ন করে; সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো গমন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো উপবেশন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো শয়ন

করে এবং পথে পথে বা প্রকাশ্যস্থানে ধ্যানে মগ্ন হয়। এরূপে ঈর্যাপথের যা স্থাপন, অস্থাপন, সংস্থাপন, গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা ঈর্যাপথসম্ভূত কুহনবস্তু।

ঘোরানো কথা বিষয়ক কুহনবস্তু কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু পাপেচ্ছু, অভিলাষী ও সম্মান অভিপ্রায়ী হয়, "এভাবে জনসাধারণ আমাকে মার্গলাভী মনে করবে" এই মতলবে আর্যধর্ম সন্নিশ্রিত বাক্য ভাষণ করে। "যিনি এরূপ চীবর পরিধান করেন তিনি মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে; "যিনি এরূপ পাত্র ধারণ করেন... লৌহপাত্র ধারণ করেন... ধর্মকরণ (জলপাত্র) ধারণ করেন... পরিসাবন (জলছাকনী) ধারণ করেন... চাবি ধারণ করেন... জুতা ধারণ করেন... কায়বন্ধন (কটিবন্ধনি) ধারণ করেন... ভূষণ ধারণ করেন সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে, "যার এরূপ উপাধ্যায় সেই শ্রমণ মহাশৈক্ষ্য" বলে প্রকাশ করে, "যার এরূপ আচার্য... এরূপ সমানুপধ্যায়... সমানাচার্য... মিত্র... বন্ধু... সঙ্গী... সহায় সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে, "যিনি এরূপ বিহারে অবস্থান করেন সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে; "যিনি এরূপ অর্ধচালযুক্ত ঘরে (অড্ঢযোগে) বাস করেন... প্রাসাদে বাস করেন... হর্মীয় প্রাসাদে বাস করেন... গুহায় বাস করেন... পর্বতগুহায় (লেনে) বাস করেন... কুটিরে বাস করেন... কুটাগারে বাস করেন... অট্টে (উঁচু গৃহসদৃশ মাচাং) বাস করেন... মাটিতে (মালে) বাস করেন... পর্ণকুটিরে বাস করেন... উপস্থানশালায় বাস করেন... মণ্ডপে বাস করেন... বৃক্ষমূলে অবস্থান করেন সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে।

অথবা কোরজিক কোরজিককে, ভ্রূকুটিক ভ্রূকুটিককে, কুহক কুহককে, লপক লপককে কথার মাধ্যমে বলে, "এই শ্রমণ এরূপ শান্ত বিহার-সমাপত্তিলাভী।" তাদৃশ গম্ভীর, গূঢ়, নিপুণ, প্রতিচ্ছন্ন লোকোত্তর এবং শূন্যতা প্রতিসংযুক্তমূলক কথা ভাষণ করে। যা এরূপ ভ্রূকুটিক, ভ্রুকট্য, প্রবঞ্চনা, প্রবঞ্চনা পরায়ণ, প্রবঞ্চতত্ত্ব—ইহা ঘোরানো কথা বিষয়ক কুহনবস্তু। ভগবান বুদ্ধের এই তিন প্রকার কুহন বিষয় প্রহীন হয়েছে, সমুচ্ছিন্ন হয়েছে, উপশান্ত হয়েছে, প্রশান্ত হয়েছে এবং উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। তদ্ধেতু বুদ্ধ অকুহক—অকুহক (অকুহং)।

গণিমাগতন্তি। "গণী" (গণী) বলতে শিক্ষক, ভগবান। গণাচার্য বলে গণী বা শিক্ষক, গণের (পরিষদের) শাস্তা বলে শিক্ষক, গণ বা পরিষদকে প্রতিরক্ষা বা আশ্রয় দেন বলে শিক্ষক, গণকে (পরিষদকে) উপদেশ দেন

বলে শিক্ষক, গণ বা পরিষদকে অনুশাসন করেন বলে শিক্ষক, বিশারদ হয়ে গণের (পরিষদের) কাছে উপস্থিত হন বলে শিক্ষক। গণ বা পরিষদকে শ্রবণ করান, শ্রোত্রে মনোযোগ স্থাপন করান ও চিত্তকে পূর্ণজ্ঞান বা অর্হত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করান বলে শিক্ষক। গণকে (পরিষদকে) অকুশল হতে বিরত করে কুশলে প্রতিষ্ঠিত করেন বলে শিক্ষক। ভিক্ষুগণের (ভিক্ষু পরিষদের) শিক্ষক, ভিক্ষুণীগণের শিক্ষক, উপাসকগণের শিক্ষক, উপাসিকাগণের শিক্ষক, রাজাগণের শিক্ষক, ক্ষত্রিয়গণের শিক্ষক, ব্রাহ্মণগণের শিক্ষক, বৈশ্যগণের শিক্ষক, শূদ্রগণের শিক্ষক, ব্রহ্মগণের শিক্ষক, দেবগণের শিক্ষক এবং সংঘ ও গণের গণাচার্য (বা সংঘ-গণের শিক্ষক)। "আগত" (আগতং) বলতে সঙ্কস্‌স (সংকাশ্য) নগরে উপগত, সমুপদত ও সমুপপন্ন। এ অর্থে ন্যায়বান ও গণাগত (অকুহং গণিমাগতং)।

বহূনমিধ বদ্ধানন্তি। বহু ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের, বৈশ্যের, শূদ্রের গৃহস্থের, প্রব্রজিতের, দেরগণের, মনুষ্যগণের। "ভৃত্যগণের" (বদ্ধানং) বলতে কর্মচারীগণের, চাকরগণের, পরিচারকগণের, শিষ্যগণের—বহু ভৃত্যগণের (বহূনমিধ বদ্ধানং)।

অত্থি পঞ্ঞেহন আগমন্তি। আমি অভিলষিত হয়ে প্রশ্ন নিয়ে আগমন করেছি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হয়ে আগমন করেছি, প্রশ্ন শ্রবণেচ্ছু হয়ে আগমন করেছি। এভাবেই আমি প্রশ্ন নিয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে আগমন করেছি। অথবা প্রশ্ন অভিলাষীগণের, প্রশ্ন জিজ্ঞাসুগণের ও প্রশ্ন শ্রবণেচ্ছুদের জন্য আগমন, সম্মুখবর্তী, সমীপবর্তী ও উপস্থিত হয়েছি। এভাবে প্রশ্ন নিয়ে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হয়ে আগমন করেছি। অথবা আপনার প্রশ্নাগম হয়েছে, আপনি (প্রশ্নে) দক্ষ, আপনি আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের অর্থ ভাষণ ও বিসর্জন করতে গিয়ে "এটা ভার বহনকারীর" (বলেছেন)। এভাবে প্রশ্ন নিয়ে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হয়ে আগমন করেছি।

তাই সারিপুত্র স্থবির বলেছেন :

> ''তং বুদ্ধং অসিতং তাদিং, অকুহং গণিমাগতং।
> বহূনমিধ বদ্ধানং, অত্থি পঞ্ঞেহন আগম''ন্তি॥

১৯৩. ভিকখুনো ৰিজিগুচ্ছতো, ভজতো রিত্তমাসনং।
রুকখমূলং সুসানং ৰা, পব্বতানং গুহাসু ৰা॥

অনুবাদ : ভিক্ষুর অত্যন্ত ঘৃণা করা; রিক্তাসন, বৃক্ষমূল, শ্মশান অথবা পর্বতের গুহায় ভজনা করা।

ভিকখুনো ৰিজিগুচ্ছতোতি। "ভিক্ষুর" (ভিকখুনো) বলতে কল্যাণপৃথগ্জন ভিক্ষুর বা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর। "অত্যন্ত ঘৃণা করা" (ৰিজিগুচ্ছতো) অর্থে জন্মের দ্বারা অত্যন্ত ঘৃণা করা, জরা দ্বারা... ব্যাধি দ্বারা... মৃত্যু দ্বারা... শোক দ্বারা... পরিদেবন দ্বারা... দুঃখ দ্বারা... দৌর্মনস্যের দ্বারা... উপায়াস দ্বারা... নৈরয়িকদুঃখ দ্বারা... তির্যকযোনী দুঃখ দ্বারা... প্রেতযোনী দুঃখ দ্বারা... মানবীয়দুঃখ দ্বারা... প্রতিসন্ধিমূলক দুঃখ দ্বারা... গর্ভে স্থিতিমূলক দুঃখ দ্বারা... গর্ভপ্রসবমূলক দুঃখ দ্বারা... জন্মবন্ধন (জাতস্সূপনিবন্ধকেন) দুঃখ দ্বারা... জন্মাধীন দুঃখ দ্বারা... আত্মপীড়ন দুঃখ দ্বারা... পরপীড়ন দুঃখ দ্বারা... দুঃখের দুঃখ দ্বারা... সংস্কার দুঃখ দ্বারা... বিপরিণাম দুঃখ দ্বারা... চক্ষুরোগ দুঃখ দ্বারা... শ্রোত্ররোগ দুঃখ দ্বারা... ঘ্রাণরোগ দুঃখ দ্বারা... জিহ্বারোগ দুঃখ দ্বারা... কায়রোগ দুঃখ দ্বারা... শিররোগ দুঃখ দ্বারা... কর্ণরোগ দুঃখ দ্বারা... মুখরোগ দুঃখ দ্বারা... দন্তরোগ দুঃখ দ্বারা... কাশি দ্বারা... শ্বাসরোগ দ্বারা... দাহ দ্বারা... জ্বর দ্বারা... কুক্ষিরোগ দ্বারা... মূর্ছা দ্বারা... রক্তামাশয় দ্বারা... শূলরোগ দ্বারা... কলেরা দ্বারা... কুষ্ঠ দ্বারা... গণ্ড (পোড়া) দ্বারা... খোঁচপাচড়া দ্বারা... ক্ষয়রোগ দ্বারা... মৃগীরোগ (অপমারেন) দ্বারা... দাউদ দ্বারা... চুলকানি দ্বারা... চর্মরোগ দ্বারা... রখস (নখের একপ্রকার রোগ) দ্বারা... সুড়সুড়ানি দ্বারা... লোহিতপিত্তরোগ দ্বারা... মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ) দ্বারা... অর্শ্ব দ্বারা... গুটিবসন্ত দ্বারা... ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ) দ্বারা... পিত্তসমুত্থানজনিত রোগ দ্বারা... শ্লেষ্মাসমুত্থানজনিত রোগ দ্বারা... বায়ুসমুত্থানজনিত রোগ দ্বারা... সন্নিপাতিক রোগ দ্বারা... ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ দ্বারা... বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত) রোগ... খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন) দ্বারা... কর্মবিপাকজনিত রোগ দ্বারা... শীত দ্বারা... উষ্ণ দ্বারা... ক্ষুধা দ্বারা... পিপাসা দ্বারা... মল দ্বারা... মূত্র দ্বারা... ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির স্পর্শজনিত দুঃখ দ্বারা... মাতামৃত্যু দুঃখ দ্বারা... পিতামৃত্যু দুঃখ দ্বারা... ভ্রাতামৃত্যু দুঃখ দ্বারা... ভগ্নিমৃত্যু দুঃখ দ্বারা... পুত্রমৃত্যু দুঃখ দ্বারা... কন্যামৃত্যু দুঃখ দ্বারা... জ্ঞাতিমৃত্যু দুঃখ দ্বারা... ভোগ্যবস্তু ক্ষয়জনিত দুঃখ দ্বারা... রোগবিয়োগজনিত দুঃখ দ্বারা... শীললঙ্ঘনজনিত দুঃখ দ্বারা... এবং দৃষ্টিব্যসন দুঃখ (ভ্রান্ত ধারণাজনিত দুঃখ) দ্বারা অত্যন্ত ঘৃণা করা, উৎপীড়ন করা, উত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। এ অর্থে ভিক্ষুর অত্যন্ত ঘৃণা করা (ভিকখুনো ৰিজিগুচ্ছতো)।

ভজতো রিত্তমাসনন্তি। "আসন" (আসনং) বলতে যেখানে উপবেশন করা হয় সেটিকে বুঝায়—মঞ্চ, পীঠ, গদি, মাদুর, চর্মখণ্ড, তৃণাসন, পত্রাসন,

পলালাসন (খড়ের আসন)। সেই আসন অননুকূল বা অহিতকর রূপ শূর্ণ, বিবিক্ত (বা পৃথক), প্রবিবিক্ত; অননুকূলশব্দ মুক্ত, বিবিক্ত, প্রবিবিক্ত; অননুকূল পঞ্চকামগুণ শূন্য, বিবিক্ত, প্রবিবিক্ত। সেই প্রবিবিক্ত আসন ভজনা করা, ভালোবাসা (সম্ভজতো), সেবা করা, শুশ্রূষা করা (বা উপভোগ করা), সংসর্গ বা সেবন করা, প্রতিসেবন করা—রিক্তাসন ভজনা করা (ভজতো রিত্তমাসনং)।

রুকখমূলং সুসানং ৰাতি। বৃক্ষের মূলই হচ্ছে বৃক্ষমূল, শ্মসানই হচ্ছে শ্মসান—বৃক্ষমূল, শ্মসান। **পব্বতানং গুহাসু ৰা**তি। পর্বতশ্রেণিই হচ্ছে পর্বত, কন্দরই (গুহা) হচ্ছে কন্দর, গিরিগুহাই হচ্ছে গিরিগুহা। পর্বতের মধ্যবর্তী বা অভ্যন্তর ভাগই হচ্ছে পর্বতের ঢালু স্থান বা গুহা (পব্বতপব্ভার)—অথবা পর্বতস্থ গুহায় (পব্বতানং গুহাসু ৰা)।

তাই সারিপুত্র স্থবির বলেছেন :

> ‘‘ভিকখুনো ৰিজিগুচ্ছতো, ভজতো রিত্তমাসনং।
> রুকখমূলং সুসানং ৰা, পব্বতানং গুহাসু ৰা’’তি॥

১৯৪. উচ্চাৰচেসু সযনেসু, কিৰন্তো তত্থ ভেরৰা।
যে হি ভিকখু ন ৰেধেয্য, নিগ্ঘোসে সযনাসনে॥

অনুবাদ : বিবিধ শয়নাসনে ভয়ানক শব্দ নির্ঘোষিত হয়, যেসব ভয়-ভৈরবে ভিক্ষু নির্জন শয়নাসনে কম্পিত হন না।

উচ্চাৰচেসু সযনেসূতি। “উচ্চাৰচেসু” বলতে উচ্চ-নিম্ন, হীন-প্রণীত এবং ভালো-মন্দ (শয়নাসনে)। “শয়ন” বলতে শয়নাসন, বিহার, অড্ঢযোগ, প্রাসাদ, বৃহৎ অট্টালিকা ও গুহাকে বুঝায়—উচ্চাৰচেসু সযনেসু। **কিৰন্তো তত্থ ভেরৰা**তি। “কিৰন্তো” বলতে নির্ঘোষ করা, কূজন করা, নিনাদ করা ও শব্দ করা। অথবা “কিৰন্তো” অর্থে কয়টি? কতগুলো? কী পরিমাণ? কত বেশি? “ভৈরব” (ভেরৰা) বলতে সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, তরক্ষু, কোক (নেকড়ে জাতীয় এ প্রকার বাঘ), মহিষ, হস্তি, সর্প, বৃশ্চিক, শতপদী; চোর, অসুরমানব, কৃতকর্মী বা অকৃতকর্মী। এ অর্থে তথায় ভয়ানক শব্দ নির্ঘোষিত হয় (কিৰন্তো তত্থ ভেরৰা)।

যে হি ভিকখু ন ৰেধেয্যাতি। “যে হি” বলতে যেসব ভৈরব দর্শন করে বা শ্রবণ করে কম্পিত হন না, প্রকম্পিত হন না, সম্প্রকম্পিত হন না, ভীত হন না, ভয়ার্ত হন না, আতঙ্কিত হন না, ভয় করেন না, সন্ত্রস্ত হন না; অভীরু, নির্ভীক, ত্রাসহীন ও সাহসী হন; ভয়-ভৈরব প্রহীন করে লোমহর্ষ বিগত হয়ে

অবস্থান করেন—ভিক্ষু যেসবে কম্পিত হন না (যে হি ভিক্খু ন ৰেধেয্য)।

নিগ্ঘোসে সযনাসনেতি। অল্পশব্দে, অল্পনির্ঘোষে, বিজনবাতে (নির্জনতায়), মনুষ্য হতে নির্জন ও নির্জনতানুরূপ শয্যাসনে—নির্জন শয়নাসনে (নিগ্ঘোসে সযনাসনে)।

তদ্ধেতু সারিপুত্র স্থবির বলেছেন :

"উচ্চাৰচেসু সযনেসু, কিৰন্তো তত্থ ভেরৰা।
যে হি ভিক্খু ন ৰেধেয্য, নিগ্ঘোসে সযনাসনে"তি॥

**১৯৫. কতি পরিস্সযা লোকে, গচ্ছতো অগতং দিসং।
যে ভিক্খু অভিসম্ভৱে, পন্তম্হি সযনাসনে॥**

অনুবাদ : জগতে দুঃখকর বিষয় কয়টি? অগত দিক বা নির্বাণে গমনকারী ভিক্ষু নির্জন শয়নাসনে যেসব উপদ্রব অতিক্রম করেন।

কতি পরিস্সযা লোকেতি। "কতি" বলতে কয়টি, কতগুলো, কী পরিমাণ ও কত বেশি? দুঃখকর বিষয় দুই প্রকার—১) প্রকাশিত দুঃখকর বিষয়, ২) প্রতিচ্ছন্ন দুঃখকর বিষয়। প্রকাশিত দুঃখকর বিষয় কিরূপ? সিংহ, ব্যঘ্র, চিতাবাঘ, ভল্লুক, হায়েনা, নেগ্রেবাঘ, মহিষ, হস্তি, সর্প, বৃশ্চিক, শতপদী, চোর, ক্রন্দনরত মানুষ, কৃতকর্মা, অকৃতকর্মা এবং চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, কাশিরোগ, শ্বাসরোগ, দাহরোগ, জ্বর, কুক্ষিরোগ, মূর্ছা, রক্তামাশয়, শূলরোগ, কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গণ্ড (পোড়া), খোঁচপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ (অপমারো), দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, রখস (নখের একপ্রকার রোগ), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ), অর্শ্বরোগ, গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্তসমুত্থানজনিত রোগ, শ্লেষ্মাসমুত্থানজনিত রোগ, বায়ুসমুত্থানজনিত রোগ, সন্নিপাতিকরোগ, ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ, বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত) রোগ, খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন), কর্মবিপাকজনিত রোগ এবং শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মুত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির সংস্পর্শ—এগুলোকে বলা হয় প্রকাশিত দুঃখকর বিষয়।

প্রতিচ্ছন্ন দুঃখকর বিষয় কিরূপ? কায়দুশ্চরিত, বাক্‌দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, তন্দ্রালস্য নীবরণ, চঞ্চলতা-অনুশোচনা নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ভণ্ডামি, আক্রোশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, একগুঁয়েমি, কলহ, মান,

অতিমান, গর্ব, প্রমাদ এবং সকল ক্লেশ, সকল দুশ্চরিত, সকল দুশ্চিন্তা, সকল উত্তেজনা, সকল অন্তর্দাহ ও সকল অকুশল অভিসংস্কার এগুলোকে বলা হয় প্রতিচ্ছন্ন দুঃখকর বিষয়।

দুঃখকর বলা হয়, কোন অর্থে দুঃখকর? বশীভূত করে বলে দুঃখকর, পরিহানীতে চালিত করে বলে দুঃখকর, সেই শরীরে আশ্রয় করে বলে দুঃখকর। কিরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়? সেই পুরুষকে সেই দুঃখকর বিষয়সমূহ পরাভূত করে, বশীভূত করে, পরাজিত করে, আবৃত করে, অভিভূত করে, মর্দন করে—এরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়। কিরূপে পরিহানীতে চালিত করে দুঃখ দেয়? কুশলধর্মসমূহে অন্তরায় করে পরিহানীতে চালিত করে দুঃখ দেয়। কুশলধর্মসমূহ কিরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ প্রতিপদা, ধারণ অনুরূপ প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা এবং শীলসমূহে পরিপূর্ণতায়, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমতায়, ভোজনে মাত্রায় ও জাগ্রত অবস্থায়, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান অবস্থায়, চারি স্মৃতি প্রস্থানে জাগ্রত অবস্থায়, চারি সম্যক প্রধানে জাগ্রত অবস্থায়, সপ্ত বোধ্যাঙ্গে জাগ্রত অবস্থায়, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে জাগ্রত অবস্থায়—এই কুশলধর্মসমূহে অন্তরায় করে পরিহানীতে চালিত হয়। এভাবে পরিহানিতে চালিত করে। এ অর্থে দুঃখকর বিষয় (পরিস্সযা)।

আশ্রয় করা দুঃখকর বিষয় কিরূপ? তথায় যে অকুশল-পাপধর্মসমূহ নিজে সন্নিশ্রিত হয়ে উৎপন্ন হয়। যেমন : বিলে আশ্রয় অবস্থানকারী প্রাণীসমূহ বিলে বাস করে, জলজ প্রাণীসমূহ জলে বাস করে, বন্য প্রাণীসমূহ বনে বাস করে, গাছে অবস্থানকারী প্রাণীসমূহ গাছে অবস্থান করে। ঠিক এরূপেই তথাই এই অকুশলধর্মসমূহ নিজের মধ্যে সন্নিশ্রিত হয়েই উৎপন্ন হয়। তথায় এরূপে আশ্রয় করে। এ অর্থে দুঃখকর বিষয় (পরিস্সযা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"হে ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ (সাচরিযকো) অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে, স্বাচ্ছন্দে নয়। ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু কীভাবে দুঃখে অবস্থান করে, স্বাচ্ছন্দে নয়? এখানে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়, তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেগুলো তাকে বেষ্টন করে। পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ (সাচরিযকো) বলা হয়।"

"পুনঃ, ভিক্ষুগণ, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়, তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেগুলো তাকে বেষ্টন করে। পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে, সেহেতু আচার্যসহ বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে স্বাচ্ছন্দে নয়।" তথায় এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা।

ভগবান বলেছেন :

"ভিক্ষুগণ, অন্তর (মন)-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল আছে। তিন প্রকার কী কী? অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী লোভ অন্তর্মল। দ্বেষ অন্তর্মল.... এবং অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী মোহ অন্তর্মল। ভিক্ষুগণ, এগুলোই অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল।"[১]

''অনত্থজননো লোভো, লোভো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
''লুদ্ধো অত্থং ন জানাতি, লুদ্ধো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধন্তমং তদা হোতি, যং লোভো সহতে নরং॥
''অনত্থজননো দোসো, দোসো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
''কুদ্ধো অত্থং ন জানাতি, কুদ্ধো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধন্তমং তদা হোতি, যং দোসো সহতে নরং॥
''অনত্থজননো মোহো, মোহো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
''মূল্হো অত্থং ন জানাতি, মূল্হো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধন্তমং তদা হোতি, যং মোহো সহতে নর''ন্তি॥

অনুবাদ : "লোভে যে অনর্থ জন্মে, (তাতে) চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায়, মানুষেরা তা জানে না। লোভী ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে লোভ মানুষকে পরাজিত করে।

---

[১]। ইতিবুত্তকে "অন্তরামল সূত্র" (৮৮ নং সূত্র, পৃষ্ঠা, ৭৯) দ্রষ্টব্য।

দ্বেষে যে অনর্থ জন্মে, (তাতে) চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায়, মানুষেরা তা জানে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে দ্বেষ মানুষকে পরাজিত করে। মোহে যে অনর্থ জন্মে, (তাতে) চিত্ত কম্পিত হয়; অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। মূর্খ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে মোহ মানুষকে পরাজিত করে।"

এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা।

ভগবান বলেছেন, "মহারাজ, ত্রিবিধ ধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। ত্রিবিধ কী কী? মহারাজ, লোভধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। দ্বেষধর্ম... এবং মোহধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। মহারাজ, এই ত্রিবিধ ধর্মই আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ এবং নিরানন্দের জন্য উৎপন্ন হয়।

''লোভো দোসো চ মোহো চ, পুরিসং পাপচেতসং।
হিংসন্তি অত্তসম্ভূতা, তচসারংৰ সম্ফল''ন্তি॥

অনুবাদ : "সারবান, ফলবান বৃক্ষ সদৃশ লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং আত্মসম্ভূত বিষয়সমূহ পুরুষকে দুঃখ দিয়ে থাকে।"

এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা।

ভগবান বলেছেন :

''রাগো চ দোসো চ ইতোনিদানা, অরতি রতি লোমহংসো ইতোজা।
ইতো সমুট্ঠায মনোৰিতক্কা, কুমারকা ধঙ্কমিৰোস্সজন্তী''তি॥

অনুবাদ : "এই (মন) হতেই রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হয়, অরতি-রতি, রোমাঞ্চকরও এই (মন) হতে উৎপন্ন হয়; এই (মন) হতেই মনোবিতর্ক উৎপন্ন হয়, বালকেব দ্বারা যেমন কাক উত্তেজিত হয়।"

এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা। "লোকে" (লোকে) বলতে মনুষ্যলোকে—জগতে কয়টি দুঃখকর বিষয় আছে? (কতি পরিস্সযা লোকে)।

গচ্ছতো অগতং দিসন্তি। "অগত দিক" (অগতো দিসা) বলতে অমৃত নির্বাণকে বুঝায়। যা সেই সর্ব সংস্কার উপশম, সর্ব উপধি (দুঃখের মূল কারণ) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। সেই দিক অগতপূর্ব,

এই দীর্ঘপথ দিয়ে সেই দিক গতপূর্ব নয়।

"সমতিত্তিকং অনৰসেসং, তেলপত্তং যথা পরিহরেয্য।
এৰং সচিত্তমনুরকেখ, পত্থযানো দিসং অগতপুব্বং"॥

অনুবাদ : একেবারেই কানায় কানায় পূর্ণ তৈলপাত্রকে যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়; ঠিক এভাবেই অগতপূর্ব দিক (নির্বাণ) প্রার্থনাকারী স্বচিত্তকে রক্ষা করেন।

অগতপূর্ব দিক (নির্বাণ) গমনকারী, প্রস্থানকারী, অগ্রসর ব্যক্তি—অগত দিক (নির্বাণ) গমনকারী।

যে ভিকখু অভিসম্ভৰেতি। "যা" (যে) বলতে যেসব উপদ্রব অতিক্রম করেন, জয় করেন, পরাজয় করেন, পরাভূত করেন, মর্দন করেন। এ অর্থে ভিক্ষু যা অতিক্রম করেন (যে ভিকখু অভিসম্ভৰে)।

পন্তম্হি সযনাসনেতি। প্রান্তে, দূরবর্তী স্থানে, সীমায়, শৈলান্তে (পর্বতের অন্তে), বনান্তে, নদীর অন্তে বা উদকান্তে যেখানে কর্ষণ করা হয় না, বপন কার হয় না; জনান্তদেশ (বা প্রদেশ) অতিক্রম করে, মানুষের অনুপচার শয্যাসনে। এ অর্থে নির্জন শয়নাসনে (পন্তম্হি সযনাসনে)।

তাই সারিপুত্র স্থবির বলেছেন :

"কতি পরিস্সযা লোকে, গচ্ছতো অগতং দিসং।
যে ভিকখু অভিসম্ভৰে, পন্তম্হি সযনাসনে"তি॥

**১৯৬. ক্যাস্স ব্যপ্পথযো অস্সু, ক্যাস্সস্সু ইধ গোচরা।
কানি সীলব্বতানাস্সু, পহিতত্তস্স ভিকখুনো॥**

অনুবাদ : উদ্যমশীল ভিক্ষুর কীরূপ বাক্য বলা উচিত, কীরূপ জায়গায় যাওয়া উচিত। কোন কোন শীলব্রত আচরণ করা উচিত।

ক্যাস্স ব্যপ্পথযো অস্সূতি। কীদৃশ বাক্যে সমন্নাগত হয়ে কোন ধরনে, কী প্রকারে এবং কোন প্রতিভাগে বাকপরিশুদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন? বাকপরিশুদ্ধি কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে মিথ্যাবাক্য হতে প্রতিবিরত হন; জনসাধারণের নিকট সত্যবাদী, সত্যভাষী, সত্যনিষ্ট, বিশ্বস্ত, অবিসংবাদী (যথার্থবাদী) হন। পিশুন বাক্য ত্যাগ করে পিশুন বাক্য হতে প্রতিবিরত হন, এখান থেকে শুনে ভেদ সৃষ্টির লক্ষে অন্যস্থানে বলেন না, অন্যস্থান থেকে শুনে এখানে বলেন না, এভাবে বিভক্তদের মিলিত করেন, মিলিতদের ত্যাগ না করে ঐক্যবদ্ধকরণে রত, সন্ধিকরণে রত, ঐক্যবদ্ধতায় প্রীত এবং সন্ধিকরণমূলক বাক্য ভাষণ করেন। পরুষ বাক্য ত্যাগ করে

পরুষবাক্য হতে প্রতিবিরত হন, যে বাক্য শান্ত, শ্রুতিমধুর, প্রীতিপূর্ণ, আনন্দদায়ক, ভদ্র, বহুজনকান্ত, বহুজন মনোজ্ঞ সেরূপ বাক্য বলেন। সম্প্রলাপ বাক্য ত্যাগ করে সম্প্রলাপ বাক্য হতে প্রতিবিরত হয়ে কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী হন; সমানুপাত, কারণযুক্ত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, অর্থসংযুক্ত বাক্য বলেন। চার প্রকার বাকসুচরিতে সমন্বিত হয়ে চারি দোষমুক্ত বাক্য বলেন। বত্রিশ প্রকার হীনালাপ হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। তিনি দশ প্রকার বিষয়ে কথা বলেন, যথা : অল্পেচ্ছা কথা, সন্তুষ্টি কথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, শীল কথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞাকথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন কথা, স্মৃতিপ্রস্থান কথা, সম্যক প্রধান কথা, ঋদ্ধিপাদ কথা, ইন্দ্রিয় কথা, বল কথা, বোধ্যঙ্গ কথা, মার্গ কথা, ফল কথা এবং নির্বাণ কথা বলেন। যেই বাক্য হতে সতর্ক, সচেতন, রক্ষিত, জাগ্রত, সংরক্ষিত, সংবৃত—একেই বলে বাক-পরিশুদ্ধি। এরূপ বাকপরিশুদ্ধিতে সমন্বিত হন—ক্যাস্স ব্যপ্পথযো অস্সু।

ক্যাস্সস্সু ইধ গোচরাতি। কীদৃশ গোচরে সমন্নাগত হয়ে কোন ধরণে, কী প্রকারে এবং কোন প্রতিভাগে গোচর সম্পর্কে প্রশ্ন করেন? গোচরও আছে, অগোচরও আছে।

অগোচর কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি বেশ্যার নিকট গমন করে, বিধবার নিকট গমন করে, যুবতীর নিকট গমন করে, পণ্ডকের নিকট গমন করে, ভিক্ষুণীর নিকট গমন করে, পানাগারে গমন করে; রাজা, মহামাত্য, তীর্থিয়, তীর্থিয়শ্রাবক এবং ভিন্ন মতাবলম্বীর সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। যেসব কুল ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকার প্রতি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন, অপ্রসন্ন, অমুক্তহস্ত, আক্রোশবাক্যভাষী, অনর্থকামী, অহিতকামী, দুঃখকামী ও অযোগক্ষেম (অনির্বাণ) কামনা করে; সেসব কুল সেবা করে, ভজনা করে, সম্মান করে—একেই বলে অগোচর।

অথবা অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে ও মার্গ প্রতিপন্ন হয়ে অসংযত হয়ে গমন করে। হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্য (পত্তি), স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, বাজার, ঘরমুখ, (বা ঘরের সম্মুখদিক) উর্ধ্বদিকে ও নিম্নদিকে অবলোকন করে করে চলে এবং বিশৃঙ্খলভাবে দিগ্‌বিদিক গমন করে—একেই বলে অগোচর।

অথবা চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে-কারণে... মনিন্দ্রিয় অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ ও

অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়; তা সংবরের জন্য উপায় অবলম্বন করে না, মনিন্দ্রিয় রক্ষা করে না, মনো-ইন্দ্রিয়ে অসংযত হয়—একেই বলে অগোচর।

যেমন : কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে এরূপ দৃশ্য দর্শন করে অবস্থান করে; যেমন—নাচ, গান, বাদ্য, দৃশ্য, আখ্যান (ইতিহাস), হস্তশব্দ (হস্ত দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত বিদ্যা), চারণ সঙ্গীত (ৰেতাল়ং), কুম্ভথূন (এক প্রকার ঢোল বা রণ-ঢক্কা), রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট (সোভনকং), চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল (চণ্ডালং ৰংসং), ধোবন দৃশ্য, হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, অজযুদ্ধ, ভেড়াযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ, বর্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), যুদ্ধের অভিসন্ধি বা নকশা (উযোধিকং), সৈন্যদলের সাজসজ্জা, সেনাব্যূহ, সৈন্য পরিদর্শন ইত্যাদি, এরূপ দৃশ্য দর্শনে নিযুক্ত হয়—একেই বলে অগোচর।

পঞ্চ কামগুণও অগোচর। ভগবান বলেছেন, "হে ভিক্ষুগণ, অগোচর পরবিষয়ে (মার রাজ্যে) বিচরণ করো না। ভিক্ষুগণ, অগোচর পরবিষয়ে বিচরণ করলে মার (আকৃষ্ট করার) সুযোগ পায়, সুবিধা পায়। ভিক্ষুর অগোচর পরবিষয় কী? পঞ্চ কামগুণ। সেই পঞ্চ কামগুণ কী কী? ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয় চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ; শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস... ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয় কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ। ভিক্ষুগণ, একে বলে ভিক্ষুর অগোচর পরবিষয়"—ইহাকে বলে অগোচর।

গোচর কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বেশ্যার নিকট গমন করেন না, বিধবার নিকট গমন করেন না, যুবতীর নিকট গমন করেন না, পণ্ডকের নিকট গমন করেন না, ভিক্ষুণীর নিকট গমন করেন না, পানাগারে গমন করেন না; রাজা, মহামাত্য, তীর্থিয়, তীর্থিয়শ্রাবক এবং ভিন্ন মতাবলম্বীর সংসর্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করেন না। যেসব কুল ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, প্রসন্ন, মুক্তহস্ত, কাষায় প্রদ্যোত, ঋষির অনুকূলে কথা বলে, অর্থকামী, হিতকামী, সুখকামী ও যোগক্ষেম (নির্বাণ) কামনা করে; সেসব কুল সেবা করেন, ভজনা করেন, সম্মান করেন—ইহাকে গোচর বলে।

অথবা অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে ও মার্গপ্রতিপন্ন হয়ে সংযত হয়ে গমন করেন। হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্য অবলোকন করে করে চলেন না... এবং বিশৃঙ্খলভাবে দিগ্‌বিদিক গমন করেন না—ইহাকে গোচর বলে।

অথবা চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না... মনেন্দ্রিয়ে সংযত হন—ইহাকে গোচর বলে।

যেমন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে এরূপ দৃশ্য দর্শন করে অবস্থান করেন না; যেমন—নাচ, গান, বাদ্য... সৈন্য পরিদর্শন ইত্যাদি, এরূপ দৃশ্য দর্শনে প্রতিবিরত হন—ইহাকে গোচর বলে।

চারি স্মৃতিপ্রস্থানও গোচর (উপযুক্তস্থান)। ভগবান কর্তৃক এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আপন পৈত্রিকভূমির গোচরে (উপযুক্ত স্থানে) বিচরণ কর। আপন পৈত্রিক ভূমির গোচরে বিচরণ করলে মার সুযোগ পায় না, সুবিধা লাভ করতে পারে না। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আপন পৈত্রিকভূমির গোচর কী? যেমন : চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সেই চার প্রকার কী কী? এখানে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বেদনায়... বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য অপনোদন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ইহাকে বলা হয় ভিক্ষুর আপন পৈত্রিকভূমির গোচর। এতাদৃশ গোচরে সমন্বিত হয়ে অবস্থান কর"—ক্যাস্সস্সু ইধ গোচরা।

কানি সীলব্বতানাস্সূতি। কী রকমে শীলব্রত সমন্বিত হয়? কী স্বভাবযুক্ত, কী প্রকার ও কী সাদৃশ বা প্রতিরূপের দ্বারা শীলব্রত পরিশুদ্ধি জিজ্ঞাসা করা হয়? শীলব্রত পরিশুদ্ধি কিরূপ? শীল আছে, ব্রত আছে; ব্রত আছে যা শীল নয়; শীল ও ব্রত কী রকম? এখানে ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরণ শীলে সংযত হয়ে অবস্থান করেন, সচ্চরিত্রসম্পন্ন হন, বিন্দুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হন, শিক্ষাপদ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন। তথায় যা সংযম, সংবর ও নিরপরাধ, তাই শীল। যা সংকল্প (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা) বা সমাধান, তাই ব্রত। সংবরার্থে শীল, সমাধানার্থে (সংকল্পার্থে) ব্রত। ইহাকে বলা হয় শীল ও ব্রত।

ব্রত কী রকম, যা শীল নয়? আট প্রকার ধুতাঙ্গ; যথা : আরণ্যিক, পাংশুকুলিক, ত্রিচীবরিক, সপদানচারিক, খলুপচ্ছাভত্তিক, নৈসজ্জিক, যথাসন্তুষ্টিক—এগুলো ব্রত, শীল নয়। দৃঢ়বীর্যসহকারে সংকল্প করাকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়। যেমন—"দেহের রক্ত-মাংস ক্ষীণ হয়ে ইচ্ছানুরূপ চর্ম-স্নায়ু-অস্থিসমূহ অবশিষ্ট থাকুক। সেই পুরুষশক্তিতে, পুরুষবলে, পুরুষবীর্যে ও পুরুষপরাক্রমে প্রাপ্তব্য-বিষয় লাভ না করা পর্যন্ত বীর্যের (বা দৃঢ় সংকল্পের) অবস্থান হবে"—এরূপে চিত্তকে দমন করা, প্রতিরোধ করা। এরূপ বীর্যসংকল্পকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়।

"নাসিস্সং ন পিৰিস্সামি, ৰিহারতো ন নিকখমে।
নপি পস্সং নিপাতেস্সং, তন্হাসল্লে অনূহতে"তি॥

অনুবাদ : "তৃষ্ণাশল্য উৎপাদন না করা পর্যন্ত আহার গ্রহণ করব না, জল পান করব না, বিহার হতে বের হবো না, কোনোকিছু দর্শন করব না এবং শয়নও করব না।"

(এরূপে) চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ করা হয়। এরূপ দৃঢ়বীর্যে সংকল্প করাকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়। "আমি তাবৎ পর্যন্ত এই পদ্মাসন ত্যাগ করব না, যাবৎ পর্যন্ত আমার চিত্ত অনাসক্ত হয়ে আসবসমূহ হতে বিমুক্ত না হয়"—এরূপে চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ করা হয়। এরূপ বীর্য-সংকল্পকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়। "আমি তাবৎ পর্যন্ত এই আসন হতে উঠব না... চঙ্ক্রমণ করব না... বিহার হতে বের হবো না... অড্‌ঢযোগ (অর্ধছাদযুক্ত বিহার বা আবাস) হতে নিষ্ক্রমণ করব না... প্রাসাদ হতে বের হবো না... হর্ম্য প্রাসাদ (ইষ্টকাদি দিয়ে নির্মিত ভবন) হতে নামব না... গুহা হতে... লেণ বা পর্বতগুহা হতে... কুঠির হতে... কূটাগার হতে... অট্টালিকা হতে... শ্রেণি (সারি) হতে... পর্ণকুঠির (উদ্দণ্ড) হতে... উপস্থানশালা হতে... মণ্ডপ হতে... এবং বৃক্ষমূল ত্যাগ করব না; যাবৎ পর্যন্ত আমার চিত্ত অনাসক্ত হয়ে আসবসমূহ হতে বিমুক্ত না হয়"—এভাবে চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ করা হয়। এরূপ বীর্যসংকল্পকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়। "এই পূর্বাহ্ণ সময়ে আমি আর্যধর্ম আহরণ করব, আনয়ন করব, অর্জন করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব"—এরূপে চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ করা হয়। এরূপ বীর্যসংকল্পকে ব্রত বলা হয, শীল নয়। "এই মধ্যাহ্ন সময়ে... সায়াহ্ন সময়ে... সকালে (মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে)... বিকালে (অপরাহ্ন সময়ে)... প্রথম যামে... মধ্যম যামে... শেষ যামে... ঠিক সময়ে... জ্যোৎস্না রাতে (শুক্লপক্ষে)... বর্ষাকালে... হেমন্তকালে... গ্রীষ্মকালে... প্রথম বয়সে... মধ্যম বয়সে... শেষ বয়সে আর্যধর্ম আহরণ করব, আনয়ন করব, অর্জন করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব"—এরূপে চিত্তকে দমন করা হয়, প্রতিরোধ করা হয়। এরূপ বীযসংকল্পকে ব্রত বলা হয়, শীল নয়—ইহা শীলব্রত পরিশুদ্ধি। এতাদৃশ শীলব্রত পরিশুদ্ধিতে সমন্বিত হয়ে অবস্থান করা—কানি সীলব্বতানাস্সু।

পহিতত্তস্স ভিকখুনোতি। "পহিতত্তস্স" বলতে কুশলধর্মসমূহে আরব্ধবীর্যের, দৃঢ় চেতার বা অধ্যবসায়ীর, দৃঢ় পরাক্রমশালীর, অদম্য ইচ্ছুকের এবং অদম্য ধুরের। অথবা উদ্যমশীলের যার অর্থে প্রেষিত, আত্মহিতে, প্রকারে, লক্ষণে, কারণে এবং স্থান-অস্থানে। "সকল সংস্কার অনিত্য" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়, "সকল সংস্কার দুঃখ" বলে

উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়, "সকল সংস্কার অনাত্ম" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়, "অবিদ্যার কারণে সংস্কার" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়... জাতির কারণে জরা-মরণ" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়। "অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়... "জাতি নিরোধে জরা-মরণ নিরোধ" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়। "ইহা দুঃখ" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়... "ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়। "ইহা আসব" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়... "ইহা আসব নিরোধগামী প্রতিপদা" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়। "এই ধর্ম অভিজ্ঞেয়" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়... "এই ধর্ম সাক্ষাৎতব্য" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়। ষড় স্পর্শায়তনের সমুদয়, নিরোধ, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়। পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের... চারি মহাভূতের সমুদয়, নিরোধ, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়। "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, সেসবই নিরোধধর্মী" বলে উদ্যমশীলের উপলব্ধি হয়। "ভিক্ষুর" বলতে কল্যাণপৃথগ্জন ভিক্ষুর বা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর—পহিতত্তস্স ভিকখুনো।

তজ্জন্য সারীপুত্র স্থবির বলেছেন :

''ক্যাস্স ব্যপ্পথযো অস্সু, ক্যাস্সস্সু ইধ গোচরা।
কানি সীলব্বতানাস্সু, পহিতত্তস্স ভিকখুনো''তি॥

১৯৭. কং সো সিকখং সমাদায, একোদি নিপকো সতো।
কম্মারো রজতস্সেৰ, নিদ্ধমে মলমত্তনো॥

অনুবাদ : একাগ্র মন, নিপুণ ও স্মৃতিমান হয়ে কোন শিক্ষা গ্রহণপূর্বক তিনি সুবর্ণকারের স্বর্ণময়লা দূরীভূত করার ন্যায় নিজের মলিনতা বিদূরিত করেন?

"তিনি কোন শিক্ষা গ্রহণপূর্বক" (কং সো সিকখং সমাদায) বলতে তিনি কোন শিক্ষা নিয়ে, গ্রহণ করে, পরিগ্রহণ করে, সম্পাদন করে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অভিনিবেশ করে বুঝায়। এ অর্থে তিনি কোন শিক্ষা গ্রহণপূর্বক (কং সো সিকখং সমাদায)।

একোদি নিপকো সতোতি। "একাগ্রমন" (একোদি) বলতে একাগ্রচিত্ত, অবিক্ষিপ্তচিত্ত, মন বা চিত্তের স্থিরতা, শমথ (শান্ত), সমাধীন্দ্রিয়, সমাধি বল, সম্যক সমাধি। "নিপুণ" (নিপকো) অর্থে অভিজ্ঞ, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিভাবী (বিজ্ঞ), মেধাবী। "স্মৃতিমান" (সতো) বলতে চারটি কারণে (বা বিষয়ে) স্মৃতিমান—কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান

ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায়... চিত্তে... ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। তাই স্মৃতিমান বলা হয়—স্মৃতিমান। "তিনি কোন শিক্ষা গ্রহণপূর্বক" এরূপে অধিশীল শিক্ষাকে প্রশ্ন করা। "একাগ্রমন" (একোদি) বলতে অধিচিত্ত শিক্ষাকে প্রশ্ন করা। "নিপুণ" (নিপকো) বলতে অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষাকে প্রশ্ন করা। "স্মৃতিমান" (সতো) বলতে পরিশুদ্ধি বা পরিমুদ্ধি (শিক্ষাকে) প্রশ্ন করা। এ অর্থে একাগ্রমন, নিপুণ ও স্মৃতিমান হয়ে কোন শিক্ষাকে গ্রহণপূর্বক (কং সো সিকখং সমাদায, একোদি নিপকো সতো)।

কম্মারো রজতস্সেৰ, নিদ্ধমে মলমত্তনোতি। "সুবর্ণকার" বলতে স্বর্ণকার; "স্বর্ণ" বলতে সোনাকে বুঝায়। স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণের স্থূল বা কঠিন (ওলারিকং) মল (ময়লা) পরিষ্কার করে, বিশুদ্ধ করে, নির্মল করে; গৌণ বা মাঝারি মল (ময়লা) পরিষ্কার করে, বিশুদ্ধ করে, নির্মল করে; সূক্ষ্ম (বা ক্ষীণ) মল (ময়লা) পরিষ্কার করে, বিশুদ্ধ করে, নির্মল করে; ঠিক তদ্রূপভাবে ভিক্ষুও নিজের স্থূল ক্লেশসমূহ পরিষ্কার করেন, বিশুদ্ধ করেন, নির্মল করেন, ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন, নিবৃত্ত করেন; গৌণ বা মাঝারি মানের ক্লেশসমূহ... এবং সূক্ষ্ম (ক্ষীণ) ক্লেশসমূহ পরিষ্কার করেন, নির্মল করেন, ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন ও নিবৃত্ত করেন।

অথবা ভিক্ষু নিজের রাগমল, দোষমল (দ্বেষমল), মোহমল, মানমল, দৃষ্টিমল, ক্লেশমল, দুশ্চরিতমল, অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞানিরোধিক (প্রজ্ঞা ধ্বংসকারী), বিঘাতপক্খিক (প্রতিকূল বিষয়ে পক্ষপাতী) ও অনির্বাণ সংবর্তনিক (নির্বাণ লাভে বাধাদানকারী বিষয়) পরিষ্কার বা বিলীন করেন, নির্মল করেন, ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন এবং নিবৃত্ত করেন।

অথবা সম্যক দৃষ্টি দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টিকে পরিষ্কার বা বিলীন করেন, বিশুদ্ধ করেন, নির্মল করেন, ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন ও নিবৃত্ত করেন। সম্যক সংকল্প দ্বারা মিথ্যাসংকল্পকে... সম্যক বাক্য দ্বারা মিথ্যাবাক্যকে... সম্যক কর্ম দ্বারা মিথ্যাকর্মকে... সম্যক জীবিকা দ্বারা মিথ্যাজীবিকাকে... সম্যক প্রচেষ্টা দ্বারা মিথ্যাপ্রচেষ্টাকে... সম্যক স্মৃতি দ্বারা মিথ্যাস্মৃতিকে... সম্যক সমাধি দ্বারা মিথ্যাসমাধিকে... সম্যক জ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানকে... এবং সম্যক বিমুক্তি দ্বারা মিথ্যাবিমুক্তিকে পরিষ্কার বা বিলীন করেন, বিশুদ্ধ করেন, নির্মল করেন, ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস

করেন ও নিবৃত্ত করেন।

অথবা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা সব ক্লেশ, সব দুশ্চরিত, সব উদ্বেগ (দুশ্চিন্তা), সব পরিলাহ (দুঃখ বেদনা), সব সন্তাপ এবং সব অকুশলাভিসংস্কার পরিষ্কার বা বিলীন করেন, বিশুদ্ধ করেন, নির্মল করেন, ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন ও নিবৃত্ত করেন—সুবর্ণকারের স্বর্ণময়লা দূরীভূত করার ন্যায় নিজের মলিনতা বিদূরিত করেন (কম্মারো রজতস্সেৰ নিদ্ধমে মলমত্তনো)।

তাই সারিপুত্র স্থবির বলেছেন :

"কং সো সিকখং সমাদায, একোদি নিপকো সতো।
কম্মারো রজতস্সেৰ, নিদ্ধমে মলমত্তনো"তি॥

১৯৮. ৰিজিগুচ্ছমানস্স যদিদং ফাসু, [সারিপুত্তাতি ভগৰা]
রিত্তাসনং সযনং সেৰতো ৰে।
সম্বোধিকামস্স যথানুধম্মং, তং তে পৰকখামি যথা পজানং॥

অনুবাদ : (ভগবান সারিপুত্রকে বললেন, হে সারিপুত্র,) অত্যন্ত নিন্দাকারীর স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান, রিক্তাসন-শয্যাসন সেবা (বা সেবন) এবং আমার প্রজানিত সম্বোধিকামীর ধর্ম যথানিয়মে তোমাকে বলব।

ৰিজিগুচ্ছমানস্স যদিদং ফাসুতি। "অত্যন্ত ঘৃণাকারীর" (ৰিজিগুচ্ছমানস্স) বলতে জন্মের দ্বারা অত্যন্ত ঘৃণাকারীর, জরা দ্বারা... ব্যাধি দ্বারা... মৃত্যু দ্বারা... শোক দ্বারা... পরিদেবন দ্বারা... দুঃখ দ্বারা... দৌর্মনস্যের দ্বারা... দৃষ্টিব্যসন দুঃখ (ভ্রান্ত ধারণাজনিত দুঃখ) দ্বারা অত্যন্ত ঘৃণাকারীর, উৎপীড়নকারীর, উত্ত্যক্তকারীর—অত্যন্ত ঘৃণাকারীর (ৰিজিগুচ্ছমানস্স)। "স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান" (যদিদং ফাসু) অর্থে সুখকর অবস্থান সর্ম্পকে বলব। স্বাচ্ছন্দ্যে বিহার বা অবস্থান কিরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অনুকূল প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ প্রতিপদা, জ্ঞাতার্থ প্রতিপদা (অন্বত্থপটিপদা), ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা, শীলসমূহ পরিপূর্ণকরণতা, ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বারতা (ইন্দ্রিয় দমন), ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, জাগ্রতাবস্থা (বিনিদ্রিতা), স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান, চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামী প্রতিপদা; ইহাই স্বাচ্ছন্দ্যে বিহার বা অবস্থান। এ অর্থে অত্যন্ত ঘৃণাকারীর স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান (ৰিজিগুচ্ছমানস্স যদিদং ফাসু)।

সারিপুত্তাতি ভগৰাতি। "সারিপুত্র" (সারিপুত্ত) অর্থে (সারিপুত্র) স্থবিরকে

নাম দ্বারা সম্বোধন করা। "ভগবান" (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন। অধিকন্তু, রাগ (আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দোষ (দ্বেষ) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; কণ্টক বা শত্রু (কণ্ডকো) জয় করেছেন বলে ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ, শ্রেণীভাগ করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রজ্ঞা বলে ভগবান; অরণ্য-বনজঙ্গল, নির্জন শয়নাসন, শব্দহীন, নিস্তব্ধ-নির্জনতাপূর্ণ স্থান, মনুষ্য হতে নির্জন শয়নের উপযুক্ত স্থান ও নির্জনতানুরূপ স্থান ভজনা বা উপভোগ করেছেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রুগ্ন-প্রত্যয় ভৈষজ্য (ওষুধ), পরিষ্কার (ব্যবহার্য সামগ্রী) ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপসমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহারসমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি-সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক-প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য (অর্হত্ত্বজ্ঞান, ক্ষীণাসব অবস্থা, বিঘ্নসমূহের প্রত্যাভিজ্ঞা অর্থাৎ বাধাবিঘ্নসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে জানা এবং নির্বাণপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে স্বীকার করণ, দেশনাকরণ বা ধর্মপ্রচারকরণ), চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়ভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার বুদ্ধধর্ম বা বুদ্ধত্বের অধিকারী বলে ভগবান। এই "ভগবান" নাম মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সগোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। এই "ভগবান" নাম বুদ্ধ ভগবানগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে। ভগবান সারিপুত্রকে বললেন, হে সারিপুত্র, (সারিপুত্তাতি ভগৰা)।

রিত্তাসনং সযনং সেৰতো ৰেতি। যেখানে উপবেশন করা হয় তাকে আসন বলে; যেমন—মঞ্চ, চৌকি, বিছানা, মাদুর, চর্মখণ্ড (পশুচর্ম যা কম্বল বা আসনের ন্যায় ব্যবহার করা হয়) তৃণাসন, পত্রাসন, পলালাসন (খড় দ্বারা

তৈরি বিছানা)। শয়নাসন, বিহার, আর্ধছাদযুক্ত কুটির, প্রাসাদ, বৃহৎ অট্টালিকা এবং গুহাকে শয়ন বলা হয়। সেই শয়নাসন অমনোজ্ঞ রূপ দর্শন হতে রিক্ত, বিবিক্ত ও প্রবিবিক্ত; অমনোজ্ঞ শব্দ শ্রবণ হতে... অপ্রিয় পঞ্চ কামগুণ হতে রিক্ত, বিবিক্ত ও প্রবিবিক্ত। সেই শয়নাসন সেবা করা, পরিসেবা করা, সংসেবন করা, প্রতিসেবন করা—রিত্তাসন, শয়ন সেবা করবে (রিত্তাসনং সযনং সেৰতো ৰে)।

সম্বোধিকামস্স যথানুধম্মন্তি। চারি মার্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল... ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, মীমাংসা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টিকে সম্বোধি বলা হয়। সেই সম্বোধি প্রাপ্তকামীর, জ্ঞাতকামীর, অর্জনকামীর, লাভেচ্ছুর, আয়ত্তকামীর, স্পর্শকামীর এবং সাক্ষাৎকামীর—সম্বোধিকামস্স।

যথানুধম্মন্তি। বোধির অনুধর্ম কিরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, প্রতিলোম প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ প্রতিপদা, জ্ঞাতার্থ প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা, শীলসমূহে পরিপূর্ণতা, ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বারতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, জাগরণে অনুযোগ এবং স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান—এগুলোকে বলা হয় বোধির অনুধর্ম। অথবা চারি মার্গের পূর্বভাগে বিদর্শন—এগুলোকে বোধির অনুধর্ম বলা হয়—সম্বোধিকামীর যথানুধর্ম (সম্বোধিকামস্স যথানুধম্মং)।

তং তে পৰকখামি যথা পজানন্তি। "তং" বলতে বোধির অনুধর্ম। "পৰকখামি" অর্থে আমি এরূপ বলব, ভাষণ করব, দেশনা করব, প্রজ্ঞাপন করব, স্থাপন করব, বিবৃত করব, বিভাজন করব, সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করব এবং প্রকাশ করব। "যথা পজানং" বলতে আমি যেরূপে যেই ধর্ম জ্ঞাত হয়েছি, প্রজ্ঞাত হয়েছে, বুঝেছি, উপলব্ধি করেছি, অনুভব করেছি এবং প্রতিবিদ্ধ করেছি—তা এই এই মতে নয়, জনশ্রুতিতে নয়, পরম্পরায় নয়, ত্রিপিটকের বিধিসঙ্গত ভিত্তিতে নয় (ন পিটকসম্পদায), যুক্তিতর্ক দ্বারা নয়, কার্যের প্রণালি দ্বারা নয়, আকার পরিবিতর্ক (বিবেচনা) দ্বারা নয়, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছায় নয়; নিজে নিজে, স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষীভূত ধর্ম, আমি তা ভাষণ করব—তং তে পৰকখামি যথা পজানং।

তদ্ধেতু ভগবান বলেছেন :

> "ৰিজিগুচ্ছমানস্স যদিদং ফাসু, [সারিপুত্তাতি ভগৰা]
> রিত্তাসনং সযনং সেৰতো ৰে।
> সম্বোধিকামস্স যথানুধম্মং, তং তে পৰকখামি যথা পজান"ন্তি॥

১৯৯. পঞ্চন্নং ধীরো ভযানং ন ভাযে, ভিকখু সতো সপরিযন্তচারী।
ডংসাধিপাতানং সরীসপানং, মনুস্সফস্সানং চতুপ্পদানং॥

অনুবাদ : ধীর, স্মৃতিমান, পরিপূর্ণকারী ভিক্ষু ডংশ, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, মানবস্পর্শ ও চতুষ্পদ এই পাঁচ প্রকার ভয় করবে না বা ভয়ে ভীত হবেন না।

পঞ্চন্নং ধীরো ভযানং ন ভাযেতি। "ধীরো" বলতে ধীর, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ এবং মেধাবী। ধীর ব্যক্তি পাঁচ প্রকার ভয়ে ভীত হন না, ত্রাসিত হন না, সন্ত্রস্ত হন না, আতঙ্কগ্রস্ত হন না এবং আতঙ্কিত হন না, ভয়প্রাপ্ত হন না; অভীরু, অভীতু, সাহসী বা নির্ভীক হয়ে ভয়-ভৈরব প্রহীন করে লোমহর্ষ বিগত হয়ে অবস্থান করেন—ধীর ব্যক্তি পাঁচ প্রকার ভয়ে ভীত হন না (পঞ্চন্নং ধীরো ভযানং ন ভাযে)।

ভিকখু সতো সপরিযন্তচারীতি। "ভিক্ষু" বলতে কল্যাণপৃথগ্‌জন ভিক্ষু বা শৈক্ষ্য ভিক্ষু। "স্মৃতিমান" (সতো) বলতে চারটি কারণে স্মৃতিমান—কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায়... চিত্তে... ও ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান—তাঁকে বলা হয় স্মৃতিমান। "সপরিযন্তচারী" বলতে চার প্রকার সীমা—শীলসংযম সীমা, ইন্দ্রিয়সংযম সীমা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা সীমা এবং জাগরণে অনুযোগ সীমা।

শীলসংযম সীমা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সুসংযত হন, আচার গোচরসম্পন্ন হন, অণুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করেন এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন। অশুচি দেহে পর্যবেক্ষণকালে শীলসংযম সীমায় বিচরণ করেন, সীমা লঙ্ঘন করেন না—ইহা শীলসংযম সীমা।

ইন্দ্রিয়সংযম সীমা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে-কারণে... চক্ষেন্দ্রিয়ে সংযত হন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে... জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে... কায় দ্বারা স্পৃষ্টব্য স্পর্শ করে... এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে-কারণে মনিন্দ্রিয় অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়; তা সংবরের জন্য উপায় অবলম্বন করেন, মনিন্দ্রিয় রক্ষা করেন, মনো-ইন্দ্রিয়ে সংযত হন। আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণকালে ইন্দ্রিয়সংযম সীমায় বিচরণ করেন, সীমা লঙ্ঘন করেন না—ইহা ইন্দ্রিয়সংযম সীমা।

ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা সীমা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু মনোযোগসহকারে

আহার করেন, তা ক্রীড়ার জন্য নয়, মত্ততার জন্য নয়, মণ্ডনের জন্য নয়, বিভূষণের জন্য নয়, শুধুমাত্র এই কায়ের স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধারোগ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য, পুরাতন ক্ষুধা-বেদনা বিনাশের জন্য এবং (আহারজনিত) নব নব ক্ষুধা-বেদনা অনুৎপাদনের জন্য, অধিকন্তু আমার জীবনযাত্রা অনবদ্য ও সুখাবস্থান হবে। অক্ষদণ্ডের ভগ্নস্থানে ব্যবহৃত মলম ও পচামাংস সদৃশ পর্যবেক্ষণকালে ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা সীমায় বিচরণ করেন, সীমা লঙ্ঘন করেন না—ইহাই ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা সীমা।

জাগ্রতানুযোগ সীমা (সম্পূর্ণ জাগরণে আত্মনিয়োগ) কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু দিনে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আবরণীয় ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে পরিশোধন করেন; রাত্রির প্রথমযামে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আবরণীয় ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে পরিশোধন করেন; রাত্রির মধ্যম যামে দক্ষিণ পার্শ্ব হয়ে পায়ের উপর পা রেখে সিংহশয্যা অবলম্বন করে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে উত্থানসংজ্ঞাকে স্মরণ করে শয়ন করেন; এবং রাত্রির শেষযামে উত্থিত হয়ে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আবরণীয় ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে পরিশোধন করেন। দক্ষ (ভদ্দং) ভিক্ষু একরাত্রি অবস্থানকেও প্রত্যবেক্ষণকালে জাগরণ সীমায় বিচরণ করেন, সীমা লঙ্ঘন করেন না—এটাই জাগ্রতানুযোগ সীমা। এ অর্থে ভিক্ষু স্মৃতিমান ও স্ব-সীমায় বিচরণকারী হন (ভিকখু সতো সপরিযন্তচারী)।

ডংসাধিপাতানং সরীসপানন্তি। "ডাঁশ" বলতে পিঙ্গলবর্ণ মক্ষিকাদের বুঝায়। "পতঙ্গ" (অধিপাতকা) বলতে সব মক্ষিকা। কী কারণে সব মক্ষিকাকে পতঙ্গ বলে? তারা উড়ে উড়ে খায়; সে-কারণে সব মক্ষিকাদের পতঙ্গ বলা হয়। "সরীসৃপ" বলতে সর্পকে বুঝায়। এসব অর্থে—ডাঁশ, পতঙ্গ, সরীসৃপের (ডংসাধিপাতানং সরীসপানং)।

মনুস্সফস্সানং চতুপ্পদানন্তি। "মানব বা মনুষ্যস্পর্শ" বলতে চোর, মানব, কৃতকর্মী বা অকৃতকর্মী। তারা ভিক্ষুকে প্রশ্ন করতে পারে, কলহ করতে পারে, আক্রোশ করতে পারে, দোষারোপ করতে পারে, রোষ করতে পারে, বিরোষ (রাগ) করতে পারে, হিংসা করতে পারে, বিহিংসা করতে পারে, বিরক্ত করতে পারে, উৎপীড়ন করতে পারে, হত্যা করতে পারে, বধ করতে পারে বা আঘাত করতে পারে। যেকোনো মনুষ্যের উপঘাতই (আঘাত)—মনুষ্যস্পর্শ (মনুস্সফস্সো)। "চতুষ্পদের" (চতুপ্পদানং) বলতে সীংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, তরক্ষু (নেকড়ে বাঘ), কোক, মহিষ, হস্তী। এসব জন্তু ভিক্ষুকে মর্দন বা পদদলিত করতে পারে, খেতে করতে পারে, হিংসা করতে পারে, বিহিংসা করতে পারে, বিরক্ত করতে পারে, উৎপীড়ন করতে পারে,

হত্যা করতে পারে, বধ করতে পারে, আঘাত করতে পারে। চতুষ্পদ প্রাণীর আঘাত সম্পর্কীত যা কিছু ভয়—মনুষ্যস্পর্শের, চতুষ্পদের।

তাই ভগবনে বলেছেন :

"পঞ্চন্নং ধীরো ভযানং ন ভাযে, ভিকখু সতো সপরিযন্তচারী।
ডংসাধিপাতানং সরীসপানং, মনুস্সফস্সানং চতুপ্পদান"ন্তি॥

**২০০. পরধম্মিকানম্পি ন সন্তসেয্য, দিস্বাপি তেসং বহুভেরৰানি।
অথাপরানি অভিসম্ভৰেয্য, পরিস্সযানি কুসলানুএসী॥**

অনুবাদ : পরধর্ম অনুসরণকারীদের অতি ভয়ঙ্কর দেখেও তিনি ভীত হন না। অতঃপর কুশল অন্বেষণকারী সেই দুঃখকর বিষয়সমূহ অতিক্রম করেন।

পরধম্মিকানম্পি ন সন্তসেয্য, দিস্বাপি তেসং বহুভেরৰানীতি। "পরধর্ম অনুসরণকারী" বলতে সাত জন সহধার্মিক ছাড়া যারা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অপ্রসন্ন। তারা ভিক্ষুকে প্রশ্ন করতে পারে, কলহ করতে পারে, আক্রোশ করতে পারে, দোষারোপ করতে পারে, রোষ করতে পারে, বিরোষ (রাগ) করতে পারে, হিংসা করতে পারে, বিহিংসা করতে পারে, বিরক্ত করতে পারে, উৎপীড়ন করতে পারে, হত্যা করতে পারে, বধ করতে পারে বা আঘাত করতে পারে। তাদের অতি ভয়ঙ্কর (রূপ) দেখে বা শব্দ শুনে কম্পিত হন না, প্রকম্পিত হন না, সম্প্রকম্পিত হন না, ভীত হন না, শঙ্কিত হন না, ত্রাসিত হন না, আতঙ্কিত হন না, ভয়ার্ত হন না এবং ভয়প্রাপ্ত হন না; বরং অভীরু, নির্ভীক, অনুত্রাসী, সাহসী, ভয়-বৈরীভাব ও লোমহর্ষ বিগত হয়ে অবস্থান করেন। এ অর্থে পরধর্ম অনুসরণকারীদের অতি ভয়ঙ্কর দেখেও তিনি ভীত হন না (পরধম্মিকানম্পি ন সন্তসেয্য, দিস্বাপি তেসং বহুভেরৰানি)।

অথাপরানি অভিসম্ভৰেয্য, পরিস্সযানি কুসলানুএসীতি। অতঃপর সেগুলো (দুঃখকর বিষয়সমূহ) অতিক্রম করেন, জয় করেন, পরাজয় করেন, পরাভূত করেন, মর্দন করেন। "দুঃখকর বিষয়" (পরিস্সযা) বলতে দুই প্রকার দুঃখকর বিষয়—প্রকাশিত দুঃখকর বিষয়, প্রতিচ্ছন্ন দুঃখকর বিষয় ... এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা। "কুশল অন্বেষণকারী" অর্থে সম্যক প্রতিপদ, অনুলোম প্রতিপদ, অনুকূল প্রতিপদ, অবিরুদ্ধ প্রতিপদ, জ্ঞাতার্থ প্রতিপদ (অন্বত্থপটিপদং) ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামী প্রতিপদা; এসবের এষণা, গবেষণা ও অন্বেষণ করে দুঃখকর বিষয়সমূহ (পরিস্সযা) অতিক্রম করেন, জয় করেন, পরাজয় করেন, পরাভূত করেন

এবং মর্দন করেন—অতঃপর সেই দুঃখকর বিষয়সমূহ কুশল অন্বেষণকারী অতিক্রম করেন (অথাপরানি অভিসম্ভৰেয্য পরিস্সযানি কুসলানু এসী)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পরধম্মিকানম্পি ন সন্তসেয্য, দিস্বাপি তেসং বহুভেরৰানি।
অথাপরানি অভিসম্ভৰেয্য, পরিস্সযানি কুসলানুএসী"তি॥

২০১. আতঙ্কফস্সেন খুদায ফুট্ঠো, সীতং অথুন্হং অধিৰাসযেয্য।
সো তেহি ফুট্ঠো বহুধা অনোকো, ৰীরিযপরক্কমং দল্হং করেয্য॥

অনুবাদ : তিনি অসুস্থা, ক্ষুধা ও শীতোষ্ণে সহিষ্ণু হন। তদ্দ্বারা অনেক প্রকারে আক্রান্ত হলেও গৃহত্যাগী ভিক্ষু বীর্যপরাক্রম দৃঢ় করে।

আতঙ্কফস্সেন খুদায ফুট্ঠোতি। "অসুস্থ" (আতঙ্কফস্সো) বলতে রোগগ্রস্ত। রোগাক্রান্ত হলেও সমাহিতে সমন্নাগত হন, চক্ষুরোগে আক্রান্ত হলেও সমাহিতে সমন্নাগত হন, শ্রোত্ররোগে... ঘ্রাণরোগে... জিহ্বারোগে... কায়রোগে... ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দ্বারা স্পৃষ্ট হলেও সমাহিতে সমন্নাগত হন। "ক্ষুধা" (খুদা) বলতে বুভুক্ষিত (ছাতকো)। ক্ষুধায় আক্রান্ত হলেও সমাহিতে সমন্নাগত হন। এ অর্থে অসুস্থ, ক্ষুধা আক্রান্ত (আতঙ্কফস্সেন খুদায ফুট্ঠো)।

সীতং অথুন্হং অধিৰাসযেয্যাতি। "শীত" (সীতং) বলতে দুটি কারণে শীতানুভব হয়; যথা : ১) অভ্যন্তরস্থ ধাতু প্রকোপে শীতানুভব হয় এবং ২) বাহ্যিক ঋতুবশে শীতানুভব হয়। "উষ্ণ" (উন্হং) বলতে দুটি কারণে উষ্ণানুভব হয়; যথা : ১) অভ্যন্তরস্থ ধাতু প্রকোপে উষ্ণানুভব হয় এবং ২) বাহ্যিক ঋতুবশে উষ্ণানুভব হয়—শীতোষ্ণ (সীতং অথুন্হং)। "সহ্য করেন" (অধিৰাসযেয্য) বলতে শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, ডাঁশ, মশা, বাতাতপ (বাতাস, উষ্ণতা), সরীসৃপের স্পর্শ; নিন্দাবাক্য, অসম্ভাষিত কথার কারণে এবং উৎপন্ন শারীরিক তীব্র, অসহ্য, কটু, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ ও প্রাণহরণকারী দুঃখ বেদনায় সহিষ্ণু হন—সীতং অথুন্হং অধিৰাসযেয্য।

সো তেহি ফুট্ঠো বহুধা অনোকোতি। "সো তেহি" অর্থে আতঙ্কস্পর্শে, ক্ষুধায়, শীতে এবং গরমে স্পর্শিত, উৎপীড়িত, সংযুক্ত ও সমন্বিত হয়—সো তেহি ফুট্ঠো। "বহুধা" বলতে অনেক প্রকারে স্পর্শিত, উৎপীড়িত, সংযুক্ত ও সমন্বিত হয়—সো তেহি ফুট্ঠো বহুধা। "অনোকো" অর্থে অভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞানের অবকাশ করে না—অনোকো। অথবা কায়দুশ্চরিতের, বাক্‌দুশ্চরিতের, মনোদুশ্চরিতের অবকাশ করে না—অনোকোতি—সো তেহি

ফুটেঠা বহুধা অনোকো।

ৰীরিযপরক্কমং দল্হং করেয্যাতি। 'বীর্যপরাক্রম' বলতে চৈতসিক বীর্যারম্ভ, নিষ্ক্রম, পরাক্রম, উদ্যোম, ব্যায়াম, উৎসাহ, উদ্যোগ, চেষ্টা, শক্তি, স্থিতি, অশিথিল পরক্রমতা, অনিক্ষিপ্তছন্দতা, অনিক্ষিপ্তধুরতা, ধুরসম্প্রগ্রাহী, বীর্য, বীর্যেন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক ব্যায়াম। **ৰীরিযপরক্কমং দল্হং করেয্যা**তি। বীর্য, পরাক্রম দৃঢ় করেন, স্থির করেন; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অবস্থিতপ্রতিজ্ঞ হন—ৰীরিযপরক্কমং দল্হং করেয্য।

তাই ভগবান বলেছেন :

''আতঙ্কফস্সেন খুদায ফুটেঠা, সীতং অথুন্হং অধিৰাসযেয্য।
সো তেহি ফুটেঠা বহুধা অনোকো,
ৰীরিযপরক্কমং দল্হং করেয্যা''তি॥

২০২. থেয্যং ন কারে ন মুসা ভণেয্য, মেত্তায ফস্সে তসথাৰরানি।
যদাৰিলত্তং মনসো ৰিজঞ্ঞা, কণ্হস্স পক্খোতি ৰিনোদযেয্য॥

অনুবাদ : তিনি চুরি করবেন না, মিথ্যাকথা বলবেন না। ভীত সাহসী সব প্রাণিকে তিনি মৈত্রী দ্বারা স্পর্শ করেন। তিনি মনের আবিলতাকে 'মারের পক্ষ' বলে জেনে তা ত্যাগ করেন।

থেয্যং ন কারে ন মুসা ভণেয্যাতি। "থেয্যং ন কারে" বলতে এক্ষেত্রে ভিক্ষু অদত্তবস্তু গ্রহণ করেন না, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়ে দানশীল হন, দানেচ্ছু হন; চুরি না করে নির্দোষ অবস্থায় অবস্থান করেন—থেয্যং ন কারে। "ন মুসা ভণেয্য" অর্থে এক্ষেত্রে ভিক্ষু মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করেন, মিথ্যাবাক্য হতে প্রতিবিরত হয়ে লোকের নিকট সত্যবাদী, সত্যভাষী, সত্যনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত, অবিসংবাদী (যথার্থবাদী) হন—থেয্যং ন কারেন মুসাভণেয্য।

মেত্তায ফস্সে তসথাৰরানীতি। "মেত্তা" বলতে সত্ত্বগণের প্রতি যে মৈত্রী, মিত্রভাব, সহানুভূতি, দয়া, সৌহার্দ, করুণা, হিতকামনা, অনুকম্পা, অব্যাপাদ, অহিংসা, অদ্বেষ, কুশলমূল। "তসা" অর্থে যাদের ভয়ার্থ তৃষ্ণা অপ্রহীন, যাদের ভয়-ভৈরব অপ্রহীন। কী কারণে ভীত বলা হয়? তারা ত্রাসিত, ভীত, আতঙ্কিত, ভয়ার্ত ও সন্ত্রস্ত হয়; সে কারণে ভীত বলা হয়। "থাৰরা" অর্থে যাঁদের ভয়ার্থ তৃষ্ণা প্রহীন, যাঁদের ভয়-ভৈরব প্রহীন। কী কারণে সাহসী বলা হয়? তাঁরা ত্রাসিত হন না, ভীত হন না, আতঙ্কিত হন না, ভয়ার্ত হন না ও সন্ত্রস্ত হন না; সে কারণে সাহসী বলা হয়। **মেত্তায**

ফস্সে তসথাৰরানীতি। ভীত ও সাহসী উভয়কে মৈত্রী দ্বারা স্পর্শ করেন, স্ফুরণ করেন; বিপুল, মহৎ, অপ্রমান, অবৈরী, অব্যাপাদ ও মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরণ করে অবস্থান করেন—মেত্তায ফস্সে তসথাৰরানি।

যদাৰিলত্তং মনসো ৰিজঞ্ঞাতি। "যদা" যখন। "মনসো" যা চিত্ত, মন, মানস, হৃদয়, পাণ্ডুর, মন মনায়তন, মনেন্দ্রিয়, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ ও তজ্জনিত মনোবিজ্ঞানধাতু। কায়দুশ্চরিত দ্বারা চিত্ত আবিল হয়, আলোড়িত হয়, চঞ্চল হয়, অস্থির হয়, চালিত হয়, বিপথগামী হয়, অশান্ত হয়। বাক্‌দুশ্চরিত দ্বারা... মনোদুশ্চরিত দ্বারা... রাগে... দ্বেষে... মোহে... ক্রোধে... উপনাহ দ্বারা... ম্রক্ষ দ্বারা... পলাস দ্বারা... ঈর্ষায়... মাৎসর্যে... মায়ায়... শঠতায়... ভণ্ডামির দ্বারা... ঔদ্ধত্যে... মানে... অতিমানে... মত্ততায়... প্রমত্ততায়... সবক্লেশ দ্বারা... সবদুশ্চরিত দ্বারা... সব উদ্বেগে... সব পরিদাহ দ্বারা... সব সন্তাপ দ্বারা... সব অকুশলাভিসংস্কার দ্বারা চিত্ত আবিল হয়, আলোড়িত হয়, চঞ্চল হয়, অস্থির হয়, চালিত হয়, বিপথগামী হয়, অশান্ত হয়। **যদাৰিলত্তং মনসো ৰিজঞ্ঞা**তি। চিত্তের আবিলভাব জানেন, বুঝেন, জ্ঞাত হন, চেনেন, প্রতিবিদ্ধ করেন—যদাৰিলত্তং মনসো ৰিজঞ্ঞা।

কন্হস্স পকেখাতি ৰিনোদযেয্যাতি। "কন্হো" যা মার, কৃষ্ণ, অধিপতি, অন্তগু, নমুচি, প্রমত্তবন্ধু। কৃষ্ণপক্ষ, মারপক্ষ, মারপাশ, মারবরশি, মারামিষ, মার-বিষয়, মারনিবাস, মারগোচর ও মারবন্ধন ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন, বিনষ্ট করেন। এভাবে কৃষ্ণপক্ষকে অপনোদন করেন। অথবা কৃষ্ণপক্ষ, মারপক্ষ, অকুশলপক্ষ, দুঃখের হেতুপ্রদ, দুঃখ বিপাক, নিরয়সংবর্তনিক (নিরয়ে সংবর্তনকারী), তির্যগ্‌যোনি সংবর্তনিক এবং প্রেতবিষয় সংবর্তনিক ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন, বিনষ্ট করেন। এভাবে কৃষ্ণেরপক্ষকে অপনোদন করেন।

তাই ভগবান বলেছেন :

"থেয্যং ন কারে ন মুসা ভণেয্য, মেত্তায ফস্সে তসথাৰরানি।
যদাৰিলত্তং মনসো ৰিজঞ্ঞা, কন্হস্স পকেখাতি ৰিনোদযেয্যা"তি॥

২০৩. কোধাতিমানস্স ৰসং ন গচ্ছে,
মূলম্পি তেসং পলিখঞ্ঞ তিট্ঠে।
অথপ্পিযং ৰা পন অপ্পিযং ৰা, অদ্ধা ভৰন্তো অভিসম্ভৰেয্য॥

অনুবাদ : তিনি ক্রোধ ও অতিমানের অধীন হন না এবং সেসবের মূল

উৎপাটন করে অবস্থান করেন। প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়কে তিনি অবশ্যই অতিক্রম করেন।

কোধাতিমানস্স ৰসং ন গচ্ছেতি। "ক্রোধ" (কোধো) বলতে যা চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত... হিংস্রতা, ক্ষোভ এবং চিত্তের অসন্তুষ্টিতা। "অতিমান" অর্থে এক্ষেত্রে কোনো কোনো (ভিক্ষু) জাতি দ্বারা, গোত্র দ্বারা... বা অন্যতর অন্যতর বিষয় দ্বারা অপরকে অতিশয় অবজ্ঞা করে থাকে। **কোধাতিমানস্স ৰসং ন গচ্ছে**তি। ক্রোধ ও অতিমানের অধীন হন না; ক্রোধ, অতিমান ত্যাগ করেন, বিদূরীত করেন, বিনষ্ট করেন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন—কোধাতিমানস্স ৰসং ন গচ্ছে।

মূলম্পি তেসং পলিখঞ্ঞ তিটেঠতি। ক্রোধের মূল কী রকম? অবিদ্যা মূল, ভ্রান্ত মনোনিবেশ মূল, আত্মাভিমান মূল, পাপে লজ্জাহীনতা মূল, পাপে ভয়হীনতা মূল, চঞ্চলতা মূল—ইহা ক্রোধের মূল। অতিমানের মূল কী রকম? অবিদ্যা মূল, ভ্রান্ত মনোনিবেশ মূল, আত্মাভিমান মূল, পাপে লজ্জাহীনতা মূল, পাপে ভয়হীনতা মূল, চঞ্চলতা মূল—ইহা অতিমানের মূল। **মূলম্পি তেসং পলিখঞ্ঞ তিটেঠ**তি। ক্রোধ ও অতিমানের মূল উৎপাটন, উচ্ছেদ, উত্তোলন, নির্মূল, উন্মুলন, ত্যাগ, বিদূরীত, বিনাশ ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে স্থিত থাকেন, প্রতিষ্ঠিত হন—মূলম্পি তেসং পলিখঞ্ঞ তিটেঠ।

অথপ্পিযং ৰা পন অপ্পিযং ৰা, অদ্ধা ভৰন্তো অভিসম্ভৰেয্যাতি। "অথ" শব্দটি পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদপূরক, অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্টতা, পদানুক্রম—অথাতি। "পিযা" বলতে দুই প্রকার প্রিয়; যথা : সত্ত্বপ্রিয় ও সংস্কারপ্রিয়। সত্ত্বপ্রিয় কিরূপ? এখানে যারা তার অর্থকামী, হিতকামী, সুখকামী, শান্তি বা মঙ্গলকামী, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, পুত্র-কন্যা, মিত্র-অমাত্য ও রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি—এরা সত্ত্বপ্রিয়। সংস্কারপ্রিয় কী রকম? মনোজ্ঞরূপ, মনোজ্ঞশব্দ, মনোজ্ঞগন্ধ, মনোজ্ঞরস, মনোজ্ঞস্পর্শ—এগুলো সংস্কারপ্রিয়। "অপ্পিযা" বলতে দুই প্রকার অপ্রিয়; যথা : সত্ত্ব অপ্রিয় ও সংস্কার অপ্রিয়। সত্ত্ব অপ্রিয় কিরূপ? এখানে যারা তার অনর্থকামী, অহিতকামী, দুঃখকামী, অশান্তি বা অমঙ্গলকামী, শত্রুকামী হয়—এরা সত্ত্ব অপ্রিয়। সংস্কার অপ্রিয় কী রকম? অমনোজ্ঞরূপ, অমনোজ্ঞশব্দ, অমনোজ্ঞগন্ধ, অমনোজ্ঞরস, অমনোজ্ঞস্পর্শ—এগুলো সংস্কার অপ্রিয়। "অবশ্যই" (অদ্ধা) বলতে নির্দিষ্ট বচন, সংশয়শূন্য বচন, নিশঙ্ক বচন, সন্দেহহীন বচন, বিশ্বস্ত বচন, সুনিশ্চিত বচন, সত্য বচন, ব্যর্থহীন বচন

(অৰখাপনৰচনমেতং)—অবশ্যই (অদ্ধাতি)। **অথপ্পিযং ৰা পন অপ্পিযং ৰা, অদ্ধা ভৰন্তো অভিসম্ভৰেয্যা**তি। প্রিয়-অপ্রিয়, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ, সুখ-দুঃখ, সোমনস্য-দৌর্মনস্য, ইষ্ট-অনিষ্টকে লাভ করেন বা জয় করেন, পরাভূত করেন বা অর্জন করেন—অথপ্পিযং ৰা পন অপ্পিযং ৰা অদ্ধা ভৰন্তো অভিসম্ভৰেয্য।

তাই ভগবান বলেছেন :

"কোধাতিমানস্স ৰসং ন গচ্ছে, মূলম্পি তেসং পলিখঞঞ তিটেঠ।
অথপ্পিযং ৰা পন অপ্পিযং ৰা, অদ্ধা ভৰন্তো অভিসম্ভৰেয্যা"তি॥

**২০৪. পঞঞং পুরকখত্বা কল্যাণপীতি, ৰিকখম্ভযে তানি পরিস্সযানি।
অরতিং সহেথ সযনম্হি পন্তে, চতুরো সহেথ পরিদেৰধম্মে॥**

অনুবাদ : প্রজ্ঞাকে সম্মুখে রেখে অবস্থান করে প্রীতি প্রমোদ্য উৎপন্ন হয় এবং দুঃখসমূহ ধ্বংস হয়। নির্জন শয়নাসনে অনিচ্ছা বা অরতিকে সহ্য করবেন, আর চারি প্রকার পরিদেবন বা দৌর্মনস্য ধর্মেও সহনশীল হবেন।

পঞঞং পুরকখত্বা কল্যাণপীতীতি। "পঞঞা" বলতে যা প্রজ্ঞা, প্রজানন, বিচার, প্রবিচার, ধর্মবিচার... অমোহ, সক্যমদৃষ্টি। "পঞঞং পুরকখত্বা" অর্থে এক্ষেত্রে কেউ কেউ প্রজ্ঞাকে সম্মুখে রেখে বিচরণ করেন। অধিকন্তু প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপ্রত্যয়, বিচয় বা বিচারবহুল, অনুসন্ধানবহুল, বিবেচনাবহুল, বিদীর্ণকরণবহুল হয়ে তৎস্বভাবযুক্ত, তদবহুল, তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদ্অধিমুক্ত, তদধিপ্রত্যয় ও পরিজ্ঞানে অবস্থানকারী হন। এভাবে প্রজ্ঞাকে সম্মুখে রেখে অবস্থান করেন।

অথবা গমনকালে "আমি গমন করছি" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; স্থিতাবস্থায় "স্থিত রয়েছি" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; উপবিষ্টাবস্থায় "উপবিষ্ট রয়েছি" বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন; শায়িতাবস্থায় "শায়িত রয়েছি" বলে জানেন। এভাবে প্রজ্ঞাকে সম্মুখে রেখে বিচরণ করেন।

অথবা সম্মুখ গমনে ও পশ্চাৎ গমনে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানী হন; অবলোকনে, বিলোকনে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানী হন; সঙ্কোচনে, প্রসারণে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানী হন; সংঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানী হন; ভোজন-পান-চর্বন-খাদন-আস্বাদনে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানী হন; মল-মূত্র ত্যাগে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানী হন; গমন-দাঁড়ান-উপবেশন-শয়ন-জাগরণ-ভাষণ ও মৌনাবলম্বনে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানী হন। এভাবে প্রজ্ঞাকে সম্মুখে রেখে বিচরণ করেন।

"কল্যাণপ্রীতি" বলতে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাবশে প্রীতি, প্রমোদ্য উৎপন্ন

হয়—কল্যাণপ্রীতি। ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, আনাপানানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতানুস্মৃতি ও উপশমানুস্মৃতি ভাবনাবশে প্রীতি, প্রমোদ্য উৎপন্ন হয়—কল্যাণপ্রীতি। এ অর্থে প্রজ্ঞাকে সম্মুখে রেখে কল্যাণপ্রীতি (পঞ্ঞং পুরকখত্বা কল্যাণপীতি)।

ৰিকখম্ভযে তানি পরিস্সযানীতি। "পরিস্সযা" বলতে দুই প্রকার দুঃখ; যথা : প্রকাশিত দুঃখ ও প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ... এগুলোকে বলা হয় প্রকাশিত দুঃখ... এগুলোকে বলা হয় প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ... এরূপে আশ্রয় করে—পরিস্সযা। **ৰিকখম্ভযে তানি পরিস্সযানী**তি। সেই নিপীড়নসমূহ ধ্বংস করেন, পরাস্ত করেন, পরাভূত করেন, বিনষ্ট করেন ও বিনাশ করেন—সেই দুঃখসমূহ ধ্বংস করে (ৰিকখম্ভযে তানি পরিস্সযানি)।

অরতিং সহেথ সযনম্হি পন্তেতি। "অরতি" বলতে নিরুৎসাহ, নিরানন্দ, উৎসাহশূন্য, অবসাদ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বুঝায়। "সযনম্হি পন্তে" বলতে নির্জন শয়নাসনে বা অন্যতর অন্যতর অতিশয় পবিত্র ধর্মসমূহে নিরুৎসাহকে সহ্য বা পরাজিত করবেন, জয় করবেন, পরাভূত করবেন, বিনষ্ট করবেন, বিনাশ করবেন—অরতিং সহেথ সযনম্হি পন্তে।

চতুরো সহেথ পরিদেৰধম্মেতি। চারি প্রকার পরিদেবনীয় ধর্ম সহ্য করবেন, জয় করবেন, পরাভূত করবেন, ধ্বংস করবেন, বিনষ্ট করবেন, বিনাশ করবেন—চারি প্রকার পরিদেবন ধর্ম বিনাশ করবেন (চতুরো সহেথ পরিদেৰধম্মে)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"পঞ্ঞং পুরকখত্বা কল্যাণপীতি, ৰিকখম্ভযে তানি পরিস্সযানি।
অরতিং সহেথ সযনম্হি পন্তে, চতুরো সহেথ পরিদেৰধম্মে"তি॥

২০৫. কিংসূ অসিস্সং কুৰ ৰা অসিস্সং,
দুকখং ৰত সেত্থ কুৰজ্জ সেস্সং।
এতে ৰিতক্কে পরিদেৰনেয্যে, ৰিনযেথ সেখো অনিকেতচারী॥

অনুবাদ : কী খাব? কোথায় খাব? অহো, আজ দুঃখে বা কষ্টে কোথায় শয়ন করব? এভাবে এই (ভোজন-শয্যাসন) বিতর্কে পরিদেবন (অনুতাপ) করে থাকে। গৃহত্যাগী শৈক্ষ্য (ভিক্ষু) এসব হীনবিতর্ক দমন করবেন।

কিংসূ অসিস্সং কুৰ ৰা অসিস্সন্তি। কী খাব? (কিংসূ অসিস্সামি) বলতে কী ভোজন করব? ভাত, মিষ্টান্ন (কুম্মাসং), রুটি (সত্তুং), মাছ অথবা মাংস?—(কিংসূ অসিস্সং) কী খাব? "কোথায় খাব?" (কুৰ ৰা অসিস্সং)

অর্থে কোথায় ভোজন করব? ক্ষত্রিয়কুলে, ব্রাহ্মণকুলে, বৈশ্যকুলে অথবা শূদ্রকুলে? এ অর্থে কী খাব? কোথায় খাব? (কিংসূ অসিস্সং কুৰ ৰা অসিস্সং)।

"অহো, আজ দুঃখে বা কষ্টে কোথায় শয়ন করব?" (ডুকখং ৰত সেথ কুৰজ্জ সেস্সং) বলতে এই রাত্রিটা দুঃখে বা কষ্টে কোথায় শয়ন করব? তক্তার উপরে, (ফলকে) ছোট মাদুরে, চর্মখণ্ডে, তৃণশয্যায়, পর্ণ বা পত্র শয্যায় অথবা পলাল (খড়) শয্যায়? আগামী রাত্রিটা সুখে কোথায় শয়ন করব? মঞ্চে, পীঠে (আসনে), মাদুরে, কোমল গদিতে, বিহারে, অর্ধছাদযুক্ত বিহারে (অডঢযোগে), প্রাসাদে, হর্ম্য প্রাসাদে অথবা গুহায়? এ অর্থে কষ্টে কোথায় শয়ন করব? (ডুকখং ৰত সেথ কুৰজ্জ সেস্সং)।

এতে ৰিতক্কে পরিদেৰনেয্যেতি। "এসব বিতর্কে" (এতে ৰিতক্কে) বলতে পিণ্ডপাত প্রতিসংযুক্ত দ্বিবিধ বিতর্কে, শয্যাসন প্রতিসংযুক্ত দ্বিবিধ বিতর্কে। "পরিদেবন করে থাকে" (পরিদেৰনেয্যে) অর্থে অনুশোচনা করে, অনুতাপ করে—এই (ভোজন-শয্যাসন) বিতর্কে পরিদেবন করে থাকে (এতে ৰিতক্কে পরিদেৰনেয্যে)।

ৰিনযেথ সেখো অনিকেতচারীতি। "শৈক্ষ্য" বলা হয়, কী কারণে শৈক্ষ্য বলা হয়? শিক্ষা করেন—এ অর্থে শৈক্ষ্য। কী শিক্ষা করেন? অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন ও অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। অধিশীল শিক্ষা কিরূপ?... ইহা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন; জ্ঞাত হয়ে, দেখে, প্রত্যবেক্ষণ করে ও চিত্তকে অধিষ্ঠান (বা অভিনিবেশ) করে শিক্ষা করেন। শ্রদ্ধায় আনত হয়ে শিক্ষা করেন; বীর্য প্রগ্রহ (বা ধারণ) করে, স্মৃতি উপস্থাপন করে, চিত্তকে সমাধিস্থ বা কেন্দ্রীভূত করে, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রজানন বা জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন। অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অভিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন; পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে, প্রহাতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবিত করে এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচরণ করেন ও গ্রহণ করে পালন বা শিক্ষা করেন। সেই কারণে "শৈক্ষ্য" বলা হয়। (সেই ভোজন-শয্যাসন হীনবিতর্ক) বিনয় (ধ্বংস বা বিনাশ), প্রতিবিনয়, প্রহান, উপশম, পরিত্যাগ ও প্রতিপ্রশ্রব্ধি বা প্রশান্ত করে অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন; জ্ঞাত হয়ে... এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচারণ করেন ও গ্রহণ করে

পালন করেন (ৰত্তেয্য)—শৈক্ষ্য দমন করবেন (ৰিনযেথ সেখো)।

অনিকেতচারীতি। কিরূপে গৃহবাসী হয়? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু কুল-বাধায় সমন্নাগত হয়, গণ বা পরিষদ-বাধায়... আবাস-বাধায়... চীবর-বাধায়... পিণ্ডপাত-বাধায়... শয্যাসন-বাধায়... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার বা উপকরণ বাধায় সমন্নাগত হয়। (সে) এরূপে গৃহবাসী হয়। কিরূপে গৃহত্যাগী হন? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কুল-বাধায় সমন্নাগত হন না, গণ বা পরিষদ-বাধায়... আবাস-বাধায়... চীবর-বাধায়... পিণ্ডপাত-বাধায়... শয্যাসন-বাধায়... ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার বা উপকরণ বাধায় সমন্নাগত হন না। (তিনি) এরূপেই গৃহত্যাগী হন।

‘‘মগধং গতা কোসলং গতা, একচ্চিযা পন ৰজ্জিভূমিযা।
মিগা ৰিয অসঙ্ঘচারিনো, অনিকেতা ৰিহরন্তি ভিকখৰো॥
‘‘সাধু চরিতকং সাধু সুচরিতং, সাধু সদা অনিকেতৰিহারো।
অত্থপুচ্ছনং পদকিখণং কম্মং, এতং সামঞ্ঞং অকিঞ্চনস্সা’’তি॥

অনুবাদ : “মগধরাজ্যে, কোশলরাজ্যে ও বৃজিবংশের ভূমিতে একাকী গিয়ে সংঘহীন হয়ে বিচরণকারী মৃগের ন্যায় ভিক্ষুগণ গৃহত্যাগী হয়ে অবস্থান করেন।” “(মঙ্গলজনক) আচরণ, সু-আচরণ ও সর্বদা গৃহহীন অবস্থান উত্তম। অর্থকর প্রশ্ন ও প্রদক্ষিণ বা শুভকর্ম আকিঞ্চনের শ্রমণত্ব।”

গৃহত্যাগী শৈক্ষ্য ভিক্ষু এসব হীনবিতর্ক দমন করবেন (ৰিনযেথ সেখো অনিকেতচারী)। তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘কিংসূ অসিস্সং কুৰ ৰা অসিস্সং, দুকখং ৰত সেত্থ কুৰজ্জ সেস্সং।
এতে ৰিতক্কে পরিদেৰনেয্যে, ৰিনযেথ সেখো অনিকেতচারী’’তি॥

২০৬. অন্নঞ্চ লদ্ধা ৰসনঞ্চ কালে, মত্তং স জঞ্ঞা ইধ তোসনত্থং।
সো তেসু গুত্তো যতচারি গামে, রুসিতোপি ৰাচং ফরুসং ন ৰজ্জা॥

অনুবাদ : সৎভাবে অন্ন ও বস্ত্র লাভ করে তিনি সন্তুষ্টির অর্থ, মাত্রা বা পরিমাণ জানবেন। ঐ বিষয়ে সতর্ক হয়ে তিনি সংযমতা অবলম্বন করে গ্রামে বিচরণ করবেন। রাগান্বিত হলেও কটু কথার প্রয়োগ করবেন না।

অন্নঞ্চ লদ্ধা ৰসনঞ্চ কালেতি। “অন্ন” (অন্নং) বলতে ভাত, মিষ্টান্ন, রুটি, মাছ, মাংস। “বস্ত্র” (ৰসনং) অর্থে ছয় প্রকার চীবর—১) ক্ষৌম-চীবর, ২) কার্পাস-চীবর, ৩) কৌশেয়্য (রেশমি)-চীবর, ৪) কম্বল বা পশমি-চীবর, ৫) শণ-চীবর এবং ৬) পাট-চীবর। **অন্নঞ্চ লদ্ধা ৰসনঞ্চ কালে**তি। কুহনকর্ম (প্রবঞ্চনা), লেপনকর্ম, নৈমিত্তিক (দৈবজ্ঞ)-কর্ম, নিষ্পেসিক (ইন্দ্রজাল)-কর্ম, লাভে লাভ লোলুপতা, দারু বা কাষ্ঠখণ্ড দান, বেণু (বাঁশ) দান, পাত্র দান,

পুষ্প দান, ফল দান, সাবান (সিনান) দান, চূর্ণ দান, মৃত্তিকা দান, দন্তকাষ্ঠ দান, মুখ ধোয়ার জল দান, চাটুবাক্য ব্যবহার বা খোসামোদ, সত্যাসত্য বা বাজে কথায় (মিষ্টি কথায়) অপরের মন সন্তুষ্টকরণ (মুগ্গসূপ্যতায), সন্তান বা শিষ্যদের আদরকরণ (পারিভট্যতায), পিঠা দান (পীঠমদ্দিকতায), বাস্তুবিদ্যা, পশুপক্ষীবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দূত হয়ে গমন, প্রেরিত হয়ে বা সংবাদবাহকরূপে গমন, পদব্রজে গমনকারী সংবাদবাহক, বৈদ্যকর্ম, প্রতিপিণ্ডদান [ভিক্ষায় লব্ধ আহার হতে গৃহীর মন আকর্ষণের জন্য পরিবারস্থ লোকদের কিঞ্চিৎ দেয়া (পিণ্ডপটিপিণ্ডকেন)] এবং দান উৎপাদন সদৃশ ধর্ম (কর্ম) ব্যতিরেকে চীবর ও পিণ্ডপাত লাভ করে, প্রাপ্ত হয়ে, পেয়ে, অধিকার করে, অর্জন করে, প্রতিলাভ করে। এ অর্থে সৎভাবে অন্ন ও বস্ত্র লাভ করে (অন্নঞ্চ লদ্ধা ৰসনঞ্চ কালে)।

মত্তংস জঞ্ঞা ইধ তোসনত্থন্তি। "তিনি মাত্রা জানবেন" (মত্তং স জঞ্ঞা) বলতে দুটি কারণ (বা উপায়) দ্বারা মাত্রা জানেন—প্রতিগ্রহণ দ্বারা এবং পরিভোগ দ্বারা।

কিরূপে প্রতিগ্রহণ দ্বারা মাত্রা জানেন? (ভিক্ষু) অল্পপরিমাণ দান দিলেও কুলানুদয়ায়, কুলানুরক্ষার জন্য এবং কুল অনুকম্পা করে প্রতিগ্রহণ করেন, বহুপরিমাণে দান দিলেও দেহরক্ষার জন্য চীবর প্রতিগ্রহণ করেন এবং উদর পূর্ণতার জন্য পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহণ করেন। এভাবে প্রতিগ্রহণ দ্বারা মাত্রা জানেন।

কিরূপে পরিভোগ দ্বারা মাত্রা জানেন? তিনি মনোযোগ-সহকারে চীবর পরিধান করেন, তা শুধুমাত্র শীত-উষ্ণতা হতে রক্ষা পাবার জন্য, ডাঁশ, মশা, বাতাস, তাপ ও সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ নিবারণের জন্য এবং লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনের জন্য চীবর পরিধান করেন। তিনি মনোযোগ-সহকারে আহার করেন, তা ক্রীড়ার জন্য নয়, মত্ততার জন্য নয়, মণ্ডনের জন্য নয়, বিভূষণের জন্য নয়, শুধুমাত্র এই কায়ের স্থিতি ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধারোগ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য, পুরাতন ক্ষুধা-বেদনা বিনাশের জন্য এবং (আহারজনিত) নব নব ক্ষুধা-বেদনা অনুৎপাদনের জন্য, অধিকন্তু আমার জীবনযাত্রা অনবদ্য ও সুখাবস্থান হবে। তিনি মনোযোগ-সহকারে শয়নাসন প্রতিসেবন করেন, তা শুধুমাত্র শীত-উষ্ণতা হতে রক্ষা পাবার জন্য, ডাঁশ, মশা, বাতাস, তাপ ও সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ নিবারণের জন্য এবং ঋতুর উৎপাত হতে রক্ষা পাবার জন্য, কর্মস্থানে একাগ্রতা সাধনের জন্য শয্যাসন প্রতিসেবন করেন। তিনি মনোযোগ-সহকারে ওষুধ-প্রত্যয়-

ভৈষজ্য-পরিষ্কার প্রতিসেবন করেন, তা শুধুমাত্র উৎপন্ন ব্যাধির বেদনাসমূহ ধ্বংস করার জন্য এবং নিরাময় লাভের জন্য প্রতিসেবন করেন। এভাবে পরিভোগ দ্বারা মাত্রা জ্ঞাত হন। **মত্তং স জঞ্ঞাা**তি। এই দুটি কারণ দ্বারা মাত্রা জানেন, জ্ঞাত হন, উপলব্ধি করেন এবং প্রতিবিদ্ধ করেন—মত্তং স জঞ্ঞাা।

ইধ তোসনখন্তি। এক্ষেত্রে ভিক্ষু যেকোনো চীবর লাভে সন্তুষ্ট হন, যেকোনো চীবর লাভের সন্তুষ্টিতে প্রশংসাকারী হন, চীবর লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কার্য করেন না; তিনি চীবর অলাভে মন খারাপ করেন না, লব্ধ চীবরে অননুরক্ত, অবিহ্বল ও নির্দোষী হন; আদীনবদর্শী হয়ে পরিণামদর্শী প্রজ্ঞা পরিভোগ করেন; তদ্ধেতু তিনি যেকোনো চীবর লাভের সন্তুষ্টিতে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকেও নিন্দা করেন না। যে ভিক্ষু তথায় দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী—একে বলা হয় অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ ও আর্যবংশে স্থিত ভিক্ষু।

পুনশ্চ, ভিক্ষু যেকোনো পিণ্ডপাত লাভে সন্তুষ্ট হন, যেকোনো পিণ্ডপাত লাভের সন্তুষ্টিতে প্রশংসাকারী হন, পিণ্ডপাত লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কার্য করেন না; তিনি পিণ্ডপাত অলাভে মন খারাপ করেন না, লব্ধ পিণ্ডপাতে অননুরক্ত, অবিহ্বল ও নির্দোষী হন; আদীনবদর্শী হয়ে পরিণামদর্শী প্রজ্ঞা পরিভোগ করেন; তদ্ধেতু তিনি যেকোনো পিণ্ডপাত লাভের সন্তুষ্টিতে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকেও নিন্দা করেন না। যে ভিক্ষু তথায় দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী—একে বলা হয় অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ ও আর্যবংশে স্থিত ভিক্ষু।

পুনশ্চ, ভিক্ষু যেকোনো শয়নাসন লাভে সন্তুষ্ট হন, যেকোনো শয়নাসন লাভের সন্তুষ্টিতে প্রশংসাকারী হন, শয়নাসন লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কার্য করেন না; তিনি শয়নাসন অলাভে মন খারাপ করেন না, লব্ধ শয়নাসনে অননুরক্ত, অবিহ্বল ও নির্দোষী হন; আদীনবদর্শী হয়ে পরিণামদর্শী প্রজ্ঞা পরিভোগ করেন; তদ্ধেতু তিনি যেকোনো শয়নাসন লাভের সন্তুষ্টিতে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকেও নিন্দা করেন না। যে ভিক্ষু তথায় দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী—একে বলা হয় অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ ও আর্যবংশে স্থিত ভিক্ষু।

পুনশ্চ, ভিক্ষু যেকোনো ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভে সন্তুষ্ট হন, যেকোনো ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভের সন্তুষ্টিতে প্রশংসাকারী হন, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কার্য

করেন না; তিনি ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার অলাভে মন খারাপ করেন না, লব্ধ ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারে অননুরক্ত, অবিহ্বল ও নির্দোষী হন; আদীনবদর্শী হয়ে পরিণামদর্শী প্রজ্ঞা পরিভোগ করেন; তদ্ধেতু তিনি যেকোনো ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভের সন্তুষ্টিতে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকেও নিন্দা করেন না। যে ভিক্ষু তথায় দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী—একে বলা হয় অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ ও আর্যবংশে স্থিত ভিক্ষু—মত্তং স জঞএগ্রা ইধ তোসনত্থং।

সোতেসু গুত্তো যতচারি গামেতি। "সো তেসু গুত্তো" বলতে তিনি চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কারে রক্ষিত, জাগ্রত, সংরক্ষিত, সংবৃত। এভাবে তিনি সেসবে সংরক্ষিত। অথবা আয়তনসমূহে রক্ষিত, জাগ্রত, সংরক্ষিত, সংবৃত। এভাবে তিনি সেসবে সংরক্ষিত।

"যতচারি গামে" গ্রাম হতে সতর্ক, সচেতন, রক্ষিত, জাগ্রত, সংরক্ষিত, সংবৃত—সো তেসু গুত্তো যতচারি গামে।

রুসিতোপি ৰাচং ফরুসং ন ৰজ্জাতি। (কোনো প্রকার) দূষিত, আক্রোশমূলক, অবজ্ঞামূলক, অপমানমূলক, গর্হিত, নিন্দিত, কর্কশ ও কটুবাক্য বলেন না, ভাষণ করেন না; আক্রোশকারীকে প্রতি আক্রোশ করেন না; রোষকারীকে প্রতিরোষ করেন না; ঝগড়াকারীর সাথে প্রতি ঝগড়া করেন না, কলহ করেন না, ঝগড়া করেন না,, বিগ্রহ করেন না, বিবাদ করেন না, দ্বন্দ্ব বা বিরোধ করেন না; কলহ, ঝগড়া, বিগ্রহ, বিবাদ ও দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, অপসারণ করেন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন; এবং কলহ, ঝগড়া, বিগ্রহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—রুসিতোপি ৰাচং ফরুসং ন ৰজ্জা।

তাই ভগবান বলেছেন :

''অন্নঞ্চ লদ্ধা ৰসনঞ্চ কালে, মত্তং স জঞএগ্রা ইধ তোসনত্থং।
সো তেসু গুত্তো যতচারি গামে,
রুসিতোপি ৰাচং ফরুসং ন ৰজ্জা''তি।

২০৭. ওকিখত্তচকখু ন চ পাদলোলো, ঝানানুযুত্তো বহুজাগরস্স।
উপেকখমারব্ভ সমাহিতত্তো, তক্কাসযং কুক্কুচ্চঞ্চুপচ্ছিন্দে॥

অনুবাদ : চক্ষুসংযত, ধ্যানানুযুক্ত ও বিনিদ্র ভিক্ষু আলস্যপরায়ণ হন না। তিনি উপেক্ষা ও সমাহিত চিত্তে বিতর্ক এবং অকার্য বা পাপকর্ম পরিত্যাগ

করেন।

ওকিখত্তচক্খু ন চ পাদলোলোতি। কিরূপে বিক্ষিপ্তচক্ষু হয়? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু চক্ষুলোলুপ ও চক্ষুলোলে বা চক্ষুস্পৃহায় সমন্নাগত হয়, "অদৃষ্টকে দেখা উচিত, দৃষ্টকে অতিক্রম করা উচিত" বলে রূপ দর্শনার্থে আরাম হতে আরামে, উদ্যান হতে উদ্যানে, গ্রাম হতে গ্রামে, নিগম হতে নিগমে, নগর হতে নগরে, রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রে এবং জনপদ হতে জনপদে দীর্ঘ ভ্রমণ (চারিকং) ও অনবস্থিত (অনিশ্চিত) ভ্রমণে নিয়োজিত হয়। এরূপেই বিক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

অথবা ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে ও মার্গপ্রতিপন্ন হয়ে অসংযত হয়ে গমন করে। হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্য (পত্তি), স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, বাজার, ঘরসম্মুখ, ঊর্ধ্বদিকে ও নিম্নদিকে অবলোকন করে করে চলে এবং বিশৃঙ্খলভাবে দিগ্‌বিদিক গমন করে। এরূপেই বিক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

অথবা ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে-কারণে চক্ষেন্দ্রিয় অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুস্রাবিত হয়; তা সংবরের জন্য উপায় অবলম্বন করে না, চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করে না, চক্ষেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়। এরূপেই বিক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

যেমন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে এরূপ দৃশ্য দর্শন করে অবস্থান করে; যেমন—নাচ, গান, বাদ্য, দৃশ্য, আখ্যান (ইতিহাস), হস্তশব্দ (হস্ত দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত বিদ্যা), চারণ সঙ্গীত (ৰেতাল়ং), কুম্ভথূন (এক প্রকার ঢোল বা রণ-ঢক্কা), রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট (সোভনকং), চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল (চণ্ডালং ৰংসং), ধোবন দৃশ্য, হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, অজযুদ্ধ, ভেড়াযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ, বর্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), যুদ্ধের অভিসন্ধি বা নকশা (উযোধিকং), সৈন্যদলের সাজসজ্জা, সেনাব্যূহ, সৈন্য পরিদর্শন ইত্যাদি।

কিরূপে বিক্ষিপ্তচক্ষু হন না? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু চক্ষুলোলুপ ও চক্ষুলোলে বা চক্ষুস্পৃহায় সমন্নাগত হয় না, "অদৃষ্টকে দেখা উচিত, দৃষ্টকে অতিক্রম করা উচিত" বলে রূপ দর্শনার্থে আরাম হতে আরামে, উদ্যান হতে উদ্যানে, গ্রাম হতে গ্রামে, নিগম হতে নিগমে, নগর হতে নগরে, রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রে এবং জনপদ হতে জনপদে দীর্ঘ ভ্রমণ (চারিকং) ও অনবস্থিত (অনিশ্চিত) ভ্রমণে নিয়োজিত হন না। এরূপেই বিক্ষিপ্তচক্ষু হন না।

অথবা ভিক্ষু অন্তরঘরে প্রবিষ্ট হয়ে ও মার্গ প্রতিপন্ন হয়ে সংযত হয়ে

গমন করেন; হস্তি অবলোকন করে করে... বিশৃঙ্খলভাবে দিগ্‌বিদিক গমন করেন না। এরূপেই বিক্ষিপ্তচক্ষু হন না।

অথবা ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না... চক্ষেন্দ্রিয়ে সুসংযত হন। এরূপেই বিক্ষিপ্তচক্ষু হন না।

যেমন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে... সৈন্য পরিদর্শন ইত্যাদি। এরূপ দৃশ্য দর্শনে নিয়োজিত হওয়া হতে প্রতিবিরত হন। এভাবে বিক্ষিপ্তচক্ষু হন না—নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ (ওকিখত্তচকখু)।

ন চ পাদলোলোতি। কিরূপে পাদলোলুপ (ভ্রমণ পরায়ণ) হয়? এক্ষেত্রে কোনো ভিক্ষু পাদলোলুপ ও পাদলোলে সমন্নাগত হয়। রূপ দর্শনার্থে আরাম হতে আরামে... দীর্ঘ ভ্রমণ (চারিকং) ও অনবস্থিত (অনিশ্চিত) ভ্রমণে নিয়োজিত হয়। এরূপেই পাদলোল বা ভ্রমণ পরায়ণ হয়।

অথবা, ভিক্ষু সংঘারামে পাদলোলুপ ও পাদলোলে সমন্নাগত হয়; অর্থহেতু, কারণহেতু না থাকা সত্ত্বেও উদ্ধত (চঞ্চল) ও অ-উপশান্তচিত্তে পরিবেণ হতে পরিবেণে গমন করে। বিহার হতে... এরূপে ভবাভব কথা ভাষণ করে। এরূপেই পাদলোলুপ বা ভ্রমণপরায়ণ হয়।

ন চ পাদলোলোতি। ভ্রমণেচ্ছা পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন, বিনাশ করেন; ভ্রমণেচ্ছা হতে আরত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে বিমুক্তচিত্তে অবস্থান করেন; নির্জনস্থানে রমিত হন, নির্জনরত হন, আধ্যাত্মিক চিত্ত শান্ত করেন, অবিনষ্ট ধ্যান বিদর্শনে সমন্নাগত হয়ে বর্ধিত করেন, শূন্যাগার ধ্যানী হয়ে ধ্যানরত হন, একাগ্রচিত্তসম্পন্ন হন ও পরমার্থগুরু হন—নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ হন, পাদলোল বা ভ্রমণপরায়ণ হন না (ওকিখত্তচকখু ন চ পাদলোলো)।

ঝানানুযুত্তো বহুজাগরস্সাতি। "ধ্যানানুযুক্ত" (ঝানানুযুত্তো) বলতে দুটি কারণে ধ্যানানুযুক্ত হন—অনুৎপন্ন প্রথম ধ্যান উৎপাদনের জন্য যুক্ত, প্রযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত, সংযুক্ত হন; অনুৎপন্ন দ্বিতীয় ধ্যান... অনুৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান... অনুৎপন্ন চতুর্থ ধ্যান উৎপাদনের জন্য যুক্ত, প্রযুক্ত, সম্বন্ধযুক্ত এবং সংযুক্ত হন। এরূপেই ধ্যানানুযুক্ত হন। অথবা উৎপন্ন প্রথম ধ্যান সেবন (বা অভ্যাস) করেন, ভাবনা (বা বর্ধিত) করেন, বহুলীকৃত করেন; উৎপন্ন দ্বিতীয় ধ্যান... উৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান... উৎপন্ন চতুর্থ ধ্যান সেবন (বা অভ্যাস) করেন, ভাবনা (বা বর্ধিত) করেন এবং বহুলীকৃত করেন। এরূপেই ধ্যানানুযুক্ত হন।

"সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে" (বহুজাগরস্স) বলতে এক্ষেত্রে ভিক্ষু দিনে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আরণীয় (আচ্ছাদনীয়)-ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে পরিশোধন

করেন; রাত্রির প্রথম যামে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আরণীয় ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে পরিশোধন করেন; রাত্রির মধ্যম যামে দক্ষিণপার্শ্বে হয়ে পায়ের উপর পা রেখে সিংহশয্যা অবলম্বন করে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে উত্থানসংজ্ঞাকে স্মরণ করে শয়ন করেন; এবং রাত্রির শেষ যামে উত্থিত হয়ে চঙ্ক্রমণ ও উপবেশনে আরণীয় ধর্মসমূহ হতে চিত্তকে পরিশোধন করেন—সম্পূর্ণ জাগ্রত থেকে ধ্যানানুযুক্ত হন (ঝানানুযুত্তো বহুজাগরস্স)।

উপেকখমারব্ভ সমাহিতত্তোতি। "উপেক্ষা" (উপেকখা) বলতে যা চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষা, উপেক্ষণ, ঔদাসীন্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও চিত্তের মধ্যস্থতা। "সমাহিতত্ব" (সমাহিতত্তো) অর্থে যা চিত্তের স্থিতি, স্থিরতা, অবস্থিতি, সমাবস্থা, অবিক্ষেপ, স্থিরমনস্কতা, শান্ত (শমথ), সমাধীন্দ্রিয়, সমাধিবল ও সম্যক সমাধি। **উপেকখমারব্ভ সমাহিতত্তো**তি। চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষা, উদ্যম, একাগ্রচিত্ত, অবিক্ষিপ্তচিত্ত, স্থিরমনস্কতা—উপেক্ষারম্ভ, সমাহিতত্ব (উপেকখমারব্ভ সমাহিতত্তো)।

তক্কাসযং কুক্কুচ্চঞ্চুপচ্ছিন্দেতি। "তর্ক" (তক্কা) বলতে নয় প্রকার বিতর্ক; যথা : কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, জ্ঞাতি-বিতর্ক, জনপদ-বিতর্ক, অমর বা অবিনশ্বর-বিতর্ক, পরানুদয়তা (পরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন) প্রতিসংযুক্ত-বিতর্ক, লাভ-সৎকার-যশ প্রতিসংযুক্ত-বিতর্ক, নিরহংকার প্রতিসংযুক্ত-বিতর্ক—এগুলোকে নয় প্রকার বিতর্ক বলা হয়। কামবিতর্কের কামসংজ্ঞাসয়, ব্যাপাদবিতর্কের ব্যাপাদ-সংজ্ঞাসয়, বিহিংসাবিতর্কের বিহিংসা-সংজ্ঞাসয়। অথবা তর্ক, বিতর্ক ও সংকল্পের অবিদ্যাসয়, ভ্রান্ত বা অমনোযোগাসয়, আমি মানাসয়, অনৌত্তাপ্য-আসয় এবং ঔদ্ধত্য-আসয়।

"কৌকৃত্য বা মনস্তাপ" (কুক্কুচ্চং) বলতে হস্তদুশ্চরিত্রতাই (হস্ত দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন) কৌকৃত্য, পাদদুশ্চরিত্রতাই (পা দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন) কৌকৃত্য, হস্ত-পাদদুশ্চরিত্রতাই কৌকৃত্য। অকপ্পিয় বা অসঙ্গত বিষয়ে কপ্পিয় বা সঙ্গতসংজ্ঞা, কপ্পিয় (সঙ্গত) বিষয়ে অকপ্পিয় (অসঙ্গত)-সংজ্ঞা; বিকালে সকালসংজ্ঞিতা, সকালে বিকালসংজ্ঞিতা; অর্বজনীয় বিষয়ে বর্জনীয়সংজ্ঞা, বর্জনীয় বিষয়ে অবর্জনীয়সংজ্ঞা। এরূপ যা দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত্রতা ও দুশ্চরিত্রতামূলক চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ—ইহাকে কৌকৃত্য বলা হয়।

অধিকন্তু, কৃত ও অকৃত দুটি কারণেই কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। কিরূপে কৃত ও অকৃত কারণে কৌকৃত্য এবং চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়? "আমার দ্বারা কায়দুশ্চরিত কৃত হয়েছে,

কায়সুচরিত কৃত হয়নি” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। “আমার দ্বারা বাক্‌দুশ্চরিত কৃত হয়েছে... আমার দ্বারা মনোদুশ্চরিত কৃত হয়েছে... আমার দ্বারা প্রাণিহত্যা কৃত হয়েছে, প্রাণিহত্যা হতে বিরতি গৃহীত হয়নি” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়।” “আমার দ্বারা অদত্তবস্তু গৃহীত হয়েছে... আমার দ্বারা মিথ্যাকামাচার কৃত হয়েছে... আমার দ্বারা মিথ্যাভাষণ করা হয়েছে... আমার দ্বারা পিশুনবাক্য ভাষিত হয়েছে... আমার দ্বারা কর্কশ বাক্য ভাষিত হয়েছে... আমার দ্বারা সম্প্রলাপ বাক্য ভাষিত হয়েছে... আমার দ্বারা অভিধ্যা কৃত হয়েছে... আমার দ্বারা ব্যাপাদ সম্পাদিত হয়েছে... আমার দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পাদিত হয়েছে, সম্যক দৃষ্টি কৃত হয়নি” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। এরূপেই কৃত ও অকৃত কারণে কৌকৃত্য এবং চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়।

অথবা “আমি শীলসমূহে পরিপূর্ণ নয়” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়; “ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার”... “ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন”... “জাগরণে অনিযুক্ত”... “স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানে অসমন্নাগত”... “আমার চারি স্মৃতিপ্রস্থান অভাবিত”... “আমার চারি সম্যক প্রধান অভাবিত”... “আমার চারি ঋদ্ধিপাদ অভাবিত”... “আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অভাবিত”... “আমার পঞ্চবল অভাবিত”... “আমার সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভাবিত”... “আমার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভাবিত”... “আমার দুঃখ অপরিজ্ঞাত”... “আমার (দুঃখ) সমুদয় অপ্রহীন”... “আমার মার্গ অভাবিত”... “আমার নিরোধ অসাক্ষাৎকৃত” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। **তক্কাসযং কুক্কুচ্চঞ্চুপচ্ছিন্দে**তি। তর্ক, তর্কাশয়, কৌকৃত্য ছিন্ন করেন, ছেদন করেন, উচ্ছেদ করেন, নির্মূল করেন, ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, ধ্বংস করেন, বিনষ্ট করেন—তক্কাসযং কুক্কুচ্চঞ্চুপচ্ছিন্দে।

তাই ভগবান বলেছেন :

‘‘ওকিখত্তচকখু ন চ পাদলোলো, ঝানানুযুত্তো বহুজাগরস্স।
উপেকখমারব্ভ সমাহিতত্তো, তক্কাসযং কুক্কুচ্চঞ্চুপচ্ছিন্দে’’তি॥

২০৮. চুদিতো ৰচীভি সতিমাভিনন্দে, সব্রহ্মচারীসু খিলং পভিন্দে।
ৰাচং পমুঞ্চে কুসলং নাতিৰেলং, জনৰাদধম্মায ন চেতযেয্য॥

অনুবাদ : তিনি উপদেশমূলক কথায় উৎসাহিত হন, সব্রহ্মচারীগণের খিল

(মানসিক বাধা) দূর করেন। তিনি কুশল ও কালোচিত কথা বলেন, জনসাধারণের কথায় মনযোগ দেন না।

চুদিতো ৰচীভি সতিমাভিনন্দেতি। "চুদিতো" বলতে উপাধ্যায়, আচার্য, সমোপাধ্যায়, সমানাচার্য, মিত্র, হিতৈষী, বন্ধু বা সহায়কগণ উপদেশ দেন : "আবুসো, এটি তোমাদের অযুক্ত, এটা তোমাদের অপ্রাপ্ত, এটা তোমাদের অনুপযুক্ত, এটা তোমাদের অশ্লীষ্ট।" মনযোগ-সহকারে তিনি সেই উপদেশকে নন্দিত করেন, অভিনন্দিত করেন, অনুভব করেন, অনুমোদন করেন, ইচ্ছা করেন, আকাঙ্ক্ষা করেন, প্রার্থনা করেন, অনুরোধ করেন, অভিলাষ করেন। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বা যুবকেরা সাজসজ্জা ও মস্তক ধৌত করে যেভাবে উৎপল ফুলের মালা, ৰস্সিক ফুলের মালা, অধিমুক্তক মালা লাভ করে উভয় হস্তে প্রতিগ্রহণ করে মাথায় প্রতিস্থাপন করে নন্দিত করে, অভিনন্দিত করে, অনুভব করে, অনুমোদন করে, ইচ্ছা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, প্রার্থনা করে, অনুরোধ করে, অভিলাষ করে; তেমনিভাবে মনোযোগ-সহকারে তিনি সেই উপদেশকে নন্দিত করেন, অভিনন্দিত করেন, অনুভব করেন, অনুমোদন করেন, ইচ্ছা করেন, আকাঙ্ক্ষা করেন, প্রার্থনা করেন, অনুরোধ করেন, অভিলাষ করেন।

''নিধীনংৰ পৰত্তারং, যং পস্সে ৰজ্জদস্সিনং।
নিগ্গয্হৰাদিং মেধাৰিং, তাদিসং পণ্ডিতং ভজে॥
''তাদিসং ভজমানস্স, সেয্যো হোতি ন পাপিযো।
ওৰদেয্যানুসাসেয্য, অসব্ভা চ নিৰারযে।
সতঞ্হি সো পিযো হোতি, অসতং হোতি অপ্পিযো''তি॥

অনুবাদ : "যিনি ত্রুটি প্রদর্শন করেন ও তজ্জন্য ভৎর্সনা করেন, সেই মেধাবীকে গুপ্তনিধি প্রদর্শকের ন্যায় দেখবেন। যে ব্যক্তি তাদৃশ পণ্ডিতকে ভজনা করে তার মঙ্গলই হয়, অমঙ্গল হয় না। যিনি উপদেশ দেন, অনুশাসন করেন এবং অসভ্যতা নিবারণ করেন তিনি সৎলোকের প্রিয় এবং অসতের অপ্রিয় হন।

চুদিতো ৰচীভি সতিমাভিনন্দে, সব্রহ্মচারীসু খিলং পভিন্দেতি। "সব্রহ্মচারী" বলতে এককর্ম, একোদ্দেশ, সমশিক্ষণীয় (সমসিকখতা)। **সব্রহ্মচারীসু খিলং পভিন্দে**তি। সব্রহ্মচারীদের মধ্যে আহতচিত্ততা ও উৎপন্ন খিলতাকে ধ্বংস করেন, পঞ্চবিধ চিত্তখিল ধ্বংস করেন, তিন প্রকার চিত্তখিল ধ্বংস করেন, রাগখিল, দ্বেষখিল ও মোহখিল ধ্বংস করেন, বিধ্বংস করেন, বিনাশ করেন—সব্রহ্মচারী খিলং পভিন্দে।

ৰাচং পমুঞ্চে কুসলং নাতিৰেলন্তি। জ্ঞান সমুত্থিত বাক্য ভাষণ করেন, অর্থসংযুক্ত, ধর্মসংযুক্ত, কালে (বা উপযুক্ত সময়ে), সকারণ (কারণজনিত) এবং বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন বাক্য ভাষণ করেন, বলেন—ৰাচং পমুঞ্চে কুসলং। **নাতিৰেল**ন্তি। "ৰেলা" অর্থে দুই প্রকার বেলা—কালবেলা এবং শীলবেলা। কালবেলা কিরূপ? কালাতিক্রান্তে বাক্য ভাষণ করেন না, বেলা অতিক্রান্ত হলে বাক্য ভাষণ করেন না, কাল-বেলা অতিক্রান্ত হলে বাক্য ভাষণ করেন না, কাল অসম্প্রাপ্ত বাক্য ভাষণ করেন না, বেলা অসম্প্রাপ্ত বাক্য ভাষণ করেন না, কাল-বেলা অসম্প্রাপ্ত বাক্য ভাষণ করেন না।

"যো ৰে কালে অসম্পত্তে, অতিৰেলঞ্চ ভাসতি।
এৰং সো নিহতো সেতি, কোকিলাযেৰ অত্রজো"তি॥

অনুবাদ : "যে ব্যক্তি কাল অনুপস্থিতিতে, অসময়ে ভাষণ করে, সে আত্মজ (নিজের ঔরসজাত) কোকিলের ন্যায় নিহত হয়।"

এটাই কালবেলা। শীলবেলা কিরূপ? আসক্ত হয়ে বাক্য ভাষণ করেন না, প্রদুষ্ট মনে বাক্য ভাষণ করেন না, মোহিত হয়ে বাক্য ভাষণ করেন না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করেন না, পিশুনবাক্য ভাষণ করেন না, পরুষবাক্য ভাষণ করেন না, বৃথাবাক্য ভাষণ করেন না, বলেন না, প্রচার করেন না, প্রকাশ করে না, ব্যাখ্যা করেন না। ইহাই শীলবেলা—ৰাচং পমুঞ্চে কুসলং নাতিৰেলং।

জনৰাদধম্মায ন চেতযেয্যাতি। "জন" (জনা) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেব ও মনুষ্য। মানুষের বাদ, উপবাদ, নিন্দা, দোষারোপ, অকীর্তি ও অগুণভাষণে শীলবিপত্তি, আচারবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি বা আজীব-বিপত্তির চিন্তা করেন না, চেতনা উৎপন্ন করেন না, চিত্ত উৎপন্ন করেন না, সংকল্প করেন না, মনোযোগ দেন না—জনবাদধর্মে চিন্তা করেন না (জনৰাদধম্মায ন চেতযেয্য)।

তাই ভগাবন বলেছেন :

"চুদিতো ৰচীভি সতিমাভিনন্দে, সব্রহ্মচারীসু খিলং পভিন্দে।
ৰাচং পমুঞ্চে কুসলং নাতিৰেলং, জনৰাদধম্মায ন চেতযেয্যা"তি॥

২০৯. অথাপরং পঞ্চ রজানি লোকে, যেসং সতীমা ৰিনযায সিক্খে।
রূপেসু সদ্দেসু অথো রসেসু, গন্ধেসু ফস্সেসু সহেথ রাগং॥

অনুবাদ : অতঃপর স্মৃতিমান (ভিক্ষু) যেসবের দমন করতে শিক্ষা করেন, জগতে সেই পাঁচ প্রকার ময়লা; যথা : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শের

প্রতি আসক্তি দমন করেন।

অথাপরং পঞ্চ রজানি লোকেতি। "অতঃপর" (অথ) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ (শব্দ যোজনা), পদপূরক, অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্টতা, পদানুক্রমতা—অতঃপর (অথ)। "পাঁচ প্রকার ময়লা" (পঞ্চ রজানি) বলতে রূপ-ময়লা, শব্দ-ময়লা, গন্ধ-ময়লা, রস-ময়লা, স্পর্শ-ময়লা।

''রাগো রজো ন চ পন রেণু ৰুচ্চতি,
রাগস্সেতং অধিৰচনং রজোতি।
এতং রজং ৰিপ্পজহিত্বা পণ্ডিতা,
ৰিহরন্তি তে ৰিগতরজস্স সাসনে॥
''দোসো রজো ন চ পন রেণু ৰুচ্চতি...পে...।
ৰিহরন্তি তে ৰিগতরজস্স সাসনে॥
''মোহো রজো ন চ পন রেণু ৰুচ্চতি...পে...।
ৰিহরন্তি তে ৰিগতরজস্স সাসনে''॥

অনুবাদ : "রাগ (আসক্তি) ও রজকে কখনো পাংশু (রেণু) বলে না; রজ রাগ বা আসক্তির অধিবচন। পণ্ডিতগণ এই রজ বা ময়লা পরিত্যাগ (দমন) করে রজহীন হয়ে বুদ্ধশাসনে অবস্থান করেন।" "দ্বেষ ও রজকে কখনো পাংশু বলে না; রজ দ্বেষের অধিবচন। পণ্ডিতগণ এই রজ বা ময়লা পরিত্যাগ (দমন) করে রজহীন হয়ে বুদ্ধশাসনে অবস্থান করেন।" "মোহ ও রজকে কখনো পাংশু বলে না; রজ মোহের অধিবচন। পণ্ডিতগণ এই রজ বা ময়লা পরিত্যাগ (দমন) করে রজহীন হয়ে বুদ্ধশাসনে অবস্থান করেন।"

"লোকে" (লোকে) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে—অতঃপর জগতে পাঁচ প্রকার ময়লা (অথাপরং পঞ্চরজানি লোকে)।

যেসং সতীমা ৰিনযায সিক্খেতি। "যেসবের" (যেসং) অর্থে রূপরাগের, শব্দরাগের, গন্ধরাগের, রসরাগের, স্পর্শরাগের। "স্মৃতিমান" (সতীমা) বলতে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, স্মরণ (মনোযোগিতা), স্মৃতি স্মরণতা, ধারণতা, নির্ণয়করণতা (অপিলাপনতা), স্মৃতিশীলতা, স্মৃতি, স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, একায়ন মার্গ—ইহাকে স্মৃতি বলা হয়। এই স্মৃতিতে উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন (প্রতিপন্ন), সমুপপন্ন ও সমান্নগত হন; তাই স্মৃতিমান বলা হয়। "শিক্ষা করেন" (সিক্খে) বলতে ত্রিবিধ শিক্ষা; যথা : অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। অধিশীল শিক্ষা কিরূপ?... ইহা অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। **যেসং**

সতীমা ৰিনযায সিক্খেতি। স্মৃতিমান পুদ্গল যেই রূপরাগ, শব্দরাগ, গন্ধরাগ, রসরাগ ও স্পর্শরাগের বিনয় (দমন), প্রতিবিনয়, প্রহান, উপশম, পরিত্যাগ এবং প্রতিপ্রশ্রদ্ধির (প্রশান্তির) জন্য অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন, জেনে শিক্ষা করেন... সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, সমাচরণ করেন, গ্রহণ করেন, পালন বা শিক্ষা করেন। এ অর্থে স্মৃতিমান হয়ে যেসবের দমন করতে শিক্ষা করেন (যেসং সতীমা ৰিনযায সিক্খে)।

রূপেসু সদ্দেসু অথো রসেসু, গন্ধেসু ফস্সেসু সহেথ রাগন্তি। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের প্রতি আসক্তি দমন করেন, পরিদমন (বশীভূত) করেন, জয় করেন, পরাভূত করেন, পরাজিত করেন, মর্দন বা পরাস্ত করেন—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের প্রতি আসক্তি দমন করবেন (রূপেসু সদ্দেসু অথো রসেসু গন্ধেসু ফস্সেসু সহেথ রাগং)।

তাই ভগবান বলেছেন :

"অথাপরং পঞ্চ রজানি লোকে, যেসং সতীমা ৰিনযায সিক্খে।
রূপেসু সদ্দেসু অথো রসেসু, গন্ধেসু ফস্সেসু সহেথ রাগ"ন্তি॥

২১০. এতেসু ধম্মেসু ৰিনেয্য ছন্দং, ভিক্খু সতিমা সুৰিমুত্তচিত্তো।
কালে সো সম্মা ধম্মং পরিৰীমংসমানো,
একোদিভূতো ৰিহনে তমং সো॥ [ইতি ভগৰা]

অনুবাদ : স্মৃতিমান ও সুবিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু এসব ধর্মে ছন্দ বা ইচ্ছা ধ্বংস করেন। তিনি কালে (সঠিক সময়ে) ধর্মকে সম্যকরূপে বিচার করেন এবং একাগ্রচিত্ত হয়ে অন্ধকার বিদূরিত করেন। (ইনি ভগবান)।

এতেসু ধম্মেসু ৰিনেয্য ছন্দন্তি। "এসবে" (এতেসু) বলতে রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে। "ছন্দ" (ছন্দং) অর্থে যা কামসমূহে কামছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপরিলাহ, কামবিহ্বলতা, কামাসক্তি, কামোঘো, কামযোগ, কামোপাদান... এবং কামচ্ছন্দ-নীবরণ। **এতেসু ধম্মেসু ৰিনেয্য ছন্দ**ন্তি। এসব ধর্মে ছন্দ বা ইচ্ছা ধ্বংস করেন, দমন করেন, ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, বিনাশ করেন এবং নিবৃত্ত করেন—এসব ধর্মে ছন্দ (ইচ্ছা) দমন করেন (এতেসু ধম্মেসু ৰিনেয্য ছন্দং)।

ভিক্খু সতিমা সুৰিমুত্তচিত্তোতি। "ভিক্ষু" (ভিক্খু) বলতে কল্যাণ-পৃথগ্জন ভিক্ষু বা শৈক্ষ্য ভিক্ষু। "স্মৃতিমান" (সতীমা) বলতে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি...

সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, একায়ন মার্গ—ইহাকে স্মৃতি বলা হয়। এই স্মৃতিতে উপনীত, সমুপনীত... তাই স্মৃতিমান বলা হয়।

ভিকখু সতিমা সুৰিমুত্তচিত্তোতি। প্রথম ধ্যান সমাপন্ন (লাভী) ভিক্ষুর নীবরণসমূহ হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়; দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন্ন ভিক্ষুর বিতর্ক-বিচার হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়; তৃতীয় ধ্যান সমাপন্ন ভিক্ষুর প্রীতি হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়; চতুর্থ ধ্যান সমাপন্ন ভিক্ষুর সুখ-দুঃখ হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়; আকাশায়তন সমাপন্ন ভিক্ষুর রূপসংজ্ঞা, প্রতিঘসংজ্ঞা, নানাত্বসংজ্ঞা হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়; বিজ্ঞানায়তন সমাপন্ন ভিক্ষুর আকাশায়তনসংজ্ঞা হতে চিত্ত... আকিঞ্চনায়তন সমাপন্ন ভিক্ষুর বিজ্ঞানায়তনসংজ্ঞা হতে চিত্ত... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপন্ন ভিক্ষুর আকিঞ্চনায়তনসংজ্ঞা হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়; স্রোতাপন্নের সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, দৃষ্টানুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, তদ্‌সংশ্লিষ্টক্লেশ হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়; সকৃদাগামীর স্থূল কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, তদ্‌সংশ্লিষ্টক্লেশ হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়; অনাগামীর অনুসহগত কামরাগ-সংযোজন, প্রতিঘ-সংযোজন, অনুসহগত কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, তদ্‌সংশ্লিষ্টক্লেশ হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হয়; অর্হতের রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, মানানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয়, তদ্‌সংশ্লিষ্টক্লেশ এবং বাহ্যিক সর্বনিমিত্ত হতে চিত্ত মুক্ত, বিমুক্ত ও সুবিমুক্ত হয়—স্মৃতিমান ও সুবিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু (ভিকখু সতিমা সুৰিমুত্তচিত্তো)।

কালেন সো সম্মা ধম্মং পরিৰীমংসমানোতি। "কালে" (কালেনা) বলতে উদ্ধত (চঞ্চল) চিত্ত শমথের কাল, সমাহিত চিত্ত বিদর্শনের কাল।

''কালে পগ্গন্হতি চিত্তং, নিগ্গন্হতি পুনাপরে।
সম্পহংসতি কালেন, কালে চিত্তং সমাদহে॥
''অজ্ঝুপেকখতি কালেন, সো যোগী কালকোৰিদো।
কিম্হি কালম্হি পগ্গাহো, কিম্হি কালে ৰিনিগ্গহো॥
''কিম্হি পহংসনাকালো, সমথকালো চ কীদিসো।
উপেকখাকালং চিত্তস্স, কথং দস্সেতি যোগিনো॥
''লীনে চিত্তম্হি পগ্গাহো, উদ্ধতস্মিং ৰিনিগ্গহো।
নিরস্সাদগতং চিত্তং, সম্পহংসেয্য তাৰদে॥
''সম্পহট্ঠং যদা চিত্তং, অলীনং ভৰতিনুদ্ধতং।
সমথস্স চ সো কালো, অজ্ঝত্তং রমযে মনো॥

"এতেন মেৰুপাযেন, যদা হোতি সমাহিতং।
সমাহিতচিত্তমঞ্ঞায, অজ্ঝুপেক্খেয্য তাৰদে॥
"এৰং কালৰিদূ ধীরো, কালঞ্ঞূ কালকোৰিদো।
কালেন কালং চিত্তস্স, নিমিত্তমুপলক্খযে"তি॥

অনুবাদ : "ঠিক সময়ে চিত্তকে দমন করে পুনরায় বশীভূত করেন; যথাসময়ে চিত্তকে প্রফুল্ল করে কেন্দ্রীভূত করেন। "সেই যোগী, কালকোবিদ সঠিক সময়ে (চিত্তকে) নিরীক্ষণ করে কোনো কালে প্রগ্রহ (উদ্যম) করেন, কোনো কালে বিনিগ্রহ করেন।" "কোনো সময় যোগী চিত্তের হর্ষোৎফুল্লকাল, শমথকাল ও উপেক্ষাকাল কীদৃশ, কীরূপ তা দর্শন করেন।" "(তিনি) চিত্ত লীন হলে প্রগ্রহ করেন, উদ্ধত (চঞ্চল) হলে বিনিগ্রহ করেন। বিস্বাদ বা নিষ্প্রভ চিত্তকে তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল করেন।" "চিত্ত যখন শোধিত, অলীন ও অনুদ্ধত (শান্ত) হয়, তখন শমথের কাল, তখনই মন অধ্যাত্মে রমিত হয়।" "এই উপায়ে যদি (চিত্ত) সমাহিত হয়, চিত্ত সমাহিত হয়েছে মনে করে তৎক্ষণাৎ নিরীক্ষণ করেন।" "এভাবেই কালবিদূ, ধীর, কালজ্ঞ, কালকোবিদ সঠিক সময়ে চিত্তের কাল ও নিমিত্ত উপলক্ষ (বা বিচার) করেন।"

কালেন সো সম্মা ধম্মং পরিৰীমংসমানোতি। "সকল সংস্কার অনিত্য" এই ধর্ম সম্যকরূপে বিচার করেন; "সকল সংস্কার দুঃখ" এই ধর্ম সম্যকরূপে বিচার করেন; "সকল সংস্কার অনাত্ম" এই ধর্ম সম্যকরূপে বিচার করেন... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" ধর্মকে সম্যকরূপে বিচার করেন (সম্মা ধম্মং পরিৰীমংসমানো)।

একোদিভূতো ৰিহনে তমং সো, ইতি ভগৰাতি। "একাগ্র" (একোদি) বলতে একাগ্রচিত্ত, অবিক্ষিপ্তচিত্ত, স্থির-শান্তচিত্ত, সমাধীন্দ্রিয়, সমাধিবল, সম্যক সমাধি—একাগ্রচিত্ত। "তিনি অন্ধকার বিদূরিত করেন (ৰিহনে তমং সো) বলতে অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞা-নিরোধকারী, প্রতিকূল-পক্ষপাতী ও অনির্বাণ-সংবর্তনকারী রাগান্ধকার, দ্বেষান্ধকার, মোহান্ধকার, দৃষ্টান্ধকার, মানান্ধকার, ক্লেশান্ধকার এবং দুশ্চরিতান্ধকার ধ্বংস করেন, বিধ্বংস করেন, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করেন, বিনাশ করেন এবং (সম্পূর্ণরূপে) নিবৃত্ত করেন।

"ভগবান" (ভগৰা) বলতে গৌরবাধিবচন। অধিকন্তু, রাগ (আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দোষ দ্বেষ) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; কণ্টক বা শত্রু (কণ্ডকো) জয় করেছেন বলে

ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ, শ্রেণীভাগ করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রজ্ঞা বলে ভগবান; অরণ্য-বনজঙ্গল, নির্জন শয়নাসন, শব্দহীন, নিস্তব্ধ, নির্জনতাপূর্ণ স্থান, মনুষ্য হতে নির্জন শয়নের উপযুক্ত স্থান ও নির্জনতানুরূপ স্থান ভজনা বা উপভোগ করেছেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রুগ্ন-প্রত্যয় ভৈষজ্য (ওষুধ), পরিষ্কার (ব্যবহার্য সামগ্রী) ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপসমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহারসমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য (অর্হত্ত্বজ্ঞান, ক্ষীণাসব অবস্থা, বিঘ্নসমূহের প্রত্যাভিজ্ঞা অর্থাৎ বাধাবিঘ্নসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে জানা এবং নির্বাণ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে স্বীকার করণ, দেশনা করণ বা ধর্মপ্রচার করণ), চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়ভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার বুদ্ধধর্ম বা বুদ্ধত্বের অধিকারী বলে ভগবান। এই 'ভগবান' নাম মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সগোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। এই 'ভগবান' নাম বুদ্ধ ভগবানগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞপ্তি হয়েছে—তিনি একাগ্রচিত্ত হয়ে অন্ধকার বিদূরিত করেন; ইনি ভগবান (একোদিভূতো ৰিহনে তমং সো ইতি ভগৰা)।

তাই ভগবান বলেছেন :

> ''এতেসু ধম্মেসু ৰিনেয্য ছন্দং, ভিকখু সতিমা সুৰিমুত্তচিত্তো।
> কালেন সো সম্মা ধম্মং পরিৰীমংসমানো,
> একোদিভূতো ৰিহনে তমং সো''॥ [ইতি ভগৰাতি]

[সারিপুত্র সূত্র বর্ণনা ষোলতম]

[অষ্টক-বর্গে ষোলটি সূত্র বর্ণনা সমাপ্ত]

[মহানির্দেশ সমাপ্ত]

খুদ্দকনিকায়ে

চূলনির্দেশ

অনুবাদকমণ্ডলী

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি মহাস্থবির
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু
শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

খুদ্দকনিকায়ে চূলনির্দেশ

অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি মহাস্থবির,
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদকমণ্ডলী
প্রথম প্রকাশ : ২৫৫৮ বুদ্ধবর্ষ, ৮ জানুয়ারি, ২০১৫
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : ভদন্ত সম্বোধি ভিক্ষু,
ভদন্ত বিপুলানন্দ ভিক্ষু ও মিস দীপ্তি চাকমা (কন্তি)

Khuddaka Nikaye CULANIRDESH

Translated by Ven. Indragupta Bhikkhu, Ven. Purnajyoti
Bhikkhu, Ven. Ajit Bhikkhu & Ven. Sivak Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

উৎসর্গ

ভারত-বাংলা এই উপমহাদেশে যিনি মৌলিক বুদ্ধধর্মকে পুনর্জাগরণ করেছেন, স্বীয় অন্তর-জগৎকে লোকোত্তর জ্ঞানে প্রোজ্জ্বল করে এতদঞ্চলের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অনন্য হৃদ্‌স্পন্দন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন এবং অভাবিতপূর্ব ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন; যাঁর জ্ঞান-মহিমায় ও শাসন-হিতৈষী চিন্তা-চেতনায় গোটা পার্বত্যাঞ্চলে বুদ্ধধর্মের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, সেই চির অম্লান জ্ঞানশশী, জগদ্দুর্লভ অর্হৎ, আমাদের পরম কল্যাণমিত্র ও আলোকবর্তিকা সর্বজনপূজ্য ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের প্রতি অপ্রমেয় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রেখে গুরুপূজাস্বরূপ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হলো।

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে চূলনির্দেশ

পারায়ণ-বর্গ

পারায়ণ-বর্গ বর্ণনা (নির্দেশ)

প্রকাশকের নিবেদন

বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম হলো 'ত্রিপিটক'। 'ত্রিপিটক' পালি ভাষায় রচিত। প্রায় শতাধিক বছর আগে থেকে মহান বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিরাটকায় পবিত্র ত্রিপিটকের অধিকাংশ বই বাংলায় অনূদিত হলেও গুটিকয় বই এখনো বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়নি।

পূর্বে অনূদিত বইগুলো পুনঃপ্রকাশসহ যে বইগুলো অনূদিত হয়নি সেগুলো অনুবাদ করে প্রকাশ করাই আমাদের মহান লক্ষ্য। আমরা সেই লক্ষ্যের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি। সূত্রপিটকের অন্তর্গত *খুদ্দকনিকায়ে চূলনির্দেশ* বইটির অনুবাদ ও প্রকাশ সেই প্রচেষ্টারই সর্বশেষ ফসল। বইটি অনুবাদ করেছেন যৌথভাবে পরম শ্রদ্ধাভাজন ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু ও ভদন্ত সীবক ভিক্ষু। *চূলনির্দেশ* বইটি ইতিপূর্বে বাংলায় অনূদিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। উপরোক্ত ভদন্ত চতুষ্টয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষীদের উপহার দেওয়ায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সকল সদস্য-সদস্যাদের পক্ষ থেকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

বই প্রকাশ করতে গেলে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটির সকল সদস্য-সদস্যাবৃন্দ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত দুই বছর যাবত পরম আগ্রহের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাসিক কিস্তিতে শ্রদ্ধাদান দিয়ে আমাদের অর্থসহায়তা করে চলেছেন। তাই আমি সকল সদস্য-সদস্যাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যারা সহায়তার হাতটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলকেও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, বুদ্ধ তথাগতের মহান উপদেশবাণী সম্বলিত *খুদ্দকনিকায়ে চূলনির্দেশ* বইটি পড়ে মুক্তিপিয়াসী ধর্মপ্রাণ মানুষদের মানস উদ্যানে জ্ঞানের ফুল ফুটাতে সহায় হোক, এই কামনা করি। তাতেই কেবল আমাদের সার্বিক প্রয়াস সফল ও সার্থক হবে।

বিনীত
মধু মঙ্গল চাকমা
সভাপতি
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ভূমিকা

'ত্রিপিটক' হলো ভগবান বুদ্ধের ৪৫ বছরব্যাপী দেশিত অমৃতময় বাণীর সংকলন বা সংকলনের আধার। এ ত্রিপিকের মূল ভাষা পালি। বুদ্ধ তাঁর ধর্মদর্শন প্রচারের জন্য সমগ্র উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি রাজা-মহারাজা হতে শুরু করে দীন-দরিদ্র তথা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র-নির্বিশেষে সবার মাঝে সদ্ধর্মের বাণী বিলিয়ে দেন। অজস্র দেব-মানব তাঁর শরণাগত হন। এই অজস্র মানুষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে সর্বজন বোধ্যতার তাগিদে পালি ভাষায় ধর্মদেশনা প্রদান করেন বুদ্ধ। অন্যদিকে, বুদ্ধের দেশিত বাণী শুনে মুক্তিকামী জনতার মাঝে প্রব্রজ্যা গ্রহণের হিড়িক পড়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে বিহার, সংঘারাম। এসব বিহার, সংঘারাম একদিকে অসংখ্য ভিক্ষু-শ্রামণের আবাসস্থল, অন্যদিকে হাজার হাজার নর-নারীর মিলনকেন্দ্র হিসেবে রূপ ধারণ করে। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা ও ধর্মালোচনা চলে সমানতালে। আর সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয় পালিকে। এভাবে পালি ভাষা প্রচলনের প্রসারও ঘটে অনিবার্যরূপে। বলা বাহুল্য, তখন পালি ছিল সর্বজনবোধ্য একটি ভাষা। বুদ্ধের ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে এই পালি ভাষার ইতিহাস সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে।

ত্রিপিটকের সর্বাধিক প্রকাশপ্রাপ্ত অংশ সূত্রপিটক। উপস্থাপনা ও বক্তব্যের সারল্যতা, তত্ত্বের দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি প্রাণস্পর্শী আবেদনে ভরপুর এ ত্রিপিটক। ফলত সূত্রপিটক যেকোনো জনকে সহজে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। পাঁচ ভাগে বিভক্ত সূত্রপিটকটি; যথা : ১) দীর্ঘনিকায়, ২) মধ্যমনিকায়, ৩) সংযুক্তনিকায়, ৪) অঙ্গুত্তরনিকায়, ৫) খুদ্দকনিকায়। এই নিকায়সমূহ প্রত্যেকটি কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। তবে খুদ্দকনিকায়ের বিস্তৃতি সর্বোচ্চ। এই খুদ্দকনিকায় ১৯ খণ্ডে বিভক্ত।

"চূলনির্দেশ" সূত্রপিটকস্থ খুদ্দকনিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থ। বলে রাখা দরকার, গ্রন্থটি মৌলিক তত্ত্বের গ্রন্থ নয়; নয় সরাসরি (মূল গাথা ব্যতীত) ভগবান বুদ্ধের ভাষিত উপদেশও। বুদ্ধভাষিত *সুত্তনিপাত* গ্রন্থের পরায়ণ-বর্গ ও খড়গবিষাণ সূত্রের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে এ গ্রন্থে। এসব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন ধর্মসেনাপতি, অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র স্থবির।

ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থ হতে এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার ধরণ একটু ভিন্ন। এখানে তত্ত্বের উপস্থাপন নয়, তত্ত্বের ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। বলা চলে, এটি *সুত্তনিপাতের* পরায়ণ-বর্গ ও খড়গবিষাণ সূত্রের টীকা গ্রন্থ। অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে এই *চূলনির্দেশ* তথা নির্দেশ গ্রন্থ হতেই মূল ত্রিপিটকের অর্থকথা, টীকা বা ভাষ্য রচনার সূচনা হয়। আর এই গ্রন্থের শব্দ তালিকা পরবর্তীকালের কোষ গ্রন্থগুলোর ভিত্তি।

উল্লেখ্য যে, *চূলনির্দেশ* গ্রন্থের বিষয়বস্তু *সুত্তনিপাতের* পরায়ণ-বর্গ ও খড়গবিষাণ সূত্র। পরায়ণ-বর্গে রয়েছে : বত্থু বা বিষয়-গাথা, অজিত মানব-প্রশ্ন, তিষ্যমেত্তেয়্য মানব-প্রশ্ন, পুন্নক মানব-প্রশ্ন, মেত্তগূ মানব-প্রশ্ন, ধোতক মানব-প্রশ্ন, উপসীব মানব-প্রশ্ন, নন্দ মানব-প্রশ্ন, হেমক মানব-প্রশ্ন, তোদেয়্য মানব-প্রশ্ন, কপ্প মানব-প্রশ্ন, জতুকন্নী মানব-প্রশ্ন, ভদ্রাবুধ মানব-প্রশ্ন, উদয় মানব-প্রশ্ন, পোসাল মানব-প্রশ্ন, মোঘরাজ মানব-প্রশ্ন, পিঙ্গিয় মানব-প্রশ্ন, পারায়ণ উৎপত্তি গাথা, পারায়ণানুগীতি গাথা। প্রথমে গাথাগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে পরে প্রতিটি গাথার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং আভিধানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ বোধগম্য করতে ত্রিপিটকের অন্য গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে চমৎকারভাবে। বিষয়-গাথায় বলা হয়েছে : বাবরী ব্রাহ্মণ অলকের পার্শ্ববর্তী অস্সকের রাজ্যে বাস করতেন। তিনি গোধাবরীকুলে ভিক্ষা করে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। একদিন অন্য একজন ব্রাহ্মণ তার কাছে এসে পাঁচশত মুদ্রা যাচঞা করল। বারবী ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার যা কিছু দান করার ছিল, সবই দান দেওয়া হয়েছে। হে ব্রাহ্মণ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে পাঁচশত মুদ্রা নেই।" অমনি সেই ব্রাহ্মণ বারবীকে অভিশাপ দেয়। বলে, "আমি যাচক, যদি আমার ন্যায় যাচঞাকারীর ইচ্ছা পূরণ না কর, তাহলে সাত দিনে তোমার মস্তক সাতভাগে বিভক্ত হোক।" এ অভিশাপবাক্য শুনে বারবী অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। মনঃকষ্ট ও অনাহারে তার দেহ শুষ্ক হলো। এমতাবস্থায় মঙ্গলকামী এক দেবতা বারবীর কাছে উপস্থিত হলেন। আর ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান, গুণের প্রশংসা করে বুদ্ধের দর্শন করতে পরামর্শ দিলেন। বারবী তার ১৬জন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বুদ্ধের কাছে প্রেরণ করেন। শিষ্যগণ বুদ্ধকে প্রণাম করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। এরপর একে একে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন বিভিন্ন বিষয়ে। ভগবানও তাদের সেসব প্রশ্নে যথাযথ উত্তর প্রদান করে তাদের চিত্তে প্রসন্নতা উৎপাদন করে দেন।

অজিত মানব-প্রশ্ন : অজিত ভগবান বুদ্ধের কাছে জানতে চান, কী কারণে জগৎ আবরিত? কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? জগতের আবিলতা ও মহাভয় কী রকম? বুদ্ধ উত্তরে বলেন, জগৎ অবিদ্যার কারণে আবরিত; মাৎসর্য, প্রমাদের কারণে দীপ্তিমান হয় না। তৃষ্ণা জগতের আবিলতা, দুঃখই ইহার মহাভয়। অজিতমানব আরও জানতে চান, স্রোতসমূহের নিবারণ কী? স্রোতসমূহের সংবর কী? কিভাবে স্রোতসমূহ বন্ধ হয়? বুদ্ধের উত্তর, এ জগতে যেই স্রোত বিদ্যমান, স্মৃতিই তার নীবরণ, সংবরণ। প্রজ্ঞা দ্বারা এ স্রোত রুদ্ধ হয়। অতঃপর অজিত জানতে চান, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নামরূপ এগুলো কিভাবে ধ্বংস হয়? এর উত্তরে বুদ্ধ বলেন, যেভাবে নামরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হয়, তা হলো : বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ ধ্বংস হয়। অজিত সর্বশেষে বলেন, এ জগতে যারা সঙ্খাতধর্মী, শৈক্ষ্য; হে জ্ঞানী, তাঁদের জীবনাচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি? অজিতের এ প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধ এভাবে দেন, তারা কামে নির্লিপ্ত, অনাবিল মন, সর্বধর্মে দক্ষ (কুশল) এবং স্মৃতিমান হয়ে বিচরণ করেন।

তিষ্যমেত্তেয়্য মানব-প্রশ্ন : তিষ্যমেত্তেয়্য মানব ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন, কে এই জগতে সন্তুষ্ট? কে চঞ্চলতাহীন? কে প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে উভয়-অন্ত-মধ্যে লিপ্ত হন না? আপনি কাকে মহাপুরুষ বলেন? এই জগতে কে লোভাতীত? বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বলেন, যিনি কামত্যাগে ব্রহ্মচর্যবান, বীততৃষ্ণ, সদা স্মৃতিমান, সেই জ্ঞানী শান্ত ভিক্ষু চঞ্চলাহীন। প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে যিনি উভয় অন্ত এবং মধ্যে লিপ্ত হন না, তিনি ইহলোক লোভাতীত; তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলি।

পুন্নক মানব-প্রশ্ন : পুন্নক মানব-প্রশ্ন বুদ্ধের কাছে জানতে চান, কীসের আকাঙ্ক্ষায় এ জগতে ঋষি, মানুষ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন? বুদ্ধ বলেন, ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এ জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তারা জরায় আশ্রিত হয়ে এখানে (কামভব ও রূপভবে) জন্ম লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন। পুন্নক আরও জানতে চান, তারা কি যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত হয়ে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন? এর উত্তরে বুদ্ধ বলেন, যারা আশা করে, প্রশংসা করে, বাসনা করে, ত্যাগ করে এবং লাভের নিমিত্তে কামে অনুরক্ত হয়ে যজ্ঞানুরক্ত, ভবরাগানুরক্ত হয়; তারা জন্ম ও জরা অতিক্রম করতে অক্ষম। এবার পুন্নক জানতে চান, যদি এই সকল যজ্ঞানুরক্ত ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা জাতি, জরা উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে দেব-

মনুষ্যলোকে কে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন? বুদ্ধ—জগতে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে যিনি যেকোনো স্থানে বিচলিত হন না; সেই শান্ত, প্রশান্ত, ক্লেশমুক্ত, বীততৃষ্ণ ব্যক্তি জাতি ও জরা অতিক্রম করেন।

মেত্তগূ মানব-প্রশ্ন : ভগবান বুদ্ধকে মেত্তগূ মানব-প্রশ্ন করে বলেন, হে ভগবান, আমি আপনাকে ভাবিত, বেদগূ বা পারদর্শী মনে করি। এ জগতে যে সমস্ত দুঃখ বিদ্যমান তা কোথা হতে উৎপন্ন হয়? উত্তরে বুদ্ধ জানান, উপধি হতে জগতে সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়। মেত্তগূর অপর প্রশ্ন হলো, জ্ঞানীগণ কিভাবে ওঘ, জন্ম, জরা, শোক, বিলাপ অতিক্রম করেন? বুদ্ধ : স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করে তৃষ্ণাকে জয় করা সম্ভব।

ধোতক মানব-প্রশ্ন : ধোতক মানব ভগবান বুদ্ধকে বলেন, হে সর্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার করছি। আপনি আমাকে সংশয় হতে মুক্ত করুন। উত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে ধোতক, এ জগতে যে সংশয়যুক্ত, আমি তাকে মুক্ত করতে পারব না। তুমি শ্রেষ্ঠধর্মকে জ্ঞাত হও, এভাবে এই ওঘ উত্তীর্ণ হবে। ধোতক বুদ্ধকে আরও বলেন, আমাকে বিবেকধর্ম নির্বাণ শিক্ষা দিন। তা জ্ঞাত হয়ে আমি যেন আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন হয়ে এ জগতে শান্ত, অনাসক্তভাবে অবস্থান করতে পারি। বুদ্ধ : হে ধোতক, জগতে যে শান্তি তা দৃষ্টধর্মে, জনশ্রুতিমূলক নহে। সেই শান্তি তোমাকে প্রকাশ করব। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান কর। ধোতক, তুমি ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য সম্বন্ধে যা কিছু জান, তা জগতের বন্ধনরূপে জ্ঞাত হয়ে ভবাভবে তৃষ্ণা উৎপন্ন করো না।

উপসীব মানব-প্রশ্ন : এখানে উপসীব বুদ্ধকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। উপসীবের প্রথম প্রশ্ন : হে শাক্যমুনি, আমি একাকী সহায়হীন হয়ে মহোঘ অতিক্রম করতে অসমর্থ। যে আরম্মণের সাহায্যে আমি এই ওঘ অতিক্রম করতে পারি তা প্রকাশ করুন। বুদ্ধ বলেন, হে উপসীব, অকিঞ্চন দর্শন করে স্মৃতিমান হয়ে "কিছুই নেই"-তে নিশ্রিত হয়ে ওঘ অতিক্রম কর। কাম ত্যাগ করে, সন্দেহ দূর করে দিন-রাত তৃষ্ণাক্ষয়ে মনোযোগ দাও। দ্বিতীয় প্রশ্ন : সব কামে যিনি বীতরাগ, (অপর সব ত্যাগ করে) অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞাবিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি কী গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন? বুদ্ধ : সব কামে যিনি বীতরাগ, অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞাবিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি গতিহীন হয়ে তথায় অবস্থান করেন। উপসীবের অপর প্রশ্ন : হে সর্বদর্শী, তিনি যদি বহু বছর তথায় গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে কি

তিনি সেখানেই শান্ত, বিমুক্ত হন? তাদৃশজনের কি বিজ্ঞান ধ্বংস হয়? উত্তরে বুদ্ধ বলেন, বায়ুবেগে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা যেভাবে নিভে যায়, অস্তিত্বহীন হয়; ঠিক সেভাবেই নাম ও কায়বিমুক্ত মুনি নির্বাপিত হন, অস্তিত্বহীন হন। উপসীব আরও জানতে চান, তিনি অন্তর্ধান হন বা তাঁর অস্তিত্ব থাকে না, অথবা চিরদিনের জন্য আরোগ। হে মুনি, আমার নিকট উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন, কারণ এই ধর্ম আপনার সুবিদিত। বুদ্ধ : যিনি অন্তর্ধান হন; তিনি অসংজ্ঞেয়। তাঁকে বলার মতো কিছুই থাকে না, তার সর্বধর্ম প্রহীন এবং তিনি সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

নন্দ মানব-প্রশ্ন : নন্দ মানব বুদ্ধের নিকট প্রশ্ন করেন, জগতে নানা ধরনের মুনি বিদ্যমান, মানুষেরা এরূপ বলে থাকেন এবং তারা জ্ঞানসম্পন্ন, নানাভাবে জীবন যাপন করেন। তারা কি সত্যিকারে মুনি? বুদ্ধ বলেন, ইহলোকে দৃষ্টি, শ্রুতি এবং জ্ঞান দ্বারা মুনিকে দক্ষ বলা যায় না। যিনি মারসেনা পরাজয় করেন, দুঃখহীন ও অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করেন, তাঁকে আমি মুনি বলি। নন্দমানবের অপর প্রশ্ন হলো : যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, তারা দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকারে শুদ্ধি বলে থাকেন। তারা কি তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করতে পারেন? বুদ্ধের উত্তর : যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন, তারা দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা এবং নানা উপায়ে শুদ্ধি বলে থাকেন। তারা তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করেননি বলে আমি বলি। নন্দ : যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং অন্য অনেক প্রকারে শুদ্ধি লাভ হয় বলেন; যদি আপনি বলে থাকেন যে, তারা ওঘ উত্তীর্ণ হয়নি। তাহলে দেব-মনুষ্যলোকে কে জাতি-জরা অতিক্রম করেন? বুদ্ধ : সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জাতি-জরায় আবৃত আমি এরূপ বলি না। যারা এ জগতে দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকার (শুদ্ধি লাভের উদ্দেশে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন) পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসব হয়েছেন; আমি তাদেরকে ওঘ উত্তীর্ণ নর বলি।

হেমক মানব-প্রশ্ন : এখানে ভগবান বুদ্ধের নিকট হেমক মানবের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলো আলোচিত হয়েছে সবিস্তারে। হেমক : আগে আমাকে বলা হয়েছিল, "পূর্বে এরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবে"। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে। আমি সেসব অভিনন্দন করি না। হে তৃষ্ণাধ্বংসকারী মুনি, আমাকে সেই ধর্ম ভাষণ করুন, যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারি।

বুদ্ধ : হে হেমক, জগতে দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত বা চিন্তিত প্রিয়রূপসমূহে যে ছন্দরাগ, তা ধ্বংস করলে অচ্যুত নির্বাণপদ লাভ করা যায়। এটা জেনে যেসব স্মৃতিমান দৃষ্টধর্মে অভিনিবৃত্ত হন তাঁরা সর্বদা উপশান্ত এবং জগতে (সমস্ত) তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন।

তোদেয্য মানব-প্রশ্ন : তোদেয্য মানব বুদ্ধের কাছে জানতে চান, যিনি কামের বশবর্তী হন না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর বিমোক্ষ কিদৃশ? উত্তরে বুদ্ধ বলেন, যিনি কামের বশবর্তী হন না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর বিমোক্ষ কিদৃশ? এবার তোদেয্য জানতে চান, তিনি আসক্তিযুক্ত নাকি আসক্তিমুক্ত? তিনি প্রজ্ঞাবান নাকি প্রজ্ঞাকম্পী? হে সর্বদর্শী, তা ব্যাখ্যা করুন। বুদ্ধ : তিনি আসক্তিমুক্ত, আসক্তিযুক্ত নহেন। তিনি প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাকম্পী নহেন। হে তোদেয্য, মুনিকে এরূপই জান। তিনি অকিঞ্চন, কামভবে অনাসক্ত।

কপ্প মানব-প্রশ্ন : এখানে কপ্পমানব যেসব প্রশ্ন বুদ্ধের কাছে জানতে চেয়েছেন, সেসবই আলোচনা করা হয়েছে। কপ্প মানব : সংসারে (জন্ম নিলে) ওঘ, মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে প্রভু, এমন কোনো দ্বীপ আছে কি যে দ্বীপের আশ্রয়ে থাকলে আর কোথাও পুনরাগমন হয় না? বুদ্ধ : হে কপ্প, সংসারের মধ্যে ওঘে মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। আকিঞ্চন (বা শূন্য) ও আসক্তিমুক্ত উত্তম দ্বীপ, ওই স্থানে জন্ম-মৃত্যুর নাশ হয়। আমি তাকে নির্বাণ বলি। ইহা জ্ঞাত হয়ে যাঁরা স্মৃতিমান এবং দৃষ্টধর্মে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত, তাঁরা মারের অনুগত ও আদেশবাহী হন না।

জতুকন্নী মানব-প্রশ্ন : জতুকন্নী মানব ভগবান বুদ্ধকে বলেন, হে ভগবান, সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানে আমাকে শান্তিপদ অমৃত নির্বাণ সম্বন্ধে বলুন। তেজবান সূর্য যেরূপ তেজ দ্বারা পৃথিবীকে অভিভূত বা আলোকিত করে, সেরূপ ভগবানও কামসমূহ পরাজয় করে অবস্থান করেন। হে মহাজ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, আমাকে উপদেশ দিন, আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ইহলোকে জন্ম-জরা উপশম করতে পারি। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে জতুকন্নী, কামসমূহের প্রতি আসক্তি দমন কর, নৈষ্ক্রম্যকে শরণরূপে দর্শন কর, যাতে তোমার গ্রহণ কিংবা বর্জন (লোভ-দ্বেষ-মোহ) কিছুই না থাকে। যা অতীত তা পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে যেন কিছুই না থাকে। বর্তমান সংস্কারকে গ্রহণ বা আসক্তি না করে উপশান্ত হয়ে অবস্থান কর। সমস্ত নাম-রূপের প্রতি বীততৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। অর্হতের আসব নেই, যা দ্বারা মৃত্যুর অধীন হয়।

ভদ্রাবুধ মানব-প্রশ্ন : ভদ্রাবুধ মানব সশ্রদ্ধচিত্তে বুদ্ধের উদ্দেশে বলেন, হে বীর, জনপদসমূহ হতে বহু লোক আপনার দেশনা শ্রবণ করার অভিলাষে একত্রিত হয়েছেন। তাদেরকে আপনি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন। যাতে করে তারা এ ধর্ম সুবিদিত হয়। বুদ্ধ : সকল তৃষ্ণোপাদান দমন করবে—ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্যেও। এ জগতে মানুষ যা কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করে, তদ্‌দ্বারাই মার মানুষকে অনুসরণ করে। অতএব, ইহা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান ভিক্ষু মৃত্যুর অধীন, আবদ্ধ এবং উপাদানে নিবিষ্ট মানুষকে দেখে সর্বলোকে, কোনো কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করবে না।

উদয় মানব-প্রশ্ন : ভগবান বুদ্ধের নিকট উদয় মানবের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ এখানে আলোচিত হয়েছে। উদয় মানব : ধ্যানী ও বিরজ হয়ে আসীন, কৃতকৃত্য, অনাসব, সকল ধর্মে পারদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। যাতে অবিদ্যা ধ্বংস হয়, তজ্জন্য জ্ঞানবিমোক্ষ প্রকাশ করুন। উত্তরে বুদ্ধ বলেন, কামচ্ছন্দ ও দৌর্মনস্য এ উভয়ের প্রহীন, জড়তার দূরীকরণ, কৌকৃত্যের নিবারণ (এটাই জ্ঞানবিমোক্ষ)। উপেক্ষা, স্মৃতি সংশুদ্ধ, সৎ চিন্তায় পরিচালনা, অবিদ্যা ধ্বংসকে জ্ঞানবিমোক্ষ বলি। এবার উদয় জানতে চান, লোকের সংযোজন কী? তার বিচরণ কী? কীসের প্রহীনে নির্বাণ বলা হয়? বুদ্ধ : নন্দি লোকের সংযোজন। বিতর্ক তার বিচরণ। তৃষ্ণার প্রহীনকে নির্বাণ বলা হয়। উদয় : সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর কীভাবে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়? এ সম্পর্কে ভগবানের নিকট জানতে চাই। বুদ্ধ : সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারী অধ্যাত্মে ও বাহ্যে বেদনাকে অভিনন্দন করেন না। এভাবে তার বিজ্ঞান নিরোধ হয়।

পোসাল মানব-প্রশ্ন : পোসালমানব ভগবান বুদ্ধের কাছে যে-বিষয় জানতে এখানে তা আলোচিত হয়েছে। পোসালমানব জানতে চান, রূপসংজ্ঞা ধ্বংসকারী, সর্বকায় প্রহীন এবং 'অধ্যাত্ম ও বাহ্যে কিছুই নেই' এরূপ দর্শনকারীর জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি; তিনি কীভাবে পরিচালিত হন? উত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে পোসাল, তথাগত বিজ্ঞান-স্থিতিসমূহ জানেন, সত্ত্বগণের গতি, বিমুক্ত এবং তৎপরায়ণ সত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি জানেন। এইরূপে আকিঞ্চনায়তন ধ্যানের উৎপত্তি, নন্দী-সংযোজন জ্ঞাত হয়। এভাবে অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে তা বিশেষভাবে দর্শন করে, এটাই তার যথার্থ জ্ঞান, যা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই বশীভূত।

মোঘরাজ মানব-প্রশ্ন : ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে মোঘরাজ মানব বলেন, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক ও দেবলোকে যশস্বী গৌতমের দৃষ্টি সম্বন্ধে

কেউ-ই যথার্থরূপে জানে না। শ্রেষ্ঠ দর্শনকারী ভগবানের নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। জগৎকে কিরূপে দর্শন করলে মৃত্যুরাজকে দেখতে পায় না? এর উত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে মেঘরাজ, সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে জগৎকে শূন্যরূপে অবলোকন কর। আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করে মৃত্যু উত্তীর্ণ হবে। যিনি এরূপে জগতকে দর্শন করে, তাঁকে মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না।

পিঙ্গিয় মানব-প্রশ্ন : এখানে ভগবান বুদ্ধের কাছে পিঙ্গিয় মানবকর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। পিঙ্গিয়মানব বুদ্ধকে বলেন, আমি জীর্ণ (বৃদ্ধ), বলহীন ও বিবর্ণ হয়েছি। আমার চক্ষু অস্বচ্ছ, শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। যাতে আমাকে মূঢ় অবস্থায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে না হয়, সেরূপ ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। যা জ্ঞাত হয়ে আমি এ জগতে জাতি-জরার প্রহীন সম্বন্ধে জানতে পারি। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলেন, হে পিঙ্গিয়, রূপে উপদ্রব, উৎপীড়ন দেখেও জনগণ রূপে প্রমত্ত। তাই তুমি অপ্রমত্ত হয়ে পুনর্জন্মের নিবারণার্থে রূপ ত্যাগ কর। এবার পিঙ্গিয় বলেন, চারদিক, চারবিদিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ, এই দশ দিক; তাতে আপনার অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুমিত, অজ্ঞাত কিছুই নেই। আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমি এ জগতে জন্ম-জরার প্রহীন সম্পর্কে জানতে পারি। বুদ্ধ : হে পিঙ্গিয়, তৃষ্ণানিপন্ন, জরাভিভূত, সন্তপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে তুমি অপ্রমত্ত হও এবং পুনর্জন্মের নিবারণার্থে তৃষ্ণা পরিহার কর।

খড়গবিষাণ সূত্র : এখানে (দুর্জনের সান্নিধ্য ত্যাগ করে) একাকী অবস্থান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, জীবন চলার পথে নিজের চেয়ে জ্ঞানী, সাধুবিহারী ও ধীর ব্যক্তিকে সহচর বেচে নিতে হবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সান্নিধ্য না মিললে সমজ্ঞানীকে বেচে নেওয়া কর্তব্য। এমন বন্ধু পাওয়া না গেলে একাকী বিচরণ করাই শ্রেয়। কখনো নিজের চেয়ে হীন বা দুর্জন ব্যক্তিকে সহচর হিসেবে বেচে নিবে না। দুর্জনের সাথে বাস করলে বহু প্রকার বাদ-বিসম্বাদ, সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ দুর্জনেরা শুধু নিজেরাই কুপথে চালিত হয় না, অপরকেও সেপথে চালনা করে। এরা পূতিমৎস্য সদৃশ। কোনো পত্র-তৃণ দ্বারা পূতিমৎস্য আবৃত করলে যেমন উহা পূতিগন্ধময় হয়ে যায়, সর্বত্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি দুর্জনের সংসর্গে সুজন ব্যক্তিও নিন্দার পাত্র হয়। অন্যদিকে দুর্জনের চরিত্র বিচিত্রও বটে। তারা (কোনো কারণে) সুহৃদ হলেও মুহূর্তেই শত্রু হয়ে যায়। হিতোপদেশ দিলে তারা কুপিত হয় এবং হিতকর কার্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের

মত পোষণ না করলে তারা অতীব ক্ষুব্ধ হয়। এরা বড়ই স্বার্থপর। পরের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সুখ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তারা অবিবেচক, আত্মাভিমানী, ক্রোধী, উদ্ধত্যপরায়ণ ও কুপরামর্শদানে পটু। যেক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হবার কথা, সেক্ষেত্রে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। উচিত কথা বললে অকথ্য ভাষায় গালি-ভর্ৎসনা করে। বিনয়-সৌজন্য প্রদর্শনে তারা বিমুখ। কাজেই দুর্জন ব্যক্তির সংসর্গ পরিত্যাজ্য। তাদের সংসর্গে দুঃখের সৃষ্টি হয়, আনন্দ উৎপন্ন হবার কোনো কারণই হতে পারে না। সুতরাং দুর্জন হতে দূরে সরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সর্বমোট ৪১টি গাথা রয়েছে খড়গবিষাণ সূত্রে। এখানে জ্ঞানী সহচর বিহনে একাকী অবস্থান করার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি গাথায় একাকী অবস্থান বা বিচরণ করার উপদেশ রয়েছে। আর বহুজন একত্রে বাস করার দোষগুলো তুলে ধরা হয়েছে চমৎকার উদাহরণের মাধ্যমে। এসব উদাহরণগুলো যে-কেউর হৃদয়ে দাগ কাটে সহজে। সূত্রে উল্লিখিত কয়েকটি উপদেশ তুলে ধরা হলো। যেমন : যদি জ্ঞানী বন্ধু, সাধুবিহারী ও ধীরকে সহচর হিসেবে লাভ না কর, তাহলে রাজার বিজিত রাষ্ট্রকে ত্যাগ করার মতন খড়গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর। স্বর্ণকার-পুত্র কর্তৃক সুনির্মিত প্রভাস্বর স্বর্ণালংকার এক হাতে দু-খানি পরিধান করলে সংঘর্ষিত হয়, ইহা দেখে খড়গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। সংসর্গ হতে স্নেহ উৎপন্ন হয়, স্নেহ হতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। তাই এই স্নেহজ আদীনব দর্শন করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর। সঙ্গপ্রিয়তা অস্থান, যাঁর সংস্পর্শে সাময়িক বিমুক্তিমাত্র লাভ হয়। তাই আদিত্যবন্ধুর উপদেশ ধারণ করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর। যে স্ত্রী-পুত্রে আসক্ত, অভিলাষী, সেই সুবিশাল বাঁশের সদৃশ। তাই কচি বাঁশের ন্যায় অসংলগ্ন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। পাপীবন্ধু পরিত্যাগ কর, মিথ্যাদৃষ্টিদর্শী দুশ্চরিতে নিবিষ্ট। আসক্তিতে ও প্রমত্ততায় নিজে অভ্যস্ত না হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। বন্ধুদের সাথে ক্রীড়া করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়, পুত্রগণের প্রতি বিপুল স্নেহ উৎপন্ন হয়, প্রিয় বিচ্ছেদে বীততৃষ্ণ (ঘৃণাকারী) হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। জলে বিচরণরত মৎস্য যেমন জাল ভেদ করে পুনরায় জালের মধ্যে এবং অগ্নি দগ্ধস্থানে প্রত্যাবর্তন করে না; তেমনি সকল সংযোজন ধ্বংস করে খড়গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর। সংযতচক্ষু, পদ বা ভ্রমণ অলোলুপ ও ইন্দ্রিয়সমূহে সুরক্ষিত, অনাসক্ত এবং মনস্তাপহীন হয়ে খড়গবিষাণের ন্যায়

একাকী বিচরণ কর। লোলুপতাহীন, প্রবঞ্চনাহীন, পিপাসাহীন, ম্রক্ষহীন, দোষমুক্ত, মোহমুক্ত এবং সকল লোকে আসক্তিহীন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। পত্রহীন পারিজাত বৃক্ষের ন্যায় গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে কাষায়বস্ত্র পরিধান করে গৃহ হতে নিষ্ক্রমণপূর্বক খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর। চিত্তের পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করে, সমস্ত উপক্লেশ বর্জন করে, স্নেহ, দ্বেষে অনিশ্রিত হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। পরমার্থ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য, অলীন চিত্তসম্পন্ন (কলুষমুক্ত চিত্তসম্পন্ন), কঠোর উদ্যোগী, দৃঢ়, পরাক্রমী হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর। নির্জনে ধ্যান-সাধনায় রত, সর্বদা ধর্মে ধর্মানুচারী এবং ভবে আদীনব জ্ঞাত হয়ে, খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। মৃগ যেমন অরণ্যে বন্ধনমুক্ত অবস্থায় আহারের নিমিত্তে যথেচ্ছা গমন করে; তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বাধীন দর্শন করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। সিংহ যেমন কোনো শব্দে বিচলিত হয় না, বাতাস যেমন জালে আবদ্ধ হয় না, পদ্মফুল যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। রাগ, দ্বেষ, মোহ ও সংযোজন ত্যাগ ধ্বংস করে মৃত্যুতে নির্ভীক হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

খড়্গবিষাণ সূত্রে গাথাগুলো পচ্চেক বুদ্ধের উপদেশ বলে কথিত। পচ্চেক বুদ্ধগণ একেক সময় একেক অবস্থাতে একেকটি উপদেশ দিয়ে থাকেন। তজ্জন্য তাঁদের উপদেশ সাধারণত স্বতন্ত্রই হয়। একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক থাকে না। পচ্চেক বুদ্ধের উপদেশ নিয়ে যেসব সূত্র ত্রিপিটক গ্রন্থে পাওয়া যায় এগুলোর মধ্যে খড়্গবিষাণ সূত্র উল্লেখযোগ্য। পচ্চেক বুদ্ধের জীবন ও উপদেশ সম্পর্কে ইহার চেয়ে দীর্ঘতম সূত্র নেই। এখানে প্রত্যেক বুদ্ধের জীবনেতিহাস, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এগার নম্বর গাথা ব্যতীত সমস্ত গাথাই "খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর" বলে সমাপ্ত হয়েছে। পুরো সূত্রেই একাকী জীবন যাপনের মাহাত্ম্য অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে, সংঘ বা জনসঙ্গ-জীবন ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে অবস্থান করা কর্তব্য বহুল। এরূপ জীবনে আবদ্ধ থাকলে বহূ অনর্থ সংগতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। নানাভাবে সম্যক জীবন যাপনে বাধা সৃষ্টি হয়। বড় বাঁশ যেমন বাঁশঝোপে সংযুক্ত থাকে, তেমনি মানুষ সঙ্গজীবনে জড়িয়ে পড়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ কারণে সঙ্গজীবন পরিত্যাজ্য এবং আকাশের মতো উন্মুক্ত বৈরাগ্যজীবন সংসারদুঃখ অতিক্রম করার উপযোগী। মোট কথা, খড়্গবিষাণ

সূত্রে সঙ্গজীবন ও একাকী জীবনের প্রভেদ এবং স্বাদ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, "চূলনির্দেশ" গ্রন্থটি মূলত বুদ্ধভাষিত *সুত্তনিপাত* গ্রন্থের পরায়ণ-বর্গ ও খড়গবিষাণ সূত্র-এর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ। এসব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন ধর্মসেনাপতি, অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র স্থবির। তাই আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমে সুত্তনিপাতের পরায়ণ-বর্গ ও খড়গবিষাণ সূত্রের গাথাগুলো বলা হয়েছে, পরে সেগুলোর বিস্তৃতিমূলক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গাথাসমূহের যথার্থ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করার্থে ক্ষেত্র-বিশেষে ত্রিপিটকের অন্যস্থান হতেও উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক উপদেশও দেওয়া হয়েছে। এ উপদেশের ভিত্তিতে স্কন্ধ (বা পঞ্চস্কন্ধ), আয়তন, ধাতু, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, মৈত্রীভাবনা, স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ প্রভৃতি গম্ভীর তত্ত্বমূলক আলোচনা ছাড়াও তিন প্রকার শিক্ষা, চারি প্রকার বন্ধু, চারি ওঘ, প্রমাদ, তৃষ্ণা, কাম, বিভিন্ন রোগের নাম, বিভিন্ন পশু-পাখির নাম, তৎকালীন বিভিন্ন প্রকার খেলার নাম এবং বিভিন্ন দুঃখ, ভয়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সবকিছু মিলে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় ও তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণসমূহ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অন্যদিকে একটি শব্দের প্রদত্ত বহু প্রতিশব্দ প্রদানের ধরণও সত্যিই চমৎকার।

প্রদত্ত প্রতিশব্দের কয়েকটা নমুনা দেওয়া হলো। যেমন : "লোক" শব্দের অর্থ করা হয়েছে নিরয়লোক, তির্যগ্লোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক, স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তনলোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মালোক।

অবিদ্যা—দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখসমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান, অপরান্তে অজ্ঞান, পূর্বান্তে-অপরান্তে অজ্ঞান, কারণযুক্ত প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মসমূহে অজ্ঞান, যা এরূপ অজ্ঞান, অদর্শন, অজ্ঞাত, অননুবোধ, অনুপলব্ধ, অপ্রতিবেধ, অবিচক্ষণতা, অভূতগম্য, অসমপেক্ষণ (বিচারাভাব), অপ্রত্যবেক্ষণ, অপ্রত্যবেক্ষণ কর্ম, অজ্ঞতা, মূর্খতা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যোঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, অবিদ্যার পূর্বসংস্কার বা অবিদ্যার প্রতি ঝোঁক, অবিদ্যাখিল, মোহ ও অকুশলমূল।

"ভগবান" শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে : রাগ (আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দ্বেষ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট

করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; প্রতিবন্ধক জয় করেছেন বলে ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রাজ্ঞ বলে ভগবান; গভীর অরণ্য, নির্জন শয়নাসন ও নীরব-নিস্তব্ধ, জনমানবশূন্য এবং মনুষ্য দ্বারা অনালোড়িত বিজনস্থান ভজনা বা উপভোগ করেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহার-সমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি-সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য, চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়াভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার জ্ঞানধর্মের (যা জানার জেনেছেন, যা দর্শন করার দর্শন করেছেন, চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত ও ব্রহ্মভূত—এই ছয় প্রকার ধর্ম) অধিকারী বলে ভগবান। এই 'ভগবান' নামটি মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সগোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। 'ভগবান' নামটি ভগবান বুদ্ধগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষসহ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ ও যথার্থ উপাধি; এভাবেই ভগবান।

প্রমাদের প্রতিশব্দ করা হয়েছে : কায়দুশ্চরিত্র, বাকদুশ্চরিত্র, মনোদুশ্চরিত্র, পঞ্চকামগুণে চিত্তকে সমর্পণ এবং সমর্পণের উপাদান, কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় সাক্ষাৎকরণ, অপ্রীতিকরণ, একাগ্রহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, আলস্যপরায়ণতা, ছন্দহীনতা, অনাদরতা, অননুশীলন, অবহুলীকরণ, অনধিষ্ঠান এবং অননুযোগ, এটাই প্রমাদ।

"তৃষ্ণা" সম্বন্ধে বলা হয়েছে : তৃষ্ণাকে বলা হয় লোভ। যা রাগ, সরাগ, অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী, নন্দিরাগ, চিত্তের সরাগ, ইচ্ছা, মূর্ছা, আসক্তি, অনুরাগ, লোভ, বিষয়ানুরাগ, মালিন্য, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মায়া, জননী, সঞ্জননী, লিপ্সা, বাসনা, তৃষ্ণা, স্পৃহা; যোগ, যোগসূত্র, প্রবৃত্তি, সহচর, প্রণিধি,

পুনর্জন্ম গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, বলবতী ইচ্ছা, প্রেম বা সম্বন্ধ, স্নেহ, আসক্তি, প্রতিবন্ধু, আশা, প্রত্যাশা, প্রবল তৃষ্ণা; রূপ-আশা, শব্দ-আশা, গন্ধ-আশা, রস-আশা, স্পর্শ-আশা, লাভ-বাসনা, ধন-বাসনা, পুত্র-বাসনা, জীবন-বাসনা, কামনা, বলবতী স্পৃহা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, লোলুপ, লোলুতা, প্রলুব্ধতা, প্রলোভনতা, আকুলতা; পাপকর্মে অনুরাগ, বিষম লোভ, তীব্র আসক্তি, প্রবলেচ্ছা, প্রার্থনা, অনুনয়, সানুনয়, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা (রূপ ব্রহ্মলোকের প্রতি আসক্তি), অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা (নিরুদ্ধ হবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা); রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা, ওঘ, যোগ, গন্থি, উপাদান, আবরণ, নীবরণ, আচ্ছাদন, বন্ধন, উপক্লেশ, অনুশয়, পূর্বসংস্কার বা পূর্বসংস্কারজনিত ঝোঁক, লতা, প্রবল বাসনা; দুঃখমূল, দুঃখনিদান, দুঃখপ্রভাব; মারফাঁদ, মারবড়শি, মারজগৎ, মারনিবাস, মারগোচর, মারবন্ধন এবং তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজল, তৃষ্ণারজ্জু, তৃষ্ণাসমুদ্র, অভিধ্যা, লোভ ও অকুশলমূল, এটাকে বলা হয় তৃষ্ণা।

'প্রজ্ঞা' যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিচার, প্রবিচার (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা), ধর্ম-বিচার, বিচক্ষণতা, পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, বুৎপত্তি, দক্ষতা, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞানময় চিন্তা, ধীশক্তি, প্রাজ্ঞতা, মেধা, পরিজ্ঞান, যথাভূত জ্ঞান, সম্প্রজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, পূর্ণজ্ঞান, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রসাদ, প্রজ্ঞালো, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদ্যোত, রশ্মি, প্রজ্ঞারতন, অমোহ, ধর্ম-বিবেচনা, সম্যকদৃষ্টি।

'কুশল' বা দক্ষ বলতে যাঁরা স্কন্ধ সম্বন্ধে দক্ষ, ধাতু সম্বন্ধে দক্ষ, আয়তন সম্বন্ধে দক্ষ, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে দক্ষ, স্মৃতিপ্রস্থান সম্বন্ধে দক্ষ, সম্যকপ্রধান সম্বন্ধে দক্ষ, ঋদ্ধিপাদ সম্বন্ধে দক্ষ, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দক্ষ, বল সম্বন্ধে দক্ষ, বোধ্যঙ্গ সম্বন্ধে দক্ষ, মার্গ সম্বন্ধে দক্ষ, ফল সম্বন্ধে দক্ষ, নির্বাণ সম্বন্ধে দক্ষ।

মনের প্রতিশব্দ করা হয়েছে : চিত্ত, মন, মানস (কল্পনা), হৃদয়, পাণ্ডুর, মন, মনায়তন, মনেন্দ্রিয় (মনের মনোবৃত্তি), বিজ্ঞান (প্রত্যক্ষ জ্ঞান), বিজ্ঞানস্কন্ধ (জীবনী শক্তিপুঞ্জ), তদুদ্ভূত বা তা হতে উৎপন্ন মনোবিজ্ঞানধাতু।

ধর্ম—আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যা প্রতিপালনের উপযোগী; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামিনী প্রতিপদ।

"ভয়" বলতে জাতি-ভয়, জরা-ভয়, ব্যাধি-ভয়, মরণ-ভয়, রাজ-ভয়, চোর-ভয়, অগ্নি-ভয়, জল-ভয়, নিজের নিন্দাবাদ বা স্বীয় কুকর্ম দায়িত্ব নেওয়ার ভয়, পর নিন্দাবাদ-ভয়, দণ্ড-ভয়, দুর্গতি-ভয়, ঊর্মি-ভয়, কুমির-ভয়, ঘূর্ণায়মান আবর্ত (ঘূর্ণিঝড়?) ভয়, কপট শত্রু-ভয়, আজীবক (তীর্থিয় সন্ন্যাসী) ভয়, দোষারোপ-ভয়, পরিষদ-ভয়, (সভার মধ্যে কিছু বলতে উৎপন্ন ভয়), সুরামত্ততার ভয়, ভয়ানক ত্রাস-লোমহর্ষ এবং মানসিক উদ্বেগ ও শঙ্কা।

"পুত্র" বলতে চার প্রকার পুত্র; যথা : (১) আত্মজ পুত্র বা নিজের ঔরসজাত পুত্র, (২) ক্ষেত্রজ পুত্র (অর্থাৎ যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে পুত্র উৎপন্ন করে; সেই পুত্র সে স্ত্রীলোকের স্বামীর পক্ষে ক্ষেত্রজ পুত্র), (৩) দত্তকপুত্র বা পালিত পুত্র, (৪) শিষ্যরূপ পুত্র অর্থাৎ যে গুরু শিষ্যকে পুত্র স্নেহে নিজগৃহে বাস করিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন সেই শিষ্য সে গুরুর শিষ্যরূপ পুত্র।

"বন্ধু" বলতে যার সাথে স্বচ্ছন্দ্যে আগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে গমন করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে গমনাগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে শয়ন করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে আলাপ করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে সল্লা-পরামর্শ বলা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে রসিকতা করা যায়, স্বচ্ছন্দ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যায়, তাকে বন্ধু বলা হয়।

"বীর" শব্দের অর্থ করা হয়েছে এভাবে : বীর্যবান বলে বীর, দক্ষ বলে বীর, ধীমান বলে বীল, হিতকারী বলে বীর, সূর বলে বীর, নির্ভীক-অভীরু-ভয়হীন-অনুত্রাসী-সাহসী ও ভয়বিহ্বল প্রহীন বলে বীর, লোমহর্ষের অতীত বলে বীর।

"বাতাস" শব্দের অর্থে বলা হয়েছে : পূর্বদিক হতে প্রবাহিত বাতাস, পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, উত্তর দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত বাতাস ধূলি বা দূষিত বাতাস, ধূলিমুক্ত বা নির্মল বাতাস, শীতল বাতাস, উষ্ণ বাতাস, অল্প বাতাস, প্রবল বাতাস, বিশুদ্ধ বাতাস, ডানার বাতাস, সুপর্ণ (বা সুপর্ণপক্ষী কর্তৃক সৃষ্ট) বাতাস, তালপাতার বাতাস, ব্যজনীর বাতাস।

"অজ্ঞান"—দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখসমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান, দুঃখ ধ্বংসকারী উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞান, অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান, অতীত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান। কার্য-কারণতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মে অজ্ঞান। এরূপে যা অজ্ঞান, অদর্শন, অদক্ষতা, সত্য বিষয়ে অজ্ঞাত, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনতা, দুষ্টগাহন,

বিচক্ষণতাহীন, উদ্দেশ্যহীনতা, বিবেচনা করতে অসমর্থ, অসতর্কতা, নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধি, অবিদ্যা, অবিদ্যা ওঘ, অবিদ্যা যোগ, অবিদ্যানুশয়, অবিদ্যার পূর্বসংস্কার, অবিদ্যাখিল, মোহ, অকুশলমূল।

"দ্বেষ"—চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, কোপন, প্রকোপন, কোপন স্বভাব, দোষ, প্রদোষ, পাপাচার, বিশৃঙ্খল মেজাজ, বিদ্বেষ, ক্রোধ, উত্তেজনা, ক্রুদ্ধভাব, দ্বেষ, প্রদোষ, প্রদুষ্টভাব, উদ্বিগ্নতা, উদ্বেগ, ঈর্ষাপরায়ণতা, চণ্ডতা, অসুরতা এবং চিত্তের দুঃখভাব।

'কলুষিত মানুষ' বলতে কলুষিত কায়কর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত বাককর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মনোকর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত প্রাণিহত্যা দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত চুরি কর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মিথ্যা কামাচার কর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মিথ্যা বাককর্ম দ্বারা দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত পিশুনবাক্য দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত কর্কশ বাক্য দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত সম্প্রলাপ বাক্য দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত অবিদ্যার দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত ব্যাপাদের দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত চেতনায় সমন্নাগত, কলুষিত প্রার্থনায় সমন্নাগত, কলুষিত প্রণিধি দ্বারা সমন্নাগত হয়ে মানুষ কলুষিত, হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, অধম ও ক্ষুদ্র হয়।

উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত আরও বহুবিধ বিষয়ের সুগভীর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। আমি মনে করি অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবেন। তাদেরকে অনেক বিষয় পরিষ্কার ও বিস্তৃতভাবে জানতে সাহয্য করবে। সাধারণত অন্যান্য পিটকীয় গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের উপস্থিতি তেমন একটা চোখে পড়ে না, কিন্তু এই *চূলনির্দেশ* গ্রন্থে প্রতিটি বিষয়ে বিস্তৃতিমূলক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ রয়েছে।

চিরং তিট্ঠতু সদ্ধম্মসাসনম্ !

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
রাজবন ভাবনাকেন্দ্র
রাঙামাটি

নিবেদন

জগদ্দুর্লভ অর্হৎ পরম পূজ্য বনভন্তের শিষ্যমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে ত্রিপিটকের বেশ কিছু গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার "*চূলনির্দেশ*" গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ যাবৎ কাল এই গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়নি। এটাই প্রথম বাংলায় অনূদিত *চূলনির্দেশ* গ্রন্থ। পূজ্য বনভন্তের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল, একদিন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনূদিত হবে। তিনি বিভিন্ন দেশনায় এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ত্রিপিটকের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতেন। সাথে সাথে সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা কতটুকু যে অপরিহার্য সেটাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করতেন। এমনকি পুরো ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার তাঁর মহান ইচ্ছা, পরিকল্পনার কথাও বলতেন সবিস্তারে। এক সময় স্বীয় শিষ্যদেরকেও পালি শিক্ষা করে ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদ করার কাজে সম্পৃক্ত হতে উপদেশ প্রদান করতেন, উৎসাহিত করতেন, বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতেন।

সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের ষোলতম গ্রন্থ হলো "চূলনির্দেশ"। *সুত্তনিপাতের* পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্র এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। *সুত্তনিপাতে* উল্লেখিত ওই গাথাসমূহ *চূলনির্দেশে* বিশদভাবে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন অগ্রশ্রাবক, অনুবুদ্ধ সারিপুত্র স্থবির। তাই *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটি *সুত্তনিপাতের* পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্রের টীকা গ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

বলে রাখা প্রয়োজন, ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থ হতে এ *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটি ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণত পিটকীয় গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের উপস্থিতি থাকে না, কিন্তু *চূলনির্দেশ* সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। এখানে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের উপস্থিতি সর্বত্র। আলোচ্য বিষয়সমূহ পরিষ্কারভাবে বোধগম্য করতে প্রতিটি বিষয়ে যেমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ রয়েছে, তেমনি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে অন্যান্য পিটকীয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিও তুলে ধরা হয়েছে। *চূলনির্দেশ* গ্রন্থে মৌলিক তত্ত্ব নেই বলা যায়। এটি মূলত ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। প্রথমে সুত্তনিপাতের পরায়ণ-বর্গ ও খড়্গবিষাণ সূত্রে গাথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর প্রতিটি গাথার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা

হয়েছে নিখুঁতভাবে। এই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায় প্রতিটি শব্দের বহু প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের এটি একটি আকর্ষণীয় দিকও বলা চলে।

শীল ও প্রজ্ঞা-বিমণ্ডিত সত্যিকারের ভিক্ষু-জীবন গঠন করতে *চূলনির্দেশে* আলোচিত উপদেশসমূহের তুলনাই হয় না। কোনো ভিক্ষু যদি নিজেকে পরিশুদ্ধ রেখে বুদ্ধের প্রশংসিত বিবেক-বৈরাগ্য সুখে সমন্বিত হয়ে অবস্থান করতে চাই, তাহলে তাকে কেবল এই *চূলনির্দেশে*র উপদেশ মেনে চললে হবে। এতেই সে সফলকাম হতে পারবে। অন্য কোনো উপদেশের দিকে তাকাতে হবে না তাকে। বিশেষত খড়্গবিষাণ সূত্রের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণসমূহ হতে পারে যেকোনো বিবেককামী আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত ভিক্ষুর অফুরন্ত প্রাণের ফোয়ারা। একজন ভিক্ষুকে নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে হলে বুদ্ধের প্রশংসিত নির্জন বনভূমির শীতল ছায়াতলে বসে ধ্যানানুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। খড়্গবিষাণ সূত্রে একক জীবন যাপন করাকে শ্রেয় বলা হয়েছে। পুরো সূত্রে নির্জন স্থানে একক জীবন যাপনের মহিমা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সূত্রে এরূপ বলা হয়েছে, প্রব্রজিতগণকে জগতের প্রতি উদাসীন হয়ে একাকী নির্জনস্থানে অবস্থান কর। পরমার্থ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য, অলীন চিত্তসম্পন্ন (কলুষমুক্ত চিত্তসম্পন্ন), কঠোর উদ্যোগী, দৃঢ়, পরাক্রমী হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর। সংযতচক্ষু, পদ বা ভ্রমণ অলোলুপ ও ইন্দ্রিয়সমূহে সুরক্ষিত, অনাসক্ত এবং মনস্তাপহীন হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। লোলুপতাহীন, প্রবঞ্চনাহীন, পিপাসাহীন, ম্রক্ষহীন, দোষমুক্ত, মোহমুক্ত এবং সকল লোকে আসক্তিহীন হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর। আরও বলা হয়েছে, সঙ্গপ্রিয়তা অস্থান, যাঁর সংস্পর্শে সাময়িক বিমুক্তিমাত্র লাভ হয়। তাই আদিত্যবন্ধুর উপদেশ ধারণ করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

আমরা পরম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তের আশীর্বাদ এবং উৎসাহ, উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ হয়ে আমরা পালি শিক্ষা শুরু করি। আর পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, পণ্ডিতপ্রবর প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের শাসনদরদী ও উদার হৃদয়ের আশীর্বাদধন্য হয়ে পালি সম্বন্ধে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন লাভে সমর্থ হই। এসবকে পুঁজি করে এবারে এই *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ কাজে ব্রতী হলাম। এ অনুবাদ কাজে আমরা মূলত ষষ্ঠ সঙ্গায়নের মাধ্যমে বিশোধিত সমগ্র ত্রিপিটকের সফ্টওয়ার-এর

সিডি রোমে রূপান্তরিত খুদ্দকনিকয়ে *চূলনির্দেশ* পালি গ্রন্থটি অনুসরণ করেছি। প্রচেষ্টা কমতি ছিল না, মূল পালির সাথে সঙ্গতি রেখে অনুবাদ করার। আর পাঠকসমাজ যাতে সহজে বুঝতে পারেন, তজ্জন্য যথাসম্ভব সরল, সহজবোধ্য তথা সাবলীল অনুবাদের দিকেও চোখ রাখা হয়েছে। তার পরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে সাবলীলতার ছন্দপতন ঘটেনি তা দাবি করা যাবে না।

অনুবাদকাজে আমরা প্রয়োজনীয় স্থানে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে কর্তৃক অনূদিত সুত্তনিপাত, ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত দীর্ঘনিকায় (অখণ্ড) ও ড. বেণীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত মধ্যমনিকায়-এর (১ম খণ্ড) সাহায্য নিয়েছি। পালি শব্দগুলোর যথার্থ অর্থ উদ্ধার করতে ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথেরো কর্তৃক রচিত ও *বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট* হতে প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধানের দ্বারস্থ হয়েছি বার বার। উপরোক্ত লেখকগণের কাছে আমরা বহুলাংশে ঋণী। তাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ ছাড়াও আমাদের কর্তৃক অনূদিত *মহানির্দেশ* গ্রন্থ থেকেও যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি। এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলে নয়, পূজ্য বনভন্তে পরিনির্বাণ লাভ করার আগে *মহানির্দেশ* গ্রন্থটির ন্যায় *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটিও বঙ্গানুবাদ করার কথা খুব বলেছিলেন। কিন্তু তখন গ্রন্থ দুটির কোনটিই অনুবাদের কাজে হাত দেওয়ার সময় করে নিতে পারিনি। তাঁর পরিনির্বাণ লাভের পরে, তবেই গ্রন্থগুলো অনুবাদ করা সম্ভব হলো। বাংলায় অনূদিত এই *চূলনির্দেশ* গ্রন্থটি পূজ্য ভন্তের পবিত্র হাতে তুলে দিতে পারলে আরও ভালো লাগতো আমাদের।

অনুবাদের কাজ বরাবরই কঠিন। এক ভাষার ভাব-সম্পদ অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করা—সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। আর সেটা ধর্মীয় বিষয় হলে তো কথায় নেই। কাজেই পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদকাজ যে মোটেই সহজ নয়, এটা বলার অবকাশ রাখে না। এখানে অনুবাদককে অনেক দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হয়, যাতে কোনো অংশে বুদ্ধবচন বিকৃত না হয়। সাথে সাথে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতাও রক্ষা করার দিকে মনোযোগী হতে হয়। এসব কারণে অনুবাদের প্রাঞ্জলতা অটুট রাখা কঠিন হয়ে পড়ে মাঝেমধ্যে। আমরা সাধ্যমতন চেষ্টা চালিয়েছি পালির মূল অর্থ ও শব্দ সমন্বিত রেখে অনুবাদ কাজ সমাধা করতে। এ ব্যাপারে আমরা কতটুকু সফলকাম হয়েছি তা বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করবেন। তবে পুরোপুরি সফল এমন দাবি করছি না। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি যে নেই তাও বলা যাবে না। এসব অনিচ্ছাকৃত ভুল

উদার্যচিত্তে গ্রহণ করার প্রত্যাশা রইল।

'ধর্মদান সর্বদানকে জয় করে'—বুদ্ধের এ বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এ গ্রন্থের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ'। মহান আর্যপুরুষ বনভন্তের অন্যতম স্বপ্ন ছিল 'বুদ্ধবাণীর আধার পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে'—এ অনুপম স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংস্থাটি। পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশনা ও বহুল প্রচারে এ সংস্থার ভূমিকা, সদিচ্ছা সত্যিই প্রসংশনীয় ও অনুকরণীয়। 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' ভবিষ্যতেও সদ্ধর্মের প্রচার, প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধির তরে এরূপ মহৎ কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা অব্যাহত রাখবে আশা রাখি। সংস্থার এই মহতী উদ্যোগে মুক্তিকামী মানবসমাজ যে উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। উক্ত সোসাইটির এই সাধুসংকল্পে তথা ধর্মসেবায় যারা যারা নানাভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন, তাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক সাধুবাদ ও শুভাশীর্বাদ প্রদান করছি সর্বান্তকরণে।

গ্রন্থটির কম্পিউটার কম্পোজের মতোন কষ্টসাধ্য কার্য সুসমাধা করে দিয়ে পুণ্যের ভাগী হয়েছেন যথাক্রমে শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু, বিপুলানন্দ ভিক্ষু, মিস দীপ্তি চাকমা কন্তি। এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ সহযোগিতা করে তারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাছে আবদ্ধ করেছেন। তাদের প্রত্যেকের জীবনে সমৃদ্ধি কামনাসহ মৈত্রীময় শুভাশীর্বাদ রইল। এ ছাড়াও গ্রন্থটি অনুবাদ, প্রকাশের কাজে যারা আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও শুভাশীর্বাদ।

নিবেদক
অনুবাদকবৃন্দ

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

খুদ্দকনিকায়ে

চূলনির্দেশ

পারায়ণ-বর্গ

বিষয়-গাথা

১. কোসলানং পুরা রম্মা, অগমা দকিখণাপথং।
আকিঞ্চঞঞং পত্থযানো, ব্রাহ্মণো মন্তপারগূ॥

অনুবাদ : আকিঞ্চন আকাঙ্ক্ষী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কোশলের রম্যপুরী হতে দক্ষিণ পথে গমন করলেন।

২. সো অস্সকস্স ৰিসযে, মলকস্স সমাসনে।
ৰসি গোধাৰরীকূলে, উঞ্ছেন চ ফলেন চ॥

অনুবাদ : তিনি অলকের পার্শ্ববর্তী অস্সকের রাজ্যে গোধাবরীকুলে ভিক্ষাবৃত্তি ও ফলমূল আহরণের দ্বারা জীবন ধারণ করতেন।

৩. তস্সেৰ উপনিস্সায, গামো চ ৰিপুলো অহু।
ততো জাতেন আযেন, মহাযঞঞমকপ্পযি॥

অনুবাদ : সেই অস্সক রাজ্যের অনতিদূরে অবস্থিত বিশাল গ্রাম হতে প্রাপ্ত আয়ের দ্বারা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন তিনি।

৪. মহাযঞঞং যজিত্বান, পুন পাৰিসি অস্সমং।
তস্মিং পটিপৰিট্ঠম্হি, অঞঞা আগঞ্ছি ব্রাহ্মণো॥

অনুবাদ : মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান সমাপন করে যখন তিনি পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করলেন, সেই সময়ে অন্য একজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন।

৫. উগ্ঘট্টপাদো তসিতো, পঙ্কদন্তো রজস্সিরো।
সো চ নং উপসঙ্কম্ম, সতানি পঞ্চ যাচতি॥

অনুবাদ : ক্ষত, দগ্ধ পা এবং অপরিষ্কার দাঁত, ধূলিবালি ম্রক্ষিত মস্তক— সেই ব্রাহ্মণ তাঁর (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) কাছে গমন করে পাঁচশত মুদ্রা যাচঞা

করলেন।

৬. তমেনং বাৰরী দিস্বা, আসনেন নিমন্তযি।
সুখঞ্চ কুসলং পুচ্ছি, ইদং ৰচনমব্রৰি॥

অনুবাদ : তাকে দেখে বাবরী আসন গ্রহণ করতে আহবান করলেন। সুখ ও কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর এরূপ বললেন :

৭. ‘‘যং খো মম দেয্যধম্মং, সব্বং ৰিসজ্জিতং মযা।
অনুজানাহি মে ব্রহ্মে, নত্থি পঞ্চসতানি মে’’॥

অনুবাদ : “আমার যা কিছু দান করার ছিল, সবই দান দেওয়া হয়েছে। হে ব্রাহ্মণ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার কাছে পাঁচশত মুদ্রা নেই।”

৮. ‘‘সচে মে যাচমানস্স, ভৰং নানুপদস্সতি।
সত্তমে দিৰসে তুযহং, মুদ্ধা ফলতু সত্তধা’’॥

অনুবাদ : “আমি যাচক, যদি আমার ন্যায় যাচঞাকারীর ইচ্ছা পূরণ না কর, তাহলে সাত দিনে তোমার মস্তক সাত ভাগে বিভক্ত (বিদীর্ণ) হবে।”

৯. অভিসঙ্খরিত্বা কুহকো, ভেরৰং সো অকিত্তযি।
তস্স তং ৰচনং সুত্বা, বাৰরী দুক্খিতো অহু॥

অনুবাদ : কুহক (এই ব্রাহ্মণ) ভীতিপ্রদ অভিশাপ প্রদান করে সেরূপ ঘোষণা করলেন। তার সেই বাক্য শুনে বাবরী দুঃখিত হলেন।

১০. উস্সুস্সতি অনাহারো, সোকসল্লসমপ্পিতো।
অথোপি এৰং চিত্তস্স, ঝানে ন রমতী মনো॥

অনুবাদ : মনঃকষ্ট, দুঃখ শৈল্যে পীড়িত হয়ে ও অনাহারে তাঁর দেহ শুষ্ক হলো। (অন্যদিকে) এরূপ চিত্তসম্পন্নের মন ধ্যানে রমিত হয় না।

১১. উত্রস্তং দুক্খিতং দিস্বা, দেৰতা অত্থকামিনী।
বাৰরিং উপসঙ্কম্ম, ইদং ৰচনমব্রৰি॥

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ বাবরীকে ভীত ও দুঃখিত অবস্থায় দেখে মঙ্গলকামী এক দেবতা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন :

১২. ‘‘ন সো মুদ্ধং পজানাতি, কুহকো সো ধনত্থিকো।
মুদ্ধনি মুদ্ধপাতে ৰা, ঞাণং তস্স ন ৰিজ্জতি’’॥

অনুবাদ : “সেই ধনপ্রার্থী কুহক ব্রাহ্মণ মস্তক সম্বন্ধে জানে না। মস্তক ও মস্তক বিদীর্ণকরণ জ্ঞান (বিদ্যা) তার কাছে বিদ্যমান নেই।”

১৩. ‘‘ভোতী চরহি জানাতি, তং মে অকখাহি পুচ্ছিতা।
মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, তং সুণোম ৰচো তৰ’’॥

অনুবাদ : “মহাশয়, আপনি যদি মস্তক ও মস্তক-বিদীর্ণকরণ সম্বন্ধে

জেনে থাকেন, তাহলে তা আমার কাছে প্রকাশ করুন। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমরা সেই সম্বন্ধে আপনার বাক্য শুনব।"

১৪. ''অহম্পেতং ন জানামি, ঞাণং মেত্থ ন ৰিজ্জতি।
মুদ্ধনি মুদ্ধাধিপাতে চ, জিনানঞ্হেত্থ দস্সনং''॥

অনুবাদ : "আমিও এটা জানি না, মস্তক ও মস্তক বিদীর্ণকরণ এরূপ জ্ঞান আমার উৎপন্ন হয়নি। ইহা বুদ্ধগণেরই জ্ঞাত।"

১৫. ''অথ কো চরহি জানাতি, অস্মিং পথৰিমণ্ডলে।
মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, তং মে অকখাহি দেৰতে''॥

অনুবাদ : "হে দেবতা, তাহলে এই পৃথিবী ভূমণ্ডলে মস্তক ও মস্তক বিদীর্ণকরণ বিষয়ে কে জানেন, তা আমাকে প্রকাশ করুন।"

১৬. ''পুরা কপিলৰত্থুম্হা, নিকখন্তো লোকনাযকো।
অপচ্চো ওক্কাকরাজস্স, সক্যপুত্তো পভঙ্করো॥

অনুবাদ : "পূর্বে ইক্ষাকু রাজবংশজাত সন্তান লোকনায়ক, প্রভাকর, শাক্যপুত্র কপিলবাস্তু নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন।"

১৭. ''সো হি ব্রাহ্মণ সম্বুদ্ধো, সব্বধম্মান পারগূ।
সব্বাভিঞ্ঞাবলপ্পত্তো, সব্বধম্মেসু চকখুমা।
সব্বকম্মকখযং পত্তো, ৰিমুত্তো উপধিকখযে॥

অনুবাদ : "হে ব্রাহ্মণ, তিনি সম্বুদ্ধ, সকল ধর্মে পারদর্শী, সকল অভিজ্ঞা বলসম্পন্ন, সকল ধর্মে চক্ষুষ্মান; সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত এবং উপধি ক্ষয়ে বিমুক্ত।"

১৮. ''বুদ্ধো সো ভগৰা লোকে, ধম্মং দেসেতি চকখুমা।
তং ত্বং গন্ত্বান পুচ্ছস্সু, সো তে তং ব্যাকরিস্সতি''॥

অনুবাদ : "তিনি জগতের বুদ্ধ ভগবান, সেই চক্ষুষ্মান ধর্মকে দেশনা করেন। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তা ব্যাখ্যা করবেন।"

১৯. সম্বুদ্ধোতি ৰচো সুত্বা, উদগ্গো বাৰরী অহু।
সোকস্স তনুকো আসি, পীতিঞ্চ ৰিপুলং লভি॥

অনুবাদ : 'সম্বুদ্ধ' এই বচন শুনে বাবরী আনন্দিত হলেন। তাঁর শোক হ্রাস হলো। তিনি বিপুল প্রীতি লাভ করলেন।

২০. সো বাৰরী অত্তমনো উদগ্গো,
তং দেৰতং পুচ্ছতি ৰেদজাতো।
''কতমম্হি গামে নিগমম্হি ৰা পন,

কতমম্হি ৰা জনপদে লোকনাথো।
যত্থ গন্ত্বান পস্সেমু, সম্বুদ্ধং দ্বিপদুত্তমং''॥

অনুবাদ : হৃষ্ট, উল্লসিত বাবরী ভাবাবেগে এই দেবতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন গ্রামে, নগরে বা জনপদে লোকনাথ অবস্থান করছেন, যেখানে গিয়ে আমরা নরোত্তম সম্বুদ্ধের দর্শন লাভ করতে পারব কি?

২১. ''সাৰত্থিযং কোসলমন্দিরে জিনো,
পহূতপঞ্ঞো ৰরভূরিমেধসো।
সো সক্যপুত্তো ৰিধুরো অনাসৰো,
মুদ্ধাধিপাতস্স ৰিদূ নরাসভো''॥

অনুবাদ : শ্রাবস্তী নগরের কোশল-মন্দিরে জিন অবস্থান করছেন। তিনি প্রভূত প্রজ্ঞাশালী, শ্রেষ্ঠ, অতিশয় অভিজ্ঞ, শাক্যপুত্র, পণ্ডিত, অনাসব, নরশ্রেষ্ঠ, মস্তক বিদীর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন।

২২. ততো আমন্তযী সিস্সে, ব্রাহ্মণে মন্তপারগূ।
''এথ মাণৰা অকিখস্সং, সুণাথ ৰচনং মম॥

অনুবাদ : অতঃপর বাবরী ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ শিষ্যগণকে আহ্বান করে বললেন, "বৎসগণ, এসো, আমার কিছু বলার আছে; তা শ্রবণ কর।

২৩. ''যস্সেসো দুল্লভো লোকে, পাতুভাৰো অভিণ্হসো।
স্বাজ্জ লোকম্হি উপ্পন্নো, সম্বুদ্ধো ইতি ৰিস্সুতো।
খিপ্পং গন্ত্বান সাৰত্থিং, পস্সৰেহো দ্বিপদুত্তমং''॥

অনুবাদ : জগতে যাঁর আবির্ভাব দুর্লভ, যিনি পুনঃপুন জন্ম নেন না, তিনি বর্তমানে উৎপন্ন হয়েছেন এবং সম্বুদ্ধরূপে বিশ্রুত। অবিলম্বে শ্রাবস্তী গমনপূর্বক নরোত্তমকে দর্শন কর।"

২৪. ''কথং চরহি জানেমু, দিস্বা বুদ্ধোতি ব্রাহ্মণ।
অজানতং নো পব্রূহি, যথা জানেমু তং মযং''॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, তাহলে তাঁকে দেখে তিনি যে বুদ্ধ তা কিরূপে জানব? আমরা তাঁকে জানি না, যেরূপে জানতে পারি তা প্রকাশ করুন।

২৫. ''আগতানি হি মন্তেসু, মহাপুরিসলকখণা।
দ্বত্তিংসানি চ ব্যাকখাতা, সমত্তা অনুপুব্বসো॥

অনুবাদ : শাস্ত্রের মধ্যে মহাপুরুষ-লক্ষণসমূহ বত্রিশ প্রকারে আনুপূর্বিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

২৬. ''যস্সেতে হোন্তি গত্তেসু, মহাপুরিসলকখণা।
দ্বেযেৰ তস্স গতিযো, ততিযা হি ন ৰিজ্জতি॥

অনুবাদ : যাঁর শরীরে এসব মহাপুরুষ-লক্ষণ বিদ্যমান, তাঁর দুই গতিই হয়, তৃতীয় হয় না।

২৭. ‘‘সচে অগারং আৰসতি, ৰিজেয্য পথৰিং ইমং।
অদণ্ডেন অসত্থেন, ধম্মেন অনুসাসতি॥

অনুবাদ : যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহলে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত পৃথিবী জয় করে ধর্মানুসারে শাসন করবেন।

২৮. ‘‘সচে চ সো পব্বজতি, অগারা অনগারিযং।
ৰিৰট্টচ্ছদো সম্বুদ্ধো, অরহা ভৰতি অনুত্তরো॥

অনুবাদ : যদি গৃহত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তাহলে আবরণমুক্ত অনুত্তর সম্বুদ্ধ অর্হৎ হবেন।

২৯. ‘‘জাতিং গোত্তঞ্চ লকখণং, মন্তে সিস্সে পুনাপরে।
মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, মনসাযেৰ পুচ্ছথ॥

অনুবাদ : আমার জাতি, গোত্র, লক্ষণ, মন্ত্র এবং অপরাপর শিষ্যগণ সম্বন্ধে আর মস্তক ও মস্তক-বিদীর্ণকরণ বিষয়ে (তোমরা) মনে মনে জিজ্ঞাসা করবে।

৩০. ‘‘অনাৰরণদস্সাৰী, যদি বুদ্ধো ভৰিস্সতি।
মনসা পুচ্ছিতে পঞ্হে, ৰাচায ৰিসজ্জিস্সতি’’॥

অনুবাদ : যদি তিনি বুদ্ধ, আবরণমুক্ত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাহলে মন দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন।

৩১. বাৰরিস্স ৰচো সুত্বা, সিস্সা সোল়স ব্রাহ্মণা।
অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ॥

অনুবাদ : বাবরীর বাক্য শুনলেন ষোলজন ব্রাহ্মণ শিষ্য, যেমন : অজিত, তিস্সমেত্তেয়, পুন্নক, তৎপরে মেত্তগূ।

৩২. ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো।
তোদেয্য-কপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো॥

অনুবাদ : ধোতক, উপসীব, নন্দ, হেমক, তোদেয়্য, কপ্প এবং পণ্ডিত জতুকন্নী।

৩৩. ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।
মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥

অনুবাদ : ভদ্রাবুধ উদয়, পোসাল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজা ও মহর্ষি পিঙ্গিয়।

৩৪. পচ্চেকগণিনো সব্বে, সব্বলোকস্স ৰিস্সুতা।
ঝাযী ঝানরতা ধীরা, পুব্বৰাসনৰাসিতা॥

অনুবাদ : তারা সবাই স্বতন্ত্র গণাচার্য, সর্বলোকের বিশ্রুত; ধ্যানী, ধ্যানরত, জ্ঞানী এবং অতীত সংস্কারজনিত স্মৃতি রক্ষাকারী।

৩৫. বাৰরিং অভিৰাদেত্বা, কত্বা চ নং পদক্খিণং।
জটাজিনধরা সব্বে, পক্কামুং উত্তরামুখা॥

অনুবাদ : জটাধারী ব্রাহ্মণ সবাই বাবরীকে অভিবাদন করে তাকে প্রদক্ষিণ করে উত্তরমুখী হয়ে প্রস্থান করলেন।

৩৬. মল়কস্স পতিট্ঠানং, পুরমাহিস্সতিং তদা।
উজ্জেনিঞ্চাপি গোনদ্ধং, ৰেদিসং ৰনসৱহযং॥

অনুবাদ : তথায় প্রথমে অলকের প্রতিষ্ঠান, পরে মাহিস্সতি এবং উজ্জেনি, গোনদ্ধ, বেদিস ও বনসবৃহয়।

৩৭. কোসম্বিঞ্চাপি সাকেতং, সাৰত্থিঞ্চ পুরুত্তমং।
সেতব্যং কপিলৰত্থুং, কুসিনারঞ্চ মন্দিরং॥

অনুবাদ : কোশাম্বী, সাকেত, নগরশ্রেষ্ঠ শ্রাবস্তী, সেতব্য কপিলবাস্তু এবং কুশীনারা মন্দির।"

৩৮. পাৰঞ্চ ভোগনগরং, ৰেসালিং মাগধং পুরং।
পাসাণকং চেতিযঞ্চ, রমণীযং মনোরমং॥

অনুবাদ : সমৃদ্ধশালী পাবা নগর, মাগধপুর ও বৈশালী অতিক্রম করে রমণীয় মনোরম পাষাণ-চৈত্যে উপনীত হলেন।

৩৯. তসিতোৰুদকং সীতং, মহালাভংৰ ৰাণিজো।
ছাযং ঘম্মাভিতত্তোৰ তুরিতা পব্বতমারুহুং॥

অনুবাদ : শীতল জলপ্রার্থী তৃষিতের ন্যায়, মহালাভার্থী বণিকের ন্যায় এবং ছায়ার্থী ঘর্মাভিতপ্তের ন্যায় (তারা) ত্বরিতে পর্বতারোহণ করলেন।

৪০. ভগৰা তম্হি সমযে, ভিক্খুসঙ্ঘপুরক্খতো।
ভিক্খূনং ধম্মং দেসেতি, সীহোৰ নদতী ৰনে॥

অনুবাদ : তখন ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে উপবেশন করে ভিক্ষুগণকে সিংহনাদে ধর্মদেশনা করছেন।

৪১. অজিতো অদ্দস বুদ্ধং, পীতরংসিংৰ ভাণুমং।
চন্দং যথা পন্নরসে, পরিপূরং উপাগতং॥

অনুবাদ : অজিত সোনালীবর্ণ সূর্যের ন্যায়, পঞ্চদশীতে পরিপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধকে দেখতে পেলেন।

৪২. অথস্স গত্তে দিস্বান, পরিপূরঞ্চ ব্যঞ্জনং।
একমন্তং ঠিতো হট্ঠো, মনোপঞ্হে অপুচ্ছথ॥

অনুবাদ : অতঃপর তাঁর শরীরে পরিপূর্ণ (বত্রিশ মহাপুরুষ) লক্ষণ দেখে আনন্দচিত্তে একান্তে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

৪৩. ‘‘আদিস্স জম্মনং ব্রূহি, গোত্তং ব্রূহি সলকখণং।
মন্তেসু পারমিং ব্রূহি, কতি ৰাচেতি ব্রাহ্মণো’’॥

অনুবাদ : “বাবরীর জন্ম, গোত্র ও লক্ষণ প্রকাশ করুন, কোন কোন মন্ত্রে তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত আর কতো মন্ত্র বলতে পারেন? তা প্রকাশ করুন।”

৪৪. ‘‘ৰীসং ৰস্সসতং আয়ু, সো চ গোত্তেন বাৰরী।
তীণিস্স লকখণা গত্তে, তিণ্ণং ৰেদান পারগূ॥

অনুবাদ : “তাঁর আয়ু একশ বিশ বছর, গোত্রের নাম বাবরী, দেহে তিন প্রকার লক্ষণ বিদ্যমান। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ।”

৪৫. ‘‘লকখণে ইতিহাসে চ, সনিঘণ্ডুসকেটুভে।
পঞ্চসতানি ৰাচেতি, সধম্মে পারমিং গতো’’॥

অনুবাদ : “নির্ঘণ্ট ও কেটুভসহ লক্ষণ এবং ইতিহাসে (পরম্পরাগত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায়) তিনি পাঁচশ মন্ত্র বলতে পারেন, স্বধর্মে তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত।”

৪৬. ‘‘লকখণানং পৰিচযং, বাৰরিস্স নরুত্তম।
তন্হচ্ছিদ পকাসেহি, মা নো কঙ্খাযিতং অহু’’॥

অনুবাদ : “হে নরোত্তম, তৃষ্ণাবিজয়ী, বাবরীর লক্ষণসমূহ প্রকাশ করুন, যাতে আমাদের সংশয় দূর হয়।”

৪৭. ‘‘মুখং জিব্হায ছাদেতি, উণ্ণস্স ভমুকন্তরে।
কোসোহিতং ৰত্থগুযহং, এৰং জানাহি মাণৰ’’॥

অনুবাদ : তিনি জিহ্বা দ্বারা মুখাচ্ছাদন করতে পারেন। তাঁর ভ্রূযুগলের মাঝখানেও কেশ বিদ্যমান, গুহ্যেন্দ্রিয় কোষাবৃত। হে মানব, এরূপই জান।

৪৮. পুচ্ছঞ্হি কিঞ্চি অসুণন্তো, সুত্বা পঞ্হে ৰিযাকতে।
ৰিচিন্তেতি জনো সব্বো, ৰেদজাতো কতঞ্জলী॥

অনুবাদ : ভগবান কোনো প্রকার প্রশ্ন না শুনে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলেন। এতে জনসাধারণ প্রীতিপূর্ণ ও কৃতাঞ্জলি হয়ে এরূপ চিন্তা করলেন :

৪৯. ‘‘কো নু দেৰো ৰা ব্রহ্মা ৰা, ইন্দো ৰাপি সুজম্পতি।
মনসা পুচ্ছিতে পঞ্হে, কমেতং পটিভাসতি॥

অনুবাদ : “মনে মনে যিনি এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কি দেবতা, ব্রহ্মা নাকি সুজাম্পতি ইন্দ্র? কার প্রশ্নের উত্তরে এই ভাষণ?”

৫০. ‘‘মুদ্ধং মুদ্ধাধিপাতঞ্চ, বাৰরী পরিপুচ্ছতি।
তং ব্যাকরোহি ভগৰা, কঙ্খং ৰিনয নো ইসে’’॥

অনুবাদ : “বাবরী মস্তক এবং মস্তক বিদীর্ণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। হে ভগবান, তা প্রকাশ করুন। হে ঋষি, আমাদের সন্দেহ অপনোদন করুন।”

৫১. ‘‘অৰিজ্জা মুদ্ধাতি জানাহি, ৰিজ্জা মুদ্ধাধিপাতিনী।
সদ্ধাসতিসমাধীহি, ছন্দৰীরিযেন সংযুতা’’॥

অনুবাদ : “অবিদ্যাই মস্তক, আর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, সমাধি, ছন্দ, বীর্যসংযুক্ত বিদ্যাই মস্তক বিদীর্ণকারী।”

৫২. ততো ৰেদেন মহতা, সন্থম্ভেত্বান মাণৰো।
একংসং অজিনং কত্বা, পাদেসু সিরসা পতি॥

অনুবাদ : তখন বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মানব গভীর আনন্দে, শান্তচিত্তে অজিন (পরিধেয় বস্ত্র) একাংশ করে ভগবানের চরণে নতশির হলেন।

৫৩. ‘‘বাৰরী ব্রাহ্মণো ভোতো, সহ সিস্সেহি মারিস।
উদগ্গচিত্তো সুমনো, পাদে ৰন্দতি চকখুম’’॥

অনুবাদ : “হে প্রভু, হে চক্ষুষ্মান, হে পূজনীয়, বাবরী ব্রাহ্মণ স্বীয় শিষ্যবর্গের সাথে উদগ্রচিত্ত ও প্রসন্নমনে আপনার চরণে বন্দনা করছেন।”

৫৪. ‘‘সুখিতো বাৰরী হোতু, সহ সিস্সেহি ব্রাহ্মণো।
ত্বঞ্চাপি সুখিতো হোহি, চিরং জীৰাহি মাণৰ॥

অনুবাদ : “ব্রাহ্মণ বাবরী সশিষ্যে সুখী হোক, হে মানব, তুমিও সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও।”

৫৫. ‘‘বাৰরিস্স চ তুযহং ৰা, সব্বেসং সব্বসংসযং।
কতাৰকাসা পুচ্ছৰ্হো, যং কিঞ্চি মনসিচ্ছথ’’॥

অনুবাদ : “বাবরীর আর তোমার বা সবার সর্ব সংশয় সম্বন্ধে এই অবসরে ইচ্ছামতো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পার।”

৫৬. সম্বুদ্ধেন কতোকাসো, নিসীদিত্বান পঞ্জলী।
অজিতো পঠমং পঞ্হং, তত্থ পুচ্ছি তথাগতং॥

অনুবাদ : সম্বুদ্ধের অনুমতি পেয়ে করজোড়ে উপবেশন করে অজিত তখন তথাগতকে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

[বিষয়-গাথা সমাপ্ত]

১. অজিত মানব-প্রশ্ন

৫৭. ‘‘কেনস্সু নিৰুতো লোকো, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
কেনস্সু নপ্পকাসতি।
কিস্সাভিলেপনং ব্রূসি, কিংসু তস্স মহব্ভযং’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, কী কারণে লোক (জগৎ) আবরিত? কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? জগতের আবিলতা কী রকম? মহাভয়ই বা কী রকম? তা প্রকাশ করুন।

৫৮. ‘‘অৰিজ্জায নিৰুতো লোকো, [অজিতাতি ভগৰা]
ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতি।
জপ্পাভিলেপনং ব্রূমি, দুক্খমস্স মহব্ভযং’’॥

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বললেন, জগৎ অবিদ্যার কারণে আবরিত; মাৎসর্য, প্রমাদের কারণে দীপ্তিমান হয় না। তৃষ্ণা জগতের আবিলতা, দুঃখই ইহার মহাভয়। আমি এরূপই বলি।

৫৯. ‘‘সৰন্তি সব্বধি সোতা, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
সোতানং কিং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূহি, কেন সোতা পিধিয্যরে’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, সর্বত্র (আয়তনাদিতে) স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয়। এই স্রোতসমূহের নিবারণ কী? স্রোতসমূহের সংবর কী? কিভাবে স্রোতসমূহ রুদ্ধ হয়? তা বলুন।

৬০. ‘‘যানি সোতানি লোকস্মিং, [অজিতাতি ভগৰা]
সতি তেসং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূমি, পঞ্ঞাযেতে পিধিয্যরে’’॥

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বললেন, এ জগতে যেসব স্রোত বিদ্যমান, স্মৃতিই সেসবের নীবরণ, সংবরণ। প্রজ্ঞা দ্বারা এসব স্রোত রুদ্ধ হয়। আমি এরূপই বলি।

৬১. ‘‘পঞ্ঞা চেৰ সতি চাপি, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
নামরূপঞ্চ মারিস।
এতং মে পুট্ঠো পব্রূহি, কত্থেতং উপরুজ্ঝতি’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, হে প্রভু, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নামরূপ এগুলো কীভাবে ধ্বংস হয়? আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি তা ব্যক্ত করুন।

৬২. ‘‘যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছি, অজিত তং ৰদামি তে।

যত্থ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতি।
ৰিঞঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতি”॥

অনুবাদ : হে অজিত, তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ, আমি তার উত্তরে বলছি। যেভাবে নামরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হয়, তা হলো : বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ ধ্বংস হয়।

৬৩. “যে চ সঙ্খাতধম্মাসে, যে চ সেখা পুথূ ইধ।
তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিস”॥

অনুবাদ : এ জগতে যারা সঙ্খাতধর্মী, শৈক্ষ্য; হে জ্ঞানী, তাঁদের জীবনাচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। হে প্রভু, দয়া করে তা ব্যাখ্যা করুন।

৬৪. “কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্য, মনসানাৰিলো সিযা।
কুসলো সব্বধম্মানং, সতো ভিকখু পরিব্বজে”তি॥

অনুবাদ : কামে নির্লিপ্ত, অনাবিল মনস্ক, সর্বধর্মে দক্ষ (কুশল) এবং স্মৃতিমান হয়ে ভিক্ষু বিচরণ করেন।

[অজিত মানব-প্রশ্ন প্রথম সমাপ্ত]

২. তিষ্যমেত্তেয় মানব-প্রশ্ন

৬৫. “কোধ সন্তুসিতো লোকে, [ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যো]
কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা।
কো উভন্তমভিঞঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি, কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা”তি॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তিষ্যমেত্তেয় বললেন, কে এই জগতে সন্তুষ্ট? কে চঞ্চলতাহীন? কে প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে উভয়-অন্ত-মধ্যে লিপ্ত হন না? আপনি কাকে মহাপুরুষ বলেন? এই জগতে কে লোভাতীত?

৬৬. “কামেসু ব্রহ্মচরিযৰা, [মেত্তেয্যাতি ভগৰা]
ৰীততণ্হো সদা সতো।
সঙ্খায নিব্বুতো ভিকখু, তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা॥

অনুবাদ : ভগবান মেত্তেয়কে বললেন, হে মেত্তেয়, যিনি কামত্যাগে ব্রহ্মচর্যবান, বীততৃষ্ণ, সদা স্মৃতিমান, সেই জ্ঞানী শান্ত ভিক্ষু চঞ্চলতাহীন।

৬৭. “সো উভন্তমভিঞঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি, সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা”তি॥

অনুবাদ : প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে যিনি উভয় অন্ত এবং মধ্যে লিপ্ত হন না, এ জগতে তিনিই লোভাতীত; তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলি।

[তিষ্যমেত্তেয় মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

৩. পুন্নক মানব-প্রশ্ন

৬৮. ‘‘অনেজং মূলদস্সাৰিং, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজা, খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বললেন, বীততৃষ্ণ, মূলদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। কীসের আকাঙ্ক্ষায় এ জগতে ঋষি, মানুষ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন। আমি ভগবানকে এটা জিজ্ঞাসা করছি, তা আমাকে ব্যক্ত করুন।

৬৯. ‘‘যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে, আসীসমানা পুণ্ণক ইত্থত্তং।
জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসু’’॥

অনুবাদ : হে পুন্নক, এসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এ জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তারা জরায় আশ্রিত হয়ে এখানে (কামভব ও রূপভবে) জন্ম লাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন।

৭০. ‘‘যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
কচ্চিসু তে ভগৰা যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তা।
অতারুং জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং’’॥

অনুবাদ : হে প্রভু, এসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এই জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তারা কি যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত হয়ে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন? হে ভগবান, আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে প্রকাশ করুন।

৭১. ‘‘আসীসন্তি থোমযন্তি, অভিজপ্পন্তি জুহন্তি। [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভং,
তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা।
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি’’॥

অনুবাদ : হে পুন্নক, যারা আশা করে, প্রশংসা করে, বাসনা করে ত্যাগ করে এবং লাভের নিমিত্তে কামে অনুরক্ত হয়ে যজ্ঞানুরক্ত, ভবরাগানুরক্ত হয়; তারা জন্ম ও জরা অতিক্রম করতে অক্ষম, আমি এরূপই বলি।

৭২. ‘‘তে চে নাতরিংসু যাজযোগা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
যঞ্ঞেহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে,
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বললেন, হে প্রভু, যদি এসব যজ্ঞানুরক্ত ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা জাতি, জরা উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে দেব-মনুষ্যলোকে কে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন। হে ভগবান, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, তা প্রকাশ করুন।

৭৩. ‘‘সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানি, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।
সন্তো ৰিধূমো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী’’তি॥

অনুবাদ : জগতে সর্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে যিনি যেকোনো স্থানে বিচলিত হন না; সেই শান্ত, প্রশান্ত, ক্লেশমুক্ত, বীততৃষ্ণ ব্যক্তি জাতি ও জরা অতিক্রম করেছেন। আমি এরূপ বলি।

[পুণ্ণক মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

৪. মেত্তগূ মানব-প্রশ্ন

৭৪. ‘‘পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা মেত্তগূ]
মঞ্ঞামি তং ৰেদগুং ভাৰিতত্তং।
কুতো নু দুকখা সমুদাগতা ইমে,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মেত্তগূ বললেন, “হে ভগবান, আমি আপনাকে ভাবিত, বেদগূ বা পারদর্শী মনে করি। এ জগতে যে সমস্ত দুঃখ বিদ্যমান তা

কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আমি জিজ্ঞাসা করছি, ভগবান আপনি তা ব্যক্ত করুন।

৭৫. ''দুকখস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
তং তে পৰকখামি যথা পজানং।
উপধিনিদানা পভৰন্তি দুকখা,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা॥

অনুবাদ : ভগবান মেত্তগূকে বললেন, হে মেত্তগূ, তুমি দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। সেই বিষয়ে আমি যেরূপ জ্ঞাত তা তোমাকে বলব। উপধি হতে জগতে সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়।

৭৬. ''যো ৰে অৰিদ্বা উপধিং করোতি, পুনপ্পুনং দুকখমুপেতি মন্দো।
তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা, দুকখস্স জাতিপ্পভৰানুপস্সী''॥

অনুবাদ : যে মূঢ়, অজ্ঞানী উপধি সৃষ্টি করে, সে পুনঃপুন দুঃখের অধীন হয়। তদ্ধেতু দুঃখের উৎপন্ন জ্ঞাত হয়ে উপধি সৃষ্টি করবে না।

৭৭. ''যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো,
অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি।
'কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং,
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ'।
তং মে মুনি সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো''॥

অনুবাদ : আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন অন্য একটি প্রশ্ন করছি, তা প্রকাশ করুন। জ্ঞানীগণ কিভাবে ওঘ, জন্ম, জরা, শোক, বিলাপ অতিক্রম করেন? হে মুনি, তা উত্তমরূপে প্রকাশ করুন। অধিকন্তু, এই ধর্ম আপনার সম্যকভাবে বিদিত।

৭৮. ''কিত্তযিস্সামি তে ধম্মং, [মেত্তগূতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং''॥

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, যেধর্ম দৃষ্টধর্মে জনশ্রুতিমূলক নয়, সেই ধর্ম প্রকাশ করব। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করে তৃষ্ণাকে জয় করা সম্ভব।

৭৯. ''তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি ধম্মমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং''॥

অনুবাদ : হে মহার্ঘ, আমি (আপনার) সেই উত্তম ধর্মের অভিনন্দন করি,

যা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান আসক্তি অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করেন।

৮০. "যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ,
পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৰে ন তিট্ঠে॥

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, তুমি উপরে, নিচে এবং মধ্যে যা কিছু জান; তাতে আসক্তি, নিবেশন, বিজ্ঞান বিদ্যমান। তাই এসব পরিত্যাগ করে ভবে অবস্থান করো না।

৮১. "এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তো,
ভিক্খু চরং হিত্বা মমাযিতানি।
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ,
ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুক্খং"॥

অনুবাদ : এরূপ অবস্থানকারী, স্মৃতিমান, অপ্রমত্ত ভিক্ষু বিদ্বান হয়ে আসক্তি, জন্ম, জরা, শোক-পরিদেবন, দুঃখ পরিহার করে বিচরণ করেন।

৮২. "এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুক্খং,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥

অনুবাদ : আমি মহর্ষির এ বাক্য অভিনন্দন করি। হে গৌতম, উপধি হতে মুক্তি (আপনার দ্বারা) সুব্যাখ্যাত হয়েছে। অবশ্যই ভগবান দুঃখমুক্ত হয়েছেন। তাই এ ধর্ম আপনার সুবিদিত।

৮৩. "তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুক্খং,
যে ত্বং মুনি অট্ঠিতং ওৰদেয্য।
তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগ,
অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্য"॥

অনুবাদ : হে মুনি, আপনি যাদেরকে অনুক্ষণ উপদেশ দিবেন, তারাও নিঃসন্দেহে দুঃখ অতিক্রম করবেন। হে নাগ, আমি উপস্থিত হয়ে আপনাকে নমস্কার করছি, ভগবান নিশ্চয় আমাকে অনুক্ষণ উপদেশ প্রদান করবেন।

৮৪. "যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ্ঞা,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।
অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারি,
তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খো॥

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞানে অভিজ্ঞাত, আকিঞ্চন ও কামভবে অনাসক্ত; তিনি নিঃসন্দেহে এই ওঘ অতিক্রম করেছেন এবং অখিল ও সংশয়হীন হয়ে পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

৮৫. ‘‘ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধ,
ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জ।
সো ৰীততন্হো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী’’তি॥

অনুবাদ : এ জগতে যিনি পণ্ডিত, জ্ঞানী নর তিনি ভবাভবে আসক্তি বর্জন করেন। তিনি বীততৃষ্ণ, দুঃখমুক্ত ও তৃষ্ণামুক্ত হয়েছেন; তাঁকে আমি জন্ম-জরা উত্তীর্ণ বলি ।

[মেত্তগূ মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

৫. ধোতক মানব-প্রশ্ন

৮৬. ‘‘পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা ধোতকো]
ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহং।
তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিক্খে নিব্বানমত্তনো’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান ধোতক বললেন, হে ভগবান, আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি আমাকে বলুন। হে মহর্ষি, আমি আপনার বচনপ্রার্থী। আপনার নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করে (আমি যেন) স্বীয় রাগ-দ্বেষাদি নির্বাপণের জন্য শিক্ষা করতে পারি।

৮৭. ‘‘তেনহাতপ্পং করোহি, [ধোতকাতি ভগৰা]
ইধেৰ নিপকো সতো।
ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসং,
সিক্খে নিব্বানমত্তনো’’॥

অনুবাদ : ভগবান ধোতককে বললেন, হে ধোতক, তাহলে উৎসাহিত হও। ইহলোকে পণ্ডিত, স্মৃতিমান হয়ে এই নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করে স্বীয় নির্বাণধর্ম শিক্ষা কর।

৮৮. ‘‘পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে,
অকিঞ্চনং ব্রাহ্মণমিরিযমানং।
তং তং নমস্সামি সমন্তচকখু,
পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহি’’॥

অনুবাদ : আমি দেব-মনুষ্যলোকে শূন্য হয়ে বিচরণকারী ব্রাহ্মণকে

দেখছি। তজ্জন্য হে সর্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার করছি। হে শাক্যমুনি, আমাকে সংশয় হতে মুক্ত করুন।

৮৯. ‘‘নাহং সহিস্সামি পমোচনায,
কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকে।
ধম্মঞ্চ সেট্ঠং অভিজানমানো,
এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসি’’॥

অনুবাদ : হে ধোতক, এই জগতে যে সংশয়যুক্ত, আমি তাকে মুক্ত করতে পারব না। তুমি শ্রেষ্ঠধর্মকে জ্ঞাত হও, এভাবে এই ওঘ উত্তীর্ণ হবে।

৯০. ‘‘অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানো,
ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
যথাহং আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানো,
ইধেৰ সন্তো অসিতো চরেয্যং’’॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, করুণাপরবশ হয়ে আমাকে বিবেকধর্ম নির্বাণ শিক্ষা দিন। তা জ্ঞাত হয়ে আমি যেন আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন হয়ে এ জগতে শান্ত, অনাসক্তভাবে অবস্থান করতে পারি।

৯১. ‘‘কিত্তযিস্সামি তে সন্তিং, [ধোতকাতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং,
তরে লোকে ৰিসত্তিকং’’॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে ধোতক, জগতে যে শান্তি দৃষ্টধর্মে জনশ্রুতিমূলক নয়। সেই শান্তি তোমাকে প্রকাশ করব যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারবে।

৯২. ‘‘তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি সন্তিমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং’’॥

অনুবাদ : ধোতক ভগবানকে বললেন, হে শান্ত, উত্তম মহর্ষি, আমি আপনার এই বচনকে অভিনন্দন করছি। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণাকে জয় করে এ জগতে অবস্থান করা সম্ভব।

৯৩. ‘‘যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [ধোতকাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকে,
ভৰাভৰায মাকাসি তণ্হ’’ন্তি॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে ধোতক, তুমি ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য সম্বন্ধে যা

কিছু জান, তা জগতের বন্ধনরূপে জ্ঞাত হয়ে ভবাভবে তৃষ্ণা উৎপন্ন কর না।

[ধোতক মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

৬. উপসীব মানব-প্রশ্ন

৯৪. ‘‘একো অহং সক্ক মহন্তমোঘং, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুং।
আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচক্খু,
যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্যং’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বললেন, হে শাক্যমুনি, আমি একাকী সহায়হীন হয়ে মহোঘ অতিক্রম করতে অসমর্থ। হে সর্বদর্শী, যে আরম্মণের সাহায্যে আমি এই ওঘ অতিক্রম করতে পারি তা প্রকাশ করুন।

৯৫. ‘‘আকিঞ্চঞ্ঞং পেক্খমানো সতিমা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘং।
কামে পহায ৰিরতো কথাহি,
তন্হক্খযং নত্তমহাভিপস্স’’॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, হে উপসীব, আকিঞ্চন দর্শন করে স্মৃতিমান হয়ে “কিছুই নেই”-তে নিশ্রিত হয়ে ওঘ অতিক্রম কর। কাম ত্যাগ করে, সন্দেহ দূর করে দিন-রাত তৃষ্ণাক্ষয়ে মনোযোগ দাও।

৯৬. ‘‘সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোক্খে পরমে ৰিমুত্তো,
তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযী’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বললেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, (অপর সব ত্যাগ করে) অকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞা-বিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি কি গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন?

৯৭. ‘‘সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [উপসীৰাতি ভগৰা]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোক্খে পরমে ৰিমুত্তো,
তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযী’’॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, আকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞা-বিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি গতিহীন হয়ে তথায় অবস্থান করেন।

৯৮. ‘‘তিটেঠ চে সো তত্থ অনানুযাযী,
পূগম্পি ৰস্সানং সমন্তচকখু।
তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো,
চৰেথ ৰিঞঞাণং তথাৰিধস্স’’॥

অনুবাদ : হে সর্বদর্শী, তিনি যদি বহু বছর তথায় গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে কি তিনি সেখানেই শান্ত, বিমুক্ত হন? তাদৃশ জনের কি বিজ্ঞান ধ্বংস হয়?

৯৯. ‘‘অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।
এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তো,
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং’’॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, হে উপসীব, বায়ুবেগে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা যেভাবে নিভে যায়, অস্তিত্বহীন হয়; ঠিক সেভাবেই নাম ও কায়বিমুক্ত মুনি নির্বাপিত হন, অস্তিত্বহীন হন।

১০০. ‘‘অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থি,
উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগো।
তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো’’॥

অনুবাদ : তিনি অন্তর্ধান হন বা তাঁর অস্তিত্ব থাকে না, অথবা চিরদিনের জন্য আরোগ। হে মুনি, আমার নিকট উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন, কারণ এই ধর্ম আপনার সুবিদিত।

১০১. ‘‘অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থি, [উপসীৰাতি ভগৰা]
যেন নং ৰজ্জুং তং তস্স নত্থি।
সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু, সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বে’’তি॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে উপসীব, যিনি অন্তর্ধান হন; তিনি অসংজ্ঞেয়। তাঁকে বলার মতো কিছুই থাকে না, তার সর্বধর্ম প্রহীন এবং তিনি সব বিতর্কের উর্ধ্বে।

[উপসীব মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

৭. নন্দ মানব-প্রশ্ন

১০২. ‘‘সন্তি লোকে মুনযো, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসু।

ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তি,
উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্নং"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, জগতে নানা ধরনের মুনি বিদ্যমান, মানুষেরা এরূপ বলে থাকেন এবং তারা জ্ঞানসম্পন্ন, নানাভাবে জীবন যাপন করেন। তারা কি সত্যিকারে মুনি?

১০৩. "ন দিট্‌ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন,
মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তি।
ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা,
চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমি"॥

অনুবাদ : হে নন্দ, ইহলোকে দৃষ্টি, শ্রুতি এবং জ্ঞান দ্বারা মুনিকে কুশল বা দক্ষ বলা যায় না। যিনি মারসেনা পরাজয় করেন, দুঃখহীন ও অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করেন, তাঁকে আমি মুনি বলি।

১০৪. "যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তা,
অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকারে শুদ্ধি বলে থাকেন। তাঁরা কি তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করতে পারেন? হে ভগবান, দয়া করে তা প্রকাশ করুন।

১০৫. "যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তি,
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি"॥

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বললেন, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা এবং নানা উপায়ে শুদ্ধি বলে থাকেন। তাঁরা তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করেননি বলে আমি বলি।

১০৬. ‘‘যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
তে চে মুনি ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে,
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে।
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং’’॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, যেসব শ্রমণ, ব্রাহ্মণ দৃষ্টি-শ্রুতি, শীলব্রত পরামর্শ এবং অন্য অনেক প্রকারে শুদ্ধি লাভ হয় বলেন; হে মুনি, যদি আপনি বলে থাকেন যে, তারা ওঘ উত্তীর্ণ হয়নি। তাহলে প্রভু, দেব-মনুষ্যলোকে কে জাতি, জরা অতিক্রম করেন? হে ভগবান, আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি এটা প্রকাশ করুন।

১০৭. ‘‘নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমি।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং।
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তন্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি’’॥

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বললেন, হে নন্দ, সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জাতি-জরায় আবৃত আমি এরূপ বলি না। যাঁরা এই জগতে দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত[১], শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকার (শুদ্ধি লাভের উদ্দেশে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন) পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসব হয়েছেন; আমি তাদেরকে ওঘ-উত্তীর্ণ নর বলি।

১০৮. ‘‘এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং।
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,

[১] মুত বা অনুমিত অর্থাৎ দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত অপর চতুষ্টয় ইন্দ্রিয় দ্বারা যে ধারণা, ভাব উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভ করা যায়।

তণ্হং পরিঞঞায অনাসৰাসে।
অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমী’’তি॥

অনুবাদ : হে মহর্ষি, আমি আপনার বাক্য অভিনন্দন করছি। গৌতম, আপনার কর্তৃক উপধিসমূহ উত্তমরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এ জগতে যাঁরা দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকার পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসব হয়েছেন, আমিও তাঁদেরকে ওঘ-উত্তীর্ণ নর বলি।

[নন্দ মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

৮. হেমক মানব-প্রশ্ন

১০৯. “যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু, [ইচ্চাযস্মা হেমকো] হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি, সব্বং তং ইতিহীতিহং।
সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং, নাহং তত্থ অভিরমিং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান হেমক বললেন, গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে বলা হয়েছিল : “পূর্বে এরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবে”। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে। আমি সেসব অভিনন্দন করি না।

১১০. “ত্বঞ্চ মে ধম্মমকখাহি, তণ্হানিগ্ঘাতনং মুনি।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং”॥

অনুবাদ : হে তৃষ্ণাধ্বংসকারী মুনি, আমাকে সেই ধর্ম ভাষণ করুন; যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণাকে জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারি।

১১১. “ইধ দিট্ঠসুতমুতৰিঞঞাতেসু, পিযরূপেসু হেমক।
ছন্দরাগৰিনোদনং, নিব্বানপদমচ্চুতং॥

অনুবাদ : হে হেমক, জগতে দৃষ্ট, শ্রুত, মুত (আঘ্রাত, আস্বাদিত, স্পর্শিত), বিজ্ঞাত বা চিন্তিত প্রিয়রূপসমূহে যে ছন্দরাগ, তা ধ্বংস করলে অচ্যুত নির্বাণপদ লাভ করা যায়।

১১২. “এতদঞঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
উপসন্তা চ তে সদা, তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিক”ন্তি॥

অনুবাদ : এটা জেনে যেসব স্মৃতিমান দৃষ্টধর্মে অভিনিবৃত্ত হন তাঁরা সর্বদা উপশান্ত এবং জগতে (সমস্ত) তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন।

[হেমক মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

৯. তোদেয়্য মানব-প্রশ্ন

১১৩. "যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো]
তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো, ৰিমোকেখা তস্স কীদিসো"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তোদেয়্য বললেন, যিনি কামের বশবর্তী হন না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর বিমোক্ষ কিদৃশ?

১১৪. "যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [তোদেয্যাতি ভগৰা]
তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো, ৰিমোকেখা তস্স নাপরো"॥

অনুবাদ : যাঁর মধ্যে কামসমূহ অবস্থান করে না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর অপর কোনো বিমোক্ষ নেই।

১১৫. "নিরাসসো সো উদ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পী।
মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞং,
তং মে ৰিযাচিকখ সমন্তচকখু"॥

অনুবাদ : তিনি আসক্তিযুক্ত নাকি আসক্তিমুক্ত? তিনি প্রজ্ঞাবান নাকি প্রজ্ঞাকম্পী? হে শাক্যমুনি, হে সর্বদর্শী, আপনি তা ব্যাখ্যা করুন, যাতে আমি মুনি সম্পর্কে জানতে পারি।

১১৬. "নিরাসসো সো ন চ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পী।
এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজান,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্ত"ন্তি॥

অনুবাদ : তিনি আসক্তিমুক্ত, আসক্তিযুক্ত নন। তিনি প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাকম্পী নন। হে তোদেয়্য, মুনিকে এরূপই জান। তিনি অকিঞ্চন, কামভবে অনাসক্ত।

[তোদেয়্য মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

১০. কপ্প মানব-প্রশ্ন

১১৭. "মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [ইচ্চাযস্মা কপ্পো]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূহি মারিস।
ত্বঞ্চ মে দীপমকখাহি, যথাযিদং নাপরং সিযা"॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান কপ্প বললেন, সংসারে (জন্ম নিলে) ওঘ, মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে প্রভু, এমন কোনো দ্বীপ আছে কি যে দ্বীপের আশ্রয়ে থাকলে আর কোথাও পুনরাগমন হয় না? তা প্রকাশ করুন।

১১৮. ‘‘মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [কপ্পাতি ভগৰা]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং,
দীপং পব্রূমি কপ্প তে॥

অনুবাদ : ভগবান কপ্পকে বললেন, হে কপ্প, সংসারের মধ্যে ওঘে মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে কপ্প, এমন দ্বীপ আছে বলি।

১১৯. ‘‘অকিঞ্চনং অনাদানং, এতং দীপং অনাপরং।
নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি, জরামচ্চুপরিকখযং॥

অনুবাদ : অকিঞ্চন (বা শূন্য) ও আসক্তিমুক্ত উত্তম দ্বীপ, ওই স্থানে জন্ম-মৃত্যুর নাশ হয়। আমি তাকে নির্বাণ বলি।

১২০. ‘‘এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
ন তে মারৰসানুগা, ন তে মারস্স পট্ঠগূ’’তি॥

অনুবাদ : ইহা জ্ঞাত হয়ে যাঁরা স্মৃতিমান এবং দৃষ্টধর্মে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত, তাঁরা মারের অনুগত ও আদেশবাহী হন না।

[কপ্প মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

১১. জতুকন্নী মানব-প্রশ্ন

১২১. ‘‘সুত্বানহং ৰীরমকামকামিং, [ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণি]
ওঘাতিগং পুট্ঠুমকামমাগমং।
সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্ত,
যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান জতুকন্নী বললেন, কামমুক্ত, ওঘোত্তীর্ণ বীরের সম্বন্ধে শ্রবণ করে আমি কামহীন বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। হে ভগবান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে আমাকে শান্তিপদ অমৃত নির্বাণ সম্বন্ধে বলুন।

১২২. ‘‘ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতি,
আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসা।
পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞ,

আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং''॥

অনুবাদ : তেজবান সূর্য যেরূপ তেজ দ্বারা পৃথিবীকে অভিভূত বা আলোকিত করে, সেরূপ ভগবানও কামসমূহ পরাজয় করে অবস্থান করেন। হে মহাজ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, আমাকে উপদেশ দিন, আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ইহলোকে জন্ম-জরা উপশম করতে পারি।

১২৩. ''কামেসু ৰিনয গেধং, [জতুকণ্ণীতি ভগৰা]
নেকখম্মং দট্ঠু খেমতো।
উগ্গহিতং নিরত্তং ৰা, মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চনং॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে জতুকন্নী, কামসমূহের প্রতি আসক্তি দমন কর, নৈষ্ক্রম্যকে শরণরূপে দর্শন কর, যাতে তোমার গ্রহণ কিংবা বর্জন (লোভ-দ্বেষ-মোহ) কিছুই না থাকে।

১২৪. ''যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।
মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসি॥

অনুবাদ : যা অতীত তা পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে যেন কিছুই না থাকে। বর্তমান সংস্কারকে গ্রহণ বা আসক্তি না করে উপশান্ত হয়ে অবস্থান কর।

১২৫. ''সব্বসো নামরূপস্মিং, ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণ।
আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তি, যেহি মচ্চুৰসং ৰজে''তি॥

অনুবাদ : সমস্ত নাম-রূপের প্রতি বীততৃষ্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। অর্হতের আসব নেই, যা দ্বারা মৃত্যুর অধীন হয়।

[জতুকন্নী মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

১২. ভদ্রাবুধ মানব-প্রশ্ন

১২৬. ''ওকঞ্জহং তণ্হচ্ছিদং অনেজং, [ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো]
নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তং।
কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধং,
সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো॥

অনুবাদ : আসক্তিজয়ী, তৃষ্ণাচ্ছিন্ন, তৃষ্ণামুক্ত, নন্দীজয়ী, ওঘ-উত্তীর্ণ, বিমুক্ত, কল্পজয়ী সুমেধকে প্রার্থনা করছি। নাগের এই বচন শ্রবণ করে এখান হতে প্রস্থান করব।

১২৭. ''নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতা,
তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানা।

তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো''॥

অনুবাদ : হে বীর, জনপদসমূহ হতে বহুলোক আপনার দেশনা শ্রবণ করার অভিলাষে একত্রিত হয়েছেন। তাদেরকে আপনি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন। যাতে করে তারা এ ধর্ম সুবিদিত হয়।

১২৮. ''আদানতন্হং ৰিনযেথ সব্বং, [ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
যং যঞ্হি লোকস্মিমুপাদিযন্তি,
তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তুং॥

অনুবাদ : ভগবান ভদ্রাবুধকে বললেন, সকল তৃষ্ণোপাদান দমন করবে—উর্ধ্ব, অধঃ, মধ্যেও। এ জগতে মানুষ যা কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করে, তদ্দ্বারাই মার মানুষকে অনুসরণ করে।

১২৯. ''তস্মা পজানং ন উপাদিযেথ,
ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকে।
আদানসত্তে ইতি পেকখমানো,
পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্ত''ন্তি॥

অনুবাদ : অতএব, ইহা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান ভিক্ষু মৃত্যুর অধীন, আবদ্ধ এবং উপাদানে নিবিষ্ট মানুষকে দেখে সর্বলোকে, কোনো কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করবে না।

[ভদ্রাবুধ মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

১৩. উদয় মানব-প্রশ্ন

১৩০. ''ঝাযিং ৰিরজমাসীনং, [ইচ্চাযস্মা উদযো]
কতকিচ্চং অনাসৰং।
পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূহি, অৰিজ্জায পভেদনং''॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উদয় বললেন, ধ্যানী ও বিরজ হয়ে আসীন, কৃতকৃত্য, অনাসব, সকল ধর্মে পারদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। যাতে অবিদ্যা ধ্বংস হয়, তজ্জন্য জ্ঞান বিমোক্ষ প্রকাশ করুন।

১৩১. ''পহানং কামচ্ছন্দানং, [উদযাতি ভগৰা]
দোমনস্সান চূভযং।
থিনস্স চ পনূদনং, কুক্কুচ্চানং নিৰারণং॥

অনুবাদ : ভগবান উদয়কে বললেন, কামচ্ছন্দ ও দৌর্মনস্য এ উভয়ের প্রহান, জড়তার দূরীকরণ, কৌকৃত্যের নিবারণ (এটাই জ্ঞান-বিমোক্ষ)।

১৩২. ‘‘উপেকখাসতিসংসুদ্ধং, ধম্মতক্কপুরেজৰং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমি, অৰিজ্জায পভেদনং’’॥

অনুবাদ : উপেক্ষা, স্মৃতি সংশুদ্ধতা, সৎ চিন্তায় পরিচালনা, অবিদ্যা ধ্বংসকে জ্ঞান-বিমোক্ষ বলি।

১৩৩. ‘‘কিংসু সংযোজনো লোকো, কিংসু তস্স ৰিচারণং।
কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি’’॥

অনুবাদ : লোকের সংযোজন কী? তার বিচরণ কী? কিসের প্রহীনে নির্বাণ বলা হয়?

১৩৪. ‘‘নন্দিসংযোজনো লোকো, ৰিতক্কস্স ৰিচারণং।
তন্হায ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি’’॥

অনুবাদ : নন্দি লোকের সংযোজন। বিতর্ক তার বিচরণ। তৃষ্ণার প্রহীনকে নির্বাণ বলা হয়।

১৩৫. ‘‘কথং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি।
ভগৰন্তং পুট্‌ঠুমাগম্ম, তং সুণোম ৰচো তৰ’’॥

অনুবাদ : সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর কীভাবে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়? এ সম্পর্কে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করতে এসেছি। আপনার বচন শুনার জন্য সবাই আগ্রহ প্রকাশ করছি।

১৩৬. ‘‘অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, ৰেদনং নাভিনন্দতো।
এৰং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতী’’তি॥

অনুবাদ : তিনি অধ্যাত্মে ও বাহ্যে বেদনাকে অভিনন্দন করেন না। এভাবে সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর বিজ্ঞান নিরোধ হয়।

[উদয় মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

১৪. পোসাল মানব-প্রশ্ন

১৩৭. ‘‘যো অতীতং আদিসতি, [ইচ্চাযস্মা পোসালো]
অনেজো ছিন্নসংসযো।
পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং॥

অনুবাদ : যিনি অতীতকে দর্শন করেন, তৃষ্ণাহীন, যাঁর সংশয় প্রহীন, যিনি সর্বধর্মে পারদর্শী, তাঁর নিকট অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

১৩৮. ‘‘ৰিভূতরূপসঞ্ঞিস্স, সব্বকাযপ্পহাযিনো।

অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতো।
এ়াণং সক্কানুপুচ্ছামি, কথং নেয্যো তথাৰিধো''॥

অনুবাদ : রূপসংজ্ঞা ধ্বংসকারী, সর্বকায় প্রহীন এবং 'অধ্যাত্ম ও বাহ্যে কিছুই নেই' এরূপ দর্শনকারীর জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি; তিনি কিভাবে পরিচালিত হন?

১৩৯. ''ৰিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বা, [পোসালাতি ভগৰা]
অভিজানং তথাগতো।
তিট্ঠন্তমেনং জানাতি, ৰিমুত্তং তপ্পরাযণং॥

অনুবাদ : ভগবান পোসালকে বললেন, হে পোসাল, তথাগত বিজ্ঞান-স্থিতিসমূহ জানেন, সত্ত্বগণের গতি, বিমুক্ত এবং তৎপরায়ণ সত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি জানেন।

১৪০. ''আকিঞ্চঞ্ঞসম্ভৰং ঞত্বা, নন্দী সংযোজনং ইতি।
এৰমেতং অভিঞ্ঞায, ততো তত্থ ৰিপস্সতি।
এতং ঞাণং তথং তস্স, ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো''তি॥

অনুবাদ : এইরূপে অকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি, নন্দী-সংযোজন জ্ঞাত হয়। এভাবে অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে তা বিশেষভাবে দর্শন করে—এটাই তার যথার্থ জ্ঞান, যা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই বশীভূত।

[পোসাল মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

১৫. মোঘরাজ মানব-প্রশ্ন

১৪১. ''দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সং, [ইচ্চাযস্মা মোঘরাজা]
ন মে ব্যাকাসি চক্খুমা।
যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি, ব্যাকরোতীতি মে সুতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মোঘরাজ বললেন, আমি শাক্যমুনি ভগবানকে দু-বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি (কিন্তু) চক্ষুষ্মান আমাকে উত্তর দেননি। আমি শুনেছি তিনবার পর্যন্ত প্রশ্ন করলে দেবর্ষি প্রকাশ বা উত্তর প্রদান করেন।

১৪২. ''অযং লোকো পরো লোকো, ব্রহ্মলোকো সদেৰকো।
দিট্ঠিং তে নাভিজানাতি, গোতমস্স যসস্সিনো॥

অনুবাদ : ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক ও দেবলোক, সেই লোক (তারা) যশস্বী গৌতমের দৃষ্টি সম্বন্ধে জানে না।

১৪৩. ''এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কথং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতি''॥

অনুবাদ : এরূপ শ্রেষ্ঠ দর্শনকারীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। জগৎকে কিরূপে দর্শন করলে মৃত্যুরাজকে দেখতে পায় না?

১৪৪. ''সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখস্সু, মোঘরাজ সদা সতো।
অত্তানুদিট্ঠিং ঊহচ্চ, এৰং মচ্চুতরো সিযা।
এৰং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতী''তি॥

অনুবাদ : হে মেঘরাজ, সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে জগৎকে শূন্যরূপে অবলোকন কর। আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করলে মৃত্যু উত্তীর্ণ হবে। যিনি এরূপে জগৎকে দর্শন করেন, তাঁকে মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না।

[মোঘরাজ মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

১৬. পিঙ্গিয় মানব-প্রশ্ন

১৪৫. ''জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণো, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসু।
মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰ,
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং''॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বললেন, আমি জীর্ণ (বৃদ্ধ), বলহীন ও বিবর্ণ হয়েছি। আমার চক্ষু অস্বচ্ছ, শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। যাতে আমাকে মূঢ়তা অবস্থায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে না হয়, সেরূপ ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। যা জ্ঞাত হয়ে আমি এ জগতে জাতি জরার প্রহীন সম্বন্ধে জানতে পারি।

১৪৬. ''দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানে, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তা।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু রূপং অপুনব্ভৰায''॥

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বললেন, হে পিঙ্গিয়, রূপে উপদ্রব, উৎপীড়ন দেখেও জনগণ রূপে প্রমত্ত। তাই তুমি অপ্রমত্ত হয়ে পুনর্জন্মের নিবারণার্থে রূপ ত্যাগ কর।

১৪৭. ''দিসা চতস্সো ৰিদিসা চতস্সো,
উদ্ধং অধো দস দিসা ইমাযো।
ন তুযহং অদিট্ঠং অসুতং অমুতং,
অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চনমত্থি লোকে।
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং,

জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং''॥

অনুবাদ : চারদিক, চারবিদিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ—এই দশ দিক; তাতে আপনার অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুমিত, অজ্ঞাত কিছুই নেই। আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমি এ জগতে জন্ম-জরার প্রহীন সম্পর্কে জানতে পারি।

১৪৮. ''তণ্হাধিপন্নে মনুজে পেকখমানো, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
সন্তাপজাতে জরসা পরেতে।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু তণ্হং অপুনব্ভৰাযা''তি॥

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বললেন, হে পিঙ্গিয়, তৃষ্ণানিপন্ন, জরাভিভূত, সন্তপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে তুমি অপ্রমত্ত হও এবং পুনর্জন্মের নিবারণার্থে তৃষ্ণা পরিহার কর।

[পিঙ্গিয় মানব-প্রশ্ন সমাপ্ত]

১৭. পারায়ণ উৎপত্তি গাথা

ইদমৰোচ ভগৰা মগধেসু ৰিহরন্তো পাসাণকে চেতিযে, পরিচারকসোলসানং ব্রাহ্মণানং অজ্ঝিট্ঠো পুট্ঠো পুট্ঠো পঞ্হং ব্যাকাসি। একমেকস্স চেপি পঞ্হস্স অত্থমঞ্ঞায ধম্মমঞ্ঞায ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্য, গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারং। ''পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মা''তি—তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্স পারাযনন্তেৰ অধিৰচনং।

অনুবাদ : মগধের পাষাণ-চৈত্যে অবস্থানকালে ভগবান এসব বললেন। ষোলজন পরিচারক বা অনুচর ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পুনঃপুন জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলেন। যদি কেউ প্রতিটি প্রশ্নের আর্যপর্যায় ও ধর্মপর্যায় অনুধাবন করে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি জরা-মরণ উত্তীর্ণ হতে পারবেন। এই ধর্ম পরপারে উত্তরণকারী। তাই এ ধর্মপর্যায় "পারায়ণ" নামে অভিহিত।

১৪৯. অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ।
ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো॥

১৫০. তোদেয্যকপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো।
ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।
মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥

১৫১. এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুং, সম্পন্নচরণং ইসিং।
পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হে, বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমুং॥

অনুবাদ : অজিত, তিষ্যমেত্তেয়, পুন্নক, মেত্তগূ, ধোতক, উপসীব, নন্দ, হেমক, তোদেয়্য, কপ্প, পণ্ডিত জতুকন্নী, ভদ্রাবুধ, উদয়, পোসাল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজা, মহাঋষি পিঙ্গিয়; এসব আদর্শ আচরণসম্পন্ন ঋষি বুদ্ধের নিকট উপনীত হলেন। উপনীত হয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট নিপুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

১৫২. তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসি, পঞ্হে পুট্ঠো যথাতথং।
পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেন, তোসেসি ব্রাহ্মণে মুনি॥

অনুবাদ : বুদ্ধ তাদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করলেন। প্রশ্নের উত্তর প্রদানে মুনি ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করলেন।

১৫৩. তে তোসিতা চকখুমতা, বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা।
ব্রহ্মচরিযমচরিংসু, ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকে॥

অনুবাদ : আদিত্যবন্ধু, চক্ষুষ্মান বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তারা উত্তম প্রাজ্ঞের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন।

১৫৪. একমেকস্স পঞ্হস্স, যথা বুদ্ধেন দেসিতং।
তথা যো পটিপজ্জেয্য, গচ্ছে পারং অপারতো॥

অনুবাদ : প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ যেভাবে দেশনা করলেন, সেভাবে যিনি প্রতিপালন করবেন তিনি অপার হতে পারে গমন করবেন।

১৫৫. অপারা পারং গচ্ছেয্য, ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমং।
মগ্গো সো পারং গমনায, তস্মা পারাযনং ইতি॥

অনুবাদ : উত্তম মার্গ ভাবনা করলে অপার হতে পারে গমন করা যায়। এই মার্গ পারে গমন করায়; তাই একে "পারায়ণ" বলে।

[পারায়ণ উৎপত্তি গাথা সমাপ্ত]

১৮. পারায়ণানুগীতি গাথা

১৫৬. "পারাযনমনুগাযিস্সং, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
যথাদ্দকিখ তথাকখাসি, ৰিমলো ভূরিমেধসো।
নিক্কামো নিব্বনো নাগো, কিস্স হেতু মুসা ভণে॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বললেন, আমি পারায়ণ কীর্তন করব, বিমল, মহাজ্ঞানী, নিষ্কাম, অনাসক্ত নাগ যেরূপ দেখেছেন সেরূপই প্রকাশ করেছেন, কী হেতু মিথ্যা বলবেন?

১৫৭. ‘‘পহীনমলমোহস্স, মানমক্খপ্পহাযিনো।
হন্দাহং কিত্তযিস্সামি, গিরং ৰণ্ণূপসঞ্হিতং॥

অনুবাদ : যাঁর মল, মোহ, মান, ম্রক্ষ বা শঠতা প্রহীন। তাঁর বর্ণ সজ্জিত (মধুর) বাক্য আমি কীর্তন করব।

১৫৮. ‘‘তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচক্খু,
লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তো।
অনাসৰো সব্বদুক্খপ্পহীনো,
সচ্চৰহযো ব্রহ্মে উপাসিতো মে॥

অনুবাদ : অন্ধকার বিদূরণকারী, সর্বদর্শী বুদ্ধ, লোকজ্ঞ, সমস্ত জন্ম নিরোধকারী, অনাসব ও সর্বদুঃখ প্রহীনকারী বুদ্ধ স্বীয় নামের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সদৃশ, তিনি আমার কর্তৃক পূজিত।

১৫৯. ‘‘দিজো যথা কুব্বনকং পহায, বহুপ্ফলং কাননমাৰসেয্য।
এৰম্পহং অপ্পদস্সে পহায, মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তো॥

অনুবাদ : পক্ষী যেমন অল্পফলযুক্ত বন ত্যাগ করে বহু ফলযুক্ত কাননে আশ্রয় নেয়। আমিও তেমনি অল্পদর্শীদের পরিত্যাগ করে হংসের ন্যায় মহাসরোবরে আশ্রয় নিয়েছি।

১৬০. ‘‘যেমে পুব্বে ৰিযাকংসু, হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি।
সব্বং তং ইতিহীতিহং, সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং॥

অনুবাদ : গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে বলা হয়েছিল যে, “পূর্বে এরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবো”। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে।

১৬১. ‘‘একো তমনুদাসিনো, জুতিমা সো পভঙ্করো।
গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণো, গোতমো ভূরিমেধসো॥

অনুবাদ : একাকী অন্ধকার বিদূরণকারী, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রভাকর এবং ভূরিপ্রাজ্ঞ গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী হয়ে অবস্থান করেন।

১৬২. ‘‘যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তণ্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি’’॥

অনুবাদ : যিনি আমাকে সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেছেন, তাঁর তুলনা কোথাও নেই।

১৬৩. ‘‘কিং নু তম্হা ৰিপ্পৰসসি, মুহুত্তমপি পিঙ্গিয।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥

অনুবাদ : হে পিঙ্গিয়, তুমি কি মুহূর্তের জন্যও ভূরিপ্রাজ্ঞ, ভূরিমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারীর কাছ হতে দূরে অবস্থান করতে পারবে?

১৬৪. ‘‘যো তে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি’’॥

অনুবাদ : যিনি তাদেরকে সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেছেন, তাঁর তুলনা কোথাও নেই।

১৬৫. ‘‘নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামি, মুহুত্তমপি ব্রাহ্মণ।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, সেই ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী গৌতম হতে আমি মুহূর্তমাত্রও বিচ্ছিন্ন হই না।

১৬৬. ‘‘যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি॥

অনুবাদ : আমাকে যেই ধর্ম দেশনা দিয়েছেন, তা সান্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণামুক্ত, পাপপ্রহীন (নির্দোষ)। যে ধর্মের কোনো তুলনা নেই।

১৬৭. ‘‘পস্সামি নং মনসা চক্খুনাৰ, রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো।
নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিং, তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাসং॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, আমি তাঁকে দিন-রাত অপ্রমত্তভাবে মন ও চক্ষু দ্বারা দর্শন করি। আর তাঁর পূজায় দিন-রাত অতিবাহিত করি। তজ্জন্য আমি তাঁর কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন মনে করি।

১৬৮. ‘‘সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চ,
নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হা।
যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞো,
স তেন তেনেৰ নতোহমস্মি॥

অনুবাদ : শ্রদ্ধা, প্রীতি, মন ও স্মৃতি আমাকে গৌতম শাসনে নমিত করে। ভূরিপ্রাজ্ঞ যেই দিকে গমন করেন, আমিও সেই দিকেই গমন করি।

১৬৯. ‘‘জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স, তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থ।
সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চং, মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো॥

অনুবাদ : আমার দেহ জীর্ণ ও শক্তিহীন, তাই তথায় যেতে অক্ষম। কিন্তু সংকল্প বা মননে আমি নিত্য তথায়। হে ব্রাহ্মণ, তজ্জন্য আমার মন তাতে যুক্ত।

১৭০. ‘‘পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানো, দীপা দীপং উপল্লৰিং।

অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং, ওঘতিণ্ণমনাসৰং॥

অনুবাদ : পঙ্কে শায়িত ও কম্পমান হয়ে আমি দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে ধাবিত হয়েছি। পরে ওঘ-উত্তীর্ণ, অনাসব সম্বুদ্ধের দর্শন পেলাম।

১৭১. ''যথা অহূ ৰক্কলি মুত্তসদ্ধো, ভদ্রাৰুধো আলৰিগোতমো চ।
এৰমেৰ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধং,
গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারং''॥

অনুবাদ : যেরূপে বক্কুলি, ভদ্রাবুধ এবং আলবিগৌতম শ্রদ্ধায় বা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে মুক্ত হয়েছিলেন, সেরূপে তুমিও শ্রদ্ধায় মুক্ত হও। হে পিঙ্গিয়, তাহলে মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করতে পারবে।

১৭২. ''এস ভিয্যো পসীদামি, সুত্বান মুনিনো ৰচো।
ৰিৰট্টচ্ছদো সম্বুদ্ধো, অখিলো পটিভানৰা॥

অনুবাদ : মুনির বচন শুনে আমি অতিশয় প্রসন্ন হলাম। সম্বুদ্ধ আবরণমুক্ত, অখিল এবং প্রতিভাণ (প্রত্যুৎপন্নমতি)।

১৭৩. ''অধিদেৰে অভিঞ্ঞায, সব্বং ৰেদি পরোপরং।
পঞ্হানন্তকরো সত্থা, কঙ্খীনং পটিজানতং॥

অনুবাদ : অধিদেবগণকে জ্ঞাত হয়ে তিনি নিজের এবং অপরের সব বিষয় জানেন। তিনি শাস্তা, সংশয়াপন্ন অনুসরণকারীদের প্রশ্নের সমাধান করেন।

১৭৪. ''অসংহীরং অসংকুপ্পং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি।
অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খা,
এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্ত''ন্তি॥

অনুবাদ : যা স্থির, অটল, যাঁর তুলনা কোথাও নেই, আমি তার নিকট (বা তথায়) অবশ্যই গমন করব, এতে সংশয় নেই। আমি অধিমুক্তচিত্তসম্পন্ন, তা জ্ঞাত হও।

[পারায়ণানুগীতি গাথা সমাপ্ত]

পারায়ণ-বর্গ বর্ণনা (নির্দেশ)

১. অজিত মানব-প্রশ্ন বর্ণণা

১. কেনস্সু নিৰুতো লোকো, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
কেনস্সু নপ্পকাসতি।
কিস্সাভিলেপনং ব্রূসি, কিংসু তস্স মহব্ভযং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, কী কারণে লোক (জগৎ) আবরিত? কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? জগতের আবিলতা কী রকম? মহাভয়ই বা কী রকম? তা প্রকাশ করুন।

কেনস্সু নিৰুতো লোকোতি। "লোক" (**লোকো**তি) বলতে নিরয়লোক, তির্যগ্‌লোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক, স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তনলোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মালোক—ইহাকে বলা হয় লোক। এই লোক বা জগৎ কী কারণে আবৃত, আবরিত, আবদ্ধ, আচ্ছাদিত, প্রতিচ্ছন্ন, আচ্ছন্ন? এ অর্থে জগৎ কী কারণে আবরিত (কেনস্সু নিৰুতো লোকো)?

ইচ্চাযস্মা অজিতোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায় ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যায়ানুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয় বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচনকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থে—আয়ুষ্মান (আযস্মা)। "অজিত" (অজিতো) বলতে ব্রাহ্মণের নাম, সংজ্ঞা, উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি; ব্যবহারিক নাম, আখ্যা, অভিধা, নিরুক্তি (বা সংজ্ঞা প্রকাশক শব্দ), ব্যঞ্জন (কোনো ব্যক্তির নাম জ্ঞাপন করা) ও সম্বোধন সূচকবাক্যকে বলা হয়েছে : ইচ্চাযস্মা অজিতো।

কেনস্সু নপ্পকাসতীতি। কী কারণে লোক বা জগৎ দীপ্তিমান, প্রকাশিত, উজ্জ্বল, আলোকিত, প্রকটিত, জ্যোতির্ময় হয় না? এ অর্থে—কী কারণে জগৎ দীপ্তিমান হয় না? (কেনস্সু নপ্পকাসতি)।

কিস্সাভিলেপনং ব্রূসীতি। জগতের আবিলতা, সংলগ্নতা, আসক্তি, বন্ধন, উপক্লেশ কী রকম? কেন জগৎ লিপ্ত, প্রলিপ্ত, উপলিপ্ত, ক্লিষ্ট, সংক্লিষ্ট, ম্রক্ষিত, সংযুক্ত, লগ্ন, সংলগ্ন ও আবদ্ধ; তা ভাষণ, বর্ণনা, বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, জ্ঞাপন, প্রজ্ঞাপন, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ঘোষণা ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—জগতের

আবিলতা কী রকম? তা প্রকাশ করুন (কিস্সাভিলেপনং ব্রূসি)।

কিংসু তস্স মহব্ভযন্তি। জগতের ভয়, মহাভয়, উৎপীড়ন, আঘাত, উপদ্রব, বিপদ কী রকম? এ অর্থে—জগতের মহাভয় কী রকম? (কিংসু তস্স মহব্ভযং)। তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"কেনস্সু নিৰুতো লোকো, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
কেনস্সু নপ্পকাসতি।
কিস্সাভিলেপনং ব্রূসি, কিংসু তস্স মহব্ভয"ন্তি॥

২. অৰিজ্জায নিৰুতো লোকো, [অজিতাতি ভগৰা]
ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতি।
জপ্পাভিলেপনং ব্রূমি, দুকখমস্স মহব্ভযং॥

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বললেন, জগৎ অবিদ্যার কারণে আবরিত; মাৎসর্য, প্রমাদের কারণে দীপ্তিমান হয় না। তৃষ্ণা জগতের আবিলতা, দুঃখই ইহার মহাভয়। আমি এরূপই বলি।

অৰিজ্জায নিৰুতো লোকোতি। "অবিদ্যা" (**অৰিজ্জা**তি) বলতে দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখসমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধে অজ্ঞান, অপরান্তে অজ্ঞান, পূর্বান্তে-অপরান্তে অজ্ঞান, কারণযুক্ত প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মসমূহে অজ্ঞান, যা এরূপ অজ্ঞান, অদর্শন, অজ্ঞাত, অননুবোধ, অনুপলব্ধ, অপ্রতিবেধ, অবিচক্ষণতা, অভূতগম্য, অসমপেক্ষণ (বিচারাভাব), অপ্রত্যবেক্ষণ, অপ্রত্যবেক্ষণ-কর্ম, অজ্ঞতা, মূর্খতা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, প্রমোহ, সম্মোহ, অবিদ্যা, অবিদ্যোঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, অবিদ্যার পূর্বসংস্কার বা অবিদ্যার ঝোঁক, অবিদ্যাখিল, মোহ ও অকুশলমূল; ইহাকে অবিদ্যা বলে—অৰিজ্জা।

"লোক" (**লোকো**তি) বলতে নিরয়লোক, তির্যগ্‌লোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক, স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তন লোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক এবং দেবলোক—ইহাকে লোক বলে। এ লোক এই অবিদ্যার দ্বারা আবৃত, নিবৃত, আবদ্ধ, বেষ্টিত, প্রতিচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত—লোক অবিদ্যায় আচ্ছন্ন (অৰিজ্জায নিৰুতো লোকো)।

"অজিত" (**অজিতা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন। অধিকন্তু, রাগ (আসক্তি) বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; দ্বেষ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মোহ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; মান ছিন্ন করেছেন বলে

ভগবান; মিথ্যাদৃষ্টি ছিন্ন করেছেন বলে ভগবান; প্রতিবন্ধক (কণ্ডকো) জয় করেছেন বলে ভগবান; ক্লেশ বিনষ্ট করেছেন বলে ভগবান; ধর্মরত্নকে ভাগ, বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করেছেন বলে ভগবান; ভবসমূহের অন্ত বা অতিক্রম করেছেন বলে ভগবান; ভাবিতকায়, ভাবিতশীল, ভাবিতচিত্ত, ভাবিতপ্রজ্ঞা বলে ভগবান; গভীর অরণ্য, নির্জন শয়নাসন ও নীরব-নিস্তব্ধ, জনমানব শূন্য এবং মনুষ্য দ্বারা অনালোড়িত বিজনস্থান ভজনা বা উপভোগ করেন বলে ভগবান; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি ভাগী বা অধিকারী বলে ভগবান; অর্থরস, ধর্মরস, বিমুক্তিরস, অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার ভাগী বলে ভগবান; চারি ধ্যান, চারি অপ্রামাণ্য (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা), চারি অরূপসমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; অষ্ট বিমোক্ষ, অষ্ট অভিভূ-আয়তন, আনুপূর্বিক নয়টি বিহারসমাপত্তির (অষ্ট সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তির ধ্যান) অধিকারী বলে ভগবান; দশ সংজ্ঞা-ভাবনা, দশ কৃৎস্ন-সমাপত্তি, আনাপানস্মৃতি-সমাধি, অশুভ-সমাপত্তির অধিকারী বলে ভগবান; চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিকারী বলে ভগবান; দশ প্রকার তথাগতবল, চারি বৈশারদ্য, চারি প্রতিসম্ভিদা, ষড়াভিজ্ঞা ও ছয় প্রকার জ্ঞানধর্মের (যা জানার জেনেছেন, যা দর্শন করার দর্শন করেছেন, চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত ও ব্রহ্মভূত—এই ছয় প্রকার ধর্ম) অধিকারী বলে ভগবান। এই 'ভগবান' নামটি মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-সগোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। 'ভগবান' নামটি ভগবান বুদ্ধগণের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষসহ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ ও যথার্থ উপাধি; এভাবেই ভগবান—অজিতাতি ভগৰা।

ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতীতি। "মাৎসর্য" (ৰেৰিচ্ছং) বলতে পাঁচ প্রকার মাৎসর্যকে বলা হয়। যথা : আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-সৎকার মাৎসর্য, বর্ণ-মাৎসর্য এবং ধর্ম-মাৎসর্য। যা এরূপ মাৎসর্য, মাৎসর্যতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, কদর্যতা, ব্যয়কুণ্ঠতা এবং চিত্তের অগৃহীতভাব—ইহাকে মাৎসর্য বলা হয়।

অধিকন্তু, স্কন্ধ-মাৎসর্যই মাৎসর্য, ধাতু-মাৎসর্যই মাৎসর্য এবং আয়তন-মাৎসর্যই মাৎসর্য। মাৎসর্যকে ঈর্ষা বলা হয়। **প্রমাদ** বলতে কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, পঞ্চকামগুণে চিত্তকে সমর্পণ এবং সমর্পণের উপাদান, কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় অসাক্ষাৎকরণ, অপ্রীতিকরণ,

একাগ্রহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, আলস্যপরায়ণতা, ছন্দহীনতা, অনাদরতা, অননুশীলন, অবহুলীকরণ, অনধিষ্ঠান এবং অননুযোগ—এটাই প্রমাদ। যা এরূপ প্রমাদ, অসাবধানতা ও অমনোযোগীতা—এটাকে বলা হয় প্রমাদ।

ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতীতি। এই মাৎসর্য এবং প্রমাদের দ্বারা জগৎ প্রদীপ্তমান হয় না, প্রকাশিত হয় না, উজ্জ্বল হয় না, আলোকিত হয় না, প্রকটিত হয় না এবং জ্যোতির্ময় হয় না। এ অর্থে—ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতি।

জপ্পাভিলেপনং ব্রূমীতি। তৃষ্ণাকে বলা হয় লোভ। যা রাগ, সরাগ, অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী, নন্দিরাগ, চিত্তের সরাগ, ইচ্ছা, মূর্ছা, আসক্তি, অনুরাগ, লোভ (পলিগেধো), বিষয়ানুরাগ (সঙ্গো), মালিন্য (পঙ্কো), তীব্র আকাঙ্ক্ষা (এজা), মায়া, জননী, সঞ্জননী, লিপ্সা (সিব্বিনী), বাসনা, তৃষ্ণা (সরিতা), স্পৃহা; যোগ, যোগসূত্র, প্রবৃত্তি (আযূহনী), সহচর (দুতিযা), প্রণিধি, পুনর্জন্ম গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা (ভৰনেত্তি), ইচ্ছা, বলবতী ইচ্ছা, প্রেম বা সম্বন্ধ (সন্থৰো), স্নেহ, আসক্তি, প্রতিবন্ধু, আশা, প্রত্যাশা, প্রবল তৃষ্ণা; রূপ-আশা, শব্দ-আশা, গন্ধ-আশা, রস-আশা, স্পর্শ-আশা, লাভ-বাসনা, ধন-বাসনা, পুত্র-বাসনা, জীবন-বাসনা, কামনা, বলবতী স্পৃহা, অভিপ্রায়, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, লোলুপ, লোলুপতা, প্রলুব্ধতা, প্রলোভনতা, আকুলতা; পাপকর্মে অনুরাগ, বিষম লোভ, তীব্র আসক্তি, প্রবলেচ্ছা, প্রার্থনা, অনুনয়, সানুনয়, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা (রূপ ব্রহ্মলোকের প্রতি আসক্তি), অরূপতৃষ্ণা, নিরোধতৃষ্ণা (নিরুদ্ধ হবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা); রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা, ওঘ, যোগ, গ্রন্থি, উপাদান, আবরণ, নীবরণ, আচ্ছাদন, বন্ধন, উপক্লেশ, অনুশয়, পূর্ব সংস্কার বা পূর্ব সংস্কারজনিত ঝোঁক, লতা, প্রবল বাসনা; দুঃখমূল, দুঃখনিদান, দুঃখপ্রভাব; মারফাঁদ, মারবড়শি, মারজগৎ, মারনিবাস, মারগোচর, মারবন্ধন এবং তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজল, তৃষ্ণারজ্জু, তৃষ্ণাসমুদ্র, অভিধ্যা, লোভ ও অকুশলমূল—এটাকে বলা হয় তৃষ্ণা। জগতের আবিলতা, আসক্তি, বন্ধন, উপক্লেশ। এই লোভ বা তৃষ্ণার দ্বারা জগৎ লিপ্ত, প্রলিপ্ত, উপলিপ্ত, ক্লিষ্ট, সংক্লিষ্ট, ম্রক্ষিত, সংযুক্ত, লগ্ন, জড়িত এবং আবদ্ধ বলে আমি বলি, ভাষণ করি, বর্ণনা করি, বিবৃত করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যক্ত করি, ব্যাখ্যা করি, ঘোষণা এবং প্রকাশ করি—জপ্পাভিলেপনং ব্রূমি।

দুকখমস্স মহব্ভযন্তি। 'দুঃখ' (**দুকখ**ন্তি) বলতে জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ,

নৈরয়িক দুঃখ, তির্যগ্‌কুল দুঃখ, প্রেতকুল দুঃখ, মানসিক দুঃখ, গর্ভে প্রবেশমূলক দুঃখ, গর্ভে স্থিতি বা অবস্থানমূলক দুঃখ, গর্ভ হতে নির্গমনমূলক দুঃখ, জন্ম সম্বন্ধীয় (জাতস্সূপনিবন্ধকং) দুঃখ, জন্মের পরাধীনতা দুঃখ, আত্ম-পীড়নমূলক দুঃখ, পর-পীড়নমূলক দুঃখ, সংস্কার দুঃখ, বিপরিণাম দুঃখ; চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, শ্বাস বা গলার রোগ, দাহরোগ, শূলরোগ, কুক্ষি রোগ, কাঁশি, জ্বর, মূর্ছা, রক্তামাশয়, কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গন্ড (ফোড়া), খোঁচপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ, দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, নখস (নখকুনি), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমুত্র রোগ), গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্তজনিত রোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ, বায়ুজনিত রোগ, সন্নিপাতিক রোগ, ঋতু পরিবর্তনজনিত রোগ, দুর্দশাজনিত (বিষম পরিহারজ) রোগ, খিঁচুনি রোগ, কর্মবিপাকজনিত রোগ, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মূত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দংশন বা কামড়জনিত দুঃখ, মাতা-মৃত্যু দুঃখ, পিতা-মৃত্যু দুঃখ, ভ্রাতা-মৃত্যু দুঃখ, ভগ্নি-মৃত্যু দুঃখ, পুত্র-মৃত্যু দুঃখ, কন্যা-মৃত্যু দুঃখ, জ্ঞাতিবিষয়ে দুঃখ, রোগবিষয়ে দুঃখ, ভোগবিষয়ে দুঃখ, শীলবিষয়ে দুঃখ, মিথ্যাদৃষ্টিবিষয়ে দুঃখ; যেই ধর্মসমূহের উৎপত্তিকালে কারণ প্রকাশিত হয়, অন্তর্ধানকালে নিরোধ প্রকাশিত হয়, এরূপ কর্ম-সন্নিশ্রিত বিপাক। বিপাক-সন্নিশ্রিত কর্ম, নাম-সন্নিশ্রিত রূপ, রূপ-সন্নিশ্রিত নাম; জন্মের দ্বারা অনুগত, জরায় আক্রান্ত, ব্যাধির দ্বারা অভিভূত, মরণে উৎপীড়িত এবং দুঃখে প্রতিষ্ঠিত, ত্রাণহীন, আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, সহায়হীন—একেই বলা হয় দুঃখ। এই দুঃখই লোকের ভয়, মহাভয়, পীড়ন, আঘাত, উপদ্রব, উপসর্গ—দুকখমস্স মহব্ভযং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"অৰিজ্জায নিৰুতো লোকো, [অজিতাতি ভগৰা]
ৰেৰিচ্ছা পমাদা নপ্পকাসতি।
জপ্পাভিলেপনং ব্রূমি, দুকখমস্স মহব্ভয"ন্তি॥

৩. সৰন্তি সব্বধি সোতা, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
সোতানং কিং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূহি, কেন সোতা পিধিয্যরে॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, সর্বত্র (আয়তনাদিতে) স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয়। এই স্রোতসমূহের নিবারণ কী? স্রোতসমূহের সংবর কী? কিভাবে স্রোতসমূহ রুদ্ধ হয়? তা বলুন।

সৰন্তি সব্বধি সোতাতি। "স্রোত" (**সোতা**তি) বলতে তৃষ্ণাস্রোত, মিথ্যাদৃষ্টিস্রোত, ক্লেশস্রোত, দুশ্চরিতস্রোত, অবিদ্যাস্রোত। "সব" (**সব্বধী**তি) বলতে সব আয়তনে। "**সৰন্তী**তি" বলতে প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। চক্ষু হতে রূপে প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। শ্রোত্র হতে শব্দে... ঘ্রাণ হতে গন্ধে... জিহ্বা হতে রসে... কায় হতে স্পর্শে... মন হতে ধর্মে প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। চক্ষু হতে রূপতৃষ্ণা প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। শ্রোত্র হতে শব্দতৃষ্ণা প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়। ঘ্রাণ হতে গন্ধতৃষ্ণা... জিহ্বা হতে রসতৃষ্ণা... কায় হতে স্পর্শতৃষ্ণা... মন হতে ধর্মতৃষ্ণা প্রবাহিত হয়, স্রাবিত হয়, বয়ে চলে, প্রবর্তিত হয়—সৰন্তি সব্বধি সোতা।

ইচ্চাযস্মা অজিতোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... শব্দের পর্যায়ানুক্রম... । এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা অজিতো।

সোতানং কিং নিৰারণন্তি। স্রোতসমূহের আবরণ, নীবরণ, সংবরণ, প্রতিরোধ ও বাধা কী? এ অর্থে—স্রোতসমূহের নীবরণ কী? (সোতানং কিং নিৰারণং)।

সোতানং সংৰরং ব্রূহীতি। স্রোতের আবরণ, নীবরণ, সংবরণ, রক্ষণ, আচ্ছাদনকে ভাষণ, বর্ণনা, বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, জ্ঞাপন, প্রজ্ঞাপন, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ঘোষণা ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—স্রোতের সংবরণ বলুন (সোতানং সংৰরং ব্রূহি)।

কেন সোতা পিধিয্যরেতি। কিভাবে স্রোত রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত হয়, প্রবাহিত হয় না, স্রাবিত হয় না, বয়ে চলে না, প্রবর্তিত হয় না? এ অর্থে—কিভাবে স্রোত রুদ্ধ হয় (কেন সোতা পিধিয্যরে)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"সৰন্তি সব্বধি সোতা, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
সোতানং কিং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূহি, কেন সোতা পিধিয্যরে"॥

৪. যানি সোতানি লোকস্মিং, [অজিতাতি ভগৰা]
সতি তেসং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূমি, পঞ্ঞাযেতে পিধিয্যরে॥

অনুবাদ : ভগবান অজিতকে বললেন, এ জগতে যেসব স্রোত বিদ্যমান,

স্মৃতিই সেসবের নীবরণ, সংবরণ। প্রজ্ঞা দ্বারা স্রোতসমূহ রুদ্ধ হয়। আমি এরূপই বলি।

যানি সোতানি লোকস্মিন্তি। এই বা এ জগতে যেসব স্রোত বিদ্যমান, সেসব স্রোত আমার দ্বারা বর্ণিত, কথিত, ব্যাখ্যাত, ভাষিত, প্রজ্ঞাপিত, জ্ঞাপিত, ব্যক্ত, বিভাজিত, ঘোষিত ও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন : তৃষ্ণাস্রোত, মিথ্যাদৃষ্টিস্রোত, ক্লেশস্রোত, দুশ্চরিতস্রোত, অবিদ্যাস্রোত। "লোকে" (**লোকস্মি**ন্তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। এ অর্থে—এ জগতে যেসব স্রোত বিদ্যমান (যানি সোতানি লোকস্মিং)। "অজিত" (**অজিতা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করেছেন।

সতি তেসং নিৰারণন্তি। "স্মৃতি" (**সতি**) বলতে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, মনোযোগ। স্মৃতি বলতে রক্ষা, ধারণ, অপরিবর্তনশীলতা, অবিকারতা। স্মৃতি বলতে স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ও নির্বাণ লাভের একমাত্র মার্গ। "নিবারণ" (**নিৰারণ**ন্তি) বলতে আবরণ, নীবরণ, সংবরণ, রক্ষণ, আচ্ছাদন। এ অর্থে—স্মৃতি সেসবের নীবরণ (সতি তেসং নিৰারণং)।

সোতানং সংৰরং ব্রূমীতি। স্রোতকে আমি আবরণ, নীবরণ, সংবরণ, রক্ষণ, আচ্ছাদন বলি, বর্ণনা করি, বিবৃত করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, প্রজ্ঞাপন করি, বিশ্লেষণ করি, ব্যাখ্যা করি, ঘোষণা করি, প্রকাশ করি। এ অর্থে—স্রোতকে সংবরণ বলি (সোতানং সংৰরং ব্রূমি)।

পঞ্ঞাযেতে পিধিয্যরেতি। "প্রজ্ঞা" (**পঞ্ঞা**তি) বলতে যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিচার, প্রবিচার (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা), ধর্ম-বিচার, বিচক্ষণতা, পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, বুৎপত্তি, দক্ষতা, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞানময় চিন্তা, ধীশক্তি, প্রাজ্ঞতা, মেধা, পরিজ্ঞান, যথাভূত জ্ঞান, সম্প্রজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, পূর্ণজ্ঞান, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রসাদ, প্রজ্ঞালো, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদ্যোত, রশ্মি, প্রজ্ঞারতন, অমোহ, ধর্ম-বিবেচনা, সম্যক দৃষ্টি। প্রজ্ঞা দ্বারা রুদ্ধ হয় বলতে প্রজ্ঞা দ্বারা স্রোত রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত হয়; প্রবাহিত হয় না, প্রস্রাবিত হয় না, বয়ে চলে না, প্রবর্তিত হয় না। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা জেনে, দর্শন করে প্রজ্ঞা দ্বারা স্রোত রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত হয়; প্রবাহিত হয় না, স্রাবিত হয় না, বয়ে চলে না, প্রবর্তিত হয় না। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা জেনে... হয় না। "সকল সংস্কার অনাত্ম" এটা জেনে... হয় না। "অবিদ্যার কারণে সংস্কার" এটা জেনে... হয় না। "সংস্কারের কারণে

বিজ্ঞান” এটা জেনে... হয় না। “বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ” এটা জেনে... হয় না। “নামরূপের কারণে ষড়ায়তন” এটা জেনে... হয় না। “ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ” এটা জেনে... হয় না। “স্পর্শের কারণে বেদনা” এটা জেনে... হয় না। “বেদনার কারণে তৃষ্ণা” এটা জেনে... হয় না। “তৃষ্ণার কারণে উপাদান” এটা জেনে... হয় না। “উপাদানের কারণে ভব” এটা জেনে... হয় না। “ভবের কারণে জাতি” এটা জেনে... হয় না। “জাতির কারণে জরা-মরণ” এটা জেনে... হয় না। “অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “ভবের নিরোধে জাতি নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “জাতির নিরোধে জরা-মরণ নিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “ইহা দুঃখ” এটা জেনে... হয় না। “ইহা দুঃখসমুদয়” এটা জেনে... হয় না। “ইহা দুঃখনিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা” ইহা জেনে... হয় না। “এই ধর্মসমূহ আসব” এটা জেনে... হয় না। “ইহা আসবসমুদয়” এটা জেনে... হয় না। “ইহা আসবনিরোধ” এটা জেনে... হয় না। “ইহা আসবনিরোধগামিনী প্রতিপদা” এটা জেনে... হয় না। “এই ধর্মসমূহ পরিজ্ঞেয়” এটা জেনে... হয় না। “এই ধর্মসমূহ পরিত্যাজ্য” এটা জেনে... হয় না। “এই ধর্মসমূহ অনুশীলনীয়” এটা জেনে... হয় না। “এই ধর্মসমূহ সাক্ষাৎ করনীয়” এটা জেনে... হয় না। ছয় প্রকার স্পর্শ আয়তন বা ষড়ায়তনের সমুদয়, নিরোধ, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জেনে, দর্শন করে প্রজ্ঞা দ্বারা... হয় না। পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের সমুদয়... হয় না। চারি মহাভূতের সমুদয়... হয় না। যা কিছু সমুদয়ধর্ম তা সব নিরোধধর্ম এটা জেনে, দর্শন করে প্রজ্ঞা দ্বারা স্রোত রুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত হয়; প্রবাহিত হয় না, স্রাবিত হয় না, বয়ে চলে না, প্রবর্তিত হয় না।। এ অর্থে—প্রজ্ঞা দ্বারা রুদ্ধ হয়।

তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ বললেন :

"যানি সোতানি লোকস্মিং, [অজিতাতি ভগৰা]
সতি তেসং নিৰারণং।
সোতানং সংৰরং ব্রূমি, পঞ্ঞাযেতে পিধিয্যরে"তি॥

৫. পঞ্ঞা চেৰ সতি চাপি, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
নামরূপঞ্চ মারিস।
এতং মে পুট্ঠো পব্রূহি, কত্থেতং উপরুজ্ঝতি॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান অজিত বললেন, হে প্রভু, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও নামরূপ এগুলো কিভাবে ধ্বংস হয়? আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি তা ব্যক্ত করুন।

পঞ্ঞা চেৰ সতি চাপীতি। "প্রজ্ঞা" (**পঞ্ঞা**তি) বলতে যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিচার, প্রবিচার (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা), ধর্ম-বিচার, বিচক্ষণতা, পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, বুৎপত্তি, দক্ষতা, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞানময় চিন্তা, ধীশক্তি, প্রাজ্ঞতা, মেধা, পরিজ্ঞান, যথাভূত জ্ঞান, সম্প্রজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, পূর্ণজ্ঞান, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রসাদ, প্রজ্ঞালো, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদ্যোত, রশ্মি, প্রজ্ঞারতন, অমোহ, ধর্ম-বিবেচনা, সম্যক দৃষ্টি। "স্মৃতি" (**সতী**তি) বলতে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, মনোযোগ। "স্মৃতি" বলতে রক্ষা, ধারণ, অপরিবর্তনশীলতা, অবিকারতা। স্মৃতি বলতে স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি। এই অর্থে—আয়ুষ্মান অজিত প্রজ্ঞা ও স্মৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

নামরূপঞ্চ মারিসাতি। "নাম" (**নাম**ন্তি) বলতে চার প্রকার অরূপস্কন্ধ। "রূপ"(**রূপ**ন্তি) বলতে চারি মহাভূত রূপ বা চারি মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ। "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে এখানে প্রিয়বচন, সম্মানিত বচন, সগৌরব, বিনয়ের বচন। এই অর্থে প্রভু—নামরূপঞ্চ মারিস।

এতং মে পুট্ঠো পব্রূহীতি। "এটা আমার" (**এতং মে**তি) বলতে যা আমি প্রশ্ন করি, প্রার্থনা করি, জিজ্ঞাসা করি ও আবেদন (বিনীত অনুরোধ) করি। "ব্যক্ত করুন" (**পব্রূহী**তি) বলতে বলুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি তা ব্যক্ত করুন (এতং মে পুট্ঠো পব্রূহি)।

কত্থেতং উপরুজ্ঝতীতি। কিভাবে এগুলো নিরুদ্ধ, উপশম, বিনষ্ট, তিরোহিত, ধ্বংস হয়?

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"পঞ্ঞা চেৰ সতি চাপি, [ইচ্চাযস্মা অজিতো]
নামরূপঞ্চ মারিস।
এৰং মে পুট্ঠো পব্রূহি, কত্থেতং উপরুজ্ঝতী"তি॥

৬. যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছি, অজিত তং ৰদামি তে।
যত্থ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতি।
ৰিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতি॥

অনুবাদ : হে অজিত, তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ, আমি তার উত্তরে বলছি। যেভাবে নামরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হয়, তা হলো : বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ ধ্বংস হয়।

যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছীতি। "যা এই" (**যমেত**ন্তি) বলতে প্রজ্ঞা, স্মৃতি, নামরূপকে বুঝানো হয়েছে। "জিজ্ঞাসা করা" (**অপুচ্ছী**তি) বলতে জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা, অনুরোধ ও আবেদন করা বুঝায়। এ অর্থে—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা (যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছি)।

অজিত তং ৰদামি তেতি। "অজিত" (**অজিতা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "সেই" (**ত**ন্তি) বলতে সেই প্রজ্ঞা, স্মৃতি, নামরূপ। "বলি" (**ৰদামী**তি) বলতে ভাষণ, বর্ণনা, বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, প্রজ্ঞাপন, ব্যক্ত, ব্যাখ্যা, ঘোষণা ও প্রকাশ করি। অজিতকে সেসব বলি।

যত্থ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতীতি। "নাম" (**নাম**ন্তি) বলতে চারি প্রকার অরূপ স্কন্ধ। "রূপ" (**রূপ**ন্তি) বলতে চারি মহাভূত রূপ বা চারি মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ। "নিঃশেষে" (**অসেস**ন্তি) বলতে সমস্ত, সব, সকল, সম্পূর্ণরূপে, সর্বতোভাবে, নির্বিশেষে, পরিপূর্ণভাবে, নিঃশেষের বচন। "ধ্বংস হয়" (**উপরুজ্ঝতী**তি) বলতে নিরুদ্ধ হয়, উপশম হয়, বিনষ্ট হয়, তিরোহিত হয়, নাশ হয়। যেভাবে নামরূপ নিঃশেষে ধ্বংস হয়।

ৰিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতীতি। স্রোতাপত্তিমার্গ জ্ঞানের দ্বারা অভিসংস্কার বিজ্ঞানের নিরোধে যে নামরূপ উৎপন্ন হয়, তা অনাদি সংসারে সাতবার মাত্র উৎপন্ন হয়ে তথায় নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। সকৃদাগামী মার্গজ্ঞানের দ্বারা অভিসংস্কার বিজ্ঞানের নিরোধে যে নামরূপ উৎপন্ন হয়, সেই নামরূপ পঞ্চভবের মধ্যে দুইবার মাত্র জন্ম হয়ে তথায় নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। অনাগামী মার্গজ্ঞানের দ্বারা অভিসংস্কার বিজ্ঞানের নিরোধে যে নামরূপ উৎপন্ন হয়, তা রূপ

ব্রহ্মভূমিতে বা অরূপ ব্রহ্মভূমিতে একবারমাত্র জন্ম হয়ে তথায় নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। অর্হত্ত্বমার্গজ্ঞানের দ্বারা অভিসংস্কার বিজ্ঞানের নিরোধে যে নামরূপ উৎপত্তি হয় তা সে অবস্থায় নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। পরিনির্বাণপ্রাপ্তির ও বিজ্ঞান পরিসমাপ্তিকালে অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে নিরোধের দ্বারা অর্হতের নামরূপ, স্মৃতি, প্রজ্ঞা নিরুদ্ধ, উপশমিত, নির্বাপিত ও তিরোহিত হয়। এ অর্থে—বিজ্ঞানের নিরোধে, এ নামরূপ ধ্বংস হয় (ৰিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন এত্থেতং উপরুজ্ঝতি)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যমেতং পঞ্হং অপুচ্ছি, অজিত তং ৰদামি তে।
যত্থ নামঞ্চ রূপঞ্চ, অসেসং উপরুজ্ঝতি।
ৰিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন, এত্থেতং উপরুজ্ঝতী"তি॥

৭. যে চ সঙ্খাতধম্মাসে, যে চ সেখা পুথূ ইধ।
তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিস॥

অনুবাদ : এ জগতে যারা সঙ্খাতধর্মী[1], শৈক্ষ্য; হে জ্ঞানী, তাঁদের জীবনাচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। হে প্রভু, দয়া করে তা ব্যাখ্যা করুন।

যে চ সঙ্খাতধম্মাসেতি। অর্হৎ ক্ষীণাসবকে সঙ্খাতধর্মী বলা হয়। কী কারণে অর্হৎ ক্ষীণাসবকে সঙ্খাতধর্মী বলা হয়? তারা সঙ্খাতধর্মী, জ্ঞাতধর্মী, তুলিতধর্মী (বিবেচিতধর্মী), তীরিতধর্মী (নিষ্পত্তিধর্মী), বিভূতধর্মী (ধ্বংসধর্মী), বিভাবিতধর্মী (বিচিন্তিতধর্মী)। "সব সংস্কার অনিত্য" এটা জ্ঞাত হয়ে তাঁরা সঙ্খাতধর্মী, জ্ঞাতধর্মী, তুলিতধর্মী (বিবেচিতধর্মী), তীরিতধর্মী (নিষ্পত্তিধর্মী) বিভূতিধর্মী (ধ্বংসধর্মী), বিভাবিতধর্মী (বিচিন্তিতধর্মী)। "সব সংস্কার দুঃখ"... "সব ধর্ম অনাত্ম"... "অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার"... যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী" এটা জ্ঞাত হয়ে তাঁরা সঙ্খাতধর্মী, জ্ঞাতধর্মী, তুলিতধর্মী, তীরিতধর্মী, বিভূতধর্মী, বিভাবিতধর্মী। অথবা তাঁদের স্কন্ধ সঙ্খাত, ধাতু সঙ্খাত, আয়তন সঙ্খাত, গতি সঙ্খাত, উৎপত্তি সঙ্খাত, প্রতিসন্ধি সঙ্খাত, ভব সঙ্খাত, সংসার

---

[1] সঙ্খাত ধর্ম অর্থাৎ যেই ব্যক্তি ধর্মকে পরীক্ষা করে দেখেছেন বা জানতে পেরেছেন। বস্তু ধর্মসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে যাঁর দক্ষতা অর্জন হয়েছে। অর্হৎ সম্বন্ধে এই বর্ণনাটি দেওয়া হয়। সঙ্খাখধম্মা বুচ্চতি অরহন্তো খীণাসবা।

সঙ্খাত, সংসার পরিভ্রমণ সঙ্খাত। অথবা তাঁরা স্কন্ধ সীমায় স্থিত, ধাতু সীমায় স্থিত, আয়তন সীমায় স্থিত, গতি সীমায় স্থিত, উৎপত্তি সীমায় স্থিত, প্রতিসন্ধি সীমায় স্থিত, ভব সীমায় স্থিত, সংসার সীমায় স্থিত, সংসার পরিভ্রমণ সীমায় স্থিত, অন্তিম ভবে স্থিত, অন্তিম শরীরে স্থিত, অন্তিম দেহধারী অর্হৎ।

তেসং চাযং পচ্ছিমকো, চরিমোযং সমুস্সযো।
জাতিমরণসংসারো, নত্থি নেসং পুনব্ভৰোতি॥

অনুবাদ : এটিই তাঁদের শেষ জন্ম, অন্তিম দেহ। তাদের জাতি, মরণ, সংসার ও পুনর্জন্ম নেই।

সেই কারণে অর্হৎ ক্ষীণাসবকে সঙ্খাতধর্মী বলা হয়।

যে চ সঙ্খাতধম্মাসে, যে চ সেখা পুথূ ইধাতি। "শৈক্ষ্য" (**সেখা**তি) বলতে কী কারণে শৈক্ষ্য বলা হয়? শিক্ষা করে বলে শৈক্ষ্য। কী শিক্ষা? অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। অধিশীল শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান হন, প্রাতিমোক্ষ সংবরশীলে সংবৃত বা অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করেন, আচার-গোচর বা সচ্চরিত্রসম্পন্ন হন, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়সমূহে (পাপে) ভয়দর্শী হন এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা করেন। ক্ষুদ্রশীলস্কন্ধ, মহাশীলস্কন্ধ, শীল প্রতিষ্ঠা (রক্ষণ), আদিচরণ, সংযম, সংবর, মুখ্য, প্রমুখ্য ও কুশলধর্মসমূহে নৈপুণ্য অর্জন করা—ইহা অধিশীল শিক্ষা।

অধিচিত্ত শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (পৃথক) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও বিবেকজনিত প্রীতি-সুখ বিমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। বিতর্ক ও বিচার উপশমে আধ্যাত্মিক-সম্প্রসাদী বা প্রশান্তকরণ, চিত্তের একাগ্রতাভাব, বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজনিত প্রীতি-সুখবিমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে দৈহিক-সুখ অনুভব করেন। আর্যগণ যাকে "উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী" বলেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য এবং দৌর্মনস্য অস্তমিত করে "নাদুঃখ-নাসুখ" উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন—ইহাই অধিচিত্ত শিক্ষা।

অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, উদয়-অস্তগামী (জন্ম-মৃত্যুগামী) প্রজ্ঞায় সমন্বিত হন, আর্য-নির্বেধিক (মর্মভেদী) সম্যক দুঃখক্ষয়গামী প্রতিপদায় বিমণ্ডিত হন। তিনি (দুঃখকে) "ইহা দুঃখ" বলে

যথার্থরূপে জানেন, (দুঃখসমুদয়কে) "ইহা দুঃখসমুদয়" বলে যথার্থরূপে জানেন, (দুঃখনিরোধকে) "ইহা দুঃখনিরোধ" বলে যথার্থরূপে জানেন, (দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদাকে) "ইহা দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা" বলে যথার্থরূপে জানেন। (আসবকে) "ইহা আসব" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আসবসমুদয়কে) "ইহা আসবসমুদয়" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আসবনিরোধকে) "ইহা আসবনিরোধ" বলে যথার্থরূপে জানেন, (আসবনিরোধগামিনী প্রতিপদাকে) "ইহা আসবনিরোধগামিনী প্রতিপদা" বলে যথার্থরূপে জানেন—ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন; জ্ঞাত হয়ে, দেখে, প্রত্যবেক্ষণ করে ও চিত্তকে তথায় অভিনিবিষ্ট করে শিক্ষা করেন। শ্রদ্ধায় আনত হয়ে শিক্ষা করেন; বীর্য প্রগ্রহ (বা ধারণ) করে, স্মৃতি উপস্থাপন করে, চিত্তকে সমাধিস্থ বা কেন্দ্রীভূত করে, প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন। অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অভিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন; পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে, প্রহাতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে, ভাবিতব্য বিষয়কে ভাবিত করে এবং সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, (এবং সেগুলো) আচরণ করেন, অভ্যাস করেন, গ্রহণ করেন ও পালন বা শিক্ষা করেন। সেই কারণে "শৈক্ষ্য" বলা হয়। "অধিক" (**পুথূ**তি) বলতে অনেক। এঁরা শৈক্ষ্য, স্রোতাপন্নে প্রতিপন্ন, সকৃদাগামীতে প্রতিপন্ন, অনাগামীতে প্রতিপন্ন, অরহত্ত্বে প্রতিপন্ন। "এই" (**ইধা**তি) বলতে এই দৃষ্টিতে, এই ইচ্ছায়, এই রুচিতে, এই গ্রহণে, এই ধর্মে, এই বিনয়ে, এই ধর্ম-বিনয়ে, এই প্রবচনে, এই ব্রহ্মচর্যে, এই শাস্তাশাসনে, এই আত্মভবে, এই মনুষ্যলোকে। এ অর্থে—যে চ সেখা পুথূ ইধ।

তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিসাতি। আপনিও জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, মেধাবী। সেসব সঙ্খাতধর্মীর, শৈক্ষ্যের পরিচালন, চর্যা, নিয়ম, নীতি, আচার, গোচর (বিচরণ), অবস্থান, প্রতিপদা। "প্রশ্ন করছি" (**পুট্ঠো**তি) বলতে জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, নিবেদন করছি, প্রার্থনা করছি। এ অর্থে—প্রশ্ন করছি। "বলুন" (**পব্রূহী**তি) বলতে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, ব্যাখ্য করুন ও প্রকাশ করুন। "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, গৌরবের অধিবচন। এ অর্থে—তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিস।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যে চ সঙ্খাতধম্মাসে, যে চ সেখা পুথূ ইধ।
তেসং মে নিপকো ইরিযং, পুট্ঠো পব্রূহি মারিসা"তি॥

৮. কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্য, মনসানাৰিলো সিযা।
কুসলো সব্বধম্মানং, সতো ভিক্খু পরিব্বজে॥

অনুবাদ : কামে নির্লিপ্ত, অনাবিল মনস্ক, সবধর্মে দক্ষ (কুশল) এবং স্মৃতিমান হয়ে ভিক্ষু বিচরণ করেন।

কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্যাতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকাম। বস্তুকাম কিরূপ? মনোজ্ঞ রূপ, মনোজ্ঞ শব্দ, মনোজ্ঞ গন্ধ, মনোজ্ঞ রস, মনোজ্ঞ স্পর্শ; আস্তরণ (কার্পেটাদি), আবরণ (পরিচ্ছদ), দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, ষাঁড়, অশ্ব, ঘোঁটকী, ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম, রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার, ভাণ্ডারাগার এবং যেসব মনোরম বা কামোদ্দীপক বস্তু—এসবই বস্তুকাম।

অধিকন্তু, অতীত কাম, অনাগত কাম, বর্তমান কাম, অধ্যাত্ম কাম, বাহ্যিক কাম, অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কাম; হীন (স্বল্প) কাম, মাঝারি কাম, প্রণীত (উত্তম) কাম; নারকীয় কাম, মানবীয় কাম, দিব্য কাম, অনায়াস-সাধ্য কাম; নির্মিত কাম, অনির্মিত কাম, পরনির্মিত কাম, পরিগৃহীত কাম, অপরিগৃহীত কাম, মমায়িত কাম, অমমায়িত কাম; সকল কামাবচর ধর্ম, সকল রূপাবচর ধর্ম, সকল অরূপাবচর ধর্ম, কামনীয়, রজনীয় (আনন্দ বর্ধনকারী), মত্ততাজনক, তৃষ্ণামূলক ও তৃষ্ণারম্মণ কাম—এগুলোকে বলা হয় বস্তুকাম।

ক্লেশকাম কিরূপ? ছন্দ (ইচ্ছা) কাম, রাগ (আসক্তি) কাম, ছন্দরাগ কাম; সংকল্প কাম (কামেচ্ছা), রাগ কাম, সংকল্পরাগ কাম; যা কামসমূহে কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কাম-পরিলাহ, কাম-বিহ্বলতা, কামাসক্তি, কামোঘো, কামযোগ, কামোপাদান এবং কামচ্ছন্দ-নীবরণ।

অদ্দসং কাম তে মূলং, সঙ্কপ্পা কাম জাযসি।
ন তং সঙ্কপ্পযিস্সামি, এৰং কাম ন হেহিসীতি॥

অনুবাদ : (সে) কামের মূল দেখেছিল বিধায় (তার) কামসংকল্প উৎপন্ন হয়েছিল। আমি তা সংকল্প বা ইচ্ছা করব না, এরূপে কাম উৎপন্ন হবে না।

এগুলোকেই বলে ক্লেশকাম। "গেধো " বলা হয় তৃষ্ণাকে; যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "কামে নির্লিপ্ত" (**কামেসু**

নাভিগিজ্ঝেয্যাতি) বলতে ক্লেশকামে, বস্তুকামে নির্লিপ্ত, অসংলগ্ন, অনিমজ্জিত, অনাবদ্ধ। এতে অমূর্ছিত, অনধীন, বীততৃষ্ণ, বিগততৃষ্ণ, ত্যক্ততৃষ্ণ, নিঃসৃততৃষ্ণ, মুক্ততৃষ্ণ, প্রহীনতৃষ্ণ, পরিত্যক্ততৃষ্ণ, বীতরাগী, বিগতরাগী, ত্যক্তরাগী, নিঃসৃতরাগী, মুক্তরাগী, প্রহীনরাগী, পরিত্যক্তরাগী, অনাসক্ত, নিবৃত, শান্ত, সুখ অনুভবকারী হয়ে ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন—কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্য।

মনসানাৰিলো সিযাতি। "মন" (**মনো**তি) বলতে চিত্ত, মন, মানস (কল্পনা), হৃদয়, পাণ্ডুর, মন, মনায়তন, মনেন্দ্রিয় (মনের মনোবৃত্তি), বিজ্ঞান (প্রত্যক্ষ জ্ঞান), বিজ্ঞানস্কন্ধ (জীবনী শক্তিপুঞ্জ), তদুদ্ভূত বা তা হতে উৎপন্ন মনোবিজ্ঞানধাতু। কায়দুশ্চরিত দ্বারা চিত্ত আবিল, বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত, বিচলিত, চঞ্চল, বিপথগামী ও অশান্ত হয়। বাকদুশ্চরিত... অশান্ত হয়। মনোদুশ্চরিত... অশান্ত হয়। রাগ... অশান্ত হয়। দ্বেষ... অশান্ত হয়। মোহ... অশান্ত হয়। ক্রোধ... অশান্ত হয়। উপনাহ... অশান্ত হয়। ম্রক্ষ... অশান্ত হয়। বিদ্বেষ... অশান্ত হয়। ঈর্ষা... অশান্ত হয়। মাৎসর্য... অশান্ত হয়। মায়া... অশান্ত হয়। শঠতা... অশান্ত হয়। ভন্ডামি... অশান্ত হয়। ঔদ্ধত্য... অশান্ত হয়। মান... অশান্ত হয়। অতিমান... অশান্ত হয়। মত্ততা... অশান্ত হয়। প্রমত্ততা... অশান্ত হয়। সবক্লেশ... অশান্ত হয়। সবদুশ্চরিত... অশান্ত হয়। সবউদ্বেগ... অশান্ত হয়। সবপরিদাহ... অশান্ত হয়। সবসন্তাপ... অশান্ত হয়। সব অকুশলাভিসংস্কার দ্বারা চিত্ত আবিল, বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত, বিচলিত, চঞ্চল বিপথগামী ও অশান্ত হয়। "অনাবিলমনস্ক" (**মনসানাৰিলো সিযা**তি) বলতে চিত্ত অনাবিল হয়। বিক্ষুব্ধ, আন্দোলিত, বিচলিত, চঞ্চল, বিপথগামী ও অশান্ত হয় না; বরং আবিলকারী ক্লেশসমূহ ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, দূরীভূত, ধ্বংস, নিবৃত্ত হয়; আবিলকারী ক্লেশ হতে বিরহিত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—মনসানাৰিলো সিযা।

কুসলো সব্বধম্মানন্তি। "সংস্কার অনিত্য" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। "সব সংস্কার দুঃখ" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। "সব ধর্ম অনাত্ম" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। "অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ।... "যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী" এরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। এরূপেই সবধর্মে দক্ষ।

অথবা অনিত্যরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। দুঃখরূপে... রোগরূপে... গণ্ডরূপে... শল্যরূপে... অনিষ্টরূপে... পীড়ারূপে... পররূপে... ভগ্নরূপে...

অশুভরূপে... উপদ্রবরূপে... ভয়রূপে... রূপে... ক্ষণিকরূপে... ভঙ্গুররূপে... অধ্রুবরূপে... অত্রাণরূপে... নিরাশ্রয়রূপে... অশরণরূপে... রিক্তরূপে... তুচ্ছরূপে... শূন্যরূপে... অনাত্মরূপে... আদীনবরূপে... বিপরিণামধর্মরূপে... অসাররূপে... অনিষ্টমূলরূপে... হত্যাকারীরূপে... বিভবরূপে... আসবসংযুক্তরূপে... সঙ্খাতরূপে... মারামিষরূপে... জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণরূপে... শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মরূপে... সংক্লেশধর্মরূপে... সমুদয়ধর্মরূপে... ধ্বংসরূপে... অস্বাদরূপে... আদীনবরূপে... নিঃসরণরূপে জেনে সবধর্মে দক্ষ। এরূপেই সবধর্মে দক্ষ।

অথবা স্কন্ধ বিষয়ে দক্ষ, ধাতু বিষয়ে দক্ষ, আয়তন বিষয়ে দক্ষ, প্রতীত্যসমুৎপাদ বিষয়ে দক্ষ, স্মৃতিপ্রস্থান বিষয়ে দক্ষ, সম্যকপ্রধান বিষয়ে দক্ষ, ঋদ্ধিপাদ বিষয়ে দক্ষ, ইন্দ্রিয় বিষয়ে দক্ষ, বল বিষয়ে দক্ষ, বোধ্যঙ্গ বিষয়ে দক্ষ, মার্গ বিষয়ে দক্ষ, ফল বিষয়ে দক্ষ, নির্বাণ বিষয়ে দক্ষ। এরূপে সর্বধর্মে দক্ষ।

অথবা, সর্বধর্ম বলা হয় দ্বাদশ আয়তনকে—চক্ষু এবং রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম। যখন অধ্যাত্ম এবং বাহ্য আয়তনসমূহে ছন্দরাগ প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায়, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী হয়; তখন সবধর্মে দক্ষ হয়—কুসলো সব্বধম্মানং।

সতো ভিকখু পরিব্বজেতি। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চারটি কারণে (বা প্রকারে) স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায়... চিত্তে... এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান।

অপর চার প্রকারে স্মৃতিমান—১) অস্মৃতি পরিবর্জিত হওয়ায় স্মৃতিমান, ২) স্মৃতি করার ধর্মসমূহ কৃত হওয়ায় স্মৃতিমান, ৩) স্মৃতি প্রতিপক্ষ ধর্মসমূহ বশীভূত বা হত হওয়ায় স্মৃতিমান, এবং ৪) স্মৃতি নিমিত্ত ধর্মসমূহের ভুল না হওয়ায় স্মৃতিমান।

অন্য চার প্রকারে স্মৃতিমান—১) স্মৃতিতে সমন্বিত হওয়ায় স্মৃতিমান, ২) স্মৃতিতে বশীভূত হওয়ায় স্মৃতিমান, ৩) স্মৃতিতে প্রাগুণ্য বা নিপুণ হওয়ায় স্মৃতিমান এবং ৪) স্মৃতিতে অপ্রত্যারোহণ হওয়ায় স্মৃতিমান।

অপর চার প্রকারে স্মৃতিমান—১) (স্মৃতিতে) নিরবচ্ছিন্ন বা অটল বলে স্মৃতিমান, ২) শান্ততাপ্রাপ্ত বলে স্মৃতিমান, ৩) স্থিরতাপ্রাপ্ত বলে স্মৃতিমান এবং ৪) শান্তধর্মে সমন্বিত বলে স্মৃতিমান। বুদ্ধানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান,

ধর্মানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, সংঘানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, শীলানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, ত্যাগানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, দেবতানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, আনাপানস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, মরণানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, কায়গতাস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান, উপশমানুস্মৃতির দ্বারা স্মৃতিমান। যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, মনোযোগ। স্মৃতি বলতে রক্ষা, ধারণ, অপরিবর্তনশীলতা, অবিকারতা। স্মৃতি বলতে স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ও নির্বাণ লাভের একমাত্র মার্গ—ইহাকে বলা হয় স্মৃতি। এই স্মৃতিতে উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন (প্রতিপন্ন), সমুপপন্ন ও সমান্নগত হন; তাই স্মৃতিমান বলা হয়।

"ভিক্ষু" (**ভিকখূ**তি) বলতে সাত প্রকার ধর্ম ধ্বংস বা ভগ্ন হয় বলে ভিক্ষু। যেমন : সৎকায়দৃষ্টি ধ্বংস হয়, বিচিকিৎসা ধ্বংস হয়, শীলব্রত-পরামর্শ ধ্বংস হয়, রাগ ধ্বংস হয়, দ্বেষ ধ্বংস হয়, মোহ ধ্বংস হয়, মান ধ্বংস হয়। পাপ, অকুশল, ক্লেশযুক্ত ধর্ম এবং পুনর্জন্ম প্রদানকারী ভয়ানক দুঃখবিপাক, ভবিষ্যতের জন্ম-জরা-মরণ ধ্বংস হয়।

পজ্জেন কতেন অত্তনা, [সভিযাতি ভগৰা]
পরিনিব্বানগতো ৰিতিণ্ণকঙ্খো।
ৰিভৰঞ্চ ভৰঞ্চ ৰিপ্পহায,
ৰুসিতৰা খীণপুনব্ভৰো স ভিকখূতি॥

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বললেন, আত্মকৃত পথাবলম্বন করে যিনি পরিনির্বাণ লাভ করেছেন এবং সন্দেহোত্তীর্ণ হয়েছেন, বিভব ও ভব উভয়ই ত্যাগ করে, পুনর্জন্ম ক্ষয় করে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনিই ভিক্ষু।

"ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়ে বিচরণ করেন" (**সতো ভিকখু পরিব্বজে**তি) বলতে স্মৃতিমান হয়ে ভিক্ষু বিচরণ করেন, গমন করেন, দাঁড়ান, উপবেশন করেন, শয্যা রচনা করেন, সম্মুখে গমন করেন, পশ্চাতে গমন করেন, অবলোকন করেন, বিলোকন করেন, সঙ্কোচন করেন, প্রসারণ করেন, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণ করেন, পরিভ্রমণ করেন, অবস্থান করেন, আচরণ করেন, অভ্যাস করেন, পালন করেন, যাপন করেন, চলাফেরা করেন। এ অর্থে—সতো ভিক্‌খু পরিব্বজে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"কামেসু নাভিগিজ্ঝেয্য, মনসানাৰিলো সিযা।
কুসলো সব্বধম্মানং, সতো ভিকখু পরিব্বজে"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা

সবাই এক ইচ্ছা, এক উপায় বা পথ, এক অভিপ্রায় এবং এক বাসনায় স্থিত হন। সেই সময় বহু সহস্রজনের বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—"যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী"। আর সেই ব্রাহ্মণের চিত্ত অনাসক্ত হয়ে সব আসব হতে মুক্ত হলো। অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তাঁর অজিন, জটা, বল্কবস্ত্র, লাঠি, কমণ্ডলু (জলের পাত্র), চুল এবং দাঁড়ি অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি মুণ্ডিত মস্তক, কাষায়বস্ত্র পরিহিত, সঙ্ঘাটি পাত্র-চীবরধারী এবং জ্ঞানত প্রতিপন্ন হয়ে যথার্থভাবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[অজিতমানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

২. তিষ্যমেত্তেয় মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৯. কোধ সন্তুসিতো লোকে, [ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যো]
কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা।
কো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি, কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তিস্‌সমেত্তেয় বললেন, কে এই জগতে সন্তুষ্ট? কে চঞ্চলতাহীন? কে প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে উভয়-অন্ত-মধ্যে লিপ্ত হন না? আপনি কাকে মহাপুরুষ বলেন? এই জগতে কে লোভাতীত?

কোধ সন্তুসিতো লোকেতি। কে এই জগতে তুষ্ট, সন্তুষ্ট, আনন্দিত, পরিপূর্ণ সংকল্পী হন—কোধ সন্তুসিতো লোকে।

ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যায়ানুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয় বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচনকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থে—আয়ুষ্মান (আযস্মাতি)। "তিস্‌স" (**তিস্সো**তি) বলতে ব্রাহ্মণের নাম, সংজ্ঞা, উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি; ব্যবহারিক নাম, আখ্যা, অভিধা, নিরুক্তি (বা সংজ্ঞা প্রকাশক শব্দ), ব্যঞ্জন (কোনো ব্যক্তির নাম জ্ঞাপন করা) ও সম্বোধন সূচকবাক্যকে বলা হয়েছে। "মেত্তেয়" (মেত্তেয্যো) বলতে সেই ব্রাহ্মণের গোত্র, সংজ্ঞা, উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি। এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যো।

কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতাতি। তৃষ্ণা চঞ্চলতা, দৃষ্টি চঞ্চলতা, মান চঞ্চলতা, ক্লেশ চঞ্চলতা, কাম বা ইন্দ্রিয় চঞ্চলতা। কার এই চঞ্চলতা নেই, থাকে না,

বিদ্যমান নেই, উপলব্ধ হয় না; বরং প্রহীন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উপশম, উপশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। এ অর্থে—কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা।

কো উভন্তমভিঞ‌্ঞাযতি। কে উভয়-অন্ত অভিজ্ঞা দ্বারা জেনে তুলনা করেন, বিবেচনা বা পরীক্ষা করেন, নিরূপণ করেন ও ব্যাখ্যা করেন? এ অর্থে—কো উভন্তমভিঞ‌্ঞায।

মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতীতি। জ্ঞান দ্বারা মধ্যে লিপ্ত হন না; অলিপ্ত, অসংলিপ্ত, অনুপলিপ্ত, অনবরুদ্ধ, মুক্ত, বিসংযুক্ত ও বিমুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে—মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।

কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি। মহাপুরুষ, অগ্রপুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিশিষ্ট পুরুষ, উৎকৃষ্ট বা বিখ্যাত পুরুষ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ, সর্বোত্তম পুরুষ, প্রবর বা মহান পুরুষ। কাকে বলেন, কার কথা বলেন, কাকে ধারণা বা বিশ্বাস করেন, কাকে প্রকাশ করেন, কাকে দর্শন করেন, কাকে ব্যাখ্যা করেন। এ অর্থে—কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি।

কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগাতি। কে এই লোভ তৃষ্ণাকে জয়, পরিত্যাগ, অতিক্রম, সমতিক্রম ও সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন? এ অর্থে—কে এই জগতে লোভাতীত? (কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা)।

তজ্জন্য ব্রাহ্মণ বললেন :

> "কোধ সন্তুসিতো লোকে, [ইচ্চাযস্মা তিস্সমেত্তেয্যো]
> কস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা।
> কো উভন্তমভিঞ‌্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
> কং ব্রূসি মহাপুরিসোতি, কো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা"তি॥

১০. কামেসু ব্রহ্মচরিযৰা, [মেত্তেয্যাতি ভগৰা]
ৰীততণ্হো সদা সতো।
সঙ্খায নিব্বুতো ভিক্খু, তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা॥

অনুবাদ : ভগবান মেত্তেয়কে বললেন, হে মেত্তেয়, যিনি কামত্যাগে ব্রহ্মচর্যবান, বীততৃষ্ণ, সদা স্মৃতিমান, সেই জ্ঞানী শান্ত ভিক্ষু চঞ্চলহীন।

কামেসু ব্রহ্মচরিযৰাতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকাম... এগুলোকে বস্তুকাম বলা হয়... এগুলোকে ক্লেশকাম বলা হয়। ব্রহ্মচর্য বলতে অসদ্ধর্মসিদ্ধি পরিত্যাগ, পরিহার, নিবৃত্তি, বিরতি, অকার্যকর; যা সংযত, নিষ্কলঙ্কতা ও সীমা অতিক্রম

করে না। অধিকন্তু, বিতর্কহীন ব্রহ্মচর্যকে বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। যে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অধিগত, সমাগত, প্রতিপন্ন, সম্পন্ন, অধিকৃত, সমুৎপন্ন, উপনীত তাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। যেমন ধনের দ্বারা ধনীকে, ভোগের দ্বারা ভোগীকে, যশের দ্বারা যশবানকে, শিল্পের দ্বারা শিল্পপতিকে, শীলের দ্বারা শীলবানকে, বীর্যের দ্বারা বীর্যবানকে, প্রজ্ঞার দ্বারা প্রজ্ঞাবানকে, বিদ্যার দ্বারা বিদ্বানকে বুঝায়; ঠিক এভাবে যিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গে অধিগত, সমাগত, প্রতিপন্ন, সম্পন্ন, অধিকৃত, সমুৎপন্ন, উপনীত তাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। এ অর্থে—কামেসু ব্রহ্মচরিযৰা।

"মেত্তেয়" (**মেত্তেয্যা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণের গোত্র ধরে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি। যেরূপে ভগবান—মেত্তেয্যাতি ভগৰা।

ৰীততণ্হো সদা সতোতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। যার তৃষ্ণা প্রহীন, সম্পূর্ণ ধ্বংস, উপশম, প্রশান্তি, উৎপত্তির অযোগ্য, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ; তাকে বলা হয় বীততৃষ্ণ, বিগততৃষ্ণ, ত্যক্ততৃষ্ণ, মুক্ততৃষ্ণ, প্রহীনতৃষ্ণ, পরিত্যাগতৃষ্ণ; বীতরাগ, বর্জিতরাগ, বমিতরাগ, মুক্তরাগ, রাগপ্রহীন, রাগপরিত্যাগী, অনাসক্ত, নিবৃত, শান্ত, সুখ অনুভবকারী ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থান করেন। "সদা" (**সদা**তি) বলতে সদা, সর্বদা, সর্বকাল, নিত্যকাল, ধ্রুবকাল, নিরন্তর, চিরকাল, নিরবচ্ছিন্নভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে, ভূপৃষ্ঠে জলতরঙ্গ আছড়ে পড়ার ন্যায় বিরামহীনভাবে, অপরাহ্নে, রাত্রির প্রথম যামে, মধ্যম যামে, অন্তিম যামে, কৃষ্ণপক্ষে, শুক্লপক্ষে, বর্ষায়, হেমন্তে, গ্রীষ্মে, প্রথম বয়সে, মধ্যম বয়সে, অন্তিম বয়সে। "স্মৃতি" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতি। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শনে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় স্মৃতি, বেদনায় বেদনানুদর্শনে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় স্মৃতি, চিত্তে চিত্তানুদর্শনে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় স্মৃতি, ধর্মে ধর্মানুদর্শনে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় স্মৃতি... ইহাকে বলা হয় স্মৃতি। এ অর্থে—ৰীততণ্হো সদা সতো।

সঙ্খায নিব্বুতো ভিকখূতি। প্রজ্ঞাকে বলে জ্ঞান। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন, বিচয়, প্রবিচয়... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি। ' **সঙ্খাযা**তি ' বলতে প্রজ্ঞা দ্বারা জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে। "সকল সংস্কার অনিত্য" ইহা প্রজ্ঞা দ্বারা জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে। "সকল সংস্কার দুঃখ"... "সকল ধর্ম

অনাত্ম”... “অবিদ্যার কারণে সংস্কার”... “যা কিছু সমুদয়ধর্মী সেসবই নিরোধধর্মী” ইহা প্রজ্ঞা দ্বারা জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে।

অথবা, প্রজ্ঞা দ্বারা অনিত্যরূপে জানে... দুঃখরূপে... রোগরূপে... গণ্ডরূপে... শল্যরূপে... নিঃশরণরূপে জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে।

“নিবৃত” (**নিব্বুতো**তি) বলতে রাগ নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত, দ্বেষ নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত, মোহ নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত... ক্রোধ... উপনাহ... ম্রক্ষ... বিদ্বেষ... ঈর্ষা... মাৎসর্য... মায়া... শঠতা... কপটতা... প্রতারণা... মান... অতিমান... উন্মাদ... প্রমাদ... সর্বক্লেশ... সকল দুশ্চরিত বিষয়... সব দুশ্চিন্তা... সমস্ত পরিদাহ... সকল সন্তাপ... এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত।

“ভিক্ষু” (**ভিকখূ**তি) বলতে সাতটি ধর্মের বিনাশ হয় বলে ভিক্ষু... পারমীপ্রাপ্ত, পুনর্জন্ম ক্ষীণ সেই ভিক্ষু। এ অর্থে—সঙ্খায নিব্বুতো ভিকখু।

তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতাতি। ‘তাঁর’ (**তস্সা**তি) বলতে ক্ষীণাসব অর্হতের। “কম্পন বা চঞ্চলতা” (**ইঞ্জিতা**তি) বলতে তৃষ্ণা কম্পন বা তৃষ্ণা চঞ্চলতা, দৃষ্টি চঞ্চলতা, মান চঞ্চলতা, ক্লেশ চঞ্চলতা এবং কাম চঞ্চলতা। এই চঞ্চলতা তাঁর নেই, অবিদ্যমান, জাগ্রত হয় না ও উপলব্ধ হয় না, বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, বিনষ্ট, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। এ অর্থে—তাঁর চঞ্চলতা নেই (তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ‘‘কামেসু ব্রহ্মচরিযৰা, [মেত্তেয্যাতি ভগৰা]
> ৰীততণ্হো সদা সতো।
> সঙ্খায নিব্বুতো ভিকখু, তস্স নো সন্তি ইঞ্জিতা’’তি॥

১১. সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি, সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা॥

অনুবাদ : প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে যিনি উভয়-অন্ত এবং মধ্যে লিপ্ত হন না, এ জগতে তিনিই লোভাতীত; তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলি।

সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতীতি। “অন্ত” (**অন্তা**তি) বলতে স্পর্শ প্রথম অন্ত, স্পর্শসমুদয় দ্বিতীয় অন্ত, স্পর্শনিরোধ মধ্যে; অতীত প্রথম অন্ত, অনাগত দ্বিতীয় অন্ত, বর্তমান মধ্যে; সুখবেদনা প্রথম অন্ত, দুঃখবেদনা দ্বিতীয় অন্ত, অদুঃখ-অসুখ বেদনা মধ্যে, নাম প্রথম অন্ত, রূপ দ্বিতীয় অন্ত,

বিজ্ঞান মধ্যে; ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন প্রথম অন্ত, ছয় বাহ্যিক আয়তন দ্বিতীয় অন্ত, বিজ্ঞান মধ্যে; সৎকায় প্রথম অন্ত, সৎকায় সমুদয় দ্বিতীয় অন্ত, সৎকায় নিরোধ মধ্যে। প্রজ্ঞাকে বলা হয় জ্ঞান, যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচয় ও সম্যক দৃষ্টি।

"লোভ" (**লেপা**তি) বলতে লোভ দুই প্রকার। যথা : তৃষ্ণালোভ ও দৃষ্টিলোভ। তৃষ্ণালোভ কিরূপ? যতদূর পর্যন্ত তৃষ্ণা দ্বারা সীমাকৃত, সীমাবদ্ধ, নির্ধারিত, সীমায়িত, পরিগৃহীত ও মমায়িত—"ইহা আমার, এটি আমার, এই পরিমাণ আমার, এসব রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ আমার। আস্তরণ (বিছানার চাঁদর), আবরণ (বস্ত্র), দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, গরু, অশ্ব, ঘোঁটকী, ক্ষেত্র, বস্তু বা জায়গা, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম (ছোঁট শহর), রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ কোষাগার (ধনাগার), ভাণ্ডাগার (শয্যাগার) এমনকি সমগ্র মহাপৃথিবীকেও তৃষ্ণাবশে আমার বলে বা মমায়িত করে। যেসব ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা বিচরিত বিষয়—ইহা তৃষ্ণালোভ।

দৃষ্টিলোভ কিরূপ? সৎকায়দৃষ্টি বিশ প্রকার বিষয়, মিথ্যাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়, অন্তগ্রাহিকাদৃষ্টি দশ প্রকার বিষয়—যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিসূক (মিথ্যাদৃষ্টির পথ গ্রহণ), দৃষ্টিবিভ্রম (দৃষ্টিবিস্ফন্দন), দৃষ্টিসংযোজন, দৃষ্টি প্রতিগ্রহণ, অভিনিবেশ, সংস্পর্শ, কুমার্গ (ভ্রান্ত পথ), মিথ্যা পথ, মিথ্যা বিষয়, তীর্থিয়ায়তন, ভুল ধারণা (ৰিপরিযেসগ্গাহো), বিপরীত ধারণা, দৃষ্টি বৈপরীত্য, মিথ্যা ধারণা এবং অযথার্থ বিষয়কে "যথাযথ" বলে গ্রহণ করাসহ বাষট্টি প্রকার দৃষ্টিগত বিষয়—ইহা দৃষ্টিলোভ।

সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতীতি। তিনি উভয়, অন্ত ও মধ্যে প্রজ্ঞা দ্বারা অভিজ্ঞাত হয়ে জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং ব্যাখ্যা করে লিপ্ত, প্রলিপ্ত ও উপলিপ্ত হন না; (তিনি) অলিপ্ত, অসংলিপ্ত, অনুপলিপ্ত, অনবরুদ্ধ, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন, "তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে উভয় অন্ত এবং মধ্যে লিপ্ত হন না" (সো উভন্তমভিঞ্ঞায মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি)।

তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি। মহাপুরুষ, অগ্রপুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিশিষ্ট পুরুষ, উৎকৃষ্ট বা বিখ্যাত পুরুষ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ, সর্বোত্তম পুরুষ, প্রবর বা মহান পুরুষ বলে আমি তাঁকে বলি, ব্যক্ত করি, ভাষণ করি, প্রকাশ করি এবং ব্যাখ্যা করি। আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন, ভন্তে, এই যে 'মহাপুরুষ মহাপুরুষ' বলা হয়, কাকে মহাপুরুষ বলা যায়? হে সারিপুত্র, চিত্তবিমুক্ত ব্যক্তিকেই আমি 'মহাপুরুষ' বলি। চিত্ত-অবিমুক্ত ব্যক্তিকে বলি

না।

হে সারিপুত্র, কিরূপে চিত্তবিমুক্ত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তাঁর চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আসবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। বেদনায়... চিত্তে... ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তাঁর চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আসবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। সারিপুত্র, এরূপেই ভিক্ষু চিত্তবিমুক্ত হয়। সারিপুত্র, চিত্তবিমুক্ত ব্যক্তিকেই আমি 'মহাপুরুষ' বলি। চিত্ত অবিমুক্ত ব্যক্তিকে বলি না। এ অর্থে—তাকে আমি মহাপুরুষ বলি (তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি)।

সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগাতি। তৃষ্ণাকে বলা হয় লোভ। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর লোভ, তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রতিপ্রশ্রব্ধ, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁর লোভ ও তৃষ্ণা ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়—এ জগতে তিনিই লোভাতীত (সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"সো উভন্তমভিঞ্ঞায, মজ্ঝে মন্তা ন লিপ্পতি।
তং ব্রূমি মহাপুরিসোতি, সো ইধ সিব্বিনিমচ্চগা"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা, এক উপায় বা পথ, এক অভিপ্রায়, এক বাসনায় স্থিত হন। সেই সময় বহু সহস্র সত্ত্বের বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—"যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী"। আর সেই ব্রাহ্মণের চিত্ত অনাসক্ত হয়ে সব আসব হতে মুক্ত হলো। অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তাঁর অজিন, জটা, বল্কবস্ত্র, লাঠি, কমণ্ডলু (জলের পাত্র), চুল এবং দাঁড়ি অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি মুণ্ডিত মস্তকে কাষায়বস্ত্র পরিহিত, সংঘাটি পাত্র-চীবরধারী, জ্ঞানত প্রতিপন্ন হয়ে যথার্থভাবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[তিষ্যমেত্তেয় মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৩. পুন্নক মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

১২. অনেজং মূলদস্সাৰিং, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কিংনিস্সিতা ইসযো মনুজা,
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বললেন, বীততৃষ্ণ, মূলদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। কিসের আকাঙ্ক্ষায় এ জগতে ঋষি, মানুষ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন। আমি ভগবানকে এটা জিজ্ঞাসা করছি, তা আমাকে ব্যক্ত করুন।

অনেজং মূলদস্সাৰিন্তি। তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... .পে... অভিধ্যা (অনুরাগ), লোভ, অকুশলমূল। সেই আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণাসমূহ ভগবান বুদ্ধের প্রহীন হয়েছে, মূলচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু ভগবান বীততৃষ্ণ। তৃষ্ণাসমূহ প্রহীন হেতু বীততৃষ্ণ। ভগবান লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, প্রশংসা-নিন্দা, সুখ-দুঃখের দ্বারা কম্পিত হন না, চালিত হন না, বিচলিত হন না ও ভীত হন না। এ অর্থে বীততৃষ্ণ। "মূলদর্শী" (**মূলদস্সাৰি**ন্তি) বলতে ভগবান মূলদর্শী, হেতুদর্শী, নিদানদর্শী, কারণদর্শী, অভিপ্রায়দর্শী, উদ্দেশ্যদর্শী, আহারদর্শী, আরম্মণদর্শী, প্রত্যয়দর্শী ও সমুদয়দর্শী।

অকুশলমূল তিন প্রকার। যথা : লোভ অকুশলমূল, দ্বেষ অকুশলমূল, মোহ অকুশলমূল।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার কারণে বা নিদানে কর্মের উৎপত্তি। সেই তিন প্রকার কী কী? লোভ নিদানে কর্মের উৎপত্তি, দ্বেষ নিদানে কর্মের উৎপত্তি, মোহ নিদানে কর্মের উৎপত্তি। ভিক্ষুগণ, লোভজ, দ্বেষজ, মোহজ কর্মের দ্বারা দেব-মনুষ্যের প্রজ্ঞা লাভ হয় না। সুতরাং কেউই সুগতিপ্রাপ্ত হতে পারে না। আবার, হে ভিক্ষুগণ, লোভজ, দ্বেষজ, মোহজ কর্মের দ্বারা নিরয়কুল, তির্যগ্‌যোনি, প্রেতকুল লাভ হয়। দুর্গতিপ্রাপ্ত তথা নিরয়, তির্যগ্‌যোনি, প্রেতকুলে জন্মগ্রহণ করা বন্ধ হয় না। এই তিন প্রকার অকুশলমূল ভগবান জানেন, দর্শন করেন। এরূপে ভগবান মূলদর্শী, হেতুদর্শী, নিদানদর্শী, কারণদর্শী, অভিপ্রায়দর্শী, উদ্দেশ্যদর্শী, আহারদর্শী, আরম্মণদর্শী, প্রত্যয়দর্শী ও সমুদয়দর্শী।

কুশলমূল তিন প্রকার। যথা : অলোভ কুশলমূল, অদ্বেষ কুশলমূল, অমোহ কুশলমূল।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার নিদানে কর্মের উৎপত্তি। সেই তিন প্রকার কী কী? অলোভ নিদানে কর্মের উৎপত্তি, অদ্বেষ নিদানে কর্মের উৎপত্তি, অমোহ নিদানে কর্মের উৎপত্তি। ভিক্ষুগণ, অলোভজ, অদ্বেষজ, অমোহজ কর্ম দ্বারা নিরয়কুল, তির্যগ্‌যোনি, প্রেতকুল লাভ হয় না। এতে কিছুতেই দুর্গতি লাভ হয় না। আবার, হে ভিক্ষুগণ, অলোভজ, অদ্বেষজ, অমোহজ কর্মের দ্বারা দেব-মনুষ্যের প্রজ্ঞা লাভ হয়। যার দরুন সেই দেব-মনুষ্যের সুগতি স্বর্গ লাভ হয়ে থাকে। এই তিন প্রকার কুশলমূল ভগবান জানেন, দর্শন করেন, এরূপে ভগবান মূলদর্শী... সমুদয়দর্শী।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, যেসব ধর্ম অকুশলভাগীয়, অকুশলপক্ষীয়, সে সবই অবিদ্যামূলক, অবিদ্যাসম্ভূত, অবিদ্যা-সমন্বিত"। এসবের সমুৎপাটন, নির্মূল ভগবান জানেন, দর্শন করেন। এভাবে ভগবান মূলদর্শী... সমুদয়দর্শী।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, যেসব ধর্ম কুশলভাগীয়, কুশলপক্ষীয়, সেসবই অপ্রমাদমূলক, অপ্রমাদসম্ভূত। অপ্রমাদ সেই ধর্মসমূহের অগ্রস্থানীয়" ভগবান এটা জানেন, দর্শন করেন। এভাবে ভগবান মূলদর্শী... সমুদয়দর্শী।

পুনঃ, ভগবান এরূপ জানেন, দর্শন করেন—"অবিদ্যা সংস্কারের মূল, সংস্কার বিজ্ঞানের মূল, বিজ্ঞান নামরূপের মূল, নামরূপ ষড়ায়তনের মূল, ষড়ায়তন স্পর্শের মূল, স্পর্শ বেদনার মূল, বেদনা তৃষ্ণার মূল, তৃষ্ণা উপাদানের মূল, উপাদান ভবের মূল, ভব জাতির মূল, জাতি জরা-মরণের মূল" এটা ভগবান জানেন, দর্শন করেন। এরূপে ভগবান মূলদর্শী... সমুদয়দশী।

পুনঃ, ভগবান এরূপ জানেন, দর্শন করেন—"চক্ষু চক্ষুরোগের মূল, শ্রোত্র শ্রোত্ররোগের মূল, ঘ্রাণ ঘ্রাণরোগের মূল, জিহ্বা জিহ্বারোগের মূল, কায় কায়রোগের মূল, মন চেতনা দুঃখের মূল" এটা ভগবান জানেন, দর্শন করেন। এরূপে ভগবান মূলদর্শী... সমুদয়দর্শী। এ অর্থে তৃষ্ণার মূলদর্শী।

ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকোতি **ইচ্চা**তি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদের পূর্ণতা (বা উপসর্গ), অক্ষরসম্বন্ধ-বিশেষ, শব্দের পর্যায়ানুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান পুন্নক" (আযস্মা পুণ্ণকো) বলতে ভগবান

কর্তৃক সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন।

অত্থি পঞ্হেন আগমন্তি। অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। জিজ্ঞাসাকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। শ্রুতকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। এরূপে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আবার, প্রশ্নকামী, জিজ্ঞাসাকামী, শ্রুতকামীদের প্রশ্ন নিয়ে অর্থীরূপে আগমন, সমীপবর্তী, উপস্থিত এবং হাজির হয়েছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আবার, আপনি হিতকারী ও দক্ষ আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা আপনি হিতকারী ও দক্ষ, আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত, কথিত, জ্ঞাপিত, বিদিত বিষয় আপনি সত্যিই বর্ণনা করবেন বা বলে দিবেন। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজাতি। কিসের আকাঙ্ক্ষায়, অভিপ্রায়ে, অনুরাগাবদ্ধে, ইচ্ছায়, অনুরক্তে, আশায়? "ঋষি" (**ইসযো**তি) বলতে ঋষি নামধারী। যারা ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত। যেমন : আজীবক, নির্গ্রন্থ, জটিল, তাপস। মনুষ্যজাতিকে মানুষ বলা হয়। এ অর্থে—কিসের আকাঙ্ক্ষায় ঋষি, মানুষ (কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজা)।

খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানন্তি। "ক্ষত্রিয়" (**খত্তিযা**তি) বলতে যেকোনো ক্ষত্রিয় জাতি। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে যেকোনো ব্রাহ্মণ। "দেবতা" (**দেৰতান**ন্তি) বলতে আজীবক শ্রাবকদের আজীবক দেবতা, নির্গ্রন্থ শ্রাবকদের নির্গ্রন্থ দেবতা, জটিল শ্রাবকদের জটিল দেবতা, পরিব্রাজক শ্রাবকদের পরিব্রাজক দেবতা, অবিরুদ্ধক (বন্ধুভাবাপন্ন) শ্রাবকদের অবিরুদ্ধক দেবতা, হস্তিব্রতিকদের (বা হস্তিব্রত পালনকারীদের) হস্তি দেবতা, অশ্বব্রতিকদের অশ্ব দেবতা, গোব্রতিকদের গো দেবতা, কুকুটব্রতিকদের কুকুট দেবতা, কাকব্রতিকদের কাক দেবতা, বাসুদেব (বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ) ব্রতিকদের বাসুদেব দেবতা, বলদেব (কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ও বৈমাত্র ভ্রাতা) ব্রতিকদের বলদেব দেবতা, পূর্ণভদ্র (পূর্ণভদ্র নামে যক্ষবিশেষ) ব্রতিকদের পূর্ণভদ্র দেবতা, মণিভদ্র (যক্ষরাজ কুবের ভ্রাতা) ব্রতিকদের মণিভদ্র দেবতা, অগ্নিব্রতিকদের অগ্নি দেবতা, নাগব্রতিকদের নাগ দেবতা, সুপর্ণব্রতিকদের সুপর্ণ দেবতা, যক্ষব্রতিকদের যক্ষ দেবতা, অসুরব্রতিকদের অসুর দেবতা, গন্ধব্বব্রতিকদের গন্ধব্ব দেবতা, চারি দিকপাল মহারাজাব্রতিকদের চারি দিকপাল মহারাজা দেবতা, চন্দ্রব্রতিকদের চন্দ্র দেবতা, সূর্যব্রতিকদের সূর্য দেবতা, ইন্দ্রব্রতিকদের ইন্দ্র দেবতা, ব্রহ্মব্রতিকদের ব্রহ্ম দেবতা, দেবব্রতিকদের দেব দেবতা, দিসাব্রতিকদের

(দিক পূজাকারী) দিসা দেবতা, যে যাদের পূজা-আরাধনা করে, সেই তাদের দেবতা। এ অর্থে—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণগণ দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন করে (খত্তিযব্রাহ্মণা দেৰতানং)।

যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকেতি। দান দেওয়াকে যজ্ঞ বলা হয়। যেমন : চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন, পানীয়, বাসস্থান, যান, মালা-সুগন্ধি দ্রব্যাদি, শয্যা, আবাসগৃহ এবং প্রদীপ। "যজ্ঞ সম্পাদন করে" (**যঞ্ঞমকপ্পযিংসূ**তি) বলতে যেভাবে যজ্ঞে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন... আবাসগৃহ এবং প্রদীপ দান দিয়ে প্রার্থনা করে, মানস করে, আকাঙ্ক্ষা করে, ঠিক সেভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করে। আবার, যেভাবে যজ্ঞে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন... আবাসগৃহ এবং প্রদীপ সজ্জিত করা হয়, ঠিক সেভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করে। পুনঃ, যেভাবে যজ্ঞে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন... আবাসগৃহ এবং প্রদীপ দান দেয়, নিবেদন করে, পরিত্যাগ করে, ঠিক সেভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করে। "বহুল" (**পুথূ**তি) বলতে এখানে যজ্ঞ বহুল এবং দানগ্রহীতা বহুলকে বুঝানো হয়েছে। কিরূপে যজ্ঞবহুল হয়? এই যজ্ঞে বহুল পরিমাণে চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদি, অন্ন... আবাসগৃহ এবং প্রদীপ দান করা হয়। এরূপে যজ্ঞবহুল হয়।

কিরূপে পুরোহিতবহুল হয়? এই যজ্ঞে বহুসংখ্যক পুরোহিত, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্ত, প্রব্রজিত, দেবতা, মানুষ উপস্থিত থাকেন। এরূপে পুরোহিতবহুল হয়।

কিরূপে দান গ্রহীতাবহুল হয়? এখানে বহুসংখ্যক দানগ্রহীতা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, হতদরিদ্র, ভিক্ষাজীবী লোক উপস্থিত থাকেন। এরূপে দানগ্রহীতা বহুল হয়। "ইহলোকে" (**ইধ লোকে**তি) বলতে মনুষ্যলোকে যজ্ঞ সম্পাদন করে। এ অর্থে—পুথূধ লোকে।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "প্রশ্ন" (**পুচ্ছা**তি) বলতে তিন প্রকার প্রশ্ন। যথা : অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন, দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন, বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন কী রকম? স্বভাবত কোনো বিষয় (লকখণং) অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অনিরূপিত, অস্পষ্ট, অবোধ্য, অননুভূত হয়ে থাকে, তা জ্ঞাত, দৃষ্ট, নিরূপিত, স্পষ্ট, সুবোধ্য ও অনুভূত করার্থে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহা অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন।

দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন কী রকম? স্বভাবত কোনো বিষয় জ্ঞাত, দৃষ্ট, নিরূপিত, সুবোধ্য ও অনুভূত হয়। তার পরও সেটা অন্য পণ্ডিতের সাথে মিলে দেখার

জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহা দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন।

বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন কী রকম? স্বভাবত সংশয়াপন্ন অবস্থায় সন্দেহজাত বিভ্রম সৃষ্টি হয়—"এরূপ কী? নাকি নয়? তাই কী? তাহলে কী? সেই বিভ্রম দূর করতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহা বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। এগুলো তিন প্রকার প্রশ্ন।

অপর তিন প্রকার প্রশ্ন। যথা : মনুষ্য প্রশ্ন, অমনুষ্য প্রশ্ন, নির্মিত প্রশ্ন। মনুষ্য প্রশ্ন কিরূপ? মানুষেরা ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন। যেমন : ভিক্ষুগণ প্রশ্ন করেন, ভিক্ষুণীগণ প্রশ্ন করেন, উপাসকগণ প্রশ্ন করেন, উপাসিকাগণ প্রশ্ন করেন, রাজাগণ প্রশ্ন করেন, ক্ষত্রিয়গণ প্রশ্ন করেন, ব্রাহ্মণগণ প্রশ্ন করেন, গৃহস্থগণ প্রশ্ন করেন এবং প্রব্রজিতগণ প্রশ্ন করেন—ইহাই মনুষ্য প্রশ্ন।

অমনুষ্য প্রশ্ন কিরূপ? অমনুষ্যগণ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে। যেমন : নাগগণ প্রশ্ন করে, সুপর্ণগণ প্রশ্ন করে, যক্ষগণ প্রশ্ন করে, অসুরগণ প্রশ্ন করে, গন্ধর্বগণ প্রশ্ন করে, (চারি দিকপাল) মহারাজগণ প্রশ্ন করেন, ইন্দ্র প্রশ্ন করেন, ব্রহ্মা প্রশ্ন করেন, এবং দেবতাগণ প্রশ্ন করেন—ইহাই অমনুষ্য প্রশ্ন।

নির্মিত প্রশ্ন কিরূপ? ভগবান মনোময়, সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন ও সতেজ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন রূপ অভিনির্মিত করেন, সেই নির্মিত বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন; ভগবান সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন—ইহাই নির্মিত প্রশ্ন। এগুলোই তিন প্রকার প্রশ্ন।

অপর তিন প্রকার প্রশ্ন। যথা : আত্মার্থে প্রশ্ন, পরার্থে প্রশ্ন, উভয়ার্থে প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—ইহলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, দৃষ্টধর্মীমূলক প্রশ্ন, পরলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, পরমার্থ বিষয়ে প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—নিষ্কলঙ্ক প্রশ্ন, কলুষমুক্ত প্রশ্ন, পরিশুদ্ধ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অতীত প্রশ্ন, অনাগত প্রশ্ন, বর্তমান প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অধ্যাত্ম প্রশ্ন, বাহ্যিক প্রশ্ন, অধ্যাত্ম-বাহ্যিক প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—কুশল, অকুশল প্রশ্ন, অব্যাকৃত প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—স্মৃতিপ্রস্থান প্রশ্ন, সম্যক প্রধান প্রশ্ন, ঋদ্ধিপাদ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—ইন্দ্রিয় প্রশ্ন, বল প্রশ্ন, বোধ্যঙ্গ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—মার্গ প্রশ্ন, ফল প্রশ্ন, নির্বাণ প্রশ্ন।

"প্রশ্ন করছি" বলতে ইহা জিজ্ঞাসা করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি, নিবেদন করছি বুঝায়। "ভগবান" বলতে সগৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি—যেরূপেই ভগবান। "আমাকে বলুন" বলতে আমাকে ভাষণ, বর্ণনা,

বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, প্রজ্ঞাপন, ব্যক্ত, ব্যাখ্যা, ঘোষণা ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—আমি ভগবানকে এটা জিজ্ঞাসা করছি, তা আমাকে ব্যক্ত করুন (পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

“অনেজং মূলদস্সাৰিং, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কিং নিস্সিতা ইসযো মনুজা,
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত”ন্তি॥

১৩. যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
আসীসমানা পুণ্ণক ইত্থত্তং।
জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসু॥

অনুবাদ : হে পুন্নক, এসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এ জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তারা জরায় আশ্রিত হয়ে এখানে (কামভব ও রূপভবে) জন্মলাভের আশায় যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন।

যে কেচিমে ইসযো মনুজাতি। “যেসব” (যে কেচি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন। এ অর্থে—**ইসযো**তি। “ঋষি” (ইসযো) বলতে ঋষি নামধারী; যারা ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত। যেমন : আজীবক, নির্গ্রন্থ, জটিল, তাপস। “মানুষ” (**মনুজা**তি) বলতে মনুষ্যগণকে বলা হয়েছে। এ অর্থে—যে কেচিমে ইসযো মনুজা পুণ্ণকাতি ভগৰা।

খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানন্তি। “ক্ষত্রিয়” (**খত্তিযা**তি) বলতে যারা ক্ষত্রিয় জাতিতে জন্ম নিয়েছেন। “ব্রাহ্মণ” (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে যারা ভোবাদিক। “দেবতা” (**দেৰতান**ন্তি) বলতে আজীবক শ্রাবকদের আজীবক দেবতা... দিকব্রতিকদের দিকপাল দেবতা। যে যাদের পূজা-আরাধনা করে, সেই তাদের দেবতা—খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।

যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকেতি। দান দেওয়াকে যজ্ঞ বলে। যেমন—চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-পথ্যাদি বা ভৈষজ্য উপকরণাদি, অন্ন,

পানীয়... শয্যা, আবাসগৃহ এবং প্রদীপ দান। **যঞ্ঞমকপ্পযিংসূ**তি। যারা যজ্ঞ অনুসন্ধান, সন্ধান ও অন্বেষণ করেন চীবর, পিণ্ডপাত... প্রদীপ দান করে, তারা যজ্ঞ সম্পাদন করে। "বহুল" (**পুথূ**তি) বলতে যজ্ঞবহুল, পুরোহিতবহুল, দানবহুল... এভাবে দানবহুল হয়। "ইহলোকে" (**ইধ লোকে**তি) বলতে মনুষ্যলোকে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন—পুথূধ লোকে।

আসীসমানা পুণ্ণক ইত্থত্তন্তি। "আশা" (**আসীসমানা**তি) বলতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ ও ঐশ্বর্য প্রতিলাভের আশা; ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়কুলে, ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে, ধনাঢ্য গৃহপতিকুলে জন্মলাভের আশা; চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত দেবলোকে এবং ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবার আশা, ইচ্ছা, কামনা, প্রার্থনা, আরাধনা ও অভিপ্রায়। এ অর্থে—আসীসমানা।

পুণ্ণক ইত্থত্তন্তি। এখানে জন্মলাভের আশায়, ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম লাভের আশায়... ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবার আশায়, ইচ্ছায়, কামনায়, প্রার্থনায়, আরাধনায় ও অভিপ্রায়ে। এ অর্থে—পুণ্ণক ইত্থত্তং।

জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসূতি। জরা-নিশ্রিত, ব্যাধি-নিশ্রিত, মরণ-নিশ্রিত, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস-নিশ্রিত। যেহেতু তারা জাতি বা জন্মে নিশ্রিত, সেহেতু তারা জরায় নিশ্রিত। যেহেতু তারা জরায় নিশ্রিত, সেহেতু তারা ব্যাধিতে নিশ্রিত। যেহেতু তারা ব্যাধিতে নিশ্রিত, সেহেতু তারা মরণে নিশ্রিত। যেহেতু তারা মরণে নিশ্রিত, সেহেতু তারা শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসে নিশ্রিত। যেহেতু তারা শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসে নিশ্রিত, সেহেতু তারা গতিতে নিশ্রিত। যেহেতু তারা গতিতে নিশ্রিত, সেহেতু তারা উৎপত্তিতে নিশ্রিত। যেহেতু তারা উৎপত্তিতে নিশ্রিত, সেহেতু তারা প্রতিসন্ধিতে নিশ্রিত। যেহেতু তারা প্রতিসন্ধিতে নিশ্রিত, সেহেতু তারা ভবে নিশ্রিত। যেহেতু তারা ভবে নিশ্রিত, সেহেতু তারা সংসারে নিশ্রিত। যেহেতু তারা সংসারে নিশ্রিত, সেহেতু তারা বর্তে নিশ্রিত, জড়িত, উপগত, সংযুক্ত ও অভিনিবিষ্ট। এ অর্থে—জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসু।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
আসীসমানা পুণ্ণক ইত্থত্তং। জরং সিতা যঞ্ঞমকপ্পযিংসূ"তি॥

১৪. যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
কচ্চিসু তে ভগৰা যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তা।
অতারুং জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : হে প্রভু, এসব ঋষি, মানব, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ যারা এ জগতে দেবতাদের উদ্দেশে বহুল পরিমাণে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তারা কী যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত হয়ে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন? হে ভগবান, আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে প্রকাশ করুন।

যে কেচিমে ইসযো মনুজাতি। "যেসব" (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন। এ অর্থে—যে কেচি। "ঋষি" (ইসযো) বলতে ঋষি নামধারী; যারা ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত। যেমন : আজীবক, নির্গ্রন্থ, জটিল, তাপস। "মানুষ" (মনুজা) বলতে মনুষ্যগণকে বলা হয়েছে। এ অর্থে—যে কেচিমে ইসযো মনুজা, পুন্নকাতি ভগবা।

কচ্চিসু তে ভগৰা যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তাতি। "কী?" (**কচ্চিসু**তি) বলতে সংশয় প্রশ্ন, সন্দেহ প্রশ্ন, অনিশ্চয় প্রশ্ন, সন্দিগ্ধ প্রশ্ন—"এরূপ কি? নাকি নয়? তাই কি? তাহলে কী? এ অর্থে—কচ্চিসু। "তারা" (**তে**তি) বলতে যজ্ঞযাজককে বলা হয়েছে। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি, যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—কচ্চিসু তে ভগবা। **যঞ্ঞপথে অপ্পমত্তা**তি। যজ্ঞকেই বলা হয় যজ্ঞপথ। যেমন আর্যমার্গ আর্যপথ, দেবমার্গ দেবপথ, ব্রহ্মমার্গ ব্রহ্মপথ, এভাবে যজ্ঞকেই বলা হয় যজ্ঞপথ। "অপ্রমত্ত" (অপ্পমত্তা) বলতে যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত, উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রচেষ্টাকারী, অনলস, অদম্যছন্দা, অনিক্ষিপ্তধুর, তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদ্‌সদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—এভাবে যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত। যারা যজ্ঞ অনুসন্ধান সন্ধান ও অন্বেষণ করে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণ, অন্ন, পানীয়... আবাসগৃহ, প্রদীপ দানে উৎসাহী... তদধিপ্রত্যয়ী; তারা যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত। যারা যজ্ঞ প্রস্তুত করে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণ, অন্ন, পানীয়... আবাসগৃহ, প্রদীপ দানে উৎসাহী... তদধিপ্রত্যয়ী; তারা যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত। যারা যজ্ঞ দেয়, যজন করে, দান দেয়; চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণ, অন্ন, পানীয়... আবাসগৃহ, প্রদীপ দানে উৎসাহী,

অধ্যবসায়ী, প্রচেষ্টাকারী, অনলস, অদম্যছন্দা, অনিক্ষিপ্তধুর, তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদ্‌সদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—এভাবে যজ্ঞপথে অপ্রমত্ত। এ অর্থে—কচ্চিসু তে ভগৰা যঞ‍্ঞপথে অপ্পমত্তা।

অতারুং জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। জরা-মরণকে জয় করেন, উত্তরণ করেন, পার করেন, অতিক্রম করেন, সমতিক্রম করেন। "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, গৌরবের অধিবচন। এ অর্থে—অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "জিজ্ঞাসা করছি" (**পুচ্ছামি ত**ন্তি) বলতে তা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞ‍্ঞা করছি, অনুরোধ করছি, অনুনয় করছি, তা আমাকে বলুন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন... যথার্থ উপাধি—যেরূপে ভগবান। "তা বলুন" (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন বা প্রবর্তন করুন, ব্যক্ত করুন, বিভাজন করুন, সুস্পষ্ট করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

''যে কেচিমে ইসযো মনুজা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
খত্তিযা ব্রাহ্মণা দেৰতানং।
যঞ‍্ঞমকপ্পযিংসু পুথূধ লোকে,
কচ্চিসু তে ভগৰা যঞ‍্ঞপথে অপ্পমত্তা।
অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত''ন্তি॥

১৫. আসীসন্তি থোমযন্তি, অভিজপ্পন্তি জুহন্তি। [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভং,
তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা।
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি॥

অনুবাদ : হে পুন্নক, যারা আশা করে, প্রশংসা করে, বাসনা করে, ত্যাগ করে এবং লাভের নিমিত্তে কামে অনুরক্ত হয়ে যজ্ঞানুরক্ত, ভবরাগানুরক্ত হয়; তারা জন্ম ও জরা অতিক্রম করতে অক্ষম, আমি এরূপই বলি।

আসীসন্তি থোমযন্তি অভিজপ্পন্তি জুহন্তীতি। "আশা করে" (**আসীসন্তী**তি) বলতে (মনোজ্ঞ) রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ, ঐশ্বর্য প্রতিলাভের আশা করে; ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়কুলে, ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে, ধনাঢ্য

গৃহপতিকুলে জন্ম লাভের আশা করে; চতুর্মহারাজিক দেবকুলে, তাবতিংস দেবকুলে, যাম দেবকুলে, তুষিত দেবকুলে, নির্মাণরতি দেবকুলে, পরনির্মিত দেবলোকে এবং ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবার আশা করে, ইচ্ছা করে, কামনা করে, প্রার্থনা করে, আরাধনা করে, অভিপ্রায় করে—আসীসন্তি।

"প্রশংসা করে" (**থোমযন্তী**তি) বলতে যজ্ঞের প্রশংসা করে, ফলের প্রশংসা করে, দাক্ষিণেয়্যের প্রশংসা করে। কিভাবে যজ্ঞের প্রশংসা করে? পরিশুদ্ধ দান, মনোজ্ঞ দান, উত্তম দান, কালে দান, কপ্পিয় দান, বিচার করে দান, অনবদ্য দান, পুনঃপুন (বা সর্বদা) দান দিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়—এরূপ প্রশংসা করে, গুণকীর্তন করে, স্তুতি করে, গুণগান করে। এভাবে যজ্ঞের প্রশংসা করে।

কিভাবে ফলের প্রশংসা করে? এর কারণে এ রকম রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ, ঐশ্বর্য প্রতিলাভ হবে... ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবে—এরূপে প্রশংসা করে, গুণকীর্তন করে, স্তুতি করে, গুণগান করে। এভাবে ফলের প্রশংসা করে।

কিভাবে দাক্ষিণেয়্যের বা দানগ্রহীতার প্রশংসা করে? দানগ্রহীতাগণ জাতিসম্পন্ন, গোত্রসম্পন্ন, বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মন্ত্রধর, ত্রিবেদজ্ঞ, ধর্মীয় নীতি বিধানে বিচক্ষণ (সনিঘণ্ডুকেটুভানং), অক্ষর প্রভেদে বা ধ্বনি বিজ্ঞানে দক্ষ, (সাক্খরপ্পভেদানং) ইতিহাস বা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা কবিতাকারে ব্যাখ্যাকারী, লোকায়তিক, মহাপুরুষ-লক্ষণসম্পন্ন, বীতরাগ, রাগধ্বংসে প্রতিপন্ন, বীতদ্বেষ, দ্বেষধ্বংসে প্রতিপন্ন, বীতমোহ, মোহধ্বংসে প্রতিপন্ন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন, বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন—এরূপে প্রশংসা করে, গুণকীর্তন করে, স্তুতি করে, গুণগান করে। এভাবে দাক্ষিণেয়্যের প্রশংসা করে—আসীসন্তি থোমযন্তি।

অভিজপ্পন্তীতি। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ, ঐশ্বর্য প্রতিলাভের আশা করে; ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়কুলে, ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে, ধনাঢ্য গৃহপতিকুলে জন্ম লাভের আশা করে; চতুর্মহারাজিক দেবকুলে... ব্রহ্মকায়িক দেবলোকে উৎপন্ন হবার জন্য কামনা করে—আসীসন্তি থোমযন্তি অভিজপ্পন্তি। "ত্যাগ করে" (**জুহন্তী**তি) বলতে ত্যাগ করে, দেয়, যজন করে, দান করে। চীবর... আবাসগৃহ, প্রদীপ দান করে। এ অর্থে—আসীসন্তি থোমযন্তি অভিজপ্পন্তি জুহন্তি পুণ্ণকাতি ভগৰা।

কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভন্তি। রূপ প্রতিলাভের কারণে কামে অনুরক্ত হয়, শব্দ প্রতিলাভের কারণে কামে অনুরক্ত হয়, গন্ধ... ব্রহ্মকায়িক

দেবলোকে উৎপন্ন হবার কারণে কামে অনুরক্ত, আসক্ত হয়—কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভং।

তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। "তারা" (**তেতি**) যজ্ঞযাজককে বলা হয়েছে। "যজ্ঞানুরক্ত (**যাজযোগা**তি) বলতে যাগযজ্ঞে যুক্ত, প্রযুক্ত, নিযুক্ত, সংযুক্ত, তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদ্‌সদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—তারা যজ্ঞানুরক্ত। "ভবরাগানুরক্ত" (**ভৰরাগরত্তা**তি) বলতে ভবরাগ। ভবে যে ভবছন্দ, ভবরাগ, ভবনন্দী, ভবতৃষ্ণা, ভবস্নেহ, ভবপরিদাহ, ভবমূর্ছা, ভবানুরাগ। ভবরাগ দ্বারা তারা ভবে অনুরক্ত, আসক্ত, আবদ্ধ, মূর্ছিত, সংলগ্ন, যুক্ত, সংযুক্ত, লগ্ন। এ অর্থে—তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা।

নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। তারা যজ্ঞানুরক্ত, ভবরাগানুরক্ত হয়ে জন্ম-জরা-মরণকে অতিক্রম করতে পারে না, উত্তরণ করতে পারে না, পার করতে পারে না; সমতিক্রম করতে পারে না, লঙ্ঘন করতে পারে না। জন্ম-জরা-মরণ হতে অনিষ্ক্রান্ত, অলঙ্ঘিত, অনতিক্রান্ত, অসমতিক্রান্ত, অনুত্তরণকারী হয়ে জন্ম-জরা-মরণে আবর্তিত হয় আর অনন্ত সংসারে পরিভ্রমণ করতে থাকে। তারা জন্মে অনুগত, জরায় আক্রান্ত, ব্যাধিতে অভিভূত, মরণে গত, ত্রাণহীন, আশ্রয়হীন, শরণহীন, সহায়হীন হয়; এরূপ বলি, ব্যাখ্যা করি, দেশনা করি, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন বা প্রবর্তন করি, ব্যক্ত করি, বিভাজন করি, সুস্পষ্ট করি, প্রকাশ করি—তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"আসীসন্তি থোমযন্তি, অভিজপ্পন্তি জুহন্তি। [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
কামাভিজপ্পন্তি পটিচ্চ লাভং,
তে যাজযোগা ভৰরাগরত্তা।
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমী"তি॥

১৬. তে চে নাতরিংসু যাজযোগা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
যঞ্ঞেহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে,
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পুন্নক বললেন, হে প্রভু, যদি এই সকল যজ্ঞানুরক্ত

ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা জাতি, জরা উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে দেব-মনুষ্যলোকে কে জন্ম ও জরা হতে উত্তীর্ণ হন। হে ভগবান, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, তা প্রকাশ করুন।

তে চে নাতরিংসু যাজযোগাতি। তারা যাজক যজ্ঞানুরক্ত ও ভবরাগানুরক্ত হয়ে জাতি-জরা-মরণকে অতিক্রম করতে অক্ষম, ছাড়িয়ে যেতে অক্ষম, উত্তীর্ণ হতে অক্ষম, সমতিক্রম করতে অক্ষম, অতিবাহিত করতে অক্ষম; জাতি-জরা-মরণ নিষ্ক্রমণ না করে, পরিত্যাগ না করে, অতিক্রান্ত না করে, সমতিক্রান্ত না করে, অতিবাহিত না করে বরং জাতি-জরা-মরণ ও সংসার পরিভ্রমণে আবর্তিত হয়। জাতি দ্বারা অনুগত, জরায় আক্রান্ত, ব্যাধির দ্বারা পরাভূত এবং মরণে আক্রান্ত, আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, সহায়হীন হয়—তে চে নাতরিংসু যাজযোগা।

ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকোতি। "এই" (ইচ্চাতি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদের পূর্ণতা (বা উপসর্গ), অক্ষরসম্বন্ধ বিশেষ, শব্দের পর্যায়ানুক্রম এ অর্থে—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান পুন্নক" (আযস্মা পুণ্ণকো) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন।

যঞ্ঞেঞহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। "যজ্ঞ" (**যঞ্ঞেঞহী**তি) বলতে বহু প্রকারে যজ্ঞ, নানা প্রকারে যজ্ঞ, ব্যাপকভাবে যজ্ঞ। "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গৌরববচন, সগৌরব-বিনয়ের অধিবচন—যঞ্ঞেঞহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।

অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে, অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। কে এ জগতে দেবতা, ব্রহ্মা, মার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ প্রজা, দেব-মানব জাতি-জরা-মরণকে উত্তীর্ণ, অতিক্রম, অতিবাহিত ও ধ্বংস করে। "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গৌরববচন, সগৌরব-বিনয়ের অধিবচন। এ অর্থে—অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে, অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "তা জিজ্ঞাসা করি" (**পুচ্ছামি ত**ন্তি) বলতে সেটা জিজ্ঞাসা করি, প্রার্থনা করি, অনুরোধ করি, অনুনয় করি, আমাকে বলুন। এ অর্থে—পুচ্ছামি তং। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরব বচন... যেরূপে ভগবান। "আমাকে তা বলুন" (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে বলুন, ব্যক্ত করুন, দেশনা করুন, ব্যাখ্যা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, বিবৃত করুন, বিশ্লেষণ করুন, ঘোষণা করুন, প্রকাশ করুন—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

“তে চে নাতরিংসু যাজযোগা, [ইচ্চাযস্মা পুণ্ণকো]
যঞ্ঞেঞ্ঞহি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে,
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত”ন্তি॥

১৭. সঙ্খায লোকস্মিং পরোপরানি, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।
সন্তো ৰিধূমো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমি॥

অনুবাদ : জগতে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে যিনি যেকোনো স্থানে বিচলিত হন না; সেই শান্ত, প্রশান্ত, ক্লেশমুক্ত, বীততৃষ্ণ ব্যক্তি জাতি ও জরা অতিক্রম করেছেন। আমার এরূপ বলি।

সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানীতি। প্রজ্ঞা বলতে জ্ঞান। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। **পরোপরানী**তি। স্বীয় বলতে স্ব-আত্মভব, পর বলতে পরাত্মভব; স্বীয় বলতে নিজের রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আর পর বলতে পরের রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। স্বীয় বলতে ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন, পর বলতে ছয় বাহ্যিক আয়তন। স্বীয় বলতে মনুষ্যলোক, পর বলতে দেবলোক; স্বীয় বলতে কামধাতু, পর বলতে রূপধাতু, অরূপধাতু; স্বীয় বলতে কামধাতু, রূপধাতু, পর বলতে অরূপধাতুকে। **সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানী**তি। জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয় অনিত্য, দুঃখ, রোগ, গণ্ড... জ্ঞানের দ্বারা নিঃসরণরূপে জানে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে, ব্যাখ্যা করে—সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানি। **পুণ্ণকাতি ভগৰা**তি। “পুন্নক” (**পুণ্ণকা**তি) বলতে ভগবান সে ব্রাহ্মণকে এ নাম দ্বারা সম্বোধন করছেন। “ভগবান” (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন... যেরূপে ভগবান—পুণ্ণকাতি ভগৰা।

যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকেতি। “যাঁর” (**যস্সা**তি) বলতে ক্ষীণাসব অর্হতের। “বিচলিত” (**ইঞ্জিতন্তি**) বলতে তৃষ্ণায় বিচলিত, মিথ্যাদৃষ্টিতে বিচলিত, মানে বিচলিত, ক্লেশে বিচলিত, কামে বিচলিত। যাঁর এই বিচলিত (ভাব) নেই, থাকে না, বিদ্যমান নেই, উপলব্ধ হয় না, বরং প্রহীন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উপশম, উপশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। “কোথাও” (**কুহিঞ্চী**তি) বলতে যেকোনো স্থানে, যে কোনো রূপে,

কোনো স্থানে, অধ্যাত্মে, বাহ্যিকে বা অধ্যাত্ম-বাহ্যিকে। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে—যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।

সন্তো ৰিধূমো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। "শান্ত" (**সন্তো**তি) বলতে রাগ শান্ত হয় বলে শান্ত, দ্বেষ... মোহ... ক্রোধ... শত্রুতা... ভণ্ডামি... সর্ব অকুশলাভিসংস্কার শান্ত, উপশান্ত, উপশমিত, প্রশমিত, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, প্রশান্ত হয় বলে শান্ত, উপশান্ত, উপশম, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত ও প্রশান্ত। "বিধূমিত" (**ৰিধূমো**তি) বলতে কায়দুশ্চরিত বিধূমিত, ধ্বংসিত, শোষিত, বিশোষিত, অপসৃত; বাক্যদুশ্চরিত... মনোদুশ্চরিত... রাগ... দ্বেষ... ক্রোধ... শত্রুতা... ভণ্ডামি... আবর্জনা... ঈর্ষা... প্রবঞ্চনা... অসাধুতা... স্বার্থপরতা... বিবাদ... মান... অতিমান... মত্ততা... প্রমাদ... সকল ক্লেশ, সকল দুশ্চরিত, সকল দুর্দশা, সকল পরিদাহ, সকল সন্তাপ, সকল প্রকার অকুশলাভিসংস্কার বিধূমিত, ধ্বংসিত, শোষিত, বিশোষিত ও অপসৃত। অথবা, ক্রোধ বলতে ধূম।

মানো হি তে ব্রাহ্মণ খারিভারো,
কোধো ধূমো ভস্মনি মোসৰজ্জং।
জিব্হা সুজা হদযং জোতিট্ঠানং,
অত্তা সুদন্তো পুরিসস্স জোতি॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, তারা অহংকারের দরুন ক্রোধ, ধূম, ছাই কাঁধে বহন করে চলে। জিহ্বা রস বা স্বাদজ্ঞান হৃদয়ে জ্যোতি। আত্মদমন করা পুরুষের জ্যোতি।

অধিকন্তু, দশ প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। যথা : "আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হয়েছিল" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, "আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হচ্ছে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, "আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হবে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়; "প্রিয় ও মনোজ্ঞের জন্য আমার দ্বারা অনর্থ আচরিত হয়েছিল, অনর্থ আচরিত হচ্ছে, অনর্থ আচরিত হবে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয়; "অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞের জন্য আমার দ্বারা অর্থ (মঙ্গলজনক বিষয়) আচরিত হয়েছিল, অর্থ আচরিত হচ্ছে, অর্থ আচরিত হবে" এভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং অকারণে (অটঠানে) ক্রোধ উৎপন্ন হয়। যা এরূপ চিত্তের বিদ্বেষ, বিরোধ, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, রুষ্টতা, অসন্তোষ, সম্প্রকোপ বা ক্রুদ্ধভাব, দোষ, প্রদোষ, বিরক্তিভাব এবং চিত্তের উগ্রতা (ব্যাপত্তি), মনের প্রদুষ্টতা, ক্রোধ, রাগ, ক্রুদ্ধতা, দোষ, বিরক্ত, অনিষ্টতা, ঈর্ষাপরায়ণতা,

বিদ্বেষ, অহিতকরণ (বা শত্রুতা), বিরোধ, প্রতিবিরোধ, হিংস্রতা (চণ্ডিক্কং), ক্ষোভ ও চিত্তের নিরানন্দতা—ইহাকেই বলা হয় ক্রোধ।

অধিকন্তু, ক্রোধ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞাতব্য। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র চিত্তের আবিলতা সৃষ্টি করে, কিন্তু মুখভঙ্গি বিকৃত-কুৎসিত হয় না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মুখভঙ্গি বিকৃত-কুৎসিত করে, কিন্তু হনু (চোয়াল) আলোড়িত বা উত্তেজিত হয় না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র হনু উত্তেজিত করে, কিন্তু কর্কশবাক্য ভাষণ করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ কর্কশবাক্য ভাষণ করে, কিন্তু এদিক-ওদিক অবলোকন করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র এদিক-ওদিক অবলোকন করে, কিন্তু দণ্ড-শস্ত্র স্পর্শ করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র দণ্ড-শস্ত্র স্পর্শ করে, কিন্তু দণ্ড-শস্ত্র উত্তোলন করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র দণ্ড-শস্ত্র উত্তোলন করে, কিন্তু দণ্ড-শস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ দণ্ড-শস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে, কিন্তু দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু খণ্ডবিখণ্ড করে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র খণ্ডবিখণ্ড করে, কিন্তু খণ্ড-বিখণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলে ফেলে না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলে ফেলে, কিন্তু জীবন কেড়ে নেয় না। কোনো কোনো সময়ে ক্রোধ মাত্র জীবন কেড়ে নেয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার মনস্থির করে না বা সংকল্পবদ্ধ হয় না। ক্রোধ অপরজনকে হত্যা করার পর যখন নিজেকেও হত্যা করে, তখন প্রচণ্ডরূপে বৃদ্ধি পায়, অধিকতরভাবে বৈপুল্যতাপ্রাপ্ত বা বর্ধিত হয়। যার সেই ক্রোধ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাকে বিধূম বা প্রশান্ত বলা হয়।

ক্রোধের প্রহীন হয় বলে প্রশান্ত, ক্রোধ বিষয়ে পরিজ্ঞাত হয় বলে প্রশান্ত, ক্রোধ হেতুর পরিজ্ঞাত হয় বলে প্রশান্ত, ক্রোধ-হেতু বিচ্ছিন্নকৃত হয় বলে প্রশান্ত। "দুঃখহীন" (অনীঘোতি) বলতে রাগদুঃখ, দোষদুঃখ, মোহদুঃখ, ক্রোধদুঃখ, শত্রুতাদুঃখ... সকল অকুশলাভিসংস্কার দুঃখ। যাঁর সেই দুঃখ প্রহীন, সম্পূর্ণ ধ্বংস, উপশম, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাকে বলা হয় দুঃখহীন।

নিরাসোতি। আশাকে বলা হয় তৃষ্ণা। যে রাগ সরাগ... লোলুপতা লোভ, অকুশলমূল। যার এই আশা তৃষ্ণা প্রহীন, সম্পূর্ণ ধ্বংস, উপশম, প্রশান্তি, উৎপত্তির অযোগ্য, জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাঁকে বলা হয় নিরাশ। "জন্ম"

(জাতীতি) বলতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম, উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, স্কন্ধসমূহের আয়তন লাভ। "জরা" (জরাতি) বলতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন দেহে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, কেশের শুভ্রতা, ত্বকের শিথিলতা, আয়ুক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়সমূহের বিকৃতি। সন্তে বিধূমো অনীঘো নিরাযো, অতারি যো জাতি জরন্তি ব্রূমীতি। যে শান্ত, প্রশান্ত, দুঃখহীন সে নিরাশ, জন্ম-জরা-মরণ উত্তীর্ণ; সেসবকে অতিক্রম, সমতিক্রম, অতিক্রান্ত, অতিবাহিত ও জয় করে আমি বলি, বর্ণনা করি, ব্যাখ্যা করি, প্রজ্ঞাপন করি, উপস্থাপন করি, ব্যক্ত করি, বিশ্লেষণ করি, ঘোষণা ও প্রকাশ করি। আমি বলি সেই শান্ত, বিধূম, দুঃখহীন, নিরাশ (বীততৃষ্ণ পুরুষ) জন্ম ও জরা অতিক্রম করছেন।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ''সঙ্খায লোকস্মি পরোপরানি, [পুণ্ণকাতি ভগৰা]
> যস্সিঞ্জিতং নত্থি কুহিঞ্চি লোকে।
> সন্তো ৰিধূমো অনীঘো নিরাসো,
> অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী''তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা,... অঞ্জলিবদ্ধ প্রদর্শনপূর্বক ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[পুন্নক মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৪. মেত্তগূ মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

১৮. পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা মেত্তগূ]
মঞ্ঞামি তং ৰেদগূ ভাৰিতত্তং।
কুতো নু দুক্খা সমুদাগতা ইমে,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মেত্তগূ বললেন, "হে ভগবান, আমি আপনাকে ভাবিত, বেদগূ বা পারদর্শী মনে করি। এ জগতে যে সমস্ত দুঃখ বিদ্যমান তা কোথা হতে উৎপন্ন হয়? আমি জিজ্ঞাসা করছি, ভগবান আপনি তা ব্যক্ত করুন।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "প্রশ্ন করছি" (**পুচ্ছামী**তি) বলতে এখানে প্রশ্ন তিন প্রকার। যথা : অদৃষ্ট প্রকাশন (বা ব্যাখ্যামূলক) প্রশ্ন, দৃষ্ট সংতুলন

(বা বিচারমূলক) প্রশ্ন এবং বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন কিরূপ? স্বভাবত কোনো বিষয় (লক্ষণ) অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অনিরূপিত, অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও অননুভূত হয়। তা জ্ঞাত, দর্শন, নিরূপণ, স্পষ্ট, সুবোধ্য ও অনুভূত করণার্থে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—ইহাই অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন।

দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন কিরূপ? স্বভাবত কোনো বিষয় জ্ঞাত, দৃষ্ট, নিরূপিত, বোধগম্য ও স্পষ্ট হয়। তার পরও সেটা অন্য পণ্ডিতের সাথে মিলে দেখার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—ইহাই দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন।

বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন কিরূপ? স্বভাবত সংশয়াপন্ন অবস্থায় সন্দেহজাত বিভ্রম সৃষ্টি হয়—“এরূপ কি? নাকি হয়? তাই কী? তাহলে কী?” সেই বিভ্রম দূর করতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—ইহাই বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন। এই তিন প্রকার প্রশ্ন।

আরও তিন প্রকার প্রশ্ন—মনুষ্য প্রশ্ন, অমনুষ্য প্রশ্ন, নির্মিত প্রশ্ন। মনুষ্য প্রশ্ন কিরূপ? মানুষেরা ভগবান বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে। যেমন, ভিক্ষুগণ প্রশ্ন করে, ভিক্ষুণীগণ প্রশ্ন করে, উপাসকগণ প্রশ্ন করে, উপাসিকাগণ প্রশ্ন করে, রাজাগণ প্রশ্ন করে, ক্ষত্রিয়গণ প্রশ্ন করে, ব্রাহ্মণগণ প্রশ্ন করে, গৃহস্থগণ প্রশ্ন করে এবং প্রব্রজিতগণ প্রশ্ন করে—ইহাই মনুষ্য প্রশ্ন।

অমনুষ্য প্রশ্ন কিরূপ? অমনুষ্যগণ ভগবান বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে। যেমন, নাগগণ প্রশ্ন করে, সুপর্ণগণ প্রশ্ন করে, যক্ষগণ প্রশ্ন করে, অসুরগণ প্রশ্ন করে, গন্ধর্বগণ প্রশ্ন করে, (চারিদিকপাল) মহারাজগণ প্রশ্ন করে, ইন্দ্র প্রশ্ন করে, ব্রহ্মা প্রশ্ন করে, এবং দেবতাগণ প্রশ্ন করে—ইহাই অমনুষ্য প্রশ্ন।

নির্মিত প্রশ্ন কিরূপ? ভগবান মনোময়, সর্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন ও সতেজ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন রূপ অভিনির্মিত করেন, সেই নির্মিত বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন; ভগবান সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন—ইহাই নির্মিত প্রশ্ন। এগুলোই তিন প্রকার প্রশ্ন।

অপর তিন প্রকার প্রশ্ন। যথা : আত্মার্থে প্রশ্ন, পরার্থে প্রশ্ন, উভয়ার্থে প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—ইহলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, দৃষ্টধর্মীমূলক প্রশ্ন, পরলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, পরমার্থ বিষয়ে প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—নিষ্কলঙ্ক প্রশ্ন, কলুষমুক্ত প্রশ্ন, পরিশুদ্ধ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অতীত প্রশ্ন, অনাগত প্রশ্ন, বর্তমান প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—অধ্যাত্ম প্রশ্ন, বাহ্যিক প্রশ্ন, অধ্যাত্ম-বাহ্যিক প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—কুশল, অকুশল

প্রশ্ন, অব্যাকৃত প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—স্মৃতিপ্রস্থান প্রশ্ন, সম্যকপ্রধান প্রশ্ন, ঋদ্ধিপাদ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—ইন্দ্রিয় প্রশ্ন, বল প্রশ্ন, বোধ্যঙ্গ প্রশ্ন। অপর তিন প্রকার প্রশ্ন—মার্গ প্রশ্ন, ফল প্রশ্ন, নির্বাণ প্রশ্ন।

"জিজ্ঞাসা করছি" (**পুচ্ছামি ত**ন্তি) বলতে তা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ বা অনুনয় করছি এবং প্রার্থনা করছি "আমাকে বলুন"—পুচ্ছামি তং।

"ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান।

"বলুন" (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে (আপনি) তা আমাকে বলুন, ভাষণ করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন। এ অর্থে—আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, ভগবান আপনি তা ব্যক্ত করুন (পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং)।

ইচ্চাযস্মা মেত্তগূতি। "এই" (ইচ্চাতি) বলতে পদসন্ধি... আয়ুষ্মান মেত্তগূ।

মঞ্ঞামি তং ৰেদগূ ভাৰিতত্তন্তি। "পারদর্শী" (**ৰেদগূ**তি) বলতে আমি তাকে পারদর্শী মনে করি, (সর্ব ইন্দ্রিয়) ভাবিত বলে মনে করি, জানি, জ্ঞাত হই, উপলব্ধি করি এবং স্বীকার বা অনুভব করি। **ৰেদগূ ভাৰিতত্তো**তি। ভগবান কিরূপ পারদর্শী? "পরিজ্ঞান" (**ৰেদা**) বলতে চারি মার্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল... ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীমাংসা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টি। ভগবান সেই পরিজ্ঞান দ্বারা জন্ম-জরা-মৃত্যুর অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; পারগত, পারপ্রাপ্ত; সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রাণগত, ত্রাণপ্রাপ্ত; লেণগত, লেণপ্রাপ্ত; শরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত এবং নির্বাণগত ও নির্বাণপ্রাপ্ত। (তিনি) বেদের অন্তর্গত বলে বেদগূ; সপ্ত ধর্মে বিদিত বলে বেদগূ; (তিনি) সৎকায়দৃষ্টি বিদিত হন, বিচিকিৎসা বিদিত হন, শীলব্রত-পরামর্শ বিদিত হয়, রাগ, দ্বেষ, মোহ ও মান বিদিত হন, পাপমূলক অকুশলধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখবিপাক ও ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মৃত্যু সম্বন্ধে বিদিত হন।

> ৰেদানি ৰিচেয্য কেৰলানি, [সভিযাতি ভগৰা]
> সমণানং যানীধত্থি ব্রাহ্মণানং।
> সব্বৰেদনাসু ৰীতরাগো।
> সব্বং ৰেদমতিচ্চ ৰেদগূ সোতি॥

এৰং ভগৰা ৰেদগূ।

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বললেন, হে সভিয়, এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি সর্ববিধ জ্ঞান অর্জন করে সর্বপ্রকার বেদনায় বীতরাগ (অনাসক্ত), সেই সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে বেদগূ বা পারদর্শী (বেদগূ) বলা হয়ে থাকে। ভগবান এরূপ বেদগূ বা পারদর্শী।

ভগবান কিভাবে ভাবিত (হন)? ভগবান কায়ভাবিত বা ভগবানের কায় ভাবিত, শীল ভাবিত, চিত্ত ভাবিত, প্রজ্ঞা ভাবিত, স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত, সম্যকপ্রধান ভাবিত, ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, ইন্দ্রিয় ভাবিত, বল ভাবিত, বোধ্যঙ্গ ভাবিত, মার্গ ভাবিত। তাঁর ক্লেশ প্রহীন, ক্রোধ বিনষ্ট এবং নিরোধ সাক্ষাৎকৃত।

তাঁর দুঃখ পরিজ্ঞাত, সমুদয় প্রহীন, মার্গ ভাবিত, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত; (তিনি) অভিজ্ঞায় অভিজ্ঞাত, পরিজ্ঞায় পরিজ্ঞাত, প্রহাতব্য বিষয় প্রহীন, ভাবিতব্য বিষয় ভাবিত, সাক্ষাৎকরণীয় বিষয় সাক্ষাৎকৃত; (তিনি) বৃহৎ, মহৎ, গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুর্জ্ঞেয়, মহারত্ন, সাগরের ন্যায় ছয় প্রকার উপেক্ষাগুণে সমন্নাগত হন।

চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে সুমনা, দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ শোঁকে বা আঘ্রাণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে এবং মন দ্বারা ধর্ম বা স্বভাব জ্ঞাত হয়ে সুমনা, দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন।

চক্ষু দ্বারা মনোজ্ঞ রূপ দেখে আনন্দিত হন না, উল্লসিত হন না, আসক্তি উৎপন্ন করেন না। তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সুবিমুক্ত হয়। চক্ষু দ্বারা অমনোজ্ঞ রূপ দেখে বিরক্ত হন না, (তাতে) তাঁর চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত, অলীন ও দ্বেষমুক্ত হয়। তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সবিমুক্ত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন... কায় দ্বারা স্পৃষ্টব্য বিষয় স্পর্শ করে... মন দ্বারা মনোজ্ঞ ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে আনন্দিত হন না, উল্লসিত হন না, আসক্তি উৎপন্ন করেন না। তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সুবিমুক্ত হয়। মন দ্বারা অমনোজ্ঞ ধর্ম জ্ঞাত হয়ে বিরক্ত হন না। (তাতে) তাঁর চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত, অলীন ও দ্বেষমুক্ত হয়। তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সবিমুক্ত হয়।

চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ রূপসমূহে তাঁর কায় স্থির হয়,

অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সুবিমুক্ত হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ ধর্মসমূহে তাঁর কায় স্থির হয়, অধ্যাত্ম চিত্ত স্থির, সুস্থির ও সুবিমুক্ত হয়।

চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে রজনীয় রূপে আসক্ত হন না, দূষণীয় রূপে দূষিত হন না, মোহনীয় রূপে মোহিত হন না, কোপনীয় ধর্মে কুপিত হন না, মদনীয়ে মত্ত হন না, ক্লেশনীয় ধর্মে ক্লিষ্ট হন না। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে... মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে রজনীয় ধর্মে আসক্ত... ক্লেশনীয় ধর্মে ক্লিষ্ট হন না।

দৃষ্টে দৃষ্টমাত্র, শ্রুতিতে শ্রুতমাত্র, অনুমানে অনুমিতমাত্র, বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতমাত্র। দৃষ্টতে লিপ্ত হন না, শ্রুতিতে লিপ্ত হন না, অনুমানে লিপ্ত হন না, বিজ্ঞাতে লিপ্ত হন না। দৃষ্টতে অনাসক্ত, নিরাসক্ত, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। শ্রুতিতে... অনুমানে... বিজ্ঞাতে অনাসক্ত, নিরাসক্ত, অনিশ্রিত, অপ্রতিবদ্ধ, বিপ্রমুক্ত ও বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন।

ভগবানের চক্ষু বিদ্যমান, ভগবান চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করেন, তবে ভগবানের (রূপে) ছন্দরাগ নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের শ্রোত্র বিদ্যমান, ভগবান শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন, তবে ভগবানের শব্দে ছন্দরাগ নেই, ভগবান বিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের ঘ্রাণ বিদ্যমান, ভগবান ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ বা অনুভব করেন, তবে ভগবানের গন্ধে ছন্দরাগ নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের জিহ্বা বিদ্যমান, ভগবান জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করেন, তবে ভগবানের রসে ছন্দরাগ নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের কায় বিদ্যমান, ভগবান কায় দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে ভগবানের স্পৃষ্টব্যে ছন্দরাগ নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন। ভগবানের মন বিদ্যমান, ভগবান মন দ্বারা মনন করেন, তবে ভগবানের মননে ছন্দরাগ নেই, ভগবান সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন।

চক্ষু রূপে আশ্রিত, রূপেরত, রূপ-সমুদিত; ভগবানের তা' দান্ত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংযত থাকে এবং তা সংবরণের জন্য ভগবান ধর্মদেশনা করেন। শ্রোত্র শব্দে আশ্রিত... ঘ্রাণ গন্ধে আশ্রিত... জিহ্বা রসে আশ্রিত... কায় স্পর্শে আশ্রিত... মন ধর্মে আশ্রিত, ধর্মেরত, ধর্ম-সমুদিত; ভগবানের তা' দান্ত, গুপ্ত, রক্ষিত, সংযত থাকে এবং তা সংবরণের জন্য ভগবান ধর্মদেশনা করেন।

“দন্তং নযন্তি সমিতিং, দন্তং রাজাভিরূহতি।
দন্তো সেট্ঠো মনুস্সেসু, যোতিৰাক্যং তিতিকখতি॥

"ৰরমস্সতরা দন্তা, আজানীযা চ সিন্ধৰা।
কুঞ্জরা চ মহানাগা, অত্তদন্তো ততো ৰরং॥
"ন হি এতেহি যানেহি, গচ্ছেয্য অগতং দিসং।
যথাত্তনা সুদন্তেন, দন্তো দন্তেন গচ্ছতি॥
"ৰিধাসু ন ৰিকম্পন্তি, ৰিপ্পমুত্তা পুনব্ভৰা।
দন্তভূমিং অনুপ্পত্তা, তে লোকে ৰিজিতাৰিনো॥
"যস্সিন্দ্রিযানি ভাৰিতানি, অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ সব্বলোকে।
নিব্বিজ্ঝ ইমং পরঞ্চ লোকং,
কালং কঙ্খতি ভাৰিতো স দন্তো"তি॥

এৰং ভগৰা ভাৰিতত্তোতি।

অনুবাদ : সুশিক্ষিত নাগ (হস্তি) জনসমাবেশের মধ্যেও চালিত হয়, তাতে রাজা আরোহণ করেন। মানুষের মধ্যে যিনি অপরের পৌরুষবাক্য সহ্য করেন, সেই দান্তই সর্বোত্তম। শিক্ষিত অশ্বতর সিন্ধুদেশজাত আজানেয় অশ্ব এবং কুঞ্জর জাতীয় মহানাগ এরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যিনি আত্মসংযম করেছেন তিনি তদপেক্ষা উত্তম। সংযত পুরুষ আত্মশাসনের দ্বারা এমন আগত দিকে (নির্বাণে) গমন করেন, যেখানে এসব (অশ্বাদি) যানের দ্বারা যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা নীতিতে অবিচলিত, পুনর্জন্ম হতে বিপ্রমুক্ত, দান্তভূমিতে প্রাপ্ত এবং সর্বলোকে জয়ী। সর্বলোকে যার অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহ ভাবিত হয়েছে; ইহলোক পরলোক সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে যিনি শান্তচিত্তে মরণ অপেক্ষা করেন, তিনিই দান্ত। ভগবান এরূপ ভাবিত।

মঞ্ঞামি তং ৰেদগূ ভাৰিতত্তং, কুতো নু দুক্খা সমুদাগতা ইমেতি। **কুতো নূ**তি সংশয় প্রশ্ন, বিমতি প্রশ্ন, সংশয়াপন্ন প্রশ্ন এবং বিবিধ প্রশ্ন—"এরূপ কী? নাকি নয়? তাই কী? তাহলে কী? কিভাবে হয়? এ অর্থে—কুতো নু।

"দুঃখ" (**দুক্খা**তি) বলতে জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, নৈরয়িক দুঃখ, তির্যগ্‌কুল দুঃখ, প্রেতকুল দুঃখ, মানবীয় দুঃখ, গর্ভে প্রবেশমূলক দুঃখ, গর্ভে স্থিতি বা অবস্থানমূলক দুঃখ, গর্ভ হতে নির্গমনমূলক দুঃখ, জন্মের সম্বন্ধমূলক (জাতস্‌সুপনিবন্ধকং) দুঃখ, জন্মের পরাধীনতামূলক দুঃখ, আত্মপীড়নমূলক দুঃখ, পরপীড়নমূলক দুঃখ, সংস্কার দুঃখ, বিপরিণাম দুঃখ, চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, কাঁশিরোগ, শ্বাসরোগ, দাহরোগ, জ্বর, কুক্ষিরোগ, মূর্ছা, রক্তামাশয়, শূলরোগ, কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গন্ড (ফাড়া) খোঁসপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ,

(অপমারো), দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, নখকুনি (নখের এক প্রকার রোগ), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমুত্র রোগ) গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্তজনিত রোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ, বায়ুজনিত রোগ, সন্নিপাতিক রোগ, ঋতু পরিবর্তনজনিত রোগ, বিষম পরিহারজ (দুর্দশাজনিত) রোগ, খিঁচুনিরোগ, কর্মবিপাকজনিত রোগ, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মূত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দংশন বা কামড়জনিত দুঃখ, মাতামৃত্যু দুঃখ, পিতামৃত্যু দুঃখ, ভ্রাতামৃত্যু দুঃখ, ভগ্নিমৃত্যু দুঃখ, পুত্রমৃত্যু দুঃখ, কন্যামৃত্যু দুঃখ, জ্ঞাতি বিষয়ে দুঃখ, রোগ বিষয়ে দুঃখ, ভোগ বিষয়ে দুঃখ, শীল বিষয়ে দুঃখ, মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে দুঃখ, যেই ধর্মসমূহের উৎপত্তিকালে কারণ প্রকাশিত হয়, অন্তর্ধানকালে নিরোধ প্রকাশিত হয় এরূপ কর্ম-সন্নিশ্রিত বিপাক। বিপাক-সন্নিশ্রিত কর্ম, নাম-সন্নিশ্রিত রূপ, রূপ-সন্নিশ্রিত নাম; জন্মের দ্বারা অনুগত, জরায় আক্রান্ত, ব্যাধিতে অভিভূত, মরণে উৎপীড়িত এবং দুঃখে প্রতিষ্ঠিত, ত্রাণহীন, আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, সহায়হীন—একেই বলা হয় দুঃখ।

এই দুঃখ কোথা হতে উৎপন্ন, জাত, সঞ্জাত, উদ্ভব, উদ্ভূত এবং প্রাদুর্ভাব হয়? এর নিদান কী? সমুদয় কী? উৎপন্ন কী? প্রাদুর্ভূত কী; এই দুঃখের মূল, হেতু, নিদান, উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, সমুত্থান, আহার, আরম্মণ, প্রত্যয় ও সমুদয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রশ্ন করা হয়, যাচঞা করা হয়, প্রার্থনা করা হয় এবং অনুরোধ বা অনুনয় করা হয়। এ অর্থে—এই দুঃখ কোথা হতে উৎপন্ন হয়? (কুতো নু দুকখা সমুদাগতা ইমে)।

যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপাতি। "যেসব" (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—যে কেচীতি।

"লোকে" (**লোকস্মি**ন্তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে এবং আয়তন লোকে। "অনেক প্রকার" (**অনেকরূপা**তি) বলতে বিবিধ প্রকার, নানা প্রকার দুঃখ। এ অর্থে—এ জগতে যে সমস্ত দুঃখ বিদ্যমান (যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা মেত্তগূ]
মঞ্ঞামি তং ৰেদগূ ভাৰিতত্তং।
কুতো নু দুকখা সমুদাগতা ইমে,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা"তি॥

১৯. দুকখস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
তং তে পৰকখামি যথা পজানং।
উপধিনিদানা পভৰন্তি দুকখা,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা॥

অনুবাদ : ভগবান মেত্তগূকে বললেন, হে মেত্তগূ, তুমি দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। সেই বিষয়ে আমি যেরূপ জ্ঞাত তা তোমাকে বলব। উপধি হতে জগতে সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়।

দুকখস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসীতি। "দুঃখ" (**দুকখস্সা**তি) বলতে জাতি দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিতাপ-দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ। "উৎপত্তি জিজ্ঞাসা করেছ" (**পভৰং অপুচ্ছসী**তি) বলতে দুঃখের মূল, হেতু, নিদান, কারণ, উৎপত্তি, উদয়, আহার, আরম্মণ, প্রত্যয় এবং সমুদয় জিজ্ঞাসা করেছ, প্রার্থনা করেছ, আকাঙ্ক্ষা করেছ, প্রত্যাশা করেছ—দুকখস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসি। "মেত্তগূ" (**মেত্তগূ**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—মেত্তগূতি ভগৰা।

তং তে পৰকখামি যথা পজানন্তি। "সেই" (**তন্তি**) বলতে দুঃখের মূল, হেতু, নিদান, কারণ, উৎপত্তি, উদয়, আহার, আরম্মণ, প্রত্যয় ও সমুদয় বলব, জ্ঞাপন করব, ভাষণ করব, প্রজ্ঞাপ্ত করব, ব্যক্ত করব, বর্ণনা করব, ব্যাখ্যা করব, বিবৃত করব, ঘোষণা করব এবং প্রকাশ করব—তং তে পৰকখামি। "যেরূপে জ্ঞাত" (**যথা পজান**ন্তি) বলতে যেভাবে জ্ঞাত, পরিজ্ঞাত, উপলব্ধ, অনুভূত, প্রত্যক্ষভূত। জনশ্রুতিতে নয়, অনুমানে নয়, পরম্পরায় নয়, গ্রন্থের প্রথানুসারে নয়, তর্কহেতু নয়, নিয়ম বা ফলহেতু নয়, আকার প্রতিফলন দ্বারা নয় এবং মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছার দ্বারা নয়, বরং স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষ ধর্ম তোমাকে ভাষণ করব—তং তে পৰকখামি যথা পজানং।

উপধিনিদানা পভৰন্তি দুকখাতি। "উপধি" (**উপধী**তি) বলতে দশ প্রকার উপধি। যথা : তৃষ্ণা উপধি, মিথ্যাদৃষ্টি উপধি, ক্লেশ উপধি, কর্ম উপধি, দুশ্চরিত্র উপধি, আহার উপধি, প্রতিঘ উপধি, চার প্রকার লোভধাতু উপধি, ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন উপধি, ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায় উপধি, সকল মনঃপীড়া দুঃখ উপধি, এগুলোকে বলা হয় দশ প্রকার উপধি। "দুঃখ" (**দুকখা**তি) বলতে জাতি দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-

পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, নৈরয়িক দুঃখ... মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে দুঃখ। যেই ধর্মসমূহের উৎপত্তিকালে কারণ প্রকাশিত হয়, অন্তর্ধানকালে নিরোধ প্রকাশিত হয় এরূপ কর্ম-সন্নিশ্রিত বিপাক, বিপাক-সন্নিশ্রিত কর্ম, নাম-সন্নিশ্রিত রূপ, রূপ-সন্নিশ্রিত নাম; জাতিতে অনুগত, জরায় নিপীড়িত, ব্যাধিতে অভিভূত বা বিহ্বল, মরণে উৎপীড়িত, দুঃখে পতিত, ত্রাণহীন, আশয়হীন, শরণহীন ও সহায়হীন হয়ে থাকে–এগুলোকে বলা হয় দুঃখ। এই উপধিমূল, উপধিহেতু, উপধিপ্রত্যয় ও উপধিকারণে দুঃখের উৎপত্তি, উদ্ভব, জন্ম, উদয়, আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব হয়। এ অর্থে—উপধি কারণ হতে দুঃখের উৎপত্তি হয়।

যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপাতি। "যে সমস্ত" (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণ, সমস্ত, সমগ্র, পুরো, সব, অশেষ, নিঃশেষ—এরূপ বচন। এ অর্থে—যে সমস্ত। "লোকে" (**লোকস্মি**ন্তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। "অনেক প্রকার" (**অনেকরূপা**তি) বলতে বহুবিধ, নানা প্রকার দুঃখ। এ অর্থে—এ জগতে যে সমস্ত বা অনেক প্রকার দুঃখ।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

''দুকখস্স ৰে মং পভৰং অপুচ্ছসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
তং তে পৰকখামি যথা পজানং।
উপধিনিদানা পভৰন্তি দুকখা,
যে কেচি লোকস্মিমনেকরূপা''তি॥

২০. যো ৰে অৰিদ্বা উপধিং করোতি,
পুনপ্পুনং দুকখমুপেতি মন্দো।
তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা,
দুকখস্স জাতিপ্পভৰানুপস্সী॥

অনুবাদ : যে মূঢ়, অজ্ঞানী উপধি সৃষ্টি করে, সে পুনঃপুন দুঃখের অধীন হয়। তদ্ধেতু দুঃখের উৎপন্ন জ্ঞাত হয়ে উপধি সৃষ্টি করবে না।

যো ৰে অৰিদ্বা উপধিং করোতীতি। "যেই" (**যো**তি) বলতে যা, যাদৃশ, যথাযুক্ত, যথাবিহিত, যথাযোগ্য, যথোপযুক্ত, যেই ধর্মসমন্বিত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা, মানব। "অজ্ঞানী" (**অৰিদ্বা**তি) বলতে অবিদ্যাগত, অজ্ঞানী, মূর্খ, দুষ্প্রাজ্ঞ। "উপধি সৃষ্টি করে" (**উপধিং করোতী**তি) বলতে তৃষ্ণা উপধি, মিথ্যাদৃষ্টি উপধি, ক্লেশ উপধি, কর্ম উপধি,

দুশ্চরিত্র উপধি, আহার উপধি, প্রতিঘ উপধি, চার প্রকার ভৌতিকধাতু উপধি, ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন উপধি ও ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায় উপধি সৃষ্টি করে, জন্ম দেয়, উৎপন্ন করে, উৎপাদন করে, পুনরুৎপাদন করে—অৰিদ্বা উপধিং করোতি।

পুনপ্পুনং দুকখমুপেতি মন্দোতি। জাতি দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, পুনঃপুন উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, উপস্থিত, আগত, সমুপগত এবং নিবিষ্ট হয়। এ অর্থে—পুনঃপুন দুঃখ সৃষ্টি হয়। "মূঢ়" (**মন্দো**তি) বলতে মূর্খ, নির্বোধ, অবিদ্বান, অবিদ্যাগত, অজ্ঞান, বোকা, দুষ্প্রাজ্ঞ। এ অর্থে—মূঢ় পুনঃপুন দুঃখ সৃষ্টি করে (পুনপ্পুনং দুকখমুপেতি মন্দো)।

তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরাতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মা**তি) বলতে সেই কারণে, সেই হেতুতে, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে এই দৃশ্যমান উপধিসমূহ—তদ্ধেতু। "জ্ঞাত হয়ে" (**পজান**ন্তি) বলতে জেনে, বুঝে, উপলব্ধ হয়ে, হৃদয়ঙ্গম করে, অনুভূত হয়ে। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা জেনে... অনুভূত হয়ে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা জেনে... অনুভূত হয়ে। "সকল সংস্কার অনাত্ম" এটা জেনে... অনুভূত হয়ে... "যা কিছু উৎপন্নশীল তা সবই ধ্বংসশীল" এটা জেনে.. .অনুভূত হয়ে। "উপধি সৃষ্টি না করে" (**উপধিং ন কযিরা**তি) বলতে তৃষ্ণা উপধি, মিথ্যাদৃষ্টি উপধি, ক্লেশ উপধি, কর্ম উপধি, দুশ্চরিত্র উপধি, আহার উপধি, প্রতিঘ উপধি, চার প্রকার ভৌতিকধাতু উপধি, ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন উপধি ও ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায় উপধি সৃষ্টি না করে, জন্ম দেয় না, উৎপন্ন না করে, উৎপাদন না করে এবং পুনরুৎপাদন না করে—তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা।

"দুঃখের" (**দুকখস্সা**তি) বলতে জাতি দুঃখের, জরা দুঃখের, মরণ দুঃখের, শোক-পরিতাপ-দুঃখের, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখের। "উৎপন্নদর্শী" (**পভৰানুপস্সী**তি) বলতে দুঃখের মূলদর্শী, হেতুদর্শী, কারণদর্শী, জাতদর্শী, উৎপন্নদর্শী, সমুত্থান বা উদয়দর্শী, আহারদর্শী, আরম্মণদর্শী, প্রত্যয়দর্শী ও সমুদয়দর্শী। জ্ঞানকে অনুদর্শন বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচার ও সম্যক দৃষ্টি। এই অনুদর্শন প্রজ্ঞায় উপগত, সমাগত, উপস্থিত ও উপনীত হয়। এটাকে বলা হয় অনুদর্শী। এ অর্থে—দুঃখের উৎপত্তিদর্শী।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যো ৰে অৰিদ্বা উপধিং করোতি,
পুনপ্পুনং দুকখমুপেতি মন্দো।
তস্মা পজানং উপধিং ন কযিরা,
দুকখস্স জাতিপ্পভৰানুপস্সী''তি॥

২১. যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো,
অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি।
কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং,
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ।
তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥

অনুবাদ : আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন অন্য একটি প্রশ্ন করছি, তা প্রকাশ করুন। জ্ঞানীগণ কিভাবে ওঘ, জন্ম, জরা, শোক, বিলাপ অতিক্রম করেন? হে মুনি, তা উত্তমরূপে প্রকাশ করুন। অধিকন্তু, এ ধর্ম আপনার সম্যকভাবে বিদিত।

যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নোতি। যা জিজ্ঞাসা করেছি, প্রার্থনা করেছি, অনুরোধ করেছি, নিবেদন করেছি। "বর্ণনা করা হয়েছে" (**অকিত্তযী নো**তি) বলতে উক্ত, বর্ণিত, কথিত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, ভাষিত, বিশ্লেষিত, ব্যাখ্যাত, বিবৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ অর্থে—আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি, তা বর্ণনা করা হয়েছে (যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো।)।

অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহীতি। অন্য একটি প্রশ্ন করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি, জিজ্ঞাসা করছি, নিবেদন করছি। "আসুন, তা বলুন" (**তদিঙ্ঘ ব্রূহী**তি) বলতে আসুন, তা বলুন, বর্ণনা করুন, দেশনা করুন, ভাষণ করুন, বিশ্লেষণ করুন, ব্যাখ্যা করুন, বিবৃত করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—অন্য এক প্রশ্ন করছি, তা বলুন (অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি)।

কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং, জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চাতি। "কীভাবে" (**কথং নু**তি) বলতে সংশয় প্রশ্ন, বিভ্রম প্রশ্ন, সন্দেহ প্রশ্ন, অনিশ্চয়তা প্রশ্ন। যেমন- "এরূপ কী? নাকি নয়? তাই কী? তাহলে কী? এ অর্থে—কীভাবে (কথং নু)। "ধীর" (**ধীরা**তি) বলতে ধীর, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, মেধাবী। "ওঘ" (**ওঘন্তি**) বলতে কাম-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ। "জাতি" (**জাতী**তি) বলতে যা সেই সেই সত্ত্বগণের বা জীবসমূহের যে জন্ম, সঞ্জাত, মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি, মাতৃগর্ভ হতে নিষ্ক্রান্ত, পুনঃপুন উৎপত্তি,

স্কন্ধসমূহের প্রাদুর্ভাব, চক্ষাদি দ্বাদশ আয়তনের প্রতিলাভ। "জরা" (**জরা**তি) বলতে সেই সেই সত্ত্বগণের সেই সেই সত্ত্বনিকায় বা প্রাণিকুলে যে জরা, জীর্ণতা, খাণ্ডিত্য, পলিতকেশতা, বিশ্লথ চর্মতা, আয়ুহানী, চক্ষাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপক্বতা। "শোক" (**সোকো**তি) বলতে যেকোনো জ্ঞাতি বিষয়ে অভিভূত, ভোগ বিষয়ে অভিভূত, রোগ বিষয়ে অভিভূত, শীল বিষয়ে অভিভূত, মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে অভিভূত ও শারীরিক দুঃখস্পৃষ্ট ব্যক্তির শোক, শোচনা, সন্তাপ, অন্তর্শোক, অন্তর্পরিশোক, অন্তর্দাহ, অন্তর্পরিদাহ, মানসিক যন্ত্রণা, দৌর্মনস্য, শোকশল্য। "পরিদেবন" (**পরিদেৰো**তি) বলতে যেকোনো জ্ঞাতি বিষয়ে অভিভূত, ভোগ বিষয়ে অভিভূত, রোগ বিষয়ে অভিভূত, শীল বিষয়ে অভিভূত, মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে অভিভূত ও শারীরিক দুঃখপিষ্ট ব্যক্তির খেদ, পরিদেবন, অনুশোচনা, ক্রন্দন, পরিরোদন, হা-হুতাশ, বিলাপ, বিপ্রলাপ, আর্তনাদ, খেদোক্তি, কাতরোক্তি। **কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং, জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চা**তি। জ্ঞানীগণ কীভাবে ওঘ, জন্ম, জরা, শোক, পরিতাপকে অতিক্রম, সমতিক্রম, বিগত, অতিক্রান্ত ও অতিক্রমণ করেন—কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং, জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ।

তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহীতি। "সেই" (**তন্তি**) বলতে যা প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, নিবেদন করি। মৌনকে জ্ঞান বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান সেই জ্ঞানের দ্বারা সমন্বিত মৌনপ্রাপ্ত মুনি। তিন প্রকার মুনিত্ব (বিদ্যমান)। যথা : কায়মুনিত্ব, বাকমুনিত্ব, মনোমুনিত্ব। কায়মুনিত্ব কী রকম? ত্রিবিধ কায় দুশ্চরিত পরিত্যাগই কায়মুনিত্ব। ত্রিবিধ কায়সুচরিত কায়মুনিত্ব। কায়ারম্মণে জ্ঞানই কায়মুনিত্ব। কায়-পরিজ্ঞান কায়মুনিত্ব। পরিজ্ঞান-সহগত মার্গই কায়মুনিত্ব। কায়ে ছন্দরাগ পরিত্যাগই কায়মুনিত্ব। কায়সংস্কার নিরোধ চতুর্থ ধ্যান সমাপত্তি কায়মুনিত্ব। ইহা কায়মুনিত্ব।

বাকমুনিত্ব কী রকম? চতুর্বিধ বাক দুশ্চরিত পরিত্যাগই বাকমুনিত্ব, চতুর্বিধ বাকসুচরিত বাকমুনিত্ব। বাক আরম্মণে জ্ঞানই বাকমুনিত্ব। বাক পরিজ্ঞান বাকমুনিত্ব। পরিজ্ঞান সহগত মার্গই বাকমুনিত্ব। বাক্যে ছন্দরাগ পরিত্যাগই বাকমুনিত্ব। বাকসংস্কার নিরোধ দ্বিতীয় ধ্যানসমাপত্তি বাকমুনিত্ব। ইহা বাকমুনিত্ব।

মনোমুনিত্ব কী রকম? ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিত পরিত্যাগই মনোমুনিত্ব। ত্রিবিধ মনসুচরিত মনোমুনিত্ব। চিত্ত আরম্মণে জ্ঞানই মনোমুনিত্ব। চিত্ত পরিজ্ঞানই মনোমুনিত্ব। পরিজ্ঞান সহগত মার্গই মনোমুনিত্ব। চিত্তে ছন্দরাগ

পরিত্যাগই মনোমুনিত্ব। চিত্তসংস্কার নিরোধ সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি মনোমুনিত্ব। ইহা মনোমুনিত্ব।

কাযমুনিং ৰচীমুনিং, মনোমুনিমনাসৰং।
মুনিং মোনেয্যসম্পন্নং, আহু সব্বপ্পহাযিনং॥

অনুবাদ : যিনি কায়-বাক্য-মনে মুনি এবং সর্বাসবমুক্ত, সেই মুনি মৌনসম্পন্ন। তাঁর কোনো পরিহানী নেই।

কাযমুনিং ৰচীমুনিং, মনোমুনিমনাসৰং।
মুনিং মোনেয্যসম্পন্নং, আহু নিন্হাতপাপকন্তি॥

অনুবাদ : যিনি কায়-বাক্য-মনে মুনি এবং সর্বাসব মুক্ত, সেই মুনি মৌনসম্পন্ন। তাঁর সমস্ত পাপ বিধৌত হয়েছে।

এই তিন প্রকার মুনিত্বধর্মে সম্বন্বিত মুনি ছয় প্রকার। যথা : আগার মুনি, অনাগার মুনি, শৈক্ষ্য মুনি, অশৈক্ষ্য মুনি, পচ্চেক মুনি ও মুনিমুনি।

কারা আগার মুনি? যেই গৃহীগণ দৃষ্টপথ (মুক্তির পথ দর্শন করেছেন এমন), বিজ্ঞাত শাসনে অবস্থান করেন—এরা আগার মুনি। কারা অনাগার মুনি? যেই প্রব্রজিতগণ দৃষ্টপথ, বিজ্ঞাত শাসনে অবস্থান করেন—এরা অনাগার মুনি। সপ্ত শৈক্ষ্যগণ শৈক্ষ্যমুনি, অর্হৎগণ অশৈক্ষ্যমুনি, পচ্চেক বুদ্ধগণ পচ্চেকমুনি, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ মুনিমুনি।

ন মোনেন মুনী হোতি, মূল্হরূপো অৰিদ্দসু।
যো চ তুলংৰ পগ্গযহ, ৰরমাদায পণ্ডিতো॥
পাপানি পরিৰজ্জেতি, স মুনী তেন সো মুনি।
যো মুনাতি উভো লোকে, মুনি তেন পৰুচ্চতি॥
অসতঞ্চ সতঞ্চ ঞত্বা ধম্মং, অজ্ঝত্তং বহিদ্ধা চ সব্বলোকে।
দেৰমনুস্সেহি পূজনীযো, সঙ্গজালমতিচ্চ সো মুনীতি॥

অনুবাদ : মূঢ়, অবিদ্বান লোক শুধু মৌনাবলম্বন করে মুনি হয় না। যেই পণ্ডিত ব্যক্তি মানদণ্ড নিয়ে বিচারপূর্বক যা মঙ্গলজনক বা শ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করেন আর পাপসমূহ বর্জন করেন, তিনি মুনি। এই কারণে তাঁকে মুনি বলা হয়। যিনি উভয়লোকে মনন করেন, তিনি সেই কারণে মুনি বলে অ্যখ্যা পান।

যিনি অধ্যাত্ম-বাহ্যিক সর্বলোকে অপ্রিয় (বা অমনোজ্ঞ) ও প্রিয় ধর্ম জ্ঞাত হয়ে আসক্তিজাল ছিন্ন করেন; সেই মুনি দেবমনুষ্য দ্বারা পূজিত হন।

"উত্তমরূপে প্রকাশ করুন" (**সাধু ৰিযাকরোহী**তি) বলতে তা উত্তমরূপে জ্ঞাপন করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, বর্ণনা করুন ও প্রকাশ করুন—হে মুনি, তা উত্তমরূপে প্রকাশ

করুন। **তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো**তি। এ ধর্ম আপনার সম্যকভাবে বিদিত, জ্ঞাত, নিরূপিত, অনুভূত, উপলব্ধ। এ অর্থে—তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যং তং অপুচ্ছিম্হ অকিত্তযী নো,
অঞ্ঞং তং পুচ্ছাম তদিঙ্ঘ ব্রূহি।
কথং নু ধীরা ৰিতরন্তি ওঘং,
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ।
তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো"তি॥

২২. কিত্তযিস্সামি তে ধম্মং, [মেত্তগূতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, যেই ধর্ম দৃষ্টধর্মে জনশ্রুতিমূলক নয়, সেই ধর্ম প্রকাশ করব। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করে তৃষ্ণাকে জয় করা সম্ভব।

কিত্তযিস্সামি তে ধম্মন্তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের উপযোগী। যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদাকে প্রকাশ করব, ব্যক্ত করব, ভাষণ করব, বর্ণনা করব, বিবৃত করব, ব্যাখ্যা করব, প্রজ্ঞাপ্ত করব ও ঘোষণা করব। এ অর্থে—সেই ধর্ম প্রকাশ করব। "মেত্তগূ" (**মেত্তগূ**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন।

"দৃষ্টধর্মে" (**দিট্ঠে ধম্মে**তি) বলতে দৃষ্টধর্মে, জ্ঞাতধর্মে, বর্ণিতধর্মে, ব্যাখ্যাতধর্মে, বিবৃতধর্মে, বিভাজিতধর্মে ও বিশ্লেষিতধর্মে। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা... "যা কিছু উৎপন্নশীল, তা ধ্বংসশীল" এটা দৃষ্টধর্মে, জ্ঞাতধর্মে, বর্ণিতধর্মে, ব্যাখ্যাতধর্মে, বিবৃতধর্মে, বিভাজিতধর্মে ও বিশ্লেষিতধর্মে–এভাবে দৃষ্টধর্মে বলব। অথবা, দুঃখকে দুঃখদৃষ্টধর্মে, সমুদয়কে সমুদয়দৃষ্টধর্মে, মার্গকে মার্গদৃষ্টধর্মে এবং নিরোধকে নিরোধদৃষ্টধর্মে বলব—এভাবে দৃষ্টধর্মে বলব। অথবা, দৃষ্টধর্মে সন্দৃষ্টিক-অকালিক-

আহ্বানিক-ঔপনায়িক এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এভাবে দৃষ্টধর্মে বলব। এ অর্থে—দৃষ্টধর্ম। "জনশ্রুতিমূলক নয়"(**অনীতিহ**ন্তি) বলতে জনশ্রুতিতে নয়, অনুমানে নয়, পরম্পরায় নয়, গ্রন্থের প্রথানুসারে নয়, তর্কহেতু নয়, নিয়ম বা ফলহেতু নয়, আকার প্রতিফলন দ্বারা নয়, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছার দ্বারা নয়, বরং স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষ ধর্ম দ্বারা তা বলব। এ অর্থে—দৃষ্টধর্মে, জনশ্রুতিতে নয় (দিট্‌ঠে ধম্মে অনীতিহং)।

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। যা বিদিত করে, নিরূপিত করে, প্রত্যক্ষ করে, বিভাজিত করে ও বিশ্লেষণ করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা বিদিত... ও বিশ্লেষণ করে। "সকল ধর্ম অনাত্ম" এটা বিদিত... ও বিশ্লেষণ করে... "যা কিছু উৎপন্নশীল তা ধ্বংসশীল" এটা বিদিত... বিশ্লেষণ করে। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান... একে স্মৃতিমান বলা হয়। "অবস্থান করে" (**চর**ন্তি) বলতে অবস্থান করে, বাস করে, বিচরণ করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে ও জীবন যাপন করে। এ অর্থে—বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যেই রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "তৃষ্ণা" (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কোন অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসককুল), সংঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুবোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাত ধর্মে তৃষ্ণা, আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। "জগতে তৃষ্ণা জয়

করেন” (**তরে লোকে ৰিসত্তিক**ন্তি) বলতে জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন, জয় করেন, দমন করেন, সমতিক্রম করেন, পরাজিত করেন। এ অর্থে—জগতে তৃষ্ণাকে জয় করেন (তরে লোকে ৰিসত্তিকং)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“কিত্তযিস্সামি তে ধম্মং, [মেত্তগূতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক”ন্তি॥

২৩. তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি ধম্মমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : হে মহার্ঘ, আমি (আপনার) সেই উত্তম ধর্মের অভিনন্দন করি, যা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান আসক্তি অতিক্রম করে জগতে অবস্থান করেন।

তঞ্চাহং অভিনন্দামীতি। “তা” (**ত**ন্তি) বলতে আপনার বচন, কথন, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশ; অভিনন্দন করি, আনন্দ লাভ করি, অনুমোদন, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, যাচঞা, প্রার্থনা, অনুরোধ, অনুনয় করি—তঞ্চাহং অভিনন্দামি।

মহেসি ধম্মমুত্তমন্তি। “মহর্ষি” (**মহেসী**তি) বলতে কী কারণে ভগবান মহর্ষি? মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণকারী, অন্বেষণকারী, আবিষ্কারক বলে মহর্ষি। মহা সমাধিস্কন্ধ... মহা প্রজ্ঞাস্কন্ধ... মহা বিমুক্তিস্কন্ধ... মহা বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহর্ষি। মহা অজ্ঞানতার মুক্তি, মহা উন্মত্ততার বিনাশ, মহা তৃষ্ণাশৈল্যের উৎপাটন, মহা মিথ্যাদৃষ্টির জটিলতা মুক্ত, মহা মানধ্বজার ধ্বংস, মহা অভিসংস্কারের উপশম, মহা ওঘের উত্তীর্ণ, মহা সংসার দুঃখভারের নিক্ষেপ, মহা সংসারবর্তের নিবারণ, মহা সন্তাপের নির্বাপণ, মহা মনোকষ্টের প্রশমন, মহা ধর্মধ্বজের উত্তোলন সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহর্ষি মহেসী। মহা স্মৃতিপ্রস্থান, মহা সম্যকপ্রধান, মহা ঋদ্ধিপাদ, মহা ইন্দ্রিয়, মহাবল, মহা বোধ্যঙ্গ, মহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, মহা পরমার্থ এবং অমৃতময় নির্বাণ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকরী, আবিষ্কারক বলে শ্রেষ্ঠ ঋষি বা মহর্ষি। মহা প্রভাবশালী, মহা সত্ত্বগণের দ্বারা “কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ” এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি। **ধম্মমুত্তম**ন্তি। উত্তম ধর্ম বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যা সব সংস্কার

উপশান্ত, সব উপাধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। "উত্তম" (**উত্তম**ন্তি) বলতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রামোক্ষ, উত্তম, প্রবর ধর্ম—মহেসি ধম্মমুত্তমং।

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। বিদিত হয়ে, নিরূপিত হয়ে, বিচারিত বা পরীক্ষিত হয়ে, বিবেচিত হয়ে ও বিভাজিত হয়ে। "সব সংস্কার অনিত্য" এরূপে বিদিত হয়ে, নিরূপিত হয়ে, বিচারিত বা পরীক্ষিত হয়ে, বিবেচিত হয়ে ও বিভাজিত হয়ে। "সব সংস্কার দুঃখ"... যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী" এরূপে বিদিত হয়ে নিরূপিত হয়ে, বিচারিত বা পরীক্ষিত হয়ে, বিবেচিত হয়ে ও বিভাজিত হয়ে। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চারটি কারণে স্মৃতিমান। কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবনাকালে স্মৃতিমান হয়। বেদনায় বেদনানুদর্শন... স্মৃতিমান হয়। ইহাকে বলা হয় স্মৃতিমান। "অবস্থান করে" (**চর**ন্তি) বলতে বিচরণ করে, অবস্থান করে, বাস করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে, জীবন যাপন করে—যং ৰিদিত্বা সতো চরং।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে বলা হয় তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল।"আসক্তি" (**ৰিসত্তিকা**তি) কী কারণে আসক্তি... আসক্ত, সংলগ্ন, সংযোগ। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে। তরে লোকে বিসত্তিকং। লোকে বা জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে, জয় করে, দমন করে, সমতিক্রম করে, পরাজিত করে—তরে লোকে ৰিসত্তিকং।

তজ্জন্য ব্রাহ্মণ বললেন :

''তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি ধম্মমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক''ন্তি॥

২৪. যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ,
পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৰে ন তিটেঠ॥

অনুবাদ : হে মেত্তগূ, তুমি উপরে, নিচে এবং মধ্যে যা কিছু জান; তাতে আসক্তি, নিবেশন, বিজ্ঞান বিদ্যমান। তাই এসব পরিত্যাগ করে ভবে অবস্থান করো না।

যং কিঞ্চি সম্পজানাসীতি। যা কিছু জান, জ্ঞাত হও, বুঝতে পার,

উপলব্ধি করতে পার, অনুধাবণ করতে পার—যং কিঞ্চি সম্পজানাসি। "মেত্তগূ" (**মেত্তগূ**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের মাধ্যমে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) গৌরবের অধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপেই—মেত্তগূতি ভগৰা।

উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝেতি। "ঊর্ধ্ব" (**উদ্ধ**ন্তি) বলতে অনাগত। "অধঃ" (**অধো**তি) বলতে অতীত, "মধ্যে" (**তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে**তি) বলতে বর্তমান। "ঊর্ধ্ব" বলতে দেবলোক, "অধঃ" বলতে নিরয়লোক, "মধ্যে" বলতে মনুষ্যলোক। অথবা "ঊর্ধ্ব" বলতে কুশলধর্ম, "অধ" বলতে অকুশল ধর্ম, "মধ্যে" বলতে অব্যাকৃত ধর্ম। "ঊর্ধ্ব" বলতে অরূপধাতু, "অধঃ" বলতে কামধাতু, "মধ্যে" বলতে রূপধাতু। "ঊর্ধ্ব" বলতে সুখবেদনা, "অধঃ" বলতে দুঃখবেদনা, "মধ্যে" বলতে উপেক্ষা বেদনা। "ঊর্ধ্ব" বলতে পাদতলের ঊর্ধ্বে, "অধঃ" বলতে কেশ-মস্তক, "মধ্যে" বলতে মধ্যভাগ—উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।

এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ, পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৰে ন তিট্ঠেতি **এতেসূ**তি। ব্যাখ্যাত, দেশিত, প্রজ্ঞাপিত, প্রস্থাপিত বিবরিত, বিভাজিত, সুস্পষ্টকৃত, প্রকাশিত। আসক্তি বলতে তৃষ্ণাকে বুঝায়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "নিবেশন" (**নিৰেসন**ন্তি) বলতে দুই প্রকার নিবেশন। যথা : তৃষ্ণা-নিবেশন এবং দৃষ্টি-নিবেশন। তৃষ্ণা-নিবেশন কী? যা তৃষ্ণা সঙ্খাত... এটাই তৃষ্ণা-নিবেশন। দৃষ্টি-নিবেশন কী? বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টি... এটাই দৃষ্টি-নিবেশন।

পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণন্তি। পুণ্যাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান, অপুণ্যাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান, আনেঞ্জাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান; তাতে আসক্তি, নিবেশন, বিজ্ঞান বিদ্যমান। তা বিতাড়িত, বিদূরিত, পরিহার, ত্যাগ, পরিত্যাগ, অপনোদন, ধ্বংস, ক্ষয় কর—এতেসু নন্দিঞ্চ নিৰেসনঞ্চ পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং।

ভৰে ন তিট্ঠেতি। "ভব" (**ভৰা**তি) বলতে কর্মভব এবং প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব। কর্মভব কী রকম? পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার—এটাই কর্মভব। প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব কী রকম? প্রতিসন্ধিযুক্ত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান—এটাই প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব। **ভৰে ন তিট্ঠে**তি। আসক্তি, তৃষ্ণা (নিবেশন), অভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান, কর্মভব, প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব ত্যাগ, অপনোদন, ক্ষয় ও ধ্বংস কর; কর্মভবে অবস্থান করো না, প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভবে অবস্থান করো না, সংস্থিত থেকো না—পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৰে ন তিট্ঠে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [মেত্তগূতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতেসু নন্দিঞ্চ নিৱেসনঞ্চ,
পনুজ্জ ৰিঞ্ঞাণং ভৱে ন তিট্ঠে"তি॥

২৫. এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তো,
ভিকখু চরং হিত্বা মমাযিতানি।
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ,
ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখং॥

অনুবাদ : এরূপ অবস্থানকারী, স্মৃতিমান, অপ্রমত্ত ভিক্ষু বিদ্বান হয়ে আসক্তি, জন্ম, জরা, শোক-পরিদেবন, দুঃখ পরিহার করে বিচরণ করেন।

এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তোতি। "এরূপ অবস্থানকারী" (**এৰংৰিহারী**তি) বলতে আসক্তি, তৃষ্ণা (নিবেশন), অভিসংস্কারসহগত বিজ্ঞান, কর্মভব, প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব ত্যাগ করে, অপনোদন করে, পরিহার করে, ধ্বংস করে—এবংবিহারী। "স্মৃতিমান"(**সতো**তি) বলতে চারটি প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা করে বলে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন... তাকেই স্মৃতিমান বলা হয়। "অপ্রমত্ত" (**অপ্পমত্তো**তি) বলতে কুশলধর্মসমূহে উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রচেষ্টাকারী, অনলস, অদম্যছন্দানুসারী (অনিকিখত্তচ্ছন্দো) ও অনিক্ষিপ্তধুর (কার্যভার অপরিত্যাগী)। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ শীলস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব, পরিপূর্ণ শীলস্কন্ধকে সেই সেই স্থানে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগ্রহ করব?" তথায় বা সেরূপ কুশলধর্মসমূহে যেই ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা (অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায়—ইহাই অপ্রমাদ। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ সমাধিস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব... অপ্রমাদ। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ প্রজ্ঞাস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব... অপ্রমাদ। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ বিমুক্তিস্কন্ধকে... অপ্রমাদ। "আমি কীরূপে অপরিপূর্ণ বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধকে পরিপূর্ণ করব, পরিপূর্ণ বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধকে সেই সেই স্থানে প্রজ্ঞা দ্বারা অনুগ্রহ করব?" তথায় বা সেরূপ কুশলধর্মসমূহে যেই ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা (অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায়—ইহাই অপ্রমাদ। "আমি কিরূপে অপরিজ্ঞাত দুঃখকে পরিজ্ঞাত করতে পারি, অপ্রহীন ক্লেশসমূহকে পরিত্যাগ

করতে পারি, অভাবিত মার্গকে ভাবিত করতে পারি এবং অসাক্ষাৎকৃত নিরোধকে সাক্ষাৎ করতে পারি?" তথায় বা সেরূপ কুশলধর্মসমূহে যেই ছন্দ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম, বল, চেষ্টা (অপ্পটিৰানী), স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান, উদ্যোগ, পরিশ্রম (পধানং), অধিষ্ঠান, অধ্যবসায়—ইহাই অপ্রমাদ। এ অর্থে—এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তো।

ভিকখু চরং হিত্বা মমাযিতানীতি। "ভিক্ষু" (**ভিকখূ**তি) বলতে কল্যাণপৃথগজন ভিক্ষু বা শৈক্ষ্য ভিক্ষু। "বিচরণ করেন" (**চর**ন্তি) বলতে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, পদচারণ করেন, বাস করেন, দিনাদিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, জীবন যাপন করেন। "আসক্তি" (**মমত্তা**তি) বলতে দুই প্রকার আসক্তি। যথা : তৃষ্ণাসক্তি, দৃষ্টি-আসক্তি... এটাই তৃষ্ণাসক্তি... এটাই দৃষ্টি-আসক্তি। তৃষ্ণাসক্তিকে পরিহার, দৃষ্টি আসক্তিকে পরিত্যাগ করে আসক্তিসমূহ ত্যাগ, পরিত্যাগ, পরিহার, অপনোদন, ক্ষয়, ধ্বংস করেন—ভিকখু চরং হিত্বা মমাযিতানি।

জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ, ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখন্তি। "জন্ম" (**জাতী**তি) বলতে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বের... । "জরা" (**জর**ন্তি) বলতে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বের... । "শোক" (**সোকো**তি) বলতে জ্ঞাতিব্যসন দ্বারা স্পর্শের... । "পরিতাপ" (**পরিদেৰো**তি) বলতে জ্ঞাতিব্যসন দ্বারা স্পর্শের... । "এই" (**ইধা**তি) বলতে এই দৃষ্টিতে... এই মনুষ্যলোকে। "বিদ্বান" (**ৰিদ্বা**তি) বলতে বিদ্বান, জ্ঞানী, পণ্ডিত, মেধাবী। "দুঃখ" (**দুকখ**ন্তি) বলতে জন্মদুঃখ... দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখ। **জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ, ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখন্তি** । এ জগতে বিদ্বান, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও মেধাবী জন্ম, জরা, শোক-পরিদেবন দুঃখ পরিত্যাগ, অপনোদন, ক্ষয়, ধ্বংস করেন—জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ, ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"এৰংৰিহারী সতো অপ্পমত্তো,
ভিকখু চরং হিত্বা মমাযিতানি।
জাতিং জরং সোকপরিদ্দৰঞ্চ,
ইধেৰ ৰিদ্বা পজহেয্য দুকখ"ন্তি॥

২৬. এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুকখং,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥

অনুবাদ : আমি মহর্ষির এ বাক্য অভিনন্দন করি। হে গৌতম, উপধি হতে মুক্তি (আপনার কর্তৃক) সুব্যাখ্যাত হয়েছে। অবশ্যই ভগবান দুঃখমুক্ত হয়েছেন। তাই এ ধর্ম আপনার সুবিদিত।

এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনোতি। "এই" (**এত**ন্তি) বলতে আপনার (এই) বচন, কথন, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশ অভিনন্দন করি, প্রশংসা করি, গ্রহণ করি, অনুমোদন করি, স্বীকার করি, আকাঙ্ক্ষা করি, প্রার্থনা করি, অনুরোধ করি, অনুনয় করি। **মহেসিনো**তি। কী কারণে ভগবান মহর্ষি? মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, আবিষ্কারক বলে মহর্ষি... মহা প্রভাবশালী, মহাসত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি। এ অর্থে—এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো।

সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকন্তি। "সুব্যাখ্যাত" (**সুকিত্তিত**ন্তি) বলতে সুভাষিত, সুব্যাখ্যাত, সুদেশিত, সু-প্রজ্ঞাপিত, সুবিবরিত, সু-স্থাপিত, সুবিভাজিত, সুস্পষ্টকৃত, সুপ্রকাশিত—সুকিত্তিতং। **গোতমনূপধীক**ন্তি। উপধি বলতে ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কার। উপধি প্রহীন, উপধি উপশম, উপধি পরিত্যাগ, উপধি বিনষ্টই অমৃত নির্বাণ। এ অর্থে—সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।

অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুক্খন্তি। "অবশ্যই" (**অদ্ধা**তি) বলতে নিশ্চিতবচন, নিঃসংশয় বচন, নিঃশঙ্খাবচন, নিঃসন্দেহ বচন, অবিপরীত বচন, নিরোধবচন, সংশয়হীন বচন, সন্দেহহীন বচন—অদ্ধাতি। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। **পহাসি দুক্খ**ন্তি। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখকে পরিত্যাগ, পরিহার, অপনোদন, ক্ষয়, ধ্বংস করে দুঃখমুক্ত হয়েছেন—অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুক্খং।

তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মোতি। তাই এ ধর্ম আপনার বিদিত, নিরূপিত, বিবেচিত, বিচিন্তিত, বিভাষিত—তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
অদ্ধা হি ভগৰা পহাসি দুক্খং,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো"তি॥

২৭. তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুক্খং,
যে ত্বং মুনী অট্ঠিতং ওৰদেয্য।
তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগ,
অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্য॥

অনুবাদ : হে মুনি, আপনি যাদেরকে অনুক্ষণ উপদেশ দিবেন, তারাও নিঃসন্দেহে দুঃখ অতিক্রম করবেন। হে নাগ, আমি উপস্থিত হয়ে আপনাকে নমস্কার করছি, ভগবান নিশ্চয় আমাকে অনুক্ষণ উপদেশ প্রদান করবেন।

তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুক্খন্তি। "তারাও" (**তে চাপী**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, প্রব্রজিত, দেব, মনুষ্য। "দুঃখ অতিক্রম" (**পজহেয্যু দুক্খ**ন্তি) বলতে জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক-বিলাপ দুঃখ, দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ, মুক্ত, পরিত্যাগ, অপনোদন, অপসারিত ও ধ্বংস করবেন। এ অর্থে—তারাও নিঃসন্দেহে দুঃখ অতিক্রম করবেন (তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুক্খং)।

যে ত্বং মুনী অট্ঠিতং ওৰদেয্যাতি। "যাদেরকে" (**যে**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, প্রব্রজিত, দেব-মনুষ্যকে। "আপনি" (**ত্বন্তি**) বলতে ভগবানকে বলা হয়েছে। "মুনি" (**মুনী**তি) বলতে বিচক্ষণতাকে জ্ঞান বলা হয়... আসক্তিজাল ছিন্নকারী যে মুনি। "অনুক্ষণ উপদেশ" (**অট্ঠিতং ওৰদেয্যা**তি) বলতে মনোনিবেশিত উপদেশ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ, অভিন্ন উপদেশ, পুনঃপুন উপদেশ, অনুশাসন করা—যে ত্বং মুনী অট্ঠিতং ওৰদেয্য।

তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগাতি। "আপনি" (**তন্তি**) বলতে ভগবানকে বলা হয়েছে। "নমস্কার" (**নমস্সামী**তি) বলতে কায়, বাক্য, মনের দ্বারা নমস্কার বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি, জ্ঞান প্রতিপত্তি ও ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তি দ্বারা নমস্কার বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি, সম্মান করছি, গৌরব করছি, মান্য করছি, পূজা করছি। "সমাগত" (**সমেচ্চা**তি) বলতে মিলিত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে, সমাগত হয়ে, সাক্ষাৎ করে, সম্মুখস্থ হয়ে আপনাকে নমস্কার করছি। "নাগ" (**নাগা**তি) বলতে ভগবান কারও অনিষ্ট করেন না বলে নির্দোষ, এ অর্থে—নাগ; গমন করেন না বলে নাগ, আগমন করেন না বলে নাগ। কিরূপে ভগবান কারও অনিষ্ট না করে নাগ হন? অনিষ্ট বলতে পাপ, অকুশল ধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্মের অধীন, ভয়ানক দুঃখবিপাক, ভবিষ্যতে জন্ম, জরা, মরণ।

আগুং ন করোতি কিঞ্চি লোকে, [সভিযাতি ভগৰা]
সব্বসংযোগে ৰিসজ্জ বন্ধনানি।
সব্বত্থ ন সজ্জতী ৰিমুত্তো,
নাগো তাদি পৰুচ্চতে তথত্তাতি॥

অনুবাদ : ভগবান সভিয়কে বললেন, জগতে কোনো রকম পাপ (আগুং) যাঁর দ্বারা কৃত হয় না, যিনি সর্বপ্রকার সংযোগ ও বন্ধন পরিত্যাগ করে সকল বস্তুতে অনাসক্ত ও বিমুক্ত তিনিই নাগ বলে কথিত। এরূপে ভগবান কারোর অনিষ্ট না করে নাগ হন।

কিরূপে ভগবান গমন না করে নাগ হয়? ভগবান ছন্দে (বা উত্তেজনাবশত ভুল পথে) গমন করেন না, দ্বেষে বা দ্বেষবশত গমন করেন না, মোহে গমন করেন না, ভয়ে গমন করেন না, রাগবশে গমন করেন না, বিদ্বেষবশে গমন করেন না, অজ্ঞানতাবশে গমন করেন না, মানবশে গমন করেন না, মিথ্যাদৃষ্টিবশে গমন করেন না, উদ্ধত্যবশে গমন করেন না, বিচিকিৎসাবশে গমন করেন না, অনুশয়বশে গমন করেন না; বর্গে, ধর্মে, গমনে, চলনে, বহনে (এসব) সংগ্রহ করেন না। এরূপে ভগবান গমন করে না নাগ হন।

কিরূপে ভগবান আগমন না করে নাগ হন? স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়, ওই ক্লেশে পুনরায় আগমন করেন না, ফিরে আসেন না, প্রত্যাবর্তন করেন না। অনাগামীমার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়, ওই ক্লেশে পুনরায় আগমন করেন না, ফিরে আসেন না, প্রত্যাবর্তন করেন না। অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়, ওই ক্লেশে পুনরায় আগমন করেন না, ফিরে আসেন না, প্রত্যাবর্তন করেন না। এরূপে ভগবান আগমন না করে নাগ হন—তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগ।

অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্যাতি। মনোনিবেশিত উপদেশ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ, অভিন্ন উপদেশ, পুনঃপুন উপদেশ, অনুশাসন করা। এ অর্থে—হে ভগবান, নিশ্চয় আমাকেও অনুক্ষণ উপদেশ প্রদান করবেন (অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্য)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"তে চাপি নূনপ্পজহেয্যু দুকখং,
যে ত্বং মুনী অট্ঠিতং ওৰদেয্য।
তং তং নমস্সামি সমেচ্চ নাগ,
অপ্পেৰ মং ভগৰা অট্ঠিতং ওৰদেয্যা"তি॥

২৮. যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ্ঞা,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।
অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারি,
তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খো॥

অনুবাদ : যে ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞানে অভিজ্ঞাত, অকিঞ্চন ও কামভবে অনাসক্ত; তিনি নিঃসন্দেহে এই ওঘ অতিক্রম করেছেন এবং অখিল ও সংশয়হীন হয়ে পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ্ঞাতি। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণো**তি) বলতে সপ্ত ধর্মের বিনাশ করে বলে ব্রাহ্মণ। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান বিনাশ করে। বিনাশকারী হয় অকুশল পাপধর্ম, সংক্লেশ এবং পুনর্জন্ম প্রদানকারী ভয়ানক দুঃখবিপাক ও ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণের।

বাহিত্বা সব্বপাপকানি, [সভিযাতি ভগৰা]
ৰিমলো সাধুসমাহিতো ঠিতত্তো।
সংসারমতিচ্চ কেৰলী সো,
অসিতো তাদি পৰুচ্চতে স ব্রহ্মা॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে সভিয়, সমস্ত পাপকর্ম বর্জন করে যিনি সাধু সমাহিত, বিমল, স্থিরচিত্ত; সংসার উত্তীর্ণ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সেই মুক্তপুরুষই ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।

সর্বোচ্চ জ্ঞানপ্রাপ্ত জ্ঞানী বলতে চারি মার্গে জ্ঞান... সকল জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, সর্বোচ্চ জ্ঞানপ্রাপ্তকে বলা হয়। **অভিজঞ্ঞা**তি। অভিজ্ঞাত হয়েছেন, জ্ঞাত হয়েছেন, অনুধাবন করেছেন, সারবত্তা উপলব্ধি করেছেন, অন্তর্নিহিত অর্থোপলব্ধি করেছেন—যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞ্ঞা।

অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তন্তি। "শূন্য" (**অকিঞ্চন**ন্তি) বলতে রাগশন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য, মানশূন্য, মিথ্যাদৃষ্টিশূন্য, ক্লেশশূন্য, দুশ্চরিতশূন্য। ভগবান বুদ্ধের সংসার-সম্বন্ধীয় আসক্তি প্রহীন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উপশম, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তদ্ধেতু ভগবান শূন্য। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী দু'প্রকার কাম। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম... এগুলোকে বস্তুকাম বলে... এগুলোকে ক্লেশকাম বলে। "ভব" (**ভৰা**তি) বলতে দুই প্রকার ভব। যথা : কর্মভব ও প্রতিসন্ধিমূলক পুনর্ভব... ইহা প্রতিসন্ধিমূলক পুনর্ভব। **অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্ত**ন্তি। অকিঞ্চন বা শূন্য পুদ্গল কামভবে আসক্তিমুক্ত, অসংলগ্ন, অনাবদ্ধ,

বাধাহীন, নিষ্ক্রান্ত, পরিত্যক্ত, বন্ধনমুক্ত, প্রশান্ত ও বিমুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—অকিঞ্চনং কামভবে অসত্তং।

অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারীতি। "অবশ্যই" (**অদ্ধা**তি) বলতে বলতে নিশ্চিৎবচন, নিঃসংশয় বচন, নিঃশঙ্খাবচন, নিঃসন্দেহ বচন, অবিপরীত বচন, নিরোধবচন, সংশয়হীন বচন, সন্দেহহীন বচন—অদ্ধাতি। "ওঘ" (**ওঘ**ন্তি) বলতে কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ। "অতিক্রম" (**অতারী**তি) বলতে উত্তরণ, প্রমুক্ত, সমতিক্রম ও অতিবাহিত—অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারি।

তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খোতি। "উত্তীর্ণ" (**তিণ্ণো**তি) বলতে কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ, সংসার পরিভ্রমণ-ওঘ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, নিক্ষিপ্ত, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, বিনষ্ট। (এসব যাঁর অতিক্রান্ত) তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণ পরিপূর্ণ, (সংসার) ভ্রমণ সমাপ্ত, গতি নির্দিষ্ট, অভিপ্রায় সমাপ্ত, ব্রহ্মচর্য পালিত, উত্তম দৃষ্টিপ্রাপ্ত, মার্গ ভাবিত, ক্লেশ প্রহীন, ক্রোধ প্রতিবিদ্ধ, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত।

তাঁর দুঃখ পরিজ্ঞাত, সমুদয় প্রহীন, মার্গ ভাবিত, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত, অভিজ্ঞেয় অভিজ্ঞাত, পরিজ্ঞেয় পরিজ্ঞাত, প্রহাতব্য প্রহীন, ভাবিতব্য ভাবিত, সাক্ষাৎতব্য সাক্ষাৎকৃত। তিনি বাঁধা উৎক্ষিপ্ত, অনুসন্ধান-সংকীর্ণ (সংকিণ্ণপরিকেখা), তৃষ্ণাবিমুক্ত, বাঁধামুক্ত, আর্য, অবনত মান, ভারমুক্ত, বিসংযুক্ত, পঞ্চাঙ্গ বিপ্রহীন, ষড়ঙ্গ-সমন্বিত, একমাত্র আশ্রয়দাতা, চারি বিষয়ে ভূষিত, চারি মিথ্যাধারণা দূরীভূতকারী, সর্বপ্রকার স্পৃহা ধ্বংস সাধনকারী, অনাবিল সংকল্পী, কায়সংস্কার প্রশান্তকারী, সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন, সুবিমুক্ত প্রাজ্ঞ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত, উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম লাভী। তিনি সঞ্চয়ও করেন না, ব্যয়ও করেন না; সঞ্চয় না করেই স্থিত থাকেন। আবার, ত্যাগও করেন না, গ্রহণও করেন না; ত্যাগেই স্থিত থাকেন। অন্যদিকে আসক্তও হন না, অনাসক্তও হন না; অনাসক্ত হয়েই স্থিত থাকেন। নিজকেও শোধন করেন না, অপরকেও শোধন করেন না; শোধিত হয়েই স্থিত থাকেন। অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন। অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধে... অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধে... অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধে... অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনস্কন্ধে সমন্নাগত হয়ে স্থিত হন। তিনি সত্যকে সত্যরূপে জ্ঞাত হয়ে স্থিত হন। আসক্তিকে অতিক্রম করে স্থিত হন; ক্লেশ অগ্নি ধ্বংস করে স্থিত হন; অপরিগমণে স্থিত হন, করণীয় সমাপ্ত করে স্থিত হন, বিমুক্তি

প্রতিসেবন বা অনুশীলন করে স্থিত হন। মৈত্রী পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, করুণা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, মুদিতা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, উপেক্ষা পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, অনন্ত পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, স্থির বা অনড় পরিশুদ্ধিতে স্থিত হন, বিমুক্তিতে স্থিত হন, সন্তুষ্টিতে স্থিত হন, স্কন্ধসীমায় স্থিত হন, ধাতুসীমায় স্থিত হন, আয়তনসীমায় স্থিত হন, গতিসীমায় স্থিত হন, উৎপত্তিসীমায় স্থিত হন, প্রতিসন্ধিসীমায় স্থিত হন, ভবসীমায় স্থিত হন, সংসারসীমায় স্থিত হন, সংসার পরিভ্রমণসীমায় স্থিত হন, অন্তিম ভবে স্থিত হন, অন্তিম আশ্রয়ে স্থিত হন এবং অন্তিম দেহধারী অর্হৎ হন।

তস্সাযং পচ্ছিমকো ভৰো, চরিমোযং সমুস্সযো।
জাতিমরণসংসারো, নত্থি তস্স পুনব্ভৰোতি॥

অনুবাদ : এটিই তাঁর শেষ জন্ম, অন্তিম দেহ; তাঁর জন্ম-মরণ-সংসার ও পুনর্জন্ম এসব কিছুই নেই।

"পরপার উত্তীর্ণ" (**তিণ্ণো চ পার**ন্তি) বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যা সেই সমস্ত সংস্কার উপশম, সকল উপধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। তিনি পারগত, পারপ্রাপ্ত; অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত; প্রান্ত ত, প্রান্তপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রাণগত, ত্রাণপ্রাপ্ত; লীনগত, লীনপ্রাপ্ত; শরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত; নির্বাণগত, নির্বাণপ্রাপ্ত। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ (চিণ্নচরণো)... সংসারে জন্ম, মৃত্যু, পুনর্ভব বা পুনর্জন্ম নেই—"পরপার উত্তীর্ণ" (তিণ্ণো চ পারং)।

"অখিল" (**অখিলো**তি) বলতে রাগখিল, দ্বেষখিল, মোহখিল, ক্রোধখিল, বিদ্বেষখিল... সর্ব অকুশলাভিসংস্কার খিল। যাঁর সেই খিল প্রহীন, সমুৎচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাঁকে বলা হয় অখিল।

"অশঙ্কা" (**অকঙ্খো**তি) বলতে দুঃখকে নিয়ে সন্দেহ, দুঃখসমুদয়কে নিয়ে সন্দেহ, দুঃখনিরোধকে নিয়ে সন্দেহ, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদাকে নিয়ে সন্দেহ, অতীতকে নিয়ে সন্দেহ, ভবিষ্যৎকে নিয়ে সন্দেহ, অতীত-ভবিষ্যৎকে নিয়ে সন্দেহ, কার্য-কারণতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মের প্রতি সন্দেহ; যা এরূপ সন্দিগ্ধ, দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দেহ, বিচিকিৎসা, বিমতি, দ্বিধাকরণ, সংশয়, ইতঃস্ততভাব, বিতর্ক, অমীমাংসিত, সংশয়াপন্ন, অস্থিরতা, চিত্তের বিমূঢ়তা তাই শঙ্কা। যাঁর সেই সন্দেহ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ তাঁকে বলা হয় সন্দেহমুক্ত—তিণ্ণো চ

পারং অখিলো অকঙ্খো।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যং ব্রাহ্মণং ৰেদগুমাভিজঞঞা,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।
অদ্ধা হি সো ওঘমিমং অতারি,
তিণ্ণো চ পারং অখিলো অকঙ্খো"তি॥

২৯. ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধ,
ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জ।
সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমি॥

অনুবাদ : এ জগতে যিনি বিদ্বান, বেদজ্ঞ নর তিনি ভবাভবে আসক্তি বর্জন করেন। তিনি বীততৃষ্ণ, দুঃখমুক্ত ও তৃষ্ণামুক্ত হয়েছেন; তাঁকে আমি জন্ম-জরা উত্তীর্ণ বলি।

ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধাতি। "বিদ্বান" (**ৰিদ্বা**তি) বলতে বিদ্যাগত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, মেধাবী। "যেই" (**যো**তি) বলতে যা যেরূপ... মানুষ। **ৰেদগূ**তি। বেদ বা পরিজ্ঞান বলতে চারি মার্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টি। (তিনি) সেই পরিজ্ঞান দ্বারা জন্ম-জরা-মৃত্যুর অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; পারগত, পারপ্রাপ্ত; সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রাণগত, ত্রাণপ্রাপ্ত; লেণগত, লেণপ্রাপ্ত; শরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত এবং নির্বাণগত ও নির্বাণপ্রাপ্ত। পরিজ্ঞানে অন্তর্গত বলে বেদজ্ঞ বা পারদর্শী, পরিজ্ঞানের দ্বারা অন্তর্গত বলে পারদর্শী, সপ্ত ধর্মে বিদিত হওয়ায় বেদজ্ঞ বা পারদর্শী। তিনি সৎকায়দৃষ্টি বিদিত হন, বিচিকিৎসা বিদিত হন, শীলব্রত-পরামর্শ বিদিত হন, রাগ (আসক্তি) বিদিত হন, দ্বেষ বিদিত হন, মোহ বিদিত হন ও মান বিদিত হন। (তিনি) অকুশল পাপধর্মসমূহ, সংক্লেশ, পুনর্জন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখবিপাক ও ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মৃত্যু সম্বন্ধে বিদিত হন।

ৰেদানি ৰিচেয্য কেৰলানি, [সভিযাতি ভগৰা]
সমণানং যানীধত্থি ব্রাহ্মণানং।
সব্বৰেদনাসু ৰীতরাগো,
সব্বং ৰেদমতিচ্চ ৰেদগূ সো॥

অনুবাদ : (ভগবান সভিয়কে বললেন, হে সভিয়) এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি সর্ববিধ জ্ঞান অর্জন করে সকল প্রকার বেদনায় বীতরাগ (অনাসক্ত), সেই সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে বেদগূ (বেদজ্ঞ) বলা হয়ে থাকে।

"মানুষ" (**নরো**তি) বলতে সত্ত্ব, নর, মানব, পুরুষ, পুদ্গল, জীব, ব্যক্তি, প্রাণী, লোক ও মনুষ্য।

"এই" (**ইধা**তি) বলতে এই দৃষ্টি দ্বারা... এই মনুষ্যলোকে—ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধ।

ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জাতি। "ভবাভবে" (**ভৰাভৰে**তি) বলতে ভবাভবে, কর্মভবে, পুনর্ভবে, কামভবে; কর্মভবে, কামভবে, পুনর্ভবে, রূপভবে; কর্মভবে, রূপভবে, পুনর্ভবে, অরূপভবে; কর্মভবে, অরূপভবে, পুনর্ভবে, পুনঃপুন ভবে; পুনঃপুন গতিতে, পুনঃপুন উৎপত্তিতে, পুনঃপুন প্রতিসন্ধিতে, পুনঃপুন আত্মভবে জন্মগ্রহণ।

"আসক্তি" (**সঙ্গা**তি) বলতে সাত প্রকার আসক্তি। যথা : রাগাসক্তি, দ্বেষাসক্তি, মোহাসক্তি, মানাসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি, ক্লেশ আসক্তি এবং দুশ্চরিতাসক্তি।

"বর্জন" (**ৰিসজ্জা**তি) বলতে আসক্তি বর্জন করেন এবং পরিত্যাগ করেন। অথবা আসক্তি, বন্ধন, শৃঙ্খল, আবদ্ধ, লগ্ন, সংলগ্ন, বাধা ও সংযোগ বর্জন করেন এবং পরিত্যাগ করেন। যেভাবে সজ্জিত সুসজ্জিত যান, পালকি, রথ, শকট, যুদ্ধরথ নষ্ট ও ধ্বংস করা হয়; ঠিক সেভাবেই সেই আসক্তিসমূহ বর্জন করেন এবং পরিত্যাগ করেন। অথবা আসক্তি, বন্ধন, শৃঙ্খল, আবদ্ধ, লগ্ন, সংলগ্ন, বাধা ও সংযোগ বর্জন করেন এবং পরিত্যাগ করেন—ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জ।

সো ৰীততন্হো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। যাঁর সেই তৃষ্ণা প্রহীন সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাঁকে বলা হয় বিতৃষ্ণ, বিগততৃষ্ণ, তৃষ্ণাহীন, তৃষ্ণাত্যক্ত, তৃষ্ণামুক্ত, তৃষ্ণাপ্রহীন, তৃষ্ণাপরিত্যাগী, রাগ বা আসক্তিহীন, আসক্তিমুক্ত, আসক্তিপ্রহীন, আসক্তিপরিত্যাগী, মুক্ত, নির্বাপিত, শীতিভূত (শান্তভাবপ্রাপ্ত)। তিনি সুখ অনুভবকারী হয়ে নিজেই ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন। এ অর্থে—সো ৰীততন্হো। "দুঃখ" (**অনীঘো**তি) বলতে রাগ দুঃখ, দ্বেষ দুঃখ, মোহ দুঃখ, ক্রোধ দুঃখ, হিংসা দুঃখ... সমস্ত কুশলাভিসংস্কার দুঃখ। যাঁর সেই

দুঃখ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ; তাঁকে বলা হয় দুঃখমুক্ত। "নিরাশা" (**নিরাসো**তি) আশা বা আসক্তিকে বলে তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁর সেই আশা, তৃষ্ণা প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, উপশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, তাঁকে বলা হয় নিরাশা বা আসক্তিমুক্ত। "জন্ম" (**জাতী**তি) বলতে যা সেই সেই সত্ত্বগণের... আয়তনসমূহের প্রতিলাভ। "জরা" (**জরা**তি) বলতে যা সেই সেই সত্ত্বগণের... ইন্দ্রিয়সমূহের পরিপক্বতা; ইহাই জরা।

সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। যিনি সেরূপে বীততৃষ্ণ, দুঃখমুক্ত এবং তৃষ্ণামুক্ত; তিনি জন্ম-জরা-মরণ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত এবং বিনাশ করেছেন বলে আমি বলি, ভাষণ করি, দেশনা করি, বর্ণনা করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যক্ত করি, ব্যাখ্যা করি, ঘোষণা করি এবং প্রকাশ করি—সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো, অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমি। তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"ৰিদ্বা চ যো ৰেদগূ নরো ইধ,
ভৰাভৰে সঙ্গমিমং ৰিসজ্জ।
সো ৰীততণ্হো অনীঘো নিরাসো,
অতারি সো জাতিজরন্তি ব্রূমী"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা,... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[মেত্তগূমানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৫. ধোতক মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৩০. পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা ধোতকো]
ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহং।
তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিক্খে নিব্বানমত্তনো॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান ধোতক বললেন, হে ভগবান, আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি আমাকে বলুন। হে মহর্ষি, আমি আপনার বচনপ্রার্থী। আপনার নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করে (আমি যেন) স্বীয় রাগ দ্বেষাদি নির্বাপণের জন্য শিক্ষা করতে পারি।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। “প্রশ্ন” (**পুচ্ছামী**তি) বলতে প্রশ্ন তিন প্রকার। যথা : অদৃষ্ট প্রকাশন প্রশ্ন, দৃষ্ট সংতুলন প্রশ্ন এবং বিমতিচ্ছেদন প্রশ্ন... ইহা তিন প্রকার প্রশ্ন... নির্বাণ প্রশ্ন।

পুচ্ছামি তন্তি। তা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ বা অনুনয় করছি এবং প্রার্থনা করছি, আমাকে বলুন—পুচ্ছামি তং।

“ভগবান” (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। **ব্রূহি মেত**ন্তি। আমাকে বলুন, ভাষণ করুন, দেশনা করুন, বর্ণনা করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

ইচ্চাযস্মা ধোতকোতি। “এই” (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... । “আয়ুষ্মান” (আযস্মাতি) বলতে প্রিয়বচন, গৌরববচন, আদরনীয়বচন এবং সম্মানসূচক বচন। “ধোতক” (**ধোতকো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম, সংজ্ঞা উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি; ব্যবহারিক নাম, আখ্যা, অভিধা, নিরুক্তি (বা সংজ্ঞা প্রকাশক শব্দ), ব্যঞ্জন (কোনো ব্যক্তির নাম জ্ঞাপক করা) ও সম্বোধনসূচক বাক্যকে বলা হয়েছে : ইচ্চাযস্মা ধোতকো।

ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহন্তি। আপনার বচন, কথা, দেশনা, অনুশাসন ও উপদেশ শুনতে আমি আকাঙ্ক্ষা করছি, কামনা করছি, ইচ্ছা করছি, অনুরোধ করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ বা অনুনয় করছি এবং অভিলাষ করছি। “মহর্ষি” (**মহেসী**তি) বলতে ভগবান কিরূপে মহর্ষি? (তিনি) মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী এবং পর্যবেক্ষণকারী বলেই মহর্ষি... মহা প্রভাবশালী, মহা সত্ত্বগণের দ্বারা “কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ” এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি—ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহং।

তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসন্তি। আপনার বচন, কথা, দেশনা, অনুশাসন ও উপদেশ শুনে, শ্রবণ করে, গ্রহণ করে, ধারণ করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে বা উপলব্ধি করে—তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসং।

সিক্খে নিব্বানমত্তনোতি। 'শিক্ষা' (**সিক্খা**তি) বলতে তিন প্রকার শিক্ষা। যথা : অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা... ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। **নিব্বানমত্তনো**তি। নিজের রাগ নির্বাপণের জন্য, দ্বেষ নির্বাপণের জন্য, মোহ নির্বাপণের জন্য, ক্রোধ নির্বাপণের জন্য, হিংসা নির্বাপণের জন্য, এবং সমস্ত অকুশলাভিসংস্কারের সংযোগ (সমায) প্রহীনের জন্য, উপশমের জন্য, নির্বাপণের জন্য, পরিত্যাগের জন্য এবং উপশান্তের জন্য অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন, জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, দর্শন করে (বা কালে) শিক্ষা করেন, প্রত্যবেক্ষণ করে শিক্ষা করেন, চিত্ত অধিষ্ঠান বা সংকল্প করে শিক্ষা করেন, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে বীর্যকে প্রগ্রহ বা অনুগ্রহ করে শিক্ষা করেন, স্মৃতি উপস্থাপন করে শিক্ষা করেন, চিত্তকে সমাহিত করে শিক্ষা করেন, প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অবগত হয়ে শিক্ষা করেন, পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, প্রহাতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে শিক্ষা করেন, ভাবিতব্য বিষয় ভাবিত করে শিক্ষা করেন, সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা করেন, আচরণ করেন, অভ্যাস করেন, গ্রহণ করেন, প্রতিপালন করেন। এ অর্থে—সিক্খে নিব্বানমত্তনো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

> "পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং, [ইচ্চাযস্মা ধোতকো]
> ৰাচাভিকঙ্খামি মহেসি তুযহং।
> তৰ সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিক্খে নিব্বানমত্তনো"তি॥

> **৩১. তেনহাতপ্পং করোহি, [ধোতকাতি ভগৰা]**
> **ইধেৰ নিপকো সতো।**
> **ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসং, সিক্খে নিব্বানমত্তনো॥**

অনুবাদ : ভগবান ধোতককে বললেন, হে ধোতক, তাহলে উৎসাহিত হও। ইহলোকে পণ্ডিত, স্মৃতিমান হয়ে এই নির্ঘোষ (বচন) শ্রবণ করে স্বীয় নির্বাণ ধর্ম শিক্ষা কর।

তেনহাতপ্পং করোহীতি। আগ্রহী হও, উৎসাহিত হও, ঔৎসুকী হও, দৃঢ় বা

তেজোদ্দীপ্ত হও, ধৈর্যশীল হও, বীর্যশালী হও; ইচ্ছা উৎপন্ন কর, সঞ্জানন, উপস্থাপন, সমুত্থান, উদ্ভব এবং উদ্ভূত কর। এ অর্থে—তাহলে উৎসাহিত হও (তেনহাতপ্পং করোহি)।

"ধোতক" (**ধোতকা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—ধোতকাতি ভগৰা।

ইধেৰ নিপকো সতোতি। "এই" (**ইধা**তি) বলতে এই দৃষ্টিতে, এই ইচ্ছায়, এই রুচিতে, এই গ্রহণে, এই ধর্মে, এই বিনয়ে, এই ধর্ম-বিনয়ে, এই প্রবচনে, এই ব্রহ্মচর্যায়, এই শাস্তা-শাসনে, এই আত্মভবে এবং এই মনুষ্যলোকে। "পণ্ডিত" (**নিপকো**তি) বলতে অভিজ্ঞ, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ এবং মেধাবী। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন... তাঁকে বলে স্মৃতিমান—ইধেৰ নিপকো সতো।

ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসন্তি। আমার এই প্রযুক্ত বচন, দেশনা, অনুশাসন ও উপদেশ শুনে, শ্রবণ করে, শিক্ষা করে, ধারণ করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে—ইতো সুত্বান নিগ্ঘোসং।

সিক্খে নিব্বানমত্তনোতি। "শিক্ষা" (**সিকখা**তি) বলতে তিন প্রকার শিক্ষা। যথা : অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা... ইহাই অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। **নিব্বানমত্তনো**তি। নিজের রাগ নির্বাপণের জন্য, দ্বেষ নির্বাপণের জন্য, মোহ নির্বাপণের জন্য, ক্রোধ নির্বাপণের জন্য, হিংসা নির্বাপণের জন্য, এবং সমস্ত অকুশলাভিসংস্কারের সংযোগ (সমায) প্রহীনের জন্য, উপশমের জন্য, নির্বাপণের জন্য, পরিত্যাগের জন্য এবং উপশান্তের জন্য অধিশীল শিক্ষা করেন, অধিচিত্ত শিক্ষা করেন, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করেন। এই ত্রিবিধ শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা করেন, জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, দর্শন করে (বা কালে) শিক্ষা করেন, প্রত্যবেক্ষণ করে শিক্ষা করেন, চিত্ত অধিষ্ঠান (বা সংকল্প) করে শিক্ষা করেন, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে বীর্যকে প্রগ্রহ বা অনুগ্রহ করে শিক্ষা করেন, স্মৃতি উপস্থাপন করে শিক্ষা করেন, চিত্তকে সমাহিত করে শিক্ষা করেন, প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, অভিজ্ঞেয় বিষয়কে অবগত হয়ে শিক্ষা করেন, পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরিজ্ঞাত হয়ে শিক্ষা করেন, প্রহাতব্য বিষয়কে পরিত্যাগ করে শিক্ষা করেন, ভাবিতব্য বিষয় ভাবিত করে শিক্ষা করেন, সাক্ষাৎকরণীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা

করেন, আচরণ করেন, অভ্যাস করেন, গ্রহণ করেন, প্রতিপালন করেন। এ অর্থে—সিকেখ নিব্বানমত্তনো।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"তেনহাতপ্পং করোহি, [ধোতকাতি ভগৰা]
ইধেৰ নিপকো সতো।
ইতো সুত্বান নিগ্‌ঘোসং, সিকেখ নিব্বানমত্তনো"তি॥

**৩২. পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে, অকিঞ্চনং ব্রাহ্মণমিরিযমানং।
তং তং নমস্সামি সমন্তচকখু, পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহি॥**

অনুবাদ : আমি দেব-মনুষ্যলোকে শূন্য হয়ে বিচরণকারী ব্রাহ্মণকে দেখছি। তজ্জন্য হে সর্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার করছি। হে শাক্যমুনি, আমাকে সংশয় হতে মুক্ত করুন।

পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকেতি। "দেবতা" (**দেৰা**তি) বলতে তিন প্রকার দেবতা। যথা : সম্মতি দেবতা, উপপাতিক দেবতা, বিশুদ্ধ দেবতা। সম্মতি দেবতা কারা? রাজা, রাজকুমার ও রাণী। এদেরকে সম্মতি দেবতা বলা হয়। উপপাতিক দেবতা কারা? চতুর্মহারাজিক স্বর্গের দেবতাগণ, তাবতিংস স্বর্গের দেবতাগণ, যাম স্বর্গের দেবতাগণ, তুষিত স্বর্গের দেবতাগণ, নির্মাণরতি স্বর্গের দেবতাগণ, পরনির্মিত-বশবর্তী স্বর্গের দেবতাগণ, ব্রহ্মকায়িক দেবতাগণ এবং তৎশ্রেষ্ঠ সকল দেবতা। এদেরকে বলা হয় উপপাতিক দেবতা। বিশুদ্ধ দেবতা কাঁরা? তথাগতের ক্ষীণাসব অর্হৎ শ্রাবক ও পচ্চেক বুদ্ধগণকে বিশুদ্ধ দেবতা বলা হয়। এঁদেরকে বিশুদ্ধ দেবতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। ভগবান বুদ্ধ সম্মতি দেবতা, উপপাতিক দেবতা, বিশুদ্ধ দেবতাদের অতিদেবতা বা শ্রেষ্ঠ দেবতা। তিনি দেবশ্রেষ্ঠ দেব, সিংহশ্রেষ্ঠ সিংহ, নাগশ্রেষ্ঠ নাগ, গণি বা দলপতিশ্রেষ্ঠ দলপতি, মুনিশ্রেষ্ঠ মুনি, রাজাশ্রেষ্ঠ রাজা। **পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে**তি। আমি মনুষ্যলোকে দেবতাকে, দেবশ্রেষ্ঠ দেবতাকে দেখছি, দর্শন করছি, অবলোকন করছি, পর্যবেক্ষণ করছি ও নিরীক্ষণ করছি। এ অর্থে—আমি দেব-মনুষ্যলোকে দেখছি (পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে)।

আকিঞ্চনং ব্রাহ্মণমিরিযমানন্তি। "শূন্য" (**অকিঞ্চন**ন্তি) বলতে রাগশূন্য, দ্বেষশূন্য, মোহশূন্য, মানশূন্য, মিথ্যাদৃষ্টিশূন্য, ক্লেশশূন্য, দুশ্চরিতশূন্য। ভগবান বুদ্ধের সংসার-সম্বন্ধীয় আসক্তি প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায় আর পুনঃ উৎপত্তি হবে না, তজ্জন্য ভগবান শূন্য। "ব্রাহ্মণ"

(**ব্রাহ্মণো**তি) বলতে ভগবান ছয় প্রকার অকুশল ধর্ম বর্জিত হন বলে ব্রাহ্মণ। সৎকায়দৃষ্টি বর্জিত হন, বিচিকিৎসা বর্জিত হন, শীলব্রত-পরামর্শ বর্জিত হন, রাগ বর্জিত হন, দ্বেষ বর্জিত হন, মোহ বর্জিত হন, মান বর্জিত হন। যাবতীয় অকুশল পাপধর্ম, সংক্লেশ, পুনর্জন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখবিপাক এবং ভবিষ্যতের জাতি-জরা-মরণ বর্জিত হন।

বাহিত্বা সব্বপাপকানি, [সভিযাতি ভগৰা]
ৰিমলো সাধুসমাহিতো ঠিতত্তো।
সংসারমতিচ্চ কেৰলী সো,
অসিতো তাদি পৰুচ্চতে স ব্রহ্মাতি॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে সভিয়, সমস্ত পাপকর্ম বর্জন করে যিনি সাধু সমাহিত, বিমল, স্থিরচিত্ত; সংসার উত্তীর্ণ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সেই মুক্তপুরুষই ব্রাহ্মণ বলে কথিত হন।

"অবস্থান করে" (**ইরিযমান**ন্তি) বলতে বাস করে, বিহার করে, বিচরণ করে, অভ্যাস করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে, জীবন যাপন করে। এ অর্থে—শূন্য হয়ে বিচরণকারী ব্রাহ্মণকে দেখছি।

তং তং নমস্সামি সমন্তচকখূতি। "সেই" (**তন্তি**) বলতে ভগবানকে বলা হয়েছে। "নমস্কার করছি" (**নমস্সামী**তি) বলতে কায়ের দ্বারা নমস্কার করছি, বাক্যের দ্বারা নমস্কার করছি, চিত্তের দ্বারা নমস্কার করছি, জ্ঞান প্রতিপন্নে নমস্কার করছি, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্নে নমস্কার করছি, সম্মান করছি, গৌরব করছি, ভক্তি করছি, পূজা করছি। "সামন্তচক্ষু" (**সমন্তচকখূ**তি) সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে সামন্তচক্ষু বলা হয়। ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারা অলংকৃত, ভূষিত, গুণান্বিত, সমুৎপন্ন, প্রতিপন্ন, সুপ্রতিপন্ন ও সমন্বিত।

"ন তস্স অদ্দিট্ঠমিধত্থি কিঞ্চি,
অথো অৰিঞ্ঞাতমজানিতব্বং।
সব্বং অভিঞ্ঞাসি যদত্থি নেয্যং,
তথাগতো তেন সমন্তচকখূ"তি॥

তং তং নমস্সামি সমন্তচকখু।

অনুবাদ : এ জগতে তাঁর অদৃষ্ট, অজ্ঞাত এবং অজানিত কিছুই নেই, যা কিছু জানার আছে, সবই তাঁর জ্ঞাত। তজ্জন্য তথাগতকে সমন্তচক্ষু বলা হয়। এভাবে ভগবান সামন্তচক্ষু দ্বারা উন্মুক্তচক্ষু। সেই সামন্তচক্ষু ভগবানকে নমস্কার করছি।

পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহীতি। "শাক্য" (**সক্কা**তি) বলতে শাক্য; ভগবান

বুদ্ধ শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত বলে শাক্য। অথবা মহাধন-ঐশ্বর্যে ধনবান বলে শাক্য। সেই ধনসমূহ হলো : শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, লজ্জা-ধন, ভয়-ধন, শ্রুতি-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন, স্মৃতিপ্রস্থান-ধন, সম্যকপ্রধান-ধন, ঋদ্ধিপাদ-ধন, ইন্দ্রিয়-ধন, বল-ধন, বোধ্যঙ্গ-ধন, মার্গ-ধন, ফল-ধন, নির্বাণ-ধন। এই অনেক প্রকার ধনরত্নের দ্বারা মহাধন-ঐশ্বর্যে ধনবান বলে শাক্য। অথবা, দক্ষ, পারদর্শী, জ্ঞানী, সাহসী, অভীরু, অস্তব্ধীভূত, ত্রাসহীন, অপলায়নপর, ভয়বিহ্বলহীন এবং অলোমহর্ষী বলে শাক্য। সংশয় বা শঙ্কাকে বিচিকিৎসা বলা হয়। দুঃখে শঙ্কা, দুঃখসমুদয়ে শঙ্কা, দুঃখনিরোধে শঙ্কা, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা, অতীত সম্বন্ধে শঙ্কা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কা, অতীত-ভীবষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কা, কার্য-কারণতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে শঙ্কা। যা এরূপ সন্দিগ্ধ, দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দেহ, বিচিকিৎসা, বিমতি, দ্বিধাকরণ, সংশয়, ইতঃস্ততভাব, বিতর্ক, অমীমাংসিত, সংশয়াপন্ন, অস্থিরতা, চিত্তের বিমূঢ়তা তা-ই শঙ্কা। "হে শাক্য, আমাকে সংশয়মুক্ত করুন" (**পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহী**তি) বলতে আমাকে সংশয়শল্য হতে মুক্ত, প্রমুক্ত, অপনোদিত, ত্রাণ, উদ্ধার, সমুদ্ধার এবং উন্মোচিত করুন। এ অর্থে—হে শাক্য, আমাকে সংশয়মুক্ত করুন (পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহি)।

তজ্জন্য ব্রাহ্মণ বললেন :

"পস্সামহং দেৰমনুস্সলোকে,
অকিঞ্চনং ব্রাহ্মণমিরিযমানং।
তং তং নমস্সামি সমন্তচকখু,
পমুঞ্চ মং সক্ক কথংকথাহী"তি॥

৩৩. নাহং সহিস্সামি পমোচনায,
কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকে।
ধম্মঞ্চ সেট্ঠং আজানমানো,
এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসি॥

অনুবাদ : হে ধোতক, এ জগতে যে সংশয়যুক্ত, আমি তাকে মুক্ত করতে পারব না। তুমি শ্রেষ্ঠধর্মকে জ্ঞাত হও, এভাবে এই ওঘ উত্তীর্ণ হবে।

নাহং সহিস্সামি পমোচনাযাতি। যে সংশয়যুক্ত, আমি তাকে মুক্ত, প্রমুক্ত, উদ্ঘাটন বা উন্মুক্ত, অপনোদন, উদ্ধার, সমুদ্ধার এবং উন্মোচিত করতে পারব না। এরূপে আমি মুক্ত করতে পারব না। অথবা অশ্রদ্ধাবান, নিরুৎসাহী, অলস, হীনবীর্য, অকর্মণ্য পুদ্গলকে আমি ধর্মদেশনা প্রদানে

ইচ্ছুক নই, আকাঙ্ক্ষী নই, উৎসাহী নই, উৎসুক নই। তাদেরকে দেশনা প্রদান করতে উৎসাহ, আগ্রহ, সংকল্প, ধৈর্য, বীর্য ও ছন্দ উৎপন্ন করি না, উদয় করি না, উৎপাদন করি না, সমুত্থিত করি না। এভাবে আমি মুক্ত করতে পারি না। অথবা, কেউকে মুক্তি দিতে পারি না। বরং তারা যদি মুক্তি লাভের জন্য স্বীয় ধৈর্য, বল, বীর্য, পরাক্রম ও পুরুষ বা পুরুষোচিত ধৈর্য, পুরুষবল, পুরুষবীর্য, পুরুষপরাক্রমের সাথে সম্যক-প্রতিপদা, অনুলোম-প্রতিপদা, সঙ্গত-প্রতিপদা, জ্ঞানত-প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম-প্রতিপদা অনুশীলন করে, তাহলে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। এভাবে আমি মুক্ত করতে পারি না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে চুন্দ, যে নিজে পঙ্কে নিমজ্জিত, সে পঙ্কে নিমজ্জিত অপরজনকে উদ্ধার করবে—এটা অসম্ভব। যে নিজে অদান্ত, অবিনীত, অমুক্ত ও পরাধীন সে অপরকে দমন, বিনীত, মুক্ত করতে পারবে—এটা অসম্ভব। এভাবে আমি মুক্ত করতে পারি না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : পাপ করলে লোক নিজেই কষ্ট পায়, আর পাপ না করলে নিজেই শুদ্ধ থাকে। শুদ্ধি আর অশুদ্ধি নিজেরই সৃষ্টি। একজন অপরজনকে বিশুদ্ধ করতে পারে না।

এভাবে আমি মুক্ত করতে পারি না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : ঠিক এরূপেই ব্রাহ্মণ, আমি নির্বাণে অবস্থিত, স্থিত এবং নির্বাণগামী মার্গে সমুপস্থিত, প্রবিষ্ট। অন্যদিকে আমার শ্রাবকগণ আমার কর্তৃক উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হয়ে কেউ কেউ সম্পূর্ণরূপে নির্বাণে অনুগামী হয়েছেন, কেউ কেউ নয় (বা হতে পারেনি)। ব্রাহ্মণ, এখানে আমি কী করতে পারি? তথাগত মার্গ প্রদর্শনকারী। বুদ্ধ মার্গকে প্রদর্শন করেন মাত্র। নিজকে নিজে মুক্ত করতে হয়। এরূপে আমি কেউকে মুক্ত করতে পারি না।

কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকেতি। সংশয়, দ্বিধা, শঙ্কা, সন্দেহ ও বিচিকিৎসাযুক্ত পুদ্গল। "যে-কেউ" (**কঞ্চী**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্ত, প্রব্রজিত, দেবতা, মানব। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে। এ অর্থে—কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকে।

ধম্মঞ্চ সেট্‌ঠং আজানমানোতি। অমৃতপদ নির্বাণকে শ্রেষ্ঠধর্ম বলা হয়। যা সেই সর্বসংস্কার উপশান্ত, সকল আসক্তি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। "শ্রেষ্ঠ" (**সেট্‌ঠ**ন্তি) বলতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট, উত্তম এবং প্রসিদ্ধ। সেই প্রসিদ্ধ ধর্মকে জ্ঞাত, অনুভূত, উপলব্ধ, হৃদয়ঙ্গম ও

নিরূপণ করা। এ অর্থে—শ্রেষ্ঠধর্ম জ্ঞাত (ধম্মঞ্চ সেট্ঠং আজানমানো)।

এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসীতি। এভাবে কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ জয় করবে, পরাজয় করবে, বিজয় করবে, সমতিক্রম করবে এবং অতিক্রম করবে। এ অর্থে—এভাবে তুমি ওঘ জয় করবে (এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসি)।

তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ বললেন :

“নাহং সহিস্সামি পমোচনায,
কথংকথিং ধোতক কঞ্চি লোকে।
ধম্মঞ্চ সেট্ঠং আজানমানো,
এৰং তুৰং ওঘমিমং তরেসী”তি॥

৩৪. অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানো,
ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
যথাহং আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানো,
ইধেৰ সন্তো অসিতো চরেয্যং॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, করুণাপরবশ হয়ে আমাকে বিবেকধর্ম নির্বাণ শিক্ষা দিন। তা জ্ঞাত হয়ে আমি যেন আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন হয়ে এ জগতে শান্ত, অনাসক্তভাবে অবস্থান করতে পারি।

অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানোতি। হে ব্রাহ্মণ, অনুগ্রহপূর্বক, অনুকম্পাপূর্বক শিক্ষা দিন। এ অর্থে—অনুসাস ব্রহ্মে। “করুণাপরবশ” (**করুণাযমানো**তি) বলতে করুণাপরবশ, অনুরোধপূর্বক, কৃপা করে, অনুগ্রহপূর্বক, অনুকম্পাপূর্বক। এ অর্থে—হে ব্রাহ্মণ, করুণাপরবশ হয়ে আমাকে শিক্ষা দিন (অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানো)।

ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি। অমৃতময় নির্বাণকে বিবেকধর্ম বলা হয়। যা সেই সর্বসংস্কার উপশান্ত, সকল আসক্তি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। “আমি যা জ্ঞাত হয়ে” (**যমহং ৰিজঞ্ঞ**ন্তি) বলতে আমি যা জেনে, জ্ঞাত হয়ে, অনুভব করে, উপলব্ধি করে, হৃদয়ঙ্গম করে, অধিগত করে, নিরূপণ করে এবং সাক্ষাৎ করে। এ অর্থে—আমি যেই বিবেকধর্মকে জ্ঞাত হয়ে (ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং)।

যথাহং আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানোতি। আকাশ যেমন ক্ষুব্ধ হয় না, কোনো কিছু গ্রহণ করে না, বর্জন করে না, কোথাও সংলগ্ন থাকে না; এবং অক্ষুব্ধ, অগৃহীত, অবর্জিত ও সংলগ্নহীন—এভাবে আকাশের ন্যায়

বিক্ষোভহীন। আকাশ যেমন লাক্ষা, হলুদ, নীল ও গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় না; এবং অরঞ্জিত, অলিপ্ত, অননুরক্ত, অননুভূত—এভাবে আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন। আকাশ যেমন কুপিত হয় না, অনিষ্ট করে না, আসক্ত হয় না, উৎপীড়ন করে না; ঠিক সেভাবে অকুপিত, অনিষ্টক, অনাসক্ত, অনুৎপীড়ন ও অপ্রতিহত—এভাবে আকাশের ন্যায় বিক্ষোভহীন (এৰম্পি আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানো)।

ইধেৰ সন্তো অসিতো চরেয্যন্তি। "এ জগতে শান্ত" (**ইধেৰ সন্তো**তি) বলতে স্থিরচিত্ত; এই আসনে, উপবেশনে স্থিরচিত্ত; এই পরিষদে, উপবেশনে স্থিরচিত্ত —এ জগতে শান্ত। অথবা এ জগতে শান্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, উপশমিত ও প্রশমিত। এ অর্থে—এ জগতে শান্ত। "নিশ্রয়" বলতে দুই প্রকার নিশ্রয়। যথা : তৃষ্ণা নিশ্রয় ও মিথ্যাদৃষ্টি নিশ্রয়... ইহা তৃষ্ণা নিশ্রয়... ইহা মিথ্যাদৃষ্টি নিশ্রয়। তৃষ্ণা নিশ্রয় ধ্বংস ও দৃষ্টি নিশ্রয় পরিত্যাগ করতে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন; রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম; কুল, পরিষদ, আবাস, লাভ, যশ, প্রশংসা, সুখ; চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ওষুধপথ্যাদি; কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু; কামভব, রূপভব, অরূপভব, সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাভব, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব, একবোকারভব, চারবোকারভব, পঞ্চবোকারভব; অতীত, অনাগত, বর্তমান; দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত এবং বিজ্ঞাত ধর্মে শান্ত, অনিশ্রিত, অননুরক্ত, অনুপগত, অনিবিষ্ট, বিমুক্ত, মুক্ত, নিষ্ক্রান্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত ও পরিত্যক্ত চেতনা—এভাবে এ জগতে শান্ত। "অবস্থান করে" (**চরেয্য**ন্তি) বলতে অবস্থান, বাস, যাপন, অতিবাহিত, বিচরণ, দিনাতিপাত, জীবন যাপন করে। এ অর্থে—এ জগতে শান্ত অনাসক্তভাবে অবস্থান করে।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"অনুসাস ব্রহ্মে করুণাযমানো, ৰিৰেকধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
যথাহং আকাসোৰ অব্যাপজ্জমানো,
ইধেৰ সন্তো অসিতো চরেয্য"ন্তি॥

৩৫. কিত্তযিস্সামি তে সন্তিং, [ধোতকাতি ভগৰা]
দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে ধোতক, জগতে যে শান্তি তা দৃষ্টধর্মে, জনশ্রুতিমূলক নয়। সেই শান্তি তোমাকে প্রকাশ করব। যা বিদিত হয়ে

স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারবে।

কিত্তযিস্সামি তে সন্তিন্তি। রাগের, দ্বেষের, মোহের, ক্রোধের, বিদ্বেষের... কপটতার, নির্দয়তার, ঈর্ষার, মাৎসর্যের, মায়ার (ভণ্ডামির), শঠতার, স্বার্থপরতার, উগ্রতার, অহংকারের, অতিমানের, মত্ততার, প্রমাদের, সর্বক্লেশের, সকল দুশ্চরিত্রের, সকল উদ্বেগের, সকল মনঃকষ্টের, সমস্ত সন্তাপের, সকল অকুশল সংস্কারের শান্তি, প্রশান্তি, উপশান্তি, নিবৃত্তি, প্রশমিত বলব, ব্যক্ত করব, ভাষণ করব, দেশনা করব, প্রজ্ঞাপ্ত করব, বর্ণনা করব, ব্যাখ্যা করব, বিশ্লেষণ করব, ঘোষণা করব ও প্রকাশ করব। এ অর্থে—তোমাকে শান্তি প্রকাশ করব (কিত্তযিস্সামি তে সন্তিং)।

ধোতকাতি ভগৰাতি। "ধোতক" (**ধোতকা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন... যথার্থ উপধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—ধোতকাতি ভগৰা।

দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহন্তি। "দৃষ্টধর্মে" (**দিট্ঠে ধম্মে**তি) বলতে দৃষ্টধর্মে, জ্ঞাতধর্মে, কথিতধর্মে, ব্যক্তধর্মে, ব্যাখ্যাতধর্মে, বিভাষিতধর্মে; "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা দৃষ্টধর্মে... বিভাষিতধর্মে... "যা কিছু উৎপন্নশীল, তা ধ্বংসশীল" এটা দৃষ্টধর্মে... বিভাষিতধর্মে প্রকাশ করব। এভাবে দৃষ্টধর্মে (প্রকাশ করব)। অথবা দুঃখকে দুঃখদৃষ্টিতে, সমুদয়কে সমুদয়দৃষ্টিতে, নিরোধকে নিরোধদৃষ্টিতে, মার্গকে মার্গদৃষ্টিতে প্রকাশ করব। এভাবে দৃষ্টধর্মে (প্রকাশ করব)। অথবা, সান্দৃষ্টিক-অকালিক-আহ্বানিক-ঔপনায়িক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এভাবে দৃষ্টধর্মে প্রকাশ করব। "জনশ্রুতিমূলক নয়" (**অনীতিহ**ন্তি) বলতে জনশ্রুতিতে নয়, অনুমানে নয়... আত্মপ্রত্যক্ষ ধর্ম, তা প্রকাশ করব। এ অর্থে—দৃষ্টধর্মে, জনশ্রুতিমূলক নয় (দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং)।

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। যা বিদিত করে, নিরূপিত করে, প্রত্যক্ষ করে, বিভাজিত করে ও বিশ্লেষণ করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা বিদিত... ও বিশ্লেষণ করে। "সকল ধর্ম অনাত্ম" এটা বিদিত... ও বিশ্লেষণ করে... "যা কিছু উৎপন্নশীল তা ধ্বংসশীল" এটা বিদিত করে, নিরূপিত করে, প্রত্যক্ষ করে, বিভাজিত করে ও বিশ্লেষণ করে। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান

ভাবনাকালে স্মৃতিমান।... তাকে স্মৃতিমান বলে। "অবস্থান করে" (**চর**ন্তি) বলতে অবস্থান করে, বাস করে, বিচরণ করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে, জীবন-ধারণ করে ও জীবন যাপন করে। এ অর্থে—বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "তৃষ্ণা" (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কোন অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসককুল), সংঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুবোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাত ধর্মে তৃষ্ণা, আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। "জগতে তৃষ্ণা জয় করে" (**তরে লোকে ৰিসত্তিক**ন্তি) বলতে জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন, জয় করেন, দমন করেন, সমতিক্রম করেন, পরাজিত করেন। এ অর্থে—জগতে তৃষ্ণাকে জয় করেন।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> "কিত্তযিস্সামি তে সন্তিং, [ধোতকাতি ভগৰা]
> দিট্ঠে ধম্মে অনীতিহং।
> যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক"ন্তি॥

৩৬. তঞ্চাহং অভিনন্দামি, মহেসি সন্তিমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : ধোতক ভগবানকে বললেন, হে শান্ত, উত্তম মহর্ষি, আমি আপনার এই বচনকে অভিনন্দন করছি। যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণাকে জয় করে এ জগতে অবস্থান করা সম্ভব।

তঞ্চাহং অভিনন্দামীতি। "এই" (**তন্তি**) বলতে আপনার এই বচন,

ব্যাখ্যা, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশকে নন্দন করছি, অভিনন্দন করছি, গ্রহণ করছি, অনুমোদন করছি, সমর্থন করছি, স্বীকার করছি, সম্মান বা মান্য করছি, বরণ করছি ও সমাদর করছি। এ অর্থে—তা অভিনন্দন করছি (তঞ্চাহং অভিনন্দামি)।

মহেসিসন্তিমুত্তমন্তি। "মহর্ষি" (**মহেসী**তি) বলতে কেন ভগবান মহর্ষি? মহা শীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, অন্বেষণকারী এবং গবেষণাকারী বলে মহর্ষি। মহা সমাধিস্কন্ধ... মহর্ষি... মহা প্রভাবশালী, মহা সত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি। **সন্তিমুত্তম**ন্তি। অমৃতময় নির্বাণকে বলা হয় শান্তি। যা সেই সকল সংস্কার উপশান্ত, সব আসক্তি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণ। "উত্তম" (**উত্তম**ন্তি) বলতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট, উত্তম, প্রসিদ্ধ। এ অর্থে—হে শান্ত, উত্তম মহর্ষি (মহেসি সন্তিমুত্তমং)।

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। যা বিদিত করে, নিরূপিত করে, প্রত্যক্ষ করে, বিভাজিত করে ও বিশ্লেষণ করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা বিদিত... ও বিশ্লেষণ করে। "সকল ধর্ম অনাত্ম" এটা বিদিত... ও বিশ্লেষণ করে... "যা কিছু উৎপন্নশীল তা ধ্বংসশীল" এটা বিদিত... বিশ্লেষণ করে। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান।... তাকে স্মৃতিমান বলে। "অবস্থান করে" (**চর**ন্তি) বলতে অবস্থান করে, বাস করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে, বিচরণ করে, অভ্যাস করে ও জীবন যাপন করে। এ অর্থে—বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যেই রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "তৃষ্ণা" (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কোন অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসককুল), সংঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে,

সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুবোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতধর্মে তৃষ্ণা, আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। "জগতে তৃষ্ণা জয় করে" (**তরে লোকে ৰিসত্তিক**ন্তি) বলতে জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে, জয় করে, দমন করে, সমতিক্রম করে, পরাজিত করে। এ অর্থে—জগতে তৃষ্ণাকে জয় করেন।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

''তপ্পাহং অভিনন্দামি, মহেসি সন্তিমুত্তমং।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক''ন্তি॥

৩৭. যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [ধোতকাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকে, ভৰাভৰায মাকাসি তন্হং॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে ধোতক, তুমি ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য সম্বন্ধে যা কিছু জান, তা জগতের বন্ধনরূপে জ্ঞাত হয়ে ভবাভবে তৃষ্ণা উৎপন্ন কর না।

যং কিঞ্চি সম্পজানাসীতি । যা কিছু জান, উপলব্ধি কর, হৃদয়ঙ্গম কর, অনুভব কর। এ অর্থে—যা কিছু জান (যং কিঞ্চি সম্পজানাসি)। ধোতকাতি ভগৰা। "ধোতক" (**ধোতকা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—ধোতকাতি ভগৰা।

উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝেতি। "ঊর্ধ্ব" (**উদ্ধ**ন্তি) বলতে অনাগত, "অধঃ" বলতে অতীত, "মধ্য" বলতে বর্তমান। ঊর্ধ্ব বলতে দেবলোক, অধঃ বলতে অপায়লোক, মধ্য বলতে মনুষ্যলোক। অথবা, ঊর্ধ্ব বলতে কুশলধর্ম, অধঃ বলতে অকুশলধর্ম, মধ্য বলতে অব্যাকৃত ধর্ম। ঊর্ধ্ব বলতে অরূপধাতু, অধঃ বলতে কামধাতু, মধ্য বলতে রূপধাতু। ঊর্ধ্ব বলতে সুখ বেদনা, অধঃ বলতে দুঃখ বেদনা, মধ্য বলতে সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা বেদনা। ঊর্ধ্ব বলতে পদতলের উপরের দিকে। অধঃ বলতে মস্তকের চুলের নিচে, মধ্য বলতে দুইয়ের মধ্যে। এ অর্থে—ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য (উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে)।

এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকেতি। “বন্ধন” (সঙ্গো) বলতে এই আসক্তি, অনুরাগ বন্ধন, বাধা জ্ঞাত হয়ে, জেনে, অনুভব করে, উপলব্ধি করে, হৃদয়ঙ্গম করে, নিরূপণ করে—এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকে।

ভৰাভৰায মাকাসি তণ্হন্তি। “তৃষ্ণা” (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। “ভবাভব” (**ভৰাভৰায**াতি) বলতে ভবাভবে, কর্মভবে, পুনর্ভবে, কামভবে; কর্মভবে, কামভবে, পুনর্ভবে, রূপভবে; কর্মভবে, রূপভবে, পুনর্ভবে, অরূপভবে; কর্মভবে, অরূপভবে, পুনর্ভবে, পুনঃপুন ভবে, পুনঃপুন গতিতে, পুনঃপুন উৎপত্তিতে, পুনঃপুন প্রতিসন্ধিতে, পুনঃপুন জন্মগ্রহণে তৃষ্ণা উৎপন্ন কর না, জাত কর না (বা জন্ম দিও না), সঞ্জাত কর না, পুনরুৎপাদন কর না, উদ্ভূত কর না। বরং ত্যাগ কর, বিনাশ কর, ধ্বংস কর এবং পুনরুৎপত্তির অযোগ্য কর। এ অর্থে—ভবাভবে তৃষ্ণা উৎপন্ন কর না (ভৰাভৰায মাকাসি তণ্হন্তি)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“যং কিঞ্চি সম্পজানাসি, [ধোতকাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
এতং ৰিদিত্বা সঙ্গোতি লোকে, ভৰাভৰায মাকাসি তণ্হ”ন্তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা,... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, “হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।”

[ধোতক মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৬. উপসীব মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৩৮. একো অহং সক্ক মহন্তমোঘং, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুং।
আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচকখু,
যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্যং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বললেন, হে শাক্যমুনি, আমি একাকী সহায়হীন হয়ে মহোঘ অতিক্রম করতে অসমর্থ। হে সর্বদর্শী, যে আরম্মণের সাহায্যে আমি এই ওঘ অতিক্রম করতে পারি তা প্রকাশ করুন।

একো অহং সক্ক মহন্তমোঘন্তি। “এক” (**একো**তি) বলতে আমার দ্বিতীয় পুদগল নেই, আমার দ্বিতীয় ধর্ম নেই; যে পুদগলকে আশ্রয় করে, যে ধর্মকে

আশ্রয় করে মহা কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘকে অতিক্রম, উত্তরণ, পার, সমতিক্রম, জয় করতে পারব। **সক্কা**তি। "শাক্য" বলতে ভগবান শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত হয়েছেন বলে শাক্য। অথবা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলে শাক্য। তাঁর ধনসমূহ হচ্ছে—শ্রদ্ধাধন, শীলধন, (পাপের প্রতি) লজ্জাধন, (পাপের প্রতি) ভয়ধন, শ্রুতিধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন, স্মৃতিপ্রস্থান-ধন... নির্বাণধন। এই অপ্রমেয় ধনরত্ন দ্বারা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলে শাক্য। অথবা দক্ষ, ধীমান, হিতকারী, সূর, বীর, বিক্রম, অভীরু, অকম্পিত, অনুত্রাসী, অপলানয়কারী, ভয়-ভৈরবপ্রহীন, লোমহর্ষ বিগত বলে শাক্য—একো অহং সক্ক মহন্তমোঘং।

ইচ্চাযস্মা উপসীৰোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... "উপসীব" (**উপসীৰো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম... সম্বোধনসূচক বাক্য। এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা উপসীৰো।

অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুন্তি। "সহায়হীন" (**অনিস্সিতো**তি) বলতে পুদগল বা ধর্মের সহায়হীন হয়ে মহা কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ অতিক্রম করতে, উত্তরণ করতে, পার হতে, সমতিক্রম করতে, জয় করতে অসমর্থ, অনুৎসাহী, অসক্ষম ও অনুপযুক্ত—অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুং।

আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচকখুতি। আরম্মণ, আলম্বন, নিশ্রয়, উপনিশ্রয় বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, সুস্পষ্ট, প্রকাশ করুন। "সামন্তচক্ষু" (**সমন্তচকখু**তি) সর্বদর্শী বলা হয় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে। ভগবান সেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে উপনীত, প্রাপ্ত, উপগত, সমূপগত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্নাগত।

> ন তস্স অদিট্ঠমিধত্থি কিঞ্চি, অথো অৰিঞ্ঞাতমজানিতব্বং।
> সব্বং অভিঞ্ঞাসি যদত্থি নেয্যং,
> তথাগতো তেন সমন্তচকখূতি॥

আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচকখু।

অনুবাদ : তাঁর অদৃষ্ট, অজ্ঞাত, অজানিত কিছুই নেই। যা কিছু জানার আছে, সবই তাঁর জ্ঞাত। তাই তথাগত সর্বদর্শী। হে সর্বদর্শী, আরম্মণ সম্বন্ধে বলুন।

যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্যন্তি। "যার সাহায্যে" (**যং নিস্সিতো**তি) বলতে যে পুদ্গল বা ধর্মের সাহায্যে মহা কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘকে তরণ, উত্তরণ, পার, সমতিক্রম, অতিক্রম করতে

পারব—যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্যং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"একো অহং সক্ক মহন্তমোঘং, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
অনিস্সিতো নো ৰিসহামি তারিতুং।
আরম্মণং ব্রূহি সমন্তচকখু, যং নিস্সিতো ওঘমিমং তরেয্য"ন্তি॥

৩৯. আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘং।
কামে পহায ৰিরতো কথাহি,
তণ্হকখযং নত্তমহাভিপস্স ॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, হে উপসীব, অকিঞ্চন দর্শন করে স্মৃতিমান হয়ে "কিছুই নেই"-তে নিশ্রিত হয়ে ওঘ অতিক্রম কর। কাম ত্যাগ করে, সন্দেহ দূর করে দিন-রাত তৃষ্ণাক্ষয়ে মনোযোগ দাও।

আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমাতি। সে ব্রাহ্মণ স্বাভাবিকভাবেই আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিলাভী হয়েও নিশ্রয় জানেন না—"এটাই আমার নিশ্রয়"। ভগবান তার নিকট মুক্তির পথকে নিশ্রয়, উত্তরণরূপে ব্যাখ্যা করেন। (ব্রাহ্মণ) আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে স্মৃতি নিবিষ্ট করেন; আর স্মৃতি ভঙ্গের পর তথায় জাত চিত্ত-চৈতসিক ধর্মকে অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে, রোগরূপে, গণ্ডরূপে, শৈল্যরূপে, অনিষ্টরূপে, পীড়ারূপে, পররূপে, ভগ্নরূপে, অশুভরূপে, উপদ্রবরূপে, ভয়রূপে, উপায়াসরূপে, ক্ষণিকরূপে, ভঙ্গুররূপে, অধ্রুবরূপে, অত্রাণরূপে, নিরাশ্রয়রূপে, অশরণরূপে, রিক্তরূপে, তুচ্ছরূপে, শূন্যরূপে, অনাত্মরূপে, আদীনবরূপে, বিপরিণামধর্মরূপে, অসাররূপে, অনিষ্টমূলরূপে, হত্যাকারীরূপে, বিভবরূপে, আসবসংযুক্তরূপে, সঙ্খতরূপে, মারামিষরূপে, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণরূপে, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মরূপে, সংক্লেশধর্মরূপে, সমুদয়ধর্মরূপে, ধ্বংসরূপে, আস্বাদরূপে, আদীনবরূপে, নিঃসরণরূপে দর্শন করেন, দেখেন, অবলোকন করেন, পর্যবেক্ষণ করেন, নিরূপণ করেন।

"স্মৃতিমান" (**সতিমা**তি) যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি, প্রতিস্মৃতি... সম্যক স্মৃতি—এসবকেই স্মৃতি বলা হয়। এই স্মৃতিতে যে উপনীত... সমন্নাগত, তাকেই বলা হয় স্মৃতিমান। এ অর্থে—আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমা।

উপসীৰাতি ভগৰাতি। "উপসীব" (**উপসীৰা**তি) ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের মাধ্যমে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (ভগবা) বলতে গৌরবের

অধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপেই ভগবান—উপসীৰাতি ভগৰা।

নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘন্তি। "কিছুই নেই" ইহা অকিঞ্চন আয়তন সমাপত্তি। "কিছুই নেই" ইহা কী কারণে আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি? বিজ্ঞানায়তন সমাপত্তিতে স্মৃতি নিবিষ্ট করে তথা হতে উত্থিত হয়ে সেই বিজ্ঞানকেই অভাবিত, ধ্বংস, অন্তর্হিত করে। ফলে কোনো কিছুই আর দর্শন করে না। সেই কারণেই "কিছুই নেই"—এটি আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি। এই সমাপত্তিকে নিশ্রয়, উপনিশ্রয় ও আলম্বন করে কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘকে অতিক্রম কর, উত্তরণ কর, পার হও, সমতিক্রম কর, জয় কর। এ অর্থে—নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘং।

কামে পহায ৰিরতো কথাহীতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম... এগুলোকে বলে বস্তুকাম... এগুলোকে বলে ক্লেশকাম। **কামে পহাযা**তি। বস্তুকামকে জেনে, ক্লেশকামকে ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, ধ্বংস করে, ক্ষয় করে—কামে পহায। **ৰিরতো কথাহী**তি। সন্দেহকে বলা হয় বিচিকিৎসা। দুঃখে শঙ্কা... চিত্তের অস্থিরতা, মনের বিমূঢ়তা। সেই সন্দেহ হতে বর্জিত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—এরূপে সন্দেহ দূর করে... অথবা বত্রিশ প্রকার নিরর্থক কথা হতে বর্জিত, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন। এরূপে সন্দেহ দূর করে—কামে পহায ৰিরতো কথাহি।

তন্হক্খযং নত্তমহাভিপস্সাতি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। "**নত্তং**"—রাত্রি। "**অহো**তি"—দিন। দিনরাত তৃষ্ণাক্ষয়, রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়, গতিক্ষয়, উৎপত্তিক্ষয়, প্রতিসন্ধিক্ষয়, ভবক্ষয়, সংসারক্ষয়, বর্ত বা সংসার পরিভ্রমণক্ষয় দর্শন কর, সাক্ষাৎ কর, অবলোকন কর, গবেষণা কর, পর্যবেক্ষণ কর, অনুসন্ধান কর—তন্হক্খযং নত্তমহাভিপস্স।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ''আকিঞ্চঞ্ঞং পেকখমানো সতিমা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
> নত্থীতি নিস্সায তরস্সু ওঘং।
> কামে পহায ৰিরতো কথাহি,
> তন্হক্খযং নত্তমহাভিপস্সা''তি॥

৪০. সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো,
তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযী॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উপসীব বললেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, (অপর সব ত্যাগ করে) আকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞাবিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি কী গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন?

সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগোতি। "সব" (**সব্বেসূ**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন। **কামেসূ**তি **কামা**তি। কাম বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম... ইহাকে বল হয় বস্তুকাম... ইহাকে বলা হয় ক্লেশকাম। সব কামে যিনি বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, পরিত্যক্ত রাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ বর্জিতরাগ; তিনি নিবৃত—সব্বেসু কামেসু যো বীতরাগো।

ইচ্চাযস্মা উপসীৰোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... । "উপসীব" (**উপসীৰো**তি) সেই ব্রাহ্মণের নাম... সম্বোধন—ইচ্চাযস্মা উপসীৰো।

আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞন্তি। নিম্নস্তরের ছয় সমাপত্তি ত্যাগ, পরিত্যাগ, পরিহার, অতিক্রম, সমতিক্রম, বর্জন করে আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে নিশ্রিত, আশ্রিত, উপগত, সমুপগত, সমাগত, অধিমুক্ত—আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।

সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তোতি। সংজ্ঞাবিমোক্ষ বলতে সাত সংজ্ঞাসমাপত্তি। সেই সংজ্ঞা সমাপত্তির মধ্যে আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিবিমোক্ষ অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট, উত্তম, প্রবর ও অধিমুক্তিবিমোক্ষে অধিমুক্ত, তত্রাধিমুক্ত, তদধিমুক্ত, তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদ্‌সদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিপ্রত্যয়। এ অর্থে—সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো।

তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযীতি। " **তিট্ঠে নূ**তি" বলতে সংশয়মূলক প্রশ্ন, বিমতিমূলক প্রশ্ন, সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন এবং বহুবিধ প্রশ্ন, "এরূপ কী? নাকি হয়? তাই কী? তাহলে কী?—তিট্ঠে নু। "তথায়" (**তত্থা**তি) বলতে আকিঞ্চনায়তনে। **অনানুযাযী**তি। অননুগামী, অবিদ্যমান, গতিহীন, অন্তর্ধান, অপরিহানীয়... । অথবা অননুরক্ত, অনিকটমান, অস্পষ্টমান ও অক্লিষ্টমান—তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযী।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [ইচ্চাযস্মা উপসীৰো]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো,
তিট্ঠে নু সো তত্থ অনানুযাযী"তি॥

৪১. সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [উপসীৰাতি ভগৰা]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো,
তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযী॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, সব কামে যিনি বীতরাগ, আকিঞ্চনে নিশ্রিত, সংজ্ঞাবিমোক্ষে পরমাধিমুক্ত। তিনি গতিহীন হয়ে তথায় অবস্থান করেন।

সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগোতি। "সব" (**সব্বেসূ**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন। **কামেসূ**তি **কামা**তি। কাম বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম... ইহাকে বলে বস্তুকাম... ইহাকে বলে ক্লেশকাম। সব কামে যিনি বীতরাগ, যিনি বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, পরিত্যক্ত রাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ, বর্জিতরাগ; তিনি নিবৃত—সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো।

উপসীৰাতি ভগৰাতি। "উপসীব" (**উপসীৰা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—উপসীৰাতি ভগৰা।

আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞন্তি। নিম্নস্তরের ছয় সমাপত্তি ত্যাগ, পরিত্যাগ, পরিহার, অতিক্রম, সমতিক্রম, বর্জন করে আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে নিশ্রিত, আশ্রিত, উপগত, সমুপগত, সমাগত, অধিমুক্ত—আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।

সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তোতি। সংজ্ঞাবিমোক্ষ বলতে সাত সংজ্ঞা-সমাপত্তি। সেই সংজ্ঞা-সমাপত্তির মধ্যে আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিবিমোক্ষ অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, উকৃৎষ্ট, উত্তম, প্রবর ও অধিমুক্তি-বিমোক্ষে অধিমুক্ত, তত্রাধিমুক্ত, তদধিমুক্ত, তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদ্‌সদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিপ্রত্যয়। এ অর্থে—সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো।

তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযীতি। "অবস্থান করেন" (**তিট্ঠেয্যা**তি) বলতে

ষাট হাজার কল্প অবস্থান করেন। "তথায়" (**তত্থা**তি) বলতে আকিঞ্চনায়তনে। "গতিহীন" (**অনানুযাযী**তি) বলতে অননুগামী, গতিহীন, অবিগতমান, অ-অন্তর্ধানমান, অক্ষয়মান বা অপরিহানীয়মান। অথবা অননুরক্ত, অদুষ্ট, অমূর্ছিত, অক্লিষ্ট—তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযী।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"সব্বেসু কামেসু যো ৰীতরাগো, [উপসীৰাতি ভগৰা]
আকিঞ্চঞ্ঞং নিস্সিতো হিত্বা মঞ্ঞং।
সঞ্ঞাৰিমোকেখ পরমেধিমুত্তো,
তিট্ঠেয্য সো তত্থ অনানুযাযী"তি॥

৪২. তিট্ঠে চে সো তত্থ অনানুযাযী, পূগম্পি ৰস্সানি সমন্তচকখু।
তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো, চৰেথ ৰিঞ্ঞাণং তথাৰিধস্স॥

অনুবাদ : হে সর্বদর্শী, তিনি যদি বহু বছর তথায় গতিহীন হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে কি তিনি সেখানেই শান্ত, বিমুক্ত হন? তাদৃশজনের কি বিজ্ঞান ধ্বংস হয়?

তিট্ঠে চে সো তত্থ অনানুযাযীতি। "অবস্থান করেন" (**তিট্ঠেয্যা**তি) বলতে ষাঁট হাজার কল্প অবস্থান করেন। "তথায়" (**তত্থা**তি) বলতে আকিঞ্চনায়তনে। "গতিহীন" (**অনানুযাযী**তি) বলতে অননুগামী, গতিহীন, অবিগতমান, অ-অন্তর্ধানমান, অক্ষয়মান বা অপরিহানীয়মান। অথবা অননুরক্ত, অদুষ্ট, অমূর্ছিত, অক্লিষ্ট—তিট্ঠে চে সো তত্থ অনানুযাযী।

পূগম্পি ৰস্সানি সমন্তচকখুতি। "বহু বছর" (**পূগম্পি ৰস্সানী**তি) বলতে অনেক বছর, বহু বছর, বহু শত বছর, বহু সহস্র বছর, বহু লক্ষ বছর, বহু কল্প, বহু শত কল্প, বহু সহস্র কল্প, বহু লক্ষ কল্প। " **সমন্তচকখু**তি "—সামন্তচক্ষু বা সর্বদর্শী বলা হয় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে... তাই তথাগত সর্বদর্শী—পূগম্পি ৰস্সানি সমন্তচকখু।

তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো, চৰেথ ৰিঞ্ঞাণং তথাৰিধস্সাতি। তথায় সে শান্তভাবপ্রাপ্ত, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী হয়ে চিরকাল অবস্থান করে। অথবা তার বিজ্ঞান ধ্বংস হয়, উচ্ছিন্ন হয়, নাশ হয়, বিনষ্ট হয়, উৎপন্ন হয় না। কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতুতে পুনর্জন্ম প্রতিসন্ধিক বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আকিঞ্চনায়তন সমাপন্নের শাশ্বত এবং উচ্ছেদ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি? নাকি তথায় অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়?

অথবা তার বিজ্ঞান ধ্বংস হয়; কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতুতে পুনঃ প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আকিঞ্চনায়তনে উৎপন্নজনের প্রতিসন্ধি এবং পরিনির্বাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি? "তাদৃশজনের" (**তথাৰিধস্সা**তি) বলতে সেরূপ সত্ত্বের, তাদৃশজনের, সেই প্রকার সত্ত্বের, তৎপ্রকার সত্ত্বের, তদনুরূপ সত্ত্বের, আকিঞ্চনায়তনে উৎপন্নজনের। এ অর্থে—তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো, চৰেথ ৰিঞ্ঞাণং তথাৰিধস্স।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"তিটেঠ চে সো তত্থ অনানুযাযী, পূগম্পি ৰস্সানি সমন্তচকখু।
তত্থেৰ সো সীতিসিযা ৰিমুত্তো,
চৰেথ ৰিঞ্ঞাণং তথাৰিধস্সা"তি॥

৪৩. অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।
এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তো,
অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং॥

অনুবাদ : ভগবান উপসীবকে বললেন, হে উপসীব, বায়ুবেগে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা যেভাবে নিভে যায়, অস্তিত্বহীন হয়; ঠিক সেভাবেই নাম ও কায়বিমুক্ত মুনি নির্বাপিত হন, অস্তিত্বহীন হন।

অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তাতি। অগ্নিশিখা বলতে জ্বলন্তশিখা। "বায়ু" (**ৰাতা**তি) বলতে পূর্বদিক হতে বাহিত বাতাস, পশ্চিম দিক হতে বাহিত বাতাস, উত্তর দিক হতে বাহিত বাতাস, দক্ষিণ দিক হতে বাহিত বাতাস, ধূলিযুক্ত বাতাস, ধূলিমুক্ত বাতাস, শীতল বাতাস, উষ্ণ বাতাস, অল্প বাতাস, প্রবল বাতাস, প্রলয়ঙ্কর বাতাস, পক্ষ বাতাস, সুপর্ণ বাতাস, তালপাতার বাতাস, পাখার বাতাস। "বায়ুবেগে ক্ষিপ্ত" (**ৰাতৰেগেন খিত্তা**তি) বলতে বায়ুবেগে প্রক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, চালিত, রাখা, নীত, প্রাপ্ত। এ অর্থে—অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তা।

উপসীৰাতি ভগৰাতি। "উপসীব" (**উপসীৰা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের মাধ্যমে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—উপসীৰাতি ভগৰা।

অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খন্তি। "নির্বাপিত হয়" (**অত্থং পলেতী**তি) বলতে অন্তর্হিত হয়, অন্তর্ধান হয়, অদৃশ্য হয়, নিরুদ্ধ হয়, নিভে যায়, তিরোহিত হয়। "সঙ্খ্যায় উপনীত হয় না" (**ন উপেতি সঙ্খ**ন্তি) বলতে

সঙ্খ্যায় উপনীত হয় না, নির্দিষ্টকরণে উপনীত হয় না, গণনায় উপনীত হয় না, প্রজ্ঞপ্তিতে উপনীত হয় না। "পূর্বদিকে গত, পশ্চিম দিকে গত, উত্তর দিকে গত, দক্ষিণ দিকে গত, ঊর্ধ্বে গত, অধেঃ গত, নিম্নে গত, বিপরীত দিকে গত" বলার সেরূপ হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই; যেহেতু তার অস্তিত্ব নেই—অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।

এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তোতি। "এরূপ" (**এৰ**ন্তি) বলতে সাদৃশ, তুলনা নির্ণয়ক বচন। **মুনী**তি। মৌনতা বলতে জ্ঞান... তিনিই মুনি। **নামকাযা ৰিমুত্তো**তি। সেই মুনি স্বাভাবিকভাবেই পূর্বে রূপকায় বিমুক্ত। তদঙ্গ (পার্থিব বিষয়) অতিক্রমকারী, (যাবতীয় বিষয়) পরিত্যাগ দ্বারা প্রহীন। সেই মুনির ভবান্তে (শেষ জন্মে) আগমন হয়ে চারি আর্যমার্গ প্রতিলব্ধ হয়। চারি আর্যমার্গ প্রতিলাভের দরুন নামকায় ও রূপকায় পরিজ্ঞাত হয়। নামকায় ও রূপকায় পরিজ্ঞাত হবার কারণে নামকায় ও রূপকায় হতে চিরস্থায়ী অনাসক্ত বিমোক্ষ দ্বারা মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত হন—এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তো।

অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খন্তি। "নির্বাপিত হন" (**অত্থং পলেতী**তি) বলতে অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে নির্বাপিত হন। "সঙ্খ্যায় উপনীত হন না" (**ন উপেতি সঙ্খ**ন্তি) বলতে সঙ্খ্যায় উপনীত হন না, নির্দিষ্টকরণে উপনীত হন না, গণনায় উপনীত হন না, প্রজ্ঞপ্তিতে উপনীত হন না—"ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেব, মনুষ্য, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞী" বলার সেরূপ হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, কারণ নেই; যেহেতু তার অস্তিত্ব নেই। এ অর্থে—অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ''অচ্চি যথা ৰাতৰেগেন খিত্তা, [উপসীৰাতি ভগৰা]
> অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খং।
> এৰং মুনী নামকাযা ৰিমুত্তো,
> অত্থং পলেতি ন উপেতি সঙ্খ''ন্তি॥

> **৪৪. অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থি,**
> **উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগো।**
> **তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,**
> **তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥**

অনুবাদ : তিনি অন্তর্ধান হন বা তাঁর অস্তিত্ব থাকে না, অথবা চিরদিনের জন্য আরোগ। হে মুনি, আমার নিকট উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন, কারণ এই

ধর্ম আপনার সুবিদিত।

অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থীতি। তিনি অন্তর্ধান হন কিংবা থাকেন না, নিরুদ্ধ হন, উচ্ছিন্ন হন, বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হন—অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থি।

উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগোতি। কিংবা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাধর্মী এবং চিরস্থায়ীরূপে স্থিত থাকেন অথবা চিরদিনের জন্য আরোগ হন—উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগো।

তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহীতি। "তা" (**তন্তি**) বলতে আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করছি। **মুনী**তি। মৌনতাকে জ্ঞান বলা হয়... সর্বজাল ছিন্ন করেন, তিনি মুনি হন। **সাধু ৰিযাকরোহী**তি। উত্তমরূপে বর্ণনা করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, উপস্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—হে মুনি, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করুন (তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি)।

তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মোতি । তথা এই ধর্ম সম্যকরূপে আপনার জ্ঞাত, তুলিত বা উপমিত, পরীক্ষিত, বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত—তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

''অত্থঙ্গতো সো উদ ৰা সো নত্থি,
উদাহু ৰে সস্সতিযা অরোগো।
তং মে মুনী সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো''তি॥

**৪৫. অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থি, [উপসীৰাতি ভগৰা]
যেন নং ৰজ্জুং তং তস্স নত্থি।
সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু,
সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বে॥**

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে উপসীব, যিনি অন্তর্ধান হন; তিনি অসংজ্ঞেয়। তাঁকে বলার মতো কিছুই থাকে না, তার সর্বধর্ম প্রহীন এবং তিনি সব বিতর্কের উর্ধ্বে।

অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থীতি। নির্বাপিতের বা অনুপাদিসেস নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিতের রূপ পরিমাণ নেই বা রূপ অসংজ্ঞেয়, বেদনা অসংজ্ঞেয়,

সংজ্ঞা অসংজ্ঞেয়, সংস্কার অসংজ্ঞেয়, বিজ্ঞান অসংজ্ঞেয়; থাকে না, বিদ্যমান থাকে না, জ্ঞাত হয় না, বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশম, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থি।

উপসীৰাতি ভগৰাতি **উপসীৰা**তি। "উপসীব" (**উপসীৰা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নাম ধরে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—উপসীৰাতি ভগৰা।

সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসূতি। যেন রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা এবং অনুশয় দ্বারা (বশীভূত হয়ে) তাঁকে এরূপ বলতে পারে—"আপনি উত্তেজিত, দুষ্ট, মূর্খ, আবদ্ধ, পরামৃষ্ট (সংস্পৃষ্ট), চঞ্চল (বিক্ষেপগত), অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (অর্হৎ নয়) ও কঠোর স্বভাবের"। তাঁর সেসব অভিসংস্কার প্রহীন হয়। অভিসংস্কার প্রহীন হওয়ায় গতি দ্বারা তাঁকে এরূপ বলতে পারে—"আপনি নৈরয়িক, তির্যক, প্রেত, মনুষ্য, দেব, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী বা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী"। কিন্তু সেই হেতু, প্রত্যয় ও কারণ নেই; যার দরুন তাঁকে (এরূপ) বলতে পারে, বিবৃত করতে পারে, ব্যক্ত করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে, ঘোষণা করতে পারে—যেন নং ৰজ্জুং তং তস্স নত্থি।

সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসূতি । সব ধর্ম, স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, গতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসার, ভবচক্র অপসারিত, বিলুপ্ত, উত্তোলিত, অপসৃত, উৎপাটিত, নির্মূলিত, প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে : সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু।

সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বেতি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারসমূহকে বলা হয় বিতর্ক। তার সেই মত বা বিতর্ক, অধিবচন, অধিবচন উপায় (বা রীতি), নিরুক্তি, নিরুক্তির উপায়, প্রজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞপ্তি উপায় অপসারিত, বিলুপ্ত, উত্তোলিত, অপসৃত, উৎপাটিত, নির্মূলিত, প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ''অত্থঙ্গতস্স ন পমাণমত্থি, [উপসীৰাতি ভগৰা]
> যেন নং ৰজ্জুং তং তস্স নত্থি।
> সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু,
> সমূহতা ৰাদপথাপি সব্বে''তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা

সবাই এক ইচ্ছা... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[উপসীব মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৭. নন্দ মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৪৬. সন্তি লোকে মুনযো, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসু।
ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তি,
উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্নং ॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, জগতে নানা ধরনের মুনি বিদ্যমান, মানুষেরা এরূপ বলে থাকেন এবং তারা জ্ঞানসম্পন্ন, নানাভাবে জীবন যাপন করেন। তারা কি সত্যিকারে মুনি?

সন্তি লোকে মুনযোতি। "আছে" (**সন্তী**তি) বলতে আছে, বিদ্যমান থাকে এবং উপলব্ধি হয়। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে। "মুনি" (**মুনযো**তি) বলতে মুনি নামধারী আজীবক, নির্গ্রন্থ, জটিল ও তাপস (সন্ন্যাসী)। (দেবগণ জগতে মুনি সম্পর্কে জ্ঞাত হন, কিন্তু তারা মুনি নয়)। জগতে মুনি বিদ্যমান।

ইচ্চাযস্মা নন্দোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... । "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... । "নন্দ" (**নন্দো**) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম... সম্বোধন—ইচ্চাযস্মা নন্দো।

জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসূতি। "জন" (**জনা**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা এবং মনুষ্য। "বলে" (**ৰদন্তী**তি) বলতে বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে এবং ব্যাখ্যা করে। **তযিদং কথংসূ**তি। সংশয়মূলক প্রশ্ন, বিমতিমূলক প্রশ্ন, সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন এবং বহুবিধ প্রশ্ন, "এরূপ কী? নাকি হয়? তাই কী? তাহলে কী? জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসু।

ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তীতি। অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান এবং পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞানের দ্বারা উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন এবং সমন্নাগত বলে তাঁকে "মুনি" বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন—ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তি।

উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্নন্তি। অথবা (তারা) বহু প্রকারের অতীব দুষ্কর

কার্য সম্পাদনকারী ও কঠোর জীবন ধারণে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন এবং সমন্নাগত বলে মুনি বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন—উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্নং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন:

> ‘‘সন্তি লোকে মুনযো, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
> জনা ৰদন্তি তযিদং কথংসু।
> ঞাণূপপন্নং মুনি নো ৰদন্তি,
> উদাহু ৰে জীৰিতেনূপপন্ন’’ন্তি॥

৪৭. ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন,
মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তি।
ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা,
চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমি॥

অনুবাদ : হে নন্দ, ইহলোকে দৃষ্টি, শ্রুতি এবং জ্ঞান দ্বারা মুনিকে কুশল বা দক্ষ বলা যায় না। যিনি মারসেনা পরাজয় করেন, দুঃখহীন ও অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করেন, তাঁকে আমি মুনি বলি।

ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেনাতি। “দৃষ্টি দ্বারা নয়” (**ন দিট্ঠিযা**তি) বলতে দৃষ্টিশুদ্ধি দ্বারা নয়। “শ্রুতি দ্বারা নয়” (**ন সুতিযা**তি) বলতে শ্রুতিশুদ্ধি দ্বারা নয়। “জ্ঞান দ্বারা নয়” (**ন ঞাণেনা**তি) বলতে অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা নয়—ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন ঞাণেন।

মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তীতি। “দক্ষ” (**কুসলা**তি) বলতে যাঁরা স্কন্ধ সম্বন্ধে দক্ষ, ধাতু সম্বন্ধে দক্ষ, আয়তন সম্বন্ধে দক্ষ, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সম্বন্ধে দক্ষ, স্মৃতিপ্রস্থান সম্বন্ধে দক্ষ, সম্যকপ্রধান সম্বন্ধে দক্ষ, ঋদ্ধিপাদ সম্বন্ধে দক্ষ, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দক্ষ, বল সম্বন্ধে দক্ষ, বোধ্যঙ্গ সম্বন্ধে দক্ষ, মার্গ সম্বন্ধে দক্ষ, ফল সম্বন্ধে দক্ষ, নির্বাণ সম্বন্ধে দক্ষ। দৃষ্টিশুদ্ধি, শ্রুতিশুদ্ধি, অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞানে কিংবা দৃষ্টিতে ও শ্রুতিতে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপাগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন, সমন্নাগতকে মুনি বলা যায় না, ভাষণ করা যায় না, বর্ণনা করা যায় না, প্রকাশ করা যায় না এবং ব্যাখ্যা করা যায় না। এ অর্থে—হে নন্দ, মুনিকে দক্ষ বলা যায় না (মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তি)।

ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা, চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমীতি। সেনা বলতে

মারসেনা। যথা : কায়দুশ্চরিত মারসেনা, বাকদুশ্চরিত মারসেনা, মনোদুশ্চরিত মারসেনা, রাগ মারসেনা, দ্বেষ মারসেনা, মোহ মারসেনা, ক্রোধ মারসোন, বিদ্বেষ (উপনাহ) মারসেনা, কপটতা মারসেনা, আক্রোশ মারসেনা, ঈর্ষা মারসেনা, মাৎসর্য মারসেনা, মায়া মারসেনা, শঠতা মারসেনা, স্বার্থপরতা মারসেনা, উগ্রতা মারসেনা, মান মারসেনা, অতিমান মারসেনা, মত্ততা (মাতলামী) মারসেনা, প্রমাদ মারসেনা, সকল ক্লেশ মারসেনা, সর্ব দুশ্চরিত বিষয় মারসেনা, সর্ব দুশ্চিন্তা মারসেনা, সর্ব পরিলাহ (দহন) মারসেনা, সর্ব সন্তাপ মারসেনা এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার মারসেনা।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে :

‘‘কামা তে পঠমা সেনা, দুতিযা অরতি ৰুচ্চতি।
ততিযা খুপ্পিপাসা তে, চতুত্থী তণ্হা পৰুচ্চতি॥
‘‘পঞ্চমং থিনমিদ্ধং তে, ছট্ঠা ভীরূ পৰুচ্চতি।
সত্তমী ৰিচিকিচ্ছা তে, মক্খো থম্ভো তে অট্ঠমো।
লাভো সিলোকো সক্কারো, মিচ্ছালদ্ধো চ যো যসো॥
‘‘যো চত্তানং সমুক্কংসে, পরে চ অৰজানাতি।
এসা নমুচি তে সেনা, কণ্হস্সাভিপ্পহারিনী।
ন নং অসূরো জিনাতি, জেত্বা চ লভতে সুখ’’ন্তি॥

অনুবাদ : “মারের প্রধান সেনা হলো কাম, দ্বিতীয় সেনা আরতি (কুশলকর্মে অনুৎসাহ), ক্ষুধা-পিপাসা তৃতীয় সেনা, চতুর্থ সেনা হলো তৃষ্ণা, পঞ্চম সেনা তন্দ্রালস্য, ভীরুতা ষষ্ঠ সেনা, সপ্তম সেনা হলো বিচিকিৎসা, ভণ্ডামি (প্রবঞ্চনা) ও কপটতা (ম্রক্ষ); অষ্টম সেনা হচ্ছে লাভ-সৎকার, সুখ্যাতি, মিথ্যালব্ধ যশ এবং যে দানে প্রশংসা করার পর অবজ্ঞা করে। হে মার, এগুলো তোমার যুদ্ধরত সৈন্য। অসুর (মারপক্ষপাতী) এগুলো জয় করতে পারে না। এসব মারসেনা জয় করতে পারলে সুখ লাভ হয়।”

যেহেতু চারি আর্যসত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা সকল মারসেনা, অনিষ্টকারী ক্লেশসমূহ জয়, পরাজয়, ভঙ্গ, ধ্বংস, বিনষ্ট করা যায়, সে কারণে বলা হয় ক্লেশমুক্ত। “দুঃখ” (**অনীঘা**তি) বলতে রাগ দুঃখ, দ্বেষ দুঃখ, মোহ দুঃখ, ক্রোধ দুঃখ, উপনাহ দুঃখ... সমস্ত অকুশলাভিসংস্কার দুঃখ। যাঁর এই দুঃখ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ; তাঁকে বলে দুঃখমুক্ত। **নিরাসা**তি । তৃষ্ণাকে বলে আশা। যা রাগ সরাগা... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। যাঁদের এই আশা, তৃষ্ণা প্রহীন,

সমুৎচ্ছিন্ন, উপশান্ত, ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁদেরকে বলা হয় অনাসক্ত, অর্হৎ ও ক্ষীণাসব।

ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা, চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমীতি। যাঁরা মারসেনা পরাজয় করে দুঃখহীন এবং অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করেন, বাস করেন, বিচরণ করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন ও জীবন যাপন করেন; তাঁদেরকে আমি মুনি বলি, ভাষণ বলি, ব্যক্ত করি, বর্ণনা বলি, বিশ্লেষণ করি, প্রজ্ঞাপন করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ঘোষণা বলি এবং প্রকাশ বলি—ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা, চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন:

“ন দিট্ঠিযা ন সুতিযা ন এ্রাণেন,
মুনীধ নন্দ কুসলা ৰদন্তি।
ৰিসেনিকত্বা অনীঘা নিরাসা,
চরন্তি যে তে মুনযোতি ব্রূমী”তি॥

৪৮. যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং॥
কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তা,
অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকারে শুদ্ধি বলে থাকেন। তারা কি তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করতে পারেন? হে ভগবান, দয়া করে তা প্রকাশ করুন।

যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসেতি। “যেসব” (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, শেষমূলক বচন। এ অর্থে—**যে কেচী**তি। “শ্রমণ” (**সমণা**তি) বলতে যারা বুদ্ধশাসনের বাহিরে প্রব্রজ্যায় উপগত ও পরিব্রাজক ধর্মে সমাপন্ন। “ব্রাহ্মণ” (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে যেসব (ব্রাহ্মণ) ভোবাদী—যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে।

ইচ্চাযস্মা নন্দোতি। “এই” (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... । “আয়ুষ্মান”

(**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... । "নন্দ" (**নন্দো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম... সম্বোধন—ইচ্চাযস্মা নন্দো।

দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। দৃষ্টির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন। শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন। দৃষ্টি ও শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন ও বর্ণনা করেন—দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। শীলের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন। ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন। শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন— সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। নানাবিধ যজ্ঞের[১] দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, প্রকাশ করেন, ব্যাখ্যা করেন, বর্ণনা করেন—অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।

কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তাতি। "কী" (**কচ্চিস্সূ**তি) বলতে সংশয়মূলক প্রশ্ন, বিমতিপ্রশ্ন, সন্দেহমুক্ত প্রশ্ন এবং বহুবিধ প্রশ্ন—"এরূপ কী? নাকি নয়? তাই কী? তাহলে কী?"—কচ্চিস্সু। "সেই" (**তে**তি) দৃষ্টিগতিক। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) ইহা গৌরবধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—কচ্চিস্সু তে ভগৰা। **তত্থ যতা চরন্তা**তি। "তথায়" (**তত্থা**তি) বলতে নিজের দৃষ্টিতে, ইচ্ছায়, রুচিতে এবং অভিপ্রায়ে। "সংযত" (**যতা**তি) বলতে সতর্ক, জাগ্রত (**পটিযত্তা**), গুপ্ত, গোপিত, রক্ষিত ও সংযমিত। "বিচরণ করে" (**চরন্তা**তি) বলতে বিচরণ করে, অবস্থান করে, বাস করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে এবং জীবন যাপন করে—কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তা।

অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। জন্ম-জরা-মরণ অতিক্রমণ,

---

[১] *পালি-বাংলা অভিধান*-এ মহা উৎসব আয়োজন করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমতিক্রমণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করতে পারেন। "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, সগৌরব, বিনয়ের অধিবচন—ইহাই প্রভু—অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "তা জিজ্ঞাসা করছি" (**পুচ্ছামি ত**ন্তি) বলতে তা আমি জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, প্রার্থনা করছি, নিবেদন করছি আপনি আমাকে বলুন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে... যথার্থ উপাধি, যেরূপে ভগবান। "আমাকে বলুন" (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে বলুন, ভাষণ করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

''যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং॥
''কচ্চিস্সু তে ভগৰা তত্থ যতা চরন্তা,
অতারু জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস।
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত''ন্তি॥

৪৯. যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
দিট্‌ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তি,
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি॥

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বললেন, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্টি, শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা এবং নানা উপায়ে শুদ্ধি বলে থাকেন। তারা তাদের সেরূপ (সংযত) জীবনাচারে জন্ম-জরা অতিক্রম করেননি বলে আমি বলি।

যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসেতি। "যেসব" (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে অশেষ, নিঃশেষ এবং শেষমূলক বচন—যে কেচীতি। "শ্রমণ" (**সমণা**তি) বলতে যারা বুদ্ধশাসনের বাইরে প্রব্রজ্যায় উপগত ও পরিব্রাজক ধর্মে সমন্নাগত। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে যেসব (ব্রাহ্মণ) ভোবাদী—যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে। **নন্দাতি ভগৰা**তি। "নন্দ"

(**নন্দাতি**) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন। “ভগবান” (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—নন্দাতি ভগৰা।

দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন। শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি... দৃষ্টি ও শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। শীলের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন, প্রকাশ করেন। ব্রত দ্বারা শুদ্ধি... প্রকাশ করে; শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।

অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।

কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তীতি। “কিছুই” (**কিঞ্চাপী**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায় ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যায়ানুক্রম—কিঞ্চাপীতি। “সেই” (**তে**তি) বলতে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। “তথায়” (**তত্থা**তি) নিজের দৃষ্টিতে, নিজের ইচ্ছায়, নিজের রুচিতে ও নিজের অভিপ্রায়ে। “সংযত” (**যতা**তি) সতর্ক, জাগ্রত, (**পটিযত্তা**) গুপ্ত, গোপতি, রক্ষিত ও সংযমিত। “বিচরণ করে” (**চরন্তী**) বলতে বিচরণ করে, অবস্থান করে, বাস করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে এবং জীবন যাপন করে—কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তি।

নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমীতি। জন্ম-জরা-মরণ অতিক্রম করেননি, উত্তীর্ণ হননি, অতিক্রান্ত করেননি, সমতিক্রান্ত করেননি এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেননি। জন্ম-জরা-মরণ হতে অনিষ্ক্রান্ত, অমুক্ত, অনতিক্রান্ত, অসমতিক্রান্ত ও অবিমুক্ত; বরং জন্ম-জরা-মরণে আবর্তিত, সংসার পরিভ্রমণে আবর্তিত, জন্মের দ্বারা অনুগত, জরায় নিপীড়িত, ব্যাধিতে আক্রান্ত, মরণে আহত

(আঘাতপ্রাপ্ত), অত্রাণ, নিরাশ্রয় (অলীন) অশরণ ও অশ্রয়হীন বলে আমি বলি, ভাষণ করি, বর্ণনা করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যক্ত করি, ব্যাখ্যা করি ও ঘোষণা করি ও প্রকাশ করি—নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন:

"যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।
কিঞ্চাপি তে তত্থ যতা চরন্তি,
নাতরিংসু জাতিজরন্তি ব্রূমী"তি॥

৫০. যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং॥
তে চে মুনী ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে,
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে।
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান নন্দ বললেন, যেসব শ্রমণ, ব্রাহ্মণ দৃষ্টি-শ্রুতি, শীলব্রত-পরামর্শ এবং অন্য অনেক প্রকারে শুদ্ধি লাভ হয় বলেন; হে মুনি, যদি আপনি বলে থাকেন যে, তারা ওঘ উত্তীর্ণ হয়নি। তাহলে প্রভু, দেব-মনুষ্যলোকে কে জাতি, জরা অতিক্রম করেন? হে ভগবান, আমি তা জিজ্ঞাসা করছি, আপনি এটা প্রকাশ করুন।

যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসেতি। "যেসব" (**যে কেচী**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, শেষমূলক বচন। এ অর্থে—যে কেচীতি। "শ্রমণ" (**সমণা**তি) বলতে যারা বুদ্ধশাসনের বাইরে প্রব্রজ্যায় উপগত ও পরিব্রাজক ধর্মে সমাপন্ন। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে যে সকল (ব্রাহ্মণ) ভোবাদী—যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে।

ইচ্চাযস্মা নন্দোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... । "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... "নন্দ" (**নন্দো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম... সম্বোধন—ইচ্চাযস্মা নন্দো।

দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। দৃষ্টি দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন। শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি... দৃষ্টি ও শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। শীলের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন, প্রকাশ করেন। ব্রত দ্বারা শুদ্ধি... প্রকাশ করেন। শীলব্রত-পরামর্শ দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি ও পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।

অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিন্তি। নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি (লাভ হয়) বলেন, ভাষণ করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকাশ করেন—অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং।

তে চে মুনী ব্রূসি অনোঘতিণ্ণেতি। "তারা" (**তে চে**তি) বলতে দৃষ্টিক বা মতবাদী। মৌনতাকে মুনি বলা হয়। যা জ্ঞান... যিনি আসক্তি-জাল ছিন্ন করেন, তিনিই মুনি। **ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে**তি । কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ ও অবিদ্যা-ওঘ ধ্বংস, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, অতিক্রমণ হয়নি; বরং জাতি-জরা-মরণের আবর্তে, সংসার পরিভ্রমণের আবর্তে এবং জন্মের অনুগতে, জরার নিপীড়নে, ব্যাধির আক্রমণে ও মরণে আহত (আঘাতপ্রাপ্ত), অত্রাণ, নিরাশ্রয় (অলীন) অশরণ ও অশ্রয়হীন। "বলুন" (**ব্রূসী**তি) বলতে বলুন, ভাষণ করুন, দেশনা করুন, বর্ণনা করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, বিবৃত করুন, প্রকাশ করুন—তে চে মুনী ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে।

অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে, অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিসাতি। দেবলোক, ব্রহ্মালোক, মারভুবনসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, প্রজা, দেব-মনুষ্যের মধ্যে কে জাতি-জরা-মরণকে অতিক্রম, সমতিক্রম, অতিক্রান্ত, পরাভূত ও পরাজিত করেন? "প্রভু" (**মারিসা**তি) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয় বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচন। এ অর্থে—হে প্রভু, এই দেব-মনুষ্যলোকে কে জাতি জরা-মরণকে অতিক্রম করেন (অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে, অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস)?

পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। "তা জিজ্ঞাসা করছি" (**পুচ্ছামি ত**ন্তি)

বলতে জিজ্ঞাসা করছি, প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি, আবেদন করছি। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। "আমাকে ইহা বলুন" (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে ভাষণ করুন, বর্ণনা করুন, দেশনা করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, বিবৃত করুন, বিশ্লেষণ করুন, প্রকাশ করুন। এ অর্থে—পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যে কেচিমে সমণব্রাহ্মণাসে, [ইচ্চাযস্মা নন্দো]
দিট্ঠস্সুতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং।
সীলব্বতেনাপি ৰদন্তি সুদ্ধিং,
অনেকরূপেন ৰদন্তি সুদ্ধিং॥
তে চে মুনী ব্রূসি অনোঘতিণ্ণে,
অথ কো চরহি দেৰমনুস্সলোকে।
অতারি জাতিঞ্চ জরঞ্চ মারিস,
পুচ্ছামি তং ভগৰা ব্রূহি মেত"ন্তি॥

৫১. নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমি।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং॥
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি॥

অনুবাদ : ভগবান নন্দকে বললেন, হে নন্দ, সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জাতি-জরায় আবৃত আমি এরূপ বলি না। যারা এ জগতে দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকার (শুদ্ধি লাভের উদ্দেশে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন) পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসব হয়েছেন; আমি তাঁদেরকে ওঘ উত্তীর্ণ নর বলি।

নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে, নন্দাতি ভগৰা জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমীতি। হে নন্দ, সব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জাতি-জরায় আবৃত, আবদ্ধ, রুদ্ধ, আবরিত, আচ্ছাদিত, প্রতিচ্ছন্ন আমি এরূপ বলি না। এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণও রয়েছেন—যাঁদের জাতি জরা মরণ প্রহীন হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষের ন্যায়,

সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী হয়েছে। আমি এরূপ বলি, ভাষণ করি, দেশনা করি, বর্ণনা করি, ব্যাখ্যা করি, বিবৃত করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যক্ত করি, প্রকাশ করি। এ অর্থে—নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে নন্দাতি ভগৰা জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমি।

যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বন্তি। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) দৃষ্টিশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করেন। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) শ্রুতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ... বিনাশ সাধন করেন। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) অনুমিত শুদ্ধি, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত শুদ্ধি, শীলশুদ্ধি, ব্রতশুদ্ধি ও শীলব্রত-শুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ... বিনাশ সাধন করেন। এ অর্থে—যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ করে (যে সীধ দিট্ঠংৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং)।

অনেকরূপম্পি পহায সব্বন্তি। নানা প্রকার যজ্ঞ আয়োজনের মাধ্যমে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, পরিমুক্তি লাভের মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ... বিনাশ সাধন করে। এ অর্থে—যারা নানা প্রকার পরিত্যাগ করে (অনেকরূপম্পি পহায সব্বং)।

তন্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰা সে, তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমীতি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত" (**তন্হং পরিঞ্ঞায**াতি) বলতে তৃষ্ণাকে তিন প্রকার পরিজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া। যথা : জ্ঞাত পরিজ্ঞায় বা পরিজ্ঞানে, তীরণ পরিজ্ঞায়, প্রহাণ পরিজ্ঞায়। জ্ঞাত পরিজ্ঞান কী রকম? তৃষ্ণাকে জানে, দর্শন করে। ইহা রূপতৃষ্ণা, ইহা শব্দতৃষ্ণা, ইহা গন্ধতৃষ্ণা, ইহা রসতৃষ্ণা, ইহা স্পর্শতৃষ্ণা এবং ইহা ধর্মতৃষ্ণা—এরূপে জানে, দর্শন করে। ইহা জ্ঞাত পরিজ্ঞান।

তীরণ পরিজ্ঞান কী রকম? এভাবে জ্ঞাত হয়ে তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে। অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে, রোগরূপে, গণ্ডরূপে, শৈল্যরূপে, অনিষ্টরূপে, পীড়ারূপে, পররূপে, ভগ্নরূপে, অশুভরূপে, উপদ্রবরূপে, ভয়রূপে, উপসর্গরূপে, ক্ষণিকরূপে, ভঙ্গুররূপে, অধ্রুবরূপে, অত্রাণরূপে, নিরাশ্রয়রূপে, অশরণরূপে, রিক্তরূপে, তুচ্ছরূপে, শূন্যরূপে, অনাত্মরূপে, আদীনবরূপে, বিপরিণামধর্মীরূপে, অসাররূপে, অনিষ্টমূলরূপে, হত্যাকারীরূপে, বিভবরূপে, আসবরূপে, সঙ্খতরূপে, মারামিষরূপে, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণধর্মরূপে, শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌমনর্স্য-হাহুতাশরূপে, সংক্লেশধর্মরূপে, সমুদয়রূপে,

ধ্বংসরূপে, আস্বাদরূপে, আদীনবরূপে এবং নিঃসরণরূপে অতিক্রম করে—ইহা তীরণ পরিজ্ঞান।

প্রহান পরিজ্ঞান কী রকম? এরূপে অতিক্রম করে তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, অপসারণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণায় যে ছন্দরাগ তোমরা তা পরিত্যাগ কর।" এরূপে সেই তৃষ্ণা প্রহীন, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী হয়। ইহা প্রহান পরিজ্ঞান। "তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত" (**তণ্হং পরিঞ্ঞায়া**তি) বলতে তৃষ্ণাকে এই তিন প্রকার পরিজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া। "অনাসব" (**অনাসৰা**তি) বলতে কামাসব, ভবাসব, মিথ্যাদৃষ্টি আসব ও অবিদ্যা আসব। এই চার প্রকার আসব যাঁদের প্রহীন, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদনধর্মী—তাঁদেরকে বলা হয় অনাসব, ক্ষীণাসব অর্হৎ। এ অর্থে—তণ্হং পরিঞ্ঞায় অনাসৰা।

তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমীতি। যিনি তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসব হন; তিনি কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ এবং সংসার পরিভ্রমণ উত্তীর্ণ হন, মুক্ত হন, (সেসব) পরাজিত করেন, অতিক্রম করেন, সমতিক্রম করেন, জয় করেন বলি, ভাষণ করি, বিবৃত করি, ব্যক্ত করি, বর্ণনা করি, প্রজ্ঞাপ্ত করি, ব্যাখ্যা করি, প্রকাশ করি ও ঘোষণা করি। এ অর্থে—তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসব হওয়া নরকে আমি ওঘ উত্তীর্ণ বলি (তণ্হং পরিঞ্ঞায় অনাসৰাসে তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

''নাহং সব্বে সমণব্রাহ্মণাসে, [নন্দাতি ভগৰা]
জাতিজরায নিৰুতাতি ব্রূমি।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং॥
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
তে ৰে নরা ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমী''তি॥

৫২. এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,

সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং॥
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তণ্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি॥

অনুবাদ : হে মহর্ষি, আমি আপনার বাক্য অভিনন্দন করছি। গৌতম, আপনার দ্বারা উপধিসমূহ উত্তমরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এ জগতে যাঁরা দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ এবং নানা প্রকার পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসব হয়েছেন, আমিও তাঁদেরকে ওঘ উত্তীর্ণ নর বলি।

এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনোতি। "এই" (**এত**ন্তি) বলতে আপনার এই বাক্য, ব্যাখ্যা, অনুশাসন, উপদেশ নন্দন করছি, অভিনন্দন করছি, গ্রহণ করছি, অনুমোদন করছি, সমর্থন করছি, স্বীকার করছি, সম্মান করছি, মেনে নিচ্ছি, সমাদর করছি। "মহর্ষি" (**মহেসিনো**তি) বলতে কেন ভগবান মহর্ষি? মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী ও অন্বেষণকারী বলে মহর্ষি... মহা প্রভাবশালী, মহাসত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপে কথিত হন বলে মহর্ষি। এ অর্থে—হে মহর্ষি, আপনার বাক্য অভিনন্দন করছি (এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো)।

সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকন্তি। "উত্তমরূপে প্রকাশ করা হয়েছে" (**সুকিত্তিত**ন্তি) বলতে উত্তমরূপে প্রকাশ, ভাষণ, দেশনা, ব্যক্ত, বর্ণনা, বিবৃত, প্রজ্ঞাপ্ত, বিশ্লেষণ ও ঘোষণা করা হয়েছে। **গোতমনূপধীক**ন্তি । ক্লেশ, স্কন্ধ ও অভিসংস্কারকে উপধি বলা হয়। উপধি প্রহীন, উপধি উপশম, উপধি পরিত্যক্ত এবং উপধি প্রশমনই অমৃতময় নির্বাণ। এ অর্থে—সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।

যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বন্তি। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) দৃষ্টিশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) শ্রুতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) অনুমিতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) শীলশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (স্বীয়) ব্রতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ... বিনাশ সাধন করে। যেসব শ্রমণ-ব্রহ্মণ

(স্বীয়) শীলব্রতশুদ্ধি মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করে। এ অর্থে—যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ করে (যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা, সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং)।

অনেকরূপম্পি পহায সব্বন্তি। নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, পরিশুদ্ধি, মুক্তি, বিমুক্তি, পরিমুক্তি লাভের মতবাদ ত্যাগ, পরিত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন, ধ্বংস এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করে। এ অর্থে—যারা নানা প্রকার পরিত্যাগ করে (অনেকরূপম্পি পহায সব্বং)।

তন্হং পরিঞ‍্‍ঞায অনাসৰাসে, অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমীতি। "তৃষ্ণা" (**তন্হাতি**) বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত" (**তন্হং পরিঞ‍্‍ঞাযা**তি) বলতে তৃষ্ণাকে তিন প্রকার পরিজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া। যথা : জ্ঞাত পরিজ্ঞায় বা পরিজ্ঞানে, তীরণ পরিজ্ঞায়, প্রহাণ পরিজ্ঞায়। জ্ঞাত পরিজ্ঞান কী রকম? তৃষ্ণাকে জানে, দর্শন করে। ইহা রূপতৃষ্ণা, ইহা শব্দতৃষ্ণা, ইহা গন্ধতৃষ্ণা, ইহা রসতৃষ্ণা, ইহা স্পর্শতৃষ্ণা এবং ইহা ধর্মতৃষ্ণা—এরূপে জানে, দর্শন করে। ইহা জ্ঞাত পরিজ্ঞান।

তীরণ পরিজ্ঞান কী রকম? এভাবে জ্ঞাত হয়ে তৃষ্ণাকে অতিক্রম করে। যেমন : অনিত্যরূপে, দুঃখরূপে, রোগরূপে, গণ্ডরূপে, শৈল্যরূপে, অনিষ্টরূপে, পীড়ারূপে, পররূপে, ভগ্নরূপে, অশুভরূপে, উপদ্রবরূপে, ভয়রূপে, উপসর্গরূপে, ক্ষণিকরূপে, ভঙ্গুররূপে, অধ্রুবরূপে, অত্রাণরূপে, নিরাশ্রয়রূপে, অশরণরূপে, রিক্তরূপে, তুচ্ছরূপে, শূন্যরূপে, অনাত্মরূপে, আদীনবরূপে, বিপরিণামধর্মীরূপে, অসাররূপে, অনিষ্টমূলরূপে, হত্যাকারীরূপে, বিভবরূপে, আসবরূপে, সঙ্খতরূপে, মারামিষরূপে, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণধর্মরূপে, শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হাহুতাশরূপে, সংক্লেশধর্মরূপে, সমুদয়রূপে, ধ্বংসরূপে, আস্বাদরূপে, আদীনবরূপে এবং নিঃসরণরূপে অতিক্রম করে—ইহা তীরণ পরিজ্ঞান।

প্রহান পরিজ্ঞান কী রকম? এরূপে অতিক্রম করে তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, অপসারণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণায় যে ছন্দরাগ তোমরা তা পরিত্যাগ কর।" এরূপে সেই তৃষ্ণা প্রহীন, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে জন্য অনুৎপন্নধর্মী। ইহা প্রহান

পরিজ্ঞান।

“তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত” (**তন্হং পরিঞ্ঞায়া**তি) বলতে তৃষ্ণাকে এই তিন প্রকার পরিজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া। “অনাসব” (**অনাসৰা**তি) বলতে কামাসব, ভবাসব, মিথ্যাদৃষ্টি আসব ও অবিদ্যা আসব। এই চার প্রকার আসব যাঁদের প্রহীন, মূল উচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপাদনধর্মী—তাঁদেরকে বলা হয় ক্ষীণাসব, আসবহীন অর্হৎ। তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞানের দ্বারা ধ্বংস সাধনকারী অনাসব। **তন্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে, অহম্পি তে ওঘতিণ্ণা**তি। “বলি” (**ব্রূমী**তি) বলতে যিনি তৃষ্ণাকে পরিজ্ঞাত হয়ে অনাসব হন; তিনি কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ এবং সংসার পরিভ্রমণ উত্তীর্ণ হন, মুক্ত হন, (সেসব) পরাজিত করেন, অতিক্রম করেন, সমতিক্রম করেন, জয় করেন বলে আমিও বলি। এ অর্থে—তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়ে যাঁরা অনাসব হয়েছেন, আমিও তাঁদেরকে ওঘ উত্তীর্ণ নর বলি (তন্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে, অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমি)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

‘‘এতাভিনন্দামি ৰচো মহেসিনো,
সুকিত্তিতং গোতমনূপধীকং।
যে সীধ দিট্ঠং ৰ সুতং মুতং ৰা,
সীলব্বতং ৰাপি পহায সব্বং॥
অনেকরূপম্পি পহায সব্বং,
তন্হং পরিঞ্ঞায অনাসৰাসে।
অহম্পি তে ওঘতিণ্ণাতি ব্রূমী’’তি॥

[নন্দ মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৮. হেমক মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৫৩. যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু, [ইচ্চাযস্মা হেমকো]
হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি, সব্বং তং ইতিহীতিহং।
সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং, নাহং তত্থ অভিরমিং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান হেমক বললেন, গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে বলা হয়েছিল : "পূর্বে এরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবে"। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে। আমি সেসব অভিনন্দন করি না।

যে মে পুব্বে ৰিযাকংসূতি। যেই বাবরী ব্রাহ্মণ ও তার আচার্য, তারা স্বীয় স্বীয় দৃষ্টি, ইচ্ছা, রুচি, ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বাস বা মতবাদ, অভিপ্রায় এবং উপলব্ধি বলেছিল, ভাষণ করেছিল, দেশনা করেছিল, ব্যক্ত করেছিল, বর্ণনা করেছিল, বিবৃত করেছিল, প্রজ্ঞাপ্ত করেছিল, ব্যাখ্যা করেছিল, ঘোষণা করেছিল ও প্রকাশ করেছিল,। এ অর্থে—আমাকে পূর্বে বলেছিল (যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু)।

ইচ্চাযস্মা হেমকোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায় ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যায়ানুক্রম। এ অর্থে—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয় বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচন। "হেমক" (**হেমকো**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করেছেন—ইচ্চাযস্মা হেমকো।

হুরং গোতমসাসনাতি। জনশ্রুতিমূলক কথার পরে গৌতমের উপদেশ। তবে গৌতমের উপদেশ, বুদ্ধের উপদেশ, জিনের উপদেশ, তথাগতের উপদেশ, অর্হতের উপদেশই উৎকৃষ্টতর। এ অর্থে—হুরং গোতমসাসনা।

ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতীতি। পূর্বে এরূপই ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবো—ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি।

সব্বং তং ইতিহীতিহন্তি। তা সবই জনশ্রুতিতে, অনুমানে, পরম্পরায়, গ্রন্থের প্রথানুসারে, তর্কহেতুতে, নিয়ম বা ফলহেতুতে, আকার বা প্রতিফলন দ্বারা, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছার দ্বারা, স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষ ধর্মে কথিত নয়। এ অর্থে—সবই জনশ্রুতিমূলক (সব্বং তং ইতিহীতিহং)।

সব্বং তং তক্কৰড্ঢনন্তি। সেই সব তর্ক, সংকল্প, কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-

বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, জ্ঞাতি-বিতর্ক, জনপদ-বিতর্ক, অমরা-বিতর্ক (বা উল্টোপাল্টা মতবাদ), পরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন প্রতিসংযুক্ত-বির্তক, লাভ-সৎকার-সুখ্যাতি প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, আমিত্বহীনতা প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক বৃদ্ধি পায়। এ অর্থে—সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে (সব্বং তং তক্কৰডঢনং)।

নাহং তত্থ অভিরমিন্তি। আমি তা অভিনন্দন করি না, অনুমোদন করি না, ধারণ করি না, স্বীকার করি না। এ অর্থে—আমি অভিনন্দন করি না (নাহং তত্থ অভিরমিং)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু, [ইচ্চাযস্মা হেমকো]
হুরং গোতমসাসনা।
ইচ্চাসি ইতি ভৱিস্সতি, সব্বং তং ইতিহীতিহং।
সব্বং তং তক্কৰডঢনং, নাহং তত্থ অভিরমি"ন্তি॥

**৫৪. ত্বঞ্চ মে ধম্মমকখাহি, তন্হানিগ্ঘাতনং মুনি।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিকং॥**

অনুবাদ : হে তৃষ্ণাধ্বংসকারী মুনি, আমাকে সেই ধর্ম ভাষণ করুন; যা বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে তৃষ্ণা জয় করে জগতে অবস্থান করতে পারি।

ত্বঞ্চ মে ধম্মমকখাহীতি। "আপনি" (**ত্ব**ন্তি) ভগবানকে সম্বোধন করতে বলা। **ধম্মমকখাহী**তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ। যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যার উপযোগী। যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ ও নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব ভাষণ, বিবৃত, দেশনা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপ্ত, বিশ্লেষণ, বিভাজন, ঘোষণা এবং প্রকাশ করুন। এ অর্থে—ত্বঞ্চ মে ধম্মমকখাহি। **তন্হানিগ্ঘাতনং মুনী**তি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। তৃষ্ণা ধ্বংস, প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন করাকে অমৃতময় নির্বাণ বলা হয়। **মুনী**তি। মৌনতাকে জ্ঞান বলা হয়... সর্বজাল ছিন্ন করেন, তিনি মুনি হন—তন্হানিগ্ঘাতনং মুনি।

যং ৰিদিত্বা সতো চরন্তি। যা বিদিত, নিরূপিত, প্রত্যক্ষকৃত, বিভাজিত ও বিশ্লেষণ করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা বিদিত... ও বিশ্লেষণ করে। "সকল ধর্ম অনাত্ম" এটা বিদিত... ও বিশ্লেষণ করে... "যা কিছু উৎপন্নশীল

তাই ধ্বংসশীল” এটা বিদিত, নিরূপিত, প্রত্যক্ষকৃত, বিভাজিত ও বিশ্লেষণ করে। “স্মৃতিমান” (**সতো**তি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান... তাকে স্মৃতিমান বলে। “অবস্থান করে” (**চর**ন্তি) বলতে অবস্থান করে, বাস করে, বিচরণ করে, চলা-ফেরা করে, দিনাতিপাত করে, অতিবাহিত করে ও জীবন যাপন করে। এ অর্থে—বিদিত হয়ে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে (যং ৰিদিত্বা সতো চরং)।

তরে লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যেই রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। “তৃষ্ণা” (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কোন অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসককুল), সংঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুবোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতধর্মে আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। “লোকে” (**লোকে**তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। **তরে লোকে ৰিসত্তিক**ন্তি। জগতে স্মৃতিমান হয়ে বহুল ও জট পাকানো তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন, জয় করেন, দমন করেন, সমতিক্রম করেন, পরাজিত করেন। এ অর্থে—তরে লোকে ৰিসত্তিকং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

‘‘ত্বঞ্চ মে ধম্মমকখাহি, তন্হানিগ্ঘাতনং মুনি।
যং ৰিদিত্বা সতো চরং, তরে লোকে ৰিসত্তিক’’ন্তি॥

৫৫. ইধ দিট্ঠসুতমুতৰিঞ্ঞাতেসু, পিযরূপেসু হেমক।
ছন্দরাগৰিনোদনং, নিব্বানপদমচ্চুতং॥

অনুবাদ : হে হেমক, জগতে দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত বা চিন্তিত

প্রিয়রূপসমূহে যে ছন্দরাগ, তা ধ্বংস করলে অচ্যুত নির্বাণপদ লাভ করা যায়।

ইধ দিট্ঠসুতমুতৰিঞ্ঞাতেসূতি। "দৃষ্ট" (**দিট্ঠ**ন্তি) বলতে চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট; "শ্রুত" (**সুত**ন্তি) বলতে শ্রোত্র দ্বারা শ্রুত; "অনুমিত" (**মুত**ন্তি) বলতে ঘ্রাণ দ্বারা ঘ্রাণিত, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদিত ও কায় দ্বারা স্পর্শিত। "চিন্তিত" (**ৰিঞ্ঞাত**ন্তি) বলতে মন দ্বারা চিন্তিত—ইধ দিট্ঠসুতমুতৰিঞ্ঞাতেসু।

পিযরূপেসু হেমকাতি । জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ কী? জগতে চক্ষু প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ, শ্রোত্র... ঘ্রাণ... জিহ্বা... কায়... মন জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ। রূপ জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ, শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ... ধর্ম জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ । চক্ষুবিজ্ঞান জগতে প্রিয়রূপ ও সাতরূপ... শ্রোত্রবিজ্ঞান... ঘ্রাণবিজ্ঞান... জিহ্বাবিজ্ঞান... কায়বিজ্ঞান... মনোবিজ্ঞান জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ। চক্ষুসংস্পশ জগতে প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, শ্রোত্রসংস্পর্শ... ঘ্রাণসংস্পর্শ... জিহ্বাসংস্পর্শ... কায়সংস্পর্শ... মনোসংস্পর্শ জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ। চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা... ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা... জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা... কায়সংস্পর্শজ বেদনা... মনোসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ। রূপসংজ্ঞা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ, শব্দসংজ্ঞা... গন্ধসংজ্ঞা... রসসংজ্ঞা... স্পর্শসংজ্ঞা... ধর্মসংজ্ঞা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ। রূপসঞ্চেতনা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ, শব্দসঞ্চেতনা... গন্ধসঞ্চেতনা... রসসঞ্চেতনা... স্পর্শসঞ্চেতনা... ধর্মসঞ্চেতনা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ। রূপতৃষ্ণা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ, শব্দতৃষ্ণা... গন্ধতৃষ্ণা... রসতৃষ্ণা... স্পর্শতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ। রূপবিতর্ক জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ, শব্দবিতর্ক... গন্ধবিতর্ক... রসবিতর্ক... স্পর্শবিতর্ক... ধর্মবিতর্ক জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ। রূপবিচার জগতে প্রিয়রূপ ও সাতরূপ, শব্দবিচার... গন্ধবিচার... রসবিচার... স্পর্শবিচার... ধর্মবিচার জগতে প্রিয়রূপ ও মনোজ্ঞ রূপ—পিযরূপেসু হেমক।

ছন্দরাগৰিনোদনন্তি। "ছন্দরাগ" (**ছন্দরাগো**তি) বলতে যা কামসমূহে কামছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপরিদাহ, কামমূর্ছা, কাম আসক্তি, কাম-ওঘ, কামানুরাগ, কাম উপাদান, কামছন্দ নীবরণ। "ছন্দরাগ ধ্বংস" (**ছন্দরাগৰিনোদন**ন্তি) বলতে ছন্দরাগ প্রহীন, ছন্দরাগ

উপশম, ছন্দরাগ পরিত্যাগ, ছন্দরাগ বিনাশ, অমৃত নির্বাণ—ছন্দরাগৰিনোদনং।

নিব্বানপদমচ্চুতন্তি। নির্বাণপদ, ত্রাণপদ, আশ্রয়পদ, শরণপদ, অভয়পদ। "অচ্যুত" (**অচ্চুত**ন্তি) বলতে নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী, অচ্যুত নির্বাণ—নিব্বানপদমচ্চুতং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"ইধ দিট্ঠসুতমুতৰিঞ্ঞাতেসু, পিযরূপেসু হেমক।
ছন্দরাগৰিনোদনং, নিব্বানপদমচ্চুত"ন্তি॥

৫৬. এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
উপসন্তা চ তে সদা, তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিকং॥

অনুবাদ : এটা জেনে যেসব স্মৃতিমান দৃষ্টধর্মে অভিনিবৃত্ত হন তাঁরা সর্বদা উপশান্ত এবং জগতে (সমস্ত) তৃষ্ণাকে অতিক্রম করেন।

এতদঞ্ঞায যে সতাতি। "এই" (**এত**ন্তি) বলতে অমৃত নির্বাণকে বুঝানো হয়েছে। যা সব সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। "জ্ঞাত হয়ে" (**অঞ্ঞায**াতি) বলতে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে। "সব সংস্কার অনিত্য" এরূপে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে। "সব সংস্কার দুঃখ" এরূপে জ্ঞাত হয়ে...। "সব ধর্ম অনাত্ম" এরূপে জ্ঞাত হয়ে... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী" তা সবই নিরোধধর্মী" এরূপে জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে। "যে" (**যেতি**) বলতে এখানে অর্হৎ ক্ষীণাসব। "স্মৃতিমান" (**সতা**তি) চারি প্রকারে স্মৃতিমান। কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান, বেদনায়... স্মৃতিমান, চিত্তে... স্মৃতিমান, ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান... তাঁদেরকে বলা হয় স্মৃতিমান—এতদঞ্ঞায যে সতা।

দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতাতি। "দৃষ্টধর্ম" (**দিট্ঠধম্মা**তি) বলতে দৃষ্টধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিত (বা উপমিত) ধর্ম, বিবেচিত ধর্ম, বিচারিত ধর্ম, উপলব্ধধর্ম। "সব সংস্কার অনিত্য" এরূপে দৃষ্টধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিবেচিত ধর্ম, বিচারিত ধর্ম, উপলব্ধ ধর্ম... "যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী" এরূপে দৃষ্টধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিবেচিত ধর্ম, বিচারিত ধর্ম, উপলব্ধ ধর্ম। "অভিনিবৃত্ত" (**অভিনিব্বুতা**তি) বলতে রাগের নির্বাপণে নিবৃত্ত, দ্বেষের

নির্বাপণে নিবৃত্ত, মোহের নির্বাপণে নিবৃত্ত, ক্রোধের... উপনাহের... সব অকুশলাভিসংস্কারের উপশান্তে, প্রশমনে, উপশমে, বিনষ্টে, নিবৃত্তে, বিগতে, ধ্বংসে তিনি শান্ত, উপশান্ত, প্রশান্ত, নিবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত হন—দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।

উপসন্তা চ তে সদাতি। "উপশান্ত" (**উপসন্তা**তি) বলতে রাগের প্রশমন ও নির্বাপণে উপশান্ত। দ্বেষের... মোহের... উপনাহের... উপশান্ত। আর সকল অকুশল অভিসংস্কারের উপশম, প্রশমন, শান্ত, বিনষ্ট, নিবৃত্ত, বিগত ও ধ্বংসে উপশান্ত। "তাঁরা" (**তে**তি) বলতে এখানে অর্হৎ ক্ষীণাসব। "সদা" (**সদা**তি) বলতে সদা, সর্বদা, সর্বকাল, নিত্যকাল, ধ্রুবকাল, নিরন্তর, চিরকাল, নিরবচ্ছিন্নভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে, ভূপৃষ্টে জলতরঙ্গ আছড়ে পড়ার ন্যায় বিরামহীনভাবে, অপরাহ্নে, রাত্রির প্রথম যামে, মধ্যম যামে, অন্তিম যামে, কৃষ্ণপক্ষে, শুক্লপক্ষে, বর্ষায়, হেমন্তে, গ্রীষ্মে, প্রথম বয়সে, মধ্যম বয়সে, অন্তিম বয়সে—উপসন্তা চ তে সদা।

তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিকন্তি। আসক্তি বলতে তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "তৃষ্ণা" (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কোন অর্থে তৃষ্ণা? অতৃপ্ত বাসনা বলে তৃষ্ণা, বিস্তৃত বলে তৃষ্ণা, পরিব্যাপ্ত বলে তৃষ্ণা, বিষম বলে তৃষ্ণা, যথেচ্ছাচারী বলে তৃষ্ণা, প্রতারণা বলে তৃষ্ণা, বিশেষভাবে সংগৃহীত বলে তৃষ্ণা, বিষমূল বলে তৃষ্ণা, বিষফল বলে তৃষ্ণা, বিষপরিভোগ বলে তৃষ্ণা। সেই বহুল তৃষ্ণা রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে (কুল দুই প্রকার। যথা : জ্ঞাতিকুল ও সেবক বা উপাসককুল), সংঘে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্যাদিতে, কামধাতুতে, রূপধাতুতে, অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞাভবে, একবোকারভবে, চতুবোকারভবে, পঞ্চবোকারভবে; অতীতে, অনাগতে, বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতধর্মে তৃষ্ণা, আসক্তি ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বলে তৃষ্ণা। "লোকে" (লোকে) বলতে অপায়লোকে... আয়তনলোকে। **তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিক**ন্তি। লোকে বা এ জগতে আসক্তি উত্তীর্ণ হন, পার হন, অতিক্রম করেন, সমতিক্রম করেন ও অতিক্রান্ত হন—তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিকং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
উপসন্তা চ তে সদা, তিণ্ণা লোকে ৰিসত্তিক"ন্তি॥

গাথা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সহিত এক ইচ্ছা...

অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[হেমক মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

৯.তোদেয়্য মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৫৭. যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো]
তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
ৰিমোকেখা তস্স কীদিসো॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান তোদেয়্য বললেন, যিনি কামের বশবর্তী হন না। যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর বিমোক্ষ কীদৃশ?

যস্মিং কামা ন ৰসন্তীতি। যাঁর মধ্যে কামসমূহ বাস করে না, সংবাস করে না, আবাস করে না, অবস্থান করে না—যস্মিং কামা ন ৰসন্তি। **ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো**তি। "ইচ্চা" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ... শব্দের পর্যায়ানুক্রম। এ অর্থে—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, আদরণীয় বচন, গৌরববচন এবং সম্মানসূচক বচনকে বুঝানো হয়েছে। "তোদেয়্য" (**তোদেয্যো**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করেছেন—ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো।

তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতীতি। যাঁর তৃষ্ণা নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না, বরং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।

কথংকথা চ যো তিণ্ণোতি। যিনি সন্দেহ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত এবং সন্দেহ পরিহার ও সমুচ্ছিন্ন করেন—কথংকথা চ যো তিণ্ণো।

ৰিমোকেখা তস্স কীদিসোতি। তাঁর বিমোক্ষ কীদৃশ, কীরূপ, কী প্রকার, কী ধরনের; এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে বিমোক্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি—ৰিমোকেখা তস্স কীদিসো।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [ইচ্চাযস্মা তোদেয্যো]
তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
ৰিমোকেখা তস্স কীদিসো"তি॥

৫৮. যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [তোদেয্যাতি ভগৰা]
তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
ৰিমোকেখা তস্স নাপরো॥

অনুবাদ : যাঁর মধ্যে কামসমূহ অবস্থান করে না, যাঁর তৃষ্ণা নেই এবং যিনি সন্দেহোত্তীর্ণ, তাঁর অপর কোনো বিমোক্ষ নেই।

যস্মিং কামা ন ৰসন্তীতি। "যেই" (**যস্মি**ন্তি) বলতে যেই অর্হৎ ক্ষীণাসব পুদ্গালের মধ্যে। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম... ইহা বস্তুকাম... ইহা ক্লেশকাম। **যস্মিং কামা ন ৰসন্তী**তি। যাঁর মধ্যে কামসমূহ বাস করে না, সংবাস করে না, আশ্রিত হয় না, অবস্থান করে না—যস্মিং কামা ন ৰসন্তি।

তোদেয্যাতি ভগৰাতি। "তোদেয়্য" (**তোদেয্যাতি**) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপেই ভগবান—তোদেয্যাতি ভগৰা।

তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতীতি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। "যাঁর" (**যস্সা**তি) বলতে অর্হৎ ক্ষীণাস্রবের। **তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতী**তি। যাঁর তৃষ্ণা নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।

কথংকথা চ যো তিণ্ণোতি। বিচিকিৎসাকে বলা হয় সন্দেহ। দুঃখে শঙ্কা... চিত্তের অস্থিরতা, মনের বিমূঢ়তা। "যিনি" (**যো**তি) বলতে যিনি ক্ষীণাসব অর্হৎ। **কথংকথা চ যো তিণ্ণো**তি। যিনি সন্দেহ হতে তীর্ণ, উত্তীর্ণ, বিচ্ছিন্ন, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, গত—কথংকথা চ যো তিণ্ণো।

ৰিমোকেখা তস্স নাপরোতি। তার অপর বিমোক্ষ নেই। যেই বিমোক্ষ দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত বা মুক্ত হোক না কেন, তিনি বিমুক্ত। তাঁর বিমোক্ষ দ্বারা করণীয় কৃত হয়েছে—ৰিমোকেখা তস্স নাপরো।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

''যস্মিং কামা ন ৰসন্তি, [তোদেয্যাতি ভগৰা]
তন্হা যস্স ন ৰিজ্জতি।
কথংকথা চ যো তিণ্ণো,
ৰিমোকেখা তস্স নাপরো''তি॥

৫৯. নিরাসসো সো উদ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পী।
মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞং,
তং মে ৰিযাচিকখ সমন্তচকখু॥

অনুবাদ : তিনি আসক্তিযুক্ত নাকি আসক্তিমুক্ত? তিনি প্রজ্ঞাবান নাকি প্রজ্ঞাকম্পী? হে শাক্যমুনি, হে সর্বদর্শী, আপনি তা ব্যাখ্যা করুন, যাতে আমি মুনি সম্পর্কে জানতে পারি।

নিরাসসো সো উদ আসসানোতি। তিনি আসক্তিমুক্ত; নাকি আসক্তিযুক্ত হয়ে রূপ কামনা করে, শব্দ কামনা করে, গন্ধ... রস... স্পর্শ... কুল... গণ... আবাস... লাভ-সৎকার... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয্যাসন... ওষুধপ্রত্যয় বা ভৈষজ্য উপকরণাদি... কামধাতু... রূপধাতু... অরূপধাতু... কামভব... রূপভব... অরূপভব... সংজ্ঞাভব... অসংজ্ঞাভব... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা ভব... একস্কন্ধভব... চারস্কন্ধভব... পঞ্চস্কন্ধভব... অতীত... অনাগত... বর্তমান... দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত ধর্ম কামনা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, প্রার্থনা করে, আশা করে, জপ করে—নিরাসসো সো উদ আসসানো।

পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পীতি। “তিনি প্রজ্ঞাবান” (**পঞ্ঞাণৰা সো**তি) বলতে তিনি পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, মেধাবী। **উদ পঞ্ঞকপ্পী**তি। নাকি অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন সংগ্রহ করে, উৎপন্ন করে, সঞ্জাত করে, আবির্ভূত করে, পুনঃ উৎপন্ন করে—পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পী।

মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞন্তি। “শাক্য” (**সক্কা**তি) বলতে ভগবান শাক্য। শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত বলে শাক্য। অথবা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলে শাক্য। তাঁর এ ধনসমূহ বিদ্যমান; যেমন—শ্রদ্ধাধন, শীলধন, (পাপের প্রতি) লজ্জাধন, (পাপের প্রতি) ভয়ধন, শ্রুতধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন, স্মৃতিপ্রস্থান-ধন, সম্যকপ্রধান-ধন, ঋদ্ধিপাদ-ধন, ইন্দ্রিয়-ধন, বলধন, বোধ্যঙ্গধন, মার্গধন, ফলধন, নির্বাণধন। সেই নানাবিধ ধনরত্ন দ্বারা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলে শাক্য। অথবা দক্ষ, ধীমান, হিতকারী, সূর, বীর, বিক্রম, অভীরু, অকম্পিত, অনুত্রাসী, অপলায়নকারী, ভয়-ভৈরব প্রহীন, লোমহর্ষ বিগত বলে শাক্য। **মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞন্তি**। হে শাক্যমুনি, যাতে আমি মুনি সম্পর্কে জানতে, জ্ঞাত হতে, বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে, উপলব্ধি করতে পারি—মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞং।

তং মে ৰিযাচিক্খ সমন্তচক্খূতি। "তা" (**তন্তি**) বলতে যা জিজ্ঞাসা করছি, যাচঞা করছি, অনুরোধ করছি, অনুনয় করছি। **ৰিযাচিক্খা**তি। ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, প্রকাশ করুন ও ঘোষণা করুন। **সমন্তচক্খূ**তি। সর্বদর্শী বলা হয় সর্বজ্ঞ জ্ঞানকে... তাই তথাগত সর্বদর্শী—তং মে ৰিযাচিক্খ সমন্তচক্খু।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"নিরাসসো সো উদ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো উদ পঞ্ঞকপ্পী।
মুনিং অহং সক্ক যথা ৰিজঞ্ঞং,
তং মে ৰিযাচিক্খ সমন্তচক্খূ"তি॥

৬০. নিরাসসো সো ন চ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পী।
এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজান,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং॥

অনুবাদ : তিনি আসক্তিমুক্ত, আসক্তিযুক্ত নন। তিনি প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাকম্পী নন। হে তোদেয়্য, মুনিকে এরূপই জান। তিনি অকিঞ্চন, কামভবে অনাসক্ত।

নিরাসসো সো ন চ আসসানোতি। তিনি অনাসক্ত। তৃষ্ণাযুক্ত হয়ে রূপে আসক্ত হন না। শব্দ... গন্ধ... দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত ধর্মে আসক্ত হন না, (সেসব) ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা, কামনা, অভিলাষ করেন না—নিরাসসো সো ন চ আসসানো।

পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পীতি। "প্রজ্ঞাবান" (**পঞ্ঞাণৰা**তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, মেধাবী। **ন চ পঞ্ঞকপ্পী**তি। অষ্ট সমাপত্তি জ্ঞান, পঞ্চাভিজ্ঞা জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা তৃষ্ণাকম্পন ও দৃষ্টিকম্পন সংগ্রহ করেন না, উৎপন্ন করেন না, সঞ্জাত করেন না, আবির্ভূত করেন না, পুনঃ উৎপন্ন করেন না—পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পী।

এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজানাতি। **মুনী**তি । মৌনতাকে জ্ঞান বলা হয়... সর্বজাল ছিন্ন করেন, তিনি মুনি হন। **এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজানা**তি। হে তোদেয়্য, এরূপেই মুনিকে জান, জ্ঞাত হও, উপলব্ধি কর, স্বীকার কর—এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজান।

অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তন্তি। "শূন্য" (**অকিঞ্চন**ন্তি) বলতে রাগ শূন্য,

দ্বেষ শূন্য, মোহ শূন্য, মান শূন্য, মিথ্যাদৃষ্টি শূন্য, ক্লেশ শূন্য, দুশ্চরিত শূন্য। জগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, শান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। তাই তাঁকে শূন্য বলা হয়। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দু-প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম... ইহাকে বলা হয় বস্তুকাম... ইহাকে বলা হয় ক্লেশকাম। "ভব" (**ভৰা**তি) বলতে দু-প্রকার ভব। যথা : কর্মভব এবং প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব... ইহা প্রতিসন্ধিযুক্ত পুনর্ভব।

অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তন্তি। অকিঞ্চন বা শূন্য ব্যক্তি কাম এবং ভবে অনাসক্ত, অসংলগ্ন, অসংযুক্ত, অনাবদ্ধ, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন—অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তং।

তাই ভগবান বললেন :

"নিরাসসো সো ন চ আসসানো,
পঞ্ঞাণৰা সো ন চ পঞ্ঞকপ্পী।
এৰম্পি তোদেয্য মুনিং ৰিজান,
অকিঞ্চনং কামভৰে অসত্তন্তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[তোদেয়্য মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১০. কপ্প মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৬১. মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [ইচ্চাযস্মা কপ্পো]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূহি মারিস।
ত্বঞ্চ মে দীপমকখাহি, যথাযিদং নাপরং সিযা॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান কপ্প বললেন, সংসারে (জন্ম নিলে) ওঘ, মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে প্রভু, এমন কোনো দ্বীপ আছে কী যে দ্বীপের আশ্রয়ে থাকলে আর কোথাও পুনরাগমন হয় না? তা প্রকাশ করুন।

মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতন্তি। "সরো" বলতে সংসারে আগমন, গমন, গমনাগমন, কাল, গতি; ভবাভবে চ্যুতি, উৎপত্তি, জন্ম, ভেদ, জাতি, জরা,

মরণ সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না, শেষ সীমাও জানা যায় না; সংসারের মাঝেই সত্ত্বগণ স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, আশ্রিত, উপগত, সংলগ্ন, অভিনিবিষ্ট।

কিভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না? "সংসারাবর্তে এতবার জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শতবার জন্মগ্রহণ... এত হাজারবার জন্মগ্রহণ... এত লক্ষবার জন্মগ্রহণ... এত কোটিবার জন্মগ্রহণ... এত শতকোটিবার জন্মগ্রহণ... এত সহস্র কোটিবার জন্মগ্রহণ... এত শতসহস্র কোটিবার জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

"সংসারাবর্তে এত বছর জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শত বছর জন্মগ্রহণ... এত সহস্র বছর জন্মগ্রহণ... এত শতসহস্র বছর জন্মগ্রহণ... এত কোটি বছর জন্মগ্রহণ... এত শতকোটি বছর জন্মগ্রহণ... এত সহস্রকোটি বছর জন্মগ্রহণ... এত শতসহস্র কোটি বছর জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

"সংসারাবর্তে এত কল্প জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শত কল্প জন্মগ্রহণ... এত হাজার কল্প জন্মগ্রহণ... এত লক্ষকল্প জন্মগ্রহণ... এত কোটি কল্প জন্মগ্রহণ... এত শতকোটি কল্প জন্মগ্রহণ... এত সহস্রকোটি কল্প জন্মগ্রহণ... এত শতসহস্র কোটি কল্প জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে ভিক্ষুগণ, সংসার অনাদি; অবিদ্যা নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনযুক্ত সত্ত্বগণের সংসারে অবস্থান্তর, সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। ভিক্ষুগণ, এভাবে তারা দীর্ঘসময় (সংসারে পরিভ্রমণকালে) দুঃখ, তীব্র যন্ত্রণা, কষ্ট ভোগ করে এবং শ্মশান বৃদ্ধি করে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বসংস্কারে নির্বেদপ্রাপ্ত, অননুরক্ত, বিমুক্ত হতে সক্ষম না হয়। এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

কিভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না? "সংবারাবর্তে (তার) এত জন্ম পরিভ্রমণ হবে, তার বেশি হবে না" এরূপ বলা অসম্ভব। এভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। "সংসার আবর্তে তার এত শত জন্ম,

এত হাজার জন্ম, এত লক্ষ জন্ম, এত কোটি জন্ম, এত শত কোটি, এত সহস্রকোটি, এত শত সহস্রকোটি; এত বছর, এত শত বছর, এত সহস্র বছর, এত লক্ষ বছর, এত কোটি বছর, এত শত কোটি বছর, এত সহস্র কোটি বছর, এত শতসহস্র কোটি বছর; এত কল্প, এত শত কল্প, এত সহস্র কল্প, এত লক্ষ কল্প, এত কোটি কল্প, এত শত কোটি কল্প, এত সহস্রকোটি কল্প, এত শতসহস্র কোটি কল্প পরিভ্রমণ করতে হবে, তার বেশি হবে না" এরূপ বলা অসম্ভব। এভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। তাই সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না; সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। সংসারের মাঝেই সত্ত্বগণ স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, আশ্রিত, উপগত, সংলগ্ন, অভিনিবিষ্ট—মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং।

ইচ্চাযস্মা কপ্পোতি। "ইচ্চা" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ... শব্দের পর্যায়ানুক্রম। এ অর্থে—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... বচন। "কপ্প" (**কপ্পো**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করলেন—ইচ্চাযস্মা কপ্পো।

ওঘে জাতে মহব্ভযেতি। কামোঘ, ভবোঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত, আবির্ভাব, পাদুর্ভাব হয়। **মহব্ভযে**তি। জাতি-ভয়, জরা-ভয়, ব্যাধি-ভয়, মরণ-ভয়—ওঘে জাতে মহব্ভযে।

জরামচ্চুপরেতানন্তি। জরায় স্পর্শিত, উৎপীড়িত, সংযুক্ত, সমন্নাগত। মৃত্যুতে স্পর্শিত, আক্রান্ত, সংযুক্ত, সমন্নাগত। জন্মে অনুগত, জরায় নিপীড়িত (আক্রান্ত), ব্যাধিতে অভিভূত, মরণে অভিভূত, ত্রাণহীন, শরণহীন, আশ্রয়হীন, সহায়হীন—জরামচ্চুপরেতানং।

দীপং পব্রূহি মারিসাতি। দ্বীপ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, গতি, গতিপরায়ণ সম্বন্ধে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, ঘোষণা করুন, প্রকাশ করুন। "প্রভু" (মারিস) বলতে প্রিয়বচন, গুরুবচন, গৌরবের অধিবচন—দীপং পব্রূহি মারিস।

ত্বঞ্চ মে দীপমক্খাহীতি। "আপনি" (**ত্বন্তি**) বলতে এখানে ভগবানকে বলা হয়েছে। **দীপমক্খাহী**তি। দ্বীপ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, গতি ও পরায়ণ সম্বন্ধে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন—ত্বঞ্চ মে দীপমক্খাহি।

যথাযিদং নাপরং সিযাতি। যাবতীয় দুঃখ যাতে এখানে নিরুদ্ধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়। পুনঃ প্রতিসন্ধিযুক্ত দুঃখ যাতে উৎপন্ন না হয়; কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, কামভব, রূপভব, অরূপভব, সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাভব, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব, একস্কন্ধভব, চারস্কন্ধভব, পঞ্চস্কন্ধভব, পুনঃগতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসার, আবর্ত বা সংসারপরিভ্রমণ যাতে উৎপন্ন না হয়, জাত না হয়, আবির্ভূত না হয়, পুনরুৎপত্তি না হয়। এখানেই নিরুদ্ধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয় ও ধ্বংস হয়—যথাযিদং নাপরং সিযা।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

''মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [ইচ্চাযস্মা কপ্পো]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূহি মারিস।
ত্বঞ্চ মে দীপমকখাহি, যথাযিদং নাপরং সিযা''তি॥

৬২. মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [কপ্পাতি ভগৰা]
ওঘে জাতে মহব্ভযে।
জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূমি কপ্প তে॥

অনুবাদ : ভগবান কপ্পকে বললেন, হে কপ্প, সংসারের মধ্যে ওঘে মহাভয় উৎপন্ন হয়; জরা-মরণে আক্রান্ত হতে হয়। হে কপ্প, এমন দ্বীপ আছে বলি।

মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতন্তি। "সরো" বলতে সংসারে আগমন, গমন, গমনাগমন, কাল, গতি; ভবাভবে চ্যুতি, উৎপত্তি, জন্ম, ভেদ, জাতি, জরা, মরণ সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না, শেষ সীমাও জানা যায় না; সংসারের মাঝেই সত্ত্বগণ স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, আশ্রিত, উপগত, সংলগ্ন, অভিনিবিষ্ট।

কিভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না? "সংসারাবর্তে এতবার জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শতবার জন্মগ্রহণ... এত সহসবার জন্মগ্রহণ... এত লক্ষবার জন্মগ্রহণ... এত কোটিবার জন্মগ্রহণ... এত শতকোটিবার জন্মগ্রহণ... এত সহস্র কোটিবার জন্মগ্রহণ... এত শতসহস্র কোটিবার জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

"সংসারাবর্তে এত বছর জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ

বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শত বছর জন্মগ্রহণ... এত সহস্র বছর জন্মগ্রহণ... এত লক্ষ বছর জন্মগ্রহণ... এত কোটি বছর জন্মগ্রহণ... এত শতকোটি বছর জন্মগ্রহণ... এত সহস্র কোটি বছর জন্মগ্রহণ... এত শতসহস্র কোটি বছর জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

"সংসারাবর্তে এত কল্প জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। "সংসারাবর্তে এত শত কল্প জন্মগ্রহণ... এত সহস্র কল্প জন্মগ্রহণ... এত লক্ষ কল্প জন্মগ্রহণ... এত কোটি কল্প জন্মগ্রহণ... এত শতকোটি কল্প জন্মগ্রহণ... এত সহস্রকোটি কল্প জন্মগ্রহণ... এত শতসহস্র কোটি কল্প জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার বেশি হয়নি" এরূপ বলা অসম্ভব; এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে ভিক্ষুগণ, সংসার অনাদি; অবিদ্যা, নীবরণ ও তৃষ্ণা সংযোজনযুক্ত সত্ত্বগণের সংসারে অবস্থান্তর, সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না। ভিক্ষুগণ, এভাবে তারা দীর্ঘসময় (সংসারে পরিভ্রমণকালে) দুঃখ, তীব্র যন্ত্রণা, কষ্ট ভোগ করে এবং শ্মশান বৃদ্ধি করে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বসংস্কারে নির্বেদপ্রাপ্ত, অননুরক্ত, বিমুক্ত হতে সক্ষম না হয়। এভাবে সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না।

কিভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না? "সংবারাবর্তে (তার) এত জন্ম পরিভ্রমণ হবে, তার বেশি হবে না" এরূপ বলা অসম্ভব। এভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। "সংসার আবর্তে তার এত শত জন্ম, এত সহস্র জন্ম, এত লক্ষ জন্ম, এত কোটি জন্ম, এত শতকোটি জন্ম, এত সহস্রকোটি জন্ম, এত শতসহস্রকোটি জন্ম; এত বছর, এত শত বছর, এত সহস্র বছর, এত লক্ষ বছর, এত কোটি বছর, এত শতকোটি বছর, এত সহস্রকোটি বছর, এত শতসহস্রকোটি বছর; এত কল্প, এত শত কল্প, এত সহস্র কল্প, এত লক্ষ কল্প, এত কোটি কল্প, এত শতকোটি কল্প, এত সহস্রকোটি কল্প, এত শতসহস্রকোটি কল্প পরিভ্রমণ করতে হবে, তার বেশি হবে না" এরূপ বলা অসম্ভব। এভাবে সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। তাই সংসারের পূর্বসীমা জানা যায় না; সংসারের শেষ সীমা জানা যায় না। সংসারের মাঝেই সত্ত্বগণ স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, আশ্রিত, উপগত, অধ্যসিত, অধিমুক্ত—মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং।

কপ্পাতি ভগৰাতি। “কপ্প” (**কপ্পাতি**) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামের দ্বারা সম্বোধন করেছেন। “ভগবান” (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—কপ্পাতি ভগৰা।

ওঘে জাতে মহব্ভযেতি। কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত, আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব হয়। **মহব্ভযে**তি। জাতি ভয়, জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মরণ ভয়—ওঘে জাতে মহব্ভযে।

জরামচ্চুপরেতানন্তি। জরায় স্পর্শিত, উৎপীড়িত, সংযুক্ত, সমন্নাগত। মৃত্যুতে স্পর্শিত, আক্রান্ত, সংযুক্ত, সমন্নাগত। জন্মে অনুগত, জরায় অনুসৃত (আক্রান্ত), ব্যাধিতে নিপীড়িত, মরণে অভিভূত, ত্রাণহীন, শরণহীন, আশ্রয়হীন, সহায়হীন—জরামচ্চুপরেতানং।

দীপং পব্রূমি কপ্প তেতি। দ্বীপ, ত্রাণ, আশ্রয়, শরণ, গতি, গতিপরায়ণ সম্বন্ধে বলুন, ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, বিশ্লেষণ করুন, বিভাজন করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন—দীপং পব্রূমি কপ্প তে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> “মজ্ঝে সরস্মিং তিট্ঠতং, [কপ্পাতি ভগৰা]
> ওঘে জাতে মহব্ভযে।
> জরামচ্চুপরেতানং, দীপং পব্রূমি কপ্প তে”তি॥

৬৩. অকিঞ্চনং অনাদানং, এতং দীপং অনাপরং। নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি, জরামচ্চুপরিক্খযং॥

অনুবাদ : অকিঞ্চন (বা শূন্য) ও আসক্তিমুক্ত উত্তম দ্বীপ, ওই স্থানে জন্ম-মৃত্যুর নাশ হয়। আমি তাকে নির্বাণ বলি।

অকিঞ্চনং অনাদানন্তি। “আসক্তি” (**কিঞ্চন**ন্তি) বলতে রাগ-আসক্তি, দোষ-আসক্তি, মোহ-আসক্তি, মান-আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি-আসক্তি, ক্লেশ-আসক্তি, দুশ্চরিত-আসক্তি। এসব আসক্তি প্রহীন, উপশম, পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসই অমৃতময় নির্বাণ—অকিঞ্চনং। **অনাদান**ন্তি। আসক্তিকে তৃষ্ণা বলা হয়। যে রাগ সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। এই আসক্তি প্রহীন, উপশম, পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসই অমৃতময় নির্বাণ—অকিঞ্চনং অনাদানং।

এতং দীপং অনাপরন্তি। এরূপ দ্বীপে আশ্রয়, নিরাপত্তা, সহায়, গতি, অবলম্বন। “উত্তম” (**অনাপর**ন্তি) বলতে তার থেকে অন্য (উত্তম) দ্বীপ নেই।

সে দ্বীপই অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রখ্যাত, বিখ্যাত, উত্তম, পরমোৎকৃষ্ট—এতং দীপং অনাপরং।

নিব্বানং ইতি নং ব্রূমীতি। লোভকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই লোভ প্রহীন, উপশম, পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসই অমৃতময় নির্বাণ। "ইহা" (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায় ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যায়ানুক্রম—ইতীতি। "বলি" (**ব্রূমী**তি) বলতে বর্ণনা করি, ব্যাখ্যা করি, প্রজ্ঞাপন করি, উপস্থাপন করি, বিশ্লেষণ করি, বিভাজন করি, ঘোষণা করি ও প্রকাশ করি—নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি।

জরামচ্চুপরিকখযন্তি। জরা-মরণের প্রহীন, উপশম, প্রত্যাখ্যান, প্রশান্ত, অমৃতময় নির্বাণ—জরামচ্চুপরিকখযং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ''অকিঞ্চনং অনাদানং, এতং দীপং অনাপরং।
> নিব্বানং ইতি নং ব্রূমি, জরামচ্চুপরিকখয''ন্তি॥

৬৪. এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
ন তে মারৰসানুগা, ন তে মারস্স পদ্ধগূ॥

অনুবাদ : ইহা জ্ঞাত হয়ে যাঁরা স্মৃতিমান এবং দৃষ্টধর্মে নিবৃত্তিপ্রাপ্ত, তাঁরা মারের অনুগত ও আদেশবাহী হন না।

এতদঞ্ঞায যে সতাতি। "ইহা" (**এতন্তি**) বলতে অমৃতময় নির্বাণকে বলা হয়েছে। যা সেই সকল সংস্কার প্রশান্ত, সকল উপধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। **অঞ্ঞাযা**তি। জ্ঞাত হয়ে, তুলনা করে, নিরূপণ করে, বিভাজিত করে, ব্যাখ্যা করে ও বিশ্লেষণ করে; "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা জ্ঞাত হয়ে, তুলনা করে, নিরূপণ করে, বিভাজিত করে, ব্যাখ্যা করে ও বিশ্লেষণ করে। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা জ্ঞাত হয়ে, তুলনা... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" এটা জ্ঞাত হয়ে, তুলনা করে, নিরূপণ করে, বিভাজিত করে, ব্যাখ্যা করে ও বিশ্লেষণ করে। যাঁরা (যেতি) বলতে ক্ষীণাসব অর্হৎকে বলা হয়েছে। "স্মৃতিমান" (সতাতি) বলতে চার প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায়... তাকে স্মৃতিমান বলা হয়—এতদঞ্ঞায যে সতা।

দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতাতি। "দৃষ্টধর্ম" (**দিট্ঠধম্মা**তি) বলতে দৃষ্টধর্ম, জ্ঞাতধর্ম,

তুলিতধর্ম, বিচারিতধর্ম, বিশ্লেষিতধর্ম ও ব্যাখ্যাতধর্ম। "নিবৃত্তিপ্রাপ্ত" (**অভিনিব্বুতা**তি) বলতে রাগের নির্বাপিত হয়েছে বলে নিবৃত্ত, দোষের... এবং সকল অকুশলাভিসংস্কার শান্ত, প্রশমিত, উপশমিত, নির্বাপিত, নিবৃত্ত ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় বলে শান্ত, প্রশান্ত, দমিত, নিবৃত্ত এবং ধ্বংস বলা হয়—দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।

ন তে মাররসানুগাতি। "মার" (**মারো**তি) বলতে সেই মার, পাপ অধিপতি, মৃত্যুরাজ, পাপরাজা, প্রমত্তবন্ধু। **ন তে মাররসানুগা**তি। তাঁরা মারের বশবর্তী হন না, মারও তাদেরকে বশ করতে পারে না। তাঁরা মার, মারপক্ষ, মারপাশ বা জাল, মার-বড়শি, মারের প্রলোভন, মার-বিষয়, মার-নিবাস, মার-গণ্ডী, মারবন্ধন অতিক্রম করেন, পরাজিত করেন, পদদলিত করেন, পরাভূত করেন এবং মর্দন করে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, দিন অতিবাহিত করেন, জীবন যাপন করেন—ন তে মাররসানুগা।

ন তে মারস্স পদ্ধগূতি। তাঁরা মারের পরাধীন, দাস ও পরিচারিকা হন না, বরং তাঁরা ভগবান বুদ্ধেরই আদেশে আদেশবাহী, পরিচারিকা হন—ন তে মারস্স পদ্ধগূ।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"এতদঞ্ঞায যে সতা, দিট্ঠধম্মাভিনিব্বুতা।
ন তে মাররসানুগা, ন তে মারস্স পদ্ধগূ"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[কপ্প মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১১. জতুকন্নী মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৬৫. সুত্বানহং ৰীর অকামকামিং, [ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণি]
ওঘাতিগং পুট্ঠুমকামমাগমং।
সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্ত,
যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান জতুকন্নী বললেন, কামমুক্ত, ওঘোত্তীর্ণ বীরের সম্বন্ধে শ্রবণ করে আমি কামহীন বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। হে ভগবান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে আমাকে শান্তিপদ অমৃত নির্বাণ সম্বন্ধে বলুন।

সুত্বানহং ৰীর অকামকামিন্তি। শুনে, শ্রবণ করে, শিক্ষা করে, গ্রহণ করে ও উপলব্ধি করে। ইনি সেই ভগবান অর্হৎ... বুদ্ধ ভগবান—সুত্বানহং। "বীর" (**ৰীরা**তি) বলতে ভগবানকে বলে বীর। বীর্যবান বলে বীর, ধীমান বলে বীর, দক্ষ (**ৰিসৰীতি**) বলে বীর, সাহসী (**অকামকামি**ন্তি) বলে বীর, সূর বলে বীর, (তিনি) বীরত্ব, অভীরু, নির্ভীক, ত্রাসহীন, সাহসী, ভয়-ভৈরব প্রহীন ও লোমহর্ষহীন বলেই বীর।

ৰিরতো ইধ সব্বপাপকেহি, নিরযদুকখং অতিচ্চ ৰীরিযৰা সো।
সো ৰীরিযৰা পধানৰা, ৰীরো তাদি পৰুচ্চতে তথত্তাতি॥

অনুবাদ : ইহলোকে যিনি সমস্ত পাপ হতে বিরত, নিরয়দুঃখ অতিক্রান্ত, তিনিই বীর্যবান। সেই বীর্যবান, শ্রেষ্ঠ, গুণীকে (বা গুণবানকে) যথার্থ বীর বলা হয়—সুত্বানহং ৰীর।

অকামকামিন্তি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকম... এগুলোকে বলে বস্তুকাম... এগুলোকে বলে ক্লেশকাম। ভগবান বুদ্ধের বস্তুকাম পরিজ্ঞাত এবং ক্লেশকাম প্রহীন। বস্তুকাম পরিজ্ঞাত এবং ক্লেশকাম পহীন হয়ে ভগবান কাম ইচ্ছা করেন না, কাম প্রার্থনা করেন না, কাম অভিলাষ করেন না এবং কাম আকাঙ্ক্ষা করেন না। যারা কাম ইচ্ছা করে, কাম প্রার্থনা করে, কাম অভিলাষ করে এবং কাম আকাঙ্ক্ষা করে তারা কামে অভিভূত, অনুরাগে অভিভূত ও সংজ্ঞায় বা অভিপ্রায়ে অভিভূত। ভগবান কাম ইচ্ছা করেন না, কাম প্রার্থনা করেন না, কাম অভিলাষ করেন না এবং কাম আকাঙ্ক্ষা করেন না। তদ্ধেতু ভগবান কামহীন, নিষ্কাম, কামত্যক্ত, কামবর্জিত, কামমুক্ত, কামপ্রহীন, কাম পরিত্যক্ত এবং বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ, পরিত্যক্তরাগ হয়ে অনাসক্ত, নিবৃত্ত, প্রশান্ত আর স্বয়ং ব্রহ্ম সদৃশ সুখ অনুভবকারী হয়ে অবস্থান করেন—সুত্বানহং ৰীর অমকামকামিং।

ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণীতি। "ইচ্চা" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... পদানুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, সগৌরব, বিনয়ের অধিবচন—আযস্মাতি। "জতুকন্নী" (**জতুকণ্ণী**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের গোত্র, সংজ্ঞা, নাম, প্রজ্ঞপ্তি, প্রকাশ। এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণি।

ওঘাতিগং পুট্‌ঠুমকামমাগমন্তি। "ওঘোত্তীর্ণ" (**ওঘাতিগ**ন্তি) বলতে ওঘোত্তীর্ণ, ওঘ অতিক্রম, সমতিক্রম এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ—ওঘাতিগং। "প্রশ্ন" (**পুট্‌ঠু**) বলতে প্রশ্ন করতে, জিজ্ঞাসা করতে, যাচঞা করতে, অনুনয় করতে এবং নিবেদন করতে। "কামমুক্ত" (**অকামমাগম**ন্তি) বলতে কামহীন, নিষ্কাম, কামত্যক্ত, কামবর্জিত, কামমুক্ত, কামপ্রহীন, কামপরিত্যক্ত এবং বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ ও পরিত্যক্তরাগ। এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আগত হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি, উপনীত হয়েছি এবং আপনার সম্মুখে সমাগত হয়েছি—ওঘাতিগং পুট্‌ঠুমকামমাগমং।

সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্তাতি। "শান্তি" (**সন্তী**তি) বলতে এক প্রকার শান্তি হচ্ছে শান্তিপদ, তা হলো অমৃত নির্বাণ। যা সেই সমস্ত সংস্কার উপশম, সকল উপাধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "ইহা শান্তপদ, ইহা শ্রেষ্ঠপদ, ইহাই সর্বসংস্কার উপশম, সকল উপাধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ।" অতঃপর শান্তি অধিগমের জন্য, শান্তি লাভের জন্য ও শান্তি সাক্ষাৎকরণের জন্য যে বহু প্রকারে ধর্ম সংবর্তিত হয়, যেমন—চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; ইহাকে বলা হয় শান্তিপদ। এই শান্তিপদ, ত্রাণপদ, আশ্রয়পদ, শরণপদ, অভয়পদ, অচ্যুতপদ, অমৃতপদ এবং নির্বাণপদ সম্বন্ধে আপনি বলুন, ভাষণ করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন এবং প্রকাশ করুন। ""**সহজনেত্তা**তি" বলতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে বলে। বোধিবৃক্ষমূলে এক অভূতপূর্ব ক্ষণে ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধচক্ষু এবং জিনভাব বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল। তদ্ধেতু বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানী। এ অর্থে—সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্ত।

যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেতন্তি। অমৃত, নির্বাণ... নিরোধ নির্বাণকে বলা হয় বিশুদ্ধ। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। "আমাকে বলুন" (**ব্রূহি মেত**ন্তি) বলতে আমাকে বলুন, ভাষণ করুন... প্রকাশ করুন। এ অর্থে—বিশুদ্ধ, অমৃত নির্বাণ সম্বন্ধে

আমাকে বলুন (যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেতং)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"সুত্বানহং ৰীর অকামকামিং, [ইচ্চাযস্মা জতুকণ্ণি]
ওঘাতিগং পুট্ঠুমকামমাগমং।
সন্তিপদং ব্রূহি সহজনেত্ত,
যথাতচ্ছং ভগৰা ব্রূহি মেত"ন্তি॥

৬৬. ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতি,
আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসা।
পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞো,
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং॥

অনুবাদ : তেজবান সূর্য যেরূপ তেজ দ্বারা পৃথিবীকে অভিভূত বা আলোকিত করে, সেরূপ ভগবানও কামসমূহ পরাজয় করে অবস্থান করেন। হে মহাজ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী, আমাকে উপদেশ দিন, আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ইহলোকে জন্ম-জরা উপশম করতে পারি।

ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতীতি। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম... এগুলোকে বস্তুকাম... এগুলোকে ক্লেশকাম বলে। ভগবান বস্তুকাম জ্ঞাত হয়ে ক্লেশকাম ত্যাগ করে (কামসমূহ) পরাজিত করে, পরাভূত করে, দমন করে ও ধ্বংস করে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, যাপন করেন এবং জীবন যাপন করেন—ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতি।

আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসাতি। সূর্যকে বলা হয় আদিত্য। জগৎকে বলে পৃথিবী। যেমন তেজস্বী সূর্য তেজের দ্বারা সমন্নাগত হয়ে পৃথিবীকে অভিভূত করে, অধিকার করে, জয় করে, বশীভূত করে, উত্তপ্ত করে এবং সমস্ত তমাচ্ছন্ন অপসারিত করে অন্ধকার বিদূরিত করে আলো ছড়িয়ে আকাশে, অন্তরীক্ষে এবং গগনপথে গমন করে; ঠিক তেমনিভাবে জ্ঞানতেজী ভগবানও জ্ঞান তেজের দ্বারা সমন্বিত হয়ে সমস্ত অভিসংস্কার... ক্লেশ অন্ধকার, অবিদ্যা অন্ধকার বিদূরিত করে জ্ঞানালো ছড়িয়ে বস্তুকাম পরিজ্ঞাত হয়ে ও ক্লেশকাম প্রহীন করে, পরাজিত করে, জয় করে, দমন করে, পরাভূত

করে এবং ধ্বংস করে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন এবং জীবন যাপন করেন—আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসা।

পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞাতি। আমি অল্পজ্ঞানী, জ্ঞানহীন, ক্ষুদ্রজ্ঞানী ও তুচ্ছ বা অল্প জ্ঞানী। (আর) আপনি মহাপ্রাজ্ঞ, পুথুপ্রাজ্ঞ, হাসপ্রাজ্ঞ, জবনপ্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ও নির্বেদিকপ্রাজ্ঞ বা প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন। পৃথিবীকে বলে ভূমি। ভগবান সেই পৃথিবীর সমান বিপুল, বিস্তৃত বা মহাপ্রজ্ঞায় সমন্নাগত—পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞা।

আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি। "ধর্ম" (**ধম্মন্তি**) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যা প্রতিপালনের উপযোগী; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান... নির্বাণ এবং নির্বাণগামিনী প্রতিপদ সম্বন্ধে ভাষণ করুন, দেশনা করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। **যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি**। আমি যেন জ্ঞাত হতে পারি, জানতে পারি, অনুভব করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, লাভ করতে পারি, ধারণ করতে পারি এবং সাক্ষাত করতে পারি। এ অর্থে—আমাকে উপদেশ দিন আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হতে পারি" (আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং)।

জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানন্তি। ইহলোকে জন্ম-জরা-মরণের প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, অমৃত নির্বাণ। এ অর্থে–জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন:

> ''ভগৰা হি কামে অভিভুয্য ইরিযতি,
> আদিচ্চোৰ পথৰিং তেজী তেজসা।
> পরিত্তপঞ্ঞস্স মে ভূরিপঞ্ঞা,
> আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
> জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহান''ন্তি॥

৬৭. কামেসু ৰিনয গেধং, [জতুকণ্ণীতি ভগৰা]
নেকখম্মং দট্ঠু খেমতো।
উগ্গহিতং নিরত্তং ৰা, মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চনং॥

অনুবাদ : ভগবান বললেন, হে জতুকন্নী, কামসমূহের প্রতি আসক্তি দমন কর, নৈষ্ক্রম্যকে শরণরূপে দর্শন কর, যাতে তোমার গ্রহণ কিংবা বর্জন

(লোভ-দ্বেষ-মোহ) কিছুই না থাকে।

কামেসু ৰিনয গেধন্তি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম ও ক্লেশকাম... এগুলোকে বস্তুকাম বলা হয়... এগুলোকে ক্লেশকাম বলা হয়। "লোভ" (**গেধ**) তৃষ্ণাকে বলে লোভ। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। **কামেসু ৰিনয গেধ**ন্তি। কামাসক্তি দমন কর, ক্ষয় কর, ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর—"কামসমূহের প্রতি আসক্তি দমন কর" (**কামেসু ৰিনয গেধং**)। "জাতুকন্নী" (**জতুকণ্ণী**তি) বলতে ভগবানের সেই গোত্র ব্রাহ্মণকে এ গোত্র দ্বারা সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—জতুকণ্ণীতি ভগৰা।

নেকখম্মং দট্ঠু খেমতোতি। "নৈষ্ক্রম্য" (**নেকখম্ম**ন্তি) বলতে সম্যক প্রতিপদ, অনুলোম প্রতিপদ, অপ্রতিকূল প্রতিপদ, জ্ঞানত প্রতিপদ (অন্বত্থপটিপদং) ধর্মানুধর্ম প্রতিপদ, শীলসমূহ পরিপূর্ণকরণতা, ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বারতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, জাগ্রতভাব, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান, চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামী প্রতিপদ; এসব প্রতিপদাকে নিরাপদরূপে, ত্রাণরূপে, আশ্রয়রূপে, শরণরূপে, রক্ষারূপে, অভয়রূপে, অচ্যুতরূপে, অমৃতরূপে এবং নির্বাণরূপে দর্শন করে, উপলব্ধি করে, তুলনা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে এবং বিশ্লেষণ করে—নেকখম্মং দট্ঠু খেমতো।

উগ্গহিতং নিরত্তং ৰাতি। "গৃহীত" (**উগ্গহিত**ন্তি) বলতে তৃষ্ণা এবং দৃষ্টিবশে গৃহীত, সংস্পৃষ্ট, অভিনিবিষ্ট, সংলগ্নকৃত (অজ্ঝোসিত) অধিমুক্ত। "বর্জন করা" (**নিরত্তং ৰা**তি) বলতে ত্যক্ত করা উচিত, পরিত্যাগ করা উচিত, অপনোদন করা উচিত, অপসারণ করা উচিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা উচিত, উৎপত্তির অযোগ্য করা উচিত—উগ্গহিতং নিরত্তং ৰা।

মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চনন্তি। "আসক্তি" (**কিঞ্চন**ন্তি) বলতে রাগ-আসক্তি, দোষ-আসক্তি, মোহ-আসক্তি, মান-আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি-আসক্তি, ক্লেশ-আসক্তি, দুশ্চরিত্র-আসক্তি। এসব আসক্তি তোমার নয়, তোমার বিদ্যমান নেই, অনুভূত হয় না; সেসব ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর—মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চনং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"কামেসু ৰিনয গেধং, [জতুকণ্ণীতি ভগৰা]
নেকখম্মং দট্ঠু খেমতো।
উগ্গহিতং নিরত্তং ৰা, মা তে ৰিজ্জিত্থ কিঞ্চন"ন্তি॥

৬৮. যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।
মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসি॥

অনুবাদ : যা অতীত তা পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে যেন কিছুই না থাকে। বর্তমান সংস্কারকে গ্রহণ বা আসক্তি না করে উপশান্ত হয়ে অবস্থান কর।

যং পুব্বে তং ৰিসোসেহীতি। অতীত সংস্কার অবলম্বনে যেসব ক্লেশ উৎপন্ন হয়েছিল সেগুলো ধ্বংস কর, দমন কর, নির্মূল কর, পরিহার কর, ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর, বিদূরীত কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর—এভাবে যা অতীত তা পরিত্যাগ কর (এৰম্পি যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি)। অথবা অতীতে যে-সমস্ত বিপাকহীন কর্মাভিসংস্কার, সেই কর্মাভিসংস্কার ধ্বংস কর, দমন কর, নির্মূল কর, পরিহার কর, ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর, বিদূরীত কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর—এৰম্পি যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি।

পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনন্তি। ভবিষ্যৎ বলতে অনাগত সংস্কার অবলম্বনে যে রাগ-আসক্তি, দ্বেষ-আসক্তি, মোহ-আসক্তি, মান-আসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি-আসক্তি, ক্লেশ-আসক্তি, দুশ্চরিত-আসক্তি। এসব আসক্তি তোমার নেই, ছিল না, জানা নেই, জ্ঞাত নয়, উপলব্ধি হয়নি; সেসব ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, বিদূরীত কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর—পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।

মজ্ঝে চে নো গহেস্সসীতি। বর্তমান বলতে প্রত্যুৎপন্ন রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। প্রত্যুৎপন্ন সংস্কারসমূহ তৃষ্ণাবশে ও মিথ্যাদৃষ্টিবশে গ্রহণ করবে না, আসক্তি করবে না, ধারণ করবে না, ইচ্ছা করবে না, অভিনন্দন করবে না এবং আকাঙ্ক্ষা করবে না। এই অভিনন্দন, অভিলাষ, প্রত্যাশা, ধারণ এবং অভিনিবেশ ত্যাগ করবে, পরিত্যাগ করবে, বিদূরীত করবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করবে—মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি।

উপসন্তো চরিস্সসীতি। রাগ বা আসক্তির উপশম হলে উপশান্ত হয়ে অবস্থান করবে, দ্বেষের... সমস্ত অকুশলাভিসংস্কারের শান্ত, প্রশান্ত, উপশান্ত, উপশমিত, প্রশমিত, নিবৃত্ত, মুক্ত এবং বিমুক্ত হলে শান্ত, প্রশান্ত, উপশান্ত, নিবৃত্ত ও বিমুক্ত হয়ে বিচরণ করবে, অবস্থান করবে, বাস করবে, চলা-ফেরা করবে, দিনাতিপাত করবে, অতিবাহিত করবে এবং জীবন যাপন করবে—

উপসন্তো চরিস্সসি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যং পুব্বে তং ৰিসোসেহি, পচ্ছা তে মাহু কিঞ্চনং।
মজ্ঝে চে নো গহেস্সসি, উপসন্তো চরিস্সসী"তি॥

৬৯. সব্বসো নামরূপস্মিং, ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণ।
আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তি, যেহি মচ্চুৰসং ৰজে॥

অনুবাদ : সমস্ত নাম-রূপের প্রতি বীততৃষ্ণাকারী হচ্ছে ব্রাহ্মণ। অর্হতের আসব নেই, যা দ্বারা মৃত্যুর অধীন হয়।

সব্বসো নামরূপস্মিং ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণাতি। "সমস্ত" (**সব্বসো**তি) বলতে সব, সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, অশেষ, নিঃশেষ ও পরিশেষমূলক বচন। "নাম" (**নাম**ন্তি) বলতে চার প্রকার অরূপস্কন্ধ। "রূপ" (**রূপ**ন্তি) বলতে চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ। তৃষ্ণাকে বলা হয় লোভ। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। **সব্বসো নামরূপস্মিং ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণা**তি। সমস্ত নামরূপের প্রতি বীততৃষ্ণ, বিগততৃষ্ণ, ত্যক্ততৃষ্ণ, পরিত্যক্ততৃষ্ণ, মুক্ততৃষ্ণ, প্রহীনতৃষ্ণ, বর্জিততৃষ্ণ এবং বীতরাগ, বিগতরাগ, ত্যক্তরাগ, পরিত্যক্তরাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ ও বর্জিতরাগের বা রাগ ধ্বংসকারীর। এ অর্থে—সব্বসো নামরূপস্মিং ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণ।

আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তীতি। "আসব" (**আসৰা**তি) বলতে চার প্রকার আসব। যথা : কাম-আসব, ভব-আসব, দৃষ্টি-আসব ও অবিদ্যাসব। " **অস্সা**তি " বলতে অর্হৎ ক্ষীণাস্রবের। "বিদ্যমান নেই" (**ন ৰিজ্জন্তী**তি) বলতে এই আসবসমূহ তাঁর নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, এমনকি উপলব্ধিও হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। এ অর্থে—অর্হতের আসব নেই (আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তি)।

যেহি মচ্চুৰসং ৰজেতি। যেসব আসব দ্বারা মৃত্যুর অধীন হতে হয়, মরণের কবলে পড়তে হয় এবং মারের পক্ষপাতি হতে হয়; সেই আসবসমূহ তাঁর নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, এমন কি উপলব্ধিও হয় না; বরং প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—যেহি মচ্চুৰসং ৰজে।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"সব্বসো নামরূপস্মিং, ৰীতগেধস্স ব্রাহ্মণ।
আসৰাস্স ন ৰিজ্জন্তি, যেহি মচ্চুৰসং ৰজে"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[জতুকন্নী মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১২. ভদ্রাবুধ মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৭০. ওকঞ্জহং তন্হচ্ছিদং অনেজং, [ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো]
নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তং।
কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধং,
সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো॥

অনুবাদ : আসক্তিজয়ী, তৃষ্ণাচ্ছিন্ন, তৃষ্ণামুক্ত, নন্দীজয়ী, ওঘ-উত্তীর্ণ, বিমুক্ত, কল্পজয়ী সুমেধকে প্রার্থনা করছি। নাগের এই বচন শ্রবণ করে এখান হতে প্রস্থান করব।

ওকঞ্জহং তন্হচ্ছিদং অনেজন্তি। "আসক্তিহীন" (**ওকঞ্জহ**ন্তি) বলতে রূপধাতুর প্রতি যে ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং চিত্তের আসক্তি, উপাদান, অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ ও অনুশয়—ভগবান বুদ্ধের সেসব প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। বেদনাধাতুর প্রতি... তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। সংজ্ঞাধাতুর প্রতি... তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। সংস্কারধাতুর... তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। বিজ্ঞানধাতুর প্রতি যে ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং চিত্তের আসক্তি, উপাদান, অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ ও অনুশয়—ভগবান বুদ্ধের সেসব প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু ভগবান আসক্তিজয়ী। **তন্হচ্ছিদ**ন্তি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণাসমূহ ভগবান বুদ্ধের ছিন্ন, উচ্ছিন্ন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। তদ্ধেতু বুদ্ধ তৃষ্ণাচ্ছিন্ন। **অনেজো**তি। তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে তৃষ্ণা বলা হয়। যেই রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু ভগবান তৃষ্ণামুক্ত। তৃষ্ণাপ্রহীন হেতু তৃষ্ণামুক্ত। ভগবান লাভে-অলাভে, যশে-অযশে, নিন্দায়-প্রশংসায়, সুখে-দুঃখে কম্পিত

হন না, চালিত হন না, বিচলিত হন না, ভীত হন না, অস্থির হন না। তদ্ধেতু বুদ্ধ তৃষ্ণামুক্ত। এ অর্থে—আসক্তিহীন, তৃষ্ণাচ্ছিন্ন, তৃষ্ণামুক্ত (ওকঞ্জহং তণ্হচ্ছিদং অনেজং)। **ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো**তি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... "ভদ্রাবুধ" (**ভদ্রাৰুধো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম... ও সম্বোধনসূচক বাক্য। এ অর্থে—আয়ুষ্মান ভদ্রাবুধ (ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো)।

নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তন্তি। নন্দীকে তৃষ্ণা বলা হয়। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই নন্দী, তৃষ্ণা ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ নন্দীজয়ী। "ওঘ উত্তীর্ণ" (**ওঘতিণ্ণ**ন্তি) বলতে ভগবান কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ ও সংসার পরিভ্রমণ-ওঘ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, নিষ্ক্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করেছেন। তাঁর আবাস উত্থিত (অর্থাৎ পূর্বের জীবনযাত্রা নেই), আচরণপূর্ণ (অর্থাৎ পূর্বের অভ্যাসগত স্বভাব নেই)... জাতি-মরণ, ভব ও পুনর্জন্ম নেই। তাই নন্দীজয়ী, ওঘ-উত্তীর্ণ। এ অর্থে—নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং। "বিমুক্ত" (**ৰিমুত্ত**ন্তি) বলতে ভগবান রাগচিত্ত হতে মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত। দ্বেষচিত্ত... মোহচিত্ত... সকল অকুশল সংস্কার চিত্ত হতে মুক্ত, বিমুক্ত, সুবিমুক্ত। এ অর্থে—নন্দীজয়ী, ওঘ-উত্তীর্ণ ও বিমুক্ত (নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তং)।

কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধন্তি। "কম্পন" (**কপ্পা**তি) বলতে দুই প্রকার কম্পন। যথা : তৃষ্ণা কম্পন ও মিথ্যাদৃষ্টি কম্পন... ইহা তৃষ্ণা কম্পন... ইহা মিথ্যাদৃষ্টি কম্পন। ভগবান বুদ্ধের তৃষ্ণা কম্পন প্রহীন, মিথ্যাদৃষ্টি কম্পন পরিত্যক্ত। তৃষ্ণা কম্পন প্রহীন ও মিথ্যাদৃষ্টি কম্পন পরিত্যক্ত হেতু ভগবান কম্পনজয়ী। "প্রার্থনা করছি" (**অভিযাচে**তি) বলতে যাচঞা করছি, প্রার্থনা করছি, আবেদন করছি, নিবেদন করছি, অনুরোধ করছি, অনুনয় করছি, অভিলাষ করছি, আকাঙ্ক্ষা করছি। প্রজ্ঞাকে সুমেধ বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই মেধা, প্রজ্ঞায় উপগত, সমুপগত, অধিকৃত, উপনীত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্বিত। তদ্ধেতু ভগবান সুমেধ। এ অর্থে—কম্পনজয়ী সুমেধকে প্রার্থনা করছি (কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধং)।

সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতোতি। "নাগের" (**নাগস্সা**তি) বলতে

নাগ। ভগবান পাপাসক্তি করেন না বলে নাগ; পাপে গমন করেন না বলে নাগ, আগমন করেন না বলে নাগ... এভাবে ভগবান পাপে গমন করেন না বলে নাগ। **সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো**তি। আপনার (বুদ্ধের) বাক্য, বক্তব্য, দেশনা, উপদেশ ও পরামর্শ শ্রবণ, মনোনিবেশ, গ্রহণ, ধারণ এবং উপলব্ধি করে এখান হতে গমন করব, প্রস্থান করব, চলে যাব, স্থান ত্যাগ করবে, দিকবিদিক গমন করব। এ অর্থে—নাগের বচন শ্রবণ করে এখান হতে প্রস্থান করবো (সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"ওকঞ্জহং তণ্হচ্ছিদং অনেজং, [ইচ্চাযস্মা ভদ্রাৰুধো]
নন্দিঞ্জহং ওঘতিণ্ণং ৰিমুত্তং।
কপ্পঞ্জহং অভিযাচে সুমেধং,
সুত্বান নাগস্স অপনমিস্সন্তি ইতো"তি॥

৭১. নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতা,
তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানা।
তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহি,
তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো॥

অনুবাদ : হে বীর, জনপদসমূহ হতে বহুলোক আপনার দেশনা শ্রবণ করার অভিলাষে একত্রিত হয়েছেন। তাদেরকে আপনি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন, যাতে করে তারা এ ধর্ম সুবিদিত হয়।

নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতাতি। "বহুলোক" (**নানাজনা**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা, মানুষ। "জনপদসমূহ" (**জনপদেহি সঙ্গতা**তি) বলতে অঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ, কাশী, কোশল, বৃজি, মল্ল, সাগরম্মা, বংসা, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছ, সূরসেন, অস্‌সক, অবন্তি, যোনক, কম্বোজ। "একত্রিত" (**সঙ্গতা**তি) বলতে মিলিত, একত্রিত, সমাগত, সম্মিলিত ও সন্নিবেশিত। এ অর্থে—জনপদসমূহ হতে বহুলোক একত্রিত হয়েছেন (নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতা)।

তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানাতি। "বীর" (**ৰীরা**তি) বলতে বীর, ভগবান বীর্যবান বলে বীর, পরাক্রমশালী বলে বীর, বীরত্বপূর্ণ বলে বীর, দক্ষ বলে বীর, ভয়-বিহ্বল মুক্ত বলে বীর।

ৰিরতো ইধ সব্বপাপকেহি, নিরযদুকখং অতিচ্চ ৰীরিযৰা সো।
সো ৰীরিযৰা পধানৰা, ৰীরো তাদি পৰুচ্চতে তথত্তাতি॥

এ জগতে যিনি সমস্ত পাপকর্ম হতে মুক্ত, নিরয়দুঃখ বিজয়ী, বীর্যবান, যথার্থ, গুণবান, শ্রেষ্ঠ তিনিই বীর বলে কথিত।

তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানাতি। আপনার বাক্য, বক্তব্য, দেশনা, উপদেশ, পরামর্শ। "অভিলাষ" (**অভিকঙ্খমানা**তি) বলতে অভিলাষ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা, আবেদন, নিবেদন করছি। এ অর্থে—হে বীর, তারা আপনার বাক্য অভিলাষ করছে (তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানা)।

তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহীতি। "তাদের" (**তেস**ন্তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্থ, প্রব্রজিত, দেবতা ও মনুষ্যগণের। "আপনি" (**তুৰ**ন্তি) বলতে ভগবানকে বলা হয়েছে। "উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন" (**সাধু ৰিযাকরোহী**তি) বলতে উত্তমরূপে বলুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, বিবৃত করুন, ব্যাখ্যা করুন, বর্ণনা করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—তাদেরকে আপনি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করুন (তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহি)।

তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মোতি। যাতে তারা এ ধর্ম বিদিত, জ্ঞাত, অধিগত, উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এ অর্থে—যাতে করে তারা এ ধর্ম বিদিত হয় (তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

> ''নানাজনা জনপদেহি সঙ্গতা, তৰ ৰীর ৰাক্যং অভিকঙ্খমানা।
> তেসং তুৰং সাধু ৰিযাকরোহি, তথা হি তে ৰিদিতো এস ধম্মো''তি॥

৭২. আদানতণ্হং ৰিনযেথ সব্বং, [ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
যং যঞ্হি লোকস্মিমুপাদিযন্তি,
তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তুং॥

অনুবাদ : ভগবান ভদ্রাবুধকে বললেন, সকল তৃষ্ণোপাদান দমন করবে—উর্ধ্ব, অধঃ, মধ্যেও। এ জগতে মানুষ যা কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করে, তদ্বারাই মার মানুষকে অনুসরণ করে।

আদানতণ্হং ৰিনযেথ সব্বন্তি। "তৃষ্ণোপাদান" বলা হয় রূপতৃষ্ণা... এগুলো তৃষ্ণা উপাদান। কী কারণে তৃষ্ণোপাদান বলা হয়? এই তৃষ্ণা রূপকে আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে এবং পুনরুৎপাদন করে। বেদনাকে আঁকড়ে ধরে... সংজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরে... সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে... বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে... গতিকে আঁকড়ে ধরে... উৎপত্তি বা জন্মকে

আঁকড়ে ধরে... প্রতিসন্ধিকে আঁকড়ে ধরে... ভবকে আঁকড়ে ধরে... সংসারকে আঁকড়ে ধরে... সংসার পরিভ্রমণকে আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে এবং পুনরুৎপাদন করে। এ কারণে তৃষ্ণোপাদান বলা হয়। **আদানতন্হং ৰিনযেথ সব্ব**ন্তি। সমস্ত তৃষ্ণোপাদান দমন করবে, পরাজয় করবে, পরিত্যাগ করবে, উপশম করবে, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে, ভবিষ্যতের জন্য অনুৎপন্নধর্মী করবে। এ অর্থে—আদানতন্হং ৰিনযেথ সব্বং। **ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা**তি। "ভদ্রাবুধ" (**ভদ্রাৰুধা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে সগৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা।

উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝেতি। "ঊর্ধ্ব" (**উদ্ধ**ন্তি) বলতে অনাগত, "অধঃ" (**অধো**তি) বলতে অতীত, "মধ্য" (**উদ্ধ**ন্তি) বলতে বর্তমান। ঊর্ধ্ব বলতে দেবলোক, অধঃ বলতে অপায়লোক, মধ্য বলতে মনুষ্যলোক। অথবা, ঊর্ধ্ব বলতে কুশলধর্ম, অধঃ বলতে অকুশলধর্ম, মধ্য বলতে অব্যাকৃত ধর্ম। ঊর্ধ্ব বলতে অরূপধাতু, অধঃ বলতে কামধাতু, মধ্য বলতে রূপধাতু। ঊর্ধ্ব বলতে সুখ বেদনা, অধঃ বলতে দুঃখ বেদনা, মধ্য বলতে সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা বেদনা। ঊর্ধ্ব বলতে পদতলের উপরের দিকে, অধঃ বলতে মস্তকের চুলের নিচে, মধ্য বলতে দুইয়ের মধ্যে। এ অর্থে—ঊর্ধ্ব, অধঃ, মধ্য (উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে)।

যং যঞ্চিহ লোকস্মিমুপাদিযন্তীতি। যা রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত, বিজ্ঞানগত, তা আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে, পুনরুৎপাদন করে। "লোকে" (**লোকস্মি**ন্তি) বলতে অপায়লোকে, মনুষ্যলোকে, দেবলোকে, স্কন্ধলোকে, ধাতুলোকে, আয়তনলোকে। এ অর্থে—এ জগতে মানুষ যা কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করে (যং যঞ্চিহ লোকস্মিমুপাদিযন্তি)।

তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তুন্তি। কর্মাভিসংস্কার বশে প্রতিসন্ধিকে স্কন্ধমার, ধাতুমার, আয়তনমার, গতিমার, উৎপত্তিমার, প্রতিসন্ধিমার, ভবমার, সংসারমার, সংসার-পরিভ্রমণ-মার অনুসরণ করে, অনুগমন করে এবং সহযাত্রী বা অনুসরণকারী হয়। "মানুষ" (**জন্তু**ন্তি) বলতে জন, নর, মানব, মনুষ্য, পুদ্গল, জীব, মনুষ্যজাতি, ব্যক্তি, পুরুষ, মানুষ। এ অর্থে—তদ্বারাই মার মানুষকে অনুসরণ করে (তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তুং)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“আদানতণ্হং ৰিনযেথ সব্বং, [ভদ্রাৰুধাতি ভগৰা]
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চাপি মজ্ঝে।
যং যঞ্হি লোকস্মিমুপাদিযন্তি, তেনেৰ মারো অন্বেতি জন্তু”ন্তি॥

৭৩. তস্মা পজানং ন উপাদিযেথ,
ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকে।
আদানসত্তে ইতি পেকখমানো,
পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্তং॥

অনুবাদ : অতএব, ইহা জ্ঞাত হয়ে স্মৃতিমান ভিক্ষু মৃত্যুর অধীন, আবদ্ধ এবং উপাদানে নিবিষ্ট মানুষকে দেখে সর্বলোকে, কোনো কিছুতে আসক্তি উৎপন্ন করবে না।

তস্মা পজানং ন উপাদিযেথাতি। “তদ্ধেতু” (**তস্মা**তি) বলতে তদ্ধেতু, সেই কারণে, সেই হেতুতে, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে; এই আদীনবকে তৃষ্ণোপাদানরূপে দর্শন করবে। “জ্ঞাত হয়ে” (**পজান**ন্তি) বলতে জেনে, জ্ঞাত হয়ে, উপলব্ধি করে, অনুভব করে, হৃদয়ঙ্গম করে, অনুধাবন করে। যেমন, “সকল সংস্কার অনিত্য” এটা... অনুধাবন করে। “সকল সংস্কার দুঃখ” এটা... “যা কিছু উৎপন্নশীল, তা ধ্বংসশীল” এটা জেনে, জ্ঞাত হয়ে, উপলব্ধি করে, অনুভব করে, হৃদয়ঙ্গম করে ও অনুধাবন করে। “আসক্তি করবে না” (**ন উপাদিযেথা**তি) বলতে রূপকে আঁকড়ে না ধরে, ধারণ না করে, গ্রহণ না করে, অনুভব না কর, পুনরুৎপাদন না করে; বেদনাকে আঁকড়ে... সংজ্ঞাকে আঁকড়ে... সংস্কারকে আঁকড়ে... বিজ্ঞানকে আঁকড়ে... গতিকে আঁকড়ে... উৎপত্তিকে আঁকড়ে... প্রতিসন্ধিকে আঁকড়ে... ভবকে আঁকড়ে... সংসারকে আঁকড়ে... সংসার পরিভ্রমণকে আঁকড়ে না ধরে, ধারণ না করে, গ্রহণ না করে, অনুভব না কর, পুনরুৎপাদন না করে। এ অর্থে—তদ্ধেতু ইহা জ্ঞাত হয়ে আসক্তি উৎপন্ন করবে না (তস্মা পজানং ন উপাদিযেথ)।

ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকেতি। “ভিক্ষু” (**ভিকখু**তি) বলতে কল্যাণ পৃথগ্‌জন ভিক্ষু, শৈক্ষ্য ভিক্ষু। “স্মৃতিমান” (**সতো**তি) বলতে চারটি প্রকারে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়ানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান।... তাকে স্মৃতিমান বলা হয়—ভিক্ষু স্মৃতিমান (ভিকখু সতো)।

"কিছুতেই" (**কিঞ্চন**ন্তি) বলতে রূপগত, বেদনাগত, সংজ্ঞাগত, সংস্কারগত ও বিজ্ঞানগত কিছুতেই। "সর্বলোকে" (**সব্বলোকে**তি) বলতে সব অপায়লোকে, সমস্ত মনুষ্যলোকে, সমস্ত দেবলোকে, সব স্কন্ধলোকে, সব ধাতুলোকে, সব আয়তনলোকে। এ অর্থে—স্মৃতিমান ভিক্ষু সর্বলোকে কোনো কিছুতে (ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকে)।

আদানসত্তে ইতি পেকখমানোতি। যে ব্যক্তি রূপকে আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে, পুনরুৎপাদন করে, তাকে উপাদানে নিবিষ্ট পুদ্গল বলে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... গতিকে... উৎপত্তিকে... প্রতিসন্ধিকে... ভবকে... সংসারকে... সংসার পরিভ্রমণকে আঁকড়ে ধরে, ধারণ করে, গ্রহণ করে, অনুভব করে, পুনরুৎপাদন করে, তাকে উপাদানে নিবিষ্ট পুদ্গল বলে। "এই" (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি... পর্যায়ানুক্রম। এ অর্থে—ইতীতি। "দেখে" (**পেকখমানো**তি) বলতে দেখে, দর্শন করে, দৃষ্টিপাত করে, দৃষ্টিগোচর হয়ে, অবলোকন করে, নিরীক্ষণ করে, পর্যবেক্ষণ করে। এ অর্থে—উপাদানে নিবিষ্ট পুদ্গলকে দেখে (আদানসত্তে ইতি পেকখমানো)।

পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্তন্তি। "প্রজা" (**পজা**তি) বলতে সত্ত্বের অধিবচন। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে মৃত্যুর অধীন বলা হয়। মানুষ মৃত্যুর অধীন, মারের অধীন ও মরণের অধীন, সংলগ্ন, জড়িত, যুক্ত, সংযুক্ত, লম্বিত এবং আবদ্ধ। এভাবে মানুষ মৃত্যু, মার ও মরণের অধীন, সংলগ্ন, জড়িত, যুক্ত, সংযুক্ত, লম্বিত এবং আবদ্ধ হয়ে থাকে। এ অর্থে—এই মানুষ মৃত্যুর অধীন, আবদ্ধ (পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্তং)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"তস্মা পজানং ন উপাদিযেথ, ভিকখু সতো কিঞ্চনং সব্বলোকে।
আদানসত্তে ইতি পেকখমানো, পজং ইমং মচ্চুধেয্যে ৰিসত্ত"ন্তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[ভদ্রাবুধ মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৩. উদয় মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৭৪. ঝাযিং ৰিরজমাসীনং, [ইচ্চাযস্মা উদযো]
কতকিচ্চং অনাসৰং।
পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূহি, অৰিজ্জায পভেদনং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান উদয় বললেন, ধ্যানী ও বিরজ হয়ে আসীন, কৃতকৃত্য, অনাসব, সকল ধর্মে পারদর্শীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। যাতে অবিদ্যা ধ্বংস হয়, তজ্জন্য জ্ঞান বিমোক্ষ প্রকাশ করুন।

ঝাযিং ৰিরজমাসীনন্তি। "ধ্যানী" (**ঝাযি**ন্তি) বলতে ভগবান ধ্যানী। প্রথম ধ্যানে ধ্যানী, দ্বিতীয় ধ্যানে ধ্যানী, তৃতীয় ধ্যানে ধ্যানী, চতুর্থ ধ্যানে ধ্যানী, সবিতর্ক-বিচার ধ্যানে ধ্যানী, অবিতর্ক-বিচার ধ্যানে ধ্যানী, অবিতর্ক-অবিচার ধ্যানে ধ্যানী, প্রীতি ধ্যানে ধ্যানী, প্রীতিহীন ধ্যানে ধ্যানী, সুখসহগত ধ্যানে ধ্যানী, উপেক্ষাসহগত ধ্যানে ধ্যানী, শূন্যতা ধ্যানে ধ্যানী, অনিমিত্ত ধ্যানে ধ্যানী, অপ্রণিহিত ধ্যানে ধ্যানী, লৌকিক ধ্যানে ধ্যানী, লোকোত্তর ধ্যানে ধ্যানী এবং ধ্যানরত, একাগ্রচিত্তযুক্ত, উত্তম গুরু বলে ধ্যানী। "বিরজ" (**ৰিরজ**ন্তি) বলতে রাগরজ, দ্বেষরজ, মোহরজ, ক্রোধরজ, বিদ্বেষরজ... সকল অকুশলাভিসংস্কার-রজ। সেসব রজ ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তজ্জন্য ভগবান বিরজ, রজঃহীন, রজঃউপগত, রজঃবিপ্রহীন, রজঃবিপ্রযুক্ত ও সকল প্রকার রজ হতে মুক্ত।

রাগো রজো ন চ পন রেণু ৰুচ্চতি,
রাগস্সেতং অধিৰচনং রজোতি।
এতং রজং ৰিপ্পজহিত্বা চকখুমা,
তস্মা জিনো ৰিগতরজোতি ৰুচ্চতি॥
দোসো রজো ন চ পন রেণু ৰুচ্চতি,
দোসস্সেতং অধিৰচনং রজোতি।
এতং রজং ৰিপ্পজহিত্বা চকখুমা,
তস্মা জিনো ৰিগতরজোতি ৰুচ্চতি॥
মোহো রজো ন চ পন রেণু ৰুচ্চতি,
মোহস্সেতং অধিৰচনং রজোতি।
এতং রজং ৰিপ্পজহিত্বা চকখুমা,
তস্মা জিনো ৰিগতরজোতি ৰুচ্চতীতি॥—

ৰিরজং... পে... ।

অনুবাদ : রাগ (আসক্তি) ও রজকে কখনো পাংসু (রেনু) বলে না; রজ রাগের অধিবচন। চক্ষুষ্মান (জ্ঞানী) এই রজ বা ময়লা পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য জিন বা বুদ্ধকে বিগতরজ বলা হয়। দ্বেষ ও রজকে কখনো পাংসু (রেণু) বলে না; রজ দ্বেষের অধিবচন। চক্ষুষ্মান এই রজ বা ময়লা পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য জিনকে বিগতরজ বলা হয়। মোহ ও রজকে কখনো পাংশু বলে না; রজ মোহের অধিবচন। চক্ষুষ্মান এই রজ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য জিনকে বিগতরজ বলা হয়।

"আসীন" (**আসীন**ন্তি) বলতে ভগবান পাষাণ দ্বারা তৈরি চৈত্যে আসীন।

নগস্স পস্সে আসীনং, মুনিং দুকখস্স পারগুং।
সাৰকা পযিরুপাসন্তি, তেৰিজ্জা মচ্চুহাযিনোতি॥

অনুবাদ : দুঃখ অতিক্রান্ত মুনি পর্বতের পার্শ্বে আসীন; ত্রিবিদ্যা ও মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রাবকগণ তাঁর চারপাশে বসে রয়েছেন।

এরূপে ভগবান আসীন। অথবা, ভগবান সম্পূর্ণ উদ্বেগহীনভাবে আসীন। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ... জাতি-মরণ-সংসার এবং পুনর্ভব নেই। এরূপে ভগবান আসীন। এ অর্থে—ধ্যানী বিরজ হয়ে আসীন (ঝাযিং ৰিরজমাসীনং)।

ইচ্চাযস্মা উদযোতি। "ইচ্চা" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... "উদয়" (**উদযো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম... ও সম্বোধনসূচক বাক্য। এ অর্থে—ইচ্চাযস্মা উদযো।

কতকিচ্চং অনাসৰন্তি। ভগবান বুদ্ধের কর্তব্যকর্ম, করণীয়-অকরণীয় প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অনাসব।

যস্স চ ৰিসতা নত্থি, ছিন্নসোতস্স ভিকখুনো।
কিচ্চাকিচ্চপ্পহীনস্স, পরিল়াহো ন ৰিজ্জতীতি॥

অনুবাদ : যাঁর কাছে মিথ্যা নেই, সেই ছিন্নস্রোত, কৃত-কর্তব্য প্রহীন ভিক্ষুর মনঃকষ্ট (পরিলাহ) উৎপত্তি হয় না।

কতকিচ্চং অনাসৰন্তি। "আসব" (**আসৰা**তি) বলতে চার প্রকার আসব। যথা : কাম-আসব, ভব-আসব, মিথ্যাদৃষ্টি-আসব ও অবিদ্যা-আসব। সেই আসবসমূহ ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অনাসব। এ অর্থে—কৃতকৃত্য, অনাসব (কতকিচ্চং অনাসৰং)।

পারগুং সব্বধম্মানন্তি। ভগবান সর্বধর্মের অভিজ্ঞানে পারদর্শী, পরিজ্ঞানে পারদর্শী, প্রহীনে পারদর্শী, ভাবনায় পারদর্শী, (সাক্ষাৎযোগ্য ধর্মে) সাক্ষাৎকরণে পারদর্শী, সমাপত্তিতে পারদর্শী। সকল ধর্মের অভিজ্ঞানে পারদর্শী, সকল দুঃখের পরিজ্ঞানে পারদর্শী, সকল ক্লেশ প্রহীনে পারদর্শী, চারি প্রকার মার্গভাবনায় পারদর্শী, নিরোধ সাক্ষাৎকরণে পারদর্শী, সকল সমাপত্তির সমাপত্তিতে পারদর্শী। তিনি আর্যশীলে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত; আর্যসমাধিতে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত; আর্যপ্রজ্ঞায় বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত; আর্যবিমুক্তিতে বশীপ্রাপ্ত, পারমীপ্রাপ্ত। তিনি পারগত, পারপ্রাপ্ত; অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত; সীমাগত (কোটিগতো), সীমাপ্রাপ্ত; প্রান্তগত, প্রান্তপ্রাপ্ত; অবসানগত, অবসানপ্রাপ্ত; ত্রাণগত, ত্রাণপ্রাপ্ত; শরণগত, শরণপ্রাপ্ত; অভয়গত, অভয়প্রাপ্ত; অচ্যুতগত, অচ্যুতপ্রাপ্ত; অমৃতগত, অমৃতপ্রাপ্ত এবং নির্বাণগত, নির্বাণপ্রাপ্ত। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ... জাতি-মরণ-সংসার, পুনর্ভব নেই। এ অর্থে—সকল ধর্মে পারদর্শী (পারগুং সব্বধম্মানং)।

অত্থি পঞ্ঞেহন আগমন্তি। অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা, প্রশ্নকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামীদের প্রশ্ন নিয়ে আগমন করেছি, অগ্রসর হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি, সম্মুখস্থ হয়েছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা আপনি হিতকারী ও দক্ষ, আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত, কথিত, জ্ঞাপিত, বিদিত বিষয় আপনি সত্যিই বর্ণনা করবেন বা বলে দিবেন। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

অঞ্ঞাৱিমোকখং পব্রূহীতি। অর্হৎ বিমোক্ষকে জ্ঞান-বিমোক্ষ বলা হয়। অর্হৎ বিমোক্ষকে ব্যক্ত করুন, জ্ঞাপন করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, প্রজ্ঞাপ্ত করুন, বিশ্লেষণ করুন, ব্যাখ্যা করুন, বর্ণনা করুন ও প্রকাশ করুন। এ অর্থে—জ্ঞান-বিমোক্ষ প্রকাশ করুন (অঞ্ঞাৱিমোকখং পব্রূহি)।

অৱিজ্জায পভেদনন্তি। অবিদ্যার ধ্বংস, বিনাশ, পরিত্যক্ত, উপশম, প্রশমন, নির্মূল, সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়সাধন, অমৃত নির্বাণ। এ অর্থে—অবিদ্যার ধ্বংস সাধন (অৱিজ্জায পভেদনং)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

> "ঝাযিং ৱিরজমাসীনং, [ইচ্চাযস্মা উদযো] কতকিচ্চং অনাসৱং।
> পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্ঞেহন আগমং।
> অঞ্ঞাৱিমোকখং পব্রূহি, অৱিজ্জায পভেদন"ন্তি॥

৭৫. পহানং কামচ্ছন্দানং, [উদযাতি ভগৰা]
দোমনস্সান চূভযং।
থিনস্স চ পনূদনং, কুক্কুচ্চানং নিৰারণং॥

অনুবাদ : ভগবান উদয়কে বললেন, কামচ্ছন্দ ও দৌর্মনস্য এ উভয়ের প্রহীন, জড়তার দূরীকরণ, কৌকৃত্যের নিবারণ (এটাই জ্ঞান-বিমোক্ষ)।

পহানং কামচ্ছন্দানন্তি। "ইচ্ছা" (**ছন্দো**তি) বলতে কামসমূহে যেই কামচ্ছন্দ, কামরাগ, কামনন্দী, কামতৃষ্ণা, কামস্নেহ, কামপিপাসা, কামপরিদাহ, কামমূর্ছা, কামাসক্তি, কাম-ওঘ, কামানুরাগ, কামুপাদান, কামচ্ছন্দ নীবরণ। "কামচ্ছন্দ প্রহীন" (**পহানং কামচ্ছন্দান**ন্তি) বলতে কামচ্ছন্দের প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, অমৃতময় নির্বাণ—পহানং কামচ্ছন্দানং। **উদযাতি ভগৰা**তি "উদয়" (**উদযা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰাতি**) গৌরবের অধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপেই ভগবান। এ অর্থে—উদযাতি ভগৰা।

দোমনস্সান চূভযন্তি। "দৌর্মসন্য" (**দোমনস্সা**তি) বলতে যা চৈতসিক অপ্রীতিকর বা অমনোজ্ঞ, চৈতসিক দুঃখ, চিত্তসংস্পর্শজ অমনোজ্ঞ বেদয়িত দুঃখ, চিত্তসংর্স্পশজ অমনোজ্ঞ দুঃখ বেদনা। **দোমনস্সান চূভয**ন্তি। কামচ্ছন্দ এবং দৌর্মনস্য এ উভয়ের প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, অমৃতময় নির্বাণ—দোমনস্সান চূভযং।

থিনস্স চ পনূদনন্তি। "জড়তা" (**থিন**ন্তি) বলতে যা চিত্তের নিরানন্দতা, অকর্মণ্যতা, অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা, স্তব্ধতা, জড়তা, ঢিলেমিতা, উদাসীনতা, দুর্বলতা, অবসাদ। "দূরীকরণ" (**পনূদন**ন্তি) বলতে জড়তার দূরীকরণ, প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, বিনাশ, অমৃত নির্বাণ—থিনস্স চ পনূদনং।

কুক্কুচ্চানং নিৰারণন্তি। "কৌকৃত্য" (**কুক্কুচ্চ**ন্তি) বলতে হস্ত-দুশ্চরিতই (হস্ত দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন) কৌকৃত্য, পাদ-দুশ্চরিতই (পা দ্বারা পাপকর্ম সম্পাদন) কৌকৃত্য, হস্ত-পাদ-দুশ্চরিতই কৌকৃত্য। অকপ্পিয় বা অসঙ্গত বিষয়ে কপ্পিয় বা সঙ্গত-সংজ্ঞা, সঙ্গত বিষয়ে অসঙ্গত-সংজ্ঞা, বিকালে কালসংজ্ঞা, কালে বিকাল-সংজ্ঞা, অর্বজনীয় বিষয়ে বর্জনীয়-সংজ্ঞা, বর্জনীয় বিষয়ে অবর্জনীয়-সংজ্ঞা; এরূপ যা দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত ও দুশ্চরিতমূলক চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ—ইহাকে কৌকৃত্য বলা হয়।

অধিকন্তু, কৃত ও অকৃত দুটি কারণেই কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। কিরূপে কৃত ও অকৃত কারণে কৌকৃত্য এবং চিত্তের

মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়? “আমার দ্বারা কায়দুশ্চরিত কৃত হয়েছে, কায়সুচরিত কৃত হয়নি” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। “আমার দ্বারা বাকদুশ্চরিত কৃত হয়েছে, বাকসুচরিত কৃত হয়নি... “আমার দ্বারা মনোদুশ্চরিত কৃত হয়েছে, মনোসুচরিত কৃত হয়নি” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। “আমার দ্বারা প্রাণিহত্যা কৃত হয়েছে, প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকা হয়নি”... “আমার দ্বারা অদত্তবস্তু গৃহীত হয়েছে, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকা হয়নি”... “আমার দ্বারা মিথ্যাকামাচার কৃত হয়েছে, মিথ্যাকামাচার হতে বিরত থাকা হয়নি”... “আমার দ্বারা মিথ্যাভাষণ করা হয়েছে, মিথ্যাভাষণ হতে বিরত থাকা হয়নি”... “আমার দ্বারা পিশুনবাক্য ভাষিত হয়েছে, পিশুনবাক্য হতে বিরত থাকা হয়নি”... “আমার দ্বারা কর্কশ বাক্য ভাষিত হয়েছে, কর্কশ বাক্য হতে বিরত থাকা হয়নি”... “আমার দ্বারা সম্প্রলাপ বাক্য ভাষিত হয়েছে, সম্প্রলাপ বাক্য হতে বিরত থাকা হয়নি”... “আমার দ্বারা অভিধ্যা কৃত হয়েছে, অনভিধ্যা কৃত হয়নি”... “আমার দ্বারা ব্যাপাদ সম্পাদিত হয়েছে, অব্যাপাদ কৃত হয়নি”... “আমার দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পাদিত হয়েছে, সম্যক দৃষ্টি কৃত হয়নি” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়। এরূপেই কৃত ও অকৃত কারণে কৌকৃত্য এবং চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়।

অথবা “আমি শীলসমূহে পরিপূর্ণ নই” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়; “আমি ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার”... “আমি ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ”... “আমি জাগরণে অনুপযুক্ত বা অনুৎসুক”... “আমি স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানে অসমন্বিত”... “আমার চারি স্মৃতিপ্রস্থান অভাবিত”... “আমার চারি সম্যকপ্রধান অভাবিত”... “আমার চারি ঋদ্ধিপাদ অভাবিত”... “আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অভাবিত”... “আমার পঞ্চবল অভাবিত”... “আমার সপ্তবোধ্যঙ্গ অভাবিত”... “আমার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভাবিত”... “আমার দুঃখ অপরিজ্ঞাত”... “আমার (দুঃখ) সমুদয় অপ্রহীন”... “আমার মার্গ অভাবিত”... “আমার নিরোধ অসাক্ষাৎকৃত” এরূপে কৌকৃত্য ও চিত্তের মনস্তাপ, অনুতাপ উৎপন্ন হয়।

কুক্কুচ্চানং নিৰারণন্তি। কৌকৃত্যের আবরণ, নীবরণ, প্রহাণ, উপশম, প্রশান্তি, পরিত্যাগ, বিনাশ, অমৃত নির্বাণ—কুক্কুচ্চানং নিৰারণং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"পহানং কামচ্ছন্দানং, [উদযাতি ভগৰা]
দোমনস্সান চূভযং।
থিনস্স চ পনূদনং, কুক্কুচ্চানং নিৰারণ"ন্তি॥

৭৬. উপেকখাসতিসংসুদ্ধং, ধম্মতক্কপুরেজৰং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমি, অৰিজ্জায পভেদনং॥

অনুবাদ : উপেক্ষা, স্মৃতি সংশুদ্ধতা, সৎ চিন্তায় পরিচালনা, অবিদ্যা ধ্বংসকে জ্ঞান-বিমোক্ষ বলি।

উপেকখাসতিসংসুদ্ধন্তি। "উপেক্ষা" (**উপেকখা**তি) বলতে চতুর্থ ধ্যানে যা উপেক্ষা, উপেক্ষণ, উদাসীনতা, চিত্তপ্রসন্নতা ও চিত্তের মধ্যস্থতা। "স্মৃতি" (**সতী**তি) বলতে যা চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষা হতে শুরু করে স্মৃতি, অনুস্মৃতি, সম্যক স্মৃতি। **উপেকখাসতিসংসুদ্ধ**ন্তি। চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষা এবং স্মৃতি শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, সংশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, নির্মল, নিখুঁত, উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থিত, নিশ্চল হয়—উপেকখাসতিসংসুদ্ধং।

ধম্মতক্কপুরেজৰন্তি। সৎ চিন্তা বলতে সম্যক সংকল্প। তা জ্ঞান-বিমোক্ষের আদি, পূর্বভাগ, পূর্বগামী। এরূপে সৎচিন্তায় পরিচালনা। অথবা সৎচিন্তা বলা হয় সম্যক দৃষ্টিকে। তা জ্ঞান বিমোক্ষের আদি, পূর্বভাগ, পূর্বগামী; এরূপে সৎ চিন্তায় পরিচালনা। অথবা সৎ চিন্তা বলা হয় চারি মার্গের পূর্বভাগ বিদর্শনকে। তা জ্ঞান বিমোক্ষের আদি, পূর্বভাগ, পূর্বগামী—এৰম্পি ধম্মতক্কপুরেজৰং।

অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমীতি। জ্ঞানবিমোক্ষ বলা হয় অর্হত্ত্ব-বিমোক্ষকে। অর্হত্ত্ব-বিমোক্ষ বলি, ব্যাখ্যা করি, দেশনা করি, প্রজ্ঞাপন করি, স্থাপন করি, বিশ্লেষণ করি, বিভাজন করি, সুস্পষ্ট করি, প্রকাশ করি—অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমি।

অৰিজ্জায পভেদনন্তি। "অবিদ্যা" (**অৰিজ্জা**তি) দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখসমুদয়ে... অবিদ্যা, মোহ, অকুশলমূল। "ধ্বংস" (**পভেদন**ন্তি) বলতে অবিদ্যা ধ্বংস, প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, বিনাশ, অমৃত নির্বাণ—অৰিজ্জায পভেদনং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"উপেকখাসতিসংসুদ্ধং, ধম্মতক্কপুরেজৰং।
অঞ্ঞাৰিমোকখং পব্রূমি, অৰিজ্জায পভেদন"ন্তি॥

৭৭. কিংসু সংযোজনো লোকো, কিংসু তস্স ৰিচারণং।
কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : লোকের সংযোজন কী? তার বিচরণ কী? কীসের প্রহীনে নির্বাণ বলা হয়?

কিংসু সংযোজনো লোকোতি। লোকের সংযোজন, আসক্তি, বন্ধন, উপক্লেশ। কী কারণে লোক যুক্ত, আবদ্ধ, অনুরক্ত, সংযুক্ত, আসক্ত, মত্ত, প্রমত্ত?—কিংসু সংযোজনো লোকো।

কিংসু তস্স ৰিচারণন্তি। তার চারণ, বিচরণ, প্রতিবিচরণ কী? কী কারণে লোকে অবস্থান করে, বিচরণ করে, প্রতিবিচরণ করে?—কিংসু তস্স ৰিচারণং। **কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতী**তি। কীসের প্রহীনে, উপশমে, পরিত্যাগে, বিনাশে নির্বাণ বলা হয়, ব্যক্ত করা হয়, কথিত হয়, ভাষণ করা হয়, প্রকাশ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়—কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"কিংসু সংযোজনো লোকো, কিংসু তস্স ৰিচারণং।
কিস্সস্স ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতী"তি॥

৭৮. নন্দিসংযোজনো লোকো, ৰিতক্কস্স ৰিচারণা।
তণ্হায ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি॥

অনুবাদ : নন্দি লোকের সংযোজন। বিতর্ক তার বিচরণ। তৃষ্ণার প্রহীনে নির্বাণ বলা হয়।

নন্দিসংযোজনো লোকোতি। নন্দী বলতে তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। একেই নন্দী বলা হয়। যা নন্দী, তা লোকের সংযোজন, আসক্তি, বন্ধন, উপক্লেশ; এই নন্দীতে লোক যুক্ত, আবদ্ধ, অনুরক্ত, সংযুক্ত, আসক্ত, মত্ত, প্রমত্ত—নন্দিসংযোজনো লোকো।

ৰিতক্কস্স ৰিচারণাতি। "বিতর্ক" (**ৰিতক্কা**তি) বলতে নয় প্রকার বিতর্ক। যথা : কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, জ্ঞাতি-বিতর্ক, জনপদ-বিতর্ক, অমরা-বিতর্ক, পরানুদয়তা (পরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন) প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, লাভ-সৎকার-যশ প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক, নিরহঙ্কার প্রতিসংযুক্ত বিতর্ক। এসবকেই নয় প্রকার বিতর্ক বলে। এই নয় প্রকার বিতর্কই লোকের চারণ, বিচরণ, প্রতিবিচরণ। এই নয় প্রকার বিতর্কে লোকে অবস্থান করে, বিচরণ করে, প্রতিবিচরণ করে—ৰিতক্কস্স ৰিচারণা।

তণ্হায ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতীতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। **তণ্হায ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতী**তি। তৃষ্ণার প্রহীনে, উপশমে, পরিত্যাগে, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসে নির্বাণ বলা হয়, ব্যক্ত করা হয়, বিবৃত করা হয়, ভাষণ করা হয়, প্রকাশ করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয়—তণ্হায ৰিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতি।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"নন্দিসংযোজনো লোকো, ৰিতক্কস্স ৰিচারণা।
তণ্হায ৰিপ্পহানেন, নিব্বানং ইতি ৰুচ্চতী"তি॥

৭৯. কথং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি।
ভগৰন্তং পুট্ঠুমাগমা, তং সুণোম ৰচো তৰ॥

অনুবাদ : সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর কিভাবে বিজ্ঞান নিরোধ হয়? এ সম্পর্কে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করতে এসেছি। আপনার বচন শুনার জন্য সবাই আগ্রহ প্রকাশ করছি।

কথং সতস্স চরতোতি। স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানকারী কিভাবে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, যাপন করেন এবং জীবন যাপন করেন?—কথং সতস্স চরতো।

ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতীতি। বিজ্ঞান নিরোধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়—ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি।

ভগৰন্তং পুট্ঠুমাগমাতি। বুদ্ধ ভগবানের নিকট প্রশ্ন করতে, জিজ্ঞাসা করতে, যাচঞা করতে, অনুরোধ করতে, অনুনয় করতে এসেছি, আগত হয়েছি, উপগত হয়েছি, উপনীত হয়েছি, "আপনার নিকটে সমাগত হয়েছি"—ভগৰন্তং পুট্ঠুমাগমা।

তং সুণোম ৰচো তৰাতি। "তা" (**তন্তি**) বলতে আপনার বচন, বাক্য, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশ শ্রবণ করব, হৃদয়ঙ্গম করব, ধারণ করব, অনুধাবন করব, উপলব্ধি করব—তং সুণোম ৰচো তৰ।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"কথং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি।
ভগৰন্তং পুট্ঠুমাগমা, তং সুণোম ৰচো তৰা"তি॥

৮০. অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, ৰেদনং নাভিনন্দতো।
এৰং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতি॥

অনুবাদ : তিনি অধ্যাত্মে ও বাহ্যে বেদনাকে অভিনন্দন করেন না। এভাবে সম্প্রজ্ঞানে বিচরণকারীর বিজ্ঞান নিরোধ হয়।

অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ ৰেদনং নাভিনন্দতোতি। অধ্যাত্মে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে তিনি বেদনাকে অভিনন্দন, অভিবাদন বা স্বীকার ও আকাঙ্ক্ষা করেন না, বরং অভিনন্দন, স্বীকার, আকাঙ্ক্ষা, গ্রহণ, স্পর্শ এবং অভিনিবেশ ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, বিদূরীত করেন, ধ্বংস বা পরিহার করেন; বাহ্যে বেদনায়... অধ্যাত্ম-বাহ্যে বেদনায়... অধ্যাত্মে সমুদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায়... অধ্যাত্মে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায়... অধ্যাত্মে সমুদয়-ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায়... বাহ্যে সমুদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায়... বাহ্যে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায়... বাহ্যে সমুদয়-ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায়... অধ্যাত্ম-বাহ্যে সমুদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায়... অধ্যাত্ম-বাহ্যে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায়... অধ্যাত্মে-বাহ্যে সমুদয়-ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে তিনি বেদনাকে অভিনন্দন, স্বীকার ও আকাঙ্ক্ষা করেন না; বরং অভিনন্দন, স্বীকার, আকাঙ্ক্ষা, গ্রহণ, স্পর্শ এবং অভিনিবেশ ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, দূর করেন, পরিহার করেন। এই দ্বাদশ প্রকারে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে... পরিহার করেন।

অথবা বেদনাকে অনিত্যরূপে দর্শনকালে তিনি বেদনাকে অভিনন্দন স্বীকার ও আকাঙ্ক্ষা করেন না; বরং অভিনন্দন, স্বীকার, আকাঙ্ক্ষা, গ্রহণ, স্পর্শ এবং অভিনিবেশ ত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, বিদূরীত করেন, পরিহার করেন। বেদনাকে দুঃখরূপে, রোগ, গণ্ড, শৈল্য, অনিষ্ট, ব্যাধিরূপে... নিঃসরণরূপে দর্শনকালে বেদনাকে অভিনন্দন... পরিহার করেন। এই চল্লিশ প্রকারে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে... পরিহার করেন। এ অর্থে—অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ ৰেদনং নাভিনন্দতো।

এৰং সতস্স চরতোতি। এভাবে স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানকারী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, চলা-ফেরা করেন এবং জীবন যাপন করেন—এৰং সতস্স চরতো।

ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতীতি। এভাবে পুণ্যাভিসংস্কারসহগত বিজ্ঞান, অপুণ্যাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান, আনেঞ্জাভিসংস্কার সহগত বিজ্ঞান নিরোধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়—ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতী।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

‘‘অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, ৰেদনং নাভিনন্দতো।
এৰং সতস্স চরতো, ৰিঞ্ঞাণং উপরুজ্ঝতী’’তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, “হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।”

[উদয় মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৪. পোসাল মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৮১. যো অতীতং আদিসতি, [ইচ্চাযস্মা পোসালো]
অনেজো ছিন্নসংসযো।
পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগমং॥

অনুবাদ : যিনি অতীতকে দর্শন করেন, তৃষ্ণাহীন, যাঁর সংশয় প্রহীন, যিনি সর্বধর্মে পারদর্শী, তাঁর নিকট অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

যো অতীতং আদিসতীতি। “যিনি” (**যো**তি) বলতে যিনি সেই স্বয়ম্ভূ ভগবান। পূর্বে কোনো আচার্যের নিকট না শুনে স্বয়ং সত্যসমূহ অভিজ্ঞাত হয়েছেন এবং তথায় সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত, বলসমূহে বশীভাব। “অতীতকে দর্শন করেন” (**অতীতং আদিসতী**তি) বলতে ভগবান নিজের এবং অপরের অতীতকে দর্শন করেন, অনাগতকে দর্শন করেন, বর্তমানকে দর্শন করেন।

ভগবান কিভাবে নিজের অতীতকে দর্শন করেন? ভগবান নিজের অতীতের এক জন্ম দর্শন করেন, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প, অনেক সংবর্ত-বিবর্তকল্প দর্শন করেন—“অমুক সময়ে আমার এই নাম, এই গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরিমাণ আয়ু ছিল। তথা হতে চ্যুত হয়ে অমুক জায়গায় উৎপন্ন হয়েছিলাম; তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরিমাণ আয়ু ছিল।” এরূপে স্বীয় আকার-আকৃতি, বর্ণ-লক্ষণসহ নানাভাবে পূর্বনিবাস দর্শন করেন। এভাবে ভগবান নিজের অতীতকে দর্শন করেন।

কিভাবে ভগবান অপরের অতীতকে দর্শন করেন? ভগবান অপরের অতীতের এক জন্ম... “অমুক সময়ে তার এই নাম, এই গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সে তথা

হতে চ্যুত হয়ে অমুক জায়গায় উৎপন্ন হয়েছিল; তথায় তাঁর এই নাম... ছিল; সে তথা হতে চ্যুত হয়ে এখানে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপে অপরের আকার-আকৃতি, বর্ণ-লক্ষণসহ নানাভাবে পূর্বনিবাস দর্শন করেন। এভাবে ভগবান অপরের অতীতকে দর্শন করেন।

ভগবান পঞ্চশত জাতক ভাষণকালে নিজের এবং অপরের অতীতকে দর্শন করেন, মহাপদানীয় সূত্র দেশনাকালে, মহাসুদর্শনীয় সূত্র দেশনাকালে, মহাগোবিন্দ সূত্র দেশনাকালে, মঘদেবিয় সূত্র দেশনাকালে নিজের এবং অপরের অতীতকে দর্শন করেন।

ভগবান এরূপ বলেছেন, হে চুন্দ, অতীত সম্বন্ধে তথাগতের জ্ঞান স্মৃতি-অনুসারী হয়। তিনি যতদূর ইচ্ছা করেন, ততদূর অনুস্মরণ করতে পারেন। চুন্দ, অনাগত সম্বন্ধে তথাগতের... পারেন। বর্তমান সম্বন্ধে তথাগতের বোধিজ্ঞান উৎপন্ন হয়—"এটাই শেষ জন্ম, আর পুনর্জন্ম হবে না"।

সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয় পরাপরতা-জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, সত্ত্বগণের আশয়-অনুশয়জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, যমক প্রতিহার্য জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, মহাকরুণা সমাপত্তিজ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, অনাবরণ জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল, অসঙ্গম প্রতিহত মনাবরণ জ্ঞান তথাগতের তথাগতবল। এভাবে ভগবান নিজের এবং পরের অতীত, অনাগত, বর্তমানকে দর্শন করেন, ব্যাখ্যা করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপন করেন, স্থাপন করেন, বিশ্লেষণ করেন, বিভাজন করেন, সুস্পষ্ট করেন ও প্রকাশ করেন—যো অতীতং আদিসতি।

ইচ্চাযস্মা পোসালোতি। **ইচ্চা**তি। "ইচ্চা" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... "পোসাল" (**পোসালো**তি) সেই ব্রাহ্মণের নাম... সম্বোধনসূচক বাক্য—ইচ্চাযস্মা পোসালো।

অনেজো ছিন্নসংসযোতি। তৃষ্ণা বলা হয় আসক্তিকে। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। বুদ্ধ তথাগতের সেই তৃষ্ণা, আসক্তি প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তাই বুদ্ধ তৃষ্ণাহীন। তৃষ্ণার প্রহীনে তৃষ্ণাহীন। ভগবান লাভে কম্পিত হন না... দুঃখে কম্পিত হন না, চালিত হন না, ভীত হন না, বিচলিত হন না, অস্থির হন না বলেই তৃষ্ণাহীন। "সংশয় ছিন্ন" (**ছিন্নসংসযো**তি) বলতে সংশয় বলতে বিচিকিৎসা। দুঃখে শঙ্কা... চিত্তের অস্থিরতা, মনের বিমূঢ়তা। সেই সংশয় ভগবান বুদ্ধের প্রহীন, ছিন্ন, উচ্ছিন্ন, সমুচ্ছিন্ন, উপশম, পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। তাই বুদ্ধ

সংশয়হীন—অনেজো ছিন্নসংসযো।

পারগুং সব্বধম্মানন্তি। ভগবান সর্বধর্মে অভিজ্ঞা পারদর্শী, পরিজ্ঞা পারদর্শী, প্রহান পারদর্শী, ভাবনা পারদর্শী, সাক্ষাৎকরণ পারদর্শী, সমাপত্তি পারদর্শী, অভিজ্ঞা পারদর্শী; সর্বধর্মে... জন্ম-মরণ সংসারে তাঁর পুনর্জন্ম নেই—পারগূ সব্বধম্মানং।

অত্থি পঞ্হেন আগমন্তি। অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা, প্রশ্নকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামীদের প্রশ্ন নিয়ে আগমন করেছি, অগ্রসর হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি, সম্মুখস্থ হয়েছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা আপনি হিতকারী ও দক্ষ, আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত, কথিত, জ্ঞাপিত, বিদিত বিষয় আপনি সত্যিই বর্ণনা করবেন বা বলে দিবেন। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি—অত্থি পঞ্হেন আগমং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

''যো অতীতং আদিসতি, [ইচ্চাযস্মা পোসালো]
অনেজো ছিন্নসংসযো।
পারগুং সব্বধম্মানং, অত্থি পঞ্হেন আগম''ন্তি॥

৮২. ৰিভূতরূপসঞ্ঞিস্স, সব্বকাযপ্পহাযিনো।
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতো।
ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামি, কথং নেয্যো তথাৰিধো॥

অনুবাদ : রূপসংজ্ঞা ধ্বংসকারী, সর্বকায় প্রহীন এবং "অধ্যাত্ম ও বাহ্যে কিছুই নেই" এরূপ দর্শনকারীর জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি; তিনি কিভাবে পরিচালিত হন?

ৰিভূতরূপসঞ্ঞিস্সাতি। রূপসংজ্ঞা কী? রূপাবচর সমাপত্তিতে সমাপন্নের বা উৎপন্নের বা দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থানকারীর যেই সংজ্ঞা, সংজানন ও জ্ঞাতকরণ—ইহাই রূপসংজ্ঞা। **ৰিভূতরূপসঞ্ঞিস্সা**তি। চার অরূপ সমাপত্তি প্রতিলব্ধকারীর রূপসংজ্ঞা ধ্বংস হয়, বিগত হয়, অতিক্রান্ত হয়, সমতিক্রান্ত হয় ও পরিত্যক্ত হয়—ৰিভূতরূপসঞ্ঞিস্স।

সব্বকাযপ্পহাযিনোতি। তাঁর সব প্রতিসন্ধিযুক্ত রূপকায় প্রহীন হয়। তদঙ্গ বা পার্থিব বিষয় সমতিক্রম এবং পরিত্যাজ্য বিষয় (বিক্খম্ভন) পরিত্যাগের

মাধ্যমে তাঁর রূপকায় প্রহীন হয়—সব্বকাযপ্পহাযিনো।

অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতোতি। "কিছুই নেই" (**নত্থি কিঞ্চী**তি) বলতে আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি। কী কারণে কিছুই নেই বলতে আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি? স্মৃতিমান বা ভাবনাকারী যে বিজ্ঞানায়তন সমাপত্তিতে সমাপন্ন হয়, তা হতে উত্থিত হয়ে সেই বিজ্ঞানকে অভাবিত, ধ্বংস, অন্তর্হিত করেন। অতঃপর "কিছুই নেই" এরূপে দর্শন করেন; সেই কারণেই কিছুই নেই বলতে আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তি—অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতো।

ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামীতি। "শাক্য" (**সক্কা**তি) বলতে শাক্য; ভগবান শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত বলে শাক্য।... ভয়-ভৈরব প্রহীন, লোমহর্ষ বিগত বলে শাক্য। **ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামী**তি। তাঁর জ্ঞান জিজ্ঞাসা করছি, প্রজ্ঞা জিজ্ঞাসা করছি, অর্জন জিজ্ঞাসা করছি। "কীদৃশ, কী ধরনের, কী প্রকার, কী প্রতিভাণ, কী জ্ঞান ইপ্সিতব্য"—ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামি।

কথং নেয্যো তথাৰিধোতি। তিনি কিভাবে চালিত, নীত, পরিচালিত, প্রজ্ঞাপিত, পরিক্ষিত, দর্শিত, প্রসাদিত হন? কিভাবে তাঁর দ্বারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া কর্তব্য? **তথাৰিধো**তি। তথাবিধ, তাদৃশ, সেরূপ, সেই প্রকার, তৎপ্রতিভাগ যে আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিলাভী—কথং নেয্যো তথাৰিধো।

তাই সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

''ৰিভূতরূপসঞ্ঞিস্স, সব্বকাযপ্পহাযিনো।
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ, নত্থি কিঞ্চীতি পস্সতো।
ঞাণং সক্কানুপুচ্ছামি, কথং নেয্যো তথাৰিধো''তি॥

৮৩. ৰিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বা, [পোসালাতি ভগৰা]
অভিজানং তথাগতো।
তিট্ঠন্তমেনং জানাতি, ধিমুত্তং তপ্পরাযণং।

অনুবাদ : ভগবান পোসালকে বললেন, হে পোসাল, তথাগত বিজ্ঞান-স্থিতিসমূহ জানেন, সত্ত্বগণের গতি, বিমুক্ত এবং তৎপরায়ণ সত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি জানেন।

ৰিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বাতি। ভগবান অভিসংস্কারবশে চার প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন; প্রতিসন্ধিবশে সাত প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন। কিরূপে ভগবান অভিসংস্কারবশে চার প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন? ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, রূপাসক্তি বিজ্ঞানে স্থিত হয়ে

অবস্থান করে, (তথায়) রূপালম্বনে রূপ প্রতিষ্ঠায় আনন্দ উপভোগ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বৈপুল্যপ্রাপ্ত হয়। বেদনাসক্তি... সংজ্ঞাসক্তি... সংস্কারাসক্তি... বিজ্ঞানাসক্তি বিজ্ঞানে স্থিত হয়ে অবস্থান করে রূপালম্বনে রূপ প্রতিষ্ঠায় আনন্দ উপভোগ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বৈপুল্যপ্রাপ্ত হয়"। এরূপে ভগবান অভিসংস্কারবশে চার প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন।

কিরূপে ভগবান প্রতিসন্ধিবশে সাত প্রকার বিজ্ঞান স্থিতি জানেন? ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, নানাত্বকায়, নানাত্বসংজ্ঞাযুক্ত সত্ত্ব বিদ্যমান। যেমন—কেউ মানুষ, কেউ দেবতা, কেউ নারকীয় সত্ত্ব। ইহা প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি।

'হে ভিক্ষুগণ, নানাত্বকায় কিন্তু এক সংজ্ঞাবিশিষ্ট সত্ত্ব বিদ্যমান। যেমন : দেবতা, ব্রহ্মাকায়িক প্রথম জন্মগ্রহণ। ইহা দ্বিতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

হে ভিক্ষুগণ, একত্বকায় কিন্তু নানাত্বসংজ্ঞাযুক্ত সত্ত্ব বিদ্যমান। যেমন : আভাস্বর দেবতা (১৬ প্রকার রূপব্রহ্মলোকের মধ্যে একটির নাম)। ইহা তৃতীয় বিজ্ঞানস্থিতি।

হে ভিক্ষুগণ, একত্বকায় একসংজ্ঞাবিশিষ্ট সত্ত্ব বিদ্যমান। যেমন : শুভাকীর্ণ নামক রূপব্রহ্মালোকবাসী দেবগণ। ইহা চতুর্থ বিজ্ঞানস্থিতি।

হে ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণভাবে রূপসংজ্ঞাকে অতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা ধ্বংস সাধনে নানাত্বসংজ্ঞায় অমনোযোগী হয়ে আকাশ অনন্তায়তন ভাবনা করে আকাশায়তনে উপনীত সত্ত্ব বিদ্যমান। ইহা পঞ্চম বিজ্ঞানস্থিতি।

"হে ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণভাবে আকাশ আয়তন অতিক্রম করে 'অনন্ত বিজ্ঞান' ভাবনা করে বিজ্ঞানায়তনে উপনীত সত্ত্ব বিদ্যমান। ইহা ষষ্ঠ বিজ্ঞানস্থিতি।

"হে ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান আয়তনকে অতিক্রম করে 'কিছুই নেই' ভাবনা করে অকিঞ্চন আয়তনে উপনীত সত্ত্ব বিদ্যমান। ইহা সপ্তম বিজ্ঞানস্থিতি"। এরূপে ভগবান প্রতিসন্ধিবশে সাত প্রকার বিজ্ঞানস্থিতি জানেন—ৰিঞঞাণট্ঠিতিযো সব্বা।

পোসালাতি ভগৰাতি। "পোসাল" (**পোসালা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবাদি বচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—পোসালাতি ভগৰা।

অভিজানং তথাগতোতি। "জানেন" (**অভিজান**ন্তি) বলতে তথাগত জানেন, বুঝেন, উপলব্ধি করেন, জ্ঞাত হন। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে চুন্দ, যদি অতীতের বিষয় অভূত, অসত্য ও অনর্থসংহিত হয়,

তাহলে তথাগত ব্যাখ্যা করেন না। অতীতের বিষয় যদি ভূত, সত্য কিন্তু অনর্থসংহিত হয়, তাহলে তথাগত তাও ব্যাখ্যা করেন না। অতীতের বিষয় যদি ভূত, সত্য ও অর্থসংহিত হয়, তাহলে কালজ্ঞ ভগবান সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

হে চুন্দ, যদি অনাগতের বিষয়... প্রদান করেন। হে চুন্দ, যদি বর্তমানের বিষয় অভূত, অসত্য ও অনর্থসংহিত হয়, তাহলে তথাগত ব্যাখ্যা করেন না। বর্তমানের বিষয় যদি ভূত, সত্য কিন্তু অনর্থসংহিত হয়, তাহলে তথাগত তাও ব্যাখ্যা করেন না। বর্তমানের বিষয় যদি ভূত, সত্য ও অর্থসংহিত হয়, তাহলে কালজ্ঞ ভগবান সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এরূপে অতীত, অনাগত, বর্তমান বিষয়াদিতে তথাগত কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী। সে কারণে বলা হয় তথাগত।

হে চুন্দ, দেবলোক, মারভূবন, ব্রহ্মালোকসহ জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মানুষ্য সমস্ত সত্ত্বগণের যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অনুসন্ধানকৃত বিবেচিত ও মনস্কৃত, তা সবই তথাগতের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। সে কারণে বলা হয় তথাগত।

হে চুন্দ, তথাগত যে রাত্রিতে অনুত্তর সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং যে রাত্রিতে অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হন, এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময় যা বলেন, ভাষণ করেন, ব্যাখ্যা করেন, তা সেরূপেই হয়, অন্যথা হয় না। সে কারণে বলা হয় তথাগত। চুন্দ, তথাগত যেরূপ বলেন, সেরূপ করেন; যেরূপ করেন, সেরূপ বলেন। এই প্রকারে তথাগত যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী। সে কারণে বলা হয় তথাগত।

হে চুন্দ, দেবলোক, মারভূবন, ব্রহ্মালোকসহ জগতের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মানবসহ সমস্ত সত্ত্বগণের নিকট তথাগত শাস্তা, অপরাজিত, সর্বজ্ঞ, প্রভু। সে কারণে বলা হয় তথাগত—অভিজানং তথাগতো।

তিট্ঠন্তমেনং জানাতীতি। ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—"এই ব্যক্তি কায় অবসানে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত (যন্ত্রণা ভোগের স্থান) নরকে উৎপন্ন হবে।" ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—"এই ব্যক্তি কায় অবসানে মৃত্যুর পর তির্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে।" ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—"এই ব্যক্তি কায় অবসানে মৃত্যুর পর প্রেতকুলে উৎপন্ন হবে।" ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—"এই ব্যক্তি কায়

অবসানে মৃত্যুর পর মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হবে।” ভগবান ইহলোকে কর্মাভিসংস্কারবশে উৎপন্ন সত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হন—“এই ব্যক্তি সুপ্রতিপন্ন (সুগতি পথে) কায় অবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে।”

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : হে সারিপুত্র, আমি যেকোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থান জানতে পারি—“এই ব্যক্তির এরূপ গতিপথ, এরূপ আচরণ (ইরিযতি), তার এ পথ সমারূঢ়, যথা—কায় অবসানে মৃত্যুর পর সে অপায় দুর্গতি বিনিপাত (যন্ত্রণা ভোগের স্থান) নরকে উৎপন্ন হবে।”

“হে সারিপুত্র, আমি যেকোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থা জানতে পারি—‘এই ব্যক্তির এরূপ গতিপথ, এরূপ আচরণ, তার এ পথ সমারূঢ়; যথা : কায় অবসানে মৃত্যুর পর সে তির্যগ্‌কুলে উৎপন্ন হবে’।

“হে সারিপুত্র, আমি যেকোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থা জানতে পারি—‘এই ব্যক্তির গতিপথ, এরূপ আচরণ, তার এ পথ সমারূঢ়; যথা : কায় অবসানে মৃত্যুর পর মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হবে।”

“হে সারিপুত্র, আমি যে কোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থা জানতে পারি—“এই ব্যক্তির গতিপথ, এরূপ আচরণ, তার এ পথ সমারূঢ়; যথা : কায় অবসানে মৃত্যুর পর সে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে।”

“হে সারিপুত্র, আমি যে কোনো ব্যক্তির মন, চিত্তের অবস্থা জানতে পারি—“এই ব্যক্তির এরূপ গতিপথ, এরূপ আচরণ, তার এ পথ সমারূঢ়; যথা : আসক্তিসমূহ বিনাশ করে, সে অনাস্রবে চিত্তবিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ লাভ করে অবস্থান করে”—তিট্ঠন্তমেনং জানাতি।

ধিমুত্তং তপ্পরাযণন্তি। ”বিমুক্ত” (**ধিমুত্ত**ন্তি) বলতে আকিঞ্চনায়তন বিমুক্ত। বিমোক্ষ দ্বারা বিমুক্ত, তথায় অধিমুক্তি, তদাধিমুক্ত, তদাধিপত্য। অথবা, ভগবান জানেন—“এব্যক্তি রূপাধিমুক্ত, শব্দাধিমুক্ত, গন্ধাধিমুক্ত, রসাধিমুক্ত, স্পর্শাধিমুক্ত, কুলাধিমুক্ত, গণাধিমুক্ত, আবাসাধিমুক্ত, লাভাধিমুক্ত, যশাধিমুক্ত, প্রশংসাধিমুক্ত, সুখাধিমুক্ত, চীবরাধিমুক্ত, পিণ্ডপাতাধিমুক্ত, শয়নাসনাধিমুক্ত, ওষুধ-পথ্য বা ভেষজ্য উপকরণাধিমুক্ত। সূত্রাধিমুক্ত, বিনয়াধিমুক্ত, অভিধর্মাধিমুক্ত; আরণ্যিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, সপাদানচারিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, খলুশ্চাৎভত্তি ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, নৈশয্যিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত, যথাসন্তুতিক ধুতাঙ্গাধিমুক্ত; প্রথম ধ্যানাধিমুক্ত, দ্বিতীয় ধ্যানাধিমুক্ত, তৃতীয় ধ্যানাধিমুক্ত, চতুর্থ ধ্যানাধিমুক্ত; আকাশ অনন্ত আয়তন

সমাপত্তিতে অধিমুক্ত (আকাসানঞ্চাযতন সমাপত্তাধিমত্তো), বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন সমাপত্তিতে অধিমুক্ত, আকিঞ্চনায়তন সমাপত্তিতে অধিমুক্ত, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা আয়তন সমাপত্তিতে অধিমুক্ত” বলে অধিমুক্ত।

“তৎপরায়ণ” (**তপ্পরাযণ**ন্তি) বলতে আকিঞ্চনায়তন তৎপরায়ণ, কর্মপরায়ণ, বিপাকপরায়ণ, গুরুকর্ম, গুরুপ্রতিসন্ধি। অথবা, ভগবান জানেন—“এই ব্যক্তি রূপপরায়ণ, শব্দপরায়ণ, গন্ধপরায়ণ, রসপরায়ণ, স্পর্শপরায়ণ, কুলপরায়ণ, গণপরায়ণ, আবাসপরায়ণ, লাভপরায়ণ, যশপরায়ণ, প্রশংসাপরায়ণ, সুখপরায়ণ, চীবরপরায়ণ, পিণ্ডপাতপরায়ণ, শয়নাসনপরায়ণ, ওষুধ-পথ্য বা ভেষজ্যাদি পরায়ণ, সূত্রপরায়ণ, বিনয়পরায়ণ, অভিধর্মপরায়ণ, আরণ্যিক ধুতাঙ্গপরায়ণ... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা আয়তন সমাপত্তিপরায়ণ”—ধিমুত্তং তপ্পরাযণং।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

“ৰিঞ্ঞাণট্ঠিতিযো সব্বা, [পোসালাতি ভগৰা]
অভিজানং তথাগতো।
তিট্ঠন্তমেনং জানাতি, ধিমুত্তং তপ্পরাযণ”ন্তি॥

৮৪. আকিঞ্চঞ্ঞাসম্ভৰং ঞত্বা, নন্দিসংযোজনং ইতি।
এৰমেতং অভিঞ্ঞায, ততো তত্থ ৰিপস্সতি।
এতং ঞাণং তথং তস্স, ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো॥

অনুবাদ : এইরূপে অকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি, নন্দীসংযোজন জ্ঞাত হয়। এভাবে অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে তা বিশেষভাবে দর্শন করে, এটাই তার যথার্থ জ্ঞান যা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই বশীভূত।

আকিঞ্চঞ্ঞাসম্ভৰং ঞত্বাতি। অকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি বলতে অকিঞ্চন আয়তন সংবর্তনিক কর্মাভিসংস্কার। অকিঞ্চন আয়তন সংবর্তনিক কর্মাভিসংস্কারকে অকিঞ্চন ধ্যানের উৎপত্তি, সংযোজন, বন্ধন ও প্রতিবন্ধকরূপে জ্ঞাত হয়, জানে, তুলনা বা নিরূপণ করে, চিহ্নিত করে, নির্ণয় করে ও ব্যাখ্যা করে। এ অর্থে—আকিঞ্চঞ্ঞাসম্ভৰং ঞত্বা।

নন্দিসংযোজনং ইতীতি। “নন্দীসংযোজন” (**নন্দিসংযোজনং**) বলতে অরূপরাগ। অরূপরাগের দ্বারা এই কর্ম লগ্ন, সংযুক্ত ও আবদ্ধ। অরূপরাগ, নন্দীসংযোজন, সংযুক্ত, বন্ধন ও প্রতিবন্ধকরূপে জ্ঞাত হয়, জানে, তুলনা বা নিরূপণ করে, চিহ্নিত করে, নির্ণয় করে ও ব্যাখ্যা করে। “এই” (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদে পূর্ণতা, অক্ষর-সমবায়, ব্যঞ্জন-সংশ্লিষ্টতা,

শব্দের পর্যায়ানুক্রম—নন্দিসংযোজনং ইতি।

এৰমেতং অভিঞ্ঞায়াতি। এরূপে অভিজ্ঞা দ্বারা জানে, তুলনা বা নিরূপণ করে, চিহ্নিত করে, নির্ণয় করে ও ব্যাখ্যা করে—এৰমেতং অভিঞ্ঞায়।

ততো তত্থ ৰিপস্সতীতি। "তথায়" (**তত্থা**তি) বলতে আকিঞ্চনায়তনে নিযুক্ত হয়ে তা হতে উত্থিত হয়ে তথায় উৎপন্ন চিত্ত-চৈতসিক ধর্মকে অনিত্যরূপে দর্শন করেন, দুঃখরূপে দর্শন করেন, রোগ... নিঃশরণরূপে দেখেন, দর্শন করেন, অবলোকন করেন, গভীরভাবে বিবেচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন—ততো তত্থ ৰিপস্সতি।

এতং ঞাণং তথং তস্সাতি। এটাই তার যথাযথ, প্রকৃত, সত্য, অবিপরীত ও সুস্পষ্ট জ্ঞান—এতং ঞাণং তথং তস্স।

ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতোতি। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণো**তি) বলতে সপ্ত ধর্মের বহন করে বলে ব্রাহ্মণ... তাদৃশ অনাসক্তকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। **ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো**তি। কল্যাণপৃথগ্‌জন থেকে শুরু করে সাত শৈক্ষ্যের যা অপ্রাপ্ত তা পাওয়ার জন্য, যা অনধিগত তা অধিগত করার জন্য এবং যা অসাক্ষাৎকৃত তা সাক্ষাৎ করার জন্য অবস্থান করেন।

অর্হৎ, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, কৃতকরণীয় ভাবযুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ, সম্যকদর্শী, বিমুক্ত; তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণ পরিপূর্ণ... জন্ম, মরণ সংসার, পুনর্ভব নেই—ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ''আকিঞ্চঞ্ঞাসম্ভৰং ঞত্বা, নন্দিসংযোজনং ইতি।
> এৰমেতং অভিঞ্ঞায়, ততো তত্থ ৰিপস্সতি।
> এতং ঞাণং তথং তস্স, ব্রাহ্মণস্স ৰুসীমতো''তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[পোসাল মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৫. মোঘরাজ মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৮৫. দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সং, [ইচ্চাযস্মা মোঘরাজা]
ন মে ব্যাকাসি চকখুমা।
যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি, ব্যাকরোতীতি মে সুতং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান মোঘরাজ বললেন, আমি শাক্যমুনি ভগবানকে দু-বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি (কিন্তু) চক্ষুষ্মান আমাকে উত্তর দেননি। আমি শুনেছি তিনবার পর্যন্ত প্রশ্ন করলে দেবর্ষি প্রকাশ বা উত্তর প্রদান করেন।

দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সন্তি। সেই ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধকে দু-বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। ভগবান তার প্রশ্নে উত্তর প্রদান করলেন না। "তদনন্তরে এই ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয় বা জ্ঞান পরিপক্বতা হতে পারে" (এই ভেবে ভগবান উত্তর প্রদানে মনস্থির কররেন)। "শাক্য" (**সক্ক**ন্তি) বলতে শাক্য; ভগবান শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত বলে শাক্য। অথবা, ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী ও ধনবান বলে শাক্য। সেই ধনসমূহ হলো; যেমন : শ্রদ্ধাধন, শীলধন, লজ্জাধন, ভয়ধন, শ্রুতধন, ত্যাগধন, প্রজ্ঞাধন, স্মৃতিপ্রস্থান-ধন, সম্যকপ্রধান-ধন, ঋদ্ধিপাদ-ধন, ইন্দ্রিয়-ধন, বল-ধন, বোধ্যঙ্গ-ধন, মার্গধন, ফলধন এবং নির্বাণধন। এই বহুবিধ ধনরত্ন দ্বারা ঐশ্বর্যশালী, মহাধনী, ধনবান বলেই শাক্য। অথবা, শাক্যমুনি জ্ঞানী, মেধাবী, পণ্ডিত, সূর, বীর, অভীরু, নির্ভীক, ত্রাসহীন, সাহসী, ভয়-ভৈরবমুক্ত ও লোমহর্ষবিগত বলে শাক্য। **দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্স**ন্তি। আমি দু-বার শাক্যমুনি বুদ্ধকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, যাচঞা করেছি, প্রার্থনা করেছি এবং অনুরোধ বা অনুনয় করেছি—দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সং।

ইচ্চাযস্মা মোঘরাজাতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) **বলতে** পদসন্ধি... "আয়ুস্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... "মোঘরাজ" (**মোঘরাজা**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম... সম্বোধনসূচক বাক্য—ইচ্চাযস্মা মোঘরাজা।

ন মে ব্যাকাসি চকখুমাতি। "আমাকে ব্যাখ্যা করেননি" (**ন মে ব্যাকাসী**তি) বলতে আমাকে বলেননি, ভাষণ করেননি, বর্ণনা করেননি, বিবৃত করেননি, প্রজ্ঞাপ্ত করেননি, ব্যক্ত করেননি, ব্যাখ্যা করেননি, ঘোষণা করেননি এবং প্রকাশ করেননি। "চক্ষুষ্মান" (**চকখুমা**তি) বলতে ভগবান পাঁচ প্রকার চক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান। যথা : মাংসচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, দিব্যচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান, বুদ্ধচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান এবং সামন্তচক্ষু বা সর্বজ্ঞতা দ্বারা চক্ষুষ্মান।

ভগবান কিভাবে মাংসচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? ভগবানের মাংসচক্ষুতে

পঞ্চবর্ণ বিদ্যমান—নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ, শ্বেত। যেখানে ভগবানের চক্ষুলোম স্থিত সেই চক্ষুলোম নীল, সুনীল, মনোরম, দর্শনীয় এবং উমাপুষ্প (অতসী ফুল) সদৃশ। তারপরে পীত, সুপীত, সুবর্ণবর্ণ, মনোরম, দর্শনীয়, কর্ণিকা পুষ্প বা পদ্ম পাপড়ির অগ্রভাগের ন্যায়। ভগবানের উভয় চক্ষুকোটর লোহিত, সুলোহিত, লাবণ্যময়, দর্শনীয়, ইন্দ্রগোপের (একজাতীয় লালপোকা) ন্যায়। চক্ষুর মধ্যস্থান কৃষ্ণ, সুকৃষ্ণ, মসৃণ, স্নিগ্ধ, মনোরম, দর্শনীয়, পিচ্ছিল-অরিষ্টক মণি সদৃশ (অদ্দারিট্ঠকসমানং)। তারপরে শুভ্র, উজ্জ্বল-শুভ্র, শ্বেত, পীতাভা, লাবণ্যময়, দর্শনীয় শুকতারা সদৃশ। সেই প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধ মাংসচক্ষু দ্বারা ও আত্মভব-প্রতিপন্নের দ্বারা এবং পূর্বসুচরিত কর্মপ্রভাব দ্বারা চতুর্দিকে দিন-রাত্রি যোজন পরিমাণ দর্শন করেন। যদি চতুরঙ্গ-সমন্বিত অন্ধকার হয়—যেমন, সূর্য অস্তগমন হেতু অন্ধকার হয়, কৃষ্ণপক্ষের উপোসথ বা অমাবস্যার রাত হেতু অন্ধকার হয়, গভীর জঙ্গল হেতু অন্ধকার হয় এবং মহাকালমেঘ আকাশে উত্থিত হেতু অন্ধকার হয়—এরূপ চতুরঙ্গ-সমন্বিত অন্ধকারেও ভগবান চতুর্দিকে যোজন পর্যন্ত দেখতে পান। দেয়াল, দরজা, প্রাচীর, পর্বত, ঝোপ, লতা, আচ্ছাদিত অপচ্ছায়া দেখার জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি হতে পারে না। যদি কোনো একটি তিলফল তিলবাহী শকটে ফেলে দেয়া হয়; (ভগবান) সেই তিলফল উদ্ধার করতে পারেন। ভগবানের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক মাংসচক্ষু এরূপই পরিশুদ্ধ। এভাবেই ভগবান মাংসচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান।

কিভাবে ভগবান দিব্যচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? ভগবান মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন, উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুগত এবং দুর্গতে চ্যুতমান ও উৎপন্নমান সত্ত্বগণকে দর্শন করেন; যথাকর্মে উপনীত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন—"এই সত্ত্বগণ কায়-দুশ্চরিতসম্পন্ন, বাক-দুশ্চরিতসম্পন্ন, মনোদুশ্চরিতসম্পন্ন, আর্যনিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিক, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী; তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত-নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে। এই সত্ত্বগণ কায়-সুচরিতসম্পন্ন, বাক-সুচরিতসম্পন্ন, মনোসুচরিতসম্পন্ন, আর্য-অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী; তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে।" এরূপে মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন, উৎকৃষ্ট, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুগত এবং দুর্গতে চ্যুতমান ও উৎপন্নমান সত্ত্বগণকে দর্শন করেন; যথাকর্মে উপনীত সত্ত্বগণকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ভগবান ইচ্ছানুসারে এক লোকধাতু বা চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, দুই চক্রবাল দর্শন করতে

পারেন, তিন চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, চার চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, পাঁচ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, দশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, বিশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, ত্রিশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, চল্লিশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, পঞ্চাশ চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, শত চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, ক্ষুদ্রতর সহস্র চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, দুই সহস্র মধ্যম চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, তিন সহস্র চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, মহাসহস্র চক্রবাল দর্শন করতে পারেন, যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর দর্শন করতে পারেন। ভগবানের দিব্যচক্ষু এরূপ পরিশুদ্ধ। এভাবেই ভগবান দিব্যচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান।

কিভাবে ভগবান প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? ভগবান মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, পৃথুপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, হাসপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, জবনপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, নির্বেদিক-প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাপ্রভেদে অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রজ্ঞানী, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, চারি বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, দশবলধারী, নরশ্রেষ্ঠ (পুরুষার্ষভ), পুরুষোত্তম (পুরুষসিংহ), নরোত্তম (পুরুষনাগ), মানবশ্রেষ্ঠ. মহাপুরুষ, পবিত্র পুরুষ, অনন্ত জ্ঞানী, অনন্ত তেজী, অনন্ত যশস্বী, আঢ্য, মহাধনী, ধনশালী, নেতা, বিনেতা, শিক্ষাদাতা, প্রজ্ঞাদাতা, আশ্রয়দাতা, দৃষ্টিদাতা, প্রসাদদাতা। সেই ভগবান অনুৎপন্নমার্গের উৎপাদনকারী (আবিষ্কারক), অজ্ঞাতমার্গের সন্ধানদাতা, অপ্রচারিত মার্গের প্রবক্তা, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদূ, মার্গকোবিদ ও মার্গানুগামী; পরে শ্রাবকগণ এসবে সমন্নাগত হয়ে অবস্থান করেন।

সেই ভগবান জানার বিষয়কে জানেন, দেখার বিষয়কে দেখেন। তথাগত চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত, তিনি বক্তা, প্রবক্তা, মঙ্গল আনয়নকারী, অমৃতদাতা এবং ধর্মস্বামী। ভগবানের প্রজ্ঞার দ্বারা অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পর্শিত বিষয় কিছুই নেই। অতীত, অনাগত, বর্তমানসহ সবধর্ম সর্বাকারে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞানমুখে উপস্থিত হয়। আত্মার্থ, পরার্থ, আত্ম-পর উভয়ার্থ, ইহলোক-অর্থ, পরলোক-অর্থ, উত্তান বা অগভীর-অর্থ, গভীর-অর্থ, গূঢ়-অর্থ, প্রতিচ্ছন্ন-অর্থ, জ্ঞাতব্য-অর্থ, নিরূপিত-অর্থ, অনবদ্য-অর্থ, ক্লেশহীন-অর্থ, নির্মল-অর্থ, পরমার্থ-অর্থ যা কিছু জানার আছে ভগবান সবই জানেন; সেসব বিষয় বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে আবর্তিত হয়।

ভগবান বুদ্ধের সকল কায়কর্মের কোনো পরিবর্তন নেই, সকল বাককর্মের কোনো পরিবর্তন নেই, সকল মনোকর্মের কোনো পরিবর্তন নেই। অতীতের ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান অপ্রতিহত ছিল, অনাগতে অপ্রতিহত থাকবে, বর্তমানে অপ্রতিহত আছে। যতটুকু জ্ঞাত হওয়া উচিত, ততটুকু জ্ঞান; যতটুকু জ্ঞান,

ততটুকু জ্ঞাত হওয়া উচিত। জ্ঞাতব্য পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য; জ্ঞাতব্য বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞানকে অতিক্রম করে জ্ঞাতব্য পথও থাকে না। সেই ধর্মসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। যেমন দুটি ঝুড়ি ভালোভাবে স্পর্শিত হলে (বা যোজিত হলে) নিচের ঝুড়িটি উপরের ঝুড়িকে ছাড়িয়ে যায় না, আবার উপরের ঝুড়িটি নিচের ঝুড়িকে ছাড়িয়ে যায় না; পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে স্থিত থাকে। ঠিক তেমনিভাবে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞাতব্য বিষয় এবং জ্ঞান পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে স্থিত। যতটুকু জ্ঞাতব্য, ততটুকু জ্ঞান; যতটুকু জ্ঞান, ততটুকু জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য পর্যন্ত জ্ঞান, জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞাতব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞান প্রবর্তিত হয় না, জ্ঞানকে অতিক্রম করে জ্ঞাতব্য পথও থাকে না। সেই ধর্মসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সকল ধর্মে প্রবর্তিত হয়। ভগবান বুদ্ধের সকল ধর্ম আবর্তন প্রতিবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা প্রতিবদ্ধ, মনোযোগ প্রতিবদ্ধ, চিত্ত উদয় প্রতিবদ্ধ। ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান সকল সত্ত্বে প্রবর্তিত হয়। ভগবান সকল সত্ত্বের আসব সম্বন্ধে জানেন, অনুশয় সম্বন্ধে জানেন, চরিত্র সম্বন্ধে জানেন, অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানেন। ভবাভবে সত্ত্বগণের অল্প রজম্রক্ষিত সম্বন্ধে ও মহা রজম্রক্ষিত সম্বন্ধে, তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ও মৃদু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে, সুন্দর আকার সম্বন্ধে ও কদাকার সম্বন্ধে, সুবিজ্ঞেয় সম্বন্ধে ও দুর্বিজ্ঞেয় সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানেন। দেবলোক সহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্ম ও প্রজা, দেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়।

কিছু কিছু মৎস্য-কচ্ছপ যেমন তিমি, তিমিঙ্গল (তিমি জাতীয় এক প্রকার প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য) হতে তলগামী হয়ে মহাসমুদ্রে বিচরণ করে, ঠিক তেমনিভাবে দেবলোকসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্ম, প্রজা ও দেব-মনুষ্যগণ বুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রবর্তিত হয়। কিছু কিছু পক্ষী যেমন গরুড়পক্ষী হতে নিম্নগামী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে যারা প্রজ্ঞায় সারিপুত্র অনুরূপ, তাঁরাও বুদ্ধজ্ঞানের প্রদেশে প্রবর্তিত হন। বুদ্ধজ্ঞান দেব-মনুষ্যের জ্ঞান ভেদ ও অতিক্রম করে স্থিত থাকে। যারা ক্ষত্রিয়পণ্ডিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গৃহপতিপণ্ডিত, শ্রমণপণ্ডিত, নিপুণ, শাস্ত্রবিদ, কেশাগ্রবিদ্ধকারী ধনুর্ধর সদৃশ (ৰালৰেধিরূপা) ও স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিগত বিষয়সমূহেও চুলচেরা আলোচনাকারী; তারা স্বীয় মিথ্যাধারণাজাত প্রশ্নে সুসজ্জিত হয়ে তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে গূঢ় ও প্রতিচ্ছন্ন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আর এভাবে তারা ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত, দৃঢ়ভাবে সমর্থিত

প্রশ্নসমূহ সংগ্রহকারী হয়। ফলশ্রুতিতে তারা ক্রীতদাসের ন্যায় ভগবানের অনুগামী হয়। অতঃপর ভগবান তা দেদীপ্যমান করে প্রজ্ঞাপ্ত করেন। এভাবে ভগবান প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান ।

কিভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনকালে সত্ত্বগণকে দেখতে পান—কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউ মহারজম্রক্ষিত; কেউ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন; কেউ সুন্দর আকারসম্পন্ন, কেউ কদাকার; কেউ সুবিজ্ঞেয়, কেউ দুর্বিজ্ঞেয় এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী, কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী নয়। যেমন উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক গাছের কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জলে আশ্রিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে জলে মগ্ন থাকে; কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জলপ্রাপ্ত বা জল বরাবর স্থিত থাকে; আর কিছু কিছু উৎপল, পদুম, পুণ্ডরিক জলে উৎপন্ন হয়, জলে বৃদ্ধি পায় এবং জল হতে ঊর্ধ্বে উঠে জল অপ্রলিপ্ত অবস্থায় থাকে। ঠিক একইভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকনকালে সত্ত্বগণকে দেখতে পান—কেউ অল্পরজম্রক্ষিত, কেউ মহা রজম্রক্ষিত; কেউ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন; কেউ সুন্দর আকারসম্পন্ন, কেউ কদাকার; কেউ সুবিজ্ঞেয়, কেউ দুর্বিজ্ঞেয় এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী, কেউ কেউ পরলোক ও পাপ বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে বিচরণকারী নয়। ভগবান এরূপে বলেন, “এই পুদ্গল রাগচরিত, এই পুদ্গল দ্বেষচরিত, এই পুদ্গল মোহচরিত, এই পুদ্গল বিতর্কচরিত, এই পুদ্গল শ্রদ্ধাচরিত, এই পুদ্গল জ্ঞানচরিত।” ভগবান রাগচরিত পুদ্গালের জন্য অশুভ ভাবনার কথা বলেছেন; দ্বেষচরিত পুদ্গালের জন্য মৈত্রীভাবনার কথা বলেছেন; মোহচরিত পুদ্গালের জন্য আবৃতি-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ, যথাসময়ে ধর্মালোচনা এবং গুরুর সাথে একত্রে বাস করতে বলেছেন; বিতর্কচরিত পুদ্গালের জন্য আনাপানস্মৃতি ভাবনা বর্ণনা করেছেন; শ্রদ্ধাচরিত পুদ্গালের জন্য প্রসাদনীয় নিমিত্ত (অর্থাৎ শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে এমন বিষয়) যেমন বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান, ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সংঘের শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় বর্ণনা করেছেন; প্রজ্ঞা বা জ্ঞানচরিত পুদ্গালের জন্য স্বীয় বিদর্শন নিমিত্ত অনিত্যাবস্থা, দুঃখাবস্থা, অনাত্মাবস্থা বর্ণনা করেছেন।

“সেলে যথা পব্বতমুদ্ধনিট্ঠিতো,

যথাপি পস্সে জনতং সমন্ততো।
তথূপমং ধম্মময়ং সুমেধ,
পাসাদমারুয্হ সমন্তচক্খু।
সোকাৰতিণ্ণং জনতমপেতসোকো,
অৱেক্খস্সু জাতিজরাভিভূত’’ন্তি॥

অনুবাদ : গিরি বা পর্বতের চূড়ায় স্থিতজন যেমন চারিদিকের লোকজনসহ সমস্ত কিছু দেখতে পায়, তদ্রুপ ধর্মময় প্রসাদে আরোহিত সুমেধ (বুদ্ধ) সমন্তচক্ষু। তিনি শোকগ্রস্ত, শোকে অবতীর্ণ, জন্ম-জরায় অভিভূত জনতাকে দেখতে পান।

এভাবে ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান।

কিরূপে ভগবান সমন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান? সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকে সমন্তচক্ষু বলা হয়। ভগবান সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারা অলংকৃত, গুণান্বিত, উপগত, সমুপগত, প্রতিপন্ন, সুপ্রতিপন্ন ও সমন্নাগত।

‘‘ন তস্স অদ্দিট্ঠমিধত্থি কিঞ্চি,
অথো অৱিঞ্ঞাতমজানিতব্বং।
সব্বং অভিঞ্ঞাসি যদত্থি নেয্যং,
তথাগতো তেন সমন্তচক্খূ’’তি॥

অনুবাদ : এ জগতে তাঁর অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত এবং অজানিত কিছুই নেই। যা কিছু জানার আছে, সবই তাঁর জ্ঞাত। তজ্জন্য তথাগতকে সমন্তচক্ষু বলা হয়। এভাবে ভগবান সমন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান—ন মে ব্যাকাসি চক্খুমা।

যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি, ব্যাকরোতীতি মে সুতন্তি। কেউ বুদ্ধকে ধর্মানুসারে তিনবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেও যদি তিনি তার উত্তর প্রদান না করেন, তাহলে আর করেন না—ইহা আমার কর্তৃক গৃহীত, উপধারিত এবং উপলক্ষিত বা অনুমিত।

“দেবর্ষি” (**দেৰীসী**তি) বলতে ভগবান ঋষি ছিলেন বলে—দেবর্ষি। যেমন—রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিয়েছেন বলে রাজর্ষি। ব্রাহ্মণ ধর্মে প্রব্রজ্যা নিয়েছেন বলে ‘ঋষিব্রাহ্মণ’। এভাবে ভগবান দেবসদৃশ ঋষি বলেই—দেবর্ষি।

অথবা, ভগবান প্রব্রজিত বলে ঋষি। মহাশীলস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিষ্কারকারী বলে ঋষি। মহা সমাধিস্কন্ধ... মহা প্রজ্ঞাস্কন্ধ... মহা বিমুক্তিস্কন্ধ... মহা বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিষ্কারকারী বলে ঋষি। মহা

অজ্ঞানতার মুক্তি অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিষ্কারকারী বলে ঋষি। মহা উন্মত্ততার বিনাশ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিষ্কারকারী বলে ঋষি। মহা তৃষ্ণাশৈল্যের উৎপাটন... মহা মিথ্যাদৃষ্টির জটিলতা মুক্ত... মহা মানধ্বজার ধ্বংস... মহা অভিসংস্কারের উপশম... মহা ওঘের উত্তীর্ণ... মহা সংসার দুঃখভারের নিক্ষেপ... মহা সংসারবর্তের নিবারণ... মহাসন্তাপের নির্বাপণ... মহা মনঃকষ্টের প্রশমন... মহা ধর্মধ্বজের উত্তোলন সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিষ্কারকারী বলে ঋষি। মহা স্মৃতিপ্রস্থান... মহা সম্যকপ্রধান... মহা ঋদ্ধিপাদ... মহা ইন্দ্রিয়... মহাবল... মহা বোধ্যঙ্গ... মহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ... মহা পরমার্থ এবং অমৃতময় নির্বাণ অনুসন্ধানকারী, গবেষণাকারী, অন্বেষণকারী, আবিষ্কারকারী বলে ঋষি। মহা প্রভাবশালী সত্ত্বগণের দ্বারা "কোথায় বুদ্ধ, কোথায় ভগবান, কোথায় দেবাতিদেব, কোথায় নরশ্রেষ্ঠ" এরূপ বলে তিনি অনুসন্ধানকৃত, গবেষণাকৃত, অন্বেষণকৃত আবিষ্কারকৃত বিধায় তিনিই ঋষি। এ অর্থে—যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি ব্যাকরোতীতি মে সুতং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

''দ্বাহং সক্কং অপুচ্ছিস্সং, [ইচ্চাযস্মা মোঘরাজা]
ন মে ব্যাকাসি চক্খুমা।
যাৰততিযঞ্চ দেৰীসি, ব্যাকরোতীতি মে সুত''ন্তি॥

৮৬. অযং লোকো পরো লোকো, ব্রহ্মলোকো সদেৰকো।
দিট্ঠিং তে নাভিজানাতি, গোতমস্স যসস্সিনো॥

অনুবাদ : ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক ও দেবলোক, সেই লোক (তারা) যশস্বী গৌতমের দৃষ্টি সম্বন্ধে জানে না।

অযং লোকো পরো লোকোতি। "ইহলোক" (**অযং লোকো**তি) বলতে মনুষ্যলোক। "পরলোক" (**পরো লোকো**তি) বলতে মনুষ্যলোক ব্যতীত সমস্ত পরলোক—অযং লোকো পরো লোকো।

"ব্রহ্মলোক দেবলোক" (**ব্রহ্মলোকো সদেৰকো**তি) বলতে দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোকসহ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, প্রজা, দেব-মনুষ্যের। এ অর্থে—ব্রহ্মলোকো সদেৰকো।

দিট্ঠিং তে নাভিজানাতীতি। আপনার দৃষ্টি, ইচ্ছা, মত, অভিমত, আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায় লোক জানে না—"(সেই ব্যক্তি) ইহা এরূপ দর্শী,

এরূপ ইচ্ছাকারী, এরূপ মতপোষণকারী, এরূপ অভিমতকারী, এরূপ আকাঙ্ক্ষাকারী এবং এরূপ অভিপ্রায়ীকে জানে না, দর্শন করে না, প্রদর্শন করে না, লাভ করে না, সাক্ষাৎ করে না এবং প্রতিলাভ করে না। এ অর্থে—সেই লোক (যশস্বী গৌতমের) দৃষ্টি সম্বন্ধে জানে না” (দিট্ঠিং তে নাভিজানাতি)।

গোতমস্স যসস্সিনোতি। ভগবান যশপ্রাপ্ত বলে যশস্বী। অথবা, ভগবান সৎকারপ্রাপ্ত, সম্মানিত, মানিত, পূজিত, শ্রদ্ধান্বিত এবং চীবর-পিণ্ডপাত-শয়নাসন-ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভী বলে যশস্বী। এ অর্থে—যশস্বী গৌতমের (গোতমস্স যস্সিনো)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

“অযং লোকো পরো লোকো, ব্রহ্মলোকো সদেৰকো।
দিট্ঠিং তে নাভিজানাতি, গোতমস্স যসস্সিনো”তি॥

৮৭. এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কথং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতি॥

অনুবাদ : এরূপ শ্রেষ্ঠ দর্শনকারীর নিকট আমি অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। জগৎকে কিরূপে দর্শন করলে মৃত্যুরাজকে দেখতে পায় না?

এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিন্তি। এরূপ শ্রেষ্ঠদর্শী, অগ্রদর্শী, প্রবর বা মহৎদর্শী, বিশিষ্টদর্শী, পমোক্ষ বা প্রসিদ্ধদর্শী, উত্তমদর্শী এবং পরমদর্শী—এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিং।

অত্থি পঞ্হেন আগমন্তি। অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামী হয়ে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা, প্রশ্নকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জিজ্ঞাসাকামীদের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, শ্রুতকামীদের প্রশ্ন নিয়ে আগমন করেছি, অগ্রসর হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি, সম্মুখস্থ হয়েছি। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। অথবা আপনি হিতকারী ও দক্ষ, আমি অর্থীরূপে আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত, কথিত, জ্ঞাপিত, বিদিত বিষয় আপনি সত্যিই বর্ণনা করবেন বা বলে দিবেন। এভাবে অর্থীরূপে প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

কথং লোকং অৰেকখন্তন্তি। কিরূপে জগৎকে দর্শন করলে, পর্যবেক্ষণ করলে, ধারণা করলে, বিচার করলে, বিবেচনা করলে এবং অবলোকন করলে। এ অর্থে—কথং লোকং অৰেকখন্তং।

মচ্চুরাজা ন পস্সতীতি। মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না, দর্শন পায় না, সাক্ষাৎ

পায় না, খুঁজে পায় না এবং বশীভূত করতে পারে না। এ অর্থে—মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না (মচ্চুরাজা ন পস্সতি)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"এৰং অভিক্কন্তদস্সাৰিং, অত্থি পঞ্হেন আগমং।
কথং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতী"তি॥

**৮৮. সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখস্সু, মোঘরাজ সদা সতো।
অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চ, এৰং মচ্চুতরো সিযা।
এৰং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতি॥**

অনুবাদ : হে মেঘরাজ, সর্বদা স্মৃতিমান হয়ে জগৎকে শূন্যরূপে অবলোকন কর। আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করলে মৃত্যু উত্তীর্ণ হবে। যিনি এরূপে জগৎকে দর্শন করেন, তাঁকে মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না।

সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখস্সুতি। "লোক" (**লোকো**তি) নিরয়লোক, তির্যকলোক, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, স্কন্ধলোক, ধাতুলোক, আয়তনলোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোক। জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, লোক লোক বলা হয়। কী কারণে লোক বলা হয়?" "হে ভিক্ষু, লোপ পায় বলে লোক বলা হয়। কী লোপ পায়? ভিক্ষু, চক্ষু লোপ পায়, রূপ লোপ পায়, চক্ষু-বিজ্ঞান লোপ পায়, চক্ষু সংস্পর্শ লোপ পায়; চক্ষুসংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। শ্রোত্র লোপ পায়, শব্দ লোপ পায়, শ্রোত্র-বিজ্ঞান লোপ পায়, শ্রোত্র সংস্পর্শ লোপ পায়; শ্রোত্রসংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। ঘ্রাণ লোপ পায়, গন্ধ লোপ পায়, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান লোপ পায়, ঘ্রাণ সংস্পর্শ লোপ পায়; ঘ্রাণসংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। জিহ্বা লোপ পায়, রস লোপ পায়, জিহ্বা-বিজ্ঞান লোপ পায়, জিহ্বা সংস্পর্শ লোপ পায়; জিহ্বা সংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। কায় লোপ পায়, স্পর্শ লোপ পায়, কায়-বিজ্ঞান লোপ পায়, কায় সংস্পর্শ লোপ পায়; কায় সংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। মন লোপ পায়, ধর্ম লোপ পায়, মন-বিজ্ঞান লোপ পায়, মন সংস্পর্শ লোপ পায়; মনসংস্পর্শ হেতুতে যেই সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-মসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও লোপ পায়। হে ভিক্ষু, এভাবে লোপ পায় বলে লোক বলা হয়।

সুঞ্ঞতো লোকং অবেকখস্সূতি। দুটি কারণে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে—আলম্বন প্রবর্তবশে ও তুচ্ছ বা অসার-সংস্কার ধারণাবশে।

কিভাবে আলম্বন প্রবর্তবশে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে? রূপে নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে, বেদনায় নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে, সংজ্ঞায় নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে, সংস্কারে নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে, বিজ্ঞানে নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না দেখে।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই রূপ আত্মা নয়। আমরা যে রূপ লাভ করি (বা দেহ ধারণ করি), সেটাকে—'আমার রূপ এ রকম হোক, আমার রূপ এ রকম ছিল না' বললেও এই রূপ তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপ অনাত্মা, সেহেতু রূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার রূপ এ রকম হোক, আমার রূপ এ রকম ছিল না' বললেও রূপে তা হয় না।"

"বেদনা অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই বেদনা আত্মা নয়। আমরা যে বেদনা লাভ করি (বা অনুভব করি), সেটাকে—'আমার বেদনা এ রকম হোক, আমার বেদনা এ রকম ছিল না' বললেও এই বেদনা তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেহেতু বেদনা অনাত্মা, সেহেতু বেদনা ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার বেদনা এ রকম হোক, আমার বেদনা এ রকম ছিল না' বললে বেদনায় তা হয় না।"

"সংজ্ঞা অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই সংজ্ঞা আত্মা নয়। আমরা যে সংজ্ঞা লাভ করি, সেটাকে—'আমার সংজ্ঞা এ রকম হোক, আমার সংজ্ঞা এ রকম ছিল না' বললেও এই সংজ্ঞা তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেহেতু সংজ্ঞা অনাত্মা, সেহেতু সংজ্ঞা ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার সংজ্ঞা এ রকম হোক, আমার সংজ্ঞা এ রকম ছিল না' বললে সংজ্ঞায় তা হয় না।"

"সংস্কার অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই সংস্কার আত্মা নয়। আমরা যে সংস্কার লাভ করি, সেটাকে—'আমার সংস্কার এ রকম হোক, আমার সংস্কার এ রকম ছিল না' বললেও এই সংস্কার তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেহেতু সংস্কার অনাত্মা, সেহেতু সংস্কার ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার সংস্কার এ রকম হোক, আমার সংস্কার এ রকম ছিল না' বললে সংস্কারে তা হয় না।"

"বিজ্ঞান অনাত্মা। ভিক্ষুগণ, এই বিজ্ঞান আত্মা নয়। আমরা যে বিজ্ঞান

লাভ করি, সেটাকে—'আমার বিজ্ঞান এ রকম হোক, আমার বিজ্ঞান এ রকম ছিল না' বললেও এই বিজ্ঞান তদনুরূপ ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যেহেতু বিজ্ঞান অনাত্মা, সেহেতু বিজ্ঞান ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয় না। 'আমার বিজ্ঞান এ রকম হোক, আমার বিজ্ঞান এ রকম ছিল না' বললে বিজ্ঞানে তা হয় না।"

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, এ কায় বা শরীর তোমাদের নয়, অন্যদেরও নয়। ইহা পুরাতন কর্ম অভিসংস্কার ও চেতনা অভিব্যক্তি বেদনার প্রক্রিয়া বলে দৃষ্টব্য। ভিক্ষুগণ, তথায় (বা এ কায়ে) শ্রুতবান আর্যশ্রাবক উত্তমভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদকেই মনোনিবেশ করেন—'এটা থাকলে এটা হয়, এর উৎপত্তিতে এর উৎপত্তি হয়; এটা না থাকলে এটা হয় না, এর নিরোধে এরও নিরোধ হয়। যথা : অবিদ্যা হেতুতে সংস্কার, সংস্কার হেতুতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হেতুতে নামরূপ, নামরূপ হেতুতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হেতুতে স্পর্শ, স্পর্শ হেতুতে বেদনা, বেদনা হেতুতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হেতুতে উপাদান, উপাদান হেতুতে ভব, ভব হেতুতে জাতি, জাতি হেতুতে জরা-মরণ-শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হতাশা উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখরাশি উৎপন্ন হয়।

অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ, স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ, বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ, ভব নিরোধে জাতি নিরোধ, জাতি নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হাহুতাশ নিরোধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখরাশি নিরোধ হয়। এরূপে আলম্বন প্রবর্তবশে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

কিভাবে অসার-সংস্কার উপলব্ধিবশে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে? রূপে সার না দেখে, বেদনায় সার না দেখে, সংজ্ঞায় সার না দেখে, সংস্কারে সার না দেখে এবং বিজ্ঞানে সার না দেখে। রূপ নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মাসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরিণামধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারাপগত বা সারহীন হিসেবে দেখে। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মাসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরিণামধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারহীন হিসেবে দেখে। যেমন নল অসার, নিঃসার এবং সারহীন; এরণ্ড (বা

ভেরেণ্ডাগাছ, যা থেকে ক্যাস্টর ওয়েল প্রস্তুত হয়) অসার, নিঃসার এবং সারাহীন; উদুম্বর (গাছ) অসার, নিঃসার এবং সারহীন; পালিভদ্দক (এক জাতীয় বৃক্ষবিশেষ) অসার, নিঃসার এবং সারহীন; ফেণাপিণ্ড অসার, নিঃসার এবং সারহীন; জলবুদবুদ অসার, নিঃসার এবং সারহীন; মরীচিকা অসার, নিঃসার এবং সারহীন; কদলীবৃক্ষের কাণ্ড অসার, নিঃসার এবং সারহীন; ইন্দ্রজাল (ভেলকি) অসার, নিঃসার এবং সারহীন। ঠিক তেমনি রূপ নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরিণাম ধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারহীন। বেদনা নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মাসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরীতধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারহীন। সংজ্ঞা নিত্যসার... সংস্কার নিত্যসার... বিজ্ঞান নিত্যসার সারে, সুখসার সারে, আত্মাসার সারে অথবা নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরীতধর্মে অসার, নিঃসার এবং সারহীন। এরূপে অসার-সংস্কার উপলব্ধিবশে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে। এই দুটি কারণে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

আবার, ছয় প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে। যেমন—চক্ষুকে আত্মা, আত্মাস্বভাবযুক্ত, নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরীতধর্মে শূন্যরূপে দর্শন করে। শ্রোত্রকে... ঘ্রাণকে... জিহ্বাকে... কায়কে... রূপকে... শব্দকে... গন্ধকে... রসকে... স্পর্শকে... ধর্মকে...; চক্ষু-বিজ্ঞানকে... শ্রোত্র-বিজ্ঞানকে... ঘ্রাণ-বিজ্ঞানকে... জিহ্বা-বিজ্ঞানকে... কায়-বিজ্ঞানকে... মনো-বিজ্ঞানকে... চক্ষুসংস্পর্শকে... শ্রোত্রসংস্পর্শকে... ঘ্রাণসংস্পর্শকে... জিহ্বা সংস্পর্শকে... কায়সংস্পর্শকে... মনোসংস্পর্শকে... ; চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনাকে... শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনাকে... ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনাকে... জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনাকে... কায়সংস্পর্শজ বেদনাকে... মনোসংস্পর্শজ বেদনাকে...; রূপসংজ্ঞাকে... শব্দসংজ্ঞাকে... গন্ধসংজ্ঞাকে... রসসংজ্ঞাকে... স্পর্শসংজ্ঞাকে... ধর্মসংজ্ঞাকে...; রূপসঞ্চেতনাকে... শব্দসঞ্চেতনাকে... গন্ধসঞ্চেতনাকে... রসসঞ্চেতনাকে... স্পর্শসঞ্চেতনাকে... ধর্মসঞ্চেতনাকে...; রূপতৃষ্ণাকে... শব্দতৃষ্ণাকে... গন্ধতৃষ্ণাকে... রসতৃষ্ণাকে... স্পর্শতৃষ্ণাকে... ধর্মতৃষ্ণাকে...; রূপবিতর্ককে... শব্দবিতর্ককে... গন্ধবিতর্ককে... রসবিতর্ককে... স্পর্শবিতর্ককে... ধর্মবিতর্ককে...; রূপবিচারকে... শব্দবিচারকে... গন্ধবিচারকে... রসবিচারকে... স্পর্শবিচারকে... ধর্মবিচারকে আত্মা, আত্মাস্বভাবযুক্ত, নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত ও অবিপরীতধর্মে শূন্যরূপে দর্শন করে। এরূপে ছয় প্রকারে

লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

পুনশ্চ, দশ প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে। যেমন—রূপকে রিক্ত, অসার, শূন্য, অনাত্মা, অসার, ঘাতক, ধ্বংসপ্রাপ্ত, দুঃখের মূল, দুঃখসংযুক্ত, দুঃসম্ভূতরূপে দর্শন করে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে... চ্যুতিকে... উৎপত্তিকে... প্রতিসন্ধিকে... ভবকে... সংসারচক্রকে রিক্ত, অসার, শূন্য, অনাত্মা, অসার, ঘাতক, ধ্বংসপ্রাপ্ত, দুঃখের মূল, দুঃখসংযুক্ত, দুঃখসম্ভূতরূপে দর্শন করে। এরূপে দশ প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

আবার, বারো প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে। যেমন—রূপকে সত্ত্ব, জীব, নর, মানব, স্ত্রী, পুরুষ, আত্মা, আত্মার স্বভাবযুক্ত নয় এবং আমি নয়, আমার নয়, কেউ নয়, কারোর নয় হিসেবে দর্শন করে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে সত্ত্ব, জীব, নর, মানব, স্ত্রী, পুরুষ, আত্মা, আত্মার স্বভাবযুক্ত নয় এবং আমি নয়, আমার নয়, কেউ নয়, কারোর নয় হিসেবে দর্শন করে। এরূপে বারো প্রকারে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। ভিক্ষুগণ, কী তোমাদের নয়? রূপ তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। ভিক্ষুগণ, বেদনা তোমাদের... হিত-সুখ সাধিত হবে। সংজ্ঞা তোমাদের... হিত-সুখ সাধিত হবে। সংস্কার তোমাদের... হিত-সুখ সাধিত হবে। বিজ্ঞান তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি যদি এই জেতবনের তৃণকাষ্ঠ, শাখা, পত্র-পল্লব হরণ করে, দগ্ধ করে দেয়, ইচ্ছানুরূপ অনিষ্ট সাধন করে। তখন কি তোমাদের এরূপ মনে হবে—'এই ব্যক্তি আমাদের হরণ করেছে, দগ্ধ করেছে, ইচ্ছানুরূপ অনিষ্ট সাধন করেছে।' 'না ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'তার কারণ কী?' 'ভন্তে, যেহেতু এটা আমাদের আত্মা বা আত্মা স্বভাবযুক্ত নয়।' ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে যা তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। ভিক্ষুগণ, কী তোমাদের নহে? রূপ তোমাদের নয়, তা ত্যাগ কর। তা ত্যাগ করতে পারলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। বেদনা তোমাদের... সংজ্ঞা তোমাদের... সংস্কার তোমাদের... বিজ্ঞান রূপ তোমাদের নয়, তা ত্যাগ

কর। তা ত্যাগ করতে পারলে তোমাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হবে। এরূপে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, লোক শূন্য, লোক শূন্য বলা হয়। কী কারণে লোক শূন্য বলা হয়?" হে আনন্দ "যেহেতু আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য, সেহেতু লোক শূন্য বলা হয়। আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য কী? আনন্দ, চক্ষু আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। রূপ আত্মা... চক্ষু-বিজ্ঞান আত্মা... চক্ষু-সংস্পর্শ আত্মা... চক্ষু-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। শ্রোত্র আত্মা বা আত্মস্বভাব শূন্য। শব্দ আত্মা বা... শ্রোত্র-বিজ্ঞান আত্মা বা... শ্রোত্র-সংস্পর্শ আত্মা বা... শ্রোত্র-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। ঘ্রাণ আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। গন্ধ আত্মা বা... ঘ্রাণ-বিজ্ঞান আত্মা বা... ঘ্রাণ-সংস্পর্শ আত্মা বা... ঘ্রাণ-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। জিহ্বা আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। রস আত্মা বা... জিহ্বা-বিজ্ঞান আত্মা বা... জিহ্বা-সংস্পর্শ আত্মা বা... জিহ্বা-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। কায় আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। স্পর্শ আত্মা বা... কায়-বিজ্ঞান আত্মা বা... কায়-সংস্পর্শ আত্মা বা... কায়-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। মন আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। ধর্ম আত্মা বা... মন-বিজ্ঞান আত্মা বা... মন-সংস্পর্শ আত্মা বা... মন-সংস্পর্শ হেতুতে যে সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাও আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য। হে আনন্দ, যেহেতু আত্মা বা আত্মাস্বভাব শূন্য, সেহেতু লোককে শূন্য বলা হয়। এরূপে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

> ''সুদ্ধং ধম্মসমুপ্পাদং, সুদ্ধসঙ্খারসন্ততিং।
> পস্সন্তস্স যথাভূতং, ন ভযং হোতি গামণি॥

অনুবাদ : শুদ্ধ ধর্মসমুৎপাদ, শুদ্ধ সংস্কার-সন্ততি যথাভূতভাবে দর্শনকারী দলপতির ভয় উৎপন্ন হয় না।

> ''তিণকট্ঠসমং লোকং, যদা পঞ্ঞায পস্সতি।
> নাঞ্ঞং পত্থযতে কিঞ্চি, অঞ্ঞত্রপ্পটিসন্ধিযা''তি॥

এৰম্পি সুঞ্ঞতো লোকং অৰেক্খতি।

অনুবাদ : যখন প্রজ্ঞা দ্বারা এলোককে তৃণকাষ্ঠসমরূপে দর্শন করে, তখন

অন্য কিছু বা অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করতে প্রার্থনা করে না। এরূপে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "এরূপেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যতদূর পর্যন্ত রূপের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত রূপকে পরীক্ষা করে। যতদূর পর্যন্ত বেদনার গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত বেদনাকে পরীক্ষা করে। যতদূর পর্যন্ত সংজ্ঞার গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত সংজ্ঞাকে পরীক্ষা করে। যতদূর পর্যন্ত সংস্কারের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত সংস্কারকে পরীক্ষা করে। যতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানকে পরীক্ষা করে। (ভিক্ষুগণের) যতদূর পর্যন্ত রূপের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত রূপের পরীক্ষা; যতদূর পর্যন্ত বেদনার গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত বেদনার পরীক্ষা; যতদূর পর্যন্ত সংজ্ঞার গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত সংজ্ঞার পরীক্ষা; যতদূর পর্যন্ত সংস্কারের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত সংস্কারের পরীক্ষা; যতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানের গতিপথ, ততদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানের পরীক্ষা। এরূপ পরীক্ষার ফলে ভিক্ষুর 'আমি, আমার এবং (এতে) আমি আছি' এই ধারণা হয় না।' এরূপে লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে।

সুঞ্ঞতো লোকং অবেক্খস্সূতি। লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে, প্রত্যবেক্ষণ করে, পর্যবেক্ষণ করে, পরীক্ষা করে, পর্যালোচন করে ও নিরীক্ষণ করে। এ অর্থে—লোককে শূন্যরূপে দর্শন করে (সুঞ্ঞতো লোকং অবেক্খস্সু।)।

মোঘরাজ সদা সতোতি। "মোঘরাজ" (**মোঘরাজা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এ নামে সম্বোধন করলেন। "সর্বদা" (**সদা**তি) বলতে সর্বকাল... পশ্চিমে বায়ুস্কন্ধ। "স্মৃতিমান" (**সতো**তি) বলতে চারটি কারণে স্মৃতিমান। যথা : কায়ে কায়নুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। বেদনায় বেদনানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। চিত্তে চিত্তানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান। ধর্মে ধর্মানুদর্শন স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনাকালে স্মৃতিমান... একেই বলা হয় স্মৃতিমান। এ অর্থে—মোঘরাজ সর্বদা স্মৃতিমান (মোঘরাজ সদা সতো)।

অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চাতি। বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টির বিষয়কে আত্মানুদৃষ্টি বলা হয়। এ জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্জন আর্যগণের অদর্শী, আর্যধর্মে অদক্ষ, আর্যধর্মে অবিনীত এবং সৎপুরুষগণের অদর্শী, সৎপুরুষধর্মে অদক্ষ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত এবং সৎপুরুষগণের অদর্শী, সৎপুরুষধর্মে অদক্ষ,

সৎপুরুষধর্মে অবিনীত হয়ে রূপে আত্মা, রূপবন্তে আত্মা, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা দর্শন করে। বেদনায় আত্মা... সংজ্ঞায় আত্মা... সংস্কারে আত্মা... বিজ্ঞানে আত্মা, বিজ্ঞানবন্তে আত্মা, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করে। যা এরূপ দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টি বিশৃঙ্খলা, দৃষ্টি বিপ্‌ফন্দিত, দৃষ্টি সংযোজন, মিথ্যাগ্রহণ বা মিথ্যাধারণা গ্রহণ, মিথ্যা পরিগ্রহণ, মিথ্যা মীমংসা বা সিদ্ধান্ত, মিথ্যা পরামর্শ, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, ভ্রান্তধারণা, তীর্থিয় সম্প্রদায়গত মতবাদ, বিপরীত ধারণা, বিপরীত গ্রহণ, বিশৃঙ্খলা ধারণা, মিথ্যাধারণা, বেঠিককে সঠিকভাবে গ্রহণ—যা বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির অন্তর্গত। ইহা আত্মানুদৃষ্টি। “আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করে” (**অত্তানুদিট্ঠিং উহচ্চা**তি) বলতে আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ, অপনোদন, শিকড়সমেত উত্তোলন, বিনাশ, বিলুপ্ত, পরিত্যাগ, বর্জন, বিদূরীত, বিমোচন ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধন করে। এ অর্থে—আত্মানুদৃষ্টিকে অপসারণ করে (অত্তানুদিট্ঠিং ঊহচ্চ)।

“এরূপে মৃত্যু উত্তীর্ণ” (**এৰং মচ্চুতরো সিযা**তি) বলতে এরূপে মৃত্যু, জরা ও মরণ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত ও অতিক্রমণ করে। এ অর্থে—এরূপে মৃত্যু উত্তীর্ণ (এৰং মচ্চুতরো সিযা)।

এৰং লোকং অৰেক্খন্তন্তি। এরূপে লোককে দর্শন, অবলোকন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করে। এ অর্থে—এরূপে লোককে দর্শন করে।

মচ্চুরাজা ন পস্সতীতি। মৃত্যু বলে মৃত্যুরাজ, মার বলে মৃত্যুরাজ এবং মরণ বলে মৃত্যুরাজ। মৃত্যুরাজ দেখতে পায় না, দর্শন করতে পারে না, আগমন করতে পারে না, অধিকারে নিতে পারে না, হরণ করতে পারে না। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “হে ভিক্ষুগণ, যেমন একাচারী মৃগ অরণ্যে বা পর্বতের পার্শ্বদেশে বিচরণকালে একাই গমন করে, একাই দাঁড়িয়ে থাকে, একাই বসে পড়ে, একাই শয়ন করে, তার কারণ কী? শিকারীর অপথগত হতে বা শিকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। ভিক্ষুগণ, ঠিক একইভাবে, ভিক্ষু কামনা ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত বিবেকজ বা নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক, বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয়

ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান লাভে করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল রূপসংজ্ঞা অতিক্রম, প্রতিঘসংজ্ঞা ধ্বংস এবং নানাত্বসংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে "অনন্ত আকাশ" স্মৃতি করে আকাশ অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল আকাশ অনন্তায়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" স্মৃতি করে বিজ্ঞান অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করে "কিছুই নেই" স্মৃতি করে অকিঞ্চন আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল অকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধসমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। সেই অবস্থায় তাঁর (সবকিছু) প্রজ্ঞায় দর্শন হয়ে আসবসমূহ পরিক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া এবং জগতের আসক্তি হতে উত্তীর্ণ (হওয়া)। এমন ভিক্ষু একাই গমন করেন, একাই দাঁড়িয়ে থাকেন, একাই উপবেশন করেন, একাই শয়ন করেন। তার কারণ কী? ভিক্ষু মারের অপথগত। এ অর্থে—মৃত্যুরাজ দর্শন করতে পারে না। তজ্জন্য ভগবান বললেন :

> ''সুঞ্ঞতো লোকং অৰেকখস্সু, মোঘরাজ সদা সতো।
> অত্তানুদিট্ঠিং ঊহচ্চ, এৰং মচ্চুতরো সিযা।
> এৰং লোকং অৰেকখন্তং, মচ্চুরাজা ন পস্সতী''তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা... অঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানকে নমস্কার করে একান্তে উপবিষ্ট

হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[মোঘরাজ মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৬. পিঙ্গিয়মানব-প্রশ্ন বর্ণনা

৮৯. জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণো, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসু।
মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰ,
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বললেন, আমি জীর্ণ (বৃদ্ধ), বলহীন ও বিবর্ণ হয়েছি। আমার চক্ষু অস্বচ্ছ, শ্রবণশক্তি ক্ষীণ। যাতে আমাকে মূঢ়তা অবস্থায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে না হয়, সেরূপ ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। যা জ্ঞাত হয়ে আমি এ জগতে জাতি জরার প্রহীন সম্বন্ধে জানতে পারি।

জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণোতি। "আমি জীর্ণ" (**জিণ্ণোহমস্মী**তি) বলতে জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, বয়সপ্রাপ্ত, বয়োবৃদ্ধ, শতবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ। "বলহীন" (**অবলো**তি) বলতে দুর্বল, অল্পবল, শক্তিহীন। "বিবর্ণ" (**ৰীতৰণ্ণো**তি) বলতে বিবর্ণ, বিগতবর্ণ, বিকৃতবর্ণ। যা পূর্বের সেই সৌন্দর্য-লাবণ্য অন্তর্হিত ও বিনষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। এ অর্থে—আমি জীর্ণ, বলহীন ও বিবর্ণ হয়েছি—(জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণো)।

ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযোতি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন... "পিঙ্গিয়" (**পিঙ্গিযো**তি) বলতে সেই ব্রাহ্মণের নাম... ও সম্বোধনসূচক বাক্যকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থে—আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় (ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো।)।

"**নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসূ**তি" বলতে চক্ষু অস্বচ্ছ, অপরিষ্কার, অবিশুদ্ধ ও ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন। তদ্ধেতু চক্ষু দ্বারা কোনো কিছু (রূপ) ভালোমত দেখতে পাই না—নেত্তা ন সুদ্ধা। "**সৰনং ন ফাসূ**তি" বলতে কর্ণ অপরিষ্কার, অবিশুদ্ধ, ভারী ও ক্ষীণশ্রবণ শক্তিসম্পন্ন। তদ্ধেতু কর্ণ দ্বারা ভালোমত শুনতে পাই না—নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসু।

মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰাতি। "**মাহং নস্সন্তি**" বলতে আমাকে যাতে বিনাশ, বিনষ্ট, ধ্বংস, মৃত্যুবরণ করতে না হয়। "মুঢ়তা" (**মোমুহো**তি)

বলতে অদ্যিাগত, অজ্ঞানী, অনভিজ্ঞ, দুষ্প্রাজ্ঞ। “আকস্মিক” (**অন্তরাৰা**তি) বলতে আপনার ধর্ম, প্রতিপদ, মার্গ না জেনে, অধিগত না করে, বিদিত না হয়ে, প্রতিলাভ না করে, ধারণ না করে, সাক্ষাৎ না করে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করতে না হয়। এ অর্থে—মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰ।

আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি। “ধর্ম” (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যা প্রতিপালনের উপযোগী; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ এবং নির্বাণগামিনী প্রতিপদ—এসব সম্বন্ধে ভাষণ করুন, দেশনা করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, ব্যক্ত করুন, ব্যাখ্যা করুন, ঘোষণা করুন ও প্রকাশ করুন। “**যমহং ৰিজঞ্ঞ**ন্তি” বলতে আমি যেন জ্ঞাত হতে পারি, জানতে পারি, অনুভব করতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, লাভ করতে পারি, ধারণ করতে পারি এবং সাক্ষাত করতে পারি। এ অর্থে—আমাকে উপদেশ দিন আমি যেন ধর্ম জ্ঞাত হতে পারি—আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।

“**জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহান**ন্তি” বলতে এখানেই জাতি, জরা, মরণের প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ ও ধ্বংস সাধন, অমৃত নির্বাণ—জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

> “জিণ্ণোহমস্মি অবলো ৰীতৰণ্ণো, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
> নেত্তা ন সুদ্ধা সৰনং ন ফাসু।
> মাহং নস্সং মোমুহো অন্তরাৰ, আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।
> জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহান”ন্তি॥

৯০. দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানে, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তা।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু রূপং অপুনব্ভৰায॥

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বললেন, হে পিঙ্গিয়, রূপে উপদ্রব, উৎপীড়ন দেখেও জনগণ রূপে প্রমত্ত। তাই তুমি অপ্রমত্ত হয়ে পুনর্জন্মের নিবারণার্থে রূপ ত্যাগ কর।

দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানেতি। “রূপ” (**রূপ**ন্তি) বলতে চারি মহাভূত বা

চারি মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন রূপ। সত্ত্বগণ রূপহেতু, রূপপ্রত্যয়ে, রূপের কারণে আহত হয়, হত হয়, বধিত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয়। রূপ থাকলে বিবিধ শাস্তি ভোগ করতে হয়। যেমন—কশাঘাত, দণ্ডাঘাত, বেত্রাঘাত; হাত-কাটা, পা-কাটা, হাত-পা-কাটা, কান-কাটা, নাক-কাটা, নাক-কান-কাটা, গরম জলে সিদ্ধ, শঙ্কমুণ্ডিক, রাহুমুখ, জ্যোতিমালিক, হাত পোড়া, নিম্নমুখ করে ঝুলিয়ে রাখা (এরকবত্তিক), চর্মপোড়া, এণেয্যক (এক প্রকার পীড়ন), শূলে বিদ্ধকরণ, মাংস টুক্‌রো টুকরো করে কাটা। নানা প্রকার মানসিক যন্ত্রণা, তেলের ঘানিতে আবদ্ধ করে ঘুরানো, প্রহারে প্রহারে অস্থি চুরমার করে দেওয়া, উত্তপ্ত তেলে ফেলে দেওয়া, কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো, জীবিত অবস্থায় শূলে বিদ্ধকরণ, তলোয়ার দিয়ে মাথা-কাটা। এভাবে সত্ত্বগণ রূপহেতু, রূপপ্রত্যয়, রূপের কারণে আহত, হত, বধিত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এভাবে আহত, হত, বধিত, আঘাতপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বিচার করে, উপলব্ধি করে—দিস্বান রূপেসু ৰিহঞ্ঞমানে।

পিঙ্গিযাতি ভগৰাতি। "পিঙ্গিয়" (**পিঙ্গিযা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এনামে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—পিঙ্গিযাতি ভগৰা।

রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তাতি। "উৎপীড়ন" (**রুপ্পন্তী**তি) বলতে উৎপীড়ন, কম্পিত, পীড়িত, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত। চক্ষুরোগে উৎপীড়িত, কম্পিত, পীড়িত, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত। শ্রোত্ররোগে... কায়রোগে... ডাঁশ-মশা-বায়ু-সরীসৃপাদির দংশন বা কামড় দ্বারা উৎপীড়িত, কম্পিত, পীড়িত, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত হয়। এ অর্থে—রুপ্পন্তি রূপেসু।

অথবা চক্ষু (বা দৃষ্টিশক্তি) হ্রাসে, ক্ষয়ে, ক্ষীণতায়, পরিক্ষীণে, কমে যাওয়ায়, চলে যাওয়ায়, অন্তর্হিত হওয়ায় উৎপীড়িত, কম্পিত, পীড়িত, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত হয়। শ্রোত্র (বা শ্রবণশক্তি)... ঘ্রাণ... জিহ্বা... রস... কায়... স্পর্শ... কুল... গণ... আবাস... লাভ... যশ... প্রশংসা... সুখ... চীবর... পিণ্ডপাত... শয্যাসন... এবং ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্যাদি হ্রাসপ্রাপ্তে, ক্ষয়প্রাপ্তে, ক্ষীণতায়, পরিক্ষীণে, কম হলে, অপর্যাপ্ত হলে, অন্তর্হিত হলে উৎপীড়িত, কম্পিত, পীড়িত, ব্যথিত, দৌর্মনস্যপ্রাপ্ত হয়—এভাবে রূপে উৎপীড়িত হয় (এৰম্পি রুপ্পন্তি রূপেসু)।

"জন" (**জনা**তি) বলতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, গৃহস্থ, পব্রজ্জিত,

দেব, মনুষ্য। "প্রমত্ত" (**পমত্তা**তি) বলতে কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, পঞ্চকামগুণে চিত্তের শ্লথন, শিথিল উৎপাদন, কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় অসাক্ষাৎকরণতা, অনধ্যবসায়তা, অনস্থিরতা, নিষ্ক্রিয়তা, দুর্বলতা, অগ্রাহ্যতা এবং অনভ্যাস, অভাবনা, অবৈপুল্যকরণতা, অনধিষ্ঠান, অননুযোগ ও প্রমাদ। যা এরূপ প্রমাদ, অমনোযোগ, উন্মত্ততা—একেই প্রমাদ বলে। এই প্রমাদে সমন্বিত জনই প্রমত্ত—রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তা।

তস্মা তুৱং পিঙ্গিয অপ্পমত্তোতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মা**তি) বলতে তাই, সেই কারণে, সেহেতু, সে প্রত্যয়ে, সে নিদানে; এভাবে রূপসমূহে আদীনব দর্শন করে—তস্মা তুৱং পিঙ্গিয। "অপ্রমত্ত" (**অপ্পমত্তো**তি) বলতে কুশল ধর্মসমূহে সাক্ষাতকারী, অধ্যবসায়ী... অপ্রমাদ—তস্মা তুৱং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো।

জহস্সু রূপং অপুনব্ভৱাযাতি। "রূপ" (**রূপ**ন্তি) বলতে চারি মহাভূত বা চারি মহাভূতের উপাদারূপ। "**জহস্সু রূপ**ন্তি" বলতে রূপ ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর, পরিহার কর, ধ্বংস কর। "**অপুনব্ভৱাযা**তি" বলতে যাতে এখানেই তোমার রূপ নিরুদ্ধ হয়। পুনঃ প্রতিসন্ধিযুক্ত ভব উৎপন্ন না হয়। কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, কামভব, রূপভব, অরূপভব, সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাভব, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব, একস্কন্ধভব, চারস্কন্ধভব, পঞ্চস্কন্ধভব, পুনঃগতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসার বা আবর্তে উৎপন্ন না হয়, জন্ম না হয়, জাত না হয়, সঞ্জাত না হয়; এখানেই নিরোধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়—জহস্সু রূপং অপুনব্ভৱায।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"দিস্বান রূপেসু ৱিহঞ্ঞমানে, [পিঙ্গিযাতি ভগৱা]
রুপ্পন্তি রূপেসু জনা পমত্তা।
তস্মা তুৱং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু রূপং অপুনব্ভৱাযা"তি॥

৯১. দিসা চতস্সো ৱিদিসা চতস্সো,
উদ্ধং অধো দস দিসা ইমাযো।
ন তুযহং অদিট্ঠং অস্সুতং অমুতং,
অথো অৱিঞ্ঞাতং কিঞ্চি নমত্থি লোকে।
আচিকখ ধম্মং যমহং ৱিজঞ্ঞং,
জাতিজরায ইধ ৱিপ্পহানং॥

অনুবাদ : চারদিক, চারবিদিক, ঊর্ধ্ব, অধঃ—এই দশ দিক; তাতে

আপনার অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুমিত, অজ্ঞাত কিছুই নেই। আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমি এ জগতে জন্ম-জরার প্রহীন সম্পর্কে জানতে পারি।

দিসা চতস্সো ৰিদিসা চতস্সো, উদ্ধং অধো দস দিসা ইমাযোতি—দশদিক।

"**ন তুযহং অদিট্ঠং অস্সুতং অমুতং, অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চি নমত্থি লোকে**তি" বলতে আত্মার্থ, পরার্থ, উভয়ার্থ, দৃষ্টধর্মিক, পারলৌকিক, অগভীর, গভীর, গূঢ়, প্রতিচ্ছন্ন, জ্ঞাতব্য, নিরূপিত, অনবদ্য, ক্লেশহীন, পরিশুদ্ধ, পরমার্থ সম্পর্কে আপনার অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুমিত, অজ্ঞাত কিছুই নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধ হয় না—ন তুযহং অদিট্ঠং অস্সুতং অমুতং, অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চি নমত্থি লোকে।

আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞন্তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ... নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন, প্রজ্ঞাপন করুন, স্থাপন করুন, ব্যক্ত করুন, বিভাজন করুন, বিশ্লেষণ করুন ও প্রকাশ করুন। "**যমহং ৰিজঞ্ঞ**ন্তি" বলতে যাতে আমি জানতে, বুঝতে, জ্ঞাত হতে, উপলব্ধি করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে, অধিগত করতে, ধারণ করতে, সাক্ষাৎ করতে পারি—আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং।

"**জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহান**ন্তি" বলতে এখানেই জন্ম জরা মরণের প্রহীন, উপশম, পরিত্যাগ, পরিহার, অমৃত নির্বাণ—জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহানং।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"দিসা চতস্সো ৰিদিসা চতস্সো,
উদ্ধং অধো দস দিসা ইমাযো।
ন তুযহং অদিট্ঠং অস্সুতং অমুতং,
অথো অৰিঞ্ঞাতং কিঞ্চি নমত্থি লোকে।
আচিকখ ধম্মং যমহং ৰিজঞ্ঞং,
জাতিজরায ইধ ৰিপ্পহান"ন্তি॥

৯২. তণ্হাধিপন্নে মনুজে পেকখমানো, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
সন্তাপজাতে জরসা পরেতে।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু তণ্হং অপুনব্ভৰায॥

অনুবাদ : ভগবান পিঙ্গিয়কে বললেন, হে পিঙ্গিয়, তৃষ্ণানিপন্ন,

জরাভিভূত, সন্তপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে তুমি অপ্রমত্ত হও এবং পুনর্জন্মের নিবারণার্থে তৃষ্ণা পরিহার কর।

তণ্হাধিপন্নে মনুজে পেক্খমানোতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। "**তণ্হাধিপন্নে**তি" বলতে তৃষ্ণানিপন্ন, তৃষ্ণানুসারী, তৃষ্ণানুগত, তৃষ্ণানুসৃত, তৃষ্ণায় পতিত, প্রতিপন্ন, অভিভূত; লোভীমনা। "**মনুজে**তি" বলতে সত্ত্বের অধিবচন। "দেখে" (**পেক্খমানো**তি) বলতে দেখে, দর্শন করে, অবলোকন করে, বিচার করে, চিন্তা করে—তণ্হাধিপন্নে মনুজে পেকখমানো। **পিঙ্গিযাতি ভগৰা**তি। "পিঙ্গিয়" (**পিঙ্গিযা**তি) বলতে ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এনামে সম্বোধন করলেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান—পিঙ্গিযাতি ভগৰা।

সন্তাপজাতে জরসা পরেতেতি। "সন্তপ্ত" (**সন্তাপজাতে**তি) বলতে জন্মের দ্বারা সন্তপ্ত, জরা দ্বারা সন্তপ্ত, ব্যাধি দ্বারা সন্তপ্ত, মরণ দ্বারা সন্তপ্ত, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস দ্বারা সন্তপ্ত, নৈরয়িক দুঃখ দ্বারা সন্তপ্ত... দৃষ্টিবিষয় দুঃখে সন্তপ্ত, সন্তাপ, উপদ্রব ও উৎপাত—সন্তাপজাতে। "জরায় অভিভূত" (**জরসা পরেতে**তি) বলতে জরায় স্পর্শিত, অভিভূত, অন্তর্গত, সমন্নাগত। জন্মে অনুগত, জরায় নিপীড়িত, ব্যাধি দ্বারা অভিভূত, মরণ দ্বারা উৎপীড়িত, ত্রাণহীন, সহায়হীন, শরণহীন, আশ্রয়হীন। এ অর্থে—জরাভিভূত, সন্তপ্ত সত্ত্বগণকে দেখে (সন্তাপজাতে জরসা পরেতে)।

তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তোতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মা**তি) বলতে তাই, সেই কারণে, সেহেতু, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে; এভাবে তৃষ্ণায় আদীনব দর্শন করে—তস্মা তুৰং পিঙ্গিয। "অপ্রমত্ত" (**অপ্পমত্তো**তি) বলতে কুশল ধর্মসমূহে সাক্ষাৎকারী... অপ্রমাদ—তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো।

জহস্সু তণ্হং অপুনব্ভৰাযাতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। "**জহস্সু তণ্হ**ন্তি" বলতে তৃষ্ণা ত্যাগ কর, পরিহার কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর, ধ্বংস কর। "**অপুনব্ভৰাযা**তি" বলতে যাতে এখানেই তোমার রূপ নিরোধ হয়। পুনঃ প্রতিসন্ধিযুক্ত ভব উৎপন্ন না হয়। কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, কামভব, রূপভব, অরূপভব, সংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাভব, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভব, একস্কন্ধভব, চারস্কন্ধভব, পঞ্চস্কন্ধভব, পুনঃগতি, উৎপত্তি, প্রতিসন্ধি, ভব, সংসার বা আবর্তে উৎপন্ন না হয়, জন্ম না হয়, জাত না হয়, সঞ্জাত না হয়; এখানেই নিরোধ হয়, উপশম হয়, অন্তর্ধান হয়, ধ্বংস হয়—জহস্সু তণ্হং অপুনব্ভৰায।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"তহ্নাধিপন্নে মনুজে পেকখমানো, [পিঙ্গিযাতি ভগৰা]
সন্তাপজাতে জরসা পরেতে।
তস্মা তুৰং পিঙ্গিয অপ্পমত্তো,
জহস্সু তহ্নং অপুনব্ভৰাযা"তি॥

গাথা অবসানের সাথে সাথে যাঁরা সেই ব্রাহ্মণের সাথে ছিলেন তাঁরা সবাই এক ইচ্ছা, এক উপায় বা পথ, এক অভিপ্রায়, এক বাসনায় স্থিত হন। সেই সময় বহুসহস্র সত্ত্বের বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো—"যা কিছু উৎপত্তিধর্মী তা সবই নিরোধধর্মী"। আর সেই ব্রাহ্মণের চিত্ত অনাসক্ত হয়ে সব আসব হতে মুক্ত হলো। অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তাঁর অজিন, জটা, বল্কবস্ত্র, লাঠি, কমণ্ডলু (জলের পাত্র), চুল এবং দাঁড়ি অন্তর্হিত হয়ে গেল। তিনি মুণ্ডিত মস্তকে কাষায়বস্ত্র পরিহিত, সংঘাটি পাত্র-চীবরধারী, জ্ঞানত প্রতিপন্ন হয়ে যথার্থভাবে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একান্তে উপবিষ্ট হয়ে এরূপ বললেন, "হে প্রভু, ভগবান আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক হলাম।"

[পিঙ্গিয়মানব-প্রশ্ন বর্ণনা সমাপ্ত]

১৭. পারায়ণ উৎপত্তি গাথা বর্ণনা

৯৩. ইদমৰোচ ভগৰা মগধেসু ৰিহরন্তো পাসাণকে চেতিযে, পরিচারকসোল়সানং ব্রাহ্মণানং অজ্ঝিট্ঠো পুট্ঠো পুট্ঠো পঞ্হং ব্যাকাসি।

অনুবাদ : মগধের পাষাণ চৈত্যে অবস্থানকালে ভগবান এসব বললেন। ষোলজন পরিচারক বা অনুচর ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পুনঃপুন জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলেন।

"**ইদমৰোচ ভগৰা**তি" বলতে (ভগবান) এই পারায়ণ বললেন। "ভগবান" (**ভগৰা**তি) বলতে গৌরবের অধিবচন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। "মগধে অবস্থানকালে" (**মগধেসু ৰিহরন্তো**তি) বলতে মগধ নামক জনপদে অবস্থানকালে, বাসকালে, স্থিতিকালে, দিনাতিপাতকালে, অতিবাহিতকালে, যাপনকালে এবং জীবন যাপনকালে। "পাষাণ চৈত্য" (**পাসাণকে চেতিযে**তি) বলতে বুদ্ধাসনকে বলা হয়েছে। এ অর্থে—মগধেসু ৰিহরন্তো পাসাণকে চেতিযে। "**পরিচারকসোল়সানং ব্রাহ্মণান**ন্তি" বলতে পিঙ্গিয় ব্রাহ্মণসহ ষোলজন ব্রাহ্মণ বাবরী ব্রাহ্মণের অনুসারী, সেবক, পরিচারক, শিষ্য—এরূপে ষোলজন পরিচারক ব্রাহ্মণ। অথবা সেই ষোলজন

ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধের অনুসারী, সেবক, পরিচারক, শিষ্য—এভাবেই ষোলজন পরিচারক ব্রাহ্মণ (এৰম্পি পরিচারকসোল্‌সানং ব্রাহ্মণানং)।

অজ্ঝিটেঠা পুটেঠা পুটেঠা পঞ্‌হং ব্যাকাসীতি। "জিজ্ঞাসিত" (**অজ্ঝিটেঠা**তি) বলতে জিজ্ঞাসিত, প্রার্থিত। **পুটেঠা পুটেঠা**তি। বার বার প্রশ্নকৃত, জিজ্ঞাসিত, যাচিত, প্রার্থিত, অনুরোধকৃত। **পঞ্‌হং ব্যাকাসী**তি। প্রশ্ন ব্যাখ্যা করলেন, উত্তর দিলেন, দেশনা করলেন, বিবৃত করলেন, প্রজ্ঞাপন করলেন, স্থাপন করলেন, বর্ণনা করলেন, ব্যাখ্যা করলেন, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করলেন। এ অর্থে—অজ্ঝিটেঠা পুটেঠা পুটেঠা পঞ্‌হং ব্যাকাসি।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"ইদমৰোচ ভগৰা মগধেসু ৰিহরন্তো পাসাণকে চেতিযে, পরিচারকসোল্‌সানং ব্রাহ্মণানং অজ্ঝিটেঠা পুটেঠা পুটেঠা পঞ্‌হং ব্যাকাসী"তি।

৯৪. একমেকস্স চেপি পঞ্‌হস্স অত্থমঞ্‌ঞায ধম্মমঞ্‌ঞায ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্য, গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারং। পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মাতি। তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্স "পারাযন"ন্তেৰ অধিৰচনং।

অনুবাদ : যদি কেউ প্রতিটি প্রশ্নের আর্যপর্যায় ও ধর্মপর্যায় অনুধাবন করে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি জরা-মরণ উত্তীর্ণ হতে পারবেন। এই ধর্ম পরপারে উত্তরণকারী। তাই এ ধর্মপর্যায় "পারায়ণ" নামে অভিহিত।

একমেকস্স চেপি পঞ্‌হস্সাতি। প্রতিটি অজিত-প্রশ্নের, তিষ্যমেত্তেয়-প্রশ্নের, পুন্নক-প্রশ্নের, মেত্তগূ-প্রশ্নের, ধোতক-প্রশ্নের, উপসীব-প্রশ্নের, নন্দক-প্রশ্নের, হেমক-প্রশ্নের, তোদেয়-প্রশ্নের, কপ্প-প্রশ্নের, জতুকন্নী-প্রশ্নের, ভদ্রাবুধ উদয়-প্রশ্নের, পোসাল-প্রশ্নের, মোঘরাজ-প্রশ্নের, পিঙ্গিয়-প্রশ্নের। এ অর্থে—একমেকস্স চেপি পঞ্‌হস্স।

অত্থমঞ্‌ঞায ধম্মমঞ্‌ঞাযাতি। "সেই প্রশ্ন ধর্মপর্যায়, উত্তর প্রদান অর্থপর্যায়" এরূপে অর্থ জেনে, জ্ঞাত হয়ে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে—অত্থমঞ্‌ঞায। "ধর্ম জ্ঞাত হয়ে" (**ধম্মমঞ্‌ঞাযা**তি) বলতে ধর্ম জ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বুঝে, উপলব্ধি করে। এ অর্থে—ধম্মমঞ্‌ঞাযাতি—অত্থমঞ্‌ঞায ধম্মমঞ্‌ঞায। "ধর্মানুধর্ম প্রতিপদ" (**ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্যা**তি) বলতে সম্যক প্রতিপদ, অনুলোম প্রতিপদ, প্রতিলোম প্রতিপদ, জ্ঞানত প্রতিপদ, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদে প্রতিপন্ন হয়—ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্য। **গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পার**ন্তি। জরামরণের

অতিক্রম বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যা সব সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। **গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারন্তি**। জরা-মরণ অতিক্রম, পার, উত্তীর্ণ, সমতিক্রম করে—গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারং। **পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মাতি**। এই ধর্ম পরপারে উত্তরণকারী। পারপ্রাপ্ত করায়, সম্প্রাপ্ত, লাভ করায়; জরা-মরণের উত্তরণে সংবর্তিত করে—পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মাতি।

তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্সাতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মাতি**) বলতে তাই, সেই কারণে, সেহেতু, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে—তস্মা। **ইমস্স ধম্মপরিযাযস্সাতি**। এই পারায়ণের—তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্স। **পারাযনন্তেৰ অধিৰচনন্তি**। "পার" বলতে অমৃত নির্বাণ... নিরোধ নির্বাণ। "অয়ন" বলতে মার্গ; যেমন : সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি। "অধিবচন" (**অধিৰচনন্তি**) বলতে সঙ্খ্যা, সংজ্ঞা, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহার, নাম, নামকরণ, নামধেয়, নিরুক্তি, ব্যঞ্জন, অভিলাপ—পারাযনন্তেৰ অধিৰচনং।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"একমেকস্স চেপি পঞ্হস্স অত্থমঞ্ঞায ধম্মমঞ্ঞায ধম্মানুধম্মং পটিপজ্জেয্য, গচ্ছেয্যেৰ জরামরণস্স পারং। পারঙ্গমনীযা ইমে ধম্মাতি। তস্মা ইমস্স ধম্মপরিযাযস্স 'পারাযন'ন্তেৰ অধিৰচন"ন্তি।

৯৫. অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ।
ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো॥

৯৬. তোদেয্যকপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো।
ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।
মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥

৯৭. এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুং, সম্পন্নচরণং ইসিং।
পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হে, বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমুং॥

অনুবাদ : অজিত, তিষ্যমেত্তেয়, পুন্নক, মেত্তগূ, ধোতক, উপসীব, নন্দ, হেমক, তোদেয্য, কপ্প, পণ্ডিত জতুকন্নী, ভদ্রাবুধ, উদয়, পোসাল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজ, মহাঋষি পিঙ্গিয়; এরা আদর্শ আচরণসম্পন্ন ঋষি বুদ্ধের নিকট উপনীত হলেন। উপনীত হয়ে বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট নিপুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুন্তি। "এই" (**এতেতি**) বলতে ষোলজন পারায়ণ ব্রাহ্মণ। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধোতি**) বলতে যিনি সেই ভগবান, স্বয়ম্ভু, অনাচার্য (আচার্যবিহীন), পূর্বে অশ্রুত ধর্মসমূহে স্বয়ং সত্য ও পরম জ্ঞান লাভ

করেছেন, তথায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত (বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অর্জন করেছেন), বলসমূহে বশীভাবপ্রাপ্ত (বা আধিপত্য লাভ করেছেন)। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে কোন অর্থে বুদ্ধ? (তাঁর) সত্যসমূহ জ্ঞাত হয়েছে বলে বুদ্ধ, (চতুরার্য সত্যে) জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে বলে বুদ্ধ, (তিনি) সর্বজ্ঞতা দ্বারা বুদ্ধ, সর্বদর্শন বা সর্বদৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধ, জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞায় বা অনন্য বলে (অভিঞেঞয্যতায) বুদ্ধ, পারদর্শিতা (ৰিসৰিতায) দ্বারা বুদ্ধ, ক্ষীণাসব-সঙ্খাত দ্বারা বুদ্ধ, নিরুপক্লেশ-সঙ্খাত দ্বারা বুদ্ধ, একান্ত বীতরাগী বলে বুদ্ধ, একান্ত বীতদ্বেষী বলে বুদ্ধ, একান্ত বীতমোহ বলে বুদ্ধ, একান্ত ক্লেশহীন বলে বুদ্ধ, একায়নমার্গে গত বলে বুদ্ধ, একাকভাবে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছেন বলে বুদ্ধ, অবুদ্ধি (অজ্ঞান) বিনষ্ট করে বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রতিলাভ করেছেন বলে বুদ্ধ। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**) এই নামটি মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র-অমাত্য, জ্ঞাতি-গোত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাগণ দ্বারা কৃত হয়নি। এই 'বুদ্ধ' নামটি বুদ্ধ ভগবানের বোধিবৃক্ষমূলে বিমোক্ষান্তিকসহ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিলাভ, সাক্ষাৎকৃত ও প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। **এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছু**ন্তি। এরা বুদ্ধের নিকট গমন, উপস্থিত, উপনীত হয়ে প্রশ্ন করলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুং।

সম্পন্নচরণং ইসিন্তি। আচরণ বলতে শীলাচার সম্পাদন। শীলসংবর আচরণ, ইন্দ্রিয়সংবর আচরণ, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা আচরণ, সতর্কতা আচরণ, সপ্তবিধ সদ্ধর্ম আচরণ, চারি ধ্যান আচরণ। "সম্পন্নাচরণ" (**সম্পন্নচরণ**ন্তি) বলতে সম্পন্ন আচরণ, শ্রেষ্ঠ আচরণ, বিশিষ্ট আচরণ, প্রসিদ্ধ আচরণ, উত্তম আচরণ, প্রবর আচরণ। "ঋষি" (**ইসী**তি) বলতে ভগবান মহাশীলস্কন্ধ অন্বেষণকারী, গবেষণাকারী, অনুসন্ধানকারী... অথবা প্রভাবশালী সত্ত্বগণ দ্বারা অন্বেষিত, গবেষিত, অনুসন্ধানকৃত—"বুদ্ধ কোথায়, ভগবান কোথায়, দেবদেব (দেবশ্রেষ্ঠ বা বুদ্ধ) কোথায়, নরাসভ কোথায়"—ইসীতি। এ অর্থে—সম্পন্নচরণং ইসিং।

পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হেতি। "জিজ্ঞাসা" (**পুচ্ছন্তা**তি) বলতে জিজ্ঞাসা, যাচঞা, অনুরোধ, অনুনয় করা। **নিপুণে পঞ্হে**তি। গম্ভীর, দুর্বোধ্য, দুরানুবোধ্য বা দুর্জ্ঞেয়, বিশুদ্ধ, প্রণীত, তর্কবহির্ভূত, নিপুণ, জ্ঞানপূর্ণ প্রশ্ন—পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হে।

বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমুন্তি। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে যিনি ভগবান... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। "শ্রেষ্ঠ" (**সেট্ঠ**ন্তি) বলতে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রসিদ্ধ,

উত্তম, প্রবর বুদ্ধের নিকট উপস্থিত, উপনীত, গমন করে প্রশ্ন করলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমুং।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"এতে বুদ্ধং উপাগচ্ছুং, সম্পন্নচরণং ইসিং।
পুচ্ছন্তা নিপুণে পঞ্হে, বুদ্ধসেট্ঠং উপাগমু"ন্তি॥

৯৮. তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসি, পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথং।
পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেন, তোসেসি ব্রাহ্মণে মুনি॥

অনুবাদ : বুদ্ধ তাদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করলেন। প্রশ্নের উত্তর প্রদানে মুনি ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করলেন।

তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসীতি। "তাদের" (**তেসন্তি**) বলতে ষোলজন পারায়ণযোগ্য ব্রাহ্মণের। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে যিনি ভগবান... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। **পব্যাকাসী**তি। বুদ্ধ তাদের (জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের) উত্তর দিলেন, ব্যাখ্যা করলেন, দেশনা করলেন, প্রজ্ঞাপন করলেন, স্থাপন করলেন, বিশ্লেষণ করলেন, বিভাজন করলেন, সুস্পষ্ট করলেন ও প্রকাশ করলেন—তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসি।

পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথন্তি। "প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত" (**পঞ্হং পুট্ঠো**তি) বলতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত, যাচিত, প্রার্থীত, অনুরোধকৃত, অনুনয়কৃত। **যথাতথ**ন্তি। যেভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত সেভাবে ব্যাখ্যা করেন, যেভাবে দেশনা করা উচিত সেভাবে দেশনা করেন, যেভাবে প্রজ্ঞাপ্ত করা উচিত সেভাবে প্রজ্ঞাপ্ত করেন, যেভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত সেভাবে বিশ্লেষণ করেন, যেভাবে বিভাজন করা উচিত সেভাবে বিভাজন করেন, যেভাবে সুস্পষ্ট করা উচিত সেভাবে সুস্পষ্ট করেন, যেভাবে প্রকাশ করা উচিত সেভাবে প্রকাশ করেন—পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথং।

পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেনাতি। প্রশ্নের উত্তর, ব্যাখ্যা, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন, বিশ্লেষণ, বিভাজন, সুস্পষ্ট ও প্রকাশ—পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেন।

তোসেসি ব্রাহ্মণে মুনীতি। "সন্তুষ্ট করলেন" (**তোসেসী**তি) বলতে সন্তুষ্ট করলেন, প্রসন্ন করলেন, প্রফুল্ল করলেন, পরিতৃপ্ত করলেন, আনন্দিত করলেন। "ব্রাহ্মণে" (**ব্রাহ্মণে**তি) বলতে ষোলজন পারায়ণযোগ্য ব্রাহ্মণ। "মুনি" (**মুনী**তি) বলতে মৌনতা বলা হয় জ্ঞান... আসক্তিজাল অতিক্রমকারী তিনিই মুনি।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"তেসং বুদ্ধো পব্যাকাসি, পঞ্হং পুট্ঠো যথাতথং।
পঞ্হানং ৰেয্যাকরণেন, তোসেসি ব্রাহ্মণে মুনী"তি॥

৯৯. তে তোসিতা চকখুমতা, বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা।
ব্রহ্মচরিযমচরিংসু, ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকে॥

অনুবাদ : আদিত্যবন্ধু, চক্ষুষ্মান বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তারা উত্তম প্রাজ্ঞের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন।

তে তোসিতা চকখুমতাতি। "তারা" (**তে**তি) বলতে ষোলজন পারায়ণযোগ্য ব্রাহ্মণ। "তোষিত" (**তোসিতা**তি) বলতে তোষিত, সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত, প্রসন্ন, আনন্দিত—তে তোসিতা। "চক্ষুষ্মান" (**চকখুমতা**তি) বলতে ভগবান পাঁচ প্রকার চক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান। যথা : মাংসচক্ষু দ্বারা, দিব্যচক্ষু দ্বারা, প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা, বুদ্ধচক্ষু দ্বারা, সামন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান। কিভাবে ভগবান মাংসচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান?... এভাবে ভগবান সামন্তচক্ষু দ্বারা চক্ষুষ্মান—তে তোসিতা চকখুমতা।

বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনাতি। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে যিনি ভগবান... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। "আদিত্যবন্ধু" (**আদিচ্চবন্ধুনা**তি) আদিত্য বলতে সূর্য। গোত্রের মাধ্যমে তিনি গৌতম, ভগবান গোত্রের মাধ্যমে গৌতম, ভগবান সূর্যের গোত্র-জ্ঞাতী, গোত্রবন্ধু। তাই বুদ্ধ আদিত্যবন্ধু—বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা।

ব্রহ্মচরিযমচরিংসূতি। ব্রহ্মচর্য বলা হয় অসদ্ধর্ম সিদ্ধি পরিত্যাগ, পরিহার, নিবৃত্তি, বিরতি, অকার্যকর; যা সংযত, নিষ্কলঙ্ক ও সীমা অনতিক্রম করে না। অধিকন্তু, বিতর্কহীন ব্রহ্মচর্যকে বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। **ব্রহ্মচরিযমচরিংসূ**তি। ব্রহ্মচর্য আচরণ, প্রতিপালন, অনুশীলন, অভ্যাস করতে লাগলেন—ব্রহ্মচরিযমচরিংসু।

ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকেতি। বরপ্রাজ্ঞ, অগ্রপ্রাজ্ঞ, শ্রেষ্ঠপ্রাজ্ঞ, বিশিষ্টপ্রাজ্ঞ, প্রসিদ্ধপ্রাজ্ঞ, উত্তমপ্রাজ্ঞ, প্রবরপ্রাজ্ঞ। "নিকটে" (**সন্তিকে**তি) বলতে নিকটে, সান্নিধ্যে, আসন্নে, অদূরে, সমীপে—ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকে।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"তে তোসিতা চকখুমতা, বুদ্ধেনাদিচ্চবন্ধুনা।
ব্রহ্মচরিযমচরিংসু, ৰরপঞ্ঞস্স সন্তিকে"তি॥

১০০. একমেকস্স পঞ্হস্স, যথা বুদ্ধেন দেসিতং।
তথা যো পটিপজ্জেয্য, গচ্ছে পারং অপারতো॥

অনুবাদ : প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ যেভাবে দেশনা করলেন, সেভাবে যিনি প্রতিপালন করবেন তিনি অপার হতে পারে গমন করবেন।

একমেকস্স পঞ্হস্সাতি। প্রতিটি অজিত-প্রশ্ন, প্রতিটি তিষ্যমেত্তেয়-প্রশ্ন... প্রতিটি পিঙ্গিয়-প্রশ্নের—একমেকস্স পঞ্হস্স।

যথা বুদ্ধেন দেসিতন্তি। “বুদ্ধ” (**বুদ্ধো**তি) বলতে যিনি ভগবান... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। **যথা বুদ্ধেন দেসিত**ন্তি। বুদ্ধ কর্তৃক যেভাবে দেশিত, ব্যাখ্যাত, প্রজ্ঞাপিত, স্থাপিত, বিশ্লেষিত, বিভাজিত, ঘোষিত ও প্রকাশিত—যথা বুদ্ধেন দেসিতং।

তথা যো পটিপজ্জেয্যাতি। সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, প্রতিলোম প্রতিপদা, জ্ঞানত প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদায় প্রতিপন্ন হয়—তথা যো পটিপজ্জেয্য।

গচ্ছে পারং অপারতোতি। পার বলতে অমৃত নির্বাণ... নিরোধ নির্বাণ। অপার বলতে ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কার। “অপার হতে গমন করে” **গচ্ছে পারং অপারতো**তি) বলতে অপার হতে পারে গমন করে, পারে উপস্থিত হয়, পার স্পর্শ করে বা পারে উপনীত হয়, পার দর্শন করে বা পার লাভ করে—গচ্ছে পারং অপারতো।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

> ‘‘একমেকস্স পঞ্হস্স, যথা বুদ্ধেন দেসিতং।
> তথা যো পটিপজ্জেয্য, গচ্ছে পারং অপারতো’’তি॥

১০১. অপারা পারং গচ্ছেয্য, ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমং।
মগ্গো সো পারং গমনায, তস্মা পারাযনং ইতি॥

অনুবাদ : উত্তম মার্গ ভাবনা করলে অপার হতে পারে গমন করা যায়। এই মার্গ পারে গমন করায়; তাই একে “পারায়ণ” বলে।

অপারা পারং গচ্ছেয্যাতি। অপার বলতে ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কার। পার বলতে অমৃত নির্বাণ... তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। **অপারা পারং গচ্ছেয্যা**তি। অপার হতে পারে গমন করায়, পারে উপস্থিত করায়, পার স্পর্শ করায় বা পারে উপনীত করায়, পার সাক্ষাৎ করায় বা পার লাভ করায়—অপারা পারং গচ্ছেয্য।

ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমন্তি। উত্তম মার্গ বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে।

যেমন : সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি। **মগ্গমুত্তম**ন্তি। অগ্র, শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট, প্রসিদ্ধ, উত্তম, প্রবর, মার্গ। **ভাৰেন্তো**তি। ভাবনাকালে, অভ্যাসকালে, বহুলীকৃতকালে—ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমং।

এই মার্গ পারে গমন করায় (**মগ্গো সো পারং গমনাযা**তি) :

মগ্গো পন্থো পথো পজ্জো, অঞ্জসং ৰটুমাযনং।
নাৰা উত্তরসেতু চ, কুল্লো চ ভিসি সঙ্কমো॥

অনুবাদ : মার্গ, পথ, রাস্তা, সড়ক, নৌকা, উত্তরণ সেতু, ভেলা, ভাসমান কাষ্ঠস্তূপ, প্রবেশপথ।

পারং গমনাযাতি। পারে গমন করায়, সম্প্রাপ্ত, উপনীত করায়, জরা-মরণের উত্তরণ করায়—মগ্গো সো পারং গমনায।

তস্মা পারাযনং ইতীতি। "তদ্ধেতু" (**তস্মা**তি) বলতে তাই সে কারণে, সেহেতু, সেই প্রত্যয়ে, সেই নিদানে। পার বলতে অমৃত নির্বাণ... নিরোধ, নির্বাণ। 'অয়ন' বলতে মার্গ। "এই" (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি... শব্দের অনুক্রম—ইতীতি। এ অর্থে—তস্মা পারাযনং ইতি।

তজ্জন্য বলা হয়েছে :

"অপারা পারং গচ্ছেয্য, ভাৰেন্তো মগ্গমুত্তমং।
মগ্গো সো পারং গমনায, তস্মা পারাযনং ইতী"তি॥

[পারায়ণ উৎপত্তি গাথা বর্ণনা সমাপ্ত]

১৮. পারায়ণানুগীতি গাথা বর্ণনা

১০২. পারাযনমনুগাযিস্সং, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
যথাদ্দকিখ তথাকখাসি, ৰিমলো ভূরিমেধসো।
নিক্কামো নিব্বনো নাগো, কিস্স হেতু মুসা ভণে॥

অনুবাদ : আয়ুষ্মান পিঙ্গিয় বললেন, আমি পারায়ণ কীর্তন করব, বিমল, মহাজ্ঞানী, নিষ্কাম, অনাসক্ত নাগ যেরূপ দেখেছেন সেরূপই প্রকাশ করেছেন, কী হেতু মিথ্যা বলবেন?

পারাযনমনুগাযিস্সন্তি। গীত করব, কীর্তন করব, বর্ণিত বিষয় অনুরূপ বর্ণনা করব, ব্যক্ত বিষয় অনুরূপ ব্যক্ত করব, আলাপের বিষয় অনুরূপ আলাপ করব, ভাষিত বিষয় অনুরূপ ভাষণ করব—পারাযনমনুগাযিস্সং। **ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো**তি। "এই" (**ইচ্চা**তি) বলতে পদসন্ধি... শব্দের অনুক্রম—ইচ্চাতি। "আয়ুষ্মান" (**আযস্মা**তি) বলতে প্রিয়বচন, গৌরব বচন, সগৌরব ও

বিনয়-এর অধিবচন—আযস্মাতি। “পিঙ্গিয়” (**পিঙ্গিযো**তি) বলতে সেই স্থবিরের নাম, সংজ্ঞা, উপাধি, প্রজ্ঞপ্তি, ব্যবহারিক নাম, নামকর্ম, নামধেয় এবং নিরুক্তি-ব্যঞ্জন বা সম্বোধনসূচক বাক্য—ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো।

যথাদ্দকিখ তথাকখাসীতি। যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন। “সকল সংস্কার অনিত্য” যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন। “সকল সংস্কার দুঃখ” যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন। “সকল ধর্ম অনাত্ম” যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন... “যা কিছু সুমদয়ধর্মী সকল তা নিরোধধর্মী” যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রচার, বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রজ্ঞাপন, উপস্থাপন, বিবরণ, বিভাজন, বিশ্লেষণ, ঘোষণা ও প্রকাশ করেছেন। এ অর্থে—যেরূপ দেখেছেন সেরূপ প্রকাশ করেছেন (যথাদ্দকিখ তথাকখাসি)।

ৰিমলো ভূরিমেধসোতি। “বিমল” (**ৰিমলো**তি) বলতে রাগমল, দ্বেষমল, মোহমল, ক্রোধমল, উপনাহ... সকল অকুশলাভিসংস্কার মল বা ময়লা। ভগবান বুদ্ধের সেই ময়লাসমূহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। বুদ্ধ ময়লাহীন, বিমল, নির্মল, ময়লা অপগত বা বিদূরিত, ময়লা-বিমুক্ত, সকল ময়লা উত্তীর্ণ। ভূরি বলা হয় পৃথিবীকে। ভগবান পৃথিবী সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। মেধাকে প্রজ্ঞা বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই মেধা ও প্রজ্ঞায় অলংকৃত, সজ্জিত, উপগত, সমুপগত, সমুপপন্ন এবং সমন্বিত। তদ্ধেতু বুদ্ধ সুমেধ বা অতিশয় জ্ঞানী—ৰিমলো ভূরিমেধসো।

নিক্কামো নিব্বনো নাগোতি। “কাম” (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার; যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম। ইহাকে বলা হয় বস্তুকাম... ইহাকে বলা হয় ক্লেশকাম। ভগবান বুদ্ধের বস্তুকামসমূহ পরিজ্ঞাত ও ক্লেশকামসমূহ প্রহীন। বস্তুকাম সমূহের পরিজ্ঞাত ও ক্লেশকাম সমূহের প্রহীন। ভগবান কাম আকাঙ্ক্ষা করেন না, কাম ইচ্ছা করেন না, কাম প্রার্থনা করেন না, কাম কামনা করেন না, কাম অভিলাষ করেন না। যারা কাম আকাঙ্ক্ষা করে, কাম ইচ্ছা করে, কাম প্রার্থনা করে, কাম বাসনা করে, কাম অভিলাষ করে, তারা কামে কামিনী, রাগে রাগিনী, সংজ্ঞায় সংজ্ঞী। ভগবান

কাম আকাঙ্ক্ষা করেন না, কাম ইচ্ছা করেন না, কাম প্রার্থনা করেন না, কাম কামনা করেন না, কাম অভিলাষ করেন না। তদ্ধেতু বুদ্ধ কামহীন, নিষ্কাম, কামবর্জিত, কামনিঃসৃত, কামমুক্ত, কামপ্রহীন, কামপরিত্যক্ত; বীতরাগ, বিগতরাগ, বর্জিতরাগ, নিঃসৃতরাগ, মুক্তরাগ, প্রহীনরাগ, পরিত্যক্তরাগ; (কামে) অনাসক্ত, প্রশমিত, শান্তভাব প্রাপ্ত এবং সুখ অনুভব করে স্বয়ং ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান করেন—নিক্কামো।

নিব্বনোতি। রাগ বন, দ্বেষ বন, মোহ বন, ক্রোধ বন, উপনাহ বন... সকল অকুশলাভিসংস্কার বন। ভগবান বুদ্ধের সেই বনসমূহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অবন, বনহীন, নির্বন, বনবিদূরিত, বনপ্রহীন, বনবিমুক্ত, সকল বন ধ্বংসপ্রাপ্ত—নিব্বনো। অনাসক্ত বলতে নাগ; ভগবান কারোর অনিষ্ট করেন না বলে নাগ, (অনিষ্টে) গমন করেন বলে নাগ, আগমন করেন না বলে নাগ... এরূপে ভগবান (অনিষ্টে) আগমন না করেন নাগ—নিক্কামো নিব্বনো নাগো।

কিস্স হেতু মুসা ভণেতি। "কীসের হেতু" (**কিস্স হেতূ**তি) বলতে কীসের হেতু, কী হেতুতে, কী কারণে, কী নিদানে, কী প্রত্যয়ে—কিস্স হেতু। **মুসা ভণে**তি। মিথ্যা বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, প্রকাশ করে। **মুসা ভণে**তি। অসত্যবাক্য, মিথ্যাবাক্য, অনার্যবাক্য বলতে—এ জগতে কেউ সভায়, পরিষদে, জ্ঞাতি-স্বজনের মধ্যে, সমাজে, রাজসভায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষীরূপে জিজ্ঞাসিত হয়। তাকে বলা হয়—"হে পুরুষ এসো, যা কিছু জান তা বল;" তখন সে না জানলেও বলে—"আমি জানি" জানা সত্ত্বেও বলে—"জানি না"। না দেখলেও বলে—"দেখেছি", দেখা সত্ত্বেও বলে—"দেখিনি"। এরূপে আত্ম-হেতু, পর-হেতু বা সামান্য অর্থের খাতিরে সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে। ইহাকে বলা হয় মিথ্যাবাক্য।

আরও তিন প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। মিথ্যা বলার আগে "মিথ্যা বলব", মিথ্যা বলার সময়ে "মিথ্যা বলছি", মিথ্যা বলার পরে "আমার দ্বারা মিথ্যা বলা হয়েছে"—এই তিন প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। আরও চার প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। মিথ্যা বলার আগে "মিথ্যা বলবো", মিথ্যা বলার সময়ে "মিথ্যা বলছি", মিথ্যা বলার পরে "আমার দ্বারা মিথ্যা বলা হয়েছে", আর মিথ্যা ধারণায় (মিথ্যা বলায়) এই চার প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। আরও পাঁচ প্রকারে... ছয় প্রকারে... সাত প্রকারে... আঁট প্রকারে মিথ্যাবাক্য হয়। মিথ্যা বলার আগে "মিথ্যা বলব", মিথ্যা বলার সময়ে "মিথ্যা বলা হয়েছে", মিথ্যা

ধারণায়, মিথ্যা ইচ্ছায়, মিথ্যা অভিলাষে, মিথ্যা সংজ্ঞায়, মিথ্যা অভিপ্রায়ে—এই আঁট প্রকারে মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকথা অসত্য হয়। কী হেতুতে মিথ্যা বলে, ভাষণ করে, বর্ণনা করে, প্রকাশ করে—কিস্স হেতু মুসা ভণে।

তজ্জন্য থেরো পিঙ্গিয় বললেন :

"পারাযনমনুগাযিস্সং, [ইচ্চাযস্মা পিঙ্গিযো]
যথাদ্দকিখ তথাকখাসি, ৰিমলো ভূরিমেধসো।
নিক্কামো নিব্বনো নাগো, কিস্স হেতু মুসা ভণে"তি॥

১০৩. পহীনমলমোহস্স, মানমকখপ্পহাযিনো।
হন্দাহং কিত্তযিস্সামি, গিরং ৰণ্ণুপসংহিতং॥

অনুবাদ : যাঁর মল, মোহ, মান, ম্রক্ষ বা শঠতা প্রহীন। তাঁর বর্ণ সজ্জিত (মধুর) বাক্য আমি কীর্তন করব।

পহীনমলমোহস্সাতি। "মল" (**মলন্তি**) বলতে রাগমল, দ্বেষমল, মোহমল, মানমল, মিথ্যাদৃষ্টিমল, ক্লেশমল, সকল দুশ্চরিত্রমল, সব ভবগামী কর্মমল (সব্বভৰগামিকম্মং মলং)।

মোহোতি। যা দুঃখে অজ্ঞান... অবিদ্যা, মোহ, অকুশলমূল। ইহাকে বলা হয় মোহ। ভগবান বুদ্ধের এই মল, মোহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ মল ও মোহ প্রহীন—পহীনমলমোহস্স।

মানমকখপ্পহাযিনোতি। "মান" (**মানো**তি) বলতে এক প্রকারের মান—যা চিত্তের গর্বিতভাব। দুই প্রকারের মান—আত্মপ্রশংসামূলক মান, পর অবজ্ঞাসূচক মান। তিন প্রকারের মান—আমি (অপরাপর ব্যক্তি হতে) শ্রেষ্ঠ হব বা আমি শ্রেষ্ঠ এরূপ মান, আমি সদৃশ বা সমান এরূপ মান, আমি হীন এরূপ মান। চার প্রকারের মান—লাভের দ্বারা উৎপন্ন মান, যশের দ্বারা উৎপন্ন মান, প্রশংসার দ্বারা উৎপন্ন মান, সুখের দ্বারা উৎপন্ন মান। পাঁচ প্রকারের মান—মনোজ্ঞ রূপ লাভের দ্বারা উৎপন্ন মান, মনোজ্ঞ শব্দ লাভের... মনোজ্ঞ গন্ধ লাভের... মনোজ্ঞ রস লাভের... মনোজ্ঞ স্পর্শ লাভের দ্বারা উৎপন্ন মান। ছয় প্রকারের মান—চক্ষু উপস্থিতিতে বা প্রবর্তনে উৎপন্ন মান, শোত্র উপস্থিতিতে... ঘ্রাণ উপস্থিতিতে... জিহ্বা উপস্থিতিতে... কায় উপস্থিতিতে... মন উপস্থিতিতে বা প্রবর্তনে উৎপন্ন মান। সাত প্রকারের মান—মান, অতিমান, মানাতিমান, অপমান, অবজ্ঞা, আত্মাভিমান, মিথ্যামান। আট প্রকারের মান—লাভের দ্বারা উৎপন্ন মান, অলাভের দ্বারা

উৎপন্ন অপমান, যশের দ্বারা উৎপন্ন মান, অযশের দ্বারা উৎপন্ন অপমান, প্রশংসায় দ্বারা উৎপন্ন মান, নিন্দার দ্বারা উৎপন্ন অপমান, সুখের দ্বারা উৎপন্ন মান, দুঃখের দ্বারা উৎপন্ন অপমান। নয় প্রকারের মান—আমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ এরূপ মান, আমি শ্রেষ্ঠের সদৃশ এরূপ মান, আমি শ্রেষ্ঠের হীন এরূপ মান। আমি সদৃশের শ্রেষ্ঠ এরূপ মান, সদৃশের সদৃশ এরূপ মান, সদৃশের হীন এরূপ মান। আমি হীনের শ্রেষ্ঠ এরূপ মান, হীনের সদৃশ এরূপ মান, হীনের চেয়ে হীন এরূপ মান। দশ প্রকারের মান—এ জগতে কেউ কেউ জাতির দ্বারা, গোত্রের দ্বারা, কুলের দ্বারা, সৌন্দর্য বর্ণের দ্বারা, ধনের দ্বারা, অধ্যয়নের (ত্রিপিটক শাস্ত্র আলোচনা) দ্বারা, কর্মদক্ষতার দ্বারা, শিল্পশাস্ত্রের দ্বারা, বিদ্যার্জনের (ৰিজ্জাট্ঠানেন) দ্বারা, শ্রুতের দ্বারা, উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা, অন্যান্য বিষয় দ্বারা মান উৎপন্ন করে। এরূপে যা চিত্তের মান, অহঙ্কার, অহমিকা, ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা, দেমাগ, গর্ব, বড়াই—ইহাকে বলা হয় মান ।

"ম্রক্ষ" (**মকেখা**তি) বলতে যা ম্রক্ষ, কপটতা, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা—ইহাকে বলা হয় ম্রক্ষ বা শঠতা । ভগবান বুদ্ধের মান, শঠতা প্রহীন, উছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তজ্জন্য বুদ্ধ মান, ম্রক্ষ বা শঠতা প্রহীন—মানমকখপ্পহাযিনো।

হন্দাহং কিত্তযিস্সামি গিরং ৰণ্ণুপসংহিতন্তি। "**হন্দাহ**ন্তি" বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ বা সন্ধিযুক্ত শব্দ, পদপূরক (বা উপসর্গ), অক্ষর সমবায়, ব্যঞ্জনসংশ্লিষ্টতা, শব্দের পর্যায়ানুক্রম—হন্দাহন্তি। **কিত্তযিস্সামি গিরং ৰণ্ণুপসংহিত**ন্তি। বর্ণের দ্বারা অলঙ্কৃত, সজ্জিত, উপগত, সমুপগত, প্রতিপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্বিত বাক্য, বাক্য প্রয়োগ, কথার ধরণ ও উচ্চারণকে কীর্তন করব, বর্ণনা করব, ব্যক্ত করব, বিবৃত করব, ব্যাখ্যা করব, বিশ্লেষণ করব, ভাষণ করব, ঘোষণা করব ও প্রকাশ করব। এ অর্থে—তাঁর বর্ণ সজ্জিত (মধুর) বাক্য আমি কীর্তন করব (হন্দাহং কিত্তযিস্সামি গিরং ৰণ্ণুপসংহিতং)।

তজ্জন্য থেরো পিঙ্গিয় বললেন :

''পহীনমলমোহস্স, মানমকখপ্পহাযিনো।
হন্দাহং কিত্তযিস্সামি, গিরং ৰণ্ণুপসংহিত''ন্তি॥

১০৪. তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচকখু, লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তো।
অনাসৰো সব্বদুকখপ্পহীনো, সচ্চৰহযো ব্রহ্মে উপাসিতো মে॥

অনুবাদ : অন্ধকার বিদূরণকারী, সর্বদর্শী বুদ্ধ, লোকজ্ঞ, সমস্ত জন্ম নিরোধকারী, অনাসব ও সর্বদুঃখপ্রহীনকারী বুদ্ধ স্বীয় নামের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সদৃশ, তিনি আমার কর্তৃক পূজিত।

তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচকখূতি। "অন্ধকার বিদূরীত" (**তমোনুদো**তি) বলতে রাগান্ধকার, দ্বেষান্ধকার, মোহান্ধকার, মানান্ধকার, মিথ্যাদৃষ্টি অন্ধকার, ক্লেশান্ধকার, দুশ্চরিত্রান্ধকার, অন্ধকরণ (ধাঁধায় পতিতকরণ), অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞানিরোধক, দুঃখে পতিত, অনির্বান সংবর্তনিক, দূরীভূত করা, বিদূরীত করা, ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা, অপনোদন করা, অপসারণ করা এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে ইনি সে ভগবান... যথার্থ উপাধি; যেরূপে বুদ্ধ। "সর্বদর্শী" (**সমন্তচকখু**) বলতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান... তদ্দারা তথাগত সর্বদর্শী—তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচকখু।

লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তোতি। "লোক" (**লোকো**তি) বলতে এক প্রকার লোক; যথা : ভবলোক। দুই প্রকার লোক; যথা : ভবলোক ও সম্ভবলোক; সম্পত্তিভবলোক, সম্পত্তিসম্ভবলোক; বিপত্তিভবলোক, বিপত্তিসম্ভবলোক। তিন প্রকার লোক; যথা : তিন প্রকার বেদনা। চার প্রকার লোক; যথা : চার প্রকার আহার। পাঁচ প্রকার লোক; যথা : পঞ্চুপাদান স্কন্ধ। ছয় প্রকার লোক; যথা : ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন। সাত প্রকার লোক; যথা : সাত প্রকার বিজ্ঞানের স্থিতি। আট প্রকার লোক; যথা : অষ্টলোক ধর্ম। নয় প্রকার লোক; যথা : নব সত্ত্বাবাস। দশ প্রকার লোক; যথা : দশ প্রকার আয়তন। দ্বাদশ প্রকার লোক; যথা : দ্বাদশ আয়তন। আঠার প্রকার লোক; যথা : আঠার প্রকার ধাতু। "লোকজ্ঞ" (**লোকন্তগূ**তি) বলতে ভগবান (সমস্ত) লোকের অন্তগত, অন্তপ্রাপ্ত, সীমাগত, সীমাপ্রাপ্ত... নির্বাণগত, নির্বাণ প্রাপ্ত। তাঁর আবাস উত্থিত, আচারণ পরিপূর্ণ (চিন্নচরণো)... জন্ম-মৃত্যু-সংসার এবং পুনর্জন্ম নেই—লোকন্তগূ।

সব্বভৰাতিৰত্তোতি। "ভব" (**ভৰা**তি) বলতে দুই প্রকার ভব; যথা : কর্মভব এবং প্রতিসন্ধি পুনর্ভব। কর্মভব কিরূপ? পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভিসংস্কার ও আনেঞ্জাসংস্কার—ইহাই কর্মভব। প্রতিসন্ধি পুনর্ভব কিরূপ? প্রতিসন্ধি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—ইহাই প্রতিসন্ধি পুনর্ভব। ভগবান কর্মভব এবং প্রতিসন্ধি পুনর্ভব উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। এ অর্থে—লোকজ্ঞ সমস্ত জন্মনিরোধকারী (লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৰত্তো)।

অনাসৰো সব্বদুকখপ্পহীনোতি। "অনাসব" (**অনাসৰো**তি) বলতে চার প্রকার আসব; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টিআসব ও অবিদ্যাসব। ভগবান বুদ্ধের এসব আসব প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অনাসব। "সমস্ত দুঃখ প্রহীন"

(**সব্বদুকখপ্পহীনো**তি) বলতে তাঁর সমস্ত প্রতিসন্ধিমূলক জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোকপরিদেবন দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস দুঃখ... দৃষ্টি বিষয়ে দুঃখ প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, বিনষ্ট, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে। সেজন্য বুদ্ধ সমস্ত দুঃখ প্রহীনকারী হন। এ অর্থে—অনাসব, সমস্ত দুঃখ প্রহীনকারী (অনাসৰো সব্বদুকখপ্পহীনো)।

সচ্চৱহযো ব্রহ্মে উপাসিতো মেতি। "সদৃশ" (**সচ্চৱহযো**তি) বলতে নামের উপযুক্ত, নামসদৃশ, নামসমতুল্য ও সত্যসদৃশ (সচ্চসদিবহযো)। বিপস্সী ভগবান, সিখী ভগবান, বেস্সভূ ভগবান, ককুসন্ধো ভগবান, কোণাগমন ভগবান ও কস্সপো ভগবান; তাঁরা ভগবান বুদ্ধ নামসদৃশ ও সমতুল্য। শাক্যমুনি ভগবানও সেই ভগবান বুদ্ধগণের নামসদৃশ, নামের সমতুল্য—তস্মা বুদ্ধো সচ্চৱহযো।

ব্রহ্মে উপাসিতো মেতি। সেই ভগবান আমার কর্তৃক পূজিত, সেবিত, সম্মানিত, জিজ্ঞাসিত এবং অনুসন্ধানিত—সচ্চৱহযো ব্রহ্মে উপাসিতো মে।

তজ্জন্য থেরো পিঙ্গিয় বললেন :

"তমোনুদো বুদ্ধো সমন্তচকখু,
লোকন্তগূ সব্বভৰাতিৱত্তো।
অনাসৰো সব্বদুকখপ্পহীনো,
সচ্চৱহযো ব্রহ্মে উপাসিতো মে"তি॥

১০৫. দিজো যথা কুব্বনকং পহায,
বহুপ্ফলং কাননমাৱসেয্য।
এৱমহং অপ্পদস্সে পহায,
মহোদধিং হংসোরিৱ অজ্ঝপত্তো ॥

অনুবাদ : পক্ষী যেমন অল্পফলযুক্ত বন ত্যাগ করে বহুফলযুক্ত কাননে আশ্রয় নেয়। আমিও তেমনি অল্পদর্শীদের পরিত্যাগ করে হংসের ন্যায় মহাসরোবরে আশ্রয় নিয়েছি।

দিজো যথা কুব্বনকং পহায, বহুপ্ফলং কাননমাৱসেয্যাতি। "দিজ" (**দিজো**) বলতে পক্ষীকে দিজ বলা হয়। কী কারণে পক্ষীকে দিজ বলা হয়? পক্ষী দুইভাবে জন্ম হয়; যথা : মাতৃগর্ভ হতে এবং অণ্ড হতে। সে কারণে পক্ষীকে দিজ বলা হয়—ইহাই দিজ (দিজো)।**যথা কুব্বনকং পহায**াতি। পক্ষী যেভাবে ক্ষুদ্র বন, ছোটারণ্য, অল্প ফল, অল্প ভক্ষ্য ও অল্প উদক ত্যাগ, পরিত্যাগ, অতিক্রম, সমতিক্রম ও সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করে অন্য বহু

ফলযুক্ত, বহু ভক্ষ্য, বহু উদক বা পরিপূর্ণজল, মহা কানন, বনসন্ড লাভ করে, খুঁজে নেয় এবং প্রাপ্ত হয়ে সেই বনসণ্ডে বসবাস করে। এ অর্থে—দিজো যথা কুব্বনকং পহায বহুপ্ফলং কাননং আৰসেয্য।

এৰমহং অপ্পদস্সে পহায, মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তোতি। "এরূপ" (**এৰন্তি**) বলতে উপমা, সম্মতি সূচকপদ। **অপ্পদস্সে পহাযা**তি। যে বাবরী ব্রাহ্মণ ও তার অন্যান্য আচার্য ভগবান বুদ্ধ হতে অল্পদর্শী, সামান্যদর্শী, হীনদর্শী, নীচদর্শী, স্বল্প বা সংকীর্ণদর্শী এবং সসীমদর্শী। তারা সেই অল্পদর্শী, সামান্যদর্শী, হীনদর্শী, নীচদর্শী, সংকীর্ণদর্শী এবং সসীমদর্শীকে ত্যাগ, পরিত্যাগ, অতিক্রম, সমতিক্রম এবং সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে অপ্রমাণদর্শী, অগ্রদর্শী, শ্রেষ্ঠদর্শী, বিশিষ্টদর্শী, মূখ্য বা প্রসিদ্ধদর্শী, উত্তমদর্শী, প্রবর বা মহৎদর্শী এবং অসম, অসমসম, অপ্রতিসম, অপ্রতিভাগ, অপ্রতিপুদ্গল, দেবশ্রেষ্ঠ, নরাসভ, পুরুষসিংহ, পুরুষনাগ, মানবশ্রেষ্ঠ, মহাপুরুষ, বলবান পুরুষ, দশবলধারী ভগবান বুদ্ধকে লাভ করেন, সাক্ষাত করেন এবং প্রতিলাভ করেন। যেমন হংস মনুষ্যকৃত মহাসরোবর, অনবতপ্ত হ্রদ, মহাসমুদ্র, অক্ষোভ মহাজলরাশি লাভ করে, খুঁজে পায় এবং প্রতিলাভ করে, ঠিক তেমনিভাবে ভগবান বুদ্ধও অবিক্ষুদ্ধ, অমিততেজী, উন্নতজ্ঞান, উন্মুক্তচক্ষু, প্রজ্ঞাভেদে দক্ষ, অধিগত প্রতিসম্ভিদা বা প্রতিসম্ভিদালাভী, বৈশারদ্যপ্রাপ্ত, শুদ্ধাধিমুক্ত, স্বয়ংশুদ্ধ, অদ্বিতীয়ভাষী, গুণবান, যথাভাষী, বৃহৎ, মহৎ, গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুর্জ্জেয়, মহারত্ন, সাগরের ন্যায় ছয়অঙ্গ বিশিষ্ট উপেক্ষায় সমন্বিত, অতুলনীয়, বিপুল, অপ্রমেয়। তিনি সেরূপে মার্গ প্রবক্তা, পর্বতের মধ্যে সুমেরুর ন্যায়, পশুর মধ্যে সিংহের ন্যায় এবং জলরাশির মধ্যে মহাসমুদ্রের ন্যায় হয়ে অবস্থান করেন; সেই জিনশ্রেষ্ঠ শাস্তাই হচ্ছে মহর্ষি। এ অর্থে—আমি তেমনিভাবে অল্পদর্শীকে পরিত্যাগ করে হংসের ন্যায় মহাসরোবরে আশ্রয় নিয়েছি (এৰমহং অপ্পদস্সে পহায মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তো)।

তদ্ধেতু পিঙ্গিয় স্থবির বললেন :

"দিজো যথা কুব্বনকং পহায, বহুপ্ফলং কাননমাৰসেয্য।
এৰমহং অপ্পদস্সে পহায, মহোদধিং হংসোরিৰ অজ্ঝপত্তো"তি॥

১০৬. যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু,
হুরং গোতমসাসনা 'ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি'।
সব্বং তং ইতিহীতিহং, সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং॥

অনুবাদ : গৌতমের উপদেশের আগে আমাকে যে, বলা হয়েছিল—"পূর্বে এরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবে"। সেসবই জনশ্রুতিমূলক। সেসব কেবল বিতর্কই বৃদ্ধি করে।

যে মে পুব্বে ৰিযাকংসূতি। "যেই" (**যে**তি) বলতে যেই বাবরী ব্রাহ্মণ ও তার আচার্য; তারা স্বীয় স্বীয় দৃষ্টি, ইচ্ছা, রুচি, ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বাস বা মতবাদ, অভিপ্রায় এবং উপলব্ধি বলেছিল, ভাষণ করেছিল, দেশনা করেছিল, ব্যক্ত করেছিল, বর্ণনা করেছিল, বিবৃত করেছিল, প্রজ্ঞাপ্ত করেছিল, ব্যাখ্যা করেছিল, ঘোষণা করেছিল ও প্রকাশ করেছিল। এ অর্থে—আমাকে যে পূর্বে বলা হয়েছিল (যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু)।

হুরং গোতমসাসনাতি। জনশ্রুতিমূলক কথার পরে গৌতমের উপদেশ। তবে গৌতমের উপদেশ, বুদ্ধের উপদেশ, জিনের উপদেশ, তথাগতের উপদেশ, অর্হতের উপদেশই উৎকৃষ্টতর। এ অর্থে—হুরং গোতমসাসনা।

ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতীতি। পূর্বে এরূপই ছিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ হবো—ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্সতি।

সব্বং তং ইতিহীতিহন্তি। তা সবই জনশ্রুতিতে, অনুমানে, পরম্পরায়, গ্রন্থের প্রথানুসারে, তর্কহেতুতে, নিয়ম বা ফলহেতুতে, আকার বা প্রতিফলন দ্বারা, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ইচ্ছার দ্বারা, স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও আত্মপ্রত্যক্ষধর্মে কথিত নয়। এ অর্থে—সবই জনশ্রুতিমূলক (সব্বং তং ইতিহীতিহং)।

সব্বং তং তক্কৰড্ঢনন্তি। সেসব তর্ক, বিতর্ক, সংকল্প বৃদ্ধি করে; কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, জ্ঞাতি-বিতর্ক, জনপদ-বিতর্ক, অমরা-বিতর্ক (বা উল্টোপাল্টা মতবাদ), পরের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন প্রতিসংযুক্ত বির্তক, লাভ-সৎকার ও সুখ্যাতি প্রতিসংযুক্ত-বিতর্ক, আমিত্বহীনতা প্রতিসংযুক্ত-বিতর্ক বৃদ্ধি করে। এ অর্থে—সে সমস্ত কেবল বৃদ্ধি পায় (সব্বং তং তক্কৰড্ঢনং)।

তজ্জন্য পিঙ্গিয় স্থবির বললেন :

"যে মে পুব্বে ৰিযাকংসু, হুরং গোতমসাসনা।
'ইচ্চাসি ইতি ভৰিস্স'তি।
সব্বং তং ইতিহীতিহং, সব্বং তং তক্কৰড্ঢন"ন্তি॥

১০৭. একো তমোনুদাসীনো, জুতিমা সো পভঙ্করো।
গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণো, গোতমো ভূরিমেধসো॥

অনুবাদ : একাকী অন্ধকার বিদূরণকারী, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রভাকর এবং ভূরিপ্রাজ্ঞ গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী হয়ে অবস্থান করেন।

একো তমোনুদাসীনোতি। "একক" (**একো**তি) বলতে ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণে (পব্বজ্জসঙ্খাতেন) একক, অদ্বিতীয়ার্থে একক, তৃষ্ণার প্রহাণার্থে একক, একান্ত বীতরাগী বলে একক, একান্ত বীতদ্বেষী বলে একক, একান্ত বীতমোহী বলে একক, একান্ত ক্লেশহীন বলে একক, একায়ন মার্গে গমন করেছেন বলে একক এবং অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছেন বলে একক।

কিরূপে ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণে একক? ভগবান বালক জীবনের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ চুল, পরিপূর্ণ যৌবন ও প্রথম বয়সে প্রব্রজ্যা দানে অনিচ্ছুক, অশ্রু প্লাবিতমুখে রোদন-বিলাপকারী পিতামাতা ও জ্ঞাতিগণকে ত্যাগ করে সব ঘর-আবাসের বাঁধা, দার-পুত্রের বাঁধা, জ্ঞাতির বাঁধা, মিত্র-অমাত্যের বাঁধা ছিন্ন করে কেশ-শ্মশ্রু কেটে কাসায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে বা অনাসক্ত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলেন, অগ্রসর হন, জীবন-ধারণ করেন, জীবন যাপন করেন। এভাবেই ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণে একক।

কিভাবে ভগবান অদ্বিতীয়ার্থে একক? তিনি এভাবে প্রব্রজিত হয়ে অবিচলিতভাবে (সমানো) একাকী অরণ্যে, বনপ্রস্থে (বনাশ্রম), নির্জন শয়নাসনে; নীরবে, নিঃশব্দে, নির্জনতায়, মনুষ্য হতে নির্জনবাসী হয়ে ও নির্জনতানুরূপ স্থান প্রতিসেবন করেন। তিনি একাকী বিচরণ করেন, একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়ন করেন, একাকী পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন, একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, অগ্রসর হন, জীবন-ধারণ করেন, জীবন যাপন করেন। এভাবেই ভগবান অদ্বিতীয়ার্থে একক।

কিভাবে ভগবান তৃষ্ণা প্রহাণার্থে একক? তিনি এরূপে একক, অদ্বিতীয়, অপ্রমত্ত, উদ্যমশীল ও একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থানকালে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে মহোদ্যম সঞ্চার করে অনিষ্টকর পাপরাজ, প্রমত্তবন্ধু মারকে সসৈন্যে পরাজিত করে লোভজনক তৃষ্ণা, বিস্তৃত (ৰিসটং) তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, বিনাশ করেছেন, নিবৃত্ত করেছেন।

"তণ্হাদুতিযো পুরিসো, দীঘমদ্ধান সংসরং।
ইত্থভাৰঞঞথাভাৰং, সংসারং নাতিৰত্ততি॥

"এতমাদীনৰং ঞত্বা, তণ্হং দুকখস্স সম্ভৰং।
ৰীততণ্হো অনাদানো, সতো ভিকখু পরিব্বজে"তি॥

অনুবাদ : তৃষ্ণা দীর্ঘপথ (জন্মান্তর) ভ্রমণে অদ্বিতীয় পুরুষ। জাগতিক সত্ত্ব (ইহলোকের সত্ত্ব) এবং ভিন্ন সত্ত্ব বা অন্য লোকের সত্ত্ব (ইত্থভাৰঞঞথাভাৰং) এই সংসার অতিক্রম করতে পারে না। "তৃষ্ণাই দুঃখ উৎপত্তির কারণ" এই আদীনব জ্ঞাত হয়ে প্রব্রজিত স্মৃতিমান ভিক্ষু বীততৃষ্ণ ও আসক্তিমুক্ত হন।

এভাবেই ভগবান তৃষ্ণা প্রহাণার্থে একক।

কীরূপে ভগবান একান্ত বীতরাগী বলে একক? রাগ বা আসক্তির প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক, দ্বেষের প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক, মোহের প্রহীনহেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক, ক্লেশসমূহের প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক।

কিরূপে ভগবান একায়নমার্গে গত বলে একক? চারি স্মৃতিপ্রস্থান... অষ্টাঙ্গিক মার্গকে একায়নমার্গ বলা হয়।

"একাযনং জাতিখযন্তদস্সী, মগ্গং পজানাতি হিতানুকম্পী।
এতেন মগ্গেন তরিংসু পুব্বে, তরিস্সন্তি যে চ তরন্তি ওঘ"ন্তি॥

অনুবাদ : জন্মক্ষয়দর্শী, হিতানুকম্পী একায়নমার্গকে বিশেষভাবে জানেন। (জ্ঞানীরা) এই মার্গ দিয়ে পূর্বে ওঘ (দুঃখসমুদ্র) পার হয়েছেন, ভবিষ্যতেও পার হবেন এবং বর্তমানেও পার হচ্ছেন। এভাবেই ভগবান একায়নমার্গে গত বলে একক।

কিরূপে ভগবান এককভাবে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক? চারি মার্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীমংসা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টিকে বোধি বলা হয়। ভগবান সেই বোধিজ্ঞান দিয়ে "সকল সংস্কার অনিত্য" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "সকল সংস্কার দুঃখ" বলে জ্ঞাত হয়েছেন, "সকল সংস্কার বা ধর্ম অনাত্ম" বলে জ্ঞাত হয়েছেন... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী" বলে জ্ঞাত হয়েছেন। অথবা যা কিছু জ্ঞাতব্য, অনুজ্ঞাতব্য, প্রতিজ্ঞাতব্য, হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, অধিকার করা উচিত, ধারণ করা উচিত ও সাক্ষাৎকরণীয়, সেসবই বোধিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়েছেন, অনুজ্ঞাত হয়েছেন, প্রতিজ্ঞাত হয়েছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন, অধিকার করেছেন, ধারণ করেছেন এবং সাক্ষাৎ করেছেন। এভাবেই ভগবান এককভাবে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক।

তমোনুদোতি। ভগবান রাগতম (বা রাগ অন্ধকার), দ্বেষতম, মোহতম,

মানতম, দৃষ্টিতম, দুশ্চরিততম, অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞানিরোধক (প্রজ্ঞা ধ্বংসকারী), বিঘাতপকিখ (প্রতিকুল বিষয়ে পক্ষপাতী) ও অনির্বাণ সংবর্তনিক (নির্বাণ লাভে বাধাদানকারী বিষয়) দূরীভূত করেন, বিদূরীত করেন, ত্যাগ করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, অপসারণ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। **আসীনো**তি। ভগবান পাষাণ চৈত্যে অবস্থান করেন, বা উপবিষ্ট হন—"উপস্থিত হন" (আসীনো)।

নগস্স পস্সে আসীনং, মুনিং দুকখস্স পারগুং।
সাৰকা পযিরুপাসন্তি, তেৰিজ্জা মচ্চুহাযিনোতি॥

অনুবাদ : দুঃখ অতিক্রান্ত মুনি পর্বতের পার্শ্বে আসীন। মৃত্যুঞ্জয়ী, ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন শ্রাবকগণ তাঁর চারপাশে বসে রয়েছেন।

এরূপে ভগবান আসীন। অথবা, ভগবান সম্পূর্ণ উদ্বেগহীনভাবে আসীন। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ... জন্ম-মৃত্যু-সংসার এবং পুনর্জন্ম নেই, এভাবে ভগবান আসীন বা উপবিষ্ট। এ অর্থে—একাকী অন্ধকার বিদূরণকারী (একো তমোনুদাসীনো)।

জুতিমা সো পভঙ্করোতি। "জ্যোতিষ্মান" (**জুতিমা**তি) বলতে জ্যোতিষ্মান, দীপ্তিমান, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও মেধাবী। "প্রভঙ্কর" (**পভঙ্করো**তি) বলতে প্রভঙ্কর, উজ্জ্বলকর, দীপ্তিকর, প্রভাকর, প্রভাস্বর, প্রদীপ্ত এবং আলোকিতকারী—জুতিমা সো পভঙ্করো।

গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণোতি। গৌতম ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপ্রত্যয়, বিচয় বা বিচারবহুল, প্রবিচারবহুল, বিবেচনাবহুল, বিদীর্ণকরণবহুল (সমোকখাযনধম্মো), পরিজ্ঞানলাভী, তৎস্বভাবযুক্ত, তদবহুল, তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়।

ধজো রথস্স পঞ্ঞাণং, ধূমো পঞ্ঞাণমগ্গিনো।
রাজা রট্ঠস্স পঞ্ঞাণং, ভত্তা পঞ্ঞাণমিত্থিযাতি॥

অনুবাদ : রথের নিদর্শন ধ্বজা, অগ্নির নিদর্শন ধোঁয়া, রাষ্ট্রের নিদর্শন রাজা এবং স্ত্রীর নিদর্শন পুরুষ বা স্বামী।

এভাবে গৌতম ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপ্রত্যয়, বিচয় বা বিচারবহুল, প্রবিচারবহুল, বিবেচনাবহুল, বিদীর্ণকরণবহুল (সমোক্খাযনধম্মো), পরিজ্ঞানলাভী, তৎস্বভাবযুক্ত, তদ্বহুল, তদনুরূপ, তদ্সদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—গোতমো ভূরিপঞ্ঞাণো।

গোতমো ভূরিমেধসোতি। পৃথিবীকে বলা হয় ভূমি। ভগবান সেই পৃথিবীর সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। প্রজ্ঞাকে বলা হয় মেধা। যা প্রজ্ঞা, প্রজানননা... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই জ্ঞানে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন ও সমন্নাগত। তদ্ধেতু বুদ্ধ সুমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারী। এ অর্থে—গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী (গোতমো ভূরিমেধসো)।

তজ্জন্য পিঙ্গিয় স্থবির বললেন :

"একো তমোনুদাসীনো, জুতিমা সো পভঙ্করো।
গোতমো ভূরিপঞঞাণো, গোতমো ভূরিমেধসো"তি॥

১০৮. যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি॥

অনুবাদ : যিনি আমাকে সন্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেছেন, তাঁর তুলনা কোথাও নেই।

যো মে ধম্মদেসেসীতি। "যিনি" (**যো**তি) বলতে যিনি ভগবান স্বয়ম্ভু, আচার্যবিহীন; অজ্ঞাতপূর্ব ধর্মে নিজেই সত্য ও সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তথায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত, বলসমূহে বশীভাব প্রাপ্ত। **ধম্মমদেসেসী**তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ অদ্বিতীয়, পরিপূর্ণ আর পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মচর্য প্রতিপালনের সহায়ক; যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব বর্ণনা করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপ্ত করেন, ব্যাখ্যা করেন, বিবৃত করেন, বিশ্লেষণ করেন, ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন—যো মে ধম্মমদেসেসি।

সন্দিট্ঠিকমকালিকন্তি। সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখ বলে আহ্বান করার যোগ্য, ঔপনায়িক, বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এরূপে সন্দৃষ্টিক। অথবা যে ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুশীলন করেন, তার মার্গের অনন্তর, সমনন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ হয়, অর্জিত হয়—এরূপে সন্দৃষ্টিক। "অকালিক" (**অকালিক**ন্তি) বলতে মানুষেরা যেরূপে ঋতুপোযোগী বীজ বপন করলেও তখনই ফল পায় না। ফল দেওয়ার সময় আসতে হয়। তবে এ ধর্ম তেমন নয়। যে ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করেন, তার মার্গের অনন্তর, সমনন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ, অর্জন হয়। পরজীবনে বা

পরকালে নয়—এভাবে অকালিক। এ অর্থে—সন্দৃষ্টিক, অকালিক (সন্দিট্ঠিকমকালিকং)।

তন্হক্খযমনীতিকন্তি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণাক্ষয়" (**তন্হক্খয**ন্তি) বলতে তৃষ্ণা ক্ষয়, রাগ ক্ষয়, দ্বেষ ক্ষয়, মোহ ক্ষয়, গতি ক্ষয়, উৎপত্তি ক্ষয়, প্রতিসন্ধি ক্ষয়, ভব ক্ষয়, সংসার ক্ষয়, পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্র ক্ষয়। **অনীতিক**ন্তি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে পাপ বলা হয়। পাপের প্রহীন, উপশম, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধনই অমৃতময় নির্বাণ—তন্হক্খযমনীতিকং।

যস্স নত্থি উপমা ক্বচীতি। "যার" (**যস্সা**তি) বলতে নির্বাণের। "তুলনা নেই" (**নত্থি উপমা**তি) বলতে উপমা, তুলনা, সদৃশ, সম, সমান নেই, হয় না, উপলব্ধ হয় না। "কোন" (**ক্বচী**তি) বলতে কোথাও; অধ্যাত্ম, বাহ্য বা অধ্যাত্ম-বাহ্য কোথাও। এ অর্থে—যাঁর কোনো তুলনা নেই (যস্স নত্থি উপমা ক্বচি)।

তজ্জন্য পিঙ্গিয় স্থবির বললেন :

> ''যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
> তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচী''তি॥

১০৯. কিং নু তম্হা ৰিপ্পৰসি, মুহুত্তমপি পিঙ্গিয।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥

অনুবাদ : হে পিঙ্গিয়, তুমি কি মুহূর্তের জন্যও ভূরিপ্রাজ্ঞ, ভূরিমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারীর কাছ হতে দূরে অবস্থান করতে পারবে?

কিং নু তম্হা ৰিপ্পৰসীতি। তুমি কি বিচ্ছিন্ন, বর্জিত, তিরোহিত হতে পারবে বুদ্ধের কাছ থেকে বা বুদ্ধ বিনা থাকতে পারবে? এ অর্থে—কিং নু তম্হা ৰিপ্পৰসি।

মুহুত্তমপি পিঙ্গিযাতি। মুহূর্তের জন্য, ক্ষণকালের জন্য, ক্ষণিকের জন্য, অল্পক্ষণের জন্য এবং কিছুক্ষণের জন্য—মুহুত্তমপি। "পিঙ্গিয়" (**পিঙ্গিযা**তি) বলতে বাবরী ব্রাহ্মণ তাকে পৌত্রের নামে সম্বোধন করেছেন।

গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণাতি। গৌতম ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপ্রত্যয়, বিচয় বা বিচারবহুল, প্রবিচারবহুল, বিবেচনাবহুল, বিদীর্ণকরণবহুল (সমোক্খাযনধম্মো), পরিজ্ঞানলাভী, তৎস্বভাবযুক্ত, তদবহুল, তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা।

গোতমা ভূরিমেধসাতি। পৃথিবীকে বলা হয় ভূমি। ভগবান সেই পৃথিবীর সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। প্রজ্ঞাকে বলা হয় মেধা। যা প্রজ্ঞা, প্রজাননা... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই জ্ঞানে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন ও সমন্নাগত। তদ্ধেতু বুদ্ধ সুমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারী। এ অর্থে—গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী (গোতমা ভূরিমেধসা)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

"কিংনু তম্হা ৰিপ্পৰসি, মুহুত্তমপি পিঙ্গিয।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা"তি॥

**১১০. যো তে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি॥**

অনুবাদ : যিনি তাদেরকে সন্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণাক্ষয় ও দুঃখমুক্ত বিষয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করেছেন, তাঁর তুলনা কোথাও নেই।

যো তে ধম্মমদেসেসীতি। "যিনি" (যোতি) বলতে যিনি ভগবান স্বয়ম্ভু, আচার্যবিহীন; অজ্ঞাতপূর্ব ধর্মে নিজেই সত্য ও সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছেন। তথায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত, বলসমূহে বশীভাব প্রাপ্ত। **ধম্মমদেসেসী**তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ অদ্বিতীয়, পরিপূর্ণ আর পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মচর্য প্রতিপালনের সহায়ক। যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব বর্ণনা করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপ্ত করেন, ব্যাখ্যা করেন, বিবৃত করেন, বিশ্লেষণ করেন, ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন—যো তে ধম্মমদেসেসি।

সন্দিট্ঠিকমকালিকন্তি। সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখ বলে আহ্বান করার যোগ্য, ঔপনায়িক, বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এরূপে সন্দৃষ্টিক। অথবা যিনি ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুশীলন করেন, তাঁর মার্গের অনন্তর, সমনন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ হয়, অর্জিত হয়—এরূপে সন্দৃষ্টিক। "অকালিক" (**অকালিক**ন্তি) বলতে মানুষেরা যেরূপে ঋতুপোযোগী বীজ বপন করলেও তখনই ফল পায় না। ফল দেওয়ার সময় আসতে হয়। তবে এ ধর্ম তেমন নয়। যিনি ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করেন, তাঁর মার্গের অনন্তর, সমনন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ, অর্জন হয়। পরজীবনে বা পরকালে নয়—এভাবে অকালিক। এ অর্থে—সন্দৃষ্টিক,

অকালিক (সন্দিট্ঠিকমকালিকং)।

তন্হক্খযমনীতিকন্তি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণাক্ষয়" (**তন্হক্খয**ন্তি) বলতে তৃষ্ণা ক্ষয়, রাগ ক্ষয়, দ্বেষ ক্ষয়, মোহ ক্ষয়, গতি ক্ষয়, উৎপত্তি ক্ষয়, প্রতিসন্ধি ক্ষয়, ভব ক্ষয়, সংসার ক্ষয়, পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্র ক্ষয়। **অনীতিক**ন্তি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে পাপ বলা হয়। পাপের প্রহীন, উপশম, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধনই অমৃতময় নির্বাণ—তন্হক্খযমনীতিকং।

যস্স নত্থি উপমা ক্বচীতি। "যার" (**যস্সা**তি) বলতে নির্বাণের। "তুলনা নেই" (**নত্থি উপমা**তি) বলতে উপমা, তুলনা, সদৃশ, সম, সমান নেই, হয় না, উপলব্ধ হয় না। "কোনো" (**ক্বচী**তি) বলতে কোথাও; অধ্যাত্ম, বাহ্য বা অধ্যাত্ম-বাহ্য কোথাও। এ অর্থে—যাঁর কোনো তুলনা নেই (যস্স নত্থি উপমা ক্বচি)।

তজ্জন্য সেই ব্রাহ্মণ বললেন :

১১১. নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামি, মুহুত্তমপি ব্রাহ্মণ।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, সেই ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী গৌতম হতে আমি মুহূর্তমাত্রও বিচ্ছিন্ন হই না।

নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামীতি। আমি বুদ্ধ হতে বিচ্ছিন্ন, বর্জিত, তিরোহিত, অদৃশ্য হই না। এ অর্থে—আমি বুদ্ধ হতে বিচ্ছিন্ন হই না (নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামি)।

মুহুত্তমপি ব্রাহ্মণাতি। মুহূর্তের জন্য, ক্ষণকালের জন্য, ক্ষণিকের জন্য, অল্পক্ষণের জন্য এবং কিছুক্ষণের জন্য—মুহুত্তমপি। "ব্রাহ্মণ" (**ব্রাহ্মণা**তি) বলতে গৌরবের সাথে মাতুল বলে সম্বোধন করেছেন।

গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণাতি। গৌতম ভূরিপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাধ্বজ, প্রজ্ঞাকেতু, প্রজ্ঞাধিপ্রত্যয়, বিচয় বা বিচারবহুল, প্রবিচারবহুল, বিবেচনা বহুল, বিদীর্ণকরণবহুল (সমোক্খাযনধম্মো), পরিজ্ঞানলাভী, তৎস্বভাবযুক্ত, তদ্বহুল, তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তদুপযুক্ত, তদুপযোগী, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়—গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা।

গোতমা ভূরিমেধসাতি। পৃথিবীকে বলা হয় ভূমি। ভগবান সেই পৃথিবীর সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। প্রজ্ঞাকে বলা হয় মেধা। যা প্রজ্ঞা, প্রজানানা... অমোহ, ধর্মবিচয়, সম্যক দৃষ্টি। ভগবান এই জ্ঞানে উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, উপপন্ন, সমুপপন্ন ও সমন্নাগত। তদ্ধেতু বুদ্ধ

সুমেধাসম্পন্ন বা মহাপ্রজ্ঞাধারী। এ অর্থে—গৌতম মহাপ্রজ্ঞাধারী (গোতমা ভূরিমেধসা)।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

"নাহং তম্হা ৰিপ্পৰসামি, মুহুত্তমপি ব্রাহ্মণ।
গোতমা ভূরিপঞ্ঞাণা, গোতমা ভূরিমেধসা"তি॥

১১২. যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি॥

অনুবাদ : আমাকে যেই ধর্ম দেশনা দিয়েছেন, তা সন্দৃষ্টিক, অকালিক, তৃষ্ণামুক্ত, পাপপ্রহীন (নির্দোষ)। যে ধর্মের কোনো তুলনা নেই।

যো মে ধম্মমদেসেসীতি। "যিনি" (যোতি) বলতে যিনি ভগবান স্বয়ম্ভু, আচার্যবিহীন; অজ্ঞাতপূর্ব ধর্মে নিজেই সত্য ও সম্বোধি জ্ঞান লাভ করেছেন। তথায় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানপ্রাপ্ত, বলসমূহে বশীভাব প্রাপ্ত। **ধম্মমদেসেসী**তি। "ধর্ম" (**ধম্ম**ন্তি) বলতে আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ অদ্বিতীয়, পরিপূর্ণ আর পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মচর্য প্রতিপালনের সহায়ক। যথা : চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ, নির্বাণগামিনী প্রতিপদা—এসব বর্ণনা করেন, দেশনা করেন, প্রজ্ঞাপ্ত করেন, ব্যাখ্যা করেন, বিবৃত করেন, বিশ্লেষণ করেন, ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন—যো মে ধম্মমদেসেসি।

সন্দিট্ঠিকমকালিকন্তি। সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখ বলে আহ্বান করার যোগ্য, ঔপনায়িক, বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য—এরূপে সন্দৃষ্টিক। অথবা যে ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অনুশীলন করেন, তার মার্গের অনন্তর, সমনন্তর প্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ হয়, অর্জিত হয়—এরূপে সন্দৃষ্টিক। "অকালিক" (**অকালিক**ন্তি) বলতে মানুষেরা যেরূপে ঋতুপযোগী বীজ বপন করলেও তখনই ফল পায় না। ফল দেওয়ার সময় আসতে হয়। তবে এ ধর্ম তেমন নয়। যে ইহজীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করেন, তার মার্গের অনন্তর, সমন্তরপ্রাপ্ত হতেই মার্গফল লাভ, অর্জন হয়। পরজীবনে বা পরকালে নয়—এভাবে অকালিক। এ অর্থে—সন্দৃষ্টিক, অকালিক (সন্দিট্ঠিকমকালিকং)।

তন্হক্খযমনীতিকন্তি। "তৃষ্ণা" (**তন্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। "তৃষ্ণাক্ষয়" (**তন্হক্খয**ন্তি) বলতে তৃষ্ণা ক্ষয়, রাগ ক্ষয়, দ্বেষ ক্ষয়, মোহ ক্ষয়, গতি ক্ষয়, উৎপত্তি ক্ষয়, প্রতিসন্ধি ক্ষয়, ভব ক্ষয়, সংসার ক্ষয়, পুনর্জন্ম

গ্রহণের চক্র ক্ষয়। **অনীতিক**ন্তি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে পাপ বলা হয়। পাপের প্রহীন, উপশম, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধনই অমৃতময় নির্বাণ।

যস্স নত্থি উপমা ক্বচীতি। "যার" (**যস্সা**তি) বলতে নির্বাণের। "তুলনা নেই" (**নত্থি উপমা**তি) বলতে উপমা, তুলনা, সদৃশ, সম, সমান নেই, হয় না, উপলব্ধ হয় না। "কোনো" (**ক্বচী**তি) বলতে কোথাও; অধ্যাত্ম, বাহ্য বা অধ্যাত্ম-বাহ্য কোথাও। এ অর্থে—যাঁর কোনো তুলনা নেই (যস্স নত্থি উপমা ক্বচি)।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

''যো মে ধম্মমদেসেসি, সন্দিট্ঠিকমকালিকং।
তন্হক্খযমনীতিকং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচী''তি॥

১১৩. পস্সামি নং মনসা চকখুনাৰ,
রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো।
নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিং,
তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাসং॥

অনুবাদ : হে ব্রাহ্মণ, আমি তাঁকে দিন-রাত অপ্রমত্তভাবে মন ও চক্ষু দ্বারা দর্শন করি। আর তাঁর পূজায় দিন-রাত অতিবাহিত করি। তজ্জন্য আমি তাঁর কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন মনে করি।

পস্সামি নং মনসা চকখুনাৰাতি। যেমন কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি আলোর সাহায্যে দৃশ্যমান বস্তু দেখে, দর্শন করে, অবলোকন করে, মনোনিবেশ করে, নিরীক্ষণ করে; ঠিক তেমনি আমি ভগবান বুদ্ধকে মন দ্বারা দেখি, দর্শন করি, অবলোকন করি, মনোনিবেশ করি, নিরীক্ষণ করি। এ অর্থে—তাঁকে চক্ষু মন দ্বারা দর্শন করি (পস্সামি নং মনসা চকখুনাৰ)।

রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তোতি। দিন-রাত বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকালে মন অপ্রমত্ত থাকে। এ অর্থে—ব্রাহ্মণ দিন-রাত অপ্রমত্ত থাকে (রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো)।

নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিন্তি। "নমস্কার" (**নমস্সমানো**তি) বলতে কায়, বাক্য, মন ও জ্ঞানত প্রতিপত্তি, ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তিতে নমস্কার, সম্মান, গৌরব, মান্য এবং পূজা করে দিন-রাত অতিবাহিত, অতিক্রমণ, অতিক্রান্ত করি। এ অর্থে—নমস্কার করে রাত অতিবাহিত করি (নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিং)।

তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাসন্তি। সেই বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকালে আমি তাঁর

কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন, অদৃষ্টিগোচর বলে মনে করি, জানি। এরূপেই আমি জানি, জ্ঞাত হই, উপলব্ধি করি, অনুভব করি। এ অর্থে—তজ্জন্য আমি তাঁর কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন বলে মনে করি (তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাসং)।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিল বললেন :

"পস্সামি নং মনসা চক্খুনাৰ, রত্তিন্দিৰং ব্রাহ্মণ অপ্পমত্তো।
নমস্সমানো ৰিৰসেমি রত্তিং, তেনেৰ মঞ্ঞামি অৰিপ্পৰাস"ন্তি॥

১১৪. সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চ,
নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হা।
যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞো,
স তেন তেনেৰ নতোহমস্মি॥

অনুবাদ : শ্রদ্ধা, প্রীতি, মন ও স্মৃতি আমাকে গৌতমশাসনে নমিত করে। ভূরিপ্রাজ্ঞ যেই যেই দিকে গমন করেন, আমিও সেই দিকেই গমন করি।

সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চাতি। "শ্রদ্ধা" (**সদ্ধা**তি) বলতে ভগবানকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সম্মান, দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ও নির্ভর করা। যা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবল। "প্রীতি" (**পীতী**তি) বলতে ভগবানকে ভিত্তি করে যা চিত্তের প্রীতি, প্রমোদ্য, তৃপ্তি, হর্ষ, আনন্দ, হাসি, প্রফুল্ল, আহ্লাদ, তুষ্ট, উল্লাস এবং আনন্দপূর্ণ মনোবৃত্তি। "মন" (**মনো**তি) বলতে চিত্ত, মন, মানস বা কল্পনা, হৃদয়, পণ্ডর, মনায়তন, মনিন্দ্রিয়, বিজ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞান, বিজ্ঞানস্কন্ধ বা জীবনীশক্তির পুঞ্জ ও তদ্‌জাত মনোবিজ্ঞান ধাতু। "স্মৃতি" (**সতী**তি) বলতে যা স্মৃতি, অনুস্মৃতি ও সম্যক স্মৃতি। এ অর্থে—শ্রদ্ধা, প্রীতি, মন ও স্মৃতি (সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চ)।

নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হাতি। এই চারি প্রকার ধর্ম গৌতমশাসন, বুদ্ধশাসন, জিনশাসন, তথাগতশাসন, অর্হৎশাসন বর্জিত নয়, রহিত নয়, পরিত্যক্ত নয়, বিতাড়িত নয়। এ অর্থে—আমি গৌতমশাসন হতে বিচ্ছিন্ন নয় (নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হা)।

যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞোতি। "যেই যেই দিক" (**যং যং দিস**ন্তি) বলতে পূর্বদিকে, পশ্চিম দিকে, দক্ষিণ দিকে, উত্তর দিকে গমন করেন, অনুগমন করেন, অগ্রসর হন, চলে যান। "ভূরিপ্রাজ্ঞ" (**ভূরিপঞ্ঞো**তি) বলতে মহাপ্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, তীক্ষ্ণজ্ঞানী, সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং প্রখর জ্ঞানী। পৃথিবীকে বলা হয় ভূরি। ভগবান সেই পৃথিবী

সদৃশ বিপুল, বিস্তৃত প্রজ্ঞায় সমন্বিত। এ অর্থে—ভূরিপ্রজ্ঞা যেই যেই দিকে গমন করেন (যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞো)।

স তেন তেনেৰ নতোহমস্মীতি। ভগবান যে-দিকে আমিও তৎদিকে, তৎপ্রান্তে, তৎপ্রান্ত সীমায়, তন্মধ্যে, তৎসীমায় এবং তদাধিপত্যে। এ অর্থে—আমিও সেদিকেই গমন করি (স তেন তেনেৰ নতোহমস্মি)।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

"সদ্ধা চ পীতি চ মনো সতি চ,
নাপেন্তিমে গোতমসাসনম্হা।
যং যং দিসং ৰজতি ভূরিপঞ্ঞো,
স তেন তেনেৰ নতোহমস্মী"তি॥

১১৫. জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স,
তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থ।
সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চং,
মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো॥

অনুবাদ : আমার দেহ জীর্ণ ও শক্তিহীন, তাই তথায় যেতে অক্ষম। কিন্তু সংকল্প বা মননে আমি নিত্য তথায়। হে ব্রাহ্মণ, তজ্জন্য আমার মন তাতে যুক্ত।

জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্সাতি। "জীর্ণ" (জিণ্ণস্স) বলতে জীর্ণ, বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, অর্ধগত (জীবনের অর্ধেক বয়স গত হয়েছে), বয়সপ্রাপ্ত। "শক্তিহীন" (**দুব্বলথামকস্সা**তি) বলতে দুর্বল, বলহীন, অল্পবল। এ অর্থে—জীর্ণ ও শক্তিহীন (জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স)।

তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থাতি। তজ্জন্য দেহ বুদ্ধের কাছে যেতে, অগ্রসর হতে, গমন করতে, অনুগমন করতে অক্ষম। এ অর্থে—কায় দ্বারা তথায় যেতে অক্ষম (তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থ)।

সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চন্তি। সংকল্প, চিন্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শ্রদ্ধা দ্বারা আমি বুদ্ধের কাছে অবস্থান করি, গমন করি, বিচরণ করি—সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চং।

মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তোতি। "মন" (**মনো**তি) বলতে যা চিত্ত, মনন... বিজ্ঞানস্কন্ধ ও মনোবিজ্ঞান ধাতু। "হে ব্রাহ্মণ, তজ্জন্য আমি মন দ্বারা তাতে যুক্ত" (**মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো**তি) বলতে মন দ্বারা আমি বুদ্ধের সাথে যুক্ত, আবদ্ধ এবং সংযুক্ত—মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

"জিণ্ণস্স মে দুব্বলথামকস্স, তেনেৰ কাযো ন পলেতি তত্থ।
সঙ্কপ্পযন্তায ৰজামি নিচ্চং, মনো হি মে ব্রাহ্মণ তেন যুত্তো"তি॥

**১১৬. পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানো, দীপা দীপং উপল্লৰিং।
অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং, ওঘতিণ্ণমনাসৰং॥**

অনুবাদ : পঙ্কে শায়িত ও কম্পমান হয়ে আমি দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে ধাবিত হয়েছি। পরে ওঘ উত্তীর্ণ, অনাস্রব সম্বুদ্ধের দর্শন পেলাম।

পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানোতি। "পঙ্কে শায়িত" (**পঙ্কে সযানো**তি) বলতে কাম-পঙ্কে, কাম-কর্দমে, কাম-ক্লেশে, কাম-বড়শিতে, কাম-পরিদাহে, কাম-প্রতিবন্ধকে শায়িত, লিপ্ত, অবস্থিত, আবদ্ধ, আবৃত। এ অর্থে—পঙ্কে শায়িত (পঙ্কে সযানো)। "স্পন্দমান" (**পরিফন্দমানো**তি) বলতে তৃষ্ণাস্পন্দে কম্পমান, দৃষ্টিস্পন্দে কম্পমান, ক্লেশস্পন্দে কম্পমান, ভোগস্পন্দে (পযোগফন্দনায) কম্পমান, বিপাকস্পন্দে কম্পমান, দুশ্চরিতস্পন্দে কম্পমান, অনুরক্ত রাগে কম্পমান, দুরাচারী দ্বেষে কম্পমান, নির্বোধ মোহে কম্পমান, মদোন্মত্ত (ৰিনিবন্ধো) মানে কম্পমান, স্বীয় ধারণায় বশীভূত (পরামট্ঠো) মিথ্যাদৃষ্টিতে কম্পমান, বিক্ষেপগত (চাঞ্চল্য) চাঞ্চল্যে কম্পমান, অপূর্ণতাপ্রাপ্ত (মার্গফল লাভ করেনি এমন) বিচিকিৎসায় কম্পমান, থামগত (বা দুর্ভেদ্য) অনুশয়সমূহ দ্বারা কম্পমান, লাভে কম্পমান, অলাভে কম্পমান, যশে কম্পমান, অযশে কম্পমান, প্রশংসায় কম্পমান, নিন্দায় কম্পমান, সুখে কম্পমান, দুঃখে কম্পমান, জন্মের দ্বারা কম্পমান, জরায় কম্পমান, ব্যাধি দ্বারা কম্পমান, মরণে কম্পমান, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসে কম্পমান, নৈরয়িকদুঃখে কম্পমান, তির্যকযোনীদুঃখে কম্পমান, প্রেতযোনীদুঃখে কম্পমান, মানবীয় দুঃখে কম্পমান, প্রতিসন্ধিমূলক দুঃখে কম্পমান, গর্ভে স্থিতিমূলক দুঃখে কম্পমান, গর্ভপ্রসবমূলক দুঃখে কম্পমান, জন্মবন্ধন (জাতস্সূপনিবন্ধকেন) দুঃখে কম্পমান, জন্মাধীন দুঃখে কম্পমান, আত্মপীড়ন দুঃখে কম্পমান, পরপীড়ন দুঃখে কম্পমান, দুঃখ দুঃখে কম্পমান, সংস্কার দুঃখে কম্পমান, বিপরিণাম দুঃখে কম্পমান, চক্ষুরোগ দুঃখে কম্পমান, শ্রোত্ররোগ দুঃখে কম্পমান, ঘ্রাণরোগ দুঃখে... জিহ্বারোগ... কায়রোগ... শিররোগ... কর্ণরোগ... মুখরোগ... দন্তরোগ... কাঁশি... সর্দি... দাহ... জ্বর... কুক্ষিরোগ... মূর্চ্ছা... রক্তামাশয়... শূল... কলেরা... কুষ্ঠ... গণ্ড (পোড়া)... খোঁচপাচড়া... ক্ষয়রোগ... মৃগীরোগ (অপমারেন)...

দাঁউদ... চুলকানি... চর্মরোগ... নখস (নখকুনি)... সুড়সুড়ানি... লোহিতপত্ত... মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ)... অর্শ্ব... গুটিবসন্ত... ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ)... পিত্তজনিতরোগ... শ্লেষ্মাজনিতরোগ... বায়ুজনিতরোগ... সন্নিপাতিকরোগ... ঋতু পরিবর্তনজনিত রোগ... বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত)... খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন)... কর্মবিপাকজনিত রোগ... শীত... উষ্ণ... ক্ষুধা... পিপাসা... মল... মুত্র... ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দংশন বা কামড়জনিত দুঃখে... মাতা-মৃত্যু দুঃখে... পিতা-মৃত্যু দুঃখে... ভ্রাতা-মৃত্যু দুঃখে... ভগ্নি-মৃত্যু দুঃখে... পুত্র-মৃত্যু দুঃখে... কন্যা-মৃত্যু দুঃখে... জ্ঞাতি-মৃত্যু দুঃখে... ভোগবিষয়ে... রোগবিষয়ে... শীলবিষয়ে... এবং মিথ্যাদৃষ্টিবিষয়ে দুঃখে কম্পমান, প্রকম্পমান, বিকম্পমান, স্পন্দমান, বিস্ফন্দমান এবং প্রচণ্ডরূপে স্পন্দনমান সত্ত্বকে দেখছি, দর্শন করছি, অবলোকন করছি, মনোযোগের সাথে চিন্তা করে দেখছি (নিজ্ঝাযামি), পরখ করে দেখছি। এ অর্থে—জগতে স্পন্দমান (সত্ত্ব) দেখছি (পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানো)।

দীপা দীপং উপল্লৰিন্তি। শাস্তা হতে শাস্তা, ধর্ম হতে ধর্ম, সংঘ হতে সংঘ, দৃষ্টি হতে দৃষ্টি, প্রতিপদ হতে প্রতিপদ, মার্গ হতে মার্গে ধাবিত, উপনীত, সমুপবর্তী হয়েছি—দীপা দীপং উপল্লৰিং।

অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধন্তি। "অতঃপর" (**অথা**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ (বা সন্ধিযুক্ত শব্দ), পদের পূর্ণতা (বা উপসর্গ), অক্ষর সম্বন্ধবিশেষ, শব্দের পর্যায়ানুক্রম। "দর্শন করেছি" (**অদ্দসাসি**ন্তি) বলতে দেখেছি, দর্শন করেছি, অবলোকন করেছি, সাক্ষাৎ করেছি। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে সেই ভগবান, স্বয়ম্ভু, আচার্যবিহীন... যথার্থ উপাধি; যেরূপে ভগবান। এ অর্থে—সম্বুদ্ধকে দেখেছি (অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং)।

ওঘতিণ্ণমনাসৰন্তি। "ওঘ উত্তীর্ণ" (**ওঘতিণ্ণ**ন্তি) বলতে ভগবান কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ, সংসার পরিভ্রমণ-ওঘ তীর্ণ, উত্তীর্ণ, জয়, অতিক্রম, সমতিক্রম ও অতিক্রান্ত করেছেন। তাঁর আবাস উত্থিত, আচরণপূর্ণ... জাতি-মরণ-সংসার এবং পুর্নভব নেই। এ অর্থে—ওঘ উত্তীর্ণ (ওঘতিণ্ণং)। "অনাসব" (**অনাসৰ**ন্তি) বলতে চার প্রকার আসব; যথা : কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টিআসব ও অবিদ্যা আসব। ভগবান বুদ্ধের এই আসবসমূহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অনাসব—ওঘতিণ্ণমনাসৰং।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বলেছেন :

"পঙ্কে সযানো পরিফন্দমানো, দীপা দীপং উপল্লৱিং।
অথদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং, ওঘতিণ্ণমনাসৱ"ন্তি॥

১১৭. যথা অহূ ৱক্কলি মুত্তসদ্ধো,
ভদ্রাৱুধো আল়ৱিগোতমো চ।
এৱমেৱ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধং,
গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারং॥

অনুবাদ : যেরূপে বক্কুলি, ভদ্রাবুধ এবং আলবিগৌতম শ্রদ্ধায় বা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে মুক্ত হয়েছিলেন, সেরূপে তুমিও শ্রদ্ধায় মুক্ত হও। হে পিঙ্গিয়, তাহলে মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করতে পারবে।

যথা অহূ ৱক্কলি মুত্তসদ্ধো, ভদ্রাৱুধো আল়ৱিগোতমো চাতি। যেমন, বক্কলি স্থবির শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-বহুল, শ্রদ্ধা-অগ্রগণ্য, শ্রদ্ধাধিমুক্ত এবং শ্রদ্ধাধিপ্রত্যয়ে অরহত্বপ্রাপ্ত হন। ভদ্রাবুধ স্থবির শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-বহুল, শ্রদ্ধা-অগ্রগণ্য, শ্রদ্ধাধিমুক্ত এবং শ্রদ্ধাধিপ্রত্যয়ে অরহত্বপ্রাপ্ত হন। আলবিগৌতম স্থবির শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-বহুল, শ্রদ্ধা-অগ্রগণ্য, শ্রদ্ধাধিমুক্ত এবং শ্রদ্ধাধিপ্রত্যয়ে অরহত্বপ্রাপ্ত হন। এ অর্থে—যেরূপে বক্কুলি, ভদ্রাবুধ, আলবিগৌতম শ্রদ্ধায় মুক্ত হয়েছিলেন (যথা অহূ ৱক্কলি মুত্তসদ্ধো ভদ্রাৱুধো আল়ৱিগোতমো চ)।

এৱমেৱ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধন্তি। এরূপে তুমি শ্রদ্ধায় মুক্ত, বিমুক্ত, উদ্ধার, ত্রাণপ্রাপ্ত ও নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা জেনে শ্রদ্ধায় মুক্ত, বিমুক্ত, উদ্ধার, ত্রাণপ্রাপ্ত ও নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা জেনে... নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও। "সকল ধর্ম অনাত্ম" এটা জেনে... নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও।... "যা কিছু উৎপন্নশীল, তা সবই বিনাশধর্মী" এটা জেনে শ্রদ্ধায় মুক্ত, বিমুক্ত, উদ্ধার, ত্রাণপ্রাপ্ত ও নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হও। এ অর্থে—এরূপে তুমি শ্রদ্ধায় মুক্ত হও (এৱমেৱ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধং)।

গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারন্তি। ক্লেশ, স্কন্ধ, অভিসংস্কারকে মৃত্যুরাজ্য বলা হয়। অমৃতময় নির্বাণকে বলা হয় মৃত্যুরাজ্যের অতীত। যা সেই সর্বসংস্কার উপশম, সকল আসক্তি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ। **গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পার**ন্তি। তুমি মৃত্যুরাজ্যের পরপারে গমন, পরপারপ্রাপ্ত, পরপার জ্ঞাত ও পরপার সাক্ষাৎ কর। এ অর্থে—হে পিঙ্গিয়, তুমিও মৃতুরাজ্য অতিক্রম কর (গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পারং)।

তজ্জন্য ভগবান বললেন :

"যথা অহূ ৰক্কলি মুত্তসদ্ধো,
ভদ্রাৰুধো আল়ৰিগোতমো চ।
এৰমেৰ ত্বম্পি পমুঞ্চস্সু সদ্ধং,
গমিস্সসি ত্বং পিঙ্গিয মচ্চুধেয্যস্স পার"ন্তি॥

১১৮. এস ভিয্যো পসীদামি, সুত্বান মুনিনো ৰচো।
ৰিৰটচ্ছদো সম্বুদ্ধো, অখিলো পটিভানৰা ॥

অনুবাদ : মুনির বচন শুনে আমি অতিশয় প্রসন্ন হলাম। সম্বুদ্ধ আবরণমুক্ত, অখিল এবং প্রতিভাণ (প্রত্যুৎপন্নমতি)।

এস ভিয্যো পসীদামীতি। আমি অতিশয় প্রসন্ন, শ্রদ্ধান্বিত, তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত হলাম। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা জেনে আমি অতিশয় প্রসন্ন, শ্রদ্ধান্বিত, তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত হলাম। "সকল সংস্কার দুঃখ" এটা জেনে... হলাম। "সর্ব ধর্ম অনাত্ম" এটা জেনে... হলাম... "যা কিছু উৎপন্নশীল, তা সবই বিনাশধর্মী" এটা জেনে আমি অতিশয় প্রসন্ন, শ্রদ্ধান্বিত, তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত হলাম। এ অর্থে—আমি অতিশয় প্রসন্ন হলাম (এস ভিয্যো পসীদামি)।

সুত্বান মুনিনো ৰচোতি। মৌনতাকে মুনি বলা হয়। সেই মুনি জ্ঞান... আসক্তিজাল মুক্ত। "মুনির বচন শুনে" (**সুত্বান মুনিনো ৰচো**তি) বলতে আপনার (বুদ্ধের) বচন, বক্তব্য, দেশনা, উপদেশ, পরামর্শ শুনে, গ্রহণ করে, ধারণ করে, উপলব্ধি করে। এ অর্থে—মুনির বচন শুনে (সুত্বান মুনিনো ৰচো)।

ৰিৰটচ্ছদো সম্বুদ্ধোতি। "আবরণ" (**ছদন**ন্তি) বলতে পাঁচ প্রকার আবরণ। যথা : তৃষ্ণা আবরণ, মিথ্যাদৃষ্টি আবরণ, ক্লেশ আবরণ, দুশ্চরিত্র আবরণ, অবিদ্যা আবরণ। ভগবান বুদ্ধের সেই আবরণসমূহ বিমুক্ত, বিনাশ, সমুৎপাটিত, প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, বিধ্বংস, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ। তদ্ধেতু বুদ্ধ আবরণমুক্ত। "বুদ্ধ" (**বুদ্ধো**তি) বলতে সেই ভগবান... যথার্থ উপাধি; যেভাবে বুদ্ধ। এ অর্থে—ভগবান আবরণমুক্ত (ৰিৰটচ্ছদো সম্বুদ্ধো)।

অখিলো পটিভানৰাতি। "অখিল" (**অখিলো**তি) বলতে রাগ খিল, দ্বেষ খিল, মোহ খিল, ক্রোধ খিল, বিদ্বেষ খিল... সকল অকুশলসংস্কার খিল। ভগবান বুদ্ধের এই খিলসমূহ প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায়, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু বুদ্ধ অখিল।

“প্রতিভাণ” (**পটিভানৱা**তি) বলতে তিন প্রকার প্রতিভাণ। যথা : পরিয়ত্তি প্রতিভাণ (যিনি ত্রিপিটক শাস্ত্র মুখস্থ পারেন), প্রতিজিজ্ঞাসা (পরিপুচ্ছা) প্রতিভাণ ও অধিগম প্রতিভাণ।

পরিয়ত্তি প্রতিভাণ কী রকম? এ জগতে কেউ কেউ বুদ্ধের বচন; যথা : সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান (ভাবোদ্দীপক উচ্চারণ), ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুদধর্ম এবং বেদল্লে সুশিক্ষিত হন। এই পাণ্ডিত্যের হেতুতে প্রতিভাণ। ইহা পরিয়ত্তি প্রতিভাণ।

প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাণ কী রকম? এ জগতে কেউ কেউ অর্থে, জ্ঞাতে, লক্ষণে, কারণে এবং যুক্তিতে জিজ্ঞাসাকারী হন। এই জিজ্ঞাসার হেতুতে প্রতিভাণ। ইহা প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাণ।

অধিগম প্রতিভাণ কী রকম? এ জগতে কেউ কেউ চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামণ্যফল, চারি প্রতিসম্ভিদা, ছয় অভিজ্ঞা অধিগত হন। তারা অর্থে, ধর্মে, নিরুক্তিতে জ্ঞাত। অর্থে জ্ঞাত হয়ে অর্থ প্রতিভাণ, ধর্মে জ্ঞাত হয়ে ধর্ম প্রতিভাণ, নিরুক্তিতে জ্ঞাত হয়ে নিরুক্তি প্রতিভাণ হন। এই তিন প্রকার জ্ঞানকে বিশেষভাবে জানাই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা। যেমন : ভগবান এই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদায় উপগত, ভূষিত, অলংকৃত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্বিত। তদ্ধেতু ভগবান প্রতিভাণ। যার পরিয়ত্তি, প্রতিজিজ্ঞাসা ও অধিগম নেই, তার কিভাবে প্রতিভাণ অর্জন হবে? এ অর্থে—ভগবান অখিল ও প্রতিভাণ (অখিলো পটিভানৱা)।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

> ‘‘এস ভিয্যো পসীদামি, সুত্বান মুনিনো ৱচো।
> ৱিৱটচ্ছদো সম্বুদ্ধো, অখিলো পটিভানৱা’’তি॥

১১৯. অধিদেৱে অভিঞ্ঞায, সব্বং ৱেদি পরোপরং।
পঞ্হানন্তকরো সত্থা, কঙ্খীনং পটিজানতং॥

অনুবাদ : অধিদেবগণকে জ্ঞাত হয়ে তিনি নিজের এবং অপরের সব বিষয় জানেন। তিনি শাস্তা, সংশয়াপন্ন অনুসরণকারীদের প্রশ্নের সমাধান করেন।

অধিদেৱে অভিঞ্ঞাযাতি। “দেবতা” (**দেৱা**তি) বলতে তিন প্রকার দেবতা; যথা : সম্মতি-দেবতা, উৎপত্তি-দেবতা, বিশুদ্ধি-দেবতা। সম্মতি-দেবতা কারা? সম্মতি-দেবতা বলা হয় রাজা, রাজকুমার ও দেবীদের (রাজার

স্ত্রী)। এরাই সম্মতি-দেবতা। উৎপত্তি-দেবতা কারা? উৎপত্তি-দেবতা বলা হয় চতুর্মহারাজিক দেবতা, তাবতিংস দেবতা... ব্রহ্মকায়িক দেবতা এবং তার উপরে অবস্থানকারী দেবগণকে। এঁরাই উৎপত্তি দেবতা। বিশুদ্ধি-দেবতা কারা? বিশুদ্ধি-দেবতা বলা হয় তথাগত, তথাগত শ্রাবক, ক্ষীণাসব অর্হৎ এবং পচ্চেক সম্বুদ্ধগণকে। এরাই বিশুদ্ধি-দেবতা। ভগবান সম্মতি-দেবতাদের অতিদেবরূপে, উৎপত্তি-দেবতাদের অতিদেবরূপে, বিশুদ্ধি-দেবতাদের অতিদেবরূপে অভিজ্ঞাত হয়ে, জেনে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, বিচার করে প্রকাশ করেন—অধিদেৰে অভিঞঞায।

সব্বং ৰেদি পরোপরন্তি। ভগবান নিজের এবং অপরের অতিদেবকর ধর্মসমূহ অভিজ্ঞাত হন, জানেন, উপলব্ধি করেন, প্রকাশ করেন। নিজের অতিদেবকর ধর্মসমূহ কিরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, জ্ঞানত প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা, শীলে পরিপূর্ণতা, ইন্দ্রিয়সমূহে সংযমতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান, চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এগুলোকেই বলা হয় নিজের অতিদেবকর ধর্ম।

অপরের অতিদেবকর ধর্ম কিরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুকুল প্রতিপদা... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এগুলোকেই বলা হয় অপরের অতিদেবকর ধর্ম। এভাবে ভগবান নিজের এবং অপরের অতিদেবকর ধর্মসমূহ জ্ঞাত হন, জানেন, উপলব্ধি করেন ও বুঝেন—সব্বং ৰেদি পরোপরং।

পঞ্হানন্তকরো সত্থাতি। ভগবান পারায়ণিক প্রশ্নের সমাধান, নিষ্পত্তি, ব্যাখ্যা, বিভাজন করেন; সভিয় প্রশ্নের সমাধান, নিষ্পত্তি, ব্যাখ্যা, বিভাজন করেন; শক্র প্রশ্নের... সুযাম প্রশ্নের... ভিক্ষু প্রশ্নের... ভিক্ষুণী প্রশ্নের... উপাসক প্রশ্নের... উপাসিকা প্রশ্নের... রাজা প্রশ্নের... ক্ষত্রিয় প্রশ্নের... ব্রাহ্মণ প্রশ্নের... বৈশ্য প্রশ্নের... শুদ্র প্রশ্নের... দেবতা প্রশ্নের... ব্রহ্মা প্রশ্নের সমাধান, নিষ্পত্তি, ব্যাখ্যা, বিভাজন করেন—পঞ্হানন্তকরো। "শাস্তা" (**সত্থা**তি) বলতে ভগবান শাস্তা। বণিক যেমন তার গাড়িগুলোকে কান্তার পার করায়, যেমন : চোরকান্তার পার করায়, বালুকান্তার, দুর্ভিক্ষকান্তার, পানিহীনকান্তার পার করায়, উত্তরণ করায়, অতিক্রম করায়, সমতিক্রম করায়, নিরাপদ ভূমিতে সম্প্রাপ্ত বা উপনীত করায়। এভাবেই ভগবান শাস্তা সত্ত্বগণকে কান্তার পার করান, যেমন : জন্মকান্তার পার করান, জরাকান্তার পার করান, ব্যাধিকান্তার... মরণকান্তার... শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসকান্তার... রাগকান্তার... দ্বেষকান্তার... মোহকান্তার... মানকান্তার...

মিথ্যাদৃষ্টিকান্তার... ক্লেশকান্তার... দুশ্চরিতকান্তার... রাগগহন (বা রাগের গভীর অরণ্য)... দ্বেষগহন... মোহগহন... মিথ্যাদৃষ্টিগহন... ক্লেশগহন... দুশ্চরিতগহন পার করান, উত্তরণ করান, অতিক্রম করান, সমতিক্রম করান; নিরাপদ অমৃত নির্বাণে উপনীত করান—এভাবেই ভগবান শাস্তা।

অথবা ভগবান নেতা, নির্দেশক, শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, উপকারী, দর্শনকারী, প্রসন্নতাকারী; এভাবেই ভগবান শাস্তা। অথবা ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদক, অজ্ঞাত মার্গের আবিষ্কারক, অব্যাখ্যাত মার্গের প্রবক্তা বা ব্যাখ্যাকারী; মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গকোবিদ, মার্গানুসারী; পরে তাঁর শ্রাবকগণ এমার্গে সমন্বিত হয়ে অবস্থান করেন। এভাবেই ভগবান শাস্তা—পঞ্হানন্তকরো সত্থা।

কঙ্খীনং পটিজানতন্তি। (সত্ত্বগণ ভগবানের কাছে) শঙ্খা নিয়ে এসে শঙ্খামুক্ত হয়, কৃচ্ছ্রসাধনারত হয়ে এসে কৃচ্ছ্রসাধনামুক্ত হয়, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এসে দ্বিধামুক্ত হয়, সন্দেহযুক্ত হয়ে এসে সন্দেহমুক্ত হয়, সরাগী হয়ে এসে বীতরাগী হয়, দ্বেষযুক্ত হয়ে এসে দ্বেষমুক্ত হয়, মোহযুক্ত হয়ে এসে মোহমুক্ত হয়, ক্লেশযুক্ত হয়ে এসে ক্লেশমুক্ত হয়—কঙ্খীনং পটিজানতং।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

“অধিদেৰে অভিঞ্ঞায, সব্বং ৰেদি পরোপরং।
পঞ্হানন্তকরো সত্থা, কঙ্খীনং পটিজানত”ন্তি॥

১২০. অসংহীরং অসংকুপ্পং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি।
অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খা, এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্তং॥

অনুবাদ : যা স্থির, অটল। যার তুলনা কোথাও নেই। আমি তার নিকট (বা তথায়) অবশ্যই গমন করব, এতে সংশয় নেই। আমি অধিমুক্তচিত্তসম্পন্ন, তা জ্ঞাত হও।

অসংহীরং অসংকুপ্পন্তি। স্থির বলা হয় অমৃত নির্বাণকে। যা সব সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। “স্থির” (**অসংহীর**ন্তি) বলতে রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ম্রক্ষ, নির্দয়তা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, ভণ্ডামি, ঔদ্ধত্য, মান, অতিমান, মত্ততা, প্রমত্ততা, সর্বক্লেশ, সর্বদুশ্চরিত, সর্বপরিদাহ, সকল আসব, সকল উদ্বেগ, সকল সন্তাপ, সকল অকুশল অভিসংস্কারে অবিচলিত, নির্বাণ, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী—অসংহীরং।

অসংকুপ্পন্তি। “অটল” (**অসংকুপ্প**ন্তি) বলতে অমৃত নির্বাণ। যা সব

সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। নির্বাণের উৎপত্তি নেই, ধ্বংস নেই, পরিবর্তন নেই। নির্বাণ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী—অসংহীরং অসংকুপ্পং।

যস্স নত্থি উপমা ক্বচীতি। "যার" (**যস্সা**তি) বলতে নির্বাণের। **নত্থি উপমা**তি। উপমা নেই, তুলনা নেই, সদৃশ নেই, প্রতিভাগ নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধি হয় না। "কোথাও" (**ক্বচী**তি) বলতে কোথাও, কোনোভাবে, কোনো স্থানে, অধ্যাত্মে বা বাহ্যে অথবা অধ্যাত্ম-বাহ্যে—যস্স নত্থি উপমা ক্বচি।

অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খাতি। "অবশ্যই" (**অদ্ধা**তি) বলতে নিশ্চিত বচন, নিঃসংশয় বচন, নিঃশঙ্খা বচন, নিঃসন্দেহ বচন, অবিপরীত বচন, নিরোধ বচন, সংশয়হীন বচন, সন্দেহহীন বচন, নিশ্চয়তা বচন—অদ্ধাতি। **গমিস্সামী**তি। গমন করব, অধিগম করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব—অদ্ধা গমিস্সামি। **ন মেত্থ কঙ্খা**তি। "এতে" (**এত্থা**তি) বলতে নির্বাণে শঙ্খা নেই, সন্দেহ নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই, থাকে না, অবিদ্যমান, উপলব্ধি হয় না; বরং (সেসব সন্দেহ) প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, উপশান্ত, প্রশমিত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়—অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খা।

এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্তন্তি। "আমাকে এরূপে ধারণা করুন" (**এৰং মং ধারেহী**তি) বলতে আমাকে এরূপেই ধারণা বা বিবেচনা করুন। "অধিমুক্ত" (**অধিমুত্তচিত্ত**ন্তি) বলতে নির্বাণপরায়ণ, নির্বাণরত, নির্বাণে অনুরক্ত, নির্বাণে অধিমুক্ত—এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্তন্তি।

তজ্জন্য স্থবির পিঙ্গিয় বললেন :

''অসংহীরং অসংকুপ্পং, যস্স নত্থি উপমা ক্বচি।
অদ্ধা গমিস্সামি ন মেত্থ কঙ্খা, এৰং মং ধারেহি অধিমুত্তচিত্ত''ন্তি॥

[পারায়ণনুগীতি গাথা বর্ণনা সমাপ্ত]

[পারায়ণ বর্গ সমাপ্ত]

খড়ুগবিষাণ সূত্র

খড়ুগবিষাণ সূত্র বর্ণনা

প্রথম বর্গ

১২১. সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং, অৰিহেঠযং অঞ্ঞতরম্পি তেসং।
ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁরা দণ্ড ত্যাগ করে। কারোর ক্ষতি করে না। পুত্র কামনা করে না, সঙ্গী তো কথায় নেই। খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডন্তি। "সব" (**সব্বেসূ**তি) বলতে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণভাবে, অশেষ, নিঃশেষ, সর্বশেষ বচন—সব্বেসূতি। **ভূতেসূ**তি । "ভূত" (ভূতা) ত্রাস ও শান্তকে বলা হয়। "ত্রাসিত" (**তসা**তি) বলতে যাদের ত্রাসিততৃষ্ণা অপ্রহীন, ভয়-ভৈরব অপ্রহীন। কী কারণে ত্রাসিত বলা হয়? তারা ত্রাসিত, উত্রাসিত, পরিত্রাসিত, ভীত, সন্ত্রস্ত হয়, একারণেই ত্রাসিত বলা হয়। "শান্ত" (**থাৰরা**তি) বলতে যাদের ত্রাস, তৃষ্ণা প্রহীন, ভয়-ভৈরব প্রহীন। কী কারণে শান্ত বলা হয়? তাঁরা ত্রাসিত, উত্রাসিত, পরিত্রাসিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত হন না; একারণেই শান্ত বলা হয়। "দণ্ড" (**দণ্ড**ন্তি) বলতে তিন প্রকার দণ্ড। যথা : কায়দণ্ড, বাকদণ্ড, মনদণ্ড। ত্রিবিধ কায়দুশ্চরিত কায়দণ্ড, চতুর্বিধ বাকদুশ্চরিত বাকদণ্ড, ত্রিবিধ মনোদুশ্চরিত মনদণ্ড। **সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ড**ন্তি। সকল প্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দণ্ড ত্যাগ করে।

অৰিহেঠযং অঞ্ঞতরম্পি তেসন্তি। যেকোনো সত্ত্বকে হাত, পাথর, দণ্ড, শস্ত্র, শিকল, রশি দ্বারা আঘাত না করে; সব সত্ত্বকে হাত, পাথর, দণ্ড, শস্ত্র, শিকল, রশি দিয়ে আঘাত না করে—অৰিহেঠযং অঞ্ঞতরম্পি তেসং।

ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযন্তি। "না" (**না**তি) বলতে প্রতিক্ষেপ; "পুত্র" (**পুত্তা**তি) বলতে চার প্রকার পুত্র; যথা : আত্মজ পুত্র, ক্ষেত্রজ পুত্র, দিন্নক (দত্তক) পুত্র, অন্তেবাসী পুত্র। "সহায়" (**সহায**ন্তি) বলতে যাদের সাথে স্বচ্ছন্দে আগমন, গমন, গমনাগমন, অবস্থান, উপবেশন, শয়ন, আলাপ করা যায়, কথাবার্তা বলা যায়, গল্পগুজব, আলোচনা করা যায়; এদেরকে বলা হয় সহায় বা সঙ্গী। **ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহায**ন্তি। পুত্র ইচ্ছা করে না, কামনা করে না, প্রার্থনা করে না, আকাঙ্ক্ষা করে না, অভিলাষ করে না। কোথায় আর মিত্র, বন্ধু, সঙ্গী, সহায় ইচ্ছা করবে—ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযং।

একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পোতি। "একক" (**একো**তি) বলতে সেই পচ্চেক

সম্বুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণে (পব্বজ্জাসঙ্খাতেন) একক, অদ্বিতীয়ার্থে একক, তৃষ্ণার প্রহীনার্থে একক, একান্ত বীতরাগী বলে একক, একান্ত বীতদ্বেষী বলে একক, একান্ত বীতমোহ বলে একক, একান্ত ক্লেশহীন বলে একক, একায়নমার্গে গমন করেছেন বলে একক এবং অনুত্তর পচ্চেকসম্বোধি লাভ করেছেন বলে একক।

কিরূপে পচ্চেক সম্বুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণে একক? পচ্চেক বুদ্ধ গৃহবাস বন্ধন, পুত্র-কন্যা বন্ধন, জ্ঞাতি বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব বন্ধন তথা সমস্ত কিছু ছিন্ন করে কেশ-শ্মশ্রু কেটে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্তে উপনীত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, জীবন যাপন করেন। এভাবেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণে একক।

কিভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধ অদ্বিতীয়ার্থে একক? তিনি এভাবে প্রব্রজিত হয়ে স্থিরচিত্তে একাকী অরণ্যে, বনপ্রস্থে (বনাশ্রম), নির্জন শয়নাসনে, নীরবে, নিঃশব্দে, নির্জনতায়, মনুষ্য দ্বারা অনালোড়িত নির্জনস্থানে অবস্থান করেন। তিনি একাকী বিচরণ করেন, একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়ন করেন, একাকী পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন, একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, জীবন ধারণ করেন, জীবন যাপন করেন। এভাবেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ অদ্বিতীয়ার্থে একক।

কিভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধ তৃষ্ণা প্রহীনার্থে একক? তিনি এরূপে একক, অদ্বিতীয়, অপ্রমত্ত, উদ্যমশীল ও একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থানকালে মহা উদ্যম সঞ্চার করে অনিষ্টকারী, পাপরাজা ও প্রমত্তবন্ধু মারকে সসৈন্যে পরাজিত করে লোভজনক তৃষ্ণা, বিস্তৃত (ৰিসরিতং) তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করেন, ধ্বংস করেন, বিনাশ করেন, নিবৃত্ত করেন।

"তণ্হাদুতিযো পুরিসো, দীঘমদ্ধান সংসরং।
ইত্থভাৰঞঞথাভাৰং, সংসারং নাতিৰত্ততি॥
"এতমাদীনৰং ঞত্বা, তণ্হং দুকখস্স সম্ভৰং।
ৰীততণ্হো অনাদানো, সতো ভিকখু পরিব্বজে"তি॥

অনুবাদ : তৃষ্ণা দীর্ঘপথ (জন্মান্তর) ভ্রমণে অদ্বিতীয় পুরুষ। জাগতিক সত্ত্ব (ইহলোকের সত্ত্ব) এবং ভিন্ন সত্ত্ব বা অন্যলোকের সত্ত্ব (ইত্থভাৰঞঞথাভাৰং) এই সংসার অতিক্রম করতে পারে না। "তৃষ্ণাই দুঃখ

উৎপত্তির কারণ” এই আদীনব জ্ঞাত হয়ে প্রব্রজিত স্মৃতিমান ভিক্ষু বীততৃষ্ণ ও আসক্তিমুক্ত হন। এভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধ তৃষ্ণা প্রহীনার্থে একক।

কিরূপে পচ্চেক সম্বুদ্ধ একান্ত বীতরাগী বলে একক? রাগ বা আসক্তির প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক, দ্বেষের প্রহীন হেতু একান্ত বীতদ্বেষী বলে একক, মোহের প্রহীন হেতু একান্ত বীতমোহ বলে একক, ক্লেশসমূহের প্রহীন হেতু একান্ত বীতরাগী বলে একক। এভাবে পচ্চেক বুদ্ধ একান্ত বীতরাগ বলে একক।

কিরূপে পচ্চেক সম্বুদ্ধ একায়নমার্গে গত বলে একক? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে একায়নমার্গ বলা হয়।

‘‘একাযনং জাতিখযন্তদস্সী, মগ্গং পজানাতি হিতানুকম্পী।
এতেন মগ্গেন তরিংসু পুব্বে, তরিস্সন্তি যে চ তরন্তি ওঘ’’ন্তি॥

অনুবাদ : জন্মক্ষয়দর্শী, হিতানুকম্পী একায়ন মার্গকে বিশেষভাবে জানেন। (জ্ঞানীরা) এই মার্গ দিয়ে পূর্বে ওঘ (দুঃখসমুদ্র) পার হয়েছেন, ভবিষ্যতেও পার হবেন এবং বর্তমানেও পার হচ্ছেন। এভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধ একায়ন মার্গে গত বলে একক।

কিরূপে পচ্চেক সম্বুদ্ধ এককভাবে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক? চারি মার্গে জ্ঞানকে বলা হয় বোধি। যথা : পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীমংসা, বিদর্শন ও সম্যক দৃষ্টিকে। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ, মার্গ পচ্চেক সম্বুদ্ধ, জ্ঞান পচ্চেক সম্বুদ্ধ “সকল সংস্কার অনিত্য” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “সকল সংস্কার দুঃখ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “সকল সংস্কার অনাত্ম” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “অবিদ্যার কারণে সংস্কার” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “নামরূপের কারণে ষড়ায়তন” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “স্পর্শের কারণে বেদনা” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “বেদনার কারণে তৃষ্ণা” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “তৃষ্ণার কারণে উপাদান” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “উপাদানের কারণে ভব” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ভবের কারণে জাতি” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “জাতির কারণে জরা-মরণ-শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হাহুতাশ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। আর “অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ

নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ভবের নিরোধে জাতি নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “জাতির নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-হাহুতাশ নিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। “ইহা দুঃখ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ইহা দুঃখসমুদয়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ইহা দুঃখনিরোধ” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন, “ইহা দুঃখনিরোধের উপায়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। “ইহা আসব” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন... “ইহা আসবনিরোধের উপায়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। “এই ধর্মসমূহ পরিজ্ঞেয়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন... প্রহাতব্য... ভাবিতব্য... সাক্ষাৎকরণীয়” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন। ছয় স্পর্শায়তনের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয়েছেন; পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয়েছেন; চারি মহাভূতের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ জ্ঞাত হয়েছেন; “যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তৎসমস্তই নিরোধধর্মী” এরূপে জ্ঞাত হয়েছেন।

অথবা যা কিছু জ্ঞাতব্য, অনুজ্ঞাতব্য, প্রতিজ্ঞাতব্য, হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, অধিকার করা উচিত, ধারণ করা উচিত ও সাক্ষাৎকরণীয়, সেসবই বোধিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়েছেন, অনুজ্ঞাত হয়েছেন, প্রতিজ্ঞাত হয়েছেন, হৃদয়ঙ্গম করেছেন, অধিগত করেছেন, ধারণ করেছেন এবং সাক্ষাৎ করেছেন। এভাবেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ এককভাবে অনুত্তর পচ্চেকসম্বোধি জ্ঞাত হয়েছেন বলে একক।

“চর্যা” (**চরে**তি) বলতে আট প্রকার চর্যা। যথা : ইর্যাপথ চর্যা, আয়তন চর্যা, স্মৃতি চর্যা, সমাধি চর্যা, জ্ঞান চর্যা, মার্গচর্যা, ফলচর্যা, লোকার্থচর্যা। চার ঈর্যাপথে ঈর্যাপথচর্যা, ছয় অধ্যাত্ম-বাহ্য আয়তনে আয়তনচর্যা, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতিচর্যা, চারি ধ্যানে সমাধিচর্যা, চারি আর্যসত্যে জ্ঞানচর্যা, চারি আর্যমার্গে মার্গচর্যা। চারি শ্রামণ্যফলে ফলচর্যা। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের অবস্থিতি, পচ্চেক সম্বুদ্ধের অবস্থিতি শ্রাবকগণের মধ্যে লোকার্থচর্যা। প্রণিধিসম্পন্নের ঈর্যাপথচর্যা, ইন্দ্রিয়সমূহ রক্ষাকারীর আয়তনচর্যা, অপ্রমাদ বিহারীর স্মৃতিচর্যা, অধিচিত্ত সম্পন্নের সমাধিচর্যা, বুদ্ধিসম্পন্নের জ্ঞানচর্যা,

সম্যক প্রতিপন্নের মার্গচর্যা, অধিগতফলের ফলচর্যা, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ শ্রাবকগণের লোকার্থচর্যা। এই আট প্রকার চর্যা। অপর আট প্রকার চর্যা—অধিমুক্তকালে শ্রদ্ধায় বিচরণ করেন, উদ্যমকালে বীর্যের সহিত অবস্থান করেন, উপস্থাপনকালে স্মৃতিতে অবস্থান করেন, অবিক্ষেপকালে সমাধিতে অবস্থান করেন, প্রজাননকালে প্রজ্ঞায় অবস্থান করেন, বিজাননকালে বিজ্ঞানচর্যায় অবস্থান করেন। এরূপে (সম্যকমার্গে) প্রতিপন্নজন কুশলধর্মসমূহ আয়ত্ব করে আয়তনচর্যায় বিচরণ করেন। একইভাবে (সম্যক মার্গে) প্রতিপন্নজন বিশেষ অধিগত করে বিশেষ চর্যায় অবস্থান করেন। এগুলোই আট প্রকার চর্যা।

অপর আট প্রকার চর্যা—সম্যক দৃষ্টির দর্শনচর্যা, সম্যক সংকল্পের মনোযোগ চর্যা, সম্যক বাক্যের পরিগ্রহ চর্যা, সম্যক কর্মে সমুত্থান বা কার্যারম্ভচর্যা, সম্যক আজীবের পরিশুদ্ধচর্যা, সম্যক ব্যায়ামে উদ্যমচর্যা, সম্যক স্মৃতিতে উপস্থানচর্যা, সম্যক সমাধিতে অবিমোক্ষ চর্যা। এগুলোই আট প্রকার চর্যা।

খগ্গৰিসাণকপ্পোতি। যেমন গন্ডারের একটি মাত্র শিং দ্বিতীয় নেই, এভাবেই সেই পচ্চেক বুদ্ধ তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তৎপ্রতিভাগ হন। যেসব অতি লবণাক্তকে বলা হয় লবণস্বরূপ, অতি তিক্ততাকে বলা হয় তিক্তস্বরূপ, অতি মধুরকে বলা হয় মধুরস্বরূপ, অতি উষ্ণকে বলা হয় অগ্নিস্বরূপ, অতি শীতলকে বলা হয় বরফস্বরূপ, মহা জলরাশিকে বলা হয় সমুদ্রস্বরূপ, মহা অভিজ্ঞাবলপ্রাপ্ত শ্রাবককে বলা হয় শাস্তাস্বরূপ; এভাবেই সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ তদনুরূপ, তৎসদৃশ, তৎপ্রতিভাগ, একক, অদ্বিতীয়, বন্ধনমুক্ত হয়ে সম্যকভাবে জগতে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন... যাপন করেন—একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং, অৰিহেঠযং অঞঞতরম্পি তেসং।
ন পুত্তমিচ্ছেয্য কুতো সহাযং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১২২. সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি স্নেহা, স্নেহন্বযং দুক্খমিদং পহোতি।
আদীনৰং স্নেহজং পেকখমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সংসর্গ হতে স্নেহ উৎপন্ন হয়, স্নেহ হতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। তাই এই স্নেহজ আদীনব দর্শন করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি স্নেহাতি। "সংসর্গ" (**সংসগ্গা**তি) বলতে দুই প্রকার সংসর্গ। যথা : দর্শন সংসর্গ এবং শ্রবণ সংসর্গ। দর্শন সংসর্গ কিরূপ? এ জগতে কেউ কেউ অভিরূপা, দর্শনীয়া, মনোরমা, পরম বর্ণসৌন্দর্যে সমন্বিতা স্ত্রী বা কুমারীকে দর্শন করে। দেখে, পর্যবেক্ষণ করে এরূপে অনুব্যঞ্জনের নিমিত্ত গ্রহণ করে—চুল শোভন, মুখ শোভন, চক্ষু শোভন, কর্ণ শোভন, নাসিকা শোভন, ওষ্ঠ শোভন, দন্ত শোভন, গ্রীবা শোভন, স্তন শোভন, বক্ষ শোভন, উদর শোভন, কোমর শোভন, উরু শোভন, হাঁটু শোভন, হাত, পা, আঙুল, নখ শোভন। এভাবে দেখে, পর্যবেক্ষণ করে তা অভিনন্দন করে, প্রশংসা করে, কামনা করে, বার বার অনুস্মরণ করে এবং আসক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হয়—ইহা দর্শন সংসর্গ।

শ্রবণ সংসর্গ কিরূপ? এ জগতে কেউ কেউ এরূপ শ্রবণ করে—"অমুক গ্রামে বা নিগমে অভিরূপা, দর্শনীয়া, মনোরমা, পরম সৌন্দর্যে সমন্বিতা স্ত্রী বা কুমারী আছে"। এভাবে শ্রবণ করে, শুনে তা অভিনন্দন করে, প্রশংসা করে, কামনা করে, বার বার অনুস্মরণ করে এবং আসক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হয়—ইহাই শ্রবণ সংসর্গ।

"স্নেহ" (**স্নেহা**তি) বলতে দুই প্রকার স্নেহ। যথা : তৃষ্ণাস্নেহ এবং দৃষ্টিস্নেহ। তৃষ্ণাস্নেহ কী? যাবতীয় তৃষ্ণাসঙ্খাত দ্বারা সীমাকৃত, সীমিত, সীমাবদ্ধ, পরিগৃহীত, আসক্ত—"ইহা আমার, এরূপে আমার, এতটুকু আমার, এসবই আমার"। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, আস্তরণ (কার্পেটাদি), আবরণ (পরিচ্ছেদ), দাসদাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, ষাঁড়, অশ্ব, ঘোঁকী, ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম, রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার, ভান্ডারাগার, এমনকি সমগ্র মহাপৃথিবীকে তৃষ্ণাবশে আমার বলে আসক্ত হয়। যেসব ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা অধিকৃত বিষয়—ইহাই তৃষ্ণাস্নেহ।

দৃষ্টিস্নেহ কিরূপ? বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টি, দশ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি, দশ প্রকার অন্তগ্রাহিকা দৃষ্টি। এরূপে যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিধারণ, দৃষ্টিস্ফন্দন, দৃষ্টিসংযোজন গ্রহণ, প্রতিগ্রহণ, অভিনিবেশ, পরামর্শ, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, ভ্রান্ত ধারণা, তীর্থায়তন, বিকৃতি ধারণ, বিপরীত গ্রহণ, বিপরীত ধারণ, মিথ্যাগ্রহণ, অযথার্থকে যথার্থরূপে গ্রহণ, বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি—ইহাই দৃষ্টস্নেহ।

সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি। দর্শন সংসর্গ প্রত্যয়, শ্রবণ সংসর্গ প্রত্যয়, তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত হয়, আবির্ভূত হয়, উদ্ভূত হয়, উদ্ভব হয়, প্রাদুর্ভূত হয়—সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি স্নেহা।

স্নেহন্বযং দুকখমিদং পহোতীতি। "স্নেহ" (**স্নেহো**তি) বলতে দুই প্রকার স্নেহ। যথা : তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ... ইহাই তৃষ্ণাস্নেহ... ইহাই দৃষ্টিস্নেহ। **দুকখমিদং পহোতী**তি। এ জগতে কেউ কেউ কায়দুশ্চরিত কর্ম সম্পাদন করে, বাকদুশ্চরিত কর্ম সম্পাদন করে, মনোদুশ্চরিত কর্ম সম্পাদন করে, প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, সিঁদ কাটে, গ্রাম লুণ্ঠন করে, এক এক গৃহ ঘেরাও করে লুট করে, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যাভাষণ করে। (প্রজারা) তাকে ধরে নিয়ে রাজাকে দেখায়—"দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপাচারী, একে যা ইচ্ছা দণ্ড প্রদান করুন।" তখন রাজা তাকে ভৎর্সনা করেন। ভৎর্সনার প্রত্যয়ে সেই পাপচারীর ভয় উৎপন্ন হয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভূত হয়। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়।

রাজা এতেও তুষ্ট হন না। তাকে শৃঙ্খলবন্ধন, রজ্জুবন্ধন, শিকলবন্ধন, বেত্রবন্ধন, লতাবন্ধন, প্রক্ষেপবন্ধন, পরিক্ষেপবন্ধন, গ্রামবন্ধন, নিগমবন্ধন, নগরবন্ধন, রাষ্ট্রবন্ধন অথবা জনপদ বন্ধনে আবদ্ধ করায়ে এরূপ ঘোষণা দেন—"এই বন্ধন থেকে তোমায় মুক্তি দেয়া যাবে না।" সেই বন্ধনের কারণে পাপাচারী ভয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়।

রাজা এতেও তুষ্ট হন না। তার ধন আনয়ন করান—শত, সহস্র বা লক্ষ। সেই সম্পত্তির পরিহানীর কারণে পাপাচারী ভয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়।

রাজা এতেও তুষ্ট হন না। তাকে নানা প্রকার শাস্তি প্রদানের হুকুম করেন—কশাঘাত, দণ্ডাঘাত, বেত্রাঘাত করা; হাত কেটে দেওয়া, পা কেটে দেওয়া, হাত-পা কেটে দেওয়া, কান কেটে দেওয়া, নাক কেটে দেওয়া; নাক-কান কেটে দেওয়া, গরম জলে সিদ্ধ করা, শঙ্কমুণ্ডিক করা, রাহুমুখ করা, জৌতিমালিক (এক প্রকার যন্ত্রণা) করা, হাত পুড়িয়ে দেওয়া, এরক পত্তিক করে দৌড়াতে আদেশ (এক প্রকার শাস্তি), চর্ম পুড়িয়ে দেওয়া, দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা (এণেয্যক) প্রদান করা, শূলে বিদ্ধ করা, মাংস টুকরো টুকরো করে কাটে দেওয়া। বিভিন্ন প্রকার মানসিক শাস্তি প্রদান করা, তেলের ঘানিতে আবদ্ধ করে ঘুরানো, প্রহারে প্রহারে অস্থি চুরমার করে দেওয়ান, উত্তপ্ত তেলে সিদ্ধ করা, কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো, জীবিত অবস্থায় শূলে বিদ্ধ

করা, তলোয়ার দিয়ে মাথা কেটে দেওয়া। এশাস্তির কারণে সেই পাপচারী ভয়, দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়। রাজা এই চারি প্রকার দণ্ড প্রদান করার মালিক।

সেই পাপাচারী স্বীয় কর্মের কারণে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। তথায় নিরয়পালেরা পঞ্চবিধ বন্ধনে তাকে শাস্তি প্রদান করে—তপ্ত লৌহশূল (এক) হাতে বিদ্ধ করে, তপ্ত লৌহশূল দ্বিতীয় হাতে বিদ্ধ করে, তপ্ত লৌহশূল (এক) পায়ে বিদ্ধ করে, তপ্ত লৌহশূল দ্বিতীয় পায়ে বিদ্ধ করে এবং তপ্ত লৌহশূল উরুর মাঝখানে বিদ্ধ করে। সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে মৃত্যুবরণ করে না। তার এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়।

তথায় নিরয়পালেরা তাকে শয়ন করিয়ে কুঠার দ্বারা টুকরো টুকরো করে। সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে মৃত্যুবরণ করে না। তথায় নিরয়পালেরা তাকে ঊর্ধ্বপাদ, অধোশির করে ধরে কুঠার দ্বারা টুকরো টুকরো করে। তথায় নিরয়পালেরা তাকে রথে যোজনা করে উত্তপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, জলন্ত ভূমির উপর দিয়ে সেই রথ চালিয়ে নিয়ে যায়, সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে মৃত্যুবরণ করে না। নিরয়পালেরা তাকে উত্তপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, জলন্ত মহা-অঙ্গারপর্বতে আরোহণ করায়। সে তীব্র দুঃখ, অসহ্য বেদনাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাপকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত, সে মৃত্যুবরণ করে না। নিরয়পালগণ তাকে তাড়াতাড়ি ঊর্ধ্বপথ ও অধঃশির করে গ্রহণ করে তপ্ত, প্রদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত এবং অত্যন্ত উত্তপ্ত লৌহকুম্ভীতে নিক্ষেপ করে। তথায় সে ফেণাযুক্ত তপ্ত লৌহরসে পক্ব হয়। আর ফেণাযুক্ত তপ্ত লৌহরসে পক্ব হওয়ার সময় একবার ঊর্ধ্বে উঠে, একবার নিচে নামে, একবার আড়াআড়িভাবে থাকে। এভাবে সে তথায় তীব্র, কটু এবং দুঃখপূর্ণ বেদনা ভোগ করে। যাবৎ তার সেই পাপ কর্মফল শেষ না হয়, তাবৎ পর্যন্ত তার (নারকীর) মৃত্যু হয় না। তার এরূপ ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে (উৎপন্ন হয়)? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়। নিরয়পালগণ তাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে। সে মহানিরয় নিম্নরূপ :

চতুক্কণ্ণো চতুদ্বারো, ৰিভত্তো ভাগসো মিতো।

অযোপাকারপরিযন্তো, অযসা পটিকুজ্জিতো॥
তস্স অযোমযা ভূমি, জলিতা তেজসা যুতা।
সমন্তা যোজনসতং, ফরিত্বা তিট্ঠতি সব্বদা॥
কদরিযাতপনা ঘোরা, অচ্চিমন্তো দুরাসদা।
লোমহংসনরূপা চ, ভেস্মা পটিভযা দুখা॥
পুরত্থিমায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, পচ্ছিমায পটিহঞ্ঞতি॥
পচ্ছিমায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, পুরিমায পটিহঞ্ঞতি॥
দকিখণায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, উত্তরায পটিহঞ্ঞতি॥
উত্তরায চ ভিত্তিযা, অচ্চিকখন্ধো সমুট্ঠিতো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, দকিখণায পটিহঞ্ঞতি॥
হেট্ঠতো চ সমুট্ঠায, অচ্চিকখন্ধো ভযানকো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, ছদনস্মিং পটিহঞ্ঞতি॥
ছদনস্মা সমুট্ঠায, অচ্চিকখন্ধো ভযানকো।
ডহন্তো পাপকম্মন্তে, ভূমিযং পটিহঞ্ঞতি॥
অযোকপালমাদিত্তং, সন্তত্তং জলিতং যথা।
এৰং অৰীচিনিরযো, হেট্ঠা উপরি পস্সতো॥
তত্থ সত্তা মহালুদ্দা, মহাকিব্বিসকারিনো।
অচ্চন্তপাপকম্মন্তা, পচ্চন্তি ন চ মিয্যরে॥
জাতৰেদসমো কাযো, তেসং নিরযৰাসিনং।
পস্স কম্মানং দল্হত্তং, ন ভস্মা হোতি নপি মসি॥
পুরত্থিমেনপি ধাৰন্তি, ততো ধাৰন্তি পচ্ছিমং।
উত্তরেনপি ধাৰন্তি, ততো ধাৰন্তি দকিখণং॥
যং যং দিসং পধাৰন্তি, তং তং দ্বারং পিধীযতি।
অভিনিকখমিতাসা তে, সত্তা মোকখগৰেসিনো॥
ন তে ততো নিকখমিতুং, লভন্তি কম্মপচ্চযা।
তেসঞ্চ পাপকম্মন্তং, অৰিপক্কং কতং বহুন্তি॥

অনুবাদ : "মহানিরয় চারিকোণা ও চারি দ্বারবিশিষ্ট এবং পরিমিত অংশে বিভক্ত। মহানিরয়ের চারিপার্শ্ব, উপর এবং নিচদিক লৌহ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ মহানিরয়ের সমস্ত ভূপ্রদেশ সর্বদা প্রজ্জ্বলিত পাথুরী কয়লার

ন্যায় সুতীব্র তেজোময় লৌহপাতে আবৃত। এই নিরয়াগ্নির প্রখর তেজ সর্বদা মহানিরয়ের চতুর্দিকে শতযোজনব্যাপী বিস্তৃত থাকে। সর্বদা ধোঁয়াহীন তীব্র, ভয়ানক আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। মহানিরয়ের পূর্বপ্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে পশ্চিম প্রাচীরে এসে আঘাত করে। পশ্চিম প্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে পূর্ব প্রাচীরে এসে আঘাত করে। উত্তর প্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে দক্ষিণ প্রাচীরে এসে আঘাত করে। দক্ষিণ প্রাচীরে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে উত্তর প্রাচীরে এসে আঘাত করে। নিম্ন হতে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে ছাউনিতে এসে আঘাত করে। ছাউনি হতে তীব্র অগ্নিশিখা আবির্ভূত হয়, সেই অগ্নিশিখা নারকীগণকে দগ্ধ করে নিম্নে এসে আঘাত করে। অবীচি মহানিরয়ের নিম্ন, উপরিভাগ এরূপ উত্তপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, তেজোময় লৌহপাতে আবৃত। মহালোভী, মহা অপরাধকারী এবং অতিশয় পাপকর্মা সত্ত্বগণ এই নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে পাপকর্মের শেষ না হওয়া পর্যন্ত দগ্ধ হতে থাকে—বহু প্রকারে।”

এই ভয়, দুঃখ, দৌর্মনস্য কোথা হতে উৎপন্ন হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়। যেসব নৈরয়িক দুঃখ, তির্যকযোনি দুঃখ, প্রেতলোক দুঃখ, মনুষ্য দুঃখ বিদ্যমান, সেসব কোথা হতে উৎপন্ন, জাত, সঞ্জাত, আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত হয়? স্নেহপ্রত্যয়, নন্দিপ্রত্যয়, রাগপ্রত্যয়, নন্দিরাগপ্রত্যয় হতে উৎপন্ন হয়, জাত হয়, সঞ্জাত হয়, আবির্ভূত হয়, উদ্ভূত হয়, উদ্ভব হয় এবং প্রাদুর্ভূত হয়—স্নেহন্বযং দুকখমিদং পহোতি।

আদীনৰং স্নেহজং পেকখমানোতি। “স্নেহ” (**স্নেহো**তি) বলতে দুই প্রকার স্নেহ। যথা : তৃষ্ণাস্নেহ ও দৃষ্টিস্নেহ... ইহা তৃষ্ণাস্নেহ... ইহা দৃষ্টিস্নেহ। **আদীনৰং স্নেহজং পেকখমানো**তি। তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ, স্নেহজ আদীনব দর্শন, পর্যবেক্ষণ, অবলোকন, বিচার, চিন্তা করে—আদীনৰং স্নেহজং পেকখমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

“সংসগ্গজাতস্স ভৰন্তি স্নেহা,
স্নেহন্বযং দুকখমিদং পহোতি।
আদীনৰং স্নেহজং পেকখমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো”তি॥

১২৩. মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো,
হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তো।
এতং ভযং সন্থৰে পেকখমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সুহৃদ, মিত্রদের প্রতি অনুকম্পী হয়ে যখন প্রতিবদ্ধচিত্ত বা চিত্ত আসক্তিসম্পন্ন হয় তখন মঙ্গলজনক বিষয় ত্যাগ করে। এই আসক্তিতে ভয় দর্শন করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো, হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তোতি। "মিত্র" (**মিত্তা**তি) বলতে দুই প্রকার মিত্র। যথা : আগারিক মিত্র, অনাগারিক মিত্র। আগারিক মিত্র কে? এ জগতে কেউ অসম্ভব কিছু দেয়, অসম্ভব কিছু ত্যাগ করে, দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করে, ক্ষমার অযোগ্য হলেও ক্ষমা করে, (নিজের) গোপন কথা বলে, (বন্ধুর) কথা গোপন রাখে, বিপদেও (বন্ধুকে) ত্যাগ করে না, নিজের জীবন দিয়ে হলেও (বন্ধুর) উপকার করে, (বন্ধু) গরীব হলেও অবজ্ঞা করে না—একেই বলে আগারিক মিত্র।

অনাগারিক মিত্র কে? এ জগতে ভিক্ষু প্রিয়, মনোজ্ঞ, মাননীয় ও চিন্তাশীল বক্তা, বচনক্ষম, গম্ভীর বক্তা হয়। সে অপরাপর ভিক্ষুকে অস্থানে নিয়োজিত না হয়ে অধিশীলে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করেন, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোযোগী হবার জন্য উৎসাহিত করেন, চারি সম্যকপ্রধান... চারি ঋদ্ধিপাদ... পঞ্চেন্দ্রিয়... পঞ্চবল... সপ্ত বোধ্যঙ্গ... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় মনোযোগী হবার জন্য উৎসাহিত করেন—একেই বলে অনাগারিক মিত্র।

যাদের সাথে স্বচ্ছন্দে বা নিঃসঙ্কোচে আগমন, গমন, দাঁড়ান, অবস্থান, উপবেশন, শয়ন, আলাপ, সল্লা-পরামর্শ, রসিকতা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যায় তাদেরকে বন্ধু বলে। **মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো হাপেতি অত্থ**ন্তি। মিত্র, সুহৃদ, উপকারী, সঙ্গী, সহায়ের প্রতি অনুকম্পী, মনোযোগী, অনুগৃহীত হয়ে আত্ম, পর, উভয়ের মঙ্গলকর বিষয় ত্যাগ করে, ইহলোকে মঙ্গলকর বিষয় ত্যাগ করে, পরলোকের মঙ্গলকর বিষয় ত্যাগ করে, পরমার্থ ত্যাগ করে, পরিহার, পরিত্যাগ, প্রহীন, ধ্বংস, বর্জন, অন্তর্ধান করে—মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো হাপেতি অত্থং।

"প্রতিবদ্ধচিত্ত" (**পটিবদ্ধচিত্তো**তি) বলতে দুটি কারণে প্রতিবদ্ধচিত্ত বা আসক্তি চিত্তসম্পন্ন হয়ে থাকে। নিজেকে নিচে স্থাপন করে অপরকে উচ্চতায় স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়। আবার, নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে

রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়। কিভাবে নিজেকে নিচে স্থাপন করে, অপরকে উচ্চতায় স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়? আপনারা আমার বহু উপকারী, আমি আপনাদের কাছে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-পথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভ করি। অন্যেরা আমাকে কিছু দিক বা না দিক আপনাদের আশ্রয়, সহানুভূতি আমি লাভ করি। আমার যে মাতাপিতা, নামগোত্র; তা সবই অন্তর্হিত হয়েছে। আমি আপনাদের এরূপ মনে করি—অমুক আমার কুলোপক, অমুকা আমার কুলোপিকা। এভাবে নিজেকে নিচে স্থাপন করে অপরকে উপরে স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়।

কিভাবে নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়? আমি আপনাদের বহু উপকারী, আমার নিকট এসে আপনারা বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ, সংঘের শরণ নিতে পারছেন। আমি আপনাদের প্রাণিহত্যা বিরতি, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরতি, মিথ্যাকামাচার বিরতি, মিথ্যাবাক্য বিরতি, সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন বিরতির শিক্ষাপদ প্রদান করি; উদ্দেশ, প্রশ্নের উত্তর বলে দিই, উপোসথ ব্যাখ্যা করি, নবকর্ম অধিষ্ঠান করি। তবুও আপনারা আমাকে ছেড়ে অন্যকে সৎকার করেন, গৌরব করেন, মান্য করেন, পূজা করেন। এভাবে নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়—মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো, হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তো।

এতং ভযং সন্থৰে পেক্খমানোতি। "ভয়" (**ভযন্তি**) বলতে জাতি ভয়, জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মরণ ভয়, রাজ ভয়, চোর ভয়, অগ্নি ভয়, জল ভয়, আত্মানুবাদ ভয়, পরানুবাদ ভয়, দণ্ড ভয়, দুর্গতি ভয়, উর্মি ভয়, কুমীর ভয়, আবর্ত ভয়, শুশুক ভয়, আজীবক ভয়, নিন্দা ভয়, পরিষদ ভয়, মদন ভয়, ভয়ানক ত্রাস, লোকহর্ষ, চিত্তের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। "আসক্তি" (**সন্থৰে**তি) বলতে দুই প্রকার আসক্তি। যথা : তৃষ্ণাসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি... ইহা তৃষ্ণা আসক্তি... ইহা মিথ্যাদৃষ্টি আসক্তি। **এতং ভযং সন্থৰে পেক্খমানো**তি। এই আসক্তিতে ভয় দর্শন করে, দেখে, অবলোকন, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান করে। এ অর্থে—এতং ভযং সন্থৰে পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জ্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"মিত্তে সুহজ্জে অনুকম্পমানো,
হাপেতি অত্থং পটিবদ্ধচিত্তো।
এতং ভযং সন্থৰে পেক্খমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১২৪. ৰংসো ৰিসালোৰ যথা ৰিসত্তো,
পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা।
ৰংসক্কলীরোৰ অসজ্জমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : যে স্ত্রী-পুত্রে আসক্ত, অভিলাষী, সেই সুবিশাল বাঁশের সদৃশ। তাই ক্বচি বাঁশের ন্যায় অসংলগ্ন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ৰংসো ৰিসালোৰ যথা ৰিসত্তোতি। বাঁশ বলতে বাঁশ বনকে বলা হয়। যেমন, বাঁশবনের মধ্যে বড় (বয়স্ক) বাঁশ বাঁশগুল্মে বা বাঁশের ঝোঁপে আসক্ত, সংশ্লিষ্ট, লগ্ন, সংযুক্ত, বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ঠিক তেমনিভাবে আসক্তিসমূহকে বলা হয় তৃষ্ণা। যা চিত্তের রাগ, সরাগ, অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী, নন্দীরাগ, সরাগ, ইচ্ছা, মোহাচ্ছন্ন, অনুরাগ, আসক্তি, আকুল আকাঙ্ক্ষা, মিলন, মলিনতা, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা, উৎপাদন, মিনতি, আকুল কামনা, নদী (সরিতা), সনির্বন্ধ প্রার্থনা, সুপ্ত আসক্তি, তৃষ্ণা, স্ত্রী কামনা, পুনর্জন্ম আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, অন্তরঙ্গতা, স্নেহ, প্রত্যাশা, প্রতিবন্ধু বা একত্রে মিলন, আশা, প্রবল তৃষ্ণা, রূপের আশা, শব্দের আশা, গন্ধের আশা, রসের আশা, স্পর্শের আশা, লাভের আশা, ধনের আশা, পুত্রের আশা, জীবনের আশা, কামপ্রবৃত্তি আকুলভাবে কামনা, আরাধনা, জল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, লোভাতুর, অত্যন্ত লোভী, অকুলতা, ব্যুৎপত্তি বা দক্ষতা লাভের ইচ্ছা, সানুনয়, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা; রূপতৃষ্ণা, অরূপতৃষ্ণা, বিরোধতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা; ঢাকনা, প্লাবন, সম্পর্ক, সংযোগ, উপাদান, আবরণ, নীবরণ, স্বার্থপর, দুঃখমূল, দুঃখনিদান, দুঃখ উৎপত্তি, মারপ্রলোভন, মারের বঁড়শি, মারের অধিকার বা এলাকা, মারের বাসস্থান, মারের বন্ধন, তৃষ্ণানদী, তৃষ্ণাজাল, তৃষ্ণারূপ, তৃষ্ণারূপ বন্ধন, লোলুপতা, লোভ, অকুশলের মূল।

"সংশ্লিষ্ট" (**ৰিসত্তিকা**তি) বলতে কী কারণে সংশ্লিষ্ট? বিশাল বলে সংশ্লিষ্ট, বিস্তৃত বলে সংশ্লিষ্ট, প্রসারিত বলে সংশ্লিষ্ট, বিষম বলে সংশ্লিষ্ট, অগ্রসর (ৰিসক্কতীতি) বলে সংশ্লিষ্ট, রাশিকৃত (ৰিসংহরতীতি) বলে সংশ্লিষ্ট, প্রতারণা বলে সংশ্লিষ্ট, বিষমূল বলে সংশ্লিষ্ট, বিষফল বলে সংশ্লিষ্ট, বিষপরিভোগ বলে সংশ্লিষ্ট। বিশাল তৃষ্ণায় রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, কুলে, গনে, আবাসে, লাভে, যশে, প্রশংসায়, সুখে, চীবরে, পিণ্ডপাতে, শয়নাসনে, রোগের সময় রোগীর ব্যবহার্য ওষুধপথ্যে, নামধাতুতে, রূপধাতুতে,

অরূপধাতুতে, কামভবে, রূপভবে, অরূপভবে, সংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাভবে, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভবে, একবোকার বা একস্কন্ধভবে, চতুস্কন্ধভবে, পঞ্চস্কন্ধভবে, অতীতে-অনাগতে-বর্তমানে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-জ্ঞাতব্যে বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়—এটাই সংশ্লিষ্ট। যেরূপ সুবিশাল বাঁশের (বৃক্ষের) ন্যায় সংশ্লিষ্ট।

পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেকখাতি। "পুত্র" (**পুত্তা**তি) বলতে চার প্রকার পুত্র। যথা : (১) আত্মজপুত্র বা নিজের ঔরসজাত পুত্র, (২) ক্ষেত্রজ পুত্র (অর্থাৎ যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে পুত্র উৎপন্ন করে; সেই পুত্র সে স্ত্রীলোকের স্বামীর পক্ষে ক্ষেত্রজ পুত্র), (৩) দত্তক পুত্র বা পালিত পুত্র, (৪) শিষ্যরূপ পুত্র (অর্থাৎ যে গুরু শিষ্যকে পুত্রস্নেহে নিজগৃহে বাস করায়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন সেই শিষ্য সে গুরুর শিষ্যরূপ পুত্র)। স্ত্রী বলতে ভার্যা বা ঘরণীকে বলা হয়। অভিলাষ বা ইচ্ছা বলতে তৃষ্ণাকে বলা হয়। যে রাগ, সরাগ... লোলুপতা, লোভ অকুশলের মূল। এ অর্থে—যা স্ত্রীর পুত্রের অভিলাষ (পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেকখা)।

ৰংসক্কলীরোৰ অসজ্জমানোতি। বাঁশ বলতে বাঁশের ঝোপ বা পল্লবকে বলা হয়। যেরূপে তরুণ বাঁশ বাঁশের ঝোঁপে, পল্লবে অনাসক্ত, অসংলগ্ন, অনাবদ্ধ, অপ্রতিবদ্ধ, নিষ্ক্রান্ত, অনাবিষ্ট, মুক্তি। "আসক্তি" (**সজ্জা**তি) বলতে দুই প্রকারে আসক্তি। যথা : (১) তৃষ্ণা আসক্তি ও (২) দৃষ্টি আসক্তি... ইহা তৃষ্ণা আসক্তি... ইহা দৃষ্টি আসক্তি। পচ্চেক সম্বুদ্ধের তৃষ্ণা আসক্তি প্রহীন, দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত। তৃষ্ণা আসক্তি প্রহীন ও দৃষ্টি আসক্তি পরিত্যক্ত হয় বলে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ রূপে আসক্ত হন না, শব্দে আসক্ত হন না, গন্ধে আসক্ত হন না, রসে আসক্ত হন না, স্পর্শে আসক্ত হন না, কুলে আসক্ত হন না, গণে আসক্ত হন না, আবাসে আসক্ত হন না, লাভে আসক্ত হন না, যশে আসক্ত হন না, প্রশংসায় আসক্ত হন না, সুখে আসক্ত হন না, চীবরে আসক্ত হন না, পিণ্ডপাতে আসক্ত হন না, শয়নাসনে আসক্ত হন না, ওষুধ-পথ্যাদিতে আসক্ত হন না, কামধাতুতে আসক্ত হন না, রূপধাতুতে আসক্ত হন না, অরূপধাতুতে আসক্ত হন না, কামভবে আসক্ত হন না, রূপভবে আসক্ত হন না, অরূপভবে আসক্ত হন না, সংজ্ঞাভবে আসক্ত হন না, অসংজ্ঞাভবে আসক্ত হন না, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞাভবে আসক্ত হন না, অতীতে আসক্ত হন না, অনাগতে আসক্ত হন না, বর্তমানে আসক্ত হন না, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাত ধর্মে আসক্ত হন না, গ্রহণ করেন না, আবদ্ধ হন না, সংলগ্ন হন না, সংযুক্ত হন না বরং (সেসব হতে) নিষ্ক্রান্ত, উত্তীর্ণ, বিমুক্ত

হয়ে অনাসক্ত ও মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে—ৰংসক্কলীরোৰ অসজ্জমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

“ৰংসো ৰিসালোৰ যথা ৰিসত্তো,
পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেকখা।
ৰংসক্কলীরোৰ অসজ্জমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো”তি॥

১২৫. মিগো অরঞ্ঞম্হি যথা অবদ্ধো,
যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরায।
ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেকখমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : মৃগ যেমন অরণ্যে বন্ধনমুক্ত অবস্থায় আহারের নিমিত্তে যথেচ্ছা গমন করে; তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বাধীন দর্শন করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

মিগো অরঞ্ঞম্হি যথা অবদ্ধো, যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরাযাতি। “মৃগ” (**মিগো**তি) বলতে দুই প্রকার মৃগ; যথা : (১) এণিমৃগ বা কৃষ্ণসার মৃগ ও (২) পসদমৃগ (ফুটফুটে দাগ বিশিষ্ট মৃগ)। যেমন বনে বাসকারী মৃগ অরণ্যে, পর্বতের পার্শ্বে বিচরণকালে নিশ্চিন্তে গমন করে, দাঁড়িয়ে থাকে, বসে পড়ে, শয়ন করে।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “হে ভিক্ষুগণ, যেমন একাচারী মৃগ অরণ্যে বা পর্বতের পার্শ্বদেশে বিচরণকালে একাই গমন করে, একাই দাঁড়িয়ে থাকে, একাই বসে পড়ে, একাই শয়ন করে, তার কারণ কী? শিকারীর অপথগত হতে বা শিকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। ভিক্ষুগণ, ঠিক একইভাবে ভিক্ষু কামনা ও অকুশল ধর্মসমূহ হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত বিবেকজ বা নির্জনতাজনিত প্রীতি সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক, বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান লাভে করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের

অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল রূপসংজ্ঞা অতিক্রম, প্রতিঘসংজ্ঞা ধ্বংস এবং নানাত্বসংজ্ঞায় মনোযোগ না দিয়ে "অনন্ত আকাশ" স্মৃতি করে আকাশ অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল আকাশ অনন্তায়তন অতিক্রম করে "অনন্ত বিজ্ঞান" স্মৃতি করে বিজ্ঞান অনন্তায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করে "কিছুই নেই" স্মৃতি করে অকিঞ্চন আয়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল আকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা না-অসংজ্ঞায়তন লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া।

পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সকল নৈবসংজ্ঞা না-অসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধসমাপত্তি লাভ করে অবস্থান করে। সেই অবস্থায় তাঁর (সবকিছু) প্রজ্ঞায় দর্শন হয়ে আসবসমূহ পরিক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় মারকে অন্ধ করা, মারচক্ষুকে বধ করা এবং পাপী মারের অদর্শনগত হওয়া এবং জগতের আসক্তি হতে উত্তীর্ণ (হওয়া)। এমন ভিক্ষু একাই গমন করেন, একাই দাঁড়িয়ে থাকেন, একাই উপবেশন করেন, একাই শয়ন করেন। তার কারণ কী? মারের অপথগত হতে। এ অর্থে—মিগো অরঞ্ঞম্হি যথা অবদ্ধো, যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরায।

ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেকখমানোতি। "জ্ঞানী" (**ৰিঞ্ঞূ**তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, স্থিরবুদ্ধি ও মেধাবী। "মানুষ" (**নরোতি**) বলতে সত্ত্ব, মানব, পুরুষ, পুদ্গল, জীব, জাগু (জাগরিত ব্যক্তি), প্রাণী, নর, মানুষ। "স্বাধীন" (**সেরী**তি) বলতে দুই প্রকার স্বাধীন; যথা : (১) ধর্ম স্বাধীন ও (২) ব্যক্তি স্বাধীন। কি প্রকারে ধর্ম স্বাধীন হয়? চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—ইহাকে ধর্ম স্বাধীন বলা হয়। কি প্রকারে ব্যক্তি স্বাধীন হয়?

যে ইহা স্বাধীন ধর্ম দ্বারা সমৃদ্ধ, সে ব্যক্তিকের বলা হয় স্বাধীন। **ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেক্খমানো**তি। জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বাধীন দর্শন করেন, দেখেন, অবলোকন, বিচার ও অনুসন্ধান করে। এ অর্থে—ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"মিগো অরঞ্ঞম্হি যথা অবদ্ধো, যেনিচ্ছকং গচ্ছতি গোচরায।
ৰিঞ্ঞূ নরো সেরিতং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১২৬. আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে, ৰাসে ঠানে গমনে চারিকায।
অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : বন্ধুদের মধ্যে আমন্ত্রিত হয়ে অবস্থানকালে, দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে, ভ্রমণে লোভহীন হয়ে স্বাধীন দর্শন করে, খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে, ৰাসে ঠানে গমনে চারিকায়াতি। বন্ধু বলতে যার সাথে স্বচ্ছন্দে আগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে গমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে শয়ন করা যায়, স্বচ্ছন্দে আলাপ করা যায়, স্বচ্ছন্দে সল্লা-পরামর্শ বলা যায়, স্বচ্ছন্দে রসিকতা করা যায়, স্বচ্ছন্দে আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যায়, তাকে বন্ধু বলা হয়। **আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে, ৰাসে ঠানে গমনে চারিকাযা**তি। বন্ধুদের সাথে অবস্থানকালে, দাঁড়ানে, গমনে, উপবেশনে, ভ্রমণে এবং আত্মহিত পরামর্শে, পরহিত পরামর্শে, ইহলোকহিত পরামর্শে, পরলোকহিত পরামর্শে, পরমার্থহিত পরামর্শে। এ অর্থে—আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে, ৰাসে ঠানে গমনে চারিকায।

অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেক্খমানোতি। এই বিষয় মূর্খ, অসৎপুরুষ, তীর্থিয় ও তীর্থিয় শ্রাবকদের; যেরূপে কাষায়বস্ত্র পরিধানকারীর বিষয়। এই বিষয় পণ্ডিত সৎপুরুষ, বুদ্ধের শ্রাবক ও পচ্চেক বুদ্ধগণের; যেরূপে কাষায়বস্ত্র পরিধানকারীর বিষয়। "স্বাধীন" (সেরীতি) বলতে দুই প্রকার স্বাধীন; যথা : (১) ধর্ম স্বাধীন ও (২) ব্যক্তি স্বাধীন। ধর্ম স্বাধীন কী? চারি স্মৃতিপ্রস্থান... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—ইহাকে বলা হয় ধর্ম স্বাধীন। ব্যক্তি স্বাধীন কী? যিনি এই স্বাধীন ধর্ম দ্বারা সমৃদ্ধ, তাকে বলা হয় ব্যক্তি স্বাধীন। "**অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেক্খমানো**তি" বলতে স্বাধীন ধর্মকে দর্শন কর, দেখ, অবলোকন কর, বিচার কর ও অনুসন্ধান কর। এ অর্থে—অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"আমন্তনা হোতি সহাযমজ্ঝে,
ৰাসে ঠানে গমনে চারিকায।
অনভিজ্ঝিতং সেরিতং পেকখমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

**১২৭. খিড্ডা রতী হোতি সহাযমজ্ঝে, পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতি পেমং।
পিযৰিপ্পযোগং ৰিজিগুচ্ছমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : বন্ধুদের সাথে ক্রীড়া করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়, পুত্রগণের প্রতি বিপুল স্নেহ উৎপন্ন হয়, প্রিয় বিচ্ছেদে বীততৃষ্ণ (ঘৃণাকারী) হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

খিড্ডা রতী হোতি সহাযমজ্ঝেতি। "ক্রীড়া" (**খিড্ডা**তি) বলতে দুই প্রকার ক্রীড়া। যথা : কায়িক ক্রীড়া ও বাচনিক ক্রীড়া। কায়িক ক্রীড়া কিরূপ? হস্তী দিয়ে খেলা করা, অশ্ব দিয়ে খেলা করা, রথ দিয়ে খেলা করা, ধনু দিয়ে খেলা করা, অষ্টপদ দিয়ে খেলা করা, দশপদ দিয়ে খেলা করা, আকাশে খেলা করা, বৃত্তাকারে[১] খেলা করা, সন্তিকা দিয়ে খেলা করা, পাশা খেলার টেবিলে (খলিকাযপি) খেলা করা, যষ্টি দিয়ে (ঘটিকায) খেলা করা, হস্তশলাকা দিয়ে (সলাকহত্থেনপি) খেলা করা, চক্ষু দ্বারা খেলা করা, পাতার বাঁশি দিয়ে খেলা করা, খেলনারূপ লাঙ্গল (ৰঙ্ককেনপি) দিয়ে খেলা করা, মোক্খচিক দিয়ে খেলা করা অর্থাৎ ডিগবাজি খেলার ন্যায় দড়িতে পদসংলগ্ন করে ডিগবাজি খেয়ে ঘোরা, চিঙ্গুলক (ফরফরি)[২] দিয়ে খেলা করা, পত্তাল্হক (তালপাতায় প্রস্তুত আড়ি বা সেরি) দিয়ে খেলা করা, ছোঁ ছোঁ রথ (খেলনা গাড়ি) দিয়ে খেলা করা, ছোঁ ছোঁ ধনু দিয়ে খেলা করা, অক্ষরিকা (শব্দ তৈরির খেলা) খেলা করা, মনেসিকা (অপরের মনোভাব জানন বা অনুমাণকরণ) খেলা করা এবং যথাবজ্জ (দোষ দেওয়া বা নিন্দা করা হয় যেন) খেলা করা—ইহাই কায়িক ক্রীড়া।

বাচনিক ক্রীড়া কিরূপ? মুখভেরি (মুখ দিয়ে বাজাতে হয় এমন যন্ত্র দিয়ে

---

[১] ভূমিযং নানপথং মণ্ডলং কত্বা তত্থ পরিহরিতব্বং পরিহরন্তানং কীলনং—অর্থাৎ ভূমিতে বিবিধ মণ্ডল বা বৃত্ত তৈরি করে তথায় আবর্তনযোগ্য মণ্ডল বা বৃত্তকে আবর্তনের ক্রীড়া।

[২] তালপণ্ণাদীহি কতং ৰাতপ্পহরেন পরিব্ভমন-চক্কং—অর্থাৎ তালপত্রাদি দিয়ে কৃত বায়ু প্রহারে ঘুড়ানোর চক্র।

খেলা করা), মুখালম্বর (মুখ দিয়ে ঢোলের শব্দ করা), মুখদেণ্ডিম (মুখ দিয়ে রণঢক্কা বাজানোর শব্দ করা), মুখচলিমক, মুখভেরুলক (মুখ দিয়ে ভেরীর শব্দ করা), মুখদদ্দরিক (মুখ দিয়ে হুড়মুড় করে কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ করা), নাক, কথোপকথন, গান ও কৌতুক (দৰকম্মং)—ইহাই বাচনিক ক্রীড়া।

রতীতি। অনুৎকণ্ঠিত অধিবচনই হচ্ছে আনন্দ। "বন্ধু" (সহাযা) বলতে যার সাথে স্বচ্ছন্দে আগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে গমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করা যায়, স্বচ্ছন্দে শয়ন করা যায়, স্বচ্ছন্দে আলাপ করা যায়, স্বচ্ছন্দে সল্লা-পরামর্শ বলা যায়, স্বচ্ছন্দে রসিকতা করা যায়, স্বচ্ছন্দে আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যায়, তাকে বন্ধু বলা হয়। **খিড্ডা রতী হোতি সহাযমজ্ঝে**তি। বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করলে আনন্দ উৎপন্ন হয়। এ অর্থে—খিড্ডা রতী হোতি সহাযমজ্ঝে।

পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতি পেমন্তি। "পুত্র" (**পুত্তা**তি) চার প্রকার পুত্র; যথা : (১) আত্মজ পুত্র (স্বীয় ঔরসজাত পুত্র), (২) ক্ষেত্রজ পুত্র[1] (৩) দণ্ডক পুত্র (প্রদত্ত বা পালিত পুত্র) এবং (৪) শিষ্যরূপ পুত্র[2]। **পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতিং পেম**ন্তি। পুত্রগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ উৎপন্ন হয়। এ অর্থে—পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতি পেমং।

পিযৰিপ্পযোগং ৰিজিগুচ্ছমানোতি। প্রিয় দুই প্রকার; যথা : সত্ত্বপ্রিয় ও সংস্কারপ্রিয়। সত্ত্বপ্রিয় কিরূপ? ইহলোকে যারা মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি অথবা রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতি, অর্থকামী, হিতকামী, মঙ্গলকামী ও মুক্তিকামী হয়—এরাই সত্ত্বপ্রিয়। সংস্কারপ্রিয় কিরূপ? মনোজ্ঞ, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এগুলো সংস্কারপ্রিয়।

পিযৰিপ্পযোগং ৰিজিগুচ্ছমানোতি। প্রিয় বিচ্ছেদে মন বেদনায় ব্যথিত হয়, ভগ্নোদ্যম হয়, বিষাদগ্রস্ত হয়। এ অর্থে—পিযৰিপ্পযোগং ৰিজিগুচ্ছমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই প্রত্যেক সম্বুদ্ধ বললেন :

> ''খিড্ডা রতী হোতি সহাযমজ্ঝে, পুত্তেসু চ ৰিপুলং হোতি পেমং।
> পিযৰিপ্পযোগং ৰিজিগুচ্ছমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো''তি॥

---

[1] যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে যে পুত্রসন্তান জন্ম দেয় সেই পুত্রসন্তানকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়।

[2] যে গুরু যেই শিষ্যকে পুত্রস্নেহে নিজগৃহে বাস করিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, সেই পুত্রকে শিষ্যরূপ পুত্র বলা হয়।

১২৮. চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতি, সন্তুস্সমানো ইতরীতরেন।
পরিস্সযানং সহিতা অছম্ভী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : যথালাভে সন্তুষ্টকারী চারিদিকে মৈত্রীপরায়ণ হয়। (তাই) যেকোনো বিপদের সম্মুখীন হলেও নির্ভীক হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতীতি। "চতুর্দিক" (**চাতুদ্দিসো**তি) বলতে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিক পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তদ্রূপভাবে দুইদিক, তিনদিক, চতুর্দিকেও। তিনি এরূপে মৈত্রীযুক্ত, বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরীহীন এবং ক্রোধহীন চিত্তে ঊর্ধ্ব, অধঃ, আড়াআড়িভাবে (বা তির্যগ্‌ভাবে) সর্বত্র, সর্বস্থান ও সমস্তলোক পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন। করুণাসহগত... মুদিতাসহগত... উপক্ষোসহগত চিত্তে একদিক পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন। তথা দুই, তিন, চতুর্দিক পরিস্ফুরিত করে... ক্রোধহীন চিত্তে অবস্থান করেন। **চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতী**তি। মৈত্রী (ভাবনা) দ্বারা ভাবিত হয়ে পূর্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে তারা অপ্রতিকূল বা মৈত্রীপরায়ণ হোক; দক্ষিণ দিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; পশ্চিম দিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; উত্তর দিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; পূর্বকোণে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; দক্ষিণকোণে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; পশ্চিমকোণে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; উত্তরকোণে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; নিম্নদিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; ঊর্ধ্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক; এবং বিপরীত দিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক। করুণা দ্বারা ভাবিত হয়ে, মুদিতা দ্বারা ভাবিত হয়ে এবং উপেক্ষা দ্বারা ভাবিত হয়ে পূর্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক... বিপরীত দিকে যেসব সত্ত্ব আছে তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক। এ অর্থে—চতুর্দিকে অপ্রতিকূল বা মৈত্রীপরায়ণ হোক (চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতি)।

সন্তুস্সমানো ইতরীতরেনাতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ যেকোনো চীবর লাভে সন্তুষ্ট হন, যেকোনো চীবর লাভের সন্তুষ্টিতে প্রশংসাকারী হন, চীবর লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত (বা অনার্য) কার্য করেন না; তিনি চীবর অলাভে মন খারাপ করেন না, লব্ধ চীবরে অননুরক্ত, অবিহ্বল ও নির্দোষী হন; আদীনবদর্শী হয়ে পরিণামদর্শী প্রজ্ঞায় তা পরিভোগ করেন। তদ্ধেতু তিনি যেকোনো চীবর লাভের সন্তুষ্টিতে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকেও

নিন্দা করেন না। যিনি তদ্‌বিষয়ে দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী—একে বলা হয় অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ ও আর্যবংশে স্থিত পচ্চেক সম্বুদ্ধ। (সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ) যেকোনো পিণ্ডপাত লাভে সন্তুষ্ট হন... যেকোনো শয়নাসন লাভে সন্তুষ্ট হন... যেকোনো ওষুধ-পথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভে সন্তুষ্ট হন, যেকোনো ওষুধ-পথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভের সন্তুষ্টিতে প্রশংসাকারী হন, ওষুধ-পথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কার্য করেন না; তিনি ওষুধ-পথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি অলাভে মন খারাপ করেন না, লব্ধ ওষুধ-পথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণে অননুরক্ত, অবিহ্বল ও নির্দোষী হন; আদীনবদর্শী হয়ে পরিণামদর্শী প্রজ্ঞায় পরিভোগ করেন। তদ্ধেতু তিনি যেকোনো ওষুধ-পথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি লাভের সন্তুষ্টিতে আত্মপ্রশংসা করেন না এবং অপরকেও নিন্দা করেন না। যেই ভিক্ষু তদ্‌বিষয়ে দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞানী, মনোযোগী—একে বলা হয় অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ ও আর্যবংশে স্থিত প্রত্যেক সম্বুদ্ধ। এ অর্থে—যথালাভে সন্তুষ্ট হন (সন্তুস্সমানো ইতরীতরেন)।

পরিস্সযানং সহিতা অছম্ভীতি। "দুঃখ বা বিপদ" (**পরিস্সযা**তি) বলতে দুই প্রকার দুঃখ বা বিপদ বিষয়। যথা : প্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ, প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ বা বিপদ। প্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ কিরূপ? সিংহ, ব্যঘ্র, সীতাবাঘ, ভল্লুক, হায়েনা, নেগ্রেবাঘ, মহিষ, হস্তি, সর্প, বৃশ্চিক, শতপদী, চোর, ক্রন্দনরত মানুষ, কৃতকর্মা, অকৃতকর্মা এবং চক্ষুরোগ, শ্রোত্ররোগ, ঘ্রাণরোগ, জিহ্বারোগ, কায়রোগ, শিররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, কাশিরোগ, শ্বাসরোগ, দাহরোগ, জ্বর, কুক্ষিরোগ, মূর্চ্ছা, রক্তামাশয়, শূলরোগ, কলেরা, কুষ্ঠরোগ, গণ্ড (পোড়া), খোঁচপাচড়া, ক্ষয়রোগ, মৃগীরোগ (অপমারো), দাউদ, চুলকানি, চর্মরোগ, নখস (নখকুনি), সুড়সুড়ানি, লোহিতপিত্ত, মধুমেহ (শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগ), অর্শ্বরোগ, গুটিবসন্ত, ভগন্দর (গুহ্যদ্বারে ব্রণজাতীয় রোগ), পিত্তজনিতরোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ, বায়ুজনিত রোগ, সন্নিপাতিকরোগ, ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ, বিষম পরিহারজ (বা দুর্দশাজনিত) রোগ, খিঁচুনিরোগ (ওপক্কমিকেন), কর্মবিপাকজনিত রোগ এবং শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, মল, মুত্র, ডাঁশ-মশা-মাছি-সরিসৃপাদির দংর্শন বা কামড়—এগুলোকে বলা হয় প্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ।

প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ বা বিপদ কিরূপ? কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, তন্দ্রালস্য নীবরণ, চঞ্চলতা-অনুশোচনা নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ, রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ,

বিদ্বেষ, ভণ্ডামি, আক্রোশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, একগুঁয়েমি, কলহ, মান, অতিমান, গর্ব, প্রমাদ এবং সকল প্রকার ক্লেশ, সকল দুশ্চরিত, সকল দুশ্চিন্তা, সকল উত্তেজনা, সকল অন্তর্দাহ ও সকল অকুশল অভিসংস্কার। এগুলোকে বলা হয় অপ্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ।

"দুঃখ" (**পরিস্সযা**তি) বলতে কোন অর্থে দুঃখ? বশীভূত করে বলে দুঃখ, পরিহানীতে চালিত করে বলে দুঃখ, সেই শরীরে আশ্রয় করে বলে দুঃখ। কীরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়? সেই পুরুষকে দুঃখকর বিষয়সমূহ পরাভূত করে, বশীভূত করে, পরাজিত করে, আবৃত করে, অভিভূত করে, মর্দ্দন করে। এরূপে বশীভূত করে দুঃখ দেয়।

কিরূপে পরিহানীতে চালিত করে দুঃখ দেয়? সেই কুশলধর্মসমূহ অন্তরায়ে (বা বাধাপ্রাপ্ত হলে) পরিহানীতে চালিত করে দুঃখ দেয়। কুশলধর্মসমূহ কিরূপ? সম্যক প্রতিপদা, অনুলোম প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ প্রতিপদা, জ্ঞানত প্রতিপদা, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদা এবং শীলসমূহে পরিপূর্ণতায়, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমতায়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতায় ও জাগ্রত অবস্থায়, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞান অবস্থায়, চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনানুযোগে, চারি সম্যকপ্রধান ভাবনানুযোগে, চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবনানুযোগে, পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবনানুযোগে, পঞ্চবল ভাবনানুযোগে, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনানুযোগে, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনানুযোগে—এই কুশলধর্মসমূহ অন্তরায়ে (বা বাধাপ্রাপ্ত হলে) পরিহানীতে চালিত হয়। এভাবে পরিহানিতে চালিত করে দুঃখ দেয়।

আশ্রয় করা দুঃখকর বিষয়সমূহ কিরূপ? তথায় যে অকুশল-পাপধর্মসমূহ নিজে সন্নিশ্রিত হয়ে উৎপন্ন হয়। যেমন : বিল বা স্থলজ প্রাণীসমূহ বিল বা স্থলে বাস করে, জলজ প্রাণীসমূহ জলে বাস করে, বন্যপ্রাণীসমূহ বনে বাস করে, গাছে অবস্থানকারী প্রাণীসমূহ গাছে অবস্থান করে। ঠিক এরূপেই তথায় এই অকুশলধর্মসমূহ নিজের মধ্যে সন্নিশ্রিত হয়েই উৎপন্ন হয়। তথায় এরূপে আশ্রয় করে বলেই—"দুঃখ"।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ (সাচরিযকো) অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে, স্বচ্ছন্দে নয়। ভিক্ষুগণ, অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু কিভাবে দুঃখে অবস্থান করে, স্বচ্ছন্দে নয়? এখানে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে

বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ (সাচরিযকো) বলা হয়।”

“পুনঃ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ বলা হয়। ভিক্ষুর ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে... জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে... কায় দ্বারা স্পর্শ করে... এবং মন দ্বারা ধর্মানুভব করে ভিক্ষুর যেই পাপজনক অকুশলধর্ম ও সংযোজনমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তার অন্তরে অবস্থান করে ও স্রাবিত হয়—তদ্ধেতু অন্তেবাসীসহ বলা হয়। সেই পাপজনক অকুশলধর্মসমূহ তাকে বেষ্টন করে—সেহেতু আচার্যসহ বলা হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই অন্তেবাসী ও আচার্যসহ অবস্থানকারী ভিক্ষু দুঃখে অবস্থান করে, স্বচ্ছন্দে নয়।” তথায় এরূপে আশ্রয় করে—“দুঃখ”।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : “ভিক্ষুগণ, অন্তর (মন)-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল আছে। তিন প্রকার কী কী? ভিক্ষুগণ, লোভ অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী লোভ অন্তর্মল। দ্বেষ অন্তর্মল... এবং মোহ অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী মোহ অন্তর্মল। ভিক্ষুগণ, এগুলোই অন্তর-অমিত্র, অন্তর-শত্রু, অন্তর-ঘাতক ও অন্তর-বিরোধী তিন প্রকার অন্তর্মল।”[১]

অনত্থজননো লোভো, লোভো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
লুদ্ধো অত্থং ন জানাতি, লুদ্ধো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধতমং তদা হোতি, যং লোভো সহতে নরং॥
অনত্থজননো দোসো, দোসো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥
দুট্ঠো অত্থং ন জানাতি, দুট্ঠো ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধতমং তদা হোতি, যং দোসো সহতে নরং॥
অনত্থজননো মোহো, মোহো চিত্তপ্পকোপনো।
ভযমন্তরতো জাতং, তং জনো নাৰবুজ্ঝতি॥

---

[১]। ইতিবুত্তকে “অন্তরামল সূত্র” (৮৮ নং সূত্র, পৃষ্ঠা, ৭৯) দ্রষ্টব্য।

মূলে্হা অত্থং ন জানাতি, মূলে্হা ধম্মং ন পস্সতি।
অন্ধতমং তদা হোতি, যং মোহো সহতে নরন্তি॥

অনুবাদ : "লোভে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। লোভী ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে লোভ মানুষকে পরাজিত করে। দ্বেষে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে দ্বেষ মানুষকে পরাজিত করে। মোহে যে অনর্থ জন্মে, চিত্ত কম্পিত হয়, অন্তরে ভয় জন্মায় তা মানুষেরা জানে না। মূর্খ ব্যক্তি অর্থ জ্ঞাত হয় না, ধর্ম দেখতে পায় না। ঘনান্ধকার ঘনিয়ে আসলে মোহ মানুষকে পরাজিত করে।"

তথায় এরূপে আশ্রয় করে—"দুঃখ"।

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "মহারাজ, ত্রিবিধ ধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। সেই ত্রিবিধ কী কী? মহারাজ, লোভধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। দ্বেষধর্ম... এবং মোহধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দের জন্যই উৎপন্ন হয়। হে মহারাজ, এই ত্রিবিধ ধর্মই আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হবার কারণ থাকলে তা পুরুষের অহিত, দুঃখ এবং নিরানন্দের জন্য উৎপন্ন হয়।

''লোভো দোসো চ মোহো চ, পুরিসং পাপচেতসং।
হিংসন্তি অত্তসম্ভূতা, তচসারংৰ সম্ফল''ন্তি॥

অনুবাদ : "সারবান, ফলবান বৃক্ষ সদৃশ লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং আত্মসম্ভূত বিষয়সমূহ পুরুষকে পীড়া দিয়ে থাকে।"

তথায় এরূপে আশ্রয় করে—"দুঃখ" (পরিস্সযা)।

ভগবান এরূপ ব্যক্ত করেছেন :

''রাগো চ দোসো চ ইতোনিদানা,
অরতী রতী লোমহংসো ইতোজা।
ইতো সমুট্‌ঠায মনোৰিতক্কা,
কুমারকা ধঙ্কমিৰোস্সজন্তী''তি॥

অনুবাদ : "এই (মন) হতেই রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হয়, অরতি-রতি, লোমহর্ষ এই (মন) হতে উৎপন্ন হয়; এই (মন) হতেই মন-বির্তক উৎপন্ন

হয়, বালকের দ্বারা যেমন কাক উত্তেজিত হয়।"

তথায় এরূপে আশ্রয় করে—"দুঃখ" (পরিস্সযা)।

পরিস্সযানং সহিতাতি। দুঃখে সম্মুখীন হলেও আরাধিত, উপাসিত, সেবিত ও পূজিত—পরিস্সযানং সহিতা। "অভীরু" (**অছম্ভী**তি) বলতে সেই প্রত্যেক সম্বুদ্ধ অভীরু, সাহসী, নির্ভীক, অভীতু, ভয়-ভৈরব প্রহীন ও লোমহর্ষহীন হয়ে অবস্থান করেন। এ অর্থে—পরিস্সযানং সহিতা অচ্ছম্ভী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

''চাতুদ্দিসো অপ্পটিঘো চ হোতি, সন্তুস্সমানো ইতরীতরেন।
পরিস্সযানং সহিতা অছম্ভী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো''তি॥

১২৯. দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একে, অথো গহট্ঠা ঘরমাৰসন্তা।
অপ্পোস্সুক্কো পরপুত্তেসু হুত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : অতঃপর গৃহীজীবন ত্যাগ করে দুঃসঙ্গ (বা নিঃসঙ্গ) হয়ে একাকী প্রব্রজিত হয়ে সমস্ত পরপুত্রে (বাহ্যিকের প্রতি) উদাসীন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একেতি। এ জগতে কেউ কেউ কোনো প্রব্রজিতকে আশ্রয় দেওয়ার কথা বললে, ঠিকানা বা স্থান (উদ্দেস) দেওয়ার কথা বললে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কথা বললে, চীবর দেওয়ার কথা বললে, পাত্র দেওয়ার কথা বললে, লৌহপাত্র দেওয়ার কথা বললে, উপযুক্ত জলপাত্র (ধম্মকরকং) দেওয়ার কথা বললে, পরিস্রাবণ বা জল ছাঁকনি দেওয়ার কথা বললে, থলি দেওয়ার কথা বললে, জুতা দেওয়ার কথা বললে ও কটিবন্ধনী দেওয়ার কথা বললে (ওদের কথা) তারা শুনে না, কর্ণপাত করে না এবং চিত্ত উপস্থাপন না করে অমনোযোগী, অভাষী, নির্বাক হয়ে অন্যদিকে মুখ করে থাকে—দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একে।

অথো গহট্ঠা ঘরমাৰসন্তাতি। এ জগতে কেউ কেউ কোনো গৃহস্থকে হস্তী (দান) দেওয়ার কথা বললে, রথ দেওয়ার কথা বললে, ক্ষেত্র দেওয়ার কথা বললে, বস্তু দেওয়ার কথা বললে, হিরণ্য দেওয়ার কথা বললে, স্বর্ণ দেওয়ার কথা বললে, গ্রাম দেওয়ার কথা বললে, নিগম দেওয়ার কথা বললে, নগর দেওয়ার কথা বললে, রাষ্ট্র দেওয়ার কথা বললে ও জনপদ দেওয়ার কথা বললে (ওদের কথা) তারা শুনে না, কর্ণপাত করে না এবং অন্য চিত্ত উপস্থাপন না করে অমনোযোগী অভাষী, নির্বাক হয়ে অন্যদিকে মুখ করে

থাকে—অথো গহট্ঠা ঘরমাৰসন্তা।

অপ্পোস্সুক্কো পরপুত্তেসু হুত্বাতি। স্বীয় ব্যতীত অন্য সবই পরপুত্র বলে বিবেচিত। সেই পরপুত্র বা বাহ্যিকের প্রতি উদাসীন, অমনোযোগী ও অনপেক্ষী হও। এ অর্থে—অপ্পোস্সুক্কো পরপুত্তেসু হুত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তদ্ধেতু সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"দুস্সঙ্গহা পব্বজিতাপি একে, অথো গহট্ঠা ঘরমাৰসন্তা।
অপ্পোস্সুক্কো পরপুত্তেসু হুত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৩০. ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি, সঞ্ছিন্নপত্তো যথা কোৰিল়ারো।
ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : বীর পত্রহীন রক্তকাঞ্চন বৃক্ষের ন্যায় গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে গৃহবন্ধনসমূহ ছিন্ন করে খড়গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানীতি। চুল, দাড়ি (শ্মশ্রু), ফুলের মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপন (প্রসাধন সামগ্রী), অলংকার, রত্ন-আভরণ, বস্ত্র, নুপুর, পাগড়ি বা টুপি, প্রত্যঙ্গ মার্জন সামগ্রী, অঙ্গমার্জন সামগ্রী, অঙ্গমর্দন, স্নানকার্য, সাবান দ্বারা চুল ও মাথা ধৌতকরণ, আয়না, কাজল (মসৃণ কালোবর্ণের অঞ্জন), মাল্য-সুগন্ধ ব্যবহার, মুখে লাগাবার চূর্ণ বা পাউডার, মুখলেপন বা মুখের প্রসাধন, খাড়ু, ঝুঁটিবন্ধন বা পাঞ্চক্লিপ, বেত্রদণ্ড, শরযষ্টি (হস্তির কর্ণ বিদ্ধ করার অস্ত্র বিশেষ), তলোয়ার, রঙ-বেরঙের ছাতা, বিচিত্র বর্ণ জুতা, রাজমুকুট, মণি ও চামড়ার তৈরি পাখা, শ্বেতবস্ত্র, লম্বা লম্বা সূতা—এগুলোকে বলা হয় গৃহীলক্ষণ। "গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে" (**ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানী**তি) বলতে গৃহীলক্ষণ পরিত্যাগ, নিক্ষেপ, অপনোদন ও অপসারিত করে। এ অর্থে—গৃহী লক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে (ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি)।

সঞ্ছিন্নপত্তো যথা কোৰিল়ারোতি। যেমন রক্তকাঞ্চন বৃক্ষের পত্র ছিন্ন, পতিত, চ্যুত এবং পরিত্যক্ত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পচ্চেক সম্বুদ্ধের গৃহীলক্ষণসমূহ ছিন্ন, পতিত, চ্যুত এবং পরিত্যক্ত হয়—সঞ্ছিন্নপত্তো যথা কোৰিল়ারো।

ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানীতি। "বীর" (**ৰীরো**তি) বলতে বীর্যবান বলে বীর, দক্ষ বলে বীর, ধীমান বলে বীল, হিতকারী বলে বীর, সূর বলে বীর, নির্ভীক-অভীরু-ভয়হীন-অনুত্রাসী-সাহসী ও ভয়বিহ্বল প্রহীন বলে বীর,

লোমহর্ষের অতীত বলে বীর।

ৰিরতো ইধ সব্বপাকেহি, নিরযদুক্খং অতিচ্চ ৰীরিযৰা সো।
সো ৰীরিযৰা পধানৰা, ধীরো তাদি পৰুচ্চতে তথত্তা॥

অনুবাদ : ইহলোকে যিনি সমস্ত পাপকর্ম হতে বিরত, সেই বীর্যবান নিরয়দুঃখ অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠ, ধীর ও গুণবান হন। তিনিই যথার্থ বীর্যবান বলে কথিত।

স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, ছাগল, ভেড়া, কুক্কুট, শূকর, হস্তি, ষাঁড়, অশ্ব, ঘোঁটকী, ক্ষেত্র, বস্তু, হিরণ্য, সুবর্ণ, গ্রাম, নিগম, রাজধানী, রাষ্ট্র, জনপদ, কোষাগার, ভাণ্ডারাগার এবং যেসব মনোরম বা কামোদ্দীপক বস্ত্র—এগুলোকে বলা হয় গৃহীবন্ধন।

ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানীতি। সেই বীর পচ্চেক সম্বুদ্ধের গৃহীবন্ধনসমূহ ছিন্ন, সমুচ্ছিন্ন, বর্জিত, বিদূরিত, ধ্বংসিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধিত হয়। এ অর্থে—বীর গৃহীবন্ধনসমূহ পরিত্যাগ করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর (ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"ওরোপযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি, সঞ্ছিন্নপত্তো যথা কোৰিলারো,
ছেত্বান ৰীরো গিহিবন্ধনানি।
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

[প্রথম বর্গ সমাপ্ত]

দ্বিতীয় বর্গ

১৩১. সচে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।
অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি, চরেয্য তেনত্তমনো সতীমা॥

অনুবাদ : হে স্মৃতিমান, যদি জ্ঞানী বন্ধু, সাধুবিহারী ও ধীর ব্যক্তিকে সহচর হিসেবে লাভ কর, তাহলে সকল উপদ্রব অতিক্রম করে তুষ্টমনে তার সাথে বিচরণ কর।

সচে লভেথ নিপকং সহাযন্তি। যদি জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ বন্ধু লাভ কর, অর্জন কর, প্রাপ্ত হও এবং সন্ধান পাও। এ অর্থে—যদি জ্ঞানী বন্ধু লাভ হয় (সচে লভেথ নিপকং সংহাযং)।

সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরন্তি। "সহচরং" (**সদ্ধিং চর**ন্তি) বলতে একসাথে

চলা। "সাধু বিহার" (**সাধুৰিহারি**ন্তি) বলতে প্রথম ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, দ্বিতীয় ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, তৃতীয় ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, মৈত্রীতে চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, করুণাতে চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, মুদিতায় চিত্তবিমুক্তি দ্বারা দ্বারা সাধুবিহারী, উপেক্ষায় চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, আকাশ অনন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, বিজ্ঞান অনন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, অকিঞ্চনানন্তায়ন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞানন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, নিরোধসমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, ফলসমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী। "ধীর" (**ধীর**ন্তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও মেধাবী—সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।

অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানীতি। "দুঃখ বা বিপদ" (**পরিস্সযা**তি) বলতে দুই প্রকার দুঃখ বা বিপদ। যথা : প্রকাশিত দুঃখ বা বিপদ ও প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ বা বিপদ... এগুলোকে বলা হয় প্রকাশিত দুঃখ... এগুলোকে বলা হয় প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ... তথায় এরূপে আশ্রয় করে—"দুঃখ"। এ অর্থে—দুঃখ। **অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানী**তি। সকল দুঃখ অতিক্রম, পরাভূত, পরাজিত, ধ্বংস এবং মর্দিত বা পদদলিত করে। এ অর্থে—সকল দুঃখ অতিক্রম করে (অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি)।

চরেয্য তেনত্তমনো সতীমাতি। সেই পচ্চেক বুদ্ধ জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং মেধাবী সহচরের সাথে তুষ্ট, সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, প্রসন্ন, খুশি ও প্রফুল্লমনে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, জীবন যাপন করেন। এ অর্থে—চরেয্য তেনত্তমনো। "স্মৃতিমান" (**সতীমা**তি) বলতে সেই পচ্চেক বুদ্ধ উৎকৃষ্ট স্মৃতিতে যত্নশীল, সমন্বিত এবং চিরকৃত, চিরভাষিত, স্মৃত, অনুস্মৃত হয়ে স্মৃতিমান হন। এ অর্থে—তুষ্টমনে স্মৃতিমান বিচরণ করেন (চরেয্য তেনত্তমনো সতীমা)।

তজ্জন্য পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

> "সচে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।
> অভিভুয্য সব্বানি পরিস্সযানি, চরেয্য তেনত্তমনো সতীমা"তি॥

১৩২. নো চে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।
রাজাৰ রট্ঠং ৰিজিতং পহায, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : যদি জ্ঞানীবন্ধু, সাধুবিহার ও ধীরকে সহচর হিসেবে লাভ না

কর, তাহলে রাজার বিজিত রাষ্ট্রকে ত্যাগ করার মতন খড়গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর।

নো চে লভেথ নিপকং সহাযন্তি। যদি জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ বন্ধু লাভ না কর, অর্জন না হয়, প্রাপ্ত না হও এবং সন্ধান না মিলে। এ অর্থে—যদি জ্ঞানীবন্ধু লাভ না কর (নো চে লভেথ নিপকং সহাযং)।

সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরন্তি। "সাথে চলা" (**সদ্ধিং চর**ন্তি) বলতে একসাথে চলা। "সাধুবিহারী" (**সাধুৰিহারি**ন্তি) বলতে প্রথম ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, দ্বিতীয় ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, তৃতীয় ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা সাধুবিহারী, মৈত্রীতে চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, করুণাতে চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, মুদিতায় চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, উপেক্ষায় চিত্তবিমুক্তি দ্বারা সাধুবিহারী, আকাশ অনন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, বিজ্ঞান অনন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, আকিঞ্চনানন্তায়ন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞানন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, নিরোধসমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী, ফলসমাপত্তি দ্বারা সাধুবিহারী। "ধীর" (**ধীর**ন্তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও মেধাবী। এ অর্থে—ধীর, মেধাবী ব্যক্তির সাথে সাধুবিহারী (সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং)।

রাজাৰ রট্ঠং ৰিজিতং পহাযাতি। যুদ্ধ বিজিত শত্রু পরিত্যক্ত মূর্ধাভিসিক্ত ক্ষত্রিয়রাজা লব্ধ অভিপ্রায়, পরিপূর্ণ ধন-রত্নাগার, রাষ্ট্র, জনপদ, ভাণ্ডারকক্ষ, কোষাগার, প্রভূত হীরা-সুবর্ণ ও নগর পরিত্যাগ করে কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্তে উপনীত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, জীবন যাপন করেন। অনুরূপভাবে পচ্চেক বুদ্ধও গৃহবাস বন্ধন, পুত্র-কন্যা বন্ধন, জ্ঞাতি বন্ধন, বন্ধু-বান্ধব বন্ধন তথা সমস্ত কিছু ছিন্ন করে কেশ-শ্মশ্রু ছেদন ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্তে উপনীত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, জীবন যাপন করেন। এ অর্থে—রাজা বিজিত রাষ্ট্রকে ত্যাগ করার মতন খড়গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ করেন (রাজাৰ রট্ঠং ৰিজিতং পহায, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"নো চে লভেথ নিপকং সহাযং, সদ্ধিং চরং সাধুৰিহারি ধীরং।
রাজাৰ রট্ঠং ৰিজিতং পহায, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৩৩. অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদং, সেট্ঠা সমা সেৰিতব্বা সহাযা।
এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সহায় বা বন্ধুসম্পদ অবশ্যই প্রশংসা করব। নিজের সদৃশ অথবা নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠবন্ধুকে সেবা করা উচিত। এরূপ বন্ধু পাওয়া না গেলে অনবদ্যভোজী হয়ে খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর।

অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদন্তি। "অবশ্যই" (**অদ্ধা**তি) বলতে দৃঢ়বচন, নিঃসংশয় বচন, নিঃশঙ্কা বচন, নিশ্চিন্ত বচন, নিঃসন্দেহ বচন, নিশ্চয় বচন, সুনিশ্চিত বচন, অবিরুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য বচন এবং সন্দেহাতীত বচন—অদ্ধাতি। "সহায় বা বন্ধুসম্পদ" (**সহাযসম্পদ**ন্তি) বলতে যেই বন্ধু নির্দোষ শীলস্কন্ধে সমন্বিত হন, তাঁকে বন্ধুসম্পদ বলা হয়। যেই বন্ধু নির্দোষ সমাধিস্কন্ধে সমন্বিত হন, তাঁকে বন্ধুসম্পদ বলা হয়। যেই বন্ধু নির্দোষ প্রজ্ঞাস্কন্ধে সমন্বিত হন, তাঁকে বন্ধুসম্পদ বলা হয়। যেই বন্ধু নির্দোষ বিমুক্তিস্কন্ধে সমন্বিত হন, তাঁকে বন্ধুসম্পদ বলা হয়। **অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদ**ন্তি। বন্ধুসম্পদ অবশ্যই প্রশংসা করি, গুণ বর্ণনা করি, কীর্তন করি, সুখ্যাতি করি। এ অর্থে—বন্ধুসম্পদ অবশ্যই প্রশংসা করি (অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদং)।

সেট্ঠা সমা সেৰিতব্বা সহাযাতি। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন দ্বারা বন্ধু শ্রেষ্ঠ হয়। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তিজ্ঞান দর্শন দ্বারা বন্ধু সম বা সদৃশ হয়। শ্রেষ্ঠ ও সদৃশ বন্ধুকে সেবা করা কর্তব্য, ভজনা করা কর্তব্য, অনুসন্ধান করা কর্তব্য, সমাদর করা কর্তব্য, সম্মান করা কর্তব্য। এ অর্থে—সদৃশ অথবা শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে ভজনা করা উচিত (সেট্ঠা সমা সেৰিতব্বা সহাযা)।

এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজীতি। সাবদ্য (দোষযুক্ত) ভোজী পুদগলও যেমন রয়েছে, অনবদ্য ভোজী পুদগলও রয়েছেন। কারা সাবদ্যভোজী পুদগল? এক্ষেত্রে কোনো কোনো পুদগল কুহন, লপন, গণক, ভোজবাজি কর্ম, লাভের আশায় লোপুপতা, কাষ্ঠদান, বাঁশদান, পাত্রদান, পুষ্পদান, ফলদান, সাবানদান, চূর্ণদান, মৃত্তিকদান, দন্তকাষ্ঠদান, মুখধোয়ার জল দান, চাটুকর্ম, খোশামোদ, পরিভৃত্য, পীঠ মর্দন, বাস্তুবিদ্যা, তিরশ্চান (হীন) বিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দূতকর্ম, কেউ পাঠাইলে যাওয়া, সংবাদবাহক

কর্ম, বৈদ্যকর্ম, নবকর্ম, পিণ্ড প্রতিপিণ্ড (ভিক্ষার পরিবর্তে ভিক্ষা), দান-অনুপ্রদান (দানীয় সামগ্রী পুনঃ দান) দ্বারা অধর্মত উপায়ে লাভ করে, অর্জন করে, অধিগত করে, প্রাপ্ত হয়ে জীবন-ধারণ করে। এদেরকে বলা হয় সাবদ্য ভোজী পুদগল।

কারা অনবদ্য ভোজী পুদগল? এক্ষেত্রে কোনো কোনো পুদগল কুহন, লপন গণক, ভোজবাজি কর্ম, লাভের আশায় লোপুপতা, কাষ্ঠদান, বাঁশদান, পাত্রদান, পুষ্পদান, ফলদান, সাবানদান, চূর্ণদান, মৃত্তিকদান, দন্তকাষ্ঠদান, মুখধোয়ার জল দান, চাটুকর্ম, খোশামোদ, পরিভৃত্য, পীঠ মর্দন, বাস্তুবিদ্যা, তিরশ্চান (হীন) বিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দূতকর্ম, কেউ পাঠাইলে যাওয়া, সংবাদবাহক কর্ম, বৈদ্যকর্ম, নবকর্ম, পিণ্ড প্রতিপিণ্ড (ভিক্ষার পরিবর্তে ভিক্ষা), দান-অনুপ্রদান (দানীয় সামগ্রী পুনঃদান) না দিয়ে ধর্মত উপায়ে লাভ করেন, অর্জন করেন, অধিগত করেন, ভোগ করেন এবং প্রাপ্ত হয়ে জীবন ধারণ করেন। এদেরকে বলা হয় অনবদ্যভোজী পুদ্গল।

এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজীতি। এরূপ অনবদ্যভোজী পুদগল লাভ, অর্জন, অধিগত, সাক্ষাৎ এবং প্রাপ্ত না হলে—এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

''অদ্ধা পসংসাম সহাযসম্পদং, সেট্ঠা সমা সেৰিতব্বা সহাযা।
এতে অলদ্ধা অনৰজ্জভোজী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো''তি॥

**১৩৪. দিস্বা সুৰণ্ণস্স পভস্সরানি, কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানি।
সঙ্ঘট্টযন্তানি দুবে ভুজস্মিং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : স্বর্ণকার-পুত্র কর্তৃক সুনির্মিত প্রভাস্বর স্বর্ণালংকার এক হাতে দুখানি পরিধান করলে সংঘর্ষিত হয়, ইহা দেখে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

"**দিস্বা সুৰণ্ণস্স পভস্সরানী**তি" বলতে দর্শন করে, নিরীক্ষণ করে, অবলোকন করে, নিরূপণ করে, নির্ণয় করে, পর্যবেক্ষণ করে। "সুবর্ণের" (**সুৰণ্ণস্সা**তি) বলতে স্বর্ণের। "প্রভাস্বর" (**পভস্সরানী**তি) বলতে উজ্জ্বল, স্বচ্ছ বা পরিশোধিত। এ অর্থে—প্রভাস্বর স্বর্ণের অলংকার দেখে (দিস্বা সুৰণ্ণস্স পভস্সরানি)।

কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানীতি। সুবর্ণকারকে বলা হয় কর্মকারের পুত্র। "স্বর্ণকারপুত্র কর্তৃক সুনির্মিত"(**কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানী**তি) বলতে

স্বর্ণকারপুত্র কর্তৃক সুনির্মিত, উত্তমভাবে প্রস্তুতকৃত এবং আকর্ষণীয়রূপে তৈরি। এ অর্থে—স্বর্ণকারপুত্র কর্তৃক সুনির্মিত (কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানি)।

সঙ্ঘট্টযন্তানি দুৰে ভুজস্মিন্তি। হাতকে ভুজ বলা হয়। এক হাতে দুটি বালা পরলে যেমন সেগুলো সংঘর্ষিত হয়; ঠিক তেমনি সত্ত্বগণ তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা নিরয়ে সংঘর্ষিত হয়, তির্যগ্‌কুলে সংঘর্ষিত হয়, প্রেতকুলে সংঘর্ষিত হয়, মনুষ্যলোকে সংঘর্ষিত হয়, দেবলোকে সংঘর্ষিত হয় এবং গতি হতে গতিতে, উৎপত্তি হতে উৎপত্তিতে, প্রতিসন্ধি হতে প্রতিসন্ধিতে, ভব হতে ভবে, সংসার হতে সংসারে, পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্র হতে পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্রে ঘর্ষিত, সংঘর্ষিত, সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, (সে অবস্থায় তথায়) বিচরণ করে, অবস্থান করে, পরিভ্রমণ করে, বাস করে, দিনাতিপাত করে, জীবন যাপন করে, জীবন-ধারণ করে। এ অর্থে—সঙ্ঘট্টযন্তানি দুৰে ভুজস্মিং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"দিস্বা সুৰণ্ণস্স পভস্সরানি, কম্মারপুত্তেন সুনিট্ঠিতানি।
সঙ্ঘট্টযন্তানি দুৰে ভুজস্মিং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"॥

১৩৫. এৰং দুতীযেন সহা মমস্স, ৰাচাভিলাপো অভিসজ্জনা ৰা।
এতং ভযং আযতিং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : এরূপে, আমি আমার দ্বিতীয় কোনো সঙ্গীর সাথে হীন বাক্যালাপ করলে ভবিষ্যতে অনুরাগ উৎপন্ন হতে পারে; এই ভয় দর্শন করে খড়গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর।

এৰং দুতীযেন সহা মমস্সাতি। তৃষ্ণাও দ্বিতীয় হয়, পুদগলও দ্বিতীয় হয়। কিভাবে তৃষ্ণা দ্বিতীয় হয়? তৃষ্ণা বলতে রূপতৃষ্ণা... ধর্মতৃষ্ণা। যার এসব তৃষ্ণা অপ্রহীন, তাকে বলা হয় তৃষ্ণা দ্বিতীয়।

তণ্হাদুতিযো পুরিসো, দীঘমদ্ধান সংসরং।
ইত্থভাৰঞঞথাভাৰং, সংসারং নাতিৰত্ততীতি॥

অনুবাদ : তৃষ্ণা দ্বিতীয় পুরুষের সংসার পরিভ্রমণ সুদীর্ঘ হয়। ইহজীবনে তার সংসার অতিক্রম করা সম্ভব হয় না।

এরূপে তৃষ্ণা দ্বিতীয় হয়।

কিভাবে পুদগল দ্বিতীয় হয়? এক্ষেত্রে কেউ কেউ অর্থ, কারণ ব্যতিরেকে চঞ্চল ও অস্থিরচিত্তে এক বা দুইজনে একত্রিত হয়; দুই বা তিনজনে একত্রিত হয়, তিন বা চারজনে একত্রিত হয়। একত্রিত হয়ে বহু সারহীন, হীনকথা

বলে থাকে। যেমন : রাজ বিষয়ক কথা, চোর সম্বন্ধীয় কথা, মহামাত্য প্রাসঙ্গিক কথা, সৈন্য সম্পর্কিত কথা, ভয় বিষয়ক কথা, যুদ্ধ সম্পর্কিত কথা, অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-শয্যা সম্বন্ধীয় কথা, মালাগন্ধ কথা, জ্ঞাতি সম্বন্ধীয় কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ সর্ম্পকিত কথা, স্ত্রী-পুরুষ বিষয়ক কথা, দেবতা সম্বন্ধীয় কথা, শান বাঁধানো রাস্তা প্রসঙ্গে কথা, পুকুর ঘাটের মিথ্যা-জল্পনাকথা, পূর্বপ্রেত বিষয়ক কথা, নানানপ্রসঙ্গে নিরর্থক আলোচনা, জগৎ সম্বন্ধীয় কথা, সমুদ্র সম্পর্কিত কথা, এরূপে ভব-বিভব সম্বন্ধীয় কথা। এরূপে পুদগল দ্বিতীয় হয়। এ অর্থে—এরূপে আমার দ্বিতীয় বন্ধু (এৰং দুতীযেন সহা মমস্স)।

ৰাচাভিলাপো অভিসজ্জনা ৰাতি। বত্রিশ প্রকার হীনকথাকে বৃথা বাক্যালাপ বলা হয়। যেমন : রাজা বিষয়ক কথা, চোর সম্বন্ধীয় কথা, মহামাত্য প্রাসঙ্গিক কথা, সৈন্য সম্পর্কিত কথা, ভয় বিষয়ক কথা, যুদ্ধ সম্পর্কিত কথা, অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-শর্যাসন সম্বন্ধীয় কথা, মালাগন্ধ কথা, জ্ঞাতি সম্বন্ধীয় কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ সম্পর্কিত কথা, স্ত্রী-পুরুষ বিষয়ক কথা, দেবতা সম্বন্ধীয় কথা, শান বাঁধানো রাস্তা প্রসঙ্গে কথা, পুকুর ঘাটের মিথ্যা-জল্পনাকথা, পূর্বপ্রেত বিষয়ক কথা, নানানপ্রসঙ্গে নিরর্থক আলোচনা, জগৎ সম্বন্ধীয় কথা, সমুদ্র সম্পর্কিত কথা, ভব-বিভব সম্বন্ধীয় কথা। অনুরাগ বলতে দুই প্রকার অনুরাগ। যথা : তৃষ্ণা অনুরাগ, মিথ্যাদৃষ্টি অনুরাগ... ইহা তৃষ্ণা অনুরাগ... ইহা মিথ্যাদৃষ্টি অনুরাগ। এ অর্থে—বৃথাবাক্যালাপে অনুরাগ (ৰাচাভিলাপো অভিসজ্জনা ৰা)।

এতং ভযং আযতিং পেকখমানোতি। "ভয়" (**ভযন্তি**) বলতে জাতি ভয়, জরা ভয়, ব্যাধি ভয়, মরণ ভয়, রাজ ভয়, চোর ভয়, অগ্নি ভয়, জল ভয়, নিজের নিন্দাবাদ বা স্বীয় কুকর্ম দায়িত্ব নেওয়ার ভয়, পরনিন্দাবাদ ভয়, দণ্ড ভয়, দুর্গতি ভয়, ঊর্মি ভয়, কুমির ভয়, ঘূর্ণায়মান আবর্ত (ঘূর্ণিঝড়?) ভয়, কপটশত্রু ভয়, আজীবক (তীর্থিয় সন্ন্যাসী) ভয়, দোষারোপ ভয়, পরিষদ ভয়, (সভার মধ্যে কিছু বলতে উৎপন্ন ভয়), সুরামত্ততার ভয়, ভয়ানক ত্রাস-লোমহর্ষ এবং মানসিক উদ্বেগ ও শঙ্কা। "ভবিষ্যতের এরূপ ভয় দর্শন করে" (**এতং ভযং আযতিং পেকখমানো**তি) বলতে ভবিষ্যতের এরূপ ভয় দেখে, দর্শন করে, অবলোকন করে, নিরীক্ষণ করে, উপলব্ধি করে। এ অর্থে—ভবিষ্যতের এরূপ দর্শন করে খড়গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর (এতং ভযং আযতিং পেকখমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

''এৰং দুতীযেন সহা মমস্স, ৰাচাভিলাপো অভিসজ্জনা ৰা।
এতং ভযং আযতিং পেক্খমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো''॥

**১৩৬. কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমা, ৰিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তং।
আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : বিচিত্র, মধুর, মনোরম কামসমূহ নানারূপ ধারণ করে চিত্তকে আন্দোলিত করে। তাই পঞ্চকামগুণে আদীনব দর্শন করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমাতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম, ক্লেশকাম... এগুলোকে বলা হয় বস্তুকাম... এগুলোকে বলা হয় ক্লেশকাম। "বিচিত্র" (**চিত্রা**তি) বলতে নানাবর্ণের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামগুণে ভূষিত, রজনীয়। "মধুর" (**মধুরা**তি) সম্পর্কে ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামগুণে ভূষিত, রজনীয়। শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ... জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস... কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামগুণে ভূষিত, রজনীয়। হে ভিক্ষুগণ, এসবই পঞ্চকামগুণ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চকামগুণে যে সুখ, সৌমনস্য লাভ হয়; তাকে বলে কামসুখ, পাপিষ্ঠের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিতসুখ (পাপিষ্ঠের আনন্দ), পৃথগ্‌জনসুখ, অনার্যসুখ। তাই এসব অভ্যাস, চিন্তা ও বহুলীকরণ করা অনুচিত; 'এসব সুখে ভয় বিদ্যমান' আমি এরূপ বলি। এ অর্থে—কামা হি চিত্রা মধুরা। **মনোরমা**তি। "মন" (**মনো**তি) বলতে যা চিত্ত... তদুদ্ভূত মনোবিজ্ঞানধাতু। মন রমিত, অভিরমিত, আনন্দিত, তুষ্ট হয়—কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমা।

ৰিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তন্তি। নানাবর্ণের রূপ... স্পর্শে চিত্ত রমিত, তুষ্ট, আন্দোলিত হয়—ৰিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তং।

আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বাতি। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, কামের আদীনব কী? এ জগতে কুলপুত্র যেকোনো শিল্পস্থানে জীবিকা নির্বাহ করে, যেমন : মুদ্রা দ্বারা, গণনা দ্বারা, সংখ্যা অর্থাৎ হিসেব নিরূপণকার্য দ্বারা, কৃষিকার্য দ্বারা, বাণিজ্য দ্বারা, গোরক্ষা দ্বারা, ধনুবিদ্যা দ্বারা ও সরকারী চাকুরি দ্বারা ও বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কার্য সম্পাদনকালে, শীতের প্রকোপে পড়ে, গ্রীষ্মের উত্তাপে পুড়ে এবং ডাঁশ-মশা-বায়ু-

সরীসৃপাদির দংশনে পতিত হয়ে, ক্ষুধা-পিপাসায় মৃত্যুবরণ করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান (সন্দৃষ্টিক) দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি কুলপুত্রের এরূপ চেষ্টা, প্রয়াস, পরিশ্রম দ্বারা ভোগসম্পত্তি লাভ না হয়, তাহলে সে অনুশোচনা, অনুতাপ, পরিদেবন করে, বুক চাপড়ায়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়—"আমার চেষ্টা সফল হয়নি, আমার পরিশ্রম বিফল হয়েছে"। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই কুলপুত্রের এরূপ চেষ্টা, প্রয়াস, পরিশ্রম দ্বারা ভোগসম্পত্তি লাভ হয়। তাহলে সে ভোগসম্পত্তি রক্ষা করার সময় দুঃখ, দৌর্মনস্য প্রাপ্ত হয়—"আমার ভোগসম্পত্তি যাতে রাজা হরণ করতে না পারে, চোরে হরণ করতে না পারে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ না হয়, পানিতে ভেসে না যায়, অপ্রিয়জনেরা হরণ না করে।" তার এরূপে রক্ষিত, গোপিত সেই ভোগসম্পত্তি যখন রাজার অধিকারে চলে যায়, চোরে হরণ করে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, জলে তলিয়ে যায়, অপ্রিয়জনে হরণ করে; তখন সে অনুশোচনা অনুতাপ, পরিদেবন করে, বুক চাপড়ায়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়—"আমার যা ছিল, তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই"। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতে রাজার সাথে রাজা বিবাদ করে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে বিবাদ করে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে বিবাদ করে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে বিবাদ করে; মাতা পুত্রের সাথে, পুত্র মাতার সাথে, পিতা পুত্রের সাথে, পুত্র পিতার সাথে, ভাই বোনের সাথে, বোন ভাইয়ের সাথে, বন্ধু বন্ধুর সাথে বিবাদ করে। তারা সেরূপে কলহবিবাদাপন্ন হয়ে একে অন্যকে হাত, পাথর, দণ্ড, শস্ত্র দ্বারা আঘাত করে। তথায় মৃত্যুবরণ করে বা মৃত্যুসম দুঃখ ভোগ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদান কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতেই (সত্ত্বগণ) ঢাল-তলোয়ার গ্রহণ করে, তীর-ধনুক যোজনা করে উভয়ে সম্মিলিত হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তীর, বর্শা নিক্ষেপ করে, তলোয়ার

সঞ্চালন করে। তারা তথায় সেই তীর, বর্শা দ্বারা বিদ্ধ হয়; তলোয়ার দ্বারা মস্তক ছিন্ন হয়। তখন তারা মৃত্যুবরণ করে বা মৃত্যুসম দুঃখ ভোগ করে। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতে ঢাল-তলোয়ার গ্রহণ করে, তীর-ধনুক যোজনা করে, আদ্র লেপন করে উপকারীগণ উপস্থিত হয়। তারা পরস্পর তীর, বর্শা নিক্ষেপ করে, তলোয়ার সঞ্চালন করে। তথায় তারা তীর, বর্শায় বিদ্ধ হয়; তলোয়ার দ্বারা পরস্পরের মস্তক ছিন্ন করে। গোবর নিক্ষেপ করে, অধিকতর সৈন্য দ্বারা মর্দন করে। এতে তারা মৃত্যুবরণ করে বা মরণসম দুঃখ ভোগ করে। হে ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতে সিদ কাটে, গ্রাম লুঠ করে, এক এক গৃহ ঘেরাও করে লুঠ করে, পথে লুকিয়ে ডাকাতি করে, পরস্ত্রীর সাথে ব্যাভিচার করে। রাজা তাদেরকে বন্ধন করায়ে নানাবিধ শাস্তি প্রদান করে—কশাঘাত করায়, বেত্রাঘাত করায়, লাঠি দিয়ে পেটায়, হাত কাটায়... তলোয়ার দিয়ে মস্তক ছেদন করায়। তারা তথায় মৃত্যুবরণ করে বা মরণসম দুঃখ ভোগ করে থাকে। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, দৃশ্যমান দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ, কামহেতু, কামনিদান, কামাধিকরণ ও কামনার হেতুতে কায়দুশ্চরিত আচরণ করে, বাকদুশ্চরিত আচরণ করে, মনোদুশ্চরিত আচরণ করে। তারা কায় দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্য দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে, মন দ্বারা দুশ্চরিত আচরণ করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই কামের আদীনব, ভবিষ্যৎ দুঃখস্কন্ধ। যা কাম হেতু, কাম নিদানে, কামাধিকরণে ও কামনার হেতুতেই উৎপন্ন হয়।

আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বাতি। কামগুণসমূহে এই আদীনব দেখে, দর্শন করে, তুলনা, বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ, চিন্তা করে। এ অর্থে—আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"কামা হি চিত্রা মধুরা মনোরমা, ৰিরূপরূপেন মথেন্তি চিত্তং।
আদীনৰং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৩৭. ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৰো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতং।
এতং ভযং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : এই পঞ্চকামগুণে দুঃখ, গণ্ড, উপদ্রব, রোগ, শৈল্য, ভয় বিদ্যমান। এরূপ ভয় দর্শন করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৰো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতন্তি। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, ভয় কামের অধিবচন; দুঃখ... রোগ... গণ্ড... শৈল্য... সঙ্গ... পঙ্ক... গর্ভ কামের অধিবচন। কী কারণে ভয় কামের অধিবচন? ভিক্ষুগণ, যেহেতু কামরাগে অনুরক্ত, ছন্দরাগে আবদ্ধ (বিনিবদ্ধ) হয়ে বর্তমানের ভয় হতে মুক্তি পায় না, ভবিষ্যতের ভয় হতে মুক্তি পায় না। সেহেতু ভয় কামের অধিবচন। কী কারণে দুঃখ... রোগ... গণ্ড... শৈল্য... অনুরাগ... পঙ্ক... গর্ভ কামের অধিবচন? যেহেতু কামরাগে অনুরক্ত, ছন্দরাগে আবদ্ধ হয়ে বর্তমানের গর্ভ থেকে মুক্ত হয় না, ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে মুক্ত হয় না, সেহেতু গর্ভ কামের অধিবচন।"

ভযং দুকখঞ্চ রোগো চ, গণ্ডো সল্লঞ্চ সঙ্গো চ।
পঙ্কো গব্ভো চ উভযং, এতে কামা পৰুচ্চন্তি।
যত্থ সত্তো পুথুজ্জনো॥
ওতিণ্ণো সাতরূপেন, পুন গব্ভায গচ্ছতি।
যতো চ ভিকখু আতাপী, সম্পজঞ্ঞং ন রিচ্চতি॥
সো ইমং পলিপথং দুগ্গং, অতিক্কম্ম তথাৰিধো।
পজং জাতিজরূপেতং, ফন্দমানং অৰেকখতীতি॥
ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৰো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতং॥

অনুবাদ : ভয়, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, শৈল্য, সঙ্গ, পঙ্ক, গর্ভ এসবকে কাম বলা হয়, যাতে পৃথগ্‌জন আসক্ত হয়। মনোজ্ঞ রূপ দ্বারা উত্তীর্ণ হয়ে পুনঃগর্ভে গমন করে। যখন ভিক্ষু ধ্যানী, সম্প্রজ্ঞানী হয়ে এসবে অনুরক্ত হয় না তখন এই পলিপথ, দুর্গ অতিক্রম করে, জাতি-জরা পরিত্যাগ করে। আর তাতে স্ফন্দমান হয়ে অবস্থান করে না। এ অর্থে—ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৰো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতং॥

এতং ভযং কামগুণেসু দিস্বাতি। পঞ্চকামগুণে এই ভয় দেখে, দর্শন করে, তুলনা করে, বিবেচনা করে, চিন্তা করে, পর্যবেক্ষণ করে—এতং ভযং

কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

“ঈতী চ গণ্ডো চ উপদ্দৱো চ, রোগো চ সল্লঞ্চ ভযঞ্চ মেতং।
এতং ভযং কামগুণেসু দিস্বা, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো”তি॥

১৩৮. সীতঞ্চ উণ্হঞ্চ খুদং পিপাসং, ৱাতাতপে ডংসসরীসপে চ।
সব্বানিপেতানি অভিসম্ভৱিত্বা, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-পিপাসা, বায়ু-তাপ, ডাঁশ-মশা-সরীসৃপ এসবকে জয় করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

সীতঞ্চ উণ্হঞ্চ খুদং পিপাসন্তি। “শীত” (**সীত**ন্তি) দুটি কারণে শীত হয়। যথা : অভ্যন্তরস্থ ধাতুর প্রকোপে শীত হয়, বাহ্যিকভাবে ঋতুবশে শীত হয়। “উষ্ণ” (**উণ্হ**ন্তি) দুটি কারণে উষ্ণ হয়। যথা : অভ্যন্তরস্থ ধাতুর প্রকোপে উষ্ণ হয়, বাহ্যিকভাবে ঋতুবশে উষ্ণ হয়। ক্ষুধা বলতে ভোজনেচ্ছা। পিপাসা বলতে জল পিপাসা। এ অর্থে—সীতঞ্চ উণ্হঞ্চ খুদং পিপাসং।

ৱাতাতপে ডংসসরীসপে চাতি। “বাতাস” (**ৱাতা**তি) বলতে পূর্বদিক হতে প্রবাহিত বাতাস, পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, উত্তরদিক হতে প্রবাহিত বাতাস, দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, ধূলিযুক্ত বা দূষিত বাতাস, ধূলিমুক্ত বা নির্মল বাতাস, শীতল বাতাস, উষ্ণ বাতাস, অল্প বাতাস, প্রবল বাতাস, বিশুদ্ধ বাতাস, ডানার বাতাস, সুপর্ণ (বা সুপর্ণপক্ষী কর্তৃক সৃষ্ট) বাতাস, তালপাতার বাতাস, ব্যজনীর বাতাস। তাপ বলতে সূর্যতাপ। ডাঁশ বলতে পীতবর্ণের মক্ষিকা। সরীসৃপ বলতে সাপ। এ অর্থে—ৱাতাতপে ডংসসরীসপে চ।

সব্বানিপেতানি অভিসম্ভৱিত্বাতি। জয় করে, পরাভূত করে, পরাজিত করে, মর্দন করে—সব্বানিপেতানি অভিসম্ভৱিত্বা, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

“সীতঞ্চ উণ্হঞ্চ খুদং পিপাসং, ৱাতাতপে ডংসসরীসপে চ।
সব্বানিপেতানি অভিসম্ভৱিত্বা, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো”তি॥

১৩৯. নাগোৱ যূথানি ৱিৱজ্জযিত্বা, সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারো।
যথাভিরন্তং ৱিহরে অরঞ্ঞে, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পরিপূর্ণ পদুমী, বৃহদকায় নাগ (হস্তী) যেমন হস্তীপাল ত্যাগ করে অরণ্যে অবস্থান করে, তেমনি খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান

কর।

নাগোৰ যূথানি ৰিৰজ্জযিত্বাতি। নাগ বলতে হস্তীনাগ। পচ্চেক সম্বুদ্ধও নাগ। কী কারণে পচ্চেক সম্বুদ্ধ নাগ? পাপকর্ম সম্পাদন করেন না বলে নাগ, গমন করেন না বলে নাগ, আগমন করেন না বলে নাগ। কিভাবে সেই পচ্চেক বুদ্ধ পাপকর্ম সম্পাদন করেন না বলে নাগ? পাপকর্ম বলতে ক্লেশজনক অকুশল পাপধর্ম, পুনর্জন্মদায়ক ভয়ানক দুঃখবিপাক ও ভবিষ্যতের জন্ম-জরা-মরণ।

আগুং ন করোতি কিঞ্চি লোকে, সব্বসংযোগে ৰিসজ্জ বন্ধনানি।
সব্বত্থ ন সজ্জতি ৰিমুত্তো, নাগো তাদি পৰুচ্চতে তথত্তা॥

অনুবাদ : লোকে তিনি কোনো প্রকার পাপকর্ম করেন না, সর্বসংযোগ বন্ধন ছিন্ন করেন, সর্বত্র অনাসক্ত হয়ে বিমুক্ত হন। তাই তাকে নাগ বলা হয়। এভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ পাপকর্ম সম্পাদন করেন না বলে নাগ।

কিভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ গমন করেন না বলে নাগ? সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ ছন্দগতিতে গমন করেন না, দ্বেষগতিতে গমন করেন না, মোহগতিতে গমন করেন না, ভয়গতিতে গমন করেন না; রাগবশে গমন করেন না, দ্বেষবশে গমন করেন না, মোহবশে গমন করেন না, মানবশে গমন করেন না, মিথ্যাদৃষ্টিবশে গমন করেন না, ঔদ্ধত্যবশে গমন করেন না, বিচিকিৎসাবশে গমন করেন না, অনুশয়বশে গমন করেন না আর বর্গে, ধর্মে, গমনে, চলনে, বহনে (এসব) সংগ্রহ করেন না। এভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ গমন করেন না বলে নাগ।

কিভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ আগমন করেন না বলে নাগ? স্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা যেসব ক্লেশ প্রহীন হয়, সেসব ক্লেশে পুনঃ আগমন, পুনঃ অনুসরণ, প্রত্যাগমন করেন না। সকৃদাগামী মার্গ দ্বারা... অনাগামী মার্গ দ্বারা... অরহত্ত্ব মার্গ দ্বারা যেসব ক্লেশ প্রহীন হয়, সেসব ক্লেশে পুনঃ আগমন, পুনঃ অনুসরণ, প্রত্যাগমন করেন না। এভাবে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ আগমন করেন না বলে নাগ।

নাগোৰ যূথানি ৰিৰজ্জযিত্বাতি। সেই হস্তীনাগ যেমন হস্তীপাল ত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন করে একাকী অরণ্যে, বনমধ্যে বিচরণ করে, অবস্থান করেন... পচ্চেক সম্বুদ্ধও গণ ত্যাগ, বর্জন, পরিবর্জন করে একাকী অরণ্যে, বনপ্রান্তে, নির্জন শয়নাসনে, শব্দহীন, নিস্তব্ধ, নির্জনতাপূর্ণ, মনুষ্য হতে অনালোড়িত নির্জনস্থানে অবস্থান করেন। তিনি একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়নাসন গ্রহণ করেন, একাকী

গ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণে রত হন। এভাবে একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, চলা-ফেরা করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, জীবন যাপন করেন। এ অর্থে—নাগোৰ যূথানি ৰিৰজ্জযিত্বা।

সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারোতি। হস্তীনাগ যেমন সপ্তরত্ন বা অষ্টরত্নে সঞ্জাতস্কন্ধ হয়। ঠিক তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধ, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন স্কন্ধে সঞ্জাতস্কন্ধ হয়। হস্তীনাগ যেমন পদুমী, ঠিক তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও সপ্ত বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী। যথা- স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী, প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গপুষ্প দ্বারা পদুমী। হস্তী যেমন পরাক্রম, বল, শক্তি ও সুরে শ্রেষ্ঠ, তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনে শ্রেষ্ঠ—সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারো।

যথাভিরন্তং ৰিহরে অরঞ্ঞেতি। হস্তীনাগ যেমন যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করে। ঠিক তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন। প্রথম ধ্যান দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন, দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা... তৃতীয় ধ্যান দ্বারা... চতুর্থ ধ্যান দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন। মৈত্রী চিত্তবিমুক্তি দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন, করুণা... মুদিতা... উপেক্ষা চিত্তবিমুক্তি দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন। আকাশায়তন সমাপত্তি দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন, বিজ্ঞানায়তন... আকিঞ্চনায়তন... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞায়তন... নিরোধসমাপত্তি... ফলসমাপত্তি দ্বারা যথাভিরুচি অরণ্যে অবস্থান করেন—যথাভিরন্তং ৰিহরে অরঞ্ঞে, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

> ''নাগোৰ যূথানি ৰিৰজ্জযিত্বা, সঞ্জাতখন্ধো পদুমী উলারো।
> যথাভিরন্তং ৰিহরে অরঞ্ঞে, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো''তি॥

১৪০. অট্ঠানতং সঙ্গণিকারতস্স, যং ফস্সযে সামযিকং ৰিমুত্তিং।
আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্ম, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সঙ্গপ্রিয়তা অস্থান, যাঁর সংস্পর্শে সাময়িক বিমুক্তিমাত্র লাভ হয়। তাই আদিত্যবন্ধুর উপদেশ ধারণ করে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

অট্ঠানতং সঙ্গণিকারতস্স, যং ফস্সযে সামযিকং ৰিমুত্তিন্তি। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে আনন্দ, যতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষু সঙ্গ বা সহচরে অবস্থান করবে, সহচরে রত ও সহচরে অনুরক্ত হবে; গণে অবস্থান করবে, গণেরত ও গণে অনুরক্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নৈষ্ক্রম্যসুখ, প্রবিবেক-সুখ, উপশমসুখ, সম্বোধিসুখ লাভ করবে এবং সেই সুখের নিকামলাভী (তৃপ্তিলাভী বা সামান্য পরিশ্রমে কিছু লাভ করেছে এমন), অকৃচ্ছলাভী, অনায়াসে লাভী হবে—এই কারণ বিদ্যমান নেই। আনন্দ, যে ভিক্ষু একাকী গণ হতে নির্জনে অবস্থান করেন। সেই ভিক্ষুর আশা পূর্ণ হয়। এই যে নৈষ্ক্রম্যসুখ, প্রবিবেক-সুখ, উপশমসুখ, সম্বোধিসুখ; তার নিকামলাভী, অকৃচ্ছলাভী, অনায়াসে লাভী হবে—এই কারণ বিদ্যমান। হে আনন্দ, যতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষু সহচরে অবস্থান করবে, সহচরে রত ও সহচরে অনুরক্ত হবে; গণে অবস্থান করবে, গণে রত ও গণে অনুরক্ত হবে তাতে সাময়িক চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করবে মাত্র। তা অসাময়িক (বা স্থির) স্থির হবে—এ কারণ বিদ্যমান নেই। আনন্দ, যে ভিক্ষু একাকী, নির্জনে অবস্থান করে, সেই ভিক্ষুর আশা পূর্ণ হয়। সে সাময়িক চিত্তবিমুক্তি লাভ করে অবস্থান করবে, আর সেটা অসাময়িক, স্থির হবে; এ কারণ বিদ্যমান নেই। এ অর্থে—অট্ঠানতং সঙ্গণিকারতস্স, যং ফস্সযে সামযিকং ৰিমুত্তিং।

আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্মাতি। আদিত্য বলতে সূর্য। গোত্র দ্বারা তিনি গৌতম। গোত্র দ্বারা পচ্চেক বুদ্ধও গৌতম। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ সূর্যের গোত্রজ্ঞাতী, গোত্রবন্ধু। তাই পচ্চেক সম্বুদ্ধ আদিত্য বন্ধু। **আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্মা**তি। আদিত্য বন্ধুর বচন, বাক্য, দেশনা, অনুশাসন, উপদেশ শুনে, শ্রবণ করে, গ্রহণ করে, ধারণ করে, হৃদয়ঙ্গম করে—আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্ম, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"অট্ঠানতং সঙ্গণিকারতস্স, যং ফস্সযে সামযিকং ৰিমুত্তিং।
আদিচ্চবন্ধুস্স ৰচো নিসম্ম, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

[দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত]

তৃতীয় বর্গ

১৪১. দিট্ঠীৰিসূকানি উপাতিৰত্তো, পত্তো নিযামং পটিলদ্ধমগ্গো।
উপ্পন্নঞাণোম্হি অনঞ্ঞনেয্যো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রমকামী, সম্যক মার্গলাভী হয়ে (স্বীয়) উৎপন্ন জ্ঞানে নিজেকে পরিচালিত করে, খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

দিট্ঠিৰিসূকানি উপাতিৰত্তোতি। মিথ্যাদৃষ্টি বলতে বিশ প্রকার সৎকায়দৃষ্টিকে বলা হয়। এখানে অশ্রুতবান, পৃথগ্‌জন, আর্য অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ বা অপরিপক্ব, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত; রূপকে আত্মারূপে দর্শন করে, রূপকায়ে আত্মা, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা দর্শন করে; বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন করে, বেদনাকায়ে আত্মা, আত্মায় বেদনা, বেদনায় আত্মা দর্শন করে; সংজ্ঞাকে আত্মারূপে দর্শন, সংজ্ঞাকায়ে আত্মা, আত্মায় সংজ্ঞা, সংজ্ঞায়ে আত্মা দর্শন করে; সংস্কারকে আত্মারূপে দর্শন, সংস্কারকায়ে আত্মা, আত্মায় সংস্কার, সংস্কারে আত্মা দর্শন করে; বিজ্ঞানকে আত্মারূপে দর্শন করে, বিজ্ঞানকায়ে আত্মা, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করে। এরূপে যা দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিকান্তার, মতবাদসমূহের মধ্যে মতবেদ, আত্মপীড়ন বা আত্মনিগ্রহ করলে সাধনা সিদ্ধ হয় বলে মিথ্যাধারণা, দৃষ্টিসংযোজন গ্রহণ, প্রতিগ্রহণ, স্থাপন, ধারণ, কুমার্গ, মিথ্যাপথ, ভ্রান্তধারণা, ধর্মসম্প্রদায়গত গণ্ডী, বিপরীত ধারণা, অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যাধারণা, অযথার্থে যথার্থ গ্রহণ—যেরূপ বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি। ইহা মিথ্যাদৃষ্টি। **দিট্ঠিৰিসূকানি উপাতিৰত্তো**তি। মিথ্যাদৃষ্টি হতে মুক্ত, অতিক্রান্ত, সমতিক্রান্ত, অতিবাহিত। এ অর্থে—দিট্ঠীৰিসূকানি উপাতিৰত্তো।

পত্তো নিযামং পটিলদ্ধমগ্গোতি। সম্যক পথ বলতে চারি মার্গ; আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। চারি আর্য মার্গে সমন্নাগত সম্যক পথ প্রাপ্ত, সম্প্রাপ্ত, অধিগত, গৃহীত ও সাক্ষাৎকৃত। এ অর্থে—পত্তো নিযামং। **পটিলদ্ধমগ্গো**তি। লব্ধ মার্গ, প্রতিলব্ধ মার্গ, অধিগত মার্গ, প্রাপ্ত মার্গ, সম্প্রাপ্ত মার্গ।

উপ্পন্নঞাণোম্হি অনঞ্ঞনেয্যোতি। পচ্চেক সম্বুদ্ধের জ্ঞান উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, আবির্ভূত, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূত। "সকল সংস্কার অনিত্য" এই জ্ঞান উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, আবির্ভূত, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূত; "সকল সংস্কার দুঃখ"... "সকল ধর্ম অনাত্ম"... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তা সকল নিরোধধর্ম" এই

জ্ঞান উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, আবির্ভূত, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূত হয়—তাই উৎপন্ন জ্ঞান। **অনঞ্ঞনেয্যো**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ পরের দ্বারা চালিত নন, পরবিশ্বাসী নন, পর নির্ভরশীল নন, পরসুখাপেক্ষী নন বরং প্রত্যক্ষভাবে জানে, দেখে অবিমূঢ়, চিন্তাশীল ও বিবেচক হন। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা পরের দ্বারা চালিত, পরবিশ্বাসী, পরনির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে জানে, দেখে অবিমূঢ়, চিন্তাশীল ও বিবেচক হন। "সকল সংস্কার দুঃখ"... "সকল ধর্ম অনাত্ম"... যা কিছু সমুদয়ধর্মী, তা সকল নিরোধধর্ম" এটা পরের দ্বারা চালিত, পরবিশ্বাসী, পরনির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে জানে, দেখে অবিমূঢ়, চিন্তাশীল ও বিবেচক হন। এ অর্থে—উপ্পন্নঞাণোম্হি অনঞ্ঞনেয্যো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"দিট্ঠীৰিসূকানি উপাতিৰত্তো,
পত্তো নিযামং পটিলদ্ধমগ্গো।
উপ্পন্নঞাণোম্হি অনঞ্ঞনেয্যো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

**১৪২. নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসো, নিম্মক্খো নিদ্ধন্তকসাৰমোহো।
নিরাসসো সব্বলোকে ভৰিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : লোলুপতাহীন, প্রবঞ্চনাহীন, পিপাসাহীন, ম্রক্ষহীন, দোষমুক্ত, মোহমুক্ত এবং সকল লোকে আসক্তিহীন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসোতি। লোলুপতাকে বলা হয় তৃষ্ণাকে। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই লোলুপতা, তৃষ্ণা পচ্চেক সম্বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তজ্জন্য পচ্চেক সম্বুদ্ধ লোলুপতাহীন।

নিক্কুহোতি। তিন প্রকার কুহনবস্তু। যথা : প্রত্যয় প্রতিসেবন সম্ভূত কুহন বা কুহন বিষয়, ঈর্যাপথসম্ভূত কুহন, ঘোরানো কথা বিষয় কুহন। প্রত্যয় প্রতিসেবন সম্ভূত কুহন কিরূপ? এক্ষেত্রে গৃহপতিগণ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধ-পথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি দ্বারা ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করেন। সে পাপেচ্ছুক ও ইচ্ছাভিলাষী হয়ে আরও অধিক চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি লাভের আশায় সেসব চীবর, পিণ্ডপাত,

শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি প্রত্যাখ্যান করে। সে এরূপ বলে, "কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ চীবর"; শ্রমণ শ্মশানে, আবর্জনাস্তূপে, দোকানে পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র সংগ্রহ করে সংঘাটি তৈরি করে তা ব্যবহার করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ পিণ্ডপাত; শ্রমণ ভিক্ষালব্ধ আহার দ্বারা জীবন ধারণ করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ শয্যাসন; শ্রমণ বৃক্ষমূলে, শ্মশানে, খোলা আকাশে অবস্থান করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত। কী প্রয়োজন শ্রমণের এই মহার্ঘ ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি; শ্রমণ পুতিমুত্র, হরীতকী, খণ্ড দ্বারা ওষুধ তৈরি করে সেবন করবে, এটাই তার যথোপযুক্ত।" তদুপায়ে সে অনুন্নত চীবর পরিধান করে, অনুন্নত পিণ্ডপাত পরিভোগ করে, অনুন্নত শয্যাসন গ্রহণ করে, অনুন্নত ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য উপকরণাদি প্রতিসেবন করে। গৃহপতিগণ তাকে এরূপে জানেন—"এই শ্রমণ অল্পে সন্তুষ্ট, প্রতিবিক্ত বা নির্লিপ্ত, অসংশ্লিষ্ট, আরব্ধবীর্য, ধুতাঙ্গধারী" এরূপে বেশি বেশি চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন। সে এরূপ বলে, "তিনটি বিষয় বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করে থাকেন। যথা : (১) শ্রদ্ধা বিদ্যমানে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করেন, (২) দান-ধর্ম বা দানীয়বস্তু থাকলে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করেন, (৩) দাক্ষিণ্য বা দানের যোগ্য পাত্রের সম্মুখীন হলে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহু পুণ্য অর্জন করেন। তোমাদের শ্রদ্ধা আছে, দানীয় সামগ্রীও বিদ্যমান, প্রতিগ্রাহক হিসেবে আমিও আছি। যদি আমি গ্রহণ না করি, তাহলে তোমরা পুণ্য হতে বঞ্চিত হবে। যদিও এগুলো আমার প্রয়োজন নেই, তথাপি তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করণার্থে প্রতিগ্রহণ করছি।" এই উপায়ে সেই ভিক্ষু বহু চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহণ করে। যা এরূপ গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা প্রত্যয় প্রতিসেবন সম্ভূত কুহন।

ঈর্যাপথ সম্ভূত কুহন কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু পাপেচ্ছুক, ইচ্ছালোলুপ বা লোভী ও সম্মান অভিপ্রায়ী হয়, "এভাবে জনসাধারণ আমাকে মার্গফল লাভী মনে করবে" এই মতলবে গমনে সংযত হয়, দাঁড়ানে সংযত হয়, উপবেশনে সংযত হয়, শয়নে সংযত হয়; সংযতভাবে গমন করে, সংযতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, সংযতভাবে উপবেশন করে, সংযতভাবে শয়ন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো গমন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, সমাধিস্থ ব্যক্তির মতো উপবেশন করে, সমাধিস্থ ব্যক্তির

মতো শয়ন করে এবং পথে পথে বা প্রকাশ্যস্থানে ধ্যানে মগ্ন হয়। এরূপে ইর্যাপথের যা নির্ধারণ, স্থাপন, সংস্থাপন, গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা ইর্যাপথ সম্ভূত কুহন।

ঘোরানো কথা বিষয়ক কুহন কিরূপ? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু পাপেচ্ছকু, ইচ্ছালোলুপ বা লোভী ও সম্মান অভিপ্রায়ী হয়। "এভাবে জনসাধারণ আমাকে মার্গলাভী মনে করবে" এই মতলবে আর্যধর্ম-সন্নিশ্রিত বাক্য ভাষণ করে, "যিনি এরূপ চীবর পরিধান করেন, তিনি মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে; "যিনি এরূপ পাত্র ধারণ করেন... লোহপাত্র ধারণ করেন... ধর্মকরণ (জলপাত্র) ধারণ করেন... পরিবাসন (জলছাকনী) ধারণ করেন... চাবি ধারণ করেন... জুতা পায়ে দেন... কায়বন্ধনি (কটিবন্ধনি) পরিধান করেন... ভূষণ ধারণ করেন, সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে, "যার এরূপ উপাধ্যায় সেই শ্রমণ মহাশৈক্ষ্য" বলে প্রকাশ করে, "যার এরূপ আচার্য... এরূপ সমানুপধ্যায়... সমানাচার্য... মিত্র... বন্ধু... সঙ্গী... সহায় সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে, "যিনি এরূপ অর্ধচালযুক্ত ঘরে (অড়ঢযোগে) বাস করেন... প্রাসাদে বাস করেন... হর্মীয় বা বৃহৎ প্রাসাদে বাস করেন... গুহায় বাস করেন... পর্বতে (লেনে) বাস করেন... কুটিরে বাস করেন... কুটাগারে বাস করেন... অট্টে (উঁচু গৃহসদৃশ মাচাঙ) বাস করেন... তাবুতে (মালে) বাস করেন... পর্ণকুটিরে বাস করেন... উপস্থানশালায় বাস করেন... মণ্ডপে বাস করেন... বৃক্ষমূলে অবস্থান করেন, সেই শ্রমণ মহাশক্তির অধিকারী" বলে প্রকাশ করে।

অথবা কোরজিক কোরজিককে, ভ্রূকুটিক ভ্রূকুটিককে, কুহক কুহককে, লপক লপককে কথার মাধ্যমে বলে, "এই শ্রমণ এরূপ শান্ত বিহার সমাপত্তিলাভী" তাদৃশ গম্ভীর, গূঢ়, নিপুণ, প্রতিচ্ছন্ন, লোকোত্তর এবং শূন্যতা প্রতিসংযুক্ত কথা ভাষণ করে। যা এরূপ গর্ব, অহংকার, ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি—ইহা ঘোরানো কথা বিষয়ক কুহন। সেই পচ্চেক বুদ্ধের এই তিন কুহনবস্তু প্রহীন, সমুচ্ছিন্ন, ধ্বংস, উপশান্ত, উৎপত্তির অযোগ্য ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ অকুহক।

নিপ্পিপাসোতি। পিপাসাকে বলা হয় তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই পিপাসা, তৃষ্ণা পচ্চেক সম্বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তদ্ধেতু পচ্চেক সম্বুদ্ধ পিপাসাহীন—নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসো।

নিম্মক্খো নিদ্ধন্তকসাৰমোহোতি। "ম্রক্ষ" (**মক্খো**তি) বলতে যা ম্রক্ষ, কপটতা, ভণ্ডামি, নির্মমতা, নির্মমতাকার্য। "দোষ" (**কসাৰো**তি) বলতে রাগ দোষ, দ্বেষ দোষ, মোহ দোষ, ক্রোধ দোষ, শত্রুতা দোষ, নির্দয়তা দোষ, আক্রোশ... সকল অকুশলাভিসংস্কার দোষ। "অজ্ঞান" (**মোহোতি**) বলতে দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখসমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান, দুঃখ ধ্বংসকারী উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞান, অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান, অতীত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান। কার্য-কারণতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্মে অজ্ঞান। এরূপে যা অজ্ঞান, অদর্শন, অদক্ষতা, সত্য বিষয়ে অজ্ঞতা, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনতা, দুষ্টগাহন, বিচক্ষণতাহীন, উদ্দেশ্যহীনতা, বিবেচনা করতে অসামর্থ্য, অসতর্কতা, নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা, অসম্প্রজ্ঞান, মোহ, জ্ঞানহীনতা, হতবুদ্ধি, অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যা যোগ, অবিদ্যানুশয়, অবিদ্যার পূর্ব সংস্কার, অবিদ্যাখিল, মোহ, অকুশলমূল। পচ্চেক সম্বুদ্ধের সেসব নির্দয়তা, দোষ, মোহ পরিত্যক্ত, মুক্ত, অপসারিত, প্রহীন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, বিনাশ, উপশম, উৎপত্তির অযোগ্য এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ অস্মিতাহীন, আত্মশ্লাঘাহীন, অজ্ঞানতামুক্ত।

নিরাসসো সব্বলোকে ভৰিত্বাতি। আশাকে বলা হয় তৃষ্ণা। যা রাগ, সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। "সকললোক" (**সব্বলোকে**তি) বলতে সকল অপায়লোকে, সকল মনুষ্যলোকে, সকল দেবলোকে, সকল খন্ধলোকে, সকল ধাতুলোকে, সকল আয়তন লোকে। **নিরাসসো সব্বলোকে ভৰিত্বা**তি। সকল লোকে আসক্তিহীন, নিরাকাঙ্ক্ষিত, পিপাসাহীন। এ অর্থে—নিরাসসো সব্বলোকে ভৰিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

> "নিল্লোলুপো নিক্কুহো নিপ্পিপাসো,
> নিম্মক্খো নিদ্ধন্তকসাৰমোহো।
> নিরাসসো সব্বলোকে ভৰিত্বা,
> একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৪৩. পাপং সহাযং পরিৰজ্জযেথ, অনত্থদস্সিং ৰিসমে নিৰিট্ঠং।
সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পাপীবন্ধু পরিত্যাগ কর, মিথ্যাদৃষ্টিদর্শী দুশ্চরিতে নিবিষ্ট। আসক্তিতে ও প্রমত্ততায় নিজে অভ্যস্ত না হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ করবে।

পাপং সহাযং পরিৰজ্জযেথাতি। যে বন্ধু দশ প্রকারের মিথ্যাদৃষ্টিতে সমন্নাগত তাকে বলে পাপীবন্ধু। যেমন : দান নেই, যজ্ঞ নেই, হুত (পূজা) নেই, সুকর্মের ফল এবং দুষ্কর্মের বিপাক নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই, মাতা নেই, পিতা নেই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নেই, জগতে সম্যকগত ও সম্যক প্রতিপন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই, যে ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাত করে, প্রচার করে (পবেদেন্তী)—এরা পাপীবন্ধু। পাপীবন্ধু পরিত্যাগ কর। পাপীবন্ধুকে ত্যাগ করবে এবং পরিত্যাগ করবে—পাপং সহাযং পরিৰজ্জযেথ।

অনত্থদস্সিং ৰিসমে নিৰিট্ঠন্তি। যে বন্ধু দশ প্রকারের মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা সমন্নাগত তাকে বলে মিথ্যাদৃষ্টিদর্শী। যেমন : দান নেই, যজ্ঞ নেই... যে ইহলোক এবং পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাত করে, প্রকাশ করে। "দুশ্চরিতে নিবিষ্ট" (**ৰিসমে নিৰিট্ঠ**ন্তি) বলতে দুশ্চরিত কায়কর্মে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত বাককর্মে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত মনোকর্মে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত প্রাণিহত্যায় নিবিষ্ট, দুশ্চরিত চুরিকর্মে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত মিথ্যাকামাচারে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত মিথ্যাবাক্যে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত পিশুনবাক্যে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত কর্কশবাক্যে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত সম্প্রলাপবাক্যে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত অভিধ্যায় নিবিষ্ট, দুশ্চরিত ব্যাপাদে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত মিথ্যাদৃষ্টিতে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত সংস্কারে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত পঞ্চকামগুণে নিবিষ্ট, দুশ্চরিত পঞ্চনীবরণে নিবিষ্ট, বিশেষভাবে নিবিষ্ট, প্রতিষ্ঠিত, জড়িত, উপগত, অভিনিবিষ্ট, অধিমুক্ত। এ অর্থে—অনত্থদস্সিং ৰিসমে নিৰিট্ঠং।

সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তন্তি। "আসক্ত" (**পসুত**ন্তি) বলতে যারা কাম অন্বেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্‌সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্‌প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ অন্বেষণ করে, অনুসন্ধান করে, গবেষণা করে তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্‌সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্‌প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ অন্বেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্‌সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্‌প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ প্রতিলাভ করে তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্‌সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্‌প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত... শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ প্রতিলাভ করে তদনুরূপ, তদ্‌বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্‌সদৃশ, তদুপযোগী,

তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ অনুভব করে তদনুরূপ, তদ্বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত..শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ অনুভব করে তদনুরূপ, তদ্বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যেমনঃ কলহকারী কলহ অন্বেষী হয়, কর্মকারী কার্যান্বেষী হয়, গোচরে বিচরণকারী গোচর অন্বেষী হয় এবং ধানী ধ্যানান্বেষী হয়; ঠিক এভাবেই যারা কাম অন্বেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তদনুরূপ, তদ্বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ অন্বেষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তদনুরূপ, তদ্বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ তদনুরূপ, তদ্বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ প্রতিলাভ করে তদনুরূপ, তদ্বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত..শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ প্রতিলাভ করে তদনুরূপ, তদ্বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। যারা তৃষ্ণাবশে রূপ অনুভব করে তদনুরূপ, তদ্বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। শব্দ... গন্ধ... রস... স্পর্শ তদনুরূপ, তদ্বহুল, তদুপযুক্ত, তদ্সদৃশ, তদুপযোগী, তদ্প্রবর, তদধিমুক্ত ও তদধিপ্রত্যয়, তারাই কামাসক্ত বা কামানুরক্ত। **পমত্ত**ন্তি। প্রমাদ বলতে কায়দুশ্চরিত, বাকদুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত, পঞ্চকামগুণে চিত্তের বশ্যতা স্বীকার ও বশ্যতা স্বীকার উপাদান, কুশল ধর্মসমূহের ভাবনায় অসাক্ষাৎকরণ, একাগ্রহীনতা, অসমাপ্তকরণ, আলস্য পরায়ণতা, ছন্দহীনতা, অসহিষ্ণুতা, অনভ্যস্থতা, অননুশীলন, অবহুলীকরণ, অনধিষ্ঠান ও অননুযোগ, যা এরূপ প্রমাদ, অসাবধানতা এবং অমনোযোগীতা—ইহাকে বলে প্রমাদ।

সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তন্তি। আসক্তি ও প্রমত্ততায় নিজে অভ্যস্ত হবে না, নিজেকে নিযুক্ত করবে না, অনুগত্য করবে না, নিয়োজিত করবে না, সংসর্গিত করবে না, সংযুক্ত করবে না এবং আচরণ, সমাচরণ ও গ্রহণে

অভ্যস্ত হবে না। এ অর্থে—সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"পাপং সহাযং পরিৰজ্জযেথ, অনত্থদস্সিং ৰিসমে নিৰিট্ঠং।
সযং ন সেৰে পসুতং পমত্তং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

**১৪৪. বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথ, মিত্তং উলারং পটিভানৰন্তং।
অঞ্ঞায অত্থানি ৰিনেয্য কঙ্খং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : শ্রেষ্ঠ, প্রতিভাবান, বহুশ্রুত ও ধর্মধারী বন্ধুকে সেবা কর, সন্দেহ বা শঙ্কা ধ্বংস করে মঙ্গলবিষয়াদি জ্ঞাত হয়ে, খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথাতি। শ্রুতধর ও ধর্মধারী বন্ধু বহুশ্রুত হয়। যে ধর্মসমূহ আদিকল্যাণ, মধ্যেকল্যাণ এবং অন্তেকল্যাণ; যা অর্থ-ব্যঞ্জনসহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রতিপালনের উপযোগী; তারা সেরূপ ধর্ম জ্ঞাত, কথিত, পরিচিত, মন দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারিত এবং দৃষ্টি দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়ে বহুশ্রুত হন। "ধর্মধর" (**ধম্মধর**ন্তি) বলতে যিনি ধর্মকে ধারণ করেন—সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভূতধর্ম ও বেদল্যকে। **বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথা**তি। বহুশ্রুত ধর্মধারী বন্ধুকে সেবা কর, ভজনা কর, উপাসনা কর, সংসর্গ (বা মান্য) কর এবং অনুসরণ কর। এ অর্থে—বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথ।

মিত্তং উলারং পটিভানৰন্তন্তি। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বন্ধু হন। "প্রতিভাবান" (**পটিভানৰন্ত**ন্তি) বলতে তিন প্রকার প্রতিভাবান। যথা : ১. পরিয়ত্তি প্রতিভাবান, ২. প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাবান, ৩. অধিগম প্রতিভাবান। পরিয়ত্তি প্রতিভাবান কিরূপ? এক্ষেত্রে কেউ কেউ বুদ্ধের বচন যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্যে সুশিক্ষিত হন এবং পরিয়ত্তিকে আশ্রয় করে তাঁর (জ্ঞান) প্রতিভাত হয়—ইনি পরিয়ত্তি প্রতিভাবান। প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাবান কিরূপ? এক্ষেত্রে কেউ কেউ নিজস্বার্থে, ন্যায়ে, লক্ষণে, কারণে ও স্থানে-অস্থানে জিজ্ঞাসিত হন। সেই প্রশ্নকে নিশ্রয় করে তাঁর (জ্ঞান) প্রতিভাত হয়—ইনি প্রতিজিজ্ঞাসা প্রতিভাবান। অধিগম প্রতিভাবান কিরূপ? এক্ষেত্রে কেউ কেউ চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চারি আর্যমাগ, চারি

শ্রামণ্যফল, চারি প্রতিসম্ভিদা এবং ষড়াভিজ্ঞা অধিগত করেন। তাঁর অর্থ জ্ঞাত হয়, ধর্ম জ্ঞাত হয়, নিরুক্তি জ্ঞাত হয়। অর্থ জ্ঞাত হয়ে অর্থ প্রতিভাত হয়, ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্ম প্রতিভাত হয়, নিরুক্তি জ্ঞাত হয়ে নিরুক্তি প্রতিভাত হয়। এই তিন প্রকার (জ্ঞানে) জ্ঞানই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ এই প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদায় উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উৎপন্ন ও সমন্নাগত হন। তদ্ধেতু পচ্চেক সম্বুদ্ধ প্রতিভাবান। যার পরিয়ত্তি, প্রতিজিজ্ঞাসা ও অধিগম নেই; তার কীই-বা প্রতিভাত হবে?—মিত্তং উল্লারং পটিভানৰন্তং।

অঞ্ঞায অত্থানি ৰিনেয্য কঙ্খন্তি। আত্মহিত, পরহিত, উভয়হিত, ইহলোকহিত, পরলোকহিত এবং পরমার্থহিত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে, অভিজ্ঞাত হয়ে জানে, তুলনা বা ধারণা করে, বিচার করে, বিবেচনা করে ও সুনিশ্চিত করে (সমস্ত) সন্দেহ বা শঙ্কা বিদূরীত কর, অপসারণ কর, ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর। এ অর্থে—অঞ্ঞায অত্থানি ৰিনেয্য কঙ্খং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"বহুস্সুতং ধম্মধরং ভজেথ, মিত্তং উল্লারং পটিভানৰন্তং।
অঞ্ঞায অত্থানি ৰিনেয্য কঙ্খং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৪৫. খিড্ডং রতিং কামসুখঞ্চ লোকে, অনলঙ্করিত্বা অনপেকখমানো।
ৰিভূসট্ঠানা ৰিরতো সচ্চৰাদী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : জগতে ক্রীড়ায় আনন্দ এবং কামসুখে সজ্জিত (বা নিমজ্জিত) না হয়ে অদর্শনকারী বা অনপেক্ষী হও। বিভূষণস্থান হতে বিরত হয়ে সত্যবাদী হয়ে খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

খিড্ডং রতিং কামসুখঞ্চ লোকেতি। "ক্রীড়া" (**খিড্ডা**তি) বলতে দুই প্রকার ক্রীড়া। যথা : কায়িক ক্রীড়া ও বাচনিক ক্রীড়া... ইহাই কায়িক ক্রীড়া... ইহাই বাচনিক ক্রীড়া। "আনন্দ" (**রতী**তি) বলতে অনুৎকণ্ঠিতাধিবচন—ইহাই আনন্দ বা রতি। **কামসুখ**ন্তি। ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয়, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ... ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ... জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস... কায় বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও রজনীয়। ভিক্ষুগণ, ইহাই পঞ্চকামগুণ; এই পঞ্চকামগুণের কারণে যে সুখ সৌমনস্য উৎপন্ন হয়,

এটাকে বলে কামসুখ"। "লোকে" (**লোকে**তি) বলতে মনুষ্যলোকে—খিড্ডং রতিং কামসুখঞ্চ লোকে।

অনলঙ্করিত্বা অনপেকখমানোতি। জগতে ক্রীড়া, আনন্দ ও কামসুখে সজ্জিত (বা নিমজ্জিত) না হয়ে অনপেক্ষী হয়ে তা ত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, অপনোদন কর এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর। এ অর্থে—অনলঙ্করিত্বা অনপেকখমানো।

ৰিভূসট্ঠানা ৰিরতো সচ্চৰাদীতি। "বিভূষণ" (**ৰিভূসা**তি) বলতে দুই প্রকার বিভূষণ—গৃহীর বিভূষণ এবং প্রব্রজিতের বিভূষণ। গৃহীর বিভূষণ কিরূপ? চুল, দাড়ি, মালা, গন্ধ, বিলেপন, আভরণ, অলংকার, বস্ত্র, শয়নাসন, বেষ্টন, (শরীর) মর্দন, পরিমর্দন, ধৌতকরণ, মাজন, দর্পন, অঞ্জন বা কাজল, সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন, পাউডার, মুখচূর্ণ (সাবান), হস্তবন্ধন, শিরবন্ধন (বা যোগী ঋষিদের মস্তকোপরি চুলের ঝুঁটিবন্ধন), দণ্ডনালি (দণ্ডং নালিকং), তলোয়ার, ছত্র, টুপি, জুতা, পাগড়ি, রত্ন, চামরের পাখা, সাদা রঙ্গের পোশাক এবং লম্বা সুতা—এগুলো গৃহীর বিভূষণ।

প্রব্রজিতের বিভূষণ কিরূপ? চীবর পরিধান, পাত্র ধারণ, শয়নাসন প্রস্তুত করা, অথবা এই ঘৃণিতদেহের বাহ্যিক উপকরণের মণ্ডন, বিভূষণ, সজ্জিত, অলংকার ও সুগন্ধি ত্যক্ত, বিহীন এবং চপলতাত্যক্ত, চপলতাহীন—এগুলো প্রব্রজিতের বিভূষণ।

"সত্যবাদী" (**সচ্চৰাদী**তি) বলতে জগতের প্রত্যেক সম্বুদ্ধ সত্যবাদী, বিশ্বস্তবাদী, ন্যায়পরায়ণ, যথার্থবাদী ও অভিসংবাদী, তিনি বিভূষণ স্থান হতে দূরে, বিরত, প্রতিবিরত, নিষ্ক্রান্ত, মুক্ত, বিমুক্ত এবং বিসংযুক্ত হয়ে উন্মুক্ত চিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে—ৰিভূসট্ঠানা ৰিরতো সচ্চৰাদী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

> ''খিড্ডং রতিং কামসুখঞ্চ লোকে, অনলঙ্করিত্বা অনপেকখমানো।
> ৰিভূসট্ঠানা ৰিরতো সচ্চৰাদী, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো''তি॥

১৪৬. পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরং, ধনানি ধঞ্ঞানি চ বন্ধৰানি।
হিত্বান কামানি যথোধিকানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র, ধন-ধান্য ও বন্ধুসহ যাবতীয় কাম পরিত্যাগ করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরন্তি। "পুত্র" (**পুত্তা**তি) বলতে চার প্রকার পুত্র;

যথা : (১) আত্মজ পুত্র (স্বীয় ঔরসজাত পুত্র), (২) ক্ষেত্রজ পুত্র,[১] (৩) দণ্ডক পুত্র (প্রদত্ত বা পালিত পুত্র) এবং (৪) শিষ্যরূপ পুত্র[২]। ভার্যাকে বলে পত্নী। "পিতা" বলতে যা সেই জনক। "মাতা" বলতে যা সেই জননী। এ অর্থে—মাতাপিতা এবং স্ত্রী-পুত্র" (পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরং)।

ধনানি ধঞ্ঞানি চ বন্ধৰানীতি। হিরণ্য, সুবর্ণ, মুক্তা, মনি, বৈদুর্যমণি বা মূল্যবান পাথর (বেলুরিয়া) শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, রক্তবর্ণ মূল্যবান পাথর বা লালবর্ণ কবরমণি (মসারগল্লং)—এগুলোকে বলা হয় ধন। পূর্ব অন্ন এবং অপর অন্নকে ধান্য বলা হয়। পূর্ব অন্নের নাম, যেমন : শালি, বীহি, যব, গোধূম, কঙ্গু, বরবা বা কদ্রুসক (কুদ্রূসকো) প্রভৃতি। অপর অন্নের নাম হচ্ছে সূপ বা সূপেয্যাদি। **বন্ধৰানী**তি। চার প্রকার বান্ধব বা বন্ধু; যথা : জ্ঞাতিবান্ধব বা বন্ধু, গোত্রবান্ধব বা বন্ধু, মিত্রবান্ধব বা বন্ধু এবং শিল্পবান্ধব বা পুত্র—ধনানি ধঞ্ঞানি চ বন্ধৰানি।

হিত্বান কামানি যথোধিকানীতি। "কাম" (**কামা**তি) বলতে বিভাগ অনুযায়ী কাম দুই প্রকার। যথা : বস্তুকাম এবং ক্লেশকাম... এগুলোকে বলা হয় বস্তুকাম... এগুলোকে বলা হয় ক্লেশকাম। **হিত্বান কামানী**তি। বস্তুকামসমূহ পরিজ্ঞাত হয়ে, ক্লেশকামসমূহ ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিদূরীত করে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। **হিত্বান কামানি যথোধিকানী**তি। স্রোতাপত্তি মার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়, সেই ক্লেশ পুনরাগমন হয় না, পুনরায় উৎপন্ন হয় না বা ফিরে আসে না এবং প্রত্যাগমন হয় না; সকৃদামাগীমার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়... অনাগামীমার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয়... এবং অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা যে ক্লেশ প্রহীন হয় সেই ক্লেশ পুনরাগমন হয় না, ফিরে আসে না এবং প্রত্যাগমন হয় না। এ অর্থে—হিত্বান কামানি যথোধিকানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

> "পুত্তঞ্চ দারং পিতরঞ্চ মাতরং, ধনানি ধঞ্ঞানি চ বন্ধৰানি।
> হিত্বান কামানি যথোধিকানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

---

[১] যে অপুত্রক স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতিতে পরপুরুষের সাথে সহবাস করে যে পুত্রসন্তান জন্ম দেয় সেই পুত্রসন্তানকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়।

[২] যে গুরু যেই শিষ্যকে পুত্রস্নেহে নিজগৃহে বাস করিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, সেই পুত্রকে শিষ্যরূপ পুত্র বলা হয়।

১৪৭. সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যং, অপ্পস্সাদো দুক্খমেত্থ ভিয্যো।
গলো এসো ইতি ঞত্বা মতিমা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : এই মিলন ক্ষণিক সুখদায়ী, অল্প আস্বাদসম্পন্ন তবে অনাগতে অতিমাত্রায় দুঃখ প্রদায়ী; বন্ধন বিশেষ। জ্ঞানী ইহা জ্ঞাত হয়ে খড়গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ করে।

সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যন্তি। মিলন, অনুরাগ, স্পর্শ, সংলগ্ন, বন্ধন এগুলো পঞ্চকামগুণের অধিবচন। অল্পসুখ সম্বন্ধে ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "হে ভিক্ষুগণ, এ জগতে পাঁচ প্রকার কামগুণ বিদ্যমান। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয় এবং কামগুণ সম্বন্ধযুক্ত। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ ইষ্ট... ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধ ইষ্ট... জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস... কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয় এবং কামগুণ সম্বন্ধযুক্ত। হে ভিক্ষুগণ, এগুলো পঞ্চকামগুণ। এই পঞ্চকামগুণের প্রত্যয়ে যে সুখ, সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, সেটাকে বলা হয় কামসুখ। এই কামসুখ অল্প, সামান্য, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য, কিঞ্চিৎ। এ অর্থে—এই মিলন ক্ষণিক সুখদায়ী (সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যং)।

অপ্পস্সাদো দুক্খমেত্থ ভিয্যোতি। অল্পআস্বাদযুক্ত কাম সম্বন্ধে ভগবান এরূপ বলেছেন : এ কামে বহু দুঃখ, বহু হা-হুতাশ এবং অত্যধিক উপদ্রব বিদ্যমান। কাম অস্থিকঙ্কাল সদৃশ, (সর্ব সাধারণের পরিভোগ্য বলে কাম) মাংসপেশী তুল্য, (তেজেই দগ্ধ করে বলে) তৃণ-মশাল সদৃশ, (মহাতাপ প্রদান করে বলে) অঙ্গার গর্ত ন্যায়, (ক্ষণিক সুখ প্রদান করে বলে) স্বপ্ন তুল্য, (যখন-তখন চরিতার্থ করতে হয় বলে) যাচকের সদৃশ, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল করণার্থে) বৃক্ষফল সম, (অনুরাগে উত্তেজিত করে বলে) অসি-শেল সদৃশ, (কাম-বাণে বিদ্ধ করে বলে) শক্তি-শেল তুল্য, (বিপজ্জনক বলে) সর্পশির সদৃশ। এরূপে ভগবান কামে বহুদুঃখ, বহু হা-হুতাশ ও বহু উপদ্রপ বিদ্যমান বলেছেন। এ অর্থে—কাম অল্পস্বাদযুক্ত, বহু দুঃখপ্রদায়ী (অপ্পস্সাদো দুক্খমেত্থ ভিয্যো)।

গলো এসো ইতি ঞত্বা মতিমাতি। "বন্ধন" বলতে অনুরাগ, স্পর্শ, সংলগ্ন, সংযোগ, বন্ধনী—এগুলো পঞ্চকামগুণের অধিবচন। "ইহা" (**ইতী**তি) বলতে পদসন্ধি, পদসংসর্গ, পদের পূর্ণতা বা উপসর্গ, অক্ষর সম্বন্ধ বিশেষ এবং শব্দের পর্যায়ানুক্রম। এ অর্থে—ইহা (ইতীতি)। "জ্ঞানী" (**মতিমা**তি) বলতে পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও মেধাবী। **গলো এসো ইতি ঞত্বা মতিমা**তি। জ্ঞানী মিলন, অনুরাগ, স্পর্শ, সংলগ্ন,

সংযোগ, বন্ধন জ্ঞাত হয়ে, জেনে, বিবেচনা করে, বিচার করে, নিরূপণ করে, নির্ণয় করে। এ অর্থে—গণ্ডো এসো ইতি ঞত্বা মতিমা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"সঙ্গো এসো পরিত্তমেত্থ সোখ্যং, অপ্পস্সাদো দুক্খমেত্থ ভিয্যো।
গণ্ডো এসো ইতি ঞত্বা মতিমা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

**১৪৮. সন্দালযিত্বান সংযোজনানি, জালংৰ ভেত্বা সলিলম্বুচারী।
অগ্গীৰ দড্ঢং অনিৰত্তমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : জলে বিচরণরত মৎস্য যেমন জাল ভেদ করে পুনরায় জালের মধ্যে এবং অগ্নি দগ্ধস্থানে প্রত্যাবর্তন করে না; তেমনি সকল সংযোজন ধ্বংস করে খড়্গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর।

সন্দালযিত্বান সংযোজনানীতি। "সংযোজন" (সংযোজনানি) বলতে দশ প্রকার সংযোজন; যথা : কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন, মান সংযোজন, মিথ্যাদৃষ্টি সংযোজন, বিচিকিৎসা সংযোজন, শীলব্রত-পরামর্শ সংযোজন, ভবরাগ সংযোজন, ঈর্ষা সংযোজন, মাৎসর্য সংযোজন, অবিদ্যা সংযোজন। "সংযোজন ধ্বংস করে" (**সন্দালযিত্বান সংযোজনানী**তি) বলতে দশ প্রকার সংযোজন বিদীর্ণ, ধ্বংস, ত্যাগ, পরিত্যাগ, বিনাশ, সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি করে। এ অর্থে—সকল সংযোজন ধ্বংস করে (সন্দালযিত্বান সংযোজনানি)।

জালংৰ ভেত্বা সলিলম্বুচারীতি। সূতার জালকে জাল বলা হয়। সলিলকে জল বলা হয়। (জলচারী) মাছকে মৎস্য বলা হয়। মৎস্য যেমন জাল ভেদ, বিদীর্ণ, ছেদন, ছিদ্র করে এবং ছিঁড়ে ফেলে বিচরণ করে, ঘুরে বেড়ায়, অবস্থান করে, বাস করে, যাপন করে। এভাবে জাল দুই প্রকার; যথা : তৃষ্ণাজাল ও মিথ্যাদৃষ্টিজাল... ইহা তৃষ্ণাজাল... ইহা মিথ্যাদৃষ্টিজাল। পচ্চেক বুদ্ধের তৃষ্ণাজাল প্রহীন, মিথ্যাদৃষ্টিজাল পরিত্যক্ত। তৃষ্ণাজাল প্রহীনকালে, মিথ্যাদৃষ্টিজাল পরিত্যাগকালে সেই পচ্চেক বুদ্ধ রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে, ধর্মে, দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত-বিজ্ঞাতে, সমস্ত ধর্মে আসক্ত হন না, অনুরক্ত হন না, আবদ্ধ হন না, সংলগ্ন হন না। বরং সেসব হতে নিষ্ক্রান্ত হন, নির্গত হন, বিমুক্ত হন, অজ্ঞাত এবং মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন। এ অর্থে—জলে বিচরণরত মৎস্য জাল ভেদ করে (জালংৰ ভেত্বা সলিলম্বুচারী)।

অগ্গীৰ দড্ঢং অনিৰত্তমানোতি। যেমন অগ্নি যে তৃণকাষ্ঠ দগ্ধ করে চলে

যায়, সেখানে আর প্রত্যাবর্তন করে না; ঠিক একইভাবে পচ্চেক বুদ্ধগণের স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা যে ক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, সেই ক্লেশ পুনর্বার আগমন করে না, এগিয়ে আসে না, ফিরে আসে না। সকৃদাগামীমার্গের... অনাগামীমার্গের... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা যে ক্লেশসমূহ প্রহীন হয়, সেই ক্লেশ পুনর্বার আগমন করে না, এগিয়ে আসে না, ফিরে আসে না। এ অর্থে—অগ্নি দগ্ধস্থানে প্রত্যাবর্তন করে না, খড়গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর (অগ্গীৰ দড্ঢং অনিৰত্তমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"সন্দালযিত্বান সংযোজনানি, জালংৰ ভেত্বা সলিলম্বুচারী।
অগ্গীৰ দড্ঢং অনিৰত্তমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৪৯. ওক্খিত্তচক্খু ন চ পাদলোলো, গুত্তিন্দ্রিযো রক্খিতমানসানো।
অনৰস্সুতো অপরিডযহমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সংযতচক্ষু, পদ বা ভ্রমণ অলোলুপ ও ইন্দ্রিয়সমূহে সুরক্ষিত, অনাসক্ত এবং মনস্তাপহীন হয়ে খড়গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ওক্খিত্তচক্খু ন চ পাদলোলোতি। কিভাবে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু চক্ষুলোলুপ ও চক্ষুলোলুপতায় সমন্বিত হয়। অদৃষ্টকে দর্শন করা, দৃষ্টকে অতিক্রম করা উচিত মনে করে বিহার হতে বিহারে, উদ্যান হতে উদ্যানে, গ্রাম হতে গ্রামে, নিগম হতে নিগমে, নগর হতে নগরে, রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রে, জনপদ হতে জনপদে দীর্ঘভ্রমণ, উদ্দেশ্যহীন পরিভ্রমণে নিয়োজিত হয়। এরূপে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

অথবা, ভিক্ষু কুটিরের ভেতর ও রাজপথে চলার সময় অসংযতভাবে গমন করে। হস্তি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক সৈন্য, কুমার, কুমারী, স্ত্রী, পুরুষ, বাজার, ঘরমুখ বা গৃহের সম্মুখদিক, ঊর্ধ্বদিক, নিম্নদিক অবলোকন তথা এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে করে চলে। এরূপে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

পুনরায়, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা দর্শন করে রূপে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয়। যে-কারণে চক্ষেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য ও অকুশল পাপধর্ম অনুস্রাবিত হয়; তা সংবরণের জন্য উপায় অবলম্বন করে না। চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করে না, বরং চক্ষেন্দ্রিয়ে অসংযত হয়। এরূপে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

যেমন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে এরূপ দৃশ্য দর্শন করে অবস্থান করে—নাচ, গান, বাদ্য, দৃশ্য, আখ্যান

(ইতিহাস), হস্তশব্দ (হস্ত দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত), চারণ সঙ্গীত, কম্ভথূন (এক প্রকার ঢোল বা রণ-ঢক্কা), রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট (সোভনকং), চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল, (হাত-পা) ধোবন দৃশ্য, হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, ছাগলযুদ্ধ, ভেড়াযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ, বর্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), সৈন্যদলের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ (উয্যোধিকং), সৈন্যদলের সাজসজ্জা, সেনাব্যূহ, সৈন্য পরিদর্শন ইত্যাদি। এরূপে ক্ষিপ্তচক্ষু হয়।

কিভাবে নিম্ন দৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়? এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভিক্ষু চক্ষু অলোলুপ ও চক্ষু অলোলুপতায় সমন্বিত হয়। অদৃষ্টকে দর্শন না করা, দৃষ্টকে অতিক্রম না করা উচিত মনে করে বিহার হতে বিহারে, উদ্যান হতে উদ্যানে, গ্রাম হতে গ্রামে, নিগম হতে নিগমে, নগর হতে নগরে, রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রে, জনপদ হতে জনপদে দীর্ঘভ্রমণ, উদ্দেশ্যহীন পরিভ্রমণে নিয়োজিত হয় না। এরূপে ভিক্ষু নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়।

অথবা, ভিক্ষু কুটিরের ভেতর ও রাজপথে চলার সময় সংযতভাবে গমন করে। হস্তি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক সৈন্য, কুমার, কুমারী, স্ত্রী, পুরুষ, বাজার, ঘরমুখ বা গৃহের সম্মুখদিক, ঊর্ধ্বদিক, নিম্নদিক অবলোকন না করে তথা এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে চলে না। এরূপে ভিক্ষু নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়।

পুনরায়, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা দর্শন করে রূপে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে-কারণে চক্ষেন্দ্রিয়ে সংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ, অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয় না; তা সংবরণের জন্য উপায় অবলম্বন করে। চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করে আর চক্ষেন্দ্রিয়ে সংযত হয়। এরূপে ভিক্ষু নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়।

যেমন, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত ভোজনাদি ভোজন করে এরূপ দৃশ্য দর্শন না করে অবস্থান করে। যেমন, নাচ, গান, বাদ্য, দৃশ্য, আখ্যান (ইতিহাস), হস্তশব্দ (হস্ত দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত), চারণ সঙ্গীত, কম্ভথূন (এক প্রকার ঢোল বা রণ-ঢক্কা), রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট (সোভনকং), চণ্ডাল বাজীকরের কৌশল, (হাত-পা) ধোবন দৃশ্য, হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, ছাগলযুদ্ধ, ভেড়াযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ, বর্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), সৈন্যদলের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ (উয্যোধিকং), সৈন্যদলের সাজসজ্জা, সেনাব্যূহ, সৈন্য পরিদর্শন না করে। এরূপে ভিক্ষু নিম্নদৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু হয়।

ন চ পাদলোলোতি। কিভাবে ভ্রমণলোলুপ হয়? এক্ষেত্রে কোনো কোনো

ভিক্ষু পদ বা ভ্রমণলোলুপ ও ভ্রমণলোলুপতা সমন্বিত হয়। তারা বিহার হতে বিহারে, উদ্যান হতে উদ্যানে, গ্রাম হতে গ্রামে, নিগম হতে নিগমে, নগর হতে নগরে, রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রে, জনপদ হতে জনপদে দীর্ঘ ভ্রমণ, উদ্দেশ্যহীন পরিভ্রমণে নিয়োজিত হয়। এরূপে ভ্রমণলোলুপ হয়।

অথবা, ভিক্ষু কুটিরের ভেতর ও সংঘারামে ভ্রমণলোলুপ, ভ্রমণলোলুপতায় সমন্বিত হয়। প্রয়োজন, কারণ ব্যতিরেকে চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত বশে পরিবেণ হতে পরিবেণে গমন করে, বিহার হতে বিহারে গমন করে, অড্‌ঢযোগ (অর্ধেক ছাদ দেওয়া প্রাসাদ) হতে অড্‌ঢযোগে গমন করে, প্রাসাদ হতে প্রাসাদে গমন করে, বৃহৎ অট্টালিকা হতে বৃহৎ অট্টালিকায় গমন করে, গুহা হতে গুহায় গমন করে, পর্বত গুহা হতে পর্বত গুহায় গমন করে, কুটির হতে কুটিরে গমন করে, কূটাগার (পর্ণশালা) হতে কূটাগারে গমন করে। অট্ট (উঁচু গৃহ সদৃশ মাচান) হতে অট্টায় গমন করে, তাবু হতে তাবুতে গমন করে, পর্ণকুটির হতে পর্ণকুটিরে গমন করে, উপস্থানশাল (সভাগৃহ) হতে উপস্থাশালা গমন করে, গোলাকার পদমণ্ডপ হতে গোলাকার পদমণ্ডপে গমন করে, বৃক্ষমূল হতে বৃক্ষমূলে গমন করে। যেখানে ভিক্ষুগণ উপবেশন করেন, তথায় গমন করে, একজনের সাথে দুইজন হয়, দুইজনের সাথে তিনজন হয়, তিনজনের সাথে চতুর্থজন হয়। সেখানে তাদের সাথে বহু সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ করে। যেমন : রাজা কথা, চোর কথা, মহামাত্য কথা, সেনা কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ কথা, অন্ন কথা, পানীয় কথা, বস্ত্র কথা, যান কথা, শয়নাসন কথা, মালা কথা, সুগন্ধি দ্রব্যাদি কথা, জ্ঞাতি কথা, গ্রাম কথা, নিগম কথা, নগর কথা, জনপদ কথা, স্ত্রীলোক কথা, যোদ্ধার কথা, রাজপথ কথা, কূপ কথা, প্রেত কথা, মিথ্যাগল্প কথা, লোক সম্বন্ধে কথা, সমুদ্র সম্বন্ধীয় কথা, ভবাভবের কথা। এরূপে ভ্রমণলোলুপ হয়।

ন চ পাদলোলোতি। সেই পচ্চেক বুদ্ধ ভ্রমণলোলুপ হতে বর্জিত, বিরত, প্রতিবিরত, ত্যক্ত, পরিত্যক্ত, বিমুক্ত, উদ্ধারকৃত ও মুক্ত। অন্যদিকে নির্জনপ্রিয়, নির্জনরত, আধ্যাত্মিক শান্তিযুক্ত, অবিনষ্ট বিদর্শনে সমন্বিত, নির্জনে অভিরমিত, ধ্যানী, ধ্যানেরত, একাগ্রতা চিত্তযুক্ত এবং আদর্শ গুরু। এ অর্থে—নিম্ন দৃষ্টিবদ্ধচক্ষু, ভ্রমণ অলোলুপ (ওকিখত্তচকখু ন চ পাদলোলো)।

গুত্তিন্দ্রিযো রকিখতমানসানোতি। "সংযত ইন্দ্রিয়" (**গুত্তিন্দ্রিযো**তি) বলতে সেই পচ্চেক বুদ্ধ চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে-কারণে চক্ষেন্দ্রিয় অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ,

অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয় না। কারণ তিনি তা সংবরণের উপায় অবলম্বন করেন, চক্ষেন্দ্রিয় রক্ষা করেন, চক্ষেন্দ্রিয় সংযত করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে নিমিত্তগ্রাহী... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ পেয়ে নিমিত্তগ্রাহী... জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদ করে নিমিত্তগ্রাহী... কায় দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে নিমিত্তগ্রাহী... মন দ্বারা বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্তগ্রাহী, অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হন না। যে-কারণে মন ইন্দ্রিয় অসংযত হয়ে অবস্থানকালে অভিধ্যা, দৌর্মনস্য, পাপ, অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয় না। কারণ তিনি তা সংবরণের উপায় অবলম্বন করেন, মন ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন, মন ইন্দ্রিয় সংযত করেন। "রক্ষা করে" (**রক্খিতমানসানো**তি) বলতে সংযত করা। এ অর্থে—ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত কর (গুত্তিন্দ্রিযো রক্খিতমানসানো)।

অনৰস্সুতো পরিডযহমানোতি। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ণ স্থবির কর্তৃক এরূপ ব্যক্ত হয়েছে : "বন্ধুগণ, আমি আপনাদের আসক্ত পর্যায় ও অনাসক্ত পর্যায় সম্বন্ধে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি। 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ণকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। আয়ুষ্মান মৌদ্গল্যায়ণ এরূপ বললেন, বন্ধুগণ, কিরূপে আসক্ত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে চক্ষুগ্রাহী প্রিয়রূপে অনুরক্ত হয়, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয়; কায়গতাস্মৃতি উপস্থিত না হওয়ায় লঘুচেতা হয়ে অবস্থান করে। সেই ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। যাতে করে উৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্ম নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে কর্ণগ্রাহী প্রিয়শব্দে... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ পেয়ে... জিহ্বা দ্বারা রসানুভব করে... কায় দ্বারা স্পর্শ করে... মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে মনোগ্রাহী মনোজ্ঞ বিষয়ে অনুরক্ত হয়, অমনোজ্ঞ বিষয়ে বিরক্ত হয়; কায়গতাস্মৃতি উপস্থিত না হওয়ায় লঘুচেতা হয়ে অবস্থান করে। সেই ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। যাতে করে উৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্ম নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। বন্ধুগণ, ইহাকে বলা হয় চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপে আসক্ত, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দে আসক্ত, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধে আসক্ত, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসে আসক্ত, কায়-বিজ্ঞেয় স্প্রষ্টব্যে আসক্ত ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্মে আসক্ত। বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে। শ্রোত্রপথে মার... ঘ্রাণপথে মার... জিহ্বাপথে মার... কায়পথে মার... মনোপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে।

বন্ধুগণ, মনে করুন; শুষ্ক, নীরস ও বছরাধিক কাল পুরোনো নলাগার (নলখাগড়া দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা), তৃণাগার (তৃণ দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা)। যদি পূর্বদিক হতে কোনো একজন পুরুষ তৃণের মশাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে অগ্নি সেই পর্ণশালা দগ্ধ করে দিতে সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে। যদি পশ্চিম দিক হতে... গ্রহণ করে । যদি উত্তর দিক হতে... গ্রহণ করে। যদি দক্ষিণ দিক হতে... গ্রহণ করে। যদি নিম্নদিক হতে... গ্রহণ করে। যদি ঊর্ধ্বদিক হতে... গ্রহণ করে। যদি যে-কোন দিক হতে... গ্রহণ করে। বন্ধুগণ, অনুরূপভাবে ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে। যদি শ্রোত্রপথে... ঘ্রাণপথে... জিহ্বাপথে... কায়পথে... মনোপথে মার উপস্থিত হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে, সুযোগ গ্রহণ করে।

বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে রূপেই পরাজিত করে, ভিক্ষু রূপকে পরাজিত করে না (বা করতে পারে না), শব্দেই পরাজিত করে, ভিক্ষু শব্দকে পরাজিত করতে পারে না; গন্ধেই পরাজিত করে, ভিক্ষু গন্ধকে পরাজিত করতে পারে না; রসেই পরাজিত করে, ভিক্ষু রসকে পরাজিত করতে পারে না; স্প্রষ্টব্যেই পরাজিত করে, ভিক্ষু স্প্রষ্টব্যকে পরাজিত করতে পারে না; ধর্মেই পরাজিত করে, ভিক্ষু ধর্মকে পরাজিত করতে পারে না। ইহাকে বলা হয়—ভিক্ষু রূপে পরাজিত, শব্দে পরাজিত, গন্ধে পরাজিত, রসে পরাজিত, স্প্রষ্টব্যে পরাজিত, ধর্মে পরাজিত, পরাভূত, অবিজয়ী (বা বিজিত), সংক্লেশকর, দুঃখ প্রদানকারী, মর্মপীড়ক এবং ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মরণধর্মী অকুশল পাপকর্ম কর্তৃক পরাজিত। বন্ধুগণ, এরূপে আসক্ত হয়।

বন্ধুগণ, কিরূপে অনাসক্ত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে চক্ষুগ্রাহী প্রিয়রূপে অনুরক্ত হয় না, অপ্রিয়রূপে বিরক্ত হয় না; কায়গতাস্মৃতি উপস্থিত হওয়ায় অপ্রমেয়চেতা হয়ে অবস্থান করে। সেই ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে। যাতে করে উৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্ম নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে কর্ণগ্রাহী প্রিয়শব্দে... ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ পেয়ে... জিহ্বা দ্বারা রসানুভব করে... কায় দ্বারা স্পর্শ করে... মন দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে মনোগ্রাহী মনোজ্ঞ বিষয়ে অনুরক্ত হয় না, অমনোজ্ঞ বিষয়ে বিরক্ত হয় না; কায়গতাস্মৃতি উপস্থিত হওয়ায় অপ্রমেয়চেতা হয়ে অবস্থান করে। সেই ভিক্ষু চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে। যাতে করে উৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্ম নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। বন্ধুগণ, ইহাকে বলা হয় চক্ষু-বিজ্ঞেয় রূপে অনাসক্ত, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দে অনাসক্ত, ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয় গন্ধে

অনাসক্ত, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রসে অনাসক্ত, কায়-বিজ্ঞেয় স্পৃষ্টব্যে অনাসক্ত ও মনো-বিজ্ঞেয় ধর্মে অনাসক্ত। বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে মার উপস্থিত হয় না, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না। শ্রোত্রপথে মার... ঘ্রাণপথে মার... জিহ্বাপথে মার... কায়পথে মার... মনোপথে মার উপস্থিত হয় না, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না।

বন্ধুগণ, মনে করুন; শুষ্ক, নীরস ও বছরাধিককাল পুরোনো নলাগার (নলখাগড়া দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা), তৃণাগার (তৃণ দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা)। যদি পূর্বদিক হতে কোনো পুরুষ তৃণের মশাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় না, তাহলে অগ্নি সেই পর্ণশালা দগ্ধ করে দিতে সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না। যদি পশ্চিম দিক হতে... গ্রহণ করে না। যদি উত্তর দিক হতে... গ্রহণ করে না। যদি দক্ষিণ দিক হতে... গ্রহণ করে না। যদি নিম্নদিক হতে... গ্রহণ করে না। যদি ঊর্ধ্বদিক হতে... গ্রহণ করে না। যদি যেকোনো দিক হতে... গ্রহণ করে না। বন্ধুগণ, অনুরূপভাবে ভিক্ষুর নিকট যদি চক্ষুপথে মার উপস্থিত না হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না। যদি শ্রোত্রপথে... ঘ্রাণপথে... জিহ্বাপথে... কায়পথে... মনোপথে মার উপস্থিত না হয়, তাহলে মার সুযোগ লাভ করে না, সুযোগ গ্রহণ করে না।

বন্ধুগণ, এভাবে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে রূপে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই রূপকে পরাজিত করে; শব্দে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই শব্দকে পরাজিত করে; গন্ধে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই গন্ধকে পরাজিত করে; রসে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই রসকে পরাজিত করে; স্পৃষ্টব্যে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই স্পৃষ্টব্যকে পরাজিত করে; ধর্মে পরাজিত করে না, ভিক্ষুই ধর্মকে পরাজিত করে। ইহাকে বলা হয়—রূপ পরাজিত, শব্দ পরাজিত, গন্ধ পরাজিত, রস পরাজিত, স্প্রষ্টব্য পরাজিত, ধর্ম পরাজিত, পরাভূত, অবিজয়ী (বা বিজিত); অসংক্লেশকর, দুঃখ অপ্রদানকারী, অমর্মপীড়ক এবং ভবিষ্যতের জন্ম-জরা-মরণধর্মী অকুশল পাপকর্মসমূহ পরাজিত। বন্ধুগণ, এরূপে অনাসক্ত হয়—অনৰস্সুতো।

অপরিডযহমানোতি। রাগ ক্ষয়ের দ্বারা মনস্তাপ প্রহীন, দ্বেষ ক্ষয়ের দ্বারা মনস্তাপ প্রহীন, মোহ ক্ষয়ের দ্বারা মনস্তাপ প্রহীন। এ অর্থে—অনাসক্ত মনস্তাপ প্রহীন হয়ে খড়গবিষাণের সদৃশ একাকী বিচরণ কর (অনৰস্সুতো অপরিডযহমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

“ওকিখত্তচকখু ন চ পাদলোলো, গুত্তিন্দ্রিযো রকিখতমানসানো।
অনৰস্সুতো অপরিডযহমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো”’তি॥

১৫০. ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি, সঞ্ছন্নপত্তো যথা পারিছত্তকো।
কাসাযৰত্থো অভিনিকখমিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পত্রহীন পারিজাত বৃক্ষের ন্যায় গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে কাষায়বস্ত্র পরিধান করে গৃহ হতে নিষ্ক্রমণপূর্বক খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানীতি। চুল, দাঁড়ি (শ্মশ্রু), ফুলের মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলেপন (প্রসাধন সামগ্রী), অলংকার, রত্ন-আভরণ, বস্ত্র, নুপুর, পাগড়ি বা টুপি, প্রত্যঙ্গ মার্জন সামগ্রী, অঙ্গ মার্জন সামগ্রী, অঙ্গমর্দন, স্নানকার্য, সাবান দ্বারা চুল ও মাথা ধৌত করণ, আয়না, কাজল (মসৃণ কালোবর্ণের অঞ্জন), মাল্য-সুগন্ধ ব্যবহার, মুখে লাগাবার চূর্ণ বা পাউডার, মুখলেপন বা মুখের প্রসাধন, খাড়ু, ঝুঁটিবন্ধন বা পাঞ্চক্লিপ, বেত্রদণ্ড, শরযষ্টি (হস্তির কর্ণ বিদ্ধ করার অস্ত্র বিশেষ), তলোয়ার, রঙ-বেরঙের ছাতা, বিচিত্র বর্ণ জুতা, রাজমুকুট, মণি ও চামড়ার তৈরী পাখা, শ্বেতবস্ত্র, লম্বা লম্বা সূতা—এগুলোকে বলা গৃহীলক্ষণ। “গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে” (ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি) বলতে গৃহীলক্ষণ পরিত্যাগ, নিক্ষেপ, অপনোদন ও অপসারিত করে। এ অর্থে—গৃহীলক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে (ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি)।

সঞ্ছন্নপত্তো যথা পারিছত্তকোতি। যেমন পরিজাত, রক্তকাঞ্চন বৃক্ষের ছায়া প্রদানকারী বহু পত্র-পল্লব পরিত্যক্ত হয়, ঠিক এমনিভাবে পচ্চেক বুদ্ধ গৃহীবেশ পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণ অষ্ট পরিষ্কার তথা চীবর, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করেন। এ অর্থে—যেমন পরিজাত বৃক্ষের পত্র ছিন্ন হয় (সঞ্ছন্নপত্তো যথা পারিছত্তকো)।

কাসাযৰত্থো অভিনিকখমিত্বাতি। সেই পচ্চেক বুদ্ধ গৃহবাস বন্ধন, পুত্র-কন্যা বন্ধন, জ্ঞাতি বন্ধন, বন্ধু বন্ধন তথা সমস্ত কিছুই ছিন্ন করে কেশ শ্মশ্রু ছেদন ও কাষায়বস্ত্র পরিধানপূর্বক আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়ে অনাসক্তভাবে উপনীত হয়ে একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, দিনাতিপাত করেন, অতিবাহিত করেন, জীবন যাপন করেন। এ অর্থে—কাষায়বস্ত্র পরিধান করে গৃহ নিষ্ক্রান্তপূর্বক,

খড়গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর (কাসাযৰখো অভিনিকখমিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো)।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"ওহারযিত্বা গিহিব্যঞ্জনানি, সঞ্ছন্নপত্তো যথা পারিছত্তকো।
কাসাযৰখো অভিনিকখমিত্বা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

[তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত]

চতুর্থ বর্গ

**১৫১. রসেসু গেধং অকরং অলোলো, অনঞ্ঞপোসী সপদানচারী।
কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥**

অনুবাদ : আত্মপোষণকারী, সপাদানচারীক হয়ে সুস্বাদু রস বা আহারে লোভ উৎপন্ন না করে লোভহীন হয়ে গৃহীকুলের প্রতি অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

রসেসু গেধং অকরং অলোলোতি। "রস" **(রসোতি)** বলতে মূলরস, স্কন্ধরস, চর্মরস, পত্ররস, পুষ্পরস, ফলরস; অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু, লবণ, ক্ষারক, টক, কষা, উত্তম, হীন, শীতল, উষ্ণ। এই জগতে কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রসে আসক্ত। তারা জিহ্বাগ্র দ্বারা রস আস্বাদনের জন্য এদিক সেদিক বিচরণ করে। তারা অম্লযুক্ত রস লাভ করে অম্লহীন রস অনুসন্ধান করে, অম্লহীন রস লাভ করে অম্লযুক্ত রস অনুসন্ধান করে, মধুর রস লাভ করে অমধুর রস অনুসন্ধান করে, অমধুর রস লাভ করে মধুর রস অন্বেষণ করে, তিক্ত রস লাভ করে অতিক্ত রস অন্বেষণ করে, অতিক্ত রস লাভ করে তিক্ত রস অন্বেষণ করে, কটু রস লাভ করে অকটু রস অন্বেষণ করে, অকটু রস লাভ করে কটু রস অন্বেষণ করে, লবণাক্ত রস লাভ করে অলবণাক্ত রস অন্বেষণ করে, অলবণাক্ত রস লাভ করে লবণাক্ত রস অন্বেষণ করে, ক্ষারযুক্ত রস লাভ করে ক্ষারহীন রস অন্বেষণ করে, ক্ষারহীন রস লাভ করে ক্ষারযুক্ত রস অন্বেষণ করে, কষাযুক্ত রস লাভ করে কষাহীন রস অন্বেষণ করে, কষাহীন রস লাভ করে কষাযুক্ত রস অন্বেষণ করে, টকযুক্ত রস লাভ করে টকহীন রস অন্বেষণ করে, টকহীন রস লাভ করে টকযুক্ত রস অন্বেষণ করে, উত্তম রস লাভ করে হীন রস অন্বেষণ করে, হীন রস লাভ করে উত্তম রস অন্বেষণ করে, শীতল রস লাভ করে উষ্ণ রস অন্বেষণ করে, উষ্ণ রস লাভ করে শীতল রস অন্বেষণ করে। তারা যা লাভ করে তাতে সন্তুষ্ট হয়

না, আরও অন্য কিছু অন্বেষণ করে। মনোজ্ঞ রসে আসক্ত, অনুরক্ত, অভিলাষিত, আকাঙ্ক্ষিত, লুব্ধ, ঈপ্সিত, লগ্ন, সংলগ্ন হয়। পচ্চেক সম্বুদ্ধের সেই রসতৃষ্ণা প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী। তাই সেই পচ্চেক বুদ্ধ মনোযোগ, স্মৃতিসহকারে আহার ভোজন করেন—"ক্রীড়ার জন্য নয়, মর্দনের জন্য নয়, মণ্ডনের জন্য নয়, বিভূষণের জন্য নয়; শুধুমাত্র একায়ের স্থিতির জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থে জীবন রক্ষার জন্য এ আহার পরিভোগ করছি। ইহা পুরাতন বেদনা ধ্বংস করে, নতুন বেদনা উৎপন্ন করে না, আমি যাতে অনবদ্য ও সুখে অবস্থান করতে পারি তাই এ আহার পরিভোগ করছি।"

যেমন ব্রণে মলম লাগায়, তা উপশমের জন্য, চাকায় তেল দেয় বোঝা নিয়ে যাবার জন্য, পুত্রমাংস আহার করে কান্তার পার করার জন্য। এভাবেই সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ মনোযোগ, স্মৃতিসহকারে আহার ভোজন করেন—"ক্রীড়ার জন্য নয়, মর্দনের জন্য নয়, মণ্ডনের জন্য নয়, বিভূষণের জন্য নয়; শুধুমাত্র এ কায়ের স্থিতির জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থে জীবন রক্ষার জন্য এ আহার পরিভোগ করছি। ইহা পুরাতন বেদনা ধ্বংস করে, নতুন বেদনা উৎপন্ন করে না, আমি যাতে অনবদ্য ও সুখে অবস্থান করতে পারি তাই এ আহার পরিভোগ করছি"। রসতৃষ্ণা হতে বিরত, বর্জিত, পরিত্যক্ত, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—রসেসু গেধং অকরং।

অলোলোতি। লোলুপ বলতে তৃষ্ণা। যা রাগ, সারাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। সেই লোলুপ, তৃষ্ণা পচ্চেক সম্বুদ্ধের প্রহীন, উচ্ছিন্নমূল তালবৃক্ষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, ভবিষ্যতে অনুৎপন্নধর্মী হয়। তাই পচ্চেক সম্বুদ্ধ লোভহীন—রসেসু গেধং অকরং অলোলো।

অনঞ্ঞপোসী সপদানচারীতি **অনঞ্ঞপোসী**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ নিজেকে নিজে পোষণ করেন, অন্যকে নয়।

অনঞ্ঞপোসিমঞ্ঞাতং, দন্তং সারে পতিট্ঠিতং।
খীণাসৰং ৰন্তদোসং, তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণন্তি॥

অনুবাদ : আত্মপোষণকারী জ্ঞানী, দান্ত, সারে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষীণাসব, দ্বেষত্যক্ত; তাই তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

অনঞ্ঞপোসী সপদানচারীতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ পূর্বাহ্নে চীবর পরিধান করে পাত্র গ্রহণ করে রক্ষিত কায়-বাক্য-মনে এবং চিত্তকে স্মৃতিতে উপস্থাপিত করে সংযত ইন্দ্রিয়ে পিণ্ড লাভের জন্য গ্রামে বা নিগমে প্রবেশ

করেন। সংযতচক্ষু, ঈর্যাপথসম্পন্ন হয়ে গৃহ হতে গৃহে পিণ্ডার্থে বিচরণ করেন। এ অর্থে—অনঞ্ঞপোসী সপদানচারী।

কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তোতি। দুইভাবে প্রতিবদ্ধচিত্ত বা আসক্তি চিত্তসম্পন্ন হয়। নিজেকে নিচে স্থাপন করে অপরকে উচ্চতায় স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়। নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়। কিভাবে নিজেকে নিচে স্থাপন করে অপরকে উচ্চতায় স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়? আপনারা আমার বহু উপকারী, আমি আপনাদের কাছে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি লাভ করি। অন্যেরা আমাকে কিছু দিক বা না দিক আপনাদের আশ্রয়, সহানুভূতি আমি লাভ করি। আমার যে মাতাপিতা, নাম গোত্র; তা সবই অন্তর্হিত হয়েছে। আমি আপনাদের এরূপ মনে করি—অমুক আমার কুলোপাসক, অমুকা আমার কুলোপাসিকা। এভাবে নিজেকে নিচে স্থাপন করে অপরকে উপরে স্থাপন করে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়।

কিভাবে নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়? আমি আপনাদের বহু উপকারী, আমার নিকট এসে আপনারা বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ, সংঘের শরণ নিতে পারছেন। আমি আপনাদের প্রাণিহত্যা বিরতি, অদত্তবস্তু গ্রহণ বিরতি, মিথ্যাকামাচার বিরতি, মিথ্যাবাক্য বিরতি, সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন বিরতির শিক্ষাপদ প্রদান করি; উদ্দেশ, প্রশ্নের উত্তর বলে দিই, উপোসথ ব্যাখ্যা করি, নবকর্ম অধিষ্ঠান করি। তবুও আপনারা আমাকে ছেড়ে অন্যকে সৎকার করেন, গৌরব করেন, মান্য করেন, পূজা করেন। এভাবে নিজেকে উপরে রেখে অপরকে নিচে রেখে প্রতিবদ্ধচিত্ত হয়।

কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তোতি। সেই পচ্চেক বুদ্ধ কুল অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, গণ অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, আবাস অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, চীবর অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, পিণ্ডপাত অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, শয্যাসন অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন, ওষুধপথ্য বা ভৈষজ্য-উপকরণাদি অন্তরায়ে অপ্রতিবদ্ধ চিত্তসম্পন্ন হন। এ অর্থে—কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

> ‘‘রসেসু গেধং অকরং অলোলো, অনঞ্ঞপোসী সপদানচারী।
> কুলে কুলে অপ্পটিবদ্ধচিত্তো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো’’তি॥

১৫২. পহায পঞ্চাৰরণানি চেতসো, উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে।
অনিস্সিতো ছেত্ব সিনেহদোসং, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : চিত্তের পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করে, সমস্ত উপক্লেশ বর্জন করে, স্নেহ, দ্বেষে অনিশ্রিত হয়ে খড়্‌গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

পহায পঞ্চাৰরণানি চেতসোতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ কামচ্ছন্দ নীবরণ ত্যাগ করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, পরিহার করেন, ধ্বংস করেন। ব্যাপাদ নীবরণ... স্ত্যনমিদ্ধ নীবরণ... ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ... বিচিকিৎসা নীবরণ ত্যাগ করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, পরিহার করেন, ধ্বংস করেন। কাম, অকুশলধর্মসমূহ বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি-সুখজনিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন—পহায পঞ্চাৰরণানি চেতসো।

উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বেতি। রাগ চিত্তের উপক্লেশ, দ্বেষ... মোহ... ক্রোধ... সব অকুশল অভিসংস্কার চিত্তের উপক্লেশ। **উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে**তি। চিত্তের সমস্ত উপক্লেশ বর্জন, পরিহার, ত্যাগ, অপনোদন, পরিত্যাগ, ধ্বংস করেন—উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে।

অনিস্সিতো ছেত্ব সিনেহদোসন্তি। **অনিস্সিতো**তি। দুই প্রকার নিশ্রয়; যথা : তৃষ্ণানিশ্রয়, দৃষ্টিনিশ্রয়... ইহাই তৃষ্ণানিশ্রয়... ইহাই দৃষ্টিনিশ্রয়। **সিনেহো**তি। দু-প্রকার স্নেহ; যথা : তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ... ইহা তৃষ্ণাস্নেহ... ইহা দৃষ্টিস্নেহ। "দ্বেষ" (**দোসো**) বলতে চিত্তের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রতিঘ, প্রতিবিরোধ, কোপন, প্রকোপন, কোপন স্বভাব, দোষ, প্রদোষ, পাপাচার, বিশৃঙ্খল মেজাজ, বিদ্বেষ, ক্রোধ, উত্তেজনা, ক্রুদ্ধভাব, দ্বেষ, প্রদোষ, প্রদুষ্টভাব, উদ্বিগ্নতা, উদ্বেগ, ঈর্ষাপরায়ণতা, চণ্ডতা, অসুরতা এবং চিত্তের দুঃখভাব। **অনিস্সিতো ছেত্ব সিনেহদোস**ন্তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ তৃষ্ণাস্নেহ, দৃষ্টিস্নেহ ও দ্বেষ ছিন্ন, উচ্ছিন্ন, সমুচ্ছিন্ন, পরিত্যাগ, অপনোদন, পরিহার, ধ্বংস করে চক্ষুতে অনিশ্রিত, শ্রোত্রে অনিশ্রিত... দৃষ্ট—শ্রুত–মুত-বিজ্ঞাত ধর্মে অনিশ্রিত, অসংলগ্ন, অনুপগত, অননুরক্ত, অনধিমুক্ত, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত, বিপ্রমুক্ত, বিসংযুক্ত হয়ে মুক্তচিত্তে অবস্থান করেন—অনিস্সিতো ছেত্ব সিনেহদোসং, একো চরে খগ্গৱিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"পহায পঞ্চাৰরণানি চেতসো,
উপক্কিলেসে ব্যপনুজ্জ সব্বে।

অনিস্সিতো ছেত্ব সিনেহদোসং,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো''তি॥

১৫৩. ৰিপিট্ঠিকত্বান সুখং দুখঞ্চ, পুব্বেৰ চ সোমনস্সদোমনস্সং।
লদ্ধানুপেক্খং সমথং ৰিসুদ্ধং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পূর্বের সমস্ত সুখ-দুঃখ এবং সৌমনস্য-দৌর্মনস্য বর্জনপূর্বক উপেক্ষা, উপশান্ত, বিশুদ্ধি লাভ করে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

ৰিপিট্ঠিকত্বান সুখং দুখঞ্চ, পুব্বেৰ চ সোমনস্সদোমনস্সন্তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ সুখ প্রহীন, দুঃখ প্রহীন, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তগমন করে অদুঃখ-অসুখ, উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। এ অর্থে—ৰিপিট্ঠিকত্বান সুখং দুখঞ্চ, পুব্বেৰ চ সোমনস্সদোমনস্সং।

লদ্ধানুপেক্খং সমথং ৰিসুদ্ধন্তি। "উপেক্ষা" (**উপেক্খা**তি) বলতে চতুর্থ ধ্যানে যে উপেক্ষা, উপেক্ষণ, উদাসীনতা, চিত্ত প্রসন্নতা ও চিত্তের মধ্যস্থতা। "উপশান্ত" (**সমথো**তি) বলতে যা চিত্তের স্থিতি, স্থিরতা, অবস্থিতি, সমাবস্থা, অবিক্ষেপ, স্থিরমন্যতা, শমথ বা উপশান্ত, সমাধিন্দ্রিয়, সমাধিবল ও সম্যক সমাধি। চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষা এবং উপশান্ত, শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ, নির্দোষ, উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির, আনেঞ্জপ্রাপ্ত হয়। **লদ্ধানুপেক্খং সমথং ৰিসুদ্ধ**ন্তি। চতুর্থ ধ্যানের উপেক্ষা এবং উপশান্ত লাভ করে, লব্ধ, প্রাপ্ত এবং প্রতিলব্ধ হয়। এ অর্থে—লদ্ধানুপেক্খং সমথং ৰিসুদ্ধং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"ৰিপিট্ঠিকত্বান সুখং দুখঞ্চ, পুব্বেৰ চ সোমনস্সদোমনস্সং।
লদ্ধানুপেক্খং সমথং ৰিসুদ্ধং, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো''তি॥

১৫৪. আরদ্ধৰীরিযো পরমত্থপত্তিযা, অলীনচিত্তো অকুসীতৰুত্তি।
দল্হনিক্কমো থামবলূপপন্নো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পরমার্থ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য, অলীন চিত্তসম্পন্ন (কলুষমুক্ত চিত্তসম্পন্ন), কঠোর উদ্যোগী, দৃঢ়, পরাক্রমী হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

আরদ্ধৰীরিযো পরমত্থপত্তিযাতি। পরমার্থ বলতে অমৃত নির্বাণ। যা সব

সংস্কার উপশান্ত, সব উপধি পরিত্যক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্বাণ। পরমার্থপ্রাপ্তি, লাভ, অধিগম, স্পর্শকরণ, সাক্ষাৎকরণের জন্য আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করেন, অকুশল ধর্মের প্রহীন, কুশল ধর্মের সম্পাদনের জন্য উদ্যোগী, দৃঢ় পরাক্রমী এবং কুশল ধর্মসমূহে অনিক্ষিপ্ত ধুর হয়—আরদ্ধৰীরিযো পরমত্থপত্তিযা।

অলীনচিত্তো অকুসীতৰুত্তীতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন পাপ, অকুশল ধর্মের অনুৎপাদনার্থে ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যম করেন, বীর্য উৎপাদন করেন এবং চিত্তকে সুদৃঢ় করেন। উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মের প্রহীনের জন্য... অনুৎপন্ন কুশল ধর্মের উৎপাদনের জন্য... উৎপন্ন কুশল ধর্মের স্থিতি, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, ভাবনায় পরিপূরণ করার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যম করেন, বীর্য উৎপাদন করেন এবং চিত্তকে সুদৃঢ় করেন—এরূপে অলীন চিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন। অথবা "চামড়া, স্নায়ু, অস্থি যা হবে হোক, শরীরের রক্তমাংস শুকিয়ে যাক, পুরুষশক্তি, পুরুষবল, পুরুষবীর্য, পুরুষপরাক্রম দ্বারা যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা না পেয়ে বীর্যের বিরাম হবে না" এরূপে চিত্তকে সুদৃঢ় করেন। এভাবে অলীন চিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

নাসিস্সং ন পিৰিস্সামি, ৰিহারতো ন নিকখমে।
নপি পস্সং নিপাতেস্সং, তন্হাসল্লে অনূহতেতি॥

অনুবাদ : এস্থান ত্যাগ করবো না, জলপান করবো না, এখান হতে উঠবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তৃষ্ণাশৈল্য উৎপাটিত না হয়, তার ধ্বংস না দেখি।

এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীন চিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চিত্ত আসব হতে বিমুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ পদ্মাসন ভগ্ন করব না" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীন চিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চিত্ত আসব হতে বিমুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ আসন হতে উঠব না" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীন চিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চিত্ত আসব হতে মুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ চঙ্ক্রমণ ত্যাগ করব না... বিহারের বাইরে যাব না... অড্ঢযোগ (অর্ধছাদযুক্ত বিহার বা আবাস) হতে নিষ্ক্রমণ করব না... প্রাসাদ হতে বের হব না... হর্ম্য প্রাসাদ (ইষ্টকাদি দিয়ে নির্মিত ভবন) হতে বের হবো না... গুহা হতে... পর্বত হতে... কুঠির হতে...... কুটাগার হতে... অট্টালিকা হতে... তাবু

হতে... পর্ণকুঠির হতে... উপস্থানশালা হতে বের হব না... মণ্ডপ হতে চলে যাব না... এবং বৃক্ষমূল ত্যাগ করব না" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীন চিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"এই পূর্বাহ্ন সময়ে আমি আর্যধর্ম আহরণ করব, আনয়ন করব, অর্জন করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীন চিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

"এই মধ্যাহ্ন সময়ে... সায়াহ্ন সময়ে... সকালে... বিকালে... প্রথম যামে... মধ্যম যামে... শেষ যামে... কৃষ্ণপক্ষে... শুক্লপক্ষে... বর্ষাকালে... হেমন্তকালে... গ্রীষ্মকালে... প্রথম বয়সে... মধ্যম বয়সে... শেষ বয়সে আর্যধর্ম আহরণ করব, আনয়ন করব, অর্জন করব, স্পর্শ করব, সাক্ষাৎ করব" এরূপে চিত্তকে দৃঢ় করেন। এভাবে অলীন চিত্তসম্পন্ন, কঠোর উদ্যোগী হন।

দল্‌হনিক্কমো থামবলূপপন্নোতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ কুশলধর্মসমূহে দৃঢ় সমাদান, অবস্থিত সমাধান হন, কায়সুচরিত, বাকসুচরিত, মনোসুচরিত, দান সংবিভাজনে, শীলসমাদানে, উপোসথে, উপবাসে, মাতাপিতার প্রতি সন্তানোচিত কর্ম সম্পাদনে, শ্রামণ্যতায়, ব্রাহ্মণ্যতায়, বয়োজ্যেষ্ঠজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে, অন্যতর অধিকুশল ধর্মসমূহে দৃঢ় হন—দল্‌হনিক্কমো। **থামবলূপপন্নো**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ শক্তি, বল, বীর্য, পরাক্রম, প্রজ্ঞায় উপনীত, সমুপনীত, উপগত, সমুপগত, উৎপন্ন, সমুৎপন্ন, সমন্নাগত হন—দল্‌হনিক্কমো থামবলূপপন্নো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

> "আরদ্ধৰীরিযো পরমত্থপত্তিযা, অলীনচিত্তো অকুসীতৰুত্তি।
> দল্‌হনিক্কমো থামবলূপপন্নো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৫. পটিসল্লানং ঝানমরিঞ্চমানো, ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারী। আদীনৰং সম্মসিতা ভৰেসু, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : নির্জনে ধ্যান-সাধনায়রত, সর্বদা ধর্মে ধর্মানুচারী এবং ভবে আদীনব জ্ঞাত হয়ে, খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

পটিসল্লানং ঝানমরিঞ্চমানোতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ নির্জনস্থানে রমিত হন, নির্জনরত হয়ে অধ্যাত্মে উপশান্ত চিত্তানুযুক্ত, ধ্যান অবর্জিত, বিদর্শনে সমন্বিত, অলঙ্কৃত, বর্ধিত; নির্জনস্থানে ধ্যানী, ধ্যানে রত, নির্জনতানুযুক্ত, এবং নির্জনস্থান গৌরব, সম্মানকরী। **ঝানমরিঞ্চমানো**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ

দুটি কারণে ধ্যান পরিত্যাগ করেন না। যথা : অনুৎপন্ন বা প্রথম ধ্যান উৎপাদনে যুক্ত, নিযুক্ত, সংযুক্ত, অভিনিবিষ্ট, সমাযুক্ত হয়ে; অনুৎপন্ন দ্বিতীয় ধ্যান... অনুৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান... অনুৎপন্ন চতুর্থ ধ্যান উৎপাদনে যুক্ত, নিযুক্ত, সংযুক্ত, অভিনিবিষ্ট, সমাযুক্ত হয়ে। এরূপে ধ্যান পরিত্যাগ করেন না।

অথবা, উৎপন্ন প্রথম ধ্যান অভ্যাস করে, ভাবনা করে, প্রসারিত করে; উৎপন্ন দ্বিতীয় ধ্যান... উৎপন্ন তৃতীয় ধ্যান... অনুৎপন্ন চতুর্থ ধ্যান অভ্যাস করে, ভাবনা করে, প্রসারিত করে। এরূপে ধ্যান পরিত্যাগ করেন না। এ অর্থে—পটিসল্লানং ঝানমরিঞ্চমানো।

ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারীতি। ধর্ম বলতে চার প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। কী প্রকারে অনুধর্ম হয়? সম্যক প্রতিপদা, অপ্রতিকূল প্রতিপদা, জ্ঞানত প্রতিপদ, ধর্মানুধর্ম প্রতিপদ, শীলের পরিপূর্ণতা, ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ সুরক্ষিত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, জাগ্রত অবস্থা বা সতর্ক দৃষ্টি, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান—এগুলোকে বলা হয় অনুধর্ম। **ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারী**তি। ধর্মেতে নিত্যকাল, ধ্রুবকাল, সতত, অনুক্ষণ, অবিচ্ছিন্নভাবে, ধারাবাহিকভাবে, ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়া জলতরঙ্গের ন্যায় বিরামহীনভাবে, সকালে, বিকালে, (রাত্রির) প্রথম যামে, মধ্যম যামে, শেষ যামে, কৃষ্ণপক্ষে, শুক্লপক্ষে, বর্ষায়, হেমন্তে, গ্রীষ্মে, প্রথমবয়সে, মধ্যমবয়সে, শেষবয়সে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, বাস করেন, পদচালনা করেন, অগ্রসর হন, দিনাতিপাত করেন, জীবন যাপন করেন—ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারী।

আদীনৰং সম্মসিতা ভৰেসূতি। "সকল সংস্কার অনিত্য" এই আদীনব ভবে স্পর্শিত, "সকল সংস্কার দুঃখ"... "সকল ধর্ম অনাত্ম"... "যা কিছু সমুদয়ধর্ম তা সকল নিরোধধর্ম" এই আদীনব ভবে স্পর্শিত—আদীনৰং সম্মসিতা ভৰেসু, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"পটিসল্লানং ঝানমরিঞ্চমানো, ধম্মেসু নিচ্চং অনুধম্মচারী।
আদীনৰং সম্মসিতা ভৰেসু, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৬. তণ্হক্খযং পত্থযমপ্পমত্তো, অনেলমূগো সুতৰা সতীমা।
সঙ্খাতধম্মো নিযতো পধানৰা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : তৃষ্ণাক্ষয়ে ইচ্ছুক অপ্রমত্ত, প্রজ্ঞাবান, শ্রুতবান, স্মৃতিমান, সঙ্খতধর্মী মার্গ সমন্বিত ও উদ্যমশীল হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

তণ্হক্খযং পত্থযমপ্পমত্তোতি। "তৃষ্ণা" (**তণ্হা**তি) বলতে রূপতৃষ্ণা...

ধর্মতৃষ্ণা। **তন্হকখয**ন্তি। রাগক্ষয়, দোষক্ষয়, মোহক্ষয়, গতিক্ষয়, উৎপত্তিক্ষয়, প্রতিসন্ধিক্ষয়, ভবক্ষয়, সংসারক্ষয়, সংসার পরিভ্রমণক্ষয় (লাভের) প্রার্থনা, ইচ্ছা, যাচঞা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করে—তন্হকখযং পত্থযং। **অপ্পমত্তো**তি। সে পচ্চেক সম্বুদ্ধ উৎসাহী, অধ্যাবসায়ী... কুশলধর্মসমূহে অপ্রমত্ত—তন্হকখযং পত্থযমপ্পমত্তো।

অনেলমূগো সুতৰা সতীমাতি। **অনেলমূগো**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, নিপুণ, মেধাবী। "শ্রুতবান" (**সুতৰা**তি) বলতে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বহুশ্রুত, শ্রুতধর, শ্রুতি-আধার হন। যে ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, শেষে কল্যাণ, যা অর্থ-ব্যঞ্জনযুক্ত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনের উপযোগী; তাদৃশ ধর্মে বহুশ্রুত হন, পরিতুষ্ট, বাগ্মী, পরিচিত, মন সন্নিবিষ্ট ও সম্যক দৃষ্টিতে সুপ্রতিবিদ্ধ হন। **সতীমা**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ স্মৃতিমান, উত্তম স্মৃতি মনোযোগিতায় সমন্বিত চিরকৃত, চিরভাষিত, স্মরিত, অনুস্মরিত হন—অনেলমূগো সুতৰা সতীমা।

সঙ্খাতধম্মো নিযতো পধানৰাতি। জ্ঞানকে সঙ্খাতধর্মী বলা হয়। যা প্রজ্ঞা, প্রজানন... অমোহ, ধর্মবিচার, সম্যক দৃষ্টি। **সঙ্খাতধম্মো**তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ সঙ্খাতধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিচারিতধর্ম, বিবেচিতধর্ম, ব্যাখ্যাতধর্ম। "সকল সংস্কার অনিত্য" এটা (তাঁর) সঙ্খাতধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিচারিতধর্ম, বিবেচিতধর্ম, ব্যাখ্যাতধর্ম। "সকল সংস্কার দুঃখ"... "যা কিছু সমুদয়ধর্মী তা সকল নিরোধধর্মী" এটা (তাঁর) সঙ্খাতধর্ম, জ্ঞাতধর্ম, তুলিতধর্ম, বিচারিতধর্ম, বিবেচিতধর্ম, ব্যাখ্যাতধর্ম। অথবা, পচ্চেক সম্বুদ্ধের স্কন্ধ নিক্ষিপ্ত, ধাতু নিক্ষিপ্ত, আয়তন নিক্ষিপ্ত, গতি নিক্ষিপ্ত, উৎপত্তি নিক্ষিপ্ত, প্রতিসন্ধি নিক্ষিপ্ত, ভব নিক্ষিপ্ত, সংসার নিক্ষিপ্ত, সংসার পরিভ্রমণ নিক্ষিপ্ত। অথবা, সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ স্কন্ধের শেষ সীমায় স্থিত, ধাতুর শেষ সীমায় স্থিত, আয়তনের শেষ সীমায় স্থিত, গতির শেষ সীমায় স্থিত, উৎপত্তির শেষ সীমায় স্থিত, প্রতিসন্ধির শেষ সীমায় স্থিত, ভবের শেষ সীমায় স্থিত, সংসারের শেষ সীমায় স্থিত, সংসার পরিভ্রমণের শেষ সীমায় স্থিত, সংস্কারের শেষ সীমায় স্থিত, অন্তিমভবে স্থিত, অন্তিমসমুদয়ে স্থিত, অন্তিম দেহধারী পচ্চেক সম্বুদ্ধ।

তস্সাযং পচ্ছিমকো ভৰো, চরিমোযং সমুস্সযো।
জাতিমরণসংসারো, নত্থি তস্স পুনব্ভৰোতি॥

অনুবাদ : এটিই তার অন্তিম ভব, শেষ জন্ম; জাতি-জরা-মরণ-সংসার এবং পুনর্ভব তার আর নেই।

তার কারণ পচ্চেক সম্বুদ্ধ সঙ্খাতধর্ম। **নিযতো**তি। সম্যকপথ বলতে চারি প্রকার আর্যমার্গ। যা চারি আর্যমার্গ দ্বারা সমন্বিত। সম্যকপথ প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত, স্পর্শিত, সাক্ষাৎকৃত, উপনীত, সম্প্রাপ্ত—নিযামং। **পধানৰা**তি। প্রধান বলতে বীর্যকে বলা হয়।

চিত্তের বীর্যারম্ভ, উদ্যোগ, পরাক্রম, চেষ্টা, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, অধ্যবসায়, উদ্যম, শক্তি, ইচ্ছা, অশিথিল পরাক্রম, অদম্যছন্দ, সহনশীলতা, দৃঢ়তা, বীর্য, বীর্যেন্দ্রিয়, বীর্যবল, সম্যক প্রচেষ্টা। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ এসব উদ্যমের দ্বারা অধিগত, সমাগত, প্রতিপন্ন, সম্পন্ন, অধিকৃত, সমুৎপন্ন, সমন্বিত। তদ্ধেতু সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ উদ্যমশীল—সঙ্খাতধম্মো নিযতো পধানৰা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক বুদ্ধ বললেন :

"তন্হক্‌খযং পত্থযমপ্পমত্তো, অনেলমূগো সুতৰা সতীমা।
সঙ্খাতধম্মো নিযতো পধানৰা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৭. সীহোৰ সদ্দেসু অসন্তসন্তো, ৰাতোৰ জালম্হি অসজ্জমানো।
পদুমংৰ তোযেন অলিম্পমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : সিংহ যেমন কোনো শব্দে বিচলিত হয় না, বাতাস যেমন জালে আবদ্ধ হয় না, পদ্মফুল যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

সীহোৰ সদ্দেসু অসন্তসন্তোতি। যেমন পশুরাজ সিংহ শব্দে নির্ভয়, ভয়হীন, অনুত্রাসী, অনুৎকণ্ঠিত, নিরুদ্বেগ, নির্ভীক, অভীরু, নিঃশঙ্ক, ভয়ে লোমহর্ষণ হয় না, পলায়ণ করে না, ঠিক তেমনি পচ্চেক সম্বুদ্ধও শব্দে নির্ভয়, ভয়হীন, অনুত্রাসী, অনুৎকণ্ঠিত, নিঃশঙ্ক, নিরুদ্বেগ, নির্ভীক, অভীরু, ভয়ে লোমহর্ষণ হন না, পলায়ন করেন না, ভয়-ভৈরব প্রহীন, লোমহর্ষণহীন হয়ে অবস্থান করেন। এ অর্থে—সীহোৰ সদ্দেসু অসন্তসন্তো।

ৰাতোৰ জালম্হি অসজ্জমানোতি। "বাতাস" (**ৰাতো**তি) বলতে পূর্বদিক হতে প্রবাহিত বাতাস, পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, উত্তর দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত বাতাস, দূষিত বাতাস, ময়লাযুক্ত বাতাস, শীতল বাতাস, উষ্ণ বাতাস, সামান্য বাতাস, অধিক বা প্রবল বাতাস, প্রলয়ঙ্ককারী বাতাস, পাখার বাতাস, সুপর্ণপক্ষীর বাতাস। তালপত্রে বাতাস, ব্যজনীর বাতাস। জাল বলতে সুতার জালকে বলা হয়। যেমন বাতাস জালের মধ্যে সংলগ্ন হয় না, বন্ধন হয় না, বধযোগ্য হয় না,

দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকে না। জাল দুই প্রকার। যথা : তৃষ্ণাজাল ও দৃষ্টিজাল... ইহাকে তৃষ্ণাজাল বলা হয়... ইহাকে দৃষ্টিজাল বলা হয়। পচ্চেক সম্বুদ্ধের তৃষ্ণাজাল প্রহীন, দৃষ্টিজাল পরিত্যক্ত হয় বলে সে পচ্চেক সম্বুদ্ধ রূপে সংলগ্ন হন না, শব্দে সংলগ্ন হয় না... দৃষ্টি-শ্রুত-মুত ও বিজ্ঞাত ধর্মে সংলগ্ন হন না, আবদ্ধ হন না, বধযোগ্য হন না, দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকেন না; বরং নিষ্ক্রান্ত, বর্জিত, মুক্ত, বিমুক্ত, অপ্রতিরুদ্ধ চিত্তে অবস্থান করেন—ৰাতোৰ জালম্হি অসজ্জমানো।

পদুমংৰ তোযেন অলিম্পমানোতি। পদুম বলতে পদ্ম ফুলকে বলা হয়। জল বলতে পানিকে বলা হয়। পদ্মফুল যেমন জলের সাথে লিপ্ত হয় না, সংলগ্ন হয় না, লেপিত হয় না, বরং অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত, অকলঙ্কিত থাকে। দুই প্রকার লেপন। যথা : তৃষ্ণালেপন ও দৃষ্টিলেপন... ইহাকে তৃষ্ণালেপন... ইহাকে দৃষ্টিলেপন বলা হয়। পচ্চেক সম্বুদ্ধের তৃষ্ণালেপন পরিত্যক্ত হয় বলে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ রূপে লিপ্ত হন না, শব্দে লিপ্ত হন না... দৃষ্ট-শ্রুত-অনুমিত ও বিজ্ঞাত ধর্মে লিপ্ত হন না, সংলগ্ন হন না, লেপিত হন না, উপরন্তু অলিপ্ত, অপ্রলিপ্ত, অকলঙ্কিত, নিষ্ক্রান্ত, বর্জিত, মুক্ত, বিমুক্ত হয়ে অপ্রতিরুদ্ধ চিত্তে অবস্থান করেন—পদুমংৰ তোযেন অলিম্পমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"সীহোৰ সদ্দেসু অসন্তসন্তো,
ৰাতোৰ জালম্হি অসজ্জমানো।
পদুমংৰ তোযেন অলিম্পমানো,
একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৮. সীহো যথা দাঠবলী পসযহ, রাজা মিগানং অভিভুয্য চারী।
সেৰেথ পন্তানি সেনাসনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : পশুরাজ দাঁতবলী সিংহ যেমন সমস্ত তির্যগ্প্রাণীকে পরাজিত করে নির্জন শয়নাসনে অবস্থান করে, তেমনি খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

সীহো যথা দাঠবলী পসযহ, রাজা মিগানং অভিভুয্য চারীতি। পশুরাজ দাঁতবলী সিংহ যেমন দন্তধারী সমস্ত তির্যক প্রাণীকে পরাজিত, পরাভূত, বশীভূত, ধ্বংস এবং বিনাশ করে বিচরণ করে, অবস্থান করে, পদব্রজে চলে, অগ্রসর হয়, পদচারণ করে, যাপন করে এবং জীবন যাপন করে, তেমনি

প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞাধারী পচ্চেক সম্বুদ্ধও সমস্ত প্রাণী ও পুদ্‌গলকে প্রজ্ঞা দ্বারা অভিভূত, পরাভূত, পরাজিত, বশীভূত এবং দমন করে বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, পদব্রজে চলেন, অগ্রসর হন, পদচারণ করেন, যাপন করেন এবং জীবন যাপন করেন। এ অর্থে—পশুরাজ দাঁতবলী সিংহ যেমন সমস্ত প্রাণীকে পরাজিত করে বিচরণ করে (সীহো যথা দাঠবলী পসযহ, রাজা মিগানং অভিভুয্য চারী)।

সেৰেথ পন্তানি সেনাসনানীতি। পশুরাজ সিংহ যেমন গহীন অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করে, অবস্থান করে, পদব্রজে চলে, অগ্রসর হয়, পদচারণ করে, যাপন করে এবং জীবন যাপন করে, ঠিক তেমনি প্রত্যেক সম্বুদ্ধও (একাকী) অরণ্যে, বনপ্রস্থে (বনাশ্রম), নির্জন শয়নাসনে নীরবে, নিঃশব্দে, নির্জনতায়, মনুষ্য হতে নির্জনবাসী হয়ে ও নির্জনতারূপ স্থান প্রতিসেবন করেন। তিনি একাকী গমন করেন, একাকী দাঁড়ান, একাকী উপবেশন করেন, একাকী শয়ন করেন, একাকী পিণ্ডার্থে গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাগমন করেন, একাকী নির্জনে উপবেশন করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন, একাকী বিচরণ করেন, অবস্থান করেন, চলেন, অগ্রসর হন, পদচারণ করেন, যাপন করেন এবং জীবন যাপন করেন। এ অর্থে—সেৰেথ পন্তানি সেনাসনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"সীহো যথা দাঠবলী পসযহ, রাজা মিগানং অভিভুয্য চারী।
সেৰেথ পন্তানি সেনাসনানি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৫৯. মেত্তং উপেকখং করুণং ৰিমুত্তিং, আসেৰমানো মুদিতঞ্চ কালে।
সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও বিমুক্তি ভাবনা করার সময় সর্বলোকে অপ্রতিরুদ্ধ বা মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী অবস্থান কর।

মেত্তং উপেকখং করুণং ৰিমুত্তিং, আসেৰমানো মুদিতঞ্চ কালেতি। সেই প্রত্যেক সম্বুদ্ধ মৈত্রীসহগত চিত্তে একদিকে পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন, তথা দুই, তিন, চতুর্দিকও। এভাবে তিনি ঊর্ধ্ব, অধঃ, আড়া-আড়িভাবে (বা তির্যক দিকে) সর্বত্র, সর্বস্থান ও সমস্তলোকে মৈত্রীযুক্ত, বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরীহীন এবং ক্রোধহীন চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করে অবস্থান করেন। করুণাসহগত চিত্তে... মুদিতাসহগত চিত্তে... উপেক্ষাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরীহীন এবং ক্রোধহীন চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করে

অবস্থান করেন—মেত্তং উপেকখং করুণং ৰিমুত্তিং, আসেৰমানো মুদিতঞ্চ কালে।

সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানোতি। মৈত্রী দ্বারা ভাবিত হয়ে পূর্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক, পশ্চিম দিকে যেসব সত্ত্ব আছে... উত্তর দিকে যেসব সত্ত্ব আছে... দক্ষিণ দিকে যেসব সত্ত্ব আছে... পূর্বকোণে যেসব সত্ত্ব আছে... পশ্চিমকোণে যেসব সত্ত্ব আছে... উত্তরকোণে যেসব সত্ত্ব আছে... দক্ষিণকোণে যেসব সত্ত্ব আছে... নিম্নদিকে যেসব সত্ত্ব আছে... ঊর্ধ্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে... এবং দশদিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক। করুণা দ্বারা ভাবিত হয়ে... মুদিতা দ্বারা ভাবিত হয়ে... উপেক্ষা দ্বারা ভাবিত হয়ে মুদিতা দ্বারা ভাবিত হয়ে... এবং উপেক্ষা দ্বারা ভাবিত হয়ে পুর্বদিকে যেসব সত্ত্ব আছে... দশদিকে যেসব সত্ত্ব আছে, তারা মৈত্রীপরায়ণ হোক। **সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানো**তি। সর্বলোকে অবিরুদ্ধ বা মৈত্রীভাবাপন্ন, অপ্রতিরুদ্ধ, শত্রুতামুক্ত এবং বাধা বা ক্লেশমুক্ত—সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

> ‘‘মেত্তং উপেকখং করুণং ৰিমুত্তিং, আসেৰমানো মুদিতঞ্চ কালে।
> সব্বেন লোকেন অৰিরুজ্ঝমানো, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো’’তি॥

১৬০. রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং, সন্দালযিত্বান সংযোজনানি।
অসন্তসং জীৰিতসঙ্খযম্হি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : রাগ, দ্বেষ, মোহ ও সংযোজন ত্যাগ ধ্বংস করে মৃত্যুতে নির্ভীক হয়ে খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহন্তি। “রাগ” (**রাগো**তি) বলতে যা রাগ সরাগ... অভিধ্যা, লোভ, অকুশলমূল। “দ্বেষ” (**দোসো**তি) বলতে যা চিত্তের বিদ্বেষ... ক্রোধ, দ্বেষ এবং চিত্তের অসন্তুষ্টতা। “মোহ” (**মোহো**তি) বলতে দুঃখে অজ্ঞান... অবিদ্যা (অৰিজ্জালঙ্গী), মোহ, অকুশলমূল। **রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহ**ন্তি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, দূরীভূত করেন এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন। এ অর্থে—রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ করেন (রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং)।

সন্দালযিত্বান সংযোজনানীতি। দশ প্রকার সংযোজন; যথা : কামরাগ সংযোজন, প্রতিঘ সংযোজন... অবিদ্যা সংযোজন। **সন্দালযিত্বান সংযোজনানী**তি। দশ প্রকার সংযোজন ধ্বংস করেন, বিনাশ করেন, নির্মূল

করেন, পরিত্যাগ করেন, অপনোদন করেন, বিদূরীত করেন এবং সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন। এ অর্থে—সংযোজনসমূহ ত্যাগ করেন (সন্দালযিত্বান সংযোজনানি)।

অসন্তসং জীৰিতসঙ্খযম্হীতি। সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ জীবন অবসানে বা মৃত্যুকালে নির্ভয়ী, অভয়ী, ভয়হীন, শঙ্খাহীন, অকম্পিত, অভীরু, নির্ভীক, ত্রাসহীন, সাহসী হন, ভয়-ভৈরব প্রহীন করে লোমহর্ষ বিগত হয়ে অবস্থান করেন—অসন্তসং জীৰিতসঙ্খযম্হি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায মোহং, সন্দালযিত্বান সংযোজনানি।
অসন্তসং জীৰিতসঙ্খযম্হি, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

১৬১. ভজন্তি সেৰন্তি চ কারণত্থা, নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা।
অত্তত্থপঞ্ঞা অসুচী মনুস্সা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো॥

অনুবাদ : কারণবশত (লোকে) সেবা করে পূজা করে, বিনা কারণে মিত্র লাভ দুর্লভ। কলুষিত নর স্বীয় লাভের জন্য সেবা, পূজা করে, তাই খড়্গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

ভজন্তি সেৰন্তি চ কারণত্থাতি। নিজের মঙ্গলের জন্য, অপরের মঙ্গলের জন্য, উভয়ের মঙ্গলের জন্য, ইহলোকে মঙ্গলের জন্য, পরলোকের মঙ্গলের জন্য ও পরমার্থের জন্য ভজনা করে, সন্তুষ্ট করে, সেবা করে, পূজা করে, সংসর্গ করে এবং উপাসনা করে। এ অর্থে—কারণবশত (লোকে) সেবা করে, পূজা করে (ভজন্তি সেৰন্তি চ কারণত্থা)।

নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তাতি। মিত্র বলতে দুই প্রকার বন্ধু। যথা : গৃহী বন্ধু এবং প্রব্রজিত বন্ধু... ইহা গৃহী বন্ধু... ইহা প্রব্রজিত বন্ধু। **নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা**তি। এই দুই প্রকার বন্ধু (লাভ হয়) অকারণে, বিনাকারণে, অহেতুতে এবং অপ্রত্যয়ে (লাভ করা) দুর্লভ। এ অর্থে—বিনা কারণে মিত্র লাভ দুর্লভ (নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা)।

অত্তত্থপঞ্ঞা অসুচী মনুস্সাতি। "নিজের মঙ্গলার্থে" (**অত্তত্থপঞ্ঞা**তি) বলতে নিজের মঙ্গলার্থে, নিজের হেতু, নিজের প্রত্যয়, নিজের কারণে ভজন করে, সন্তুষ্ট করে, সেবা করে, পূজা করে, সংসর্গ করে এবং প্রতিসেবন করে, আচরণ করে, সমাচরণ করে, সমাদর করে, প্রশ্ন করে এবং জিজ্ঞাসা করে। এ অর্থে—নিজের লাভের জন্য (অত্তত্থপঞ্ঞা)। "কলুষিত মানুষ" (**অসুচী মনুস্সা**তি) বলতে কলুষিত মানুষ, কলুষিত কায়কর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত

বাককর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মনোকর্ম দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত প্রাণিহত্যা... কলুষিত চুরি কর্ম... কলুষিত মিথ্যা কামাচার কর্ম... কলুষিত মিথ্যা বাককর্ম দ্বারা... কলুষিত পিশুন বাক্য দ্বারা সমন্নাগত... কলুষিত কর্কশ বাক্য দ্বারা সমন্নাগত কলুষিত সম্প্রলাপ বাক্য দ্বারা সমন্নাগত... কলুষিত অবিদ্যার দ্বারা সমন্নাগত... কলুষিত ব্যাপাদের দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা সমন্নাগত, কলুষিত চেতনায় সমন্নাগত, কলুষিত প্রার্থনায় সমন্নাগত, কলুষিত প্রণিধি দ্বারা সমন্নাগত হয়ে মানুষ কলুষিত, হীন, নীচ, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট, অধম ও ক্ষুদ্র হয়। এ অর্থে—কলুষিত মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্য সেবা পূজা করে (অত্তত্থপঞ্ঞা অসুচী মনুস্সা)।

একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পোতি। "একক" (**একো**তি) বলতে সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণে (পব্বজ্জাসঙ্খাতেন) একক... "চর্যা" (**চরে**তি) বলতে আঁট প্রকার চর্যা। যথা... **খগ্গৰিসাণকপ্পো**তি। যেমন গন্ডারের একটি মাত্র শিং দ্বিতীয় নেই... খড়ুগবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর।

তজ্জন্য সেই পচ্চেক সম্বুদ্ধ বললেন :

"ভজন্তি সেৰন্তি চ কারণত্থা, নিক্কারণা দুল্লভা অজ্জ মিত্তা।
অত্তত্থপঞ্ঞা অসুচী মনুস্সা, একো চরে খগ্গৰিসাণকপ্পো"তি॥

[চতুর্থ বর্গ]

[খড়ুগবিষাণ সূত্র বর্ণনা সমাপ্ত]

অজিতো তিস্সমেত্তেয্যো, পুণ্ণকো অথ মেত্তগূ।
ধোতকো উপসীৰো চ, নন্দো চ অথ হেমকো॥
তোদেয্য-কপ্পা দুভযো, জতুকণ্ণী চ পণ্ডিতো।
ভদ্রাৰুধো উদযো চ, পোসালো চাপি ব্রাহ্মণো।
মোঘরাজা চ মেধাৰী, পিঙ্গিযো চ মহাইসি॥
সোল়সানং পনেতেসং, ব্রাহ্মণানংৰ সাসনং।
পারাযনানং নিদ্দেসা, তত্তকা চ ভৰন্তি হি॥
খগ্গৰিসাণসুত্তানং, নিদ্দেসাপি তথেৰ চ।
নিদ্দেসা দুৰিধা ঞেয্যা, পরিপুণ্ণা সুলকিখতাতি॥

অনুবাদ : অজিত, তিষ্যমেত্তেয়, পুন্নক এবং মেত্তগূ,
ধোতক, উপসীব, নন্দ ও হেমক।

তোদেয়, কপ্প উভয়, পণ্ডিত জতুকন্নী, ভদ্রাবধো ও উদয়,
পোসল ব্রাহ্মণ, মেধাবী মোঘরাজা এবং মহর্ষি পিঙ্গিয়।
এগুলো ষোলজন ব্রাহ্মণের অভিপ্রায়। তাদৃশ
পরায়ণ বর্গের ও খড়ুগবিষাণ সূত্রের বর্ণনা।
এই দুই জ্ঞাতব্য বিষয়ে আলোচনা পরিপূর্ণভাবে আলোচিত।

[খুদ্দকনিকায়ে চূলনির্দেশ বাংলা সমাপ্ত]

*** *** ***
*** ***
***

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. খুদ্দকনিকায়ে উদান — *২০০/-*
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ — *৩০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) — *৩৫০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড) — *২০০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ — *২০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৬. খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ — *১০০/-*
অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু

৭. পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) — *প্রতি সেট ২০,০০০/-*

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
E-mail: tpsocietybd@gmail.com